শুদ্ধিপত্র ।

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভু	১	...	৪
প্রেত্যাক্ত	প্রত্যাক্ত	২	...	১০
বিষয়	বিষয়	২	..	২১
ভদহি	তদর্হি	৮৮	..	[illegible]
মৃষ	মৃষা	১১	...	১৯
প্রত্যাক্ত	প্রত্যুক্ত	১২	...	১৫
কামন পূর্ণা	কামনা পূর্ণ	১৩	...	[illegible]
আবিভুক্ত	আবির্ভূত	১৩	...	[illegible]
কৌস্ত	কৌস্তুভ	১৪	...	[illegible]
নাম্না	নাম্না	১৬	...	[illegible]
শুক্রমঃ	শুক্রম	১৬	..	[illegible]
প্রত্যাক্ত	প্রত্যুক্ত	১৬	...	[illegible]
পুত্রে	পুত্রো	১৭	——	[illegible]
পুত্রে	পুত্রো	১৭	২	..
তৃষ্ণতুরা	তৃষ্ণাতুরা	১৭	...	১৬
চুচুষ	চুচুষ	২১	...	২০
চাম্পা	চম্পা	২৫	...	২১
প্রচুর	প্রচুর	২৫	...	২০
প্রেম্না	প্রেম্না	৩০	...	৫
দৃষ্টা	দৃষ্টা	৩১	...	৯
সমুজ্জল	সমুজ্জল	৩৭	...	

অশুদ্ধি
বৈদুর্য্য
ভাঁদব
মুঞ্জরী
গুল্ফ
কিঙ্কিনী, ধয়, ভূ
কিঙ্কিণী, ধয়, ভূ
সমুজ্জল
এষঃ
নযোক্ত
জগত্রয়ঃ
মুপৈপাংক্তি
দৃষ্টা
মধ্য
মিতোমিত
শুক্রমঃ
লক্ষনা

পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
১৫	... ২	১১	ত্বু বিদ্ধা	ত্বু বিদ্ধা	৫৪	...	৬
১৬	...	৩	তত্তং	তত্তঃ	৫৫	...	৬
	...	৯	উচ্ছীয়ন্তাং	উচ্ছি য়ন্তাং	৫৫	...	১১
	...	১১	যদা	যদথ	৫৫	... ২	৩
	২	৮	ষাড়শ	ষোড়শ	৫৬	...	১
		২	নৃপাঙ্গনে	নৃপাঙ্গণে	৫৬	...	৯
	...	৯	তেষ	তেষু	৫৬	...	১২
৭	... ২	১	প্রাণত্যা	প্রাণত্যা	৫৬	...	২৯
	... ১	৩	যাত্রা	দ্যাত্রী	৫৭	...	১৩
	... ২	৮		স্ত্রী	৫৭	...	১৩
	.. ২	১০	বেক্ষন্তি	বেক্ষ্যতি	৫৭	... ২	৫
	... ২	১৩	কাঙ্ক্ষয়	কাঙ্ক্ষয়া	৫৭	... ২	১৩
	... ২	২	চার্য্যা	চার্য্যাত্ত	৫৭	... ২	১৪
	...	৫	রুষা	রুষা	৬০	...	১১
	..	২	নাম্বর	নাম্বর	৬১	...	১২
	...	৭	ত্যক্ষে	ত্যক্ষো	৬১	...	১৩
	..	১	যন্তোষার্থ	সন্তোষার্থ	৬১	..	১৩
	... ১	৩	রমাভ্যুদয়	রামাভ্যুদয়	৬২	...	১
	..	৭	ত্রাদৃষ্টা	ত্ত্রাদৃষ্ট।	৬২	..	৫
	.	৮	ত্রাচুঃ	ত্রাম্য চুঃ	৬২	... ২	২
	২	৫	ক্রো	ক্রোহি	৬৩	...	১৬
		১৩	সপথ	শপথ	৬২	... ১	২৭
		১৩	ধর	ধরঃ	৬৩	...	১৭
			বলম্বেত	বিলম্বেত	৬৩	... ২	১২
			গৃহীৰ	গৃহীৰ	৬৪	...	১২
			ত্যক্তঃ	মিত্যুক্তঃ	৬৪	...	১২
			মহে	ত্রক্ষ্যামহে	৬৫	... ২	১০
			ত্র	কৌস্তুভা	৬৫	... ২	২

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
উত্তমং	উত্তমঃ	৬৭	...	১০
উদাহৃতং	উদাহৃতঃ	৬৭	...	১১
স্বরতি	স্বদতি	৬৭	...	১৬
গ্রাবচনং	গ্রামবচনং	৬৮	...	১
ইত্যুক্তা	ইত্যুক্ত্বা	৬৮	...	৬
হৃজ্জর	হৃজ্জর	৬৮	...	১৭
হ্রীয়নৃতা	হ্রীয়স্তা	৬৮	...	১৮
হৃদজ্জে	হৃদজ্জে	৬৮	... ২	৯
চিত	চিৎ	৬৮	... ২	৭
স্বরূপং	স্বরূপঃ	৬৮	... ২	৮
মূর্ধ্যা	মূর্ধ্যা	৬৯	...	৬
আয়ু	আয়ু	৭০	...	৬
মম্বু	মম্বু	৭১	...	৩
নগরং	নগর	৭১	...	৭
ভৃত্যা	মৃত্যা	৭১	...	৯
দায়ু	দায়	৭১	... ২	৩
রোগৌধাঃ	রোগৌঘাঃ	৭১	... ২	৪
বিশিষ্টাদি	বিষ্টাদি	৭১	... ২	১৫
স্যদনঃ	স্যদন	৭২	...	৩
পুমান	পুমান্	৭২	...	৫
বৃদ্ধাদিভ্যো	বৃদ্ধ্যাদিভ্যো	৭২	... ২	৪
ভঃখৌঘৈঃ	ডঃখৌঘৈঃ	৭২	... ২	৭
লক্ষুণং	লক্ষ্মণং	৭৩	...	১২
সাম্নত	সম্মিত	৭৩	...	৬
স্তশ্রূষাং	শুশ্রূষাং	৭৩	... ১	১০
ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্র	৭৪	...	১০
কাপি	কাঁপি	৭৪	... ২	৬
গন্তব্যাং	গন্তব্যং	৭৪	... ২	৯
চিরাৎ	হচিরাৎ	৭৪	... ২	১০
দ্রাক্ষাসি	দ্রক্ষসি	৭৪	... ২	১১
যদাত্তব	যদ্যত্তব	৭৫	...	৫
নাহম	নাহম	৭৫	...	৬
কুটুম্ব	কুটুম্ব	৭৫	...	৯
স্তুৎ	স্তুৎ	৭৬	...	৪
উচুঃ	উচুঃ	৭৭	...	৩
বাদীতা	বাদিতা	৭৭	...	১৮
কুর্ম	কূর্ম	৭৮	...	১
হৃদৌব	হৃদৌব	৭৯	...	১
ভুবি	ভুবি	৭৯	...	৭
নাশৈব	নাশৈব	৭৯	...	১০
ইত্ত্বক্তা	ইত্যুক্ত্বা	৮০	...	৮
মানসঃ	মানসঃ	৮২	...	৬
মধু	মধু	৮২	...	১০
সংপৃষ্ঠ	সংপৃষ্ট	৮২	... ২	৩
পুরা	পুরা	৮৩	...	৩
সুষাপ	সুষাপ	৮৩	...	৪
সংস্কৃতে	সংস্কৃতে	৮৩	...	৪
ত্রার্থ্যদা	ত্রাণদা	৮৪	...	১
যদ্যবদা	যদ্যদ্ব	৮৪	...	১১
ভবে	ভবেঃ	৮৪	...	৩
শয়ন	স্মরান	৮৪	...	১৪
যদ্য	যদ্য	৮৫	...	৪
লক্ষণেন	লক্ষ্মণেন	৮৫	...	৩
দ্যাথৌ	দ্যথৌ	৮৬	...	১১
সভার্যঃ	সভার্যাঃ	৮৬	... ২	৭
বক্ষে	বক্ষ্যে	৮৭	...	১২

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
তেহন্যেহন্য	তেহন্যোন্য	৮৭	...	১৬
কুলম	কুলম্	৮৭	... ২	৪
স্বজেক্ষণং	স্বজেক্ষণং	৮৭	... ২	১০
রম	রম্	৮৮	...	১১
ভোহমিশম্	তোহনিশম্	৮৮	...	১৪
তামাং	তানাং	৮৯	...	৬
বদিহং	বাদহং	৮৯	...	১০
শদ্রায়াং	শূদ্রায়াং	৮৯	...	১৩
করনোহমবং	করনোহভবং	৯০	...	১১
তথাহকর	তথাহকর	৯০	... ২	১০
ত্রামুক্তে	তামুক্তো	৯১	...	৯
স্ববসন	স্ববসন্	৯১	...	৬
লক্ষণেন	লক্ষ্মণেন	৯২	..	৬
শ্বশ্রোঃ	শ্বশ্র্বাঃ	৯৩	...	৫
ভোতা	ভীতা	৯৫	...	২
প্রাপ্তা	প্রাপ্তঃ	৯৬	...	৬
চক্রভুশ্চ	চক্রভুশ্চ	৯৬	... ২	১
ইত্বাকু	ইত্বাকু	৯৬	... ২	৮
স্বারবী	স্বারবী	৯৬	... ২	১৭
দৃষ্টোহসি	দৃষ্টোহসি	৯৭	...	৩
ভো	ভোঃ	৯৭	...	১৫
মুক্তকণ্ঠা	মুক্তকণ্ঠা	৯৯	...	৯
নর্কা	নর্কা	১০০	...	১১
প্রভুঃ	প্রভুঃ	১০০	...	১২
নঃ	নৃষঃ	১০১	...	২
কোটরোঃ	কোটরয়োঃ	১০১	...	৩
বিন্দবৎ	বিন্দুবৎ	১০২	...	৫
বিভঃ	বিভুঃ	১০৩	... ২	৩
স্বমদা	স্বামদা	১০৩	... ২	৭
জগমূঃ	জগ্মুঃ	১০৪	...	৮
নমলা	নামলা	১০৫	...	৮
সাত্তা	সীতা	১০৫	.. ২	৫
বত্র	যত্র	১০৬	...	৬
নদং	নদীং	১০৬	... ২	১
কিমন্ত	কিমেত	১০৬	.. ২	১১
মুনি	মুনি	১০৭	...	৬
ভবিষং	ভবিষ্যং	১০৭	... ২	৫
কামযুক	কামযুক্	১০৭	... ২	১২
রামবন	রাম ভবন	১০৮	...	১২
সাসি	ঋষি	১০৮	..	১৫
দষৌ	দধ্যৌ	১০৮	... ২	৭
পূনঃ	পুনঃ	১১০	...	৭
[illegible]	ক	১১০	...	৬
ইঙ্গদী	ইঙ্গুদী	১১১	... ২	১
পূরং	পুরং	১১১	...	৯
কুর্য্যা স	কুর্য্যামসত্যং	১১২	..	৮
যদ্	যদ্য	১১৩	...	১০
কার্য্যাং	কার্য্যাং	১১৪	...	৪
ননূতাং	নানৃতং	১১৪	...	১১
মোক্ষদে	মোক্ষ্যসে	১১৫	...	১
দৃক	দৃক্	১১৫	...	২
রাজপ	রাজোপ	১১৫	...	২
স্থনরঃ	স্মুনরঃ	১২০	...	১০
পুত্রঃ	পুটং	১২১	—	২
গুহন্নেত্তি	গুণন্নেতি	১২২	...	২
যপ	যূপ	১২৩	...	৬

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মকতপবং	মকম্মষঃ	১২৪	...	১
[illegible]	জগ্ম	১২৪	...	৯
কেশা	কেশা	১২৫	--	১
সুতীক্ষ্ণ	সুতীক্ষ্ণঃ	১২৫	—	১১
দ্রষ্টং	দ্রষ্টুং	১২৬	...	২
দাস্তু	দাস্তু	১২৭	—	২
আগস্ত্য	অগস্ত্য	১২৭	—	৫
সংবেশ	সংবেশ	১২৮	----	৬
সাঙ্গ	সাঙ্গং	১২৯	—	[illegible]
সুলা	সুলা	১৩০	--	৭
[illegible]	[illegible]	১৩০	-- ২	৫
স্বপ্ন প্র্যবস্থা	স্বপ্নাবস্থা	১৩০	.. ২	১১
দ্যতি	দ্যুতি	১৩১	--	৪
[illegible]	বিভূষিতঃ	১৩২	--	১
সুভাষিত	সুভাষিতং	১৩২	--	১
বস্তো	বস্তে	১৩৩	—	৯
বুদ্ধিল	বুদ্ধিনা	১৩৩	..	৮
সংক্ষেপা	সংক্ষেপা	১৩৪	..	১৬
যদাং	যদ্যং	১৩৫	---	৬
উম্মলঃ	[illegible]	১৩৫	—	৯
শপ	শাপ	১৩৫	—	২
হস্ক ভিত্তো	হস্ক ভিত্তো	১৩৬	-	৫
[illegible]	যেন	১৩৬	—	৭
ভবেদাথা	ভবেদ্যথা	১৩৬	--	৮
সমবেতানাং	সমবেতানাং	১৩৬	--	১০
স্তিতোহমনিশং	স্তুতোহহমনিশং	১৩৭	-	৯
সম্বাদে	সম্বাদে	১৩৭	--	১১
কিস্তোত্র	কিস্তেহত্র	১৩৮	--	১১

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
কিম	কিম	১৩৯	--	১
কাঙ্খয়া	কাঙ্ক্ষয়া	১৪০	--	১১
মহদ্বাক্য	মহদ্বাক্যং	১৪০	২	৭
বন্ধা	বন্ধা	১৪০	— ২	৮
চারচক্ষ	চারচক্ষু	১৪১	...	২
সংজ্ঞা	সংখ্যা	১৪১	—	৩
পুরা	পুরা	১৪১	...	১৩
মুদ্রাঙ্কা	মুদ্রাঙ্কা	১৪২	..	৭
কুদন্তি	কুদন্তী	১৪২	..	১০
কামিনী.ক	কামিনীকে	১৪২	—	১৩
সর্ব	সর্ব্ব	[illegible]	— ১	৬
মনুষ্য	মনুষ্য	১৪২	- ২	১২
কুলেহমৃৎ	কুলেহভূৎ	১৪২	২	১৯
সঃ	স	১৪৩		১
কৃতাতিথ্যঃ	কৃতাতিথ্যঃ	১৪৪		৮
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমান্	১৪৪		১১
ভার্য্যা	ভার্য্যা	১৪৪	- ২	৯
হস্তা	হস্তা	১৪৪	১	১১
ভুগ	ভগ	১৪৫		৪
মুভ্রমন্	মুদ্‌ভ্রমন্	১৪৫		১০
চতুদ্দিক	চতুর্দ্দিক্	১৪৫		১৬
পুণব্বার	পুনব্বার	১৪৫		১৮
নশ্বতি	নশ্যতি	১৪৬		১৪
বাক্যতোশৃণং	বাক্যতোহশৃণম	১৪৬	২	৪
পুবা	পুরা	১৪৭		[illegible]
চেদাৎ	চেদ্দৎ	১৪৭		৮
শ্রাত্বা	শ্রুত্বা	১৪৭		১০
হস্তাদাদি	হস্তাদদি	১৪৭		[illegible]

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
গভৌ	গভো	১৪৭	২	৩
সম্বাদে	সম্বাদে	১৪৭	১	১২
ভক্তাম্বুবাম্পী	ভক্তাম্বুকম্পী	১৪৯		৬
কর্ত্তৃং	কর্ত্তুং	১৪৯		৭
হভ্যাশে	হভ্যাসে	১৪৯		১০
বদ্ধ	বদ্ধ	১৪৯		১৪
চিস্তা	চিন্তা	১৫০		৯
ভুক্ষ্	ভুক্ষ্	১৫১		১০
পুর	পুর	১৫১		১৩
চ্যতি	চ্যুতিং	১৫২		১০
ত্তদৃষ্ট্বা	তং দৃষ্ট্বা	১৫২		১১
তিষ্ঠেত্তং	তিষ্ঠেতি	১৫২	২	৬
কোশমানাং	ক্রোশমানাং	১৫৩		৮
সম্বাদে	সম্বাদে	১৫৩		১১
ক্ষাত্রা	ক্ষাত্রা	১৫৪		৬
ধ্বজাক	ধ্বজাকা	১৫৫		১
এবং	এবং	১৫৬		৭
বপুদ্দিষ্ট্বা	বপুদ্দিষ্ট্বা	১৫৬		১২
বাহন	বাহান্	১৫৬	১	৮
ভূবি	ভুবি	১৫৭		১১
পত্তান	পত্তান্	১৫৮	২	১
তত্রাদ্ভুত	তত্রাদ্ভুত	১৬০		৩
বষ্ঠিতো	বষ্টিতো	১৬০		৮
যদা	যদা	১৬০	১	১
পুরা	পুরা	১৬১		৩
মাপস্যাস্থক	মাপস্যাস্থক	১৬১		৬
ভু থা	ভু ত্বা	১৬১		৭
ইত্বাক্কো	ইক্ষ্বাক্কো	১৬২		৭
স্থলে	স্থলে	১৬৩		৫
মিতীর্ণতে	মিতীর্ণ্যতে	১৬৩	১	১
উরস্তলং	উরঃস্থলং	১৬৩	১	[illegible]
কুক্ষিনাড়ো	কুক্ষির্নাড্যো	১৬৩	২	১৬
যদস্মিং	যদস্মিন্	১৬৪		৩
অপীষ্য বয়স্য	অপীত্যবয়সং	১৬৪		১০
বুধ্যা	বুদ্ধ্যা	১৬৫		১
পুংস্তে	পুংস্ত্বে	১৬৭		৪
ব	বা	১৬৭		[illegible]
মদবুধ্যা	মদবুদ্ধ্যা	১৬৭		[illegible]
ত্যাক্তা	ত্যক্ত্বা	১৬৯		২
পম্পা	পম্পা	১৭০		২
নাম্না	নাম্না	১৭২		৩
হতে	হতো	১৭২		৮
কদদ্ভুত	কদদ্ভুত	১৭৫		১২
নিঃপত্রান	নিষ্পত্রান	১৭৬		৭
মিত্রার্যদা	মিত্রার্য্যদা	১৭৭		৮
ঐহোব	ঐক্ষেব	১৭৭	১	[illegible]
যত্নস্যং	যত্নস্যং	১৭৮		১০
রঘুনন্দন	রঘুনন্দনঃ	১৭৮		৮
তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	১৭৯		[illegible]
অযোধ্যাতো	অযোধ্যাতো	১৭৯		[illegible]
পুন	পুন	১৮০		৯
ত্বা	শ্রুত্বা	১৮১		১১
সুগ্রীবস্যাপি	সুগ্রীবস্যাপি	১৮১	১	১০
সমুদায়ুক্তঃ	সমুদয়ুক্তঃ	১৮২		৩
বালীন	বালিন	১৮২		৭
পতঙ্গবং	পতঙ্গবৎ	১৮৩		১

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সুধ্যমানো	সুধামানো	১৮২		১২
বালীনং	বালিনং	১৮২	১	৩
ভূত্রা	ভূত্বা	১৮২	২	৭
ধনুরালম্বা	ধনুরালম্বা	১৮২	২	৯
বক্ষ	বক্ষঃ	১৮২	২	১১
দুর্ব্বা	দুর্ব্বা	১৮২	২	১২
লক্ষ	লক্ষ্য	১৮২	২	১৩
রাজধর্ম্ম	রাজধর্ম্ম	১৮৩		৩
দেখিবা	দেখিবা	১৮৩		১৩
অনয়ামি	আনয়ামি			
মুহূর্ত্তার্দ্ধাদাদি	মুহূর্ত্তার্দ্ধাদবদি	১৮৩	১	১
কপিত্বাং	কপিত্বাৎ	১৮৪	২	১৩
চ্ছুত্বা	চ্ছুত্বা	১৮৪		১
শ্রিয়	শ্রিয়ঃ	১৮৪		৯
পদযুক্তমন	পদমুক্তমম	১৮৪	২	১
রঘুনন্দন°	রঘুনন্দনং	১৮৫		৫
শিক্ত	সিক্ত	১৮৫		১৪
দেহস্থশ্বাস	দেহস্থশ্বাংস	১৮৬		৮
যদ্যুক্ত	যদ্যুক্তং	১৮৮		৫
মুখে	মুখৈঃ	১৮৮		৭
যূথপৈর্ব্বানরৈঃ	যূথপৈর্ব্বানরৈঃ	১৮৮		১০
স্তাঃরয়া	স্তারয়া	১৮৮		১০
ভ্রাতুস্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্র	১৮৮		১৯
সঞ্চবন	সঞ্চরন্	১৯০		৭
মেধান্তর	মেঘাভ্যন্তর	১৯০		১০
ভক্ত্যায়	ভক্ত্যায়	১৯১		১১
দাথা	দলথা	১৯১		১৪
বাচেৎ	বাচেৎ	১৯১	২	৪

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সিধ্যর্থং	সিদ্ধার্থং	১৯১	২	৯
মদ্ধ্যা	বুদ্ধ্যা	১৯১	১	১০
যলঙ্কার	যলঙ্কার	১৯১	২	১৪
অভিষ্ট	অভীষ্ট	১৯১	২	২৭-৯
পুম	পুন	১৯২		৩
জুহুয়া	জুহয়া	১৯৩	১	২
দাথা	দলথা	১৯৩	২	৪
যদ্যাদি	যদ্যদি	১৯৩	২	[illegible]
পঠত্যকাস্রং	পঠত্যজস্রং	১৯৩	২	১১
নিশ্চেত্তং	নিশ্চেতুং	১৯৫	১	১৪
দুঃখার্ত্তা	দুঃখার্ত্তা	১৯৬		৩
পশ্চাদাৎ	পশ্চাদনৎ	১৯৬		[illegible]
নিম্মলাত্মানঃ	নির্ম্মলাত্মানঃ	১৯৭		[illegible]
মুড়াক্তো	মুদ্যুক্তো	১৯৮		[illegible]
সামীযাং	সামীপ্যং	১৯৮		[illegible]
তচ্ছ্রুত্বাঃ	তচ্ছ্রুত্বা	১৯৮	১	[illegible]
যূথপানাং	যূথপানাং	১৯৮		১৩
রঘুপতেঃ	রঘুপতেঃ	১৯৯		৯
যান	যান্	১৯৯	২	২
বন্দন্তং	বদন্তং	২০০		[illegible]
হনুমতো	হনূমতো	২০০		৯
কণক	কনক	২০১		[illegible]
অজিনম্বর	অজিনাম্বর	২০১		১২
জাম্ববানাম	জাম্ববান্নাম	২০২	১	২
বায়ুপুত্রো	বায়ুপুত্রো	২০২		৫
শক্র	শত্রু	২০২		১১
যুবরাদং	যুবরাজং			
বাম্ববন্তং	জাম্ববন্তং	২০৩		২

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সংদ্ধকং	সংযুক্তং	২০৩		১৩
পুঙ্গবা:	পুঙ্গবাঃ	২০৩	১	৫
কণক	কনক	২০৪		১০
জবনিকা	যবনিকা	২০৬		৮
রামায়:	রামায়	২০৬		৯
কপিন	কপিণ	২০৬		১০
[illegible]	যদয	২০৭		৪
তপম	তপসং	২০৭		৬
রঘুশ্রেষ্ঠং	রঘুশ্রেষ্ঠং	২০৭	২	২
কল্প:	কল্পং	২০৮		১
বঘুত্তমেষু	রঘুত্তমেষু	২০৮	২	৭
বদি	যদি	২০৯		৬
দুর্যোধয়স্ত্রোতে	দুর্যোধয়স্ত্রোতে	২১০		৯
গীতা স্ম	গ.গীতাঃ স্মঃ	২১০		১১
মহাচলম	মহাচলম্	২১১		২
ড পায়	ডম্পায়	২১১		৫
ভ্রমাত	ভ্রমতা	২১১		৯
ভক্ষো	ভক্ষ্যা	২১১		৮
ব্যাহবাস্ত্র:	ব্যাহতস্ত্রঃ	২১২		৭
যত্র	যত্র	২১৩		৫
রবণ:	রাবণঃ	২১৩		৭
সবাদে	সবাদে	২১৩		১১
দাস্থিনী	দাস্থিনী	২১৩		১৬
বানর	বানরাঃ	২১৪		১
সুধামণ্ডল	সুধামণ্ডল	২১৪		৬
সমুদ্রর:	সমুদ্ররঃ	২১৫		২
দুষ্কা	দুষ্কা	২১৫		৩
তাদাত্ম্যং	তাদাত্ম্যং	২১৫		৯

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
ভূর্জ্জাতে:	ভূর্জ্জাতে	২১৫		৭
খাতে	খাতে	২১৫	২	৮
রূঢ়ত্ব	রূঢ়ত্ব	২১৫	২	১৭
পেশীত্ব	পশিত্ব	২১৫	২	১২
স্বাগাসত	যথাসত	২১৬		১১
রত্নেণ	রক্ষেণ	২১৬	১	৩
কুটুম্ব	কুটুম্ব	২১৬	২	১৩
বিনিভুক্তং	বিনির্মুক্তং	২১৭		১৩
পুনর্ণবৌ	পুনর্নবৌ	২১৮		৪
সঃ	স	২১৯		৩
মানসা	মানস	২১৯		১৬
জাম্ববাংস্তু	জাম্ববাস্তু	২১৯	১	৬
জাম্ববা	জাম্ববা	২২০		৩
পূর্ব্বং	পূর্ব্ববৎ	২২০		৬
জাম্ববান্বীবো দর্শয়িষ্যামি	জাম্ববান্বীরোদর্শয়িষ্যামি	২২১		৮
চিরেন	চিরেণ	২২০		৯
কার্যার্থ	কার্যার্থ	২২০	২	২
সুব্রতং	সুব্রত	২২০		৮
ক্ষিণামাত্রং	ক্ষিপামাত্রং	২২১		৩
রাম	রামং	২২২		৪
বিচার্গং	বিচার্য	২২২		১৩
হনুমান	হনুমান্	২২২		২
ভক্ষ:	ভক্ষ্যাঃ	২২৩		৫
হনুমা	হনুমা	২২৩		৬
হনুমানাহ	হনুমানাহ	২২৩		১২
ভো	ভোঃ	২২৪		৭
মাম্বকতাত্মাজ:	মাম্মাকতাত্মজ	২২৪		৫

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সিদ্ধার্থং	সিদ্ধার্থং	২২৪		৭
জলাত্তর্ণং	জলাতর্ণং	২২৪		১১
শৃঙ্গেংস্ত	শৃঙ্গেস্ত	২২৪	২	১
তাম	তাম্	২২৫		১
হনূমাস্তং	হনূমন্তং	২২৫		৫
ত্বরনষ	ত্বরানষ	২২৫		১২
ভবিষ্যতি	ভবিষ্যতি	২২৬		১০
সল্লীনো	সংলীনো	২২৮		১
বেষ্টীত	বেষ্টিত	২২৮		১৩
মহম	মহম্			
দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা	২২৮	১—৩	২
দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা	২২৮	২	৮
দক্ষসে	ক্রকাসে	২২৯		১০
বাকং	বাক্যং	২২৯		১৩
বক্ষ	বঙ্গঃ	২৩০		৩
সুখোপেতা	সুখোপেতা	২৩০		৯
বাঁকাদণ্ডকা	বাঁক্যাদণ্ডকা	২৩২		১১
প্রেসয়ামাস	প্রেষয়ামাস	২৩২		১১
পীবুসং	পীযষঃ	২৩৩		১১
দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা	২৩৭		৫
সংহতি	সংহতি	২৩৩		১৪
বাবিধি	বারিধি	২৩৫		৭
পুনঃ	পুনঃ	২৩৬		১২
হনুমন্তোমত্তো	হনুমন্তমথো	২৩৮	২	১
ক্রৌধৈঃ	ক্রোধৈঃ	২৩৮	২	২
প্রসয়ামাস	প্রেষয়ামাস	২৩৮	২	৬-৮
পদাম্বুজং	পদাম্বুজং	২৪০		১
সমন্তাদহ্যজাত	সমন্তাদম্বুজাত	২৪০		৯

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
কেম	কেন	২৪১		৬
মন্ত	মাস্ত	২৪১		৭
বালিংং	বালিনং	২৪১	২	১
ভো	ভোঃ	২৪১	২	৫
ভবাম্বুধে	ভবাম্বুধে	২৪৩		১০
স্মনেদর্শ	সুনোদর্শ	২৪৪		৪
তুর্যঘোষৈ	তুর্য্যঘোষৈ	২৪৫	২	৪
বিভীষণ গন্মী	বিভীষণ ভস্মী	২৪৭		৪
উৎপ্লুতা জলধো-	উৎপ্লুতা জলধৌ	২৪৬		২
মস্তেসে	মন্যসে	২৪৭		৩
সীতা	সীতাং	২৪৮	২	১
বরা	বীরা	২৪৮	২	৭
নিকম্প	নিকম্প	২৪৯		৮
কপি	কপিম	২৪৯		৯
চপটৈ	চপেটৈ	২৪৯		১১
কপি	কপিঃ	২৪৯		১১
যুম্নানতীব	যুধ্মানতীব	২৫০		৯
মার্গনাথ	মার্গনার্থং	২৫০		১২
বদ্ভ	বদতা	২৫২		৫
বপাগমং	বপ্যাগমং	২৫২		১১
পরমাত্মন	পরমাত্মন	২৫২	২	৩
যদক্তেন	যদত্যেন	২৫৩		৫
রক্ষিতাং	রক্ষিতাঃ	২৫২	২	২
চিন্তাম্ভাচ	চিন্তামন্তাচ	২৫২	২	১০
প্রকাযে	প্রকাবে	২৫৩	২	১৬
গচ্ছামে	গচ্ছামো	২৫৫		৯
সলিলাভ্যাশ	সলিলাভ্যাস	২৫৬	২	৫

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
দুষ্করং	দুষ্করং	২৫৮		১
নাভূত্তব	নাভূত্তব	২৫৮		৫
যাস্যামহে	যাস্যামহে	২৫৯		৫
আদেশকরুণ	আদেশকরুন	২৫৯		১৪
বিভোক্ষঃ	বিমোক্ষঃ	২৬০		৮
তাবদ্রুতং	তাবদ্দ্রুতং	২৬০	১	৪
বিমোক্ষসে	বিমোক্ষাসে	২৬০	১	৫
গতে	গতো	২৬০	২	৭
অনার্যেণ	অনার্য্যোণ	২৬১	২	৩
মোহস্য	মোহস্য	২৬১		৫
মেদেন	ভেদেন	২৬১		১০
ভ্রাতা	ভ্রাত্রা	২৬২		৫
শ্রোণোত্তোৰঃ	শ্রোণোত্তোয	২৬৩		৮
বপাণীয়াংশ্চ	বপাণীয়াংশ্চ	২৬৪		৭
পুরুষ	পুরুষঃ	২৬৫	১	১
সম্ভক্তি	সদ্ভক্তি	২৬৫	১	৫
যোগাখ্য	যোগাখ্যঃ	২৬৫	১	৬
প্রমিত্বাক্ত্বা	প্রমিত্যাক্ত্বা	২৬৬		৭
ভীতো	প্রীতো	২৬৬		৭
পঠেদ্যস্ত লিখেদ্বা	পঠেদ্যস্ত লিখেদ্বাঃ	২৬৬	১	১
ভাবদাজ্ঞাঃ	তাবদ্রাজ্ঞঃ	২৬৬	১	৭
ষষ্টং বু	ষষ্টং বু	২৬৬	১	১১
পরিষ্কা	পরিষ্কা	২৬৬		১২
সুখস্থং	সুখ্যাস্থং	২৬৭		১
সুখপৈঃ	সুখপৈঃ	২৬৭		১
নবীৎ	নব্রবীৎ	২৬৭		৯
দহমো	দহতো	২৬৯		৩
নিপাত্যতাং	নিপাত্যতাম	২৬৯	১	১

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
ইতুক্ত্বা	ইত্যুক্ত্বা	২৭০		৪
দৃষ্টা	দৃষ্ট্বা	২৭০		৪
ইত্যুক্তোপ	ইত্যুক্ত্বোপ	২৭১		১
বিক্ষাতো	বিখ্যাতো	২৭৩		৪
ভঙ্গরে	ভঙ্গুরে	২৭৩	২	১৩
তস্মাত্তং	তস্মাৎ ত্বং	২৭৪	১	১২
লবধ্ব	লব্ধ্বা	২৭৪	১	১
বভীষণ ত্যাজ্যম	বিভীষণ-ত্যাজ্যম	২৭৫		৪
স্বক	শুক	২৭৫		১০
চছকো	চ্ছুকো	২৭৫		৫
ভূক্তং	ভুক্তং	২৭৬		১৩
ভোক্তং	ভোক্তুং	২৭৬	১	১
অবিচার্যে	অবিচার্য্যেব	২৭৬	১	১৪
তাবদাদা	তাবদ্বদা	২৭৭	১	৩
পূতাত্মা	পূতাত্মা	২৭৮		১০
মৃদঙ্গাদ্যৈঃ	মৃদঙ্গাদ্যৈঃ	২৭৯		৯
তরুংস্কোৎপাটা	তরূংশ্চোৎপাটা	২৭৯	১	১
জম্বুরোমসা	জম্বুরোমসা	২৮০	১	১
তচ্ছ্রুত্বা	তচ্ছ্রুত্বা	২৮১		১১
যুযুৎসায়	যযুযুৎসায়	২৮১		১
নমস্থ	নমস্থ	২৮১	১	৭
থকৈশ	থকৈশাঃ	২৮১	১	৫
শক্তি	শক্তিঃ	২৮১	২	৩
যদ্ধে	যুদ্ধে	২৮৩		১
মহাসত্ত্বং	মহাসত্ত্বং	২৮৩		৯
হরেন্দ্রেণ	হরেন্দ্রেণঃ ॥ ৯ ॥	২৮৩	১	৮
বিষ্ণুং	বিষ্ণুং	২৮৪		৩
গ্রহীতুকামং	গ্রহীতুকামঃ	২৮৪		৪

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
রথোপন্ত্য	রথোপান্তে	২৮৪	...	৮
বায়ুগেণ	বায়ুবেগেন	২৮৫	.	৭
বাগ্মিমত	বাগ্মিমৎ	২৮৮	...	৭
প্রাষযৌ	প্রসযৌ	২৮৮	..	৮
শুভং	শুভং	২৮৮	...	১৩
যোজনায়ম্	যোজনায়তম	২৮৯	...	৬
হনূমা-বদ্ধা	হনুমা-বদ্ধা	২৯০	.. ২	১২
সঃ	স	২৯১	...	২
পদম	পদম	২৯৪	...	৪
সথাদে	সম্বাদে	২৯৪	..	৯
সুযুপ্তর্থং	সুমুপ্তার্থং	২৯৫	...	৫
দাচ্ছ তং	দাচ্ছ তং	২৯৬	..	৬
বানরান	বানরান্	২৯৭	... ২	১৭
বিশ্বাসাঙ্কি	বিশ্বসাক্ষি	২৯৮	.	১
রক্ষণে	রক্ষণে	২৯৮	..	৯
শুরস্তোয়	শুরস্তোব	২৯৮	..	১১
রামস্থং	রামস্থ	২৯৯	...	১০
শেষঃ	শেষঃ	৩০১	...	৪
মায়া	মায়াং	৩০১	...	১৫
সৌমিত্রৎ	সৌমিত্রিং	৩০২	...	৫
সুথপাঃ	যথপাঃ	৩০৩	.	৬
ইয়	ইব	৩০৩	...	৬
লোচতঃ	লোচনঃ	৩০৪	.	৮
শত্রুং	শত্রুং	৩০৪	... ২	৪
যুদ্ধে তাং	যুধ্যোতাং	৩০৪	. ২	১১
সুদীর্ঘকালং	সুদীর্ঘকালং	৩০৪	.. ২	১৩
মুহুম্মু হু	মুহুর্মু হু	৩০৪	...	৩
মুহুমুহুঃ	মুহুর্মুহুঃ	৩০৫	..	৬
মুর্ত্তা বগ্রায়	মূর্ত্যবগ্রায়	৩০৬	..	৬
মূর্চ্ছিতঃ তুন	মূর্চ্ছিতঃ পুন	৩০৬	... ২	৩
বুদ্ধা	বৃদ্ধা	৩০৬	...	১২
বিস্তর	বিস্তর	৩০৬	...	৬
বিমূঢ়ধী	বিমূঢ়ধীঃ	৩০৭	... ২	৩
কহিয়ালেন	কহিয়াছিলেন	৩০৮	...	৯
সহৃদ	সুহৃদ	৩০৮	...	
সুথপৈঃ	সুথপৈঃ	৩০৮	... ১	২
প্রেশাশু	প্রেষয়াশু	৩০৯	...	১১
বিবিশুদ্ধং	বিবিশুদ্ধতম্	৩০৯	... ২	১০
প্রহর্ষিতাঃ	প্রহর্ষিতাং	৩১১	.	৫
পরিষাস্তয়ন	পরিসান্ত্বয়ন	৩১১	.	৩
শ্রূণু	শৃণু	৩১২	..	১
ক্ষোণী-কচিন্	ক্ষৌণী কচিৎ	৩১২	২	২
মিধমায়াচ	নিধনায়চ	৩১২		১১
বণৈঃ সুগ্রীবৈঃ	বাসৈঃ-সুগ্রীবৈ	৩১৩		৫
যোদ্ধং	যোদ্ধুং	৩১৪	..	
নিশ্চকামাথ	নিশ্চক্রামাথ	৩১৪	.	৭
পঞ্চাম্মমাম্মোক্ষসে	পঞ্চাত্মা মোক্ষ্যসে	৩১৪	..	৭
অস্ত্র সস্ত্র	অস্ত্র শস্ত্র	৩১৫	. ১	৫
তোষদঃ	তোয়দঃ	৩১৫	...	১১
আহুয়	আহুয়ং	৩১৫	..	৩
রঘুত্তমম্	রঘূত্তমম্	৩১৫	..	৫
সম্বর্ত্তকো	সম্বর্ত্তকো	৩১৭	.	৮
যক্ত	যুক্ত	৩১৮	..	
সমীপস্থে	সমীপস্থো	৩১৮	...	৫
সংরম্ভো	সংরম্ভো	৩১৮		
বাহুভ্যাং	বাহুভ্যাং	৩১৮	.. ২	
বর্ত্তহতে	বর্ত্ততে	৩২৯	.	১

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
জাজ্বলামানং	জাজ্বল্যমানং	৩১৯	.	৯
কাশ্মকং	কার্ম্মুকং	৩১৯	... ২	১১
ভাবানপন্ন	ভাবাপন্ন	৩২০	...	১৬
বিষ্ণুদ্বেষী	বিষ্ণুদ্বেষী	৩২০	... ২	২
নিবয়য়তু	নিবারয়তু	৩২২	.. ২	৭
[illegible]গাত্মনা ভক্ত্য	যোগাদাত্মনা-ভাস্বা	৩২৩	২	৬
শৈশ্চর	শৈশ্চব	৩২৪	...	৮
সুদাদয়	সুতাদয়ঃ	৩২৪	...	৯
চিত্যাং	চিন্তাঃ	৩২৫	...	৮
সর্ব্বমকো	সর্ব্বমকরো	৩২৫	...	১০
হর্ম	হর্ষ	৩২৫	... ২	৭
পূজ্জামানো	পূজ্যমানো	৩২৬	— ২	১০
হর্ষদগদয়া	হর্ষগদ্‌গদয়া	৩২৭	... ২	৩
কতশত্রং	কৃতশত্রুং	৩২৭	২	৭
শিবিকচাং	নিবিকাকচাং	৩২৮	— ২	৮
ভিহতো	নিহতো	৩৩১	--	৬
বনধং	বকং	৩৩১	--- ২	৪
রত্ন	রত্ন	৩৩১	-- ২	৬
ভুনি	ভুবি	৩৩১	-- ২	৮
খিলকল	খিল	৩৩২	---	.
প্রতিবিম্ব	প্রতিবিম্ব	৩৩৩		৯
বরামং	বরাঙ্গং	৩৩৩	— ২	৬
শবচন্দ্র	শরচ্চন্দ্র	৩৩৪	— ২	৫
ভগবান্	ভগবান	৩৩৫	—	৩
হিগ্মানস্তং	হিমানস্তং	৩৩৫	—	৮
লজ্জমানং	লজ্জামানাঃ	৩৩৬	— ২	১
সলিনং	সলিলং	৩৩৯	— ২	২০
ভুহানাঃ	ভুঞ্জানা	৩৪০	—	৮

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
চুম্বক	চুম্বক	৩৪০	— ২	৩
মাত্যা	মাত্যাঃ	৩৪৩	— ২	১০
নির্গাস্ত	নির্যান্ত	৩৪৩	— ২	১২
কাম্বস্তং	আনবস্তং	৩৪৫	—	১

ততো লক্ষ্মণমাসাদ্য বৈদেহীং নাম কীর্ত্তয়ন্।
অভ্যবাদয়ত প্রীতো ভরতঃ প্রেমবিহ্বলঃ ॥ ৮৫ ॥

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সযুক্তঃ	সংযুক্তঃ	৩৪৭	—	১
গুরুণা	গুরুণা	৩৪৭	—	৬
দ্রজ্য	রাজ্য	৩৪৭		৭
পাণিযধা	পাণির্যথা	৩৪৮		৩
নিনাদেশ্চ	নিনাদৈশ্চ	৩৪৮		১২
চরণো	চরণৌ	৩৫০		২
র্নভসি	র্নভসি	৩৫০	২	১১
কক্র	শত্রু	৩৫১		৩
গিবেশে	গিবেশ	৩৫২	২	৭
ন্নক্তি	ন্নক্তি	৩৫৩		১০
সতা	সীতা	৩৫৪	২	৫
ভুংক্ষ্য	ভুংক্ষ্ব	৩৫৭	২	১
শক্র-ধর্ষিতো	শত্রু-ধর্ষিতঃ	৩৫৭	২	১
সংগ হ	সংগ্রহ		২	৮
তৃষ্কা	তৃষ্ণা	৩৬০		১১
মধুপর্কার্থ	মধুপর্কার্ঘ	৩৬১		২০
সক্ষ্যে	সংখ্যে	৩৬১		৮
ব্রাহ্মণঃ	ব্রহ্মণঃ	৩৬২		৫
অসংস্কুচিত	অসঙ্কুচিত	৩৬২		১৭
নভৌস্পৃশি	নভোস্পৃশি	৩৬৪	২	১৬
শূর্পনখা	শূর্পণখা	৩৬৪	২	১১
হৃদিস্থিতো	হৃদিস্থিতো	৩৬৫		৮

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
পরিষজ্য	পরিষ্বজ্য	৩৬৭	ঐ	১২
বাষ	বাণ	৩৬৮		৫
শ্রুণু	শৃণু	৩৬৮		৯
শ্রুণু	শৃণু	৩৬৮		১১
ত্বক্‌্যা	ত্যক্ত্বা	৩৬৮	ঐ	১
কালখঞ্জু	কালখঞ্জ	৩৬৯		১৭
সর্ব্বে ক্রবন্মে	সর্ব্বেহত্রবন্মে	৩৬৯	ঐ	৯
মেঢ্রাদামঃ	মেঢ্রাদযমঃ	৪৭১		৯
পিবস্তাভৃত	পিবস্তামৃত	৩৭১	ঐ	২
স্বহ্যক্ত	স্বহৃক্ত	৩৭১	ঐ	৫
মরযস্যা	মরস্যা	৩৭২	ঐ	১৬
দেশেস্জ	দেশেহসৃজ	৩৭৩	ঐ	৮
সহায্যার্থে	সাহায্যার্থে	৩৭৪	ঐ	১
ইত্ত্বাক্কো	ইক্ষ্বাকো	৩৭৪	ঐ	২
ক্রিয়া নেষ	ক্রিয়ানেষ	৩৭৪	ঐ	২
জগদারঃ	জগদাধারঃ	৩৭৬		১২
যোদ্ধকামঃ	যোদ্ধুকামঃ	৩৭৮	ঐ	২
পরাত্মান	পরাত্মানং	৩৭৯		
ভম	ভম্	৩৭৯	ঐ	৬
ক্রীত	ত্রীত	৩৮১	ঐ	৫
প্রেঢ়ো	প্রৌঢ়	৩৮২		২
ইত্ত্বাক্কুঃ	ইক্ষ্বাকুঃ	৩৮২		৭
ধীসো	ধীশো	৩৮৪	ঐ	২
ত্যনাত্যনা	ত্যনা	৩৮৭	ঐ	৯
দ্যৈোতী	দ্যোতী	৩৮৭	ঐ	১৭
ভ্রাতাং	স্নতাং	৩৮৮	ঐ	১০
সদৃশং	সংদৃশং	৩৯০	ঐ	১
জ্ঞানায়ে	জ্ঞানময়ে	৩৯০	ঐ	৭
প্রযী	প্রাজী	৩৯০		৮
এষঃ	এষ	৩৯০	ঐ	৬
বুদ্ধি	বুদ্ধি	৩৯১		৫
স্বকত্র	স্বেকত্র	৩৯১		১০
ইহজ	ইহমজ	৩৯১	ঐ	৫
কৃদ্ধি	হপ্যকৃদ্ধি	৩৯১	ঐ	৬
স্থন	স্থান	৩৯২		১
ম্না	ম্না	৩৯৪		৩
রাবন	রাঘন	৩৯৪		১০
যদীদং	যাদীদং	৩৯৪	ঐ	৫
ঠেদব	ঠেদ্ময	৩৯৫	ঐ	১
হর্ষ	হর্ষ	৩৯৫	ঐ	১১
দুর্ধর্ষো	দুর্ধর্ষো	৩৯৬		১২
ইত্ত্বাক্কা	ইক্ষ্বাকু	৩৯৬	ঐ	৪
ভার্য্যা	ভার্য্যা	৩৯৬	ঐ	১৫
গুনে	গুণে	৩৯৮		১২
ক্ষর	স্তবং	৩৯৮	ঐ	১
লাল্মীকে	বাল্মীকে	৩৯৮	ঐ	৭
ক্রকঃ	কুক	৪০০		৫
রাথবঃ	রাঘবঃ	৪০১		৫
নিদ্ধিধ্যাসনানন্ত	নিদিধ্যাসনানন্তর	৪০১		১৭
দিক্তো	দিক্কৌ	৪০১	ঐ	৭
শৃঙ্গিবের	শৃঙ্গবের	৩৫৬	ঐ	১৭
সাভা	সভা	৪০১	ঐ	১৫
সুষেণশ্চ	সুষেণশ্চ	৪০২		৮
বাল্মীকিঃ	বাল্মীকি	৪০২	ঐ	৩
গেরায়	গৌরবং	৪০২	ঐ	১

৪০২ দুয়ের পাতায় ২৩ শ্লোকের পর যে শ্লোক আছে তাহা হইবে না।

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মম্যাশ্রম	মমাশ্রম	৪০৩		১১
জাটৈভব	জাহ্নেব	৪০৫		৯
আধার	আধার	৪০৬	ঐ	১৩
পরিশুদ্ধাত্মানো	পরিশুদ্ধাত্মারা	৪০৬		৯
সংশি্লম্	সংশ্লিষ্টম	৪০৭	ঐ	৫
আলম্বো	আলম্বো	৪০৮		২
পুকরঃ	পুরুষঃ	৩০৮		২
মহাশাসি	মহাপ্লাসি	৪০৮		১
মেনাধিগম	মেনাধিগমা	৪০৮	ঐ	১
পুষ্প	পুষ্ক	৪০৮		১০
পুষ্করবত্যা	পুষ্করাবতী	৪০৯		১৮
কারিগ	মণিম	৪১০		৮
লক্ষণম	লক্ষ্মণম্	৪১১	ঐ	৯
বিসর্জিতঃ	বিসর্জিতাঃ	৪১১	ঐ	৮
সসাত্ত্বৌ	সসত্ত্বৌ	৪১১	ঐ	১
কার্যান্তরে	কার্য্যান্তরে	৪১৪		১
ভ্রূকুটা	ভ্রূকুটী	৪১৬		৭
ইচ্ছা	ইচ্ছা	৪১৬		১৫
সিদ্ধার	সিদ্ধার	৪১৬		১৭
কৃতামুখো	কবামুখো	৪১৮	ঐ	৩
দায়	মন্থায়	৪১৭		[illegible]
সৌবৈর	ঐরাব	৪১৮		২
বায়ো	বামো	৪১৯		৫
সতা	সক্ত	৪১৯	ঐ	৩
পরিভিতত্ত্বাঃ	পরিত্যক্তাঃ	৪২০		৬
নস্তোম্	নাম্নাম	৪২১	ঐ	৬
শক্রিয়া	শক্রমা	৪২২	ঐ	১৩
[illegible]	নিযাৎ	৪২৩		৬

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
সমন্বিত	সমন্বিত	৪২৪		১২
বিদ্ধি	বিদ্ধি	৪২৫		৩
বলঃ	মহাবলঃ	৪২৫		৬
আপতোহস্মি মহাতেজ	আগতোহস্মি মহাভুজঃ।	৪২৫		১০
গমনা বিদ্ধি	গমনে বিদ্ধি	৪২৫		১১
৩০	৩১	৪২৫		২
৩১	৩২	৪২৫		৭
৩২	৩৩	৪২৫		৮
৩৩	৩৪	৪২৫		১২
ক্রোধা	শ্রাদ্ধা	৪২৫		২
য: মৃষ	ম' মৃষা	৪২৫		১৪
বান	বানর	৪২৬		১
সন্ধি	সন্ধি	৪২৬		১৯
অনন্তর	অনন্তর	৪২৬		১৬
দাক্ষকণ	দক্ষেক্ষণ	৪২৬		৯
শ্রী	শ্রী	৪২৬		১০
৩৪	৩৫	৪২৬		১
৩৫	৩৬	৪২৬		৬
৩৬	৩৭	৪২৬		১০
৩৭	৩৮	৪২৬		[illegible]
কাণ্ডঃ ॥	কাণ্ড ॥ ৩৯ ॥	৪২৬		২
৩৮	৪০	৪২৬		১০
শস্ত্রাণি শস্ত্রাণি	শস্ত্রাণি শাস্ত্রাণি	৪২৭		১
গৃহ্যক্ত বিগ্রহো	গৃহ্যক্ত বিগ্রহো	৪১৭		২
বিগ্রা	বিগ্রহা	৪২৭		৩
৩৯	৪১	৪২৭		৪

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
পুরজনবাসীরা	পুরবাসীজনেরা	৪২৭	২	১৬
কিরুদ্ধা	কিরুদ্ধ	৪২৭	ঐ	১৮
৬৮	৬৭	৪৩২		১২
শ্রুতীনাং.সার্দ্ধং-	শ্রুতীনাং সার্দ্ধং	৪২৭		৫
সুবিস্তৃত	সুবিস্তৃত	৪২৮	ঐ	২১
তেঃ	তে	৪২৯	ঐ	৭
শত্রুজরৌ	শত্রুধরৌ	৪৩০		১১
স্বস্তাব	স্বস্তাব	৪৩১	ঐ	২
সান্তানিকানাস্ত	সান্তানিকান্ যান্ত	৪৩১		১২
দেবর্ষি	দেবর্ষি	৪৩১		১১
কলেব	কলেবর	৪৩১	ঐ	১৭
সজ্ঞাঃ	সংজ্ঞাঃ	৪৩২		১২
সান্তনিকা	সান্তনিক	৪৩২		১২
৩৭	৪৭	৪২৮		৬
স্পষ্টা	স্পষ্টা	৪৩২	ঐ	২
লক্ষ্মঃ	রক্ষা	৪৩২	ঐ	২
স্থানস্তর	স্থানান্তর	৪৩২	ঐ	১১
নয়কন্যাসা	নায়কস্ত	৪৩৩		১
সংস্তুত মে	সংস্তুতং মে	৪৩৩	ঐ	৪
নমস্কাব	নমস্কার	৪৩৪		১৩
সর্ব্বাস্ত্রের	সর্ব্বশাস্ত্রের	৪৩৫		২০
সোমিত্র	সৌমিত্রি	৪৩৫	ঐ	৮
সুরালক্কত	সুরালঙ্কৃত	৪৩৫	ঐ	১৪
বীর্য্যং	বীর্য্যং	৪৩৬	ঐ	৩
ভর্গং	ভর্গং	৪৩৬	ঐ	৯
কৌশলোয়ং	কৌশলেয়ং	৪৩৭	ঐ	৮
নিরবৎ	নিরবদ্য	৪৩৮		১৮
জানকীং	জানকী	৪৩৮	ঐ	১২

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
ভবাব্ধি	ভবাব্ধি	৪৩৯		৯
নাথ	নাথঃ	৪৩৯		১১
স্বরূপম	স্বরূপম্	৪৩৯		১৪
ময়ত	ময়ং তং	৪৩৯	ঐ	৫
দন্দ্ব	দ্বন্দ্ব	৪৩৯		৫
সজ্ঞেশ্ব	শঙ্খেশ্চ	৪৪০		১৩
অন্ধকার	অন্ধকার নাশকরিতে	৪৪০		১৫
বিভূতিন্দ	বিভূতিদং	৪৪০	ঐ	৪
তাপশ	তাপস	৪৪০	ঐ	১৯
সুথাং	সুথা	৪৪১		২
ধর্ম্মা	ধর্ম্ম	৪৪১		১
চক্ষুপুরাদ্	চক্ষুপুরাদ্	৪৪২	ঐ	৫
রামাস্তিকচি	রামাং কিঞ্চি	৪৪২	ঐ	১৭
শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ	৪৪২	ঐ	২৭
প্রভং জন	প্রভঞ্জন	৪৪৩		৮

যতিপ্রভ জনস্তুত তত্ত্ব যোগিজন কথিত—ইহার পরিবর্তে "মুনীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত পরম তত্ত্ব পবনতনয় হনুমান্ যাঁহার সম্মুখে ব্যক্ত করিতেছেন"—হইবে

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
বুধ্বা	বুদ্ধা	৪৪৫	ঐ	৪
ধর্ম্মস্থ	ধর্ম্মস্থ	৪৪৫		৬
নিষ্টিতঃ	নিষ্টিতঃ	৪৪৫		৮
ভীতীক্ষায়	তিতিক্ষায়	৪৪৫	ঐ	১৭
চিত্রকূচ	চিত্রকূট	৪৪৬	ঐ	১৫
বশিষ্টাদি	বশিষ্ঠাদি	৪৪৬	ঐ	১৮
নেকাগ্রা	মেকাগ্রে	৪৪৭		৬
গমন্ত	গমন	৪৪৭		১৩
ছদ্যক্তান্ত	ছদ্মজ্ঞান	৪৪৭	ঐ	৫
নিনবসত্তা	নিবসত্তা	৪৪৭	ঐ	৮

অশুদ্ধি	শুদ্ধি	পৃষ্ঠা	কলম	পংক্তি
মূর্চ্ছিতঃ	মূর্চ্ছিতঃ	৪৪৭	ঐ	১০
তত্ত্ববাক্যং	তত্ত্বাক্যং	৪৪৭	ঐ	১৪
গৃধ্রং	গৃধ্রং	৪৪৮		৪
চারিনীযং	চারিণীম্	৪৪৮		১০
রাঘবমং	রাঘবম্	৪৪৮		১১
প্রনয়া	প্রণয়াদ্	৪৪৮	ঐ	৭
সুগ্রীব	সুগ্রীবঃ	৪৪৮	ঐ	১১
প্রেক্ষ চাহ্ছিং	প্রেক্ষ্য চাহ্ছি	৪৪৮	ঐ	১৩
রামাষ্ট	রামাষ্টক	৪৫০		১

শুদ্ধিপত্র সমাপ্ত ।

সূচিপত্র।

বিজ্ঞাপন ভূমিকা।

সম্প্রতি ত্রিদশালয়বাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ভারতের সার পদার্থ ভারতগ্রন্থ অনুবাদরূপ অক্ষয় মহাকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনকরিয়া, সাধারণের মহোপকার সাধন ও যাবতীয় মদ্বিধ আধুনিক গ্রন্থকর্ত্তার অহঙ্কার চূর্ণকরতঃ অপার-পারাবাররূপ ভারতপারোত্তীর্ণে ভবসাগরকে ভৎ´সনা করিয়া স্বর্লোকবাস করিতেছেন। অধুনা মাদৃশ আধুনিক অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থকারের গ্রন্থ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তত্তুল্য হওয়া সুদূরপরাহত। এক্ষণে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎগমন করিতে পারিলেও অস্মৎ-কৃতানুবাদ-গ্রন্থ প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।

এইক্ষণে এই ভয়ানক কলিকালে নানা দোষে দূষিত পাপাচরণকারী মানবগণের পরিত্রাণের উপয়ান্তর না দেখিয়া ব্যাকুলিতচিত্তে ভবসাগর তরণের সুলভ তরণি অনুসন্ধান করিতেছি।

যাঁহার আরাধনায় শঙ্খচক্রগদায়ুধধর মহাত্মা যত্নকুলবররত্ন যত্নসহকারে ঐকান্তিকচিত্তে অতি সূক্ষ্ম, অতিস্থূল, অক্ষর, অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয়, শাশ্বত, অনাদ্যনন্ত, সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ, উভয়োপাসকস্যোপাস্য অর্থাৎ উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনার বিষয়ীভূত, যিনি আত্মতেজঃপ্রভাবে প্রকৃতিপুরুষের স্রষ্টা, যদ্দ্বারা প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বক্ষমবান্, পুত্রকামনায় যাঁহার আরাধনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া শাম্বকে পুত্রলাভে শ্রীমতী জাম্ববতীর কাম্যফল প্রদানে কৃতকার্য্য এবং অবিচলিত ভক্তিপ্রভাবে প্রতি যুগেই যাঁহার আরাধনা করিয়া জগদ্ব্যাপ্ত ও সর্ব্বভূতপ্রিয়তম হইয়াছেন, সেই ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির কি বর্ণনা করিব? যাঁহার বর্ণনে বর্ণাধিষ্ঠাত্রী বর্ণময়ী মাতৃকাদেবী পরাজিতা ভীতা লজ্জিতাপ্রায়ে স্ববর্ণে বিবর্ণ দেখিয়া বর্ণবর্দ্ধিতান্তঃকরণে নানা দেশ বিদেশে নানা জাতিবিজাতীয় বর্ণসৃষ্টে ও তদর্ব্বাচীনাকারাদি গুণবর্ণনে সক্ষম না হইয়া অক্ষমই রহিয়াছেন। সেই জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা, জগৎসংহর্ত্তা, চরাচরগুরু, দেবদেব মহাদেবের ইচ্ছাকল্পিত অর্ব্বাচীনরূপ যাহা কৈলাসশিখরে পনস, রসাল, শাল, হিন্তাল, তাল, পারুল, পলাশ, পারিজাতাদি মহীরুহ, ব্যালোল বিস্তারিতা তরুলতাচ্ছন্ন, সুশীতলচ্ছায়াবলম্বিত, বালার্কশত, বিমলঘনাচ্ছন্নরহিত, নানারত্নজড়িত রত্নসিংহাসনোপবিষ্ট, স্বেষ্টনিষ্ঠ, পার্শ্বানুচর, যমনিয়মাসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধ্যষ্টাঙ্গ যোগনিষ্ঠ প্রমথাদি দানবামর, সিদ্ধচারণগণবেষ্টিত, ধুস্তূরকুসুমসুশোভিতশ্রুতিযুগল, কুণ্ডল মৌলিমণিধরি কুণ্ডলী কুণ্ডলধর, কিবা ত্রিলোচনোজ্জ্বল, জিতবহ্নিবিধুদিনকর, কিবা শৈলযদলস্রক্-সজ্জিত-বক্ষঃস্থল, গর্জ্জিতজটাজূটোপরি মণিধরি বিষধরধর, কিবা দ্বিজরাজশিশুশোভিতশির, ত্রিশূল ডম্বুর গবলগম্ভীর ধ্বনিধরকর, কিবা কটিতটবেষ্টিত-কটিসূত্রবিষধরবন্ধনশর্ম্মচর্ম্ম, কিবা ধ্বান্তান্তক সুসজ্জিত শুভ্রকান্তি, লজ্জিতরজতগিরিচ্ছটা, কটিতটাবধিলম্বিতসটাশোভিত, কিবা নৃশিরঃপানপাত্রধর, গঙ্গাধর, রতিপতিভস্মাবশেষকর, বহ্নিধরললাট, কিবা

পদতলস্থিতত্রিবারপ্রান্তিধবল, জিতজাম্বুনদকনকাচ্ছাদিত, ঈষদ্বক্রতীক্ষ্ণশৃঙ্গায়ুধাগ্রখুরধর বৃষভকান্তি, ভ্রান্তদিনমণি, গ্রথিতনানামণি, নীলাম্বুজাঙ্কিতাসনপৃষ্ঠদেশ, ঈদৃশ দেবদেব মহাদেবের মুখারবিন্দগলিত সুধারসধারা, ন্যায়, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা, বৈশেষিক, বেদান্তাদি ষড়্দর্শনসম্মত জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বৈরাগ্যযোগোপাখ্যান, শ্রীমদীশ্বরী পার্ব্বতী প্রার্থনানুরূপ যাহা যাহা পান করিয়াছিলেন, তদনুবাদ গৌড়ীয় সাধুভাষায় সুললিত গদ্যচ্ছন্দে রচনায় বিষয়ী বিদ্যানুরাগী মহাশয়গণের চিত্তবিনোদনবিধায়ে অস্মৎপূর্ব্বকৃত মনঃসংকল্পিত বিষয়, তাহা এতাদৃশ দুরবস্থায় সহজ ব্যাপার নহে। কারণ মাদৃশ বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞানরত্নরত্নাদিবিহীন বাতুলজনের মনোরাজ্যহৃদয়ে উদিত হইয়া, হৃদয়েই অস্ত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই প্রকাশ পায় না। ঐ ঘটনা অস্মৎহৃদয়ে উদয় ও অস্তে নিরন্তই ছিলাম। তৎপরে পুনরুদয়ে হৃদয়মধ্যে স্থান দেওয়া কিবল মাত্র অবলম্বন মৎসভাসদ অগ্রগণ্য অশেষশাস্ত্রপারদর্শী মহোপকারী মহামহোপাধ্যায় ৺অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ, যাহা ব্রহ্মনারদসংবাদে পার্ব্বতীশিবসংবাদ, যাহা মূলে শ্রীরামচন্দ্রের বলবুদ্ধিযুদ্ধাদি গুণকীর্ত্তন ও নানা রহস্যাদি অসার কথন সামান্যরূপে বর্ণন ও সাঙ্খ্য বেদান্তাদি ষড়্দর্শনসম্মত ভক্তিযোগাদি যোগচতুষ্টয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অধুনা তদনুবাদ ও মূলাতিরিক্ত স্বকপোলরচিত ভাব ও যাহা স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়া এই অনুবাদসহ মূলগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কণ এতাদৃশ দুরূহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাতে অপারগতারূপ কূপে পতিত বা নৈরাশ্যরূপ প্রতিকূল কুঝটিকাদ্বারায় নিশ্চলাঙ্গ না হই, ইহাই সমস্ত বুধগণের নিকট ও সমুদায় সংস্কৃতভাষানুরাগী ভ্রাতৃগণের নিকট আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত সপ্তকাণ্ড শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থ অতিপ্রাচীন ও বিবিধ-সদুপদেশ-পূর্ণ। ইহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ বা শ্রবণ করিলে, নরপতিগণের রাজনীতি, প্রজাবর্গের রাজভক্তি, যোগপরায়ণ মুমুক্ষ তপস্বিবর্গের তপঃপ্রকরণ, আচার্য্যগণের শিষ্যের প্রতি ব্যবহার, শিষ্যগণের গুরুভক্তি ও নারীবৃন্দের পতিপরায়ণতা-প্রভৃতি শিক্ষা হয়। ইহার সুমধুর-বচন-বিন্যাস শ্রবণ করিলে, মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তরে সাহস, নিদারুণ-শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তির হৃদয়ের শান্তি ও ঘোরমহাপাতকগ্রস্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণেও সুখ-প্রদায়িনী আশার উদ্রেক হয়। এই সুগভীর অধ্যাত্মরামায়ণ-সমুদ্র যে নানাপ্রকার রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-রূপ মুক্তাকলাপে পরিপূর্ণ, তাহা আর ভারতবাসীগণের অবিদিত নাই। অধুনা যবন-কর-নির্মুক্ত ভারতভূমি শশাঙ্করেখার ন্যায় প্রতিদিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। ইহার বিমলকিরণে গৌড়ীয়সাহিত্যসংসার উজ্জ্বল ভাব ধারণকরিয়াছে। অতএব এমন সময়ে যে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সুপথ-প্রদর্শক, বিশেষতঃ সমস্ত সাংসারিকগণের প্রধান আশ্রয়াস্পদ ও ভবিষ্যৎ কবিগণের কল্পতরুস্বরূপ অধ্যাত্মরামায়ণ গ্রন্থ মহামূল্য পরিচ্ছদ ধারণকরিয়া, মনের আনন্দে অন্যান্য গ্রন্থাপেক্ষাও অধিকতর সুমধুর ধ্বনিকরতঃ বঙ্গবাসীগণের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ কি। বঙ্গসাহিত্যের প্রধান আশ্রয়াস্পদ মহামান্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন

সিংহ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ মহাভারত গ্রন্থের অনুবাদব্রত উদ্‌যাপন করিয়া যে সমস্ত শিক্ষিত ভূখণ্ডের ধন্যবাদ-রূপ-ফলভোগী হইয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই দুই মহোদয়ের অনুবাদিত পুস্তকের ন্যায় মদনুবাদিত অধ্যাত্মরামায়ণও যে জনসমাজে আদরণীয় হইবে, এরূপ আশা দুরাশামাত্র। ইদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দেখিয়া অনেকে অনেক পুরাতন প্রসিদ্ধ মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্যোদি মুদ্রাঙ্কণ করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু সদুপদেশের সমষ্টিস্বরূপ অধ্যাত্মরামায়ণের প্রতি কেহই কটাক্ষপাত করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার আলোচনার সহিত এই সময়ে এই গ্রন্থকে মূল ও অবিকল বাঙ্গলা অনুবাদে সুশোভিত করিতে পারিলে ভারতবাসিগণের অনেক উপকার সংসাধন করা হয়। আমি এই বিবেচনায় আমার ভারতবাসী ভ্রাতৃগণের সেই উপকার সংসাধনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছি, এক্ষণে কৃতবিদ্য দেশহিতৈষী মহাশয়গণ কৃপা করিয়া এই অধ্যাত্মরামায়ণের উন্নতি সাধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ রাখেন তাহা হইলেই সকল পরিশ্রম সফল হয়।

সম্প্রতি গ্রন্থানুবাদের নিয়ম এই যে, প্রতিপৃষ্ঠার উপরিভাগে সংখ্যাঙ্কিত সংস্কৃত মূল শ্লোক, তন্নিম্নে তদঙ্কে অঙ্কিত গৌড়ীয় সাধুভাষায় গদ্য অনুবাদে সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ দ্বিবিধ মহাশয়গণের চিত্তরঞ্জন করা, ইহাই আমার প্রথম উদ্দেশ্য। অতএব কষ্টশ্রেষ্ঠেও যদি তৎকার্য্য সম্পাদন করিতে পারি তাহা হইলেও একপ্রকার লোকজনতাপবাদ ও প্রতিজ্ঞাপাশোত্তীর্ণ হইতে পারিব। শ্লোকের অঙ্কপাতের আবশ্যকতা এই যে, অর্থের অন্যথা বা মূলের সহিত অভিপ্রায়ের প্রভেদ বিবেচনা হইলে তদঙ্কে অঙ্কিত শ্লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দোষাদোষ বিবেচনা করিতে পারিবেন। কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তির ভ্রমপ্রমাদদোষ অবশ্যই থাকিবার সম্ভাবনা, তাহা ক্ষমাগুণবিশিষ্ট সুধীশক্তিসম্পন্ন পাঠকমহাশয়গণ স্বীয় ক্ষমাগুণে হীনমতি গ্রন্থকারের দুর্ম্মতি সংশোধনে বাধ্য হইতে আজ্ঞা হয়।

এই রামায়ণের আদিকাণ্ডের অনুবাদ প্রথম ক্যাঁকানাড়ানিবাসী ৺অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় করিয়াছিলেন; পরে অযোধ্যাকাণ্ড হইতে ষষ্ঠকাণ্ডের অনুবাদ ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞতা।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই রামায়ণের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কণার্থে ও বিনামূল্যে বিতরণার্থে কলিকাতার বড়বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত নাথো মিশ্র মহোদয় মহাশয় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যদি ইনি অগ্রিম সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে আমার সকল আশা ও সকল পরিশ্রম বিফল হইত, কারণ ১২৮৭ সালের ভাদ্রমাহাতে মুদ্রাঙ্কণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া অর্থাভাবে ও শারীরিক পীড়াবশতঃ নয় মাস কাল শয্যাগত থাকায় সকল কার্য্যই স্থগিত হইয়া গিয়াছিল এবং এমত আশাও ছিলনা যে, পুনর্ব্বার এই রামায়ণ মুদ্রিত হইবে, বা বিনামূল্যে বিতরণে সক্ষম হইব; আর যে সকল মহাত্মার নিকট সাহায্য প্রার্থনার পত্র দিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যবশতঃ ও সময়ানুসারে কেহই কৃপাকটাক্ষ করিলেন না। তন্মধ্যে শ্রীলশ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী

দীনজননীর অনুগ্রহ পত্র পাইয়াছিলাম্ ও কলিকাতার মধ্যে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ মহোদয় ও শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন সিংহ মহোদয় ইহাঁরা উভয়ে সাহায্যকরিবেন, স্বীকারকরিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ভঞ্জ মহোদয় ও আর কয়েক জন মাহাত্মারা পুস্তক মুদ্রিত হইলে দেখিয়া বিবেচনা করিবেন, বলিয়াছিলেন। কিন্তু অগ্রিম কিঞ্চিৎ সাহায্য কেহই করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। এই সকল চিন্তায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম্। পরে আরোগ্য হইয়াও কোন উপায় স্থির করিতে না পারায় উক্ত মহোদযের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম্ ও আদ্যোপান্ত সমস্ত জ্ঞাত করাইলাম। তাহাতে ইনি আমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, সম্প্রতি যে টাকা মুদ্রাঙ্কণের জন্য ব্যয় হইয়াছে, তাহা দানকরিয়াছেন। তাঁহার এই করুণাদানে ও মনের উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে কার্য্যাধ্যক্ষতাপদ গ্রহণকরিতে উপরোধ করিয়া, তাবৎ কার্য্যের ভার তাঁহার উপরিনিক্ষেপ করিলাম্। এক্ষণে তিনি সকল ভারই গ্রহণ করিয়াছেন; কেবল বিনামূল্যে বিতরণের যে কার্য্য তাহার ভার লইলেন না, তাহা আমার হস্তেই রহিল। এই সম্বন্ধে কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে উক্ত কার্য্যালয়ে আমার নিকট পত্রাদি দিবেন। সাহায্যদান ইত্যাদির পত্রবাদে অন্য যে কোন আবশ্যক হইবে, তাহা তাঁহার নামে উক্ত কার্য্যালয়ে পত্র পাঠাইবেন; আর উক্ত মহোদয়ের ন্যায় যাঁহারা সাহায্যদান করিবেন, তাঁহাদের নিকটও এইরূপ চিরকৃতজ্ঞতা স্বীকারকরিয়া আজীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব।

যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পুস্তক লইতে ইচ্ছাকরিবেন, তাঁহারা স্বাক্ষরকরিয়া পত্র লিখিবেন।

এই অধ্যাত্মরামায়ণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুধীগণে ও ভক্তজনে এবং উপযুক্ত পাত্রবিশেষে বিনামূল্যে বিতরণার্থ জনসমাজে দণ্ডায়মান হইয়াছি। ইহাতে বিচক্ষণ, বিদ্বান্ ও ধনবান্ মহাশয়গণ আমাকে হাস্যাস্পদ না করিয়া প্রত্যুত এই ব্যয়সাধ্যকার্য্যরূপ চিন্তাসাগরমগ্ন নির্ধন গ্রন্থকামীর কামনা পূরণে উৎসাহ দিলে আমি চিরবাধিত হইব।

ক্ষমাপ্রার্থনা।

আমাদের বিজ্ঞাপনের লিখিত ১৫ই মাঘ পুস্তক প্রাপ্তি না হওয়ায় গ্রাহকমহোদয়গণ ক্ষমাকরিবেন। কারণ যন্ত্রালয়হইতে পুস্তক ঐ তারিখে আমরা পাই নাই। দপ্তরির জন্য পাঁচ দিবস দেরি হইয়াছে; তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। আগামী খণ্ডে এরূপ অনিয়ম হইবে না, প্রতি মাসের ২৫এ তারিখে পুস্তক পাইবেন।

লোকানাং কলিকালরূঢ়কলুষধ্বংসার্থমাশ্বাদরাৎ
প্রালেয়াচলকন্যকাশ্রুতমহোমৃত্যুঞ্জয়েনোদিতং।
সন্তশ্চাপ্যনুবাদমিশ্রিতমমুঞ্চাধ্যাত্মরামায়ণং
কাশীনাথ-ইতি প্রকাশয়তি বৈ বিপ্রঃ শ্রিয়া সাম্প্রতং॥

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আমি যে জন্য এ দুরূহ কার্য্যে অর্থাৎ বিনামূল্যে বিতরণে যত্নবান্ হইয়া সাহায্যার্থে দাতাবর্গের সমীপে পত্রাদি প্রেরণকরিয়াছি, তাহার কারণ উক্ত রামায়ণের ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ পাঠ করিলে সমস্তই অবগত হইতে পারিবেন। আমি হীনমতি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, তদ্‌গুণবর্ণনে অক্ষম, তজ্জন্য নিরস্ত হইলাম। ধনবান বিদ্বান্ দাতা মহোদয়গণ ও পাঠক মহোদয়গণ! আপনারা নিজগুণে অধীনের মন-আশা বুঝিয়া লইবেন, আমি নিজমুখে কি ব্যক্ত করিব, তদ্‌গুণপঠনেই প্রকাশ পাইবে। সমাবেদনমেতৎ।

সন ১২৮৮ সাল,
ইং ১৮৮২ সাল।

শ্রীকাশীনাথ শর্ম্মা।
কলিকাতা, বড়বাজার,
ষ্ট্র্যাণ্ডরোড ৬২ নং
অধ্যাত্মরামায়ণের কার্য্যালয়।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

স বিচার্য্য সভামধ্যে রাক্ষসৈঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
নির্যযৌ যেঽবশিষ্টাস্তৈ রাক্ষসৈঃ সহ রাঘবম্ ॥ ১
শলভঃ শলভৈর্যুক্তঃ প্রজ্জ্বলন্তমিবানলম্।
ততো রামেণ নিহতাঃ সর্ব্বে তে রাক্ষসা যুধি। ২।
স্বয়ং রামেণ নিহতস্তীক্ষ্ণবাণেন বক্ষসি।
ব্যথিতস্ত্বরিতং লঙ্কাং প্রবিবেশ দশাননঃ। ৩।
দৃষ্ট্বা রামস্য বহুশঃ পৌরুষং চাপ্যমানুষম্।
রাবণো মারুতেশ্চৈব শীঘ্রং শুক্রান্তিকং যযৌ। ৪

নমস্কৃত্য দশগ্রীবঃ শুক্রং প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ভগবন্! রাঘবেণৈবং লঙ্কা রাক্ষসযূথপৈঃ। ৫।
বিনাশিতা মহাদৈত্যা নিহতাঃ পুত্রবান্ধবাঃ।
কথং মে দুঃখসন্দোহস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি সদ্গুরৌ? ।৬।
ইতি বিজ্ঞাপিতো দৈত্যগুরুঃ প্রাহ দশাননম।
হোমং কুরু প্রযত্নেন রহসি ত্বং দশানন! ॥ ৭ ॥
যদি বিঘ্নো ন চেদ্ধোমে তর্হি হোমানলোত্থিতঃ।
মহান্ রথশ্চ বাহাশ্চ চাপতূণীরসায়কাঃ।
সম্ভবিষ্যন্তি তৈর্যুক্তস্ত্বমজেয়ো ভবিষ্যসি। ৯।

পার্ব্বতী সন্নিধানে মহাদেব কহিয়াছেন। অনন্তর, সচীব সুহৃদ পরিবেষ্টিত রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সভাস্থলে কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রণা করত, যুদ্ধাবশিষ্ট রাক্ষস-সৈনিকগণ সমভিব্যাহারে রাম ও লক্ষ্মণ সহ যুদ্ধার্থে যাত্রা করিল। যেমন শলভেরা স্বেচ্ছায় প্রজ্বলিত অনলে শরীর সমর্পণ করিয়া জীবন পরিত্যাগ করে, সেই রূপ রাবণের সমস্ত সেনাই রাম শরাগ্নিতে দেহ প্রদান করিয়া বিনষ্ট হইল, রাবণ ক্রোধে অধীর হইয়া বিপক্ষ পক্ষের উপরে অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিল, তাহাতে রাম কিঞ্চিৎ কষ্ট হইয়া, এক বাণেই দশাননের বর্ম্মাচ্ছাদি বক্ষঃস্থল, সচ্ছিদ্র করিয়া দিলেন, তাহাতে লঙ্কাপতি অতিশয় ব্যথিত হইয়া সভয়ে স্বভবনে প্রবেশ করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মারুতির বীরত্ব, অন্তরে স্মরণ করত ভীত হইয়া, দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট গমন করিল। ক্রমে তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিল—ভগবন্! রাঘবদ্বয়, লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রণে আমার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয় বান্ধবদিগকে বিনষ্ট করিয়া তথায় মহানন্দে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে, আপনি সদ্গুরু থাকিতে আর কে আমাকে এ বিষম বিপদ-সাগর হইতে পার করিতে সক্ষম হইবে? অতএব শীঘ্র উপায় স্থির করিয়া দিন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

রাবণ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইলে, দৈত্যগুরু দশাননকে বলিতে লাগিলেন—হে রাক্ষসেশ্বর রাবণ! তুমি গোপনে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া হোমের অনুষ্ঠান কর, নচেৎ জানিও অবিলম্বে তোমার বহু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব অতি শীঘ্র তুমি আমার মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথ, অশ্ব, চাপ, তূণীর এবং শায়ক যুক্ত হইয়া, জন শূন্য স্থানে গমন করত মৌনভাবে

গৃহাণ মন্ত্রাম্মদ্দত্তান্ গচ্ছ হোমং কুরু দ্রুতম্।
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ। ১০।
গুহাং পাতালসদৃশীং মন্দিরে স্বে চকার হ।
লঙ্কাদ্বারকপাটাদিবদ্ধ্বা সর্ব্বত্র যত্নতঃ। ১১।
হোমদ্রব্যাণি সম্পাদ্য যান্যুক্তান্যাভিচারিকে।
গুহাং প্রবিশ্য চৈকান্তে মৌনী হোমং প্রচক্রমে।১২
উত্থিতং ধূমমালোক্য মহান্তং রাবণানুজঃ।
রামায় দর্শয়ামাস হোমধূমং ভয়াকুলঃ। ১৩।
পশ্য রাম! দশগ্রীবো হোমং কর্তুং সমারভৎ।
যদি হোমঃ সমাপ্তঃ স্যাত্তদাজেয়ো ভবিষ্যতি॥ ১৪
অতো বিঘ্নায় হোমস্য প্রেষয়াশু হরীশ্বরান্।
তথেতি রামঃ সুগ্রীবসম্মতেনাঙ্গদং কপিম্। ১৫।
হনুমৎপ্রমুখান্ বীরান্ আদিদেশ মহাবলান্।
প্রাকারং লঙ্ঘয়িত্বা তে গত্বা রাবণমন্দিরম্। ১৬।
দশকোট্যঃ প্লবঙ্গানাং গত্বা মন্দিররক্ষকান্।
চূর্ণয়ামাসুরশ্বাংশ্চ গজাংশ্চ ন্যহনন্ ক্ষণাৎ। ১৭।
ততশ্চ সরমা নাম প্রভাতে হস্তসংজ্ঞয়া।
বিভীষণস্য ভার্য্যা সা হোমস্থানমসূচয়ৎ। ১৮।
গুহাপিধানপাষাণমঙ্গদঃ পাদঘট্টনৈঃ।
চূর্ণয়িত্বা মহাসত্ত্বঃ প্রবিবেশ মহাগুহাম্। ১৯।
দৃষ্ট্বা দশাননং তত্র মীলিতাক্ষং দৃঢ়াসনম্।
ততোঽঙ্গদাজ্ঞয়া সর্ব্বেবানরা বিবিশুদ্রুতম্। ২০।
তত্র কোলাহলং চক্রুস্তাড়য়ন্তশ্চ সেবকান্।
সম্ভারাংশ্চিক্ষিপুস্তত্র হোমকুণ্ডে সমন্ততঃ। ২১।
স্রুবমাচ্ছিদ্য হস্তাচ্চ রাবণস্য বলাদ্রুষা।

দহন দেবের আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন। এই বলিয়া শুক্রাচার্য্য স্থির হইলে, কর্ব্বুর-পতি লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক নিজ গৃহের অভ্যন্তরে পাতাল তুল্য গুহা খনন করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশানন্তর, লঙ্কাদ্বার কবাটাদি সযত্নে রুদ্ধ করতঃ মৌনভাবে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার উপক্রম করিতে লাগিল। রাবণানুজ বিভীষণ বহুপরিমাণে ধূমোত্থিত হইতে দেখিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে শ্রীরামকে হোম ধূম সন্দর্শন করাইলেন এবং কহিলেন—দেখুন, দশানন হোম আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে যদি হোম সমাপ্ত হয় তাহা হইলে সে অজেয় হইবে; অতএব হোমের বিঘ্ন সম্পাদন করিবার জন্য কপীশ্বরদিগকে প্রেরণ করুন। অনন্তর শ্রীরাম সুগ্রীবের সম্মতি অনুসারে অঙ্গদ, মহাবলীয়ান্ হনুমান ও অন্যান্য কপিদিগকে হোম বিঘ্ন জন্য আদেশ করিলেন; তাহারা প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাবণ গৃহে প্রবেশ করিল। পরে দশকোটী বানর রাক্ষস মন্দিরে যাইয়া অশ্ব, গজাদি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিল। অনন্তর বিভীষণের ভার্য্যা সরমা হোমস্থান অশুচি হইয়াছে জানিতে পারিলেন। অনন্তর মহাবল অঙ্গদ গুহাচ্ছাদন পাষাণ পাদাঘাতে চূর্ণ করিয়া হোম গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। ।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭। ।১৮।১৯।

তদনন্তর অঙ্গদাদি বানর নিকর, গহ্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় মিলিতাক্ষ শুভাসনোপবিষ্ট দশাননকে দর্শন করিয়া তাহার সেবক সৈনিকদিগকে দূরীকরণানন্তর, হোমকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনাদি নিক্ষেপ করতঃ মহাকোলাহলের সহিত নৃত্য আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে রাবণ, ক্রোধে অধীর হইয়া,

তেনৈব সঙ্ঘাতাশু হনূমান্ প্লবগাগ্রণীঃ ॥ ২২ ॥
ঘ্নন্তি দন্তৈশ্চ কাষ্ঠৈশ্চ বানারাস্তমিতস্ততঃ।
ন জহৌ রাবণো ধ্যানং হতোঽপি বিজিগীষয়া ॥২
প্রবিশ্যান্তঃপুরে বেশ্মন্যঙ্গদো বেগবত্তরঃ।
সমানয়ৎ কেশবন্ধে ধৃত্বা মন্দোদরীং শুভাম্ ॥ ২৪ ॥
রাবণস্যৈব পুরতো বিলপন্তীমনাথবৎ।
বিদদারাঙ্গদস্তস্যাঃ কঞ্চুকং রত্নভূষিতম্। ২৫।
মুক্তা বিমুক্তাঃ পতিতাঃ সমন্তাদ্রত্নসঞ্চয়ৈঃ।
শ্রোণিসূত্রং নিপতিতং ত্রুটিতং রত্নচিত্রিতম্। ২৬
কটিপ্রদেশাদ্বিস্রস্তা নীবী তস্যৈব পশ্যতঃ।
ভূষণানি চ সর্ব্বাণি পতিতানি সমন্ততঃ ॥ ২৭ ॥
দেবগন্ধর্বকন্যাশ্চ নীতা হৃষ্টৈঃ প্লবঙ্গমৈঃ।
মন্দোদরী রুরোদাথ রাবণস্যাগ্রতো ভৃশম্ ॥ ২৮ ॥
ক্রোশন্তী করুণং দীনা জগাদ দশকন্ধরম্।
নির্লজ্জোঽসি পরৈরেবং কেশপাশে বিকৃষ্যতে।২৯
ভার্য্যা তবৈব পুরতঃ কিং জুহোষি ন লজ্জসে ?।
হন্যতে পশ্যতো যস্য ভার্য্যা পাপৈশ্চ শত্রুভিঃ ॥
মর্তব্যং তেন তত্রৈব জীবিতাম্মরণং বরম্।
হা মেঘনাদ ! তে মাতা ক্লিশ্যতে বত বানরৈঃ ॥
ত্বয়ি জীবতি মে দুঃখমীদৃশং চ কথং ভবেৎ ?।
ভার্য্যা লজ্জা চ সন্ত্যক্তা ভর্ত্রা মে জীবিতাশয়া।৩২

হস্তদ্বারা শ্রুব আচ্ছাদন পূর্ব্বক, সহসা উপস্থিত মহা অনর্থ চিন্তা করতঃ ধ্যানে নিমগ্ন হইল। এমৎকালে বানরাগ্রণী হনূমান, দশাননের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক, শ্রুব গ্রহণ করতঃ, হস্তদ্বারা ও দন্ত, নখ এবং কাষ্ঠাদি দ্বারা তাহার মস্তকে নিদারুণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তথাপি লঙ্কেশ্বর বৈরীবিজয়েচ্ছায় সেই কঠিন আঘাত সহ্য করতঃ, ধ্যানভঙ্গ করিল না। তাহা দেখিয়া, অঙ্গদাদি কয়েক জন প্রধান প্রধান বানর, অন্দরে প্রবেশ পূর্ব্বক, রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরীর কবরী ধারণ করিয়া, তাহাকে তথায় আনয়ন করিল। সেই পরম রূপলাবণ্যবতী ময়দানবকন্যা মন্দোদরী ও অনাথার ন্যায় রাবণাগ্রে দণ্ডায়মানা হইয়া বিস্তর বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। অমনি বালীরাজতনয় অঙ্গদ তাহার বিবিধ-রত্ন-খচিত-কঞ্চুক সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক, নখদ্বারা খণ্ড খণ্ড করতঃ, দূরে নিক্ষেপ করিল; তদ্দর্শনে অপরাপর প্লবঙ্গমেরা তাহার সমস্ত গাত্রাভরণ ও বহুমূল্য রত্নযুক্ত কর্ণ ভূষণাদি নখ দন্ত দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করতঃ, বসুধায় বিক্ষিপ্ত করিল, অমনি কটিদেশ হইতে বসন শ্লথ হইল, তদ্দৃষ্টে বানর দ্বারা আনীতা, রাবণ-হৃতা যত দেব গন্ধর্ব্ব কন্যারা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

পরে ঈদৃশী অবস্থাপন্না মন্দোদরীও রাবণাগ্রে দণ্ডায়মানা হইয়া, সমধিক রোদন করতঃ দশাননকে করুণ দীনবচনে বলিতে লাগিল। দেখ নাথ! তুমি অতি নির্লজ্জ. কারণ, সম্মুখে সামান্য শত্রুগণ, কেশাকর্ষণ করিয়া, যাহার মহিষীর এরূপ দুরবস্থা করে, সে হীন বল হইলেও কখনই স্থির থাকিতে পারে না; তবে তুমি কেন স্থির ভাবে অবস্থান করিতেছ? অতএব জানিলাম; সকলই সময়ের অধীন। হা ধিক্! হা পুত্র মেঘনাদ! তুমি এখন কোথায় রহিয়াছ; বন্যপশু শাখামৃগ বানরেরা তোমার জননীর কিরূপ দুর্দ্দশা করিয়াছে, এক বার আসিয়া দেখ। বৎস! তুমি জীবিত থাকিলে, তোমার জননীর এরূপ অপমান দেখিয়া কখনই

শ্রুত্বা তদ্দেবিতং রাজা মন্দোদর্য্যা দশাননঃ।
উত্তস্থৌ খড়্গমাদায় ত্যজ দেবীমিতি ব্রুবন্॥ ৩৩
জঘানাঙ্গদমব্যগ্রঃ কটিদেশে দশাননঃ।
ততোৎসৃজ্য যযুঃ সর্ব্বে বিধ্বংস্য হবনং মহৎ॥ ৩৪
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থুঃ সর্ব্বে প্রহর্ষিতাঃ।
রাবণস্তু ততো ভার্য্যামুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্। ৩৫।
দৈবাধীনমিদং ভদ্রে! জীবতা কিন্ন দৃশ্যতে?।
ত্যজ শোকং বিশালাক্ষি! জ্ঞানমালম্ব্য নিশ্চিতম্॥

অজ্ঞানপ্রভবঃ শোকঃ শোকো জ্ঞানবিনাশকৃৎ।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু॥ ৩৭॥
তন্মূলঃ পুত্রদারাদিসম্বন্ধঃ সংসৃতিস্ততঃ।
হর্ষশোকভয়ক্রোধলোভমোহস্পৃহাদয়ঃ॥ ৩৮॥
অজ্ঞানপ্রভবা হ্যেতে জন্মমৃত্যুজরাদয়ঃ।
আত্মা তু কেবলঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো হ্যলেপকঃ॥
আনন্দরূপো জ্ঞানাত্মা সর্বভাববিবর্জ্জিতঃ।
ন সংযোগো বিযোগো বা বিদ্যতে কেনচিৎ সতঃ॥
এবং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানং ত্যজ শোকমনিন্দিতে!।
ইদানীমেব গচ্ছামি হত্বা রামং সলক্ষ্মণম্। ৪১।
আগমিষ্যামি নো চেন্মাং দারয়িষ্যতি সায়কৈঃ।
শ্রীরামো বজ্রকল্পৈশ্চ ততো গচ্ছামি তৎপদম্॥৪২

সহ্য করিতে সক্ষম হইতে না। হা নাথ! ভার্য্যার লজ্জা স্বতঃ পরতঃ স্বামীই রক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ, সেই স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে, অদ্য তাহার বিপরীত দেখিতেছি, এই আশ্চর্য্য! রে দগ্ধ প্রাণ! বলিতেছি তুই এক্ষণে আমার দেহ পরিত্যাগ কর, নতুবা আর কতক্ষণ এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিবি?।

মন্দোদরীর এইরূপ বহু বিলাপের পর, দশানন আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া অগ্রে মহিষীকে শান্ত্বনা করতঃ, ক্রোধে অধীর হইয়া, এক সুতীক্ষ্ণ অসি করে গ্রহণ পূর্ব্বক, প্রথমেই অঙ্গদের কটিদেশে নিদারুণ প্রহার করিল। তদ্দর্শনে তত্রস্থ অপর বানরেরা অঙ্গদ সহ ক্রমে পলায়ন করতঃ সানন্দে রামপার্শ্বে উপনীত হইয়া, সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর রাবণ, ভার্য্যাকে বিশেষ রূপে শান্ত্বনা করতঃ বলিতে লাগিল। দেখ, ভদ্রে! যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, সে সকলই দৈবাধীন, ইহা কি তুমি দেখিয়াও দেখিতেছ না? অতএব হে বিশালাক্ষি! তুমি জ্ঞানাবলম্বন পূর্ব্বক

অজ্ঞান হইতে শোক উৎপত্তি হয়; আবার শোকই জ্ঞানকে বিনাশ করে অজ্ঞান হইতে উৎপত্তি যে অহং বুদ্ধি, তাহা আত্মা ভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য শরীরাদিতে ব্যাপিয়া আছে। সেই অজ্ঞান জাত অহং ইত্যাকার জ্ঞানের মূল স্বরূপ যে, পুত্র-দারাদি সম্বন্ধ-জ্ঞান, তাহা হইতে হর্ষ, শোক, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, জন্ম, মৃত্যু এবং জরাদির উৎপত্তি হয়। আত্মাকে কেবল নিত্য অলেপক, আনন্দ-স্বরূপ, জ্ঞানময় এবং সর্ব্বভাব বিবর্জ্জিত বলিয়া জানিবে। আত্মার কোন কালেই সংযোগ বিয়োগ নাই। অতএব হে আনন্দিতে! স্বীয় আত্মাকে এইরূপ জ্ঞান করিয়া, এ অনিত্য শোক ত্যাগ কর। আমি এক্ষণেই যুদ্ধে চলিলাম। অদ্য রাম লক্ষ্মণকে আমার

তদা তয়া মে কর্ত্তব্যা ক্রিয়া মচ্ছাসনাৎ প্রিয়ে!।
সীতাং হত্বা ময়া সার্দ্ধং ত্বং প্রবেক্ষ্যসি পাবকম্॥
এবং শ্রুত্বা বচস্তস্য রাবণস্যাতিদুঃখিতা।
উবাচ নাথ! মে বাক্যং শৃণু সত্যং তথা কুরু॥ ৪৪
শক্যো ন রাঘবো জেতুং ত্বয়া চান্যৈঃ কদাচন।
রামো দেববরঃ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ॥ ৪৫॥
মৎস্যো ভূত্বা পুরা কল্পে মনুং বৈবস্বতং প্রভুঃ।
ররক্ষ সকলাপদ্ভ্যো রাঘবো ভক্তবৎসলঃ॥ ৪৬॥
রামঃ কূর্ম্মোঽভবৎপূর্ব্বং লক্ষয়োজনবিস্তৃতঃ।
সমুদ্রমন্থনে পৃষ্ঠে দধার কনকাচলম্॥ ৪৭॥
হিরণ্যাক্ষোঽতিদুর্বৃত্তো হতোঽনেন মহাত্মনা
ক্রোড়রূপেণ বপুষা ক্ষোণীমুদ্ধরতা কচিৎ॥ ৪৮॥
ত্রিলোককণ্টকং দৈত্যং হিরণ্যকশিপুং পুরা।
হতবান্নারসিংহেন বপুষা রঘুনন্দনঃ॥ ৪৯॥
বিক্রমৈস্ত্রিভিরেবাসৌ বলিং বদ্ধ্বা জগত্রয়ম্।
আক্রম্যাদাৎ সুরেন্দ্রায় ভৃত্যায় রঘুসত্তমঃ॥ ৫০॥
রাক্ষসাঃ ক্ষত্রিয়াকারা জাতা ভূমের্ভরাবহাঃ।
তান্ হত্বা বহুশো রামো ভুবং জিত্বা হ্যদাম্মুনেঃ॥
স এব সাম্প্রতং জাতো রঘুবংশে পরাৎপরঃ।
ভবদর্থে রঘুশ্রেষ্ঠো মানুষত্বমুপাগতঃ॥ ৫২॥
তস্য ভার্য্যা কিমর্থং বা হৃতা সীতা বনাদ্বলাৎ?।
মম পুত্রবিনাশার্থং স্বস্যাপি নিধনায় চ॥ ৫৩॥
ইতঃ পরং বা বৈদেহীং প্রেষয়স্ব রঘূত্তমে।

পদ নিশ্চয় পাপ্ত হইবে। পরে তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বে সীতাকে বিনষ্ট করিয়া, আমার সহিত পাবকে প্রবেশ।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।

অনন্তর মন্দোদরী, রাবণের এইরূপ নিদারুণ বচন শ্রবণ করিয়া, অতি দুঃখিতান্তঃকরণে স্বামীকে বলিতে লাগিল। দেখ নাথ! তুমি যাহা স্থির করিয়াছ তাহা অবশ্যই হইবে, কিন্তু বলিতেছি, তুমি কি অন্যে, রণে রাঘবকে কখনই পরাজয় করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব তুমি জানিও, শ্রীরাম মানুষ নয়, সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বর নারায়ণ। পুরাকল্পে মৎস্যাবতার হইয়া, বৈবস্বত মনুকে সকল আপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই হেতু ভক্তবৎসল রাম মানুষ নয়। আবার সেই রাম, পূর্ব্বকালে লক্ষযোজন বিস্তৃত শরীর কূর্ম্মাবতার হইয়া, সমুদ্রমন্থন সময়ে পৃষ্ঠে কনকাচল ধারণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া, নির্দ্দেশ করা যায় না। আরও বলি, যে রাম, পূর্ব্বকালে দুর্বৃত্ত হিরণ্যাক্ষকে নিধন করতঃ, বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক, ভীষণ দন্ত দ্বারা উর্ব্বীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। আরও যিনি পূর্ব্বকালে নরসিংহ রূপ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় শরীর দ্বারা ত্রিলোক কণ্টক দৈত্য হিরণ্য কশিপুকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আবার যে রঘূত্তম রাম বামন রূপে ছলনা পূর্ব্বক বলিকে বদ্ধ করিয়া ত্রিভুবন আক্রমণ করতঃ দেবরাজ ইন্দ্রকে ভৃত্য ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর যিনি ভূভার হরণ জন্য ধরায় বারম্বার জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অসংখ্য রাক্ষস ও ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সেই পরাৎপর পরমপুরুষ রাম সম্প্রতি আপনার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়া রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে জানিলাম, আমার পুত্রবিনাশের নিমিত্ত এবং আপনার বধের কারণ রাম-মহিষী বৈদেহীকে বন হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ। সে যাহা

বিভীষণায় রাজ্যং তু দত্ত্বা গচ্ছামহে বনম্॥ ৫৪॥
মন্দোদরীবচঃ শ্রুত্বা রাবণো বাক্যমব্রবীৎ।
কথং ভদ্রে! রণে পুত্রান্ ভ্রাতৃন্ রাক্ষসমণ্ডলম্॥
ঘাতয়িত্বা রাঘবেণ জীবামি বনগোচরঃ?।
রামেণ সহ যোৎস্যামি রামবাণৈঃ সুশীঘ্রগৈঃ॥৫৬
বিদার্য্যমাণো যাস্যামি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
জানামি রাঘবং বিষ্ণুং লক্ষ্মীং জানামি জানকীং।
জ্ঞাত্বৈব জানকী সীতা ময়া নীতা বনাদ্বলাৎ॥৫৭
রামেণ নিধনং প্রাপ্য যাস্যামীতি পরং পদম্।
বিমুচ্য ত্বাং তু সংসারাদ্গমিষ্যামি সহ প্রিয়ে!॥৫৮
পরানন্দময়ী শুদ্ধা সেব্যতে যা মুমুক্ষুভিঃ।
তাং গতিং তু গমিষ্যামি হতো রামেণ সংযুগে॥
প্রক্ষাল্য কল্মষাণীহ মুক্তিং যাস্যামি দুর্লভাং॥

ক্লেশাদিপঞ্চকতরঙ্গযুগং ভ্রমাঢ্যং
দারাত্মজাপ্তধনবন্ধুভুষাভিযুক্তং।
ঔর্ব্বানলাভনিজরোষমনঙ্গজালং
সংসারসাগরমতীত্য হরিং ব্রজামি॥৬১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ।

ঘটিবার ঘটিয়াছে, এক্ষণে যাহা বলি শ্রবণ কর—অগ্রে বৈদেহী রামকে পরে রাজ্য বিভীষণকে প্রদান করিয়া চল বনে গমন করি। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।

মন্দোদরীর এইরূপ সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া, লঙ্কাধিপতি রাবণ বলিতে লাগিল—

হে ভদ্রে! রাঘব কর্ত্তৃক পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি রাক্ষস সমূহকে সমরে বিনষ্ট করিয়া বনচারী হওত কিরূপে জীবন ধারণ করিব? রাম সহ যুদ্ধ করিয়া অতি শীঘ্রই তাঁহার বাণে বিদীর্ণ হইয়া সেই পরম বিষ্ণুর পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইব। আমি রাঘবকে বিষ্ণু ও জানকীকে লক্ষ্মী বলিয়া অবগত আছি, এবং সীতাকে ঐ রূপ জানিয়াই বন হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে রাম কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইব, হে প্রিয়ে! তোমাকে বিমুক্ত করিয়া আমি সংসার হইতে গমন করিব। মুমুক্ষু ব্যক্তিরা যে আনন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকে আমি রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ঐ গতি প্রাপ্ত হইব; রক্ষ-দেহ-কৃত পাপ সমূহ রাম নাম স্মরণ দ্বারা দূরীভূত করিয়া দুর্লভ মুক্তি প্রাপ্ত হইব। স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, প্রভৃতি ব্যক্তি সম্ভুত রাগ দ্বেষাদি পঞ্চ ক্লেশ পাইয়াছি, এক্ষণে অনঙ্গ-জাল ও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া হরির পাদপদ্ম লাভ করিব। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দশমোঽধ্যায়ঃ।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং প্রেম্ণা রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা।
রাবণঃ প্রযযৌ যোদ্ধুং রামেণ সহ সংযুগে। ১।
দৃঢ়ং স্যন্দনমাস্থায় বৃতো ঘোরৈর্নিশাচরৈঃ।
চক্রৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং সরূথং সকুবরং। ২।
পিশাচবদনৈর্ঘোরৈঃ খরৈর্যুক্তং ভয়াবহম্।
সর্ব্বাস্ত্রশস্ত্রসহিতং সর্ব্বোপস্কর সংযুতম্। ৩।
নিশ্চকামাথ সহসা রাবণো ভীষণাকৃতিঃ।
আয়ান্তং রাবণং দৃষ্ট্বা ভীষণং রণকর্কশম্॥ ৪॥
সন্ত্রস্তাভূত্তদা সেনা বানরী রামপালিতা॥ ৫॥
হনূমানথ চোৎপ্লুত্য রাবণং যোদ্ধুমাযযৌ।
আগত্য হনুমান্ রক্ষোবক্ষস্যতুলবিক্রমঃ॥ ৬॥

মুষ্টিবন্ধং দৃঢ়ং বদ্ধা তাড়য়ামাস বেগতঃ।
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্রথে॥ ৭॥
মূর্চ্ছিতোঽথ মুহূর্ত্তেন রাবণঃ পুনরুত্থিতঃ।
উবাচ চ হনুমন্তং শূরোঽসি মম সম্মতঃ॥ ৮॥
হনুমানাহ তং ধিঙ্মাং যত্ত্বং জীবসি রাবণ!।
ত্বং তাবন্মুষ্টিনা বক্ষো মম তাড়য় রাবণ।॥ ৯॥
পশ্চাত্ত্বয়া হতঃ প্রাণান্মোক্ষসে নাত্র সংশয়ঃ।
তথেতি মুষ্টিনা বক্ষো রাবণেনাপি তাড়িতঃ॥১০॥
বিঘূর্ণমাননয়নঃ কিঞ্চিৎকশ্মলমাযযৌ।
সংজ্ঞামবাপ্য কপিরাট্ রাবণং হন্তুমুদ্যতঃ॥১১॥

প্রেম ভরে মন্দোদরীর সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া, দশানন শ্রীরাম সহ যুদ্ধ করিতে যাত্রা কারণ, সুদৃঢ় স্যন্দনোপরি উপবিষ্ট, ভয়ানক নিশাচর ও পিশাচ পরিবৃত ষোড়শ চক্র রথ গুপ্তি যুক্ত, এবং নানাবিধ অস্ত্র সস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণ সহ দশানন ভীষণাকৃতি হইয়া সহসা বহির্গত হইল। রামপালিত বানরী সেনা রাবণকে ভীষণ রণ-কর্কশ শব্দ করিতে করিতে আসিতে দেখিয়া ভীত হইল। অনন্তর হনুমান রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার আশয়ে উল্লম্ফন পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া এবং মুষ্টি বদ্ধ করত অতি বেগে রাক্ষসের বক্ষঃ দেশে আঘাত করিল, রাবণ তাহাতে রথোপরি নিপতিত হইল, এবং ক্ষণ কাল মূর্চ্ছিত হইয়া পুনরায় উত্থিত হইয়া হনুমানকে কহিল—হে হনুমন্! তুমি যথার্থ বীর। হনুমান কহিল—হে রাবণ! আমাকে ধিক্, কারণ তুমি জীবিত আছ; হে রাবণ!, তুমি আমার বক্ষ তাড়ন কর, পশ্চাৎ আমি তোমাকে প্রাণে বিনষ্ট করিব, তাহাতে তুমি মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনন্তর রাবণ মুষ্টি দ্বারা হনুমানের বক্ষ তাড়ন করিল; হনুমান বিঘূর্ণায়মান নয়ন হইয়া সংজ্ঞাহীন হইয়াই আবার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাবণকে

ততোঽন্যত্র গতো ভীত্যা রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
হনুমানঙ্গদশ্চৈব নলো নীলস্তথৈব চ ॥ ১২ ॥
চত্বারঃ সমবেতাগ্রে দৃষ্ট্বা রাক্ষসপুঙ্গবান্।
অগ্নিবর্ণং তথা সর্পরোমাণং খড্গরোমকং ॥ ১৩ ॥
তথা বৃশ্চিকরোমাণং নির্জঘ্নুঃ ক্রমশোঽসুরান্।
চত্বারশ্চতুরো হত্বা রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্ ॥১৪॥
সিংহনাদং পৃথক্ কৃত্বা রামপার্শ্বমুপাগতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ সন্দশ্য দশনচ্ছদম্ ॥১৫॥
বিবৃত্য নয়নে ক্রূরো রামমেবান্বধাবত।
দশগ্রীবো রথস্থস্তু রামং বজ্রোপমৈঃ শরৈঃ ॥ ১৬ ॥
আজঘান মহাঘোরৈর্ধারাভিরিব তোয়দঃ।
রামস্য পুরতঃ সর্ব্বান্ বানরানপি বিব্যথে ॥ ১৭ ॥
ততঃ পাবনসংকাশৈঃ শরৈঃ কাঞ্চনভূষণৈঃ।
অভ্যবর্ষদ্রণে রামো দশগ্রীবং সমাহিতঃ। ১৮।
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা ভূমিষ্ঠং রঘুনন্দনম্।
আহূয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯ ॥
রথেন মম ভূমিষ্ঠং শীঘ্রং যাহি রঘূত্তমম্।
ত্বরিতং ভূতলং গত্বা কুরুকার্য্যং মমানঘ।। ২০।
এবমুক্তোঽথ তং নত্বা মাতলির্দেবসারথিঃ।
ততো হয়ৈশ্চ সংযোজ্য হরিতৈঃ স্যন্দনোত্তমম ॥
স্বর্গাজ্জয়ার্থং রামস্য হ্যুপচক্রাম মাতলিঃ।
অব্রবীচ্চ ততো রামমপ্রতর্ক্যরথেস্থিতঃ।
প্রাঞ্জলির্দেবরাজেন প্রেষিতোঽস্মি রঘূত্তম! ।২২।
রথোঽয়ং দেবরাজস্য বিজয়ায় তব প্রভো!।
প্রেষিতশ্চ মহারাজ! ধনুরৈন্দ্রং চ ভূষিতম্ ।২৩

বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর রাক্ষসাধিপ রাবণ ভীতান্তঃকরণে প্রস্থান করিল। হনুমান, অঙ্গদ, নল ও নীল সমবেত হইয়া অগ্নিবর্ণ, সর্পমান, খড্গরোমক ও বৃশ্চিক রোমাণ রাক্ষসদিগকে সম্মুখে নির্গত হইতে দেখিয়া ভীম বিক্রম চারি জনকে বিনষ্ট করিল, এবং প্রত্যেকেই সিংহনাদ করিতে করিতে রাম পার্শ্বে উপনীত হইল। অনন্তর দশগ্রীব ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া আরক্ত লোচনে রাম দিকে ধাবিত হইল এবং রথস্থ হইয়া শ্রীরামোপরি বরিষার ধারার ন্যায় বজ্রোপম শর সমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাতে রাম-সম্মুখবর্ত্তী বানরগণ ব্যথিত হইতে লাগিল। অনন্তর রামচন্দ্র কাঞ্চন ভূষণ জড়িত পাবক সঙ্কাশ বাণ দ্বারা দশাননকে সমাচ্ছাদন করিলেন। এই সময় ইন্দ্র রাবণকে রথোপরি ও রঘুনাথকে ভূতলে দর্শন করিয়া মাতলিকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন—তুমি আমার রথ লইয়া ভূতলে গমন করিয়া রাম সন্নিধানে উপস্থিত হও—হে অনঘ! তুমি আমার এই কার্য্য কর। অনন্তর মাতলি তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক হরিত বর্ণের অশ্ব উত্তম রথে যোজনা করিয়া রামের স্বর্গ বিজয়ের জন্য আগমন করিল, এবং রাম সম্মুখে উপনীত হইয়া কহিল—হে শ্রীরাম! আমি দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছি, হে প্রভো! আপনার বিজয়ের জন্য দেবরাজের এই রথ উপস্থিত, এবং তৎকর্ত্তৃক ধনুঃ ও ইন্দ্র বাণ প্রেরিত হইয়াছে। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১। ১২। ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩

অভেদ্যং কবচং খড্গং দিব্যতূণীযুগং তথা।
আরুহ্য চ রথং রাম! রাবণং জহি রাক্ষসম্ ।২৪।
ময়া সারথিনা দেব! বৃত্রং দেবপতির্যথা।
ইত্যুক্তস্তং পরিক্রম্য নমস্কৃত্য রথোত্তমম্। ২৫।
আরুরোহ রথং রামো লোকান্ লক্ষ্ম্যা নিযোজয়ন্
ততোঽভবন্মহাযুদ্ধং ভৈরবং রোমহর্ষণম্ ।২৬।
মহাত্মনো রাঘবস্য রাবণস্য চ ধীমতঃ।
আগ্নেয়েন চ আগ্নেয়ং দৈবং দৈবেন রাঘবঃ।২৭।
অস্ত্রং রাক্ষসরাজস্য জঘান পরমাস্ত্রবিৎ।
ততস্তু সসৃজে ঘোরং রাক্ষসং চাস্ত্রমস্ত্রবিৎ ।২৮।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রামস্যোপরি রাবণঃ।
রাবণস্য ধনুর্মুক্তাঃ সর্পা ভূত্বা মহাবিষাঃ।
শরাঃ কাঞ্চনপুঙ্খাস্তা রাঘবং পরিতোঽপতন্ ।২৯
তৈঃ শরৈঃ সর্পবদনৈর্ব্বমদ্ভিরনলং মুখৈঃ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব ব্যাপ্তাস্তত্র তদাভবন্। ৩০।
রামঃ সর্পাংস্ততো দৃষ্ট্বা সমন্তাৎপরিপূরিতান্।
সৌপর্ণমস্ত্রং তৎ ঘোরং পুরঃ প্রাবর্ত্তয়দ্রণে। ৩১
রামেণ মুক্তাস্তে বাণা ভূত্বা গরুড়রূপিণঃ।
চিচ্ছিদুঃ সর্পবাণাংস্তান্ সমন্তাৎসর্পশত্রবঃ ।৩২।
অস্ত্রে প্রতিহতে যুদ্ধে রামেণ দশকন্ধরঃ।
অভ্যবর্ষত্ততো রামং ঘোরাভিঃ শরবৃষ্টিভিঃ ।৩৩।
ততঃ পুনঃ শরানীকৈ রামমক্লিষ্টকারিণম্।
অর্দ্দয়িত্বা তু ঘোরেণ মাতলিং প্রত্যবিধ্যত।৩৪।
পাতয়িত্বা রথোপস্থে রথকেতুং চ কাঞ্চনম্।
ঐন্দ্রানশ্বানভ্যহনদ্রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ। ৩৫।
বিষেদুর্দেবগন্ধর্বাশ্চারণাঃ পিতরস্তথা।
আর্তাকারং হরিং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাশ্চ মহর্ষয়ঃ ।৩৬।

হে শ্রীরাম! তিনি অভেদ্য কবচ, খড্গ, দিব্য তূণীর দ্বয়ও প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব আপনি রথে আরোহণ করিয়া দেবপতি যেমন এই সারথি সমভিব্যাহারে করিয়া বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া ছিলেন, সেই রূপে দশাননকে বিনাশ করুন। মাতলি এই রূপ কহিলে রামচন্দ্র রথকে নমস্কার করিয়া, রাবণ বধের অল্প কালাবশিষ্ট আছে বোধে, অনন্দিত হইয়া, রথোপরি আরোহণ করিলেন। ২৪। ২৫

অনন্তর রাম ও রাবণে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরমাস্ত্র বিশারদ রামচন্দ্র রক্ষপতির আগ্নেয়বাণ এবং দৈববাণ খণ্ড খণ্ড করণান্তর মহা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণ প্রতি ঘোর অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, রাবণ ও ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া রামোপরি বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল এবং ঐ বাণ তদ্ধনু-মুক্ত হইয়া মহাবিষ সর্প হইল এবং তাহারা মুখ হইতে অনল নির্গত করিতে করিতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল; শ্রীরামচন্দ্র তদ্দর্শনে সৌপর্ণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, ঐ বাণ পরিত্যক্ত হইবা মাত্র সর্প শত্রু গরুড়রূপী হইয়া সর্প বাণ ছেদন করিল দশানন যুদ্ধে সর্পবাণ প্রতিহত দেখিয়া রামোপরি অবিরল ধারায় শরবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ পুনর্ব্বার আক্লিষ্ট রামকে অসংখ্য শর দ্বারা বিদ্ধ করিয়া পরে মাতলিকে বিদ্ধ করিল। এবং ক্রোধ-মূর্চ্ছিত হইয়া কাঞ্চন ময় ধ্বজা ছেদন ও অশ্ব সমূহ বিদ্ধ করিল। দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ, ঋষি প্রভৃতি লোক সমস্ত রামকে বিহ্বল দেখিয়া সাতিশয় ব্যথিত

ব্যথিতা বানরেন্দ্রাশ্চ বভূবুঃ সবিভীষণাঃ।
দশাস্যো বিংশতিভুজঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ। ৩৭।
দদৃশে রাবণস্তত্র মৈনাক ইব পর্ব্বতঃ।
রামস্তু ভ্রুকুটিং বদ্ধা ক্রোধসংরক্তলোচনঃ॥ ৩৮॥
কোপং চকার সদৃশং নির্দ্দহন্নিব রাক্ষসম্।
ধনুরাদায় দেবেন্দ্রধনুরাকারমদ্ভুতম্। ৩৯।
গৃহীত্বা পাণিনা বাণং কালানলসমপ্রভম্।
নির্দ্দহন্নিব চক্ষুর্ভ্যাং দদৃশে রিপুমন্তিকে॥ ৪০॥
পরাক্রমং দর্শয়িতুং তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
প্রচক্রমে কালরূপী সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ। ৪১।
বিকৃষ্য চাপং রামস্তু রাবণং প্রতিবিধ্য চ।
হর্ষয়ন্ বানরানীকং কালান্তক ইবাবভৌ॥ ৪২॥
ক্রুদ্ধং রামস্য বদনং দৃষ্ট্বা শত্রুং প্রধাবতঃ।
তত্রসুঃ সর্ব্বভূতানি চচাল চ বসুন্ধরা॥ ৪৩॥
রামং দৃষ্ট্বা মহারৌদ্রমুৎপাতাংশ্চ সুদারুণান্।
ত্রস্তানি সর্ব্বভূতানি রাবণং চাবিশদ্ভয়ম্। ৪৪।
বিমানস্থাঃ সুরগণাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ।
দদৃশুঃ সুমহাযুদ্ধং লোকসম্বর্ত্তকোপমম্।
ঐন্দ্রমস্ত্রং সমাদায় রাবণস্য শিরোঽচ্ছিনৎ॥ ৪৫॥
মূর্দ্ধানো রাবণস্যাথ বহবো রুধিরোক্ষিতাঃ।
গগনাৎপ্রপতন্তি স্ম তালাদিব ফলানি হি॥ ৪৬॥
ন দিনং ন চ বৈ রাত্রির্ন সন্ধ্যা ন দিশোঽপি বা।
প্রকাশন্তে ন তদ্রূপং দৃশ্যতে তত্র সঙ্গরে॥ ৪৭॥
ততো রামো বভূবাথ বিস্ময়াবিষ্টমানসঃ।
শতমেকোত্তরং ছিন্নং শিরসাং চৈকবর্চসাম্॥ ৪৮
ন চৈব রাবণঃ শান্তো দৃশ্যতে জীবিতক্ষয়াৎ।
ততঃ সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বীরঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ৪৯॥

হইলেন; কপীশ্বরগণ ও বিভীষণ রাবণকে বিংশতি হস্তে শরাসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া, ব্যথিতমনা হইলেন। এবং রাবণকে যেন মৈনাক পর্ব্বত সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীরামচন্দ্র কালানল-সমপ্রভ বাণ করে গ্রহণ করিয়া, চক্ষ্বাগ্নি দ্বারাই যেন শত্রু দগ্ধ করিবার নিমিত্ত চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তেজ দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া সর্ব্বলোক সমক্ষে স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া, রাবণ-বিনাশ জন্য কালরূপী হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র চাপাকর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া, বানরগণের হর্ষোৎপাদন করতঃ, কালান্তকের ন্যায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ক্রোধাগ্নিপূর্ণ বদনমণ্ডল দর্শনে সর্ব্ব প্রাণি ভীত হইতে লাগিল এবং বসুন্ধরা কম্পমানা হইলেন। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালস্থ লোক সমস্ত শ্রীরামকে মহা কোপান্বিত ও দশগ্রীবকে সন্দর্শন করিয়া ভয় বিহ্বল হইল। সুরগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও কিন্নরগণ বিমান হইতে সর্ব্বলোক প্রলয় যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে শ্রীরাম ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া ক্রমে ক্রমে রাবণের সমস্ত শিরশ্ছেদন করিলেন, সুতরাং রাবণের মস্তক হইতে প্রভূত শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল, রাবণ-মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন গগণ হইতে তাল ফল সমূহ নিপতিত হইতেছে। দিবা নাই, রাত্রি নাই, সন্ধ্যা নাই, দিক্ নাই, রাবণের সহিত শ্রীরামের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল, রামচন্দ্র একশত এক বার তুল্যতেজী মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু পুনরায় মস্তক পরিদৃশ্যমান হইল, তাহাতে রঘুনন্দন সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। রাবণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে জীবন পাইয়াও বিগত চেষ্ট হইলনা। অনন্তর সর্ব্বাস্ত্র বিশারদ

অস্ত্রৈশ্চ বহুভির্যুক্তশ্চিন্তয়ামাস রাঘবঃ।
যৈর্যৈর্বাণৈর্হতা দৈত্যা মহাসত্ত্বপরাক্রমাঃ। ৫০।
ত এতে নিষ্ফলং যাতা রাবণস্য নিপাতনে।
ইতি চিন্তাকুলে রামে সমীপস্থে বিভীষণঃ॥ ৫১॥
উবাচ রাঘবং বাক্যং ব্রহ্মদত্তবরো হ্যসৌ।
বিচ্ছিন্না বাহবোঽপ্যস্য বিচ্ছিন্নানি শিরাংসি চ।
উৎপৎস্যন্তি পুনঃ শীঘ্রমিত্যাহ ভগবানজঃ।
নাভিদেশেঽমৃতং তস্য কুণ্ডলাকারসংস্থিতম্। ৫৩
তচ্ছোষয়ানলাস্ত্রেণ তস্য মৃত্যুস্ততো ভবেৎ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামঃ শীঘ্রপরাক্রমঃ। ৫৪।
পাবকাস্ত্রেণ সংযোজ্য নাভিং বিব্যাধ রক্ষসঃ।
অনন্তরং চ চিচ্ছেদ শিরাংসি চ মহাবলঃ॥ ৫৫॥
বাহূনপি চ সংরব্ধো রাবণস্য রঘূত্তমঃ।
ততো ঘোরাং মহাশক্তিমাদায় দশকন্ধরঃ॥ ৫৬॥
বিভীষণবধার্থায় চিক্ষেপ ক্রোধবিহ্বলঃ।
চিচ্ছেদ রাঘবো বাণৈস্তাং শিতৈর্হেমভূষিতৈঃ॥ ৫৭
দশগ্রীবশিরশ্ছিন্নাত্তদা তেজো বিনির্গতম্।
ম্লানরূপো বভূবাথ ছিন্নৈঃ শীর্ষৈর্ভয়ঙ্করৈঃ॥ ৫৮॥
একেন মুখ্যশিরসা বাহুভ্যাং রাবণো বভৌ।
রাবণস্তু পুনঃক্রুদ্ধো নানাশস্ত্রাস্ত্রবৃষ্টিভিঃ। ৫৯।
ববর্ষ রামং তং রামস্তথা বাণৈর্ববর্ষ চ।
ততো যুদ্ধমভূৎ ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্॥ ৬০
অথ সংস্মারয়ামাস মাতলী রাঘবং তদা।
বিসৃজাস্ত্রং বধায়াস্য ব্রাহ্মং শীঘ্রং রঘূত্তম।॥৬১

কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রামচন্দ্র যে যে বাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সকল মহাপরাক্রম দৈত্যকে নিপাত করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তিনি চিন্তাকুলিত হইলে, বিভীষণ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, রাঘবকে ব্রহ্মদত্ত বর বিষয় উল্লেখ করিলেন এবং কহিলেন—হে রামচন্দ্র! ভগবান্ ব্রহ্মা ইহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার মস্তক বার বার বিচ্ছিন্ন হইলেও পুনরায় উৎপন্ন হইবে, কিছুতেই মৃত্যু হইবে না। ৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।।৫০।৫১।৫২।

হে রাঘব! রাবণের মণ্ডলাকার নাভিগর্ত্তে অমৃত আছে, আপনি আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা তাহা শোষণ করিলে উহার মৃত্যু হইবে; রামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘু হস্তে পাবকাস্ত্র শরাসনে নয়টী শর সংযোজন পূর্ব্বক রাক্ষসের নাভিদেশ বিদ্ধ করিলেন, অনন্তর তাহার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার বাহু সমস্ত আক্রমণ করিলেন। পরে দশানন ক্রোধ বিহ্বল হইয়া অতি ভীষণ মহাশক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক বিভীষণকে বিনাশ করিবার আশয়ে তাহা পরিত্যাগ করিল, রাঘবও হেমভূষিত তীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দশাননের ছিন্ন শীর্ষ হইতে তেজোপগম হইতে লাগিল, সুতরাং রক্ষ বিকৃতরূপী হইল; রাবণ প্রধান মস্তক ও হস্ত সম্বলিত হইয়া রহিল; পরে পুনর্ব্বার কোপান্বিত হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র জালে রামচন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিল, শ্রীরামও অবিরল ধারায় শর বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অনন্তর দুইজনে লোম হর্ষণ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।।৫৯।৬০।

অনন্তর ইন্দ্র সারথি মাতলী শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিল—হে রঘুবর! রাবণ বিনাশ হেতু ব্রহ্ম অস্ত্র শীঘ্র

বিনাশকালঃ প্রথিতো যঃ সুরৈঃ সোঽদ্য বর্ত্ততে ।
উত্তমাঙ্গং ন চৈতস্য ছেত্তব্যং রাঘব ! ত্বয়া । ৬২
নৈব শীর্ষ্ণি প্রভো ! বধ্যো বধ্য এব হি মর্ম্মণি ।
ততঃ সংস্মারিতো রামস্তেন বাক্যেন মাতলেঃ ৬৩
জগ্রাহ সশরং দীপ্তং নিঃশ্বসন্তমিবোরগম্ ।
যস্য পার্শ্বে তু পবনঃ ফলে ভাস্করপাবকৌ । ৬৪ ।
শরীরমাকাশময়ং গৌরবে মেরুমন্দরৌ ।
পর্ব্বস্বপি চ বিন্যস্তা লোকপালা মহৌজসঃ ॥ ৬৫॥
জাজ্বল্যমানং বপুষা শান্তভাস্করবর্চসা ।
তমুগ্রমস্ত্রং লোকানাং ভয়নাশনমদ্ভুতম্ । ৬৬ ॥
অভিমন্ত্র্য ততো রামস্তং মহেষুং মহাভুজঃ ।
বেদপ্রোক্তেন বিধিনা সন্দধে কার্ম্মুকে বলী ॥ ৬৭

তস্মিন্ সন্ধীয়মানে রাঘবেণ শরোত্তমে ।
সর্ব্বভূতানি বিত্রেসুশ্চচাল চ বসুন্ধরা ॥ ৬৮ ॥
স রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমানম্য কার্ম্মুকম্ ।
চিক্ষেপ পরমায়ত্তস্তমস্ত্রং মর্ম্মঘাতিনম্ ॥ ৬৯ ॥
স বজ্র ইব দুর্দ্ধর্ষো বজ্রপাণিবিসর্জ্জিতঃ ।
কৃতান্ত ইব ঘোরাস্যো ন্যপতদ্রাবণোরসি । ৭০ ।
স নিমগ্নো মহাঘোরঃ শরীরান্তকরঃ পরঃ ।
বিভেদ হৃদয়ং তূর্ণং রাবণস্য মহাত্মনঃ । ৭১ ।
রাবণস্যাহরৎপ্রাণান্ বিবেশ ধরণীতলে ।
স শরো রাবণং হত্বা রামতূণীরমাবিশৎ ॥ ৭২ ॥
তস্য হস্তাৎ পপাতাশু সশরং কার্ম্মুকং মহৎ ।
গতাসুর্ভ্রমিবেগেন রাক্ষসেন্দ্রোঽপতদ্ভুবি ॥ ৭৩ ।
তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ হতশেষাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
হতনাথা ভয়ত্রস্তা দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ৭৪ ॥

পরিত্যাগ করুন, উহার বিনাশ বিষয়ে দেবতাদিগের দ্বারা যাহা কথিত হইয়াছে তাহা অদ্যই হইবে, কিন্তু হে রাঘব! অন্য কোন শর দ্বারা উঁহার মস্তক ছিন্ন হইবে না, হে প্রভো! উহার মস্তক ছেদনে বিনাশ নাই, তবে উরঃস্থল বিদ্ধ হইলেই উহার মৃত্যু হইবে। মাতলি বাক্যে শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ পথে রাবণবধ বিষয় জাগরূক হইলে, তিনি সগর্জ্জ আশিবিষ সদৃশ ও সুদীপ্যমান শর গ্রহণ করিলেন; তাহার পার্শ্বে পবন—ফলকে সূর্য্যাগ্নি সমন্বিত—শরীর আকাশময় অর্থাৎ ব্যাপকতা হেতু হিরণ্যগর্ভ—গৌরবে মেরু পর্ব্বত সদৃশ—মহাতেজস্বী লোকপাল সকলের বল-প্রকাশ পায়—যাহার দেহের কান্তি মাধ্যাহ্নিক সৌর কিরণকেও লজ্জিত করে—মহাতেজ শ্রীরামচন্দ্র ঐ দোর্দ্দণ্ড, সর্ব্বলোক ভয়নাশী অদ্ভুত বাণ বেদোক্তানুযায়ী মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে আরোপণ করিলেন, রঘুবীর সেই মহাশর সন্ধান করিলে সমস্ত জীব ভয়াকুলিত ও বসুন্ধরা কম্পমানা হইতে লাগিল। । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

মহাবীর রামচন্দ্র সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া চাপাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই সর্ব্বঘাতী মহাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন—বাণ রামচন্দ্রের বজ্রতুল্য হস্ত পরিত্যক্ত হইয়া কৃতান্তের ন্যায় দশাননের উপরে নিপতিত হইল। সেই শরীরান্তকর মহাঘোর শর পতিত হইয়া মহাত্মা রাবণের হৃদয় অতি শীঘ্র ভেদ করিল; অনন্তর রাবণ সংজ্ঞা বিহীন হইবা ধরণীতলে নিপতিত হইলে ঐ মহাস্ত্র রক্ষপতিকে বিনাশ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রামচন্দ্রের তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর রাবণের হস্ত হইতে সশর শরাসন শীঘ্র স্খলিত হইল—এবং অবশিষ্ট রাক্ষসেরা দশাননকে ধরণীতলে পতিত দেখিয়া মহা ত্রাসিত হওত চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এদিকে বানরেরা রাবণ

দশগ্রীবস্য নিধনং বিজয়ং রাঘবস্য চ।
ততো বিনেদুঃ সংহৃষ্টা বানরা জিতকাশিনঃ ॥৭৫।
বদন্তো রামবিজয়ং রাবণস্য চ তদ্বধম্।
অথান্তরীক্ষে ব্যনদৎ সৌম্যস্ত্রিদশদুন্দুভিঃ ॥ ৭৬
পপাত পুষ্পবৃষ্টিশ্চ সমন্তাদ্রাঘবোপরি।
তুষ্টুবুর্মুনয়ঃ সিদ্ধাশ্চারণাশ্চ দিবৌকসঃ ॥ ৭৭ ॥
অথান্তরীক্ষে ননৃতুঃ সর্ব্বতোঽপ্সরসো মুদা।
রাবণস্য চ দেহোত্থং জ্যোতিরাদিত্যবৎ স্ফুরৎ।৭৮
প্রবিবেশ রঘুশ্রেষ্ঠং দেবানাং পশ্যতাং সতাম্।
দেবা ঊচুরহো ভাগ্যং রাবণস্য মহাত্মনঃ। ৭৯।
বয়ং তু সাত্ত্বিকা দেবা বিষ্ণোঃ কারুণ্যভাজনাঃ।
ভয়দুঃখাদিভির্ব্যাপ্তাঃ সংসারে পরিবর্ত্তিনঃ ॥ ৮০

অয়ং তু রাক্ষসঃ ক্রূরো ব্রহ্মহাতীব তামসঃ।
পরদাররতো বিষ্ণুদ্বেষী তাপসহিংসকঃ। ৮১।
পশ্যৎসু সর্ব্বভূতেষু রামমেব প্রবিষ্টবান্।
এবং ব্রুবৎসু দেবেষু নারদঃ প্রাহ সস্মিতঃ ॥ ৮২
শৃণুতাত্র সুরা! যূয়ং ধর্ম্মতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
রাবণো রাঘবদ্বেষাদানিশং হৃদি ভাবয়ন্ ॥ ৮৩ ॥
ভৃত্যৈঃ সহ সদা রামচরিত্রং দ্বেষসংযুতঃ।
শ্রুত্বা রামাৎ স্বনিধনং ভয়াৎ সর্ব্বত্র রাঘবম্ ॥৮৪
পশ্যন্নানুদিনং স্বপ্নে রামমেবানুপশ্যতি।
ক্রোধোঽপি রাবণস্যাশু গুরুবোধাধিকোঽভবৎ ॥
রামেণ নিহতশ্চান্তে নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
রামসাযুজ্যমেবাপ রাবণো মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৬ ॥

নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে ও শ্রীরামচন্দ্র বিজয়ী হইয়াছেন সন্দর্শনে যার পর নাই হৃষ্টমনা হইল—এবং কেহ "রামজয়" "রাম জয়" শব্দ কেহ তৎকর্ত্তৃক রাবণ বধ শব্দ আরম্ভ করিল—ওদিকে অন্তরীক্ষে সৌম্যভাবাপন্ন দেবগণ সানন্দে দুন্দুভি ধ্বনি এবং মধ্যে মধ্যে রাঘবোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তৎকালে মুনিগণও সিদ্ধ, চারণ এবং গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দিবৌকসগণ প্রধান শত্রু নিধনে সহাস্য বদন হইলেন এবং অপ্সরাগণ সাহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭।

এক্ষণে রাবণের দেহ হইতে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বহির্গত হইয়া দেবতাদিগের সমক্ষে রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিল—তদ্দর্শনে তাঁহারা পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, মহাত্মা রাবণের কি সৌভাগ্য! আমরা সাত্ত্বিক দেবতা-বিষ্ণুর দয়ার পাত্র, ভয় দুঃখাদি পরিব্যাপ্ত, এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কেবল ইতস্ততঃ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রাক্ষস ক্রূর, ব্রহ্মঘাতী, সাতিশয় অহঙ্কারী, পরস্ত্রী হরণে তৎপর, বিষ্ণুদ্বেষী, ও মুনি হিংসক হইয়া, দেখ দেখ সর্ব্বভূত সমক্ষে রাম শরীরে প্রবেশ করিতেছে—দেবতারা এইরূপ কহিতে—দেবর্ষি নারদ ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন—হে দেবগণ! মনোনিবেশ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ কর। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২।

মহাত্মা রাবণ দ্বেষ সংযুক্ত হইলেও শুক সারণাদির নিকট ভৃত্য সমব্যাহারে শ্রীরাম চরিত্র শ্রবণ করিয়াও তাঁহার হৃদয় মধ্যে শ্রীরামকে সর্ব্বদা ভাবনা করিয়া—এবং শ্রীরাম হইতে স্বীয় নিধন হইবে শুনিয়া ভয়প্রযুক্ত কি স্বপ্নে কি জাগ্রতাবস্থায় সর্ব্বদা সকল সময় রাম দর্শন করিতেন; এক্ষণে শ্রীরামকে সম্মুখে দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেও গুরূপদেশ হেতু তাঁহার দিব্য জ্ঞান জন্মিয়াছে—অধুনা রামকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রাবণ সর্ব্ব পাপ ও বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া শ্রীরামের সাযুজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬

পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধন-
পরদারেষু সক্তো যদি স্যা-
ন্নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘু-
কুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভবশত-
জনিতানেকদোষৈর্বিমুক্তঃ
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবর-
বিনুতং যাতি বৈকুণ্ঠমাদ্যম্ ॥ ৮৭ ॥

হত্বা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন চাপং
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং ভ্রাময়ন্ বাণমেকম্
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃসূর্য্যকোটিপ্রকাশো
বীরশ্রীবন্ধুরাঙ্গঃ স্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং বীররামঃ

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

যদ্যপি রাবণ পাপাত্মা বা দুরাত্মা হইয়াও কিম্বা নিরন্তর পরধন ও পরদারে আসক্ত থাকিয়াও প্রতিদিন ভক্তিভাবে কিম্বা ভয়ে রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে চিন্তা করত মরিয়াছে; অতএব সে শুদ্ধাত্মা ও সংসার শতজনিত বহুদোষ হইতে বিমুক্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রথমেই মহাবিষ্ণু শ্রীরামের সুরবর-সেবিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছে। যুদ্ধে ত্রিভুবনকণ্টক দশাননকে বিনাশ করিয়া, বামহস্তে চাপ ভূমে রক্ষা করতঃ এবং দক্ষিণ হস্তে একটী বাণ ধারণ করিয়া ঘূর্ণায়মান করতঃ চক্ষুদ্বয় আরক্তবর্ণ করিয়া দণ্ডায়মান কোটীসূর্য্যপ্রভান্বিত শরক্ষতশরীর, বীরাগ্রগণ্য, বন্ধুর-অঙ্গ, এবং ত্রিদশ পতির স্তুত এইরূপ মহাবীর শ্রীরাম নিয়তঃ আমাকে রক্ষা করুণ

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে একাদশোঽধ্যায়ঃ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা হনূমন্তং তথাঙ্গদম্ ।
লক্ষ্মণং কপিরাজং চ জাম্ববন্তং তথাপরান্ ॥ ১
পরিতুষ্টেন মনসা সর্ব্বানেবাব্রবীদ্বচঃ ।
ভবতাং বাহুবীর্য্যেণ নিহতো রাবণো ময়া ॥ ২ ॥
কীর্ত্তিঃ স্থাস্যতি বঃ পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ।
কীর্ত্তয়িষ্যন্তি ভবতাং কথাং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ ॥ ৩
যযোপেতাং কলিহরাং যাস্যন্তি পরমাং গতিম্ ।
এতস্মিন্নন্তরে দৃষ্ট্বা রাবণং পতিতং ভুবি ॥ ৪ ॥
মন্দোদরীমুখাঃ সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো রাবণপালিতাঃ ।
পতিতা রাবণস্যাগ্রে শোচন্ত্যঃ পর্য্যদেবয়ন্ ॥ ৫ ॥
বিভীষণঃ শুশোচার্ত্তো শোকেন মহতাবৃতঃ ।
পতিতো রাবণস্যাগ্রে বহুধা পর্য্যদেবয়ৎ । ৬ ।
রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ বোধয়স্ব বিভীষণম্ ।
করোতু ভ্রাতৃসংস্কারং কিং বিলম্বেন ? মানদ !
স্ত্রিয়ো মন্দোদরীমুখ্যাঃ পতিতা বিলপন্তি চ ।
নিবারয়তু তাঃ সর্ব্বা রাক্ষসী রাবণপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তোঽথ রামেণ লক্ষ্মণোঽগাদ্বিভীষণম্ ।
উবাচ মৃতকোপান্তে পতিতং মৃতকোপমম্ ।। ৯ ॥

অনন্তর শ্রীহর শ্রীপার্ব্বতী সন্নিধানে বলিয়াছিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধান্তে বিভীষণ, হনূমান, অঙ্গদ, লক্ষ্মণ, কপিরাজ সুগ্রীব, জাম্ববান্ এবং অন্যান্য বানরগণকে স্বীয় সন্নিধানে উপস্থিত অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন—হে বীরগণ! অদ্য তোমাদিগেরই বীর্য্যবলে ও সাহায্যে রাবণ আমা কর্ত্তৃক রণে বিনষ্ট হইল, অতএব আমি বলিতেছি, দিবাকর ও নিশাকরের অবস্থান কাল পর্য্যন্ত তোমাদিগের ত্রৈলোক্য পাবনী পুণ্য-কীর্ত্তি মেদিনী স্থায়িনী হইবে; আর কলিকালে এই ভূলোকে লোকে আমাযুক্ত তোমাদিগের এই সমস্ত পুণ্য কথা কীর্ত্তন করিয়া মুনিগণা-রাধ্যা পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। এই রূপে শ্রীরাম স্বপক্ষ যোদ্ধ্ বর্গকে বলিতেছেন, ইত্যবসরে মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ পালিতা স্ত্রীগণ, লঙ্কেশ্বরকে রণে নিহত এবং ধরায় নিপতিত দর্শনে, তাহার পাদ যুগলের অগ্রে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

অনন্তর শ্রীরাম, বিভীষণ ও মন্দোদরী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত, লক্ষ্মণকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সদ্বিবেকী লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অত্যন্ত শোকাবিষ্ট ও রোরুদ্যমান বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন, হে ধার্ম্মিকবর বিভীষণ! তুমি অগ্রে স্বীয় শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী সম্মুখে নিপতিতা বিলাপকারিণী মন্দোদরী প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদিগকে সান্ত্বনা করতঃ, পশ্চাৎ ভ্রাতৃ সংস্কার কর, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, সখে বিভীষণ! তুমি যাহার জন্য এত দুঃখ ও

শোকেন মহতাবিষ্টং সৌমিত্রিরিদমব্রবীৎ !।
যং শোচসি ত্বং দুঃখেন কোঽয়ং তব ? বিভীষণ।
ত্বং বাস্য কতমঃ সৃষ্টেঃ পুরেদানীমতঃপরম্।
যদ্বত্তোয়ৌঘপতিতাঃ সিকতা যান্তি তদ্বশা। ১১।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ।
যথা ধানাসু বৈ ধানা ভবন্তি ন ভবন্তি চ। ১২।
এবং ভূতেষু ভূতানি প্রেরিতানীশমায়য়া।
ত্বং চেমে বয়মন্যে চ তুল্যাঃ কালবশোদ্ভবাঃ। ১৩
জন্মমৃত্যু যদা যস্মাত্তদা তস্মাদ্ভবিষ্যতঃ।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানি ভূতৈঃ সৃজতি হন্ত্যজঃ॥ ১৪॥
আত্মসৃষ্টৈরস্বতন্ত্রৈরনপেক্ষোঽপি বালবৎ।
দেহেন দেহিনো জীবা দেহাদ্দেহোঽভিজায়তে।
বীজাদেব যথা বীজং দেহান্য ইব শাশ্বতঃ।
দেহিদেহবিভাগোয়মবিবেককৃতঃ পুরা॥ ১৬॥
নানাত্বং জন্মনাশশ্চ ক্ষয়ো বৃদ্ধিঃ ক্রিয়াফলম্।
দ্রষ্টুরাভান্ত্যতদ্ধর্ম্মা যথাঽগ্নের্দারুবিক্রিয়াঃ॥ ১৭॥
ত ইমে দেহসংযোগাত্মনা ভান্ত্যসদ্গ্রহাৎ।
প্রথা যথা তথা চান্যৎ ধ্যায়তো সদসদ্গ্রহাৎ॥১৮
প্রসুপ্তস্যানহং ভাবাত্তদা ভাতি ন সংসৃতিঃ।
জীবতোঽপি তথা তদ্বদ্বিমুক্তস্যানহঙ্কৃতেঃ॥ ১৯॥
তস্মান্মায়ামনোধর্ম্মং জহ্যহংমমতাভ্রমম্।
রামভদ্রে ভগবতি মনো ধেহ্যাত্মনীশ্বরে॥ ২০॥

শোক করিতেছ, এ ব্যক্তি তোমার কে ? আর সৃষ্টির পূর্ব্বে, তুমিই বা ইহার কে ছিলে ? এক্ষণেই বা কে হয়, এবং পরেই বা কে হইবে ? যেরূপ জলস্রোতে পতিত বালী সকল, তদ্বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বক্ষণ সংসৃষ্ট বিসৃষ্ট হইতেছে, যেমন যবাদির মধ্যে কোনটী উর্দ্ধদিকে কোন কোনটী অধোদিকে বৃদ্ধি পায় এবং স্নিগ্ধত্বহেতু কোন কোনটী নষ্ট হয় ; সেইরূপ জীবাত্মাও কালবশে শরীর সহ নিরন্তর সংযোগ বিয়োগ প্রাপ্ত হইতেছে। এবং প্রেরিত জীব সমূহ জীবেই সংযুক্ত হয়।

অতএব তুমি, আমি এবং অন্যে এই সমস্তই তুল্য ও কালবশতাপন্ন। যে দিবস যে সময়ে যাহার জন্ম, এবং যে দিন যেইক্ষণে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহা কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে সক্ষম নহে। কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা অজ, সর্ব্বক্ষণ আপনার সৃষ্ট এবং অস্বাধীন ভূতদ্বারা ভূত সকলকে সৃজনও সংহার করিতেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ সর্ব্বক্ষণ নিরপেক্ষ হইয়া বালকের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। নিত্য আত্মা সর্ব্বদা দেহ সংযোগে জীব হয় ; যেমন বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেইরূপ দেহ হইতে পুনঃ দেহের উৎপত্তি হয়। এই দেহী ও দেহের বিভাগ পূর্ব্বে করা হয় নাই, একারণ তুমি শোকে এরূপ কাতর হইতেছ। কর্ম্ম জন্য ফল, জন্ম, নাশ, ক্ষয় ও বৃদ্ধি নানা প্রকার হইয়া থাকে ; সেই সমস্ত ধর্ম্ম দ্রষ্টার নিকট প্রকাশ পায়। যেমন অগ্নিতে কাষ্ঠের বিকার প্রাপ্ত হয় ; বস্তুতঃ কাষ্ঠের কিছুই নষ্ট হয় না, কেবল অসদ্জ্ঞান প্রযুক্ত সেই সকল ধর্ম্ম গুলি আত্মাতে প্রকাশ পায়—যেরূপ জলছত্রে ক্রমে জীব সকল মিলিত হইয়া, ক্রমশঃ স্থানান্তরে গমন করে, সেইরূপ সংসারে মিলিত হইয়া জীবগণ সময়ে সকলেই স্থানান্তরিত হয়। যেরূপ প্রসুপ্ত জনের জীবন সত্ত্বেও 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞানের অভাবে সে সময়ে স্মরণ হয় না, সেইরূপ জীবন্মুক্ত জনও অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। সেই হেতু মায়ার কার্য্য যে অহঙ্কার ও মমতা, তাহা

সর্ব্বভূতাত্মনি পরে মায়ামানুষরূপিণি।
বাহ্যেন্দ্রিয়ার্থসম্বন্ধাৎ ত্যাজয়িত্বা মনঃ শনৈঃ। ২১
তত্র দোষান্ দর্শয়িত্বা রামানন্দে নিযোজয়।
দেহবুদ্ধ্যা ভবেদ্ভ্রাতা পিতা মাতা সুহৃৎপ্রিয়ঃ॥২২
বিলক্ষণং যদা দেহাৎ জানাত্যাত্মানমাত্মনা।
তদা কঃ কস্য বা বন্ধুর্ভ্রাতা মাতা পিতা সুহৃৎ?॥
মিথ্যাজ্ঞানবশাজ্জাতা দারাগারাদয়ঃ সদা।
শব্দাদয়শ্চ বিষয়া বিবিধাশ্চৈব সম্পদঃ॥ ২৪॥
বলং কোশো ভৃত্যবর্গো রাজ্যং ভূমিঃ সুতাদয়ঃ।
অজ্ঞানজত্বাৎ সর্ব্বে তে ক্ষণসঙ্গমভঙ্গুরাঃ॥ ২৫।
অথোত্তিষ্ঠ হৃদা রামং ভাবয়ন্ ভক্তিভাবিতম্॥২৬॥
ভুতং ভবিষ্যদভজন্ বর্ত্তমানমথাচরন্।
বিহরস্ব যথান্যায়ং ভবদোষৈর্ন লিপ্যসে॥ ২৭॥
আজ্ঞাপয়তি রামস্ত্বাং যদ্ভ্রাতুঃ সাম্পরায়িকম্।
তৎ কুরুষ্ব যথাশাস্ত্রং রুদতীশ্চাপি যোষিতঃ॥ ২৮
নিবারয় মহাবুদ্ধে! লঙ্কাং গচ্ছন্তু মা চিরম্।
শ্রুত্বা যথাবদ্বচনং লক্ষ্মণস্য বিভীষণঃ। ২৯।
ত্যক্ত্বা শোকং চ মোহং চ রামপার্শ্বমুপাগমৎ।
বিমৃশ্য বুদ্ধ্যা ধর্ম্মজ্ঞো ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ॥ ৩০॥
রামস্যৈবানুবৃত্ত্যর্থমুত্তরং পর্য্যভাষত।
নৃশংসমনৃতং ক্রূরং ত্যক্তধর্ম্মব্রতং প্রভো!॥ ৩১।
নাহং যোগ্যোঽস্মি দেব! সংস্কর্ত্তুং পরদারাভিমর্শিনম্।

ত্যাগ করিয়া, ভগবান্ রামভদ্র ঈশ্বরে মনোনিবেশ কর। ।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।

সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ মায়া মানুষরূপী। আর বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধ হইতে মনকে নিবৃত্ত করাইয়া, তাহাতে দোষ দেখাইয়া সতত রামানন্দে নিবিষ্ট কর। তাহা হইলেই অন্তে মুক্তি পদ সেই পরম পদ লাভ করিবে। কেবল অনিত্য দেহ-বুদ্ধি দ্বারা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং প্রিয়াদি প্রিয়বস্তু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু যখন আত্মা শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হয়, তখন কে তাহার বন্ধু, বা কে কাহার ভ্রাতা, পিতা, মাতা ও সুহৃদ্ হইয়া থাকে? শুদ্ধ মিথ্যা জ্ঞানের বশতাপন্ন সঞ্জাত হইয়া ক্ষণভঙ্গুর দারাগারাদি শব্দাদি বিষয়, বিবিধ সম্পদ, বল, কোষ, ভৃত্যবর্গ, রাজ্য, ভূমি এবং পুত্রাদি সকল আপনার বোধ হইয়া থাকে। অতএব বলিতেছি তুমি শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া, হৃদয়ে ভক্তিভাবে রামরূপ চিন্তা করতঃ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হও; এবং প্রতিদিন আবদ্ধ রাজ্যাদি ভোগকরতঃ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ভজনা সমাচরণ পূর্ব্বক সত্যপথাশ্রয়ী হইয়া বিহার কর, ভ্রান্তিক্রমেও ভবদোষে আর লিপ্ত হইও না। দেখ, শ্রীরাম তোমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন তুমি অবিলম্বে যথাশাস্ত্র জ্যেষ্ঠভ্রাতার শেষ ক্রিয়া কর, আর শোকার্ত্তা রোরুদ্যমানা রাবণমহিষীগণকে নিবারণ করতঃ, সত্বর লঙ্কায় প্রতিগমন করিতে আদেশ কর।

অনন্তর অতিবুদ্ধি সম্পন্ন ধার্ম্মিকবর বিভীষণ মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ হিতজনক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, শোক মোহাদি পরিত্যাগ করিয়া রামপার্শ্বে আগমন করতঃ কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইল।

অতঃপর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ লক্ষ্মণের সেই সমস্ত ধর্ম্মার্থ সংহিতবাক্য বুদ্ধিদ্বারা মনে মনে বিবেচনা করিয়া, কেবল শ্রীরামের সেবার নিমিত্ত উত্তর প্রদান করিল। হে প্রিয় বন্ধো! আপনি আমাকে ওরূপ আজ্ঞা করিবেন না, দেখুন,

শ্রুত্বা তদ্বচনং প্রীতো রামো বচনমব্রবীৎ ॥ ৩২ ॥
মরণান্তানি বৈরাণি নির্বৃত্তং ন প্রয়োজনম্।
ক্রিয়তামস্য সংস্কারো মমাপ্যেষ যথা তব।
রামাজ্ঞাং শিরসা ধৃত্বা শীঘ্রমেব বিভীষণঃ।
সান্ত্ববাক্যৈর্ম্মহাবুদ্ধিং রাজ্ঞীং মন্দোদরীং তদা ।৩৪
সান্ত্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মবুদ্ধির্বিভীষণঃ।
ত্বরয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সংস্কারার্থং স্ববান্ধবান্ ॥ ৩৫ ॥
চিত্যাং নিবেশ্য বিধিবৎপিতৃমেধবিধানতঃ।
আহিতাগ্নের্যথা কার্য্যং রাবণস্য বিভীষণঃ। ৩৬।
তথৈব সর্ব্বমকোদ্বন্ধুভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দদৌ চ পাবকং তস্য বিধিযুক্তং বিভীষণঃ ॥ ৩৭ ॥
স্নাত্বা চৈবার্দ্রবস্ত্রেণ তিলান্ দর্ভাভিমিশ্রিতান্।
উদকেন চ সম্মিশ্রান প্রদায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩৮।

প্রদায় চোদকং তস্মৈ মূর্দ্ধ্না চৈনং প্রণম্য চ।
তাঃ স্ত্রিয়োঽনুনয়ামাস সান্ত্বমুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৯
গম্যতামিতি তাঃ সর্ব্বা বিবিশুর্নগরং তদা।
প্রবিষ্টাসু চ সর্ব্বাসু রাক্ষসীষু বিভীষণঃ ॥ ৪০ ॥
রামপার্শ্বমুপাগত্য তদা তিষ্ঠদ্বিনীতবৎ।
রামোঽপি সহ সৈন্যেন সুগ্রীবঃ সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৪১ ॥
হর্ষ লেভে রিপুন্ হত্বা যথা বৃত্রং শতক্রতুঃ।
মাতলিশ্চ তদা রামং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ। ৪২।
অনুজ্ঞাতশ্চ রামেণ যযৌ স্বর্গং বিহায়সা।
ততো হৃষ্টমনা রামো লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪২ ॥

যে জন নির্দ্দয়, মিথ্যাবাদী, অতিশয় খল, স্বধর্ম্মত্যাগী এবং নিয়ত পরদারাশক্ত; তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ারূপ সংস্কার করিতে আমি কোন অংশেই যোগ্য নহি। তখন শ্রীরাম বিভীষণের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, তাহাকে প্রবৃত্তি দিবার মানসে বলিতে লাগিলেন। দেখ সখে! মনুষ্যের বৈরতা তাহার মরনান্ত পর্য্যন্ত, একবার মরিলে আর শত্রুতায় ফল কি? অতএব বলি সত্বর ইহার সৎকার কর। ৩২। ৩৩।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপর বিভীষণ, শ্রীরামের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক তৎকালে বুদ্ধিমতী মন্দোদরী রাজ্ঞীকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করতঃ, স্বীয় বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে করিয়া, অতিশীঘ্র জ্যেষ্ঠের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ধার্ম্মিকবর বিভীষণ, আত্মীয় বন্ধু এবং বান্ধবগণ সমভিব্যাহারে পিতৃসংস্কারের ন্যায়, বেদবিধি অনুসারে, ভ্রাতৃসংস্কারের নিমিত্ত চিতাসজ্জা করিতে ত্বরান্বিত হইল। যেরূপ আহিতাগ্নির কার্য্য করিতে হয়, সেইরূপ বিভীষণ ও বন্ধু মন্ত্রিগণ সহ জ্যেষ্ঠের চিতায় বিধিযুক্ত অগ্নি প্রদান করিলেন। পরে স্নাত হইয়া, আর্দ্রবস্ত্রে তিল দর্ভ মিশ্রিত উদকাঞ্জলিত্রয় প্রদান পূর্ব্বক মস্তক অবনত করতঃ তাহাকে প্রণাম করিল। তদনন্তর বিভীষণ সেই মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণ-মহিষীদিগকে পুনঃ পুনঃ প্রবোধ বাক্যে শান্ত্বনা করতঃ অগ্রে গৃহে পাঠাইয়া পশ্চাৎ আপনিও নগরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সেই সমস্ত রাক্ষসীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, পুনরায় বিভীষণ শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে তাঁহার পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইল। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

তদনন্তর শ্রীরাম লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও সৈন্যগণ সহ বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়া বৃত্রহার ন্যায়, পরম শত্রু লঙ্কাধিপতি রাবণকে নিধন করতঃ অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে বাসবসারথি মাতলী শ্রীরামকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম

বিভীষণায় মে লঙ্কারাজ্যং দত্তং পুরৈব হি।
ইদানীমপি গত্বা ত্বং লঙ্কামধ্যে বিভীষণম্ ॥ ৪৪ ॥
অভিষেচয় বিপ্রৈশ্চ মন্ত্রবদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তূর্ণং জগাম সহ বানরৈঃ ॥ ৪৫ ॥
লঙ্কাং সুবর্ণকলশৈঃ সমুদ্রজলসংযুতৈঃ।
অভিষেকং শুভং চক্রে রাক্ষসেন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥ ৪৬
ততঃ পৌরজনৈঃ সার্দ্ধং নানোপায়নপাণিভিঃ।
বিভীষণঃ সসৌমিত্রিরুপায়নপুরস্কৃতঃ। ৪৭ ॥
দণ্ডপ্রণামমকরোদ্রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
রামো বিভীষণং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তরাজ্যং মুদান্বিতঃ।৪৮
কৃতকৃত্যমিবাত্মানমমন্যত সহানুজঃ।
সুগ্রীবং চ সমালিঙ্গ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥৪৯॥
সহায়েন ত্বয়া বীর! জিতো মে রাবণো মহান্।
বিভীষণোঽপি লঙ্কায়ামভিষিক্তো ময়ানঘ ।৫০॥
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং পার্শ্বস্থং বিনয়ান্বিতম্।
বিভীষণস্যানুমতে গচ্ছ ত্বং রাবণালয়ম্॥ ৫১ ॥
জানক্যৈ সর্ব্বমাখ্যাহি রাবণস্য বধাদিকম্।
জানক্যাঃ প্রতিবাক্যং মে শীঘ্রমেব নিবেদয় ॥ ৫২
এবমাজ্ঞাপিতো ধীমান্ রামেণ পবনাত্মজঃ।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং পূজ্যমানো নিশাচরৈঃ ॥৫৩

পুরঃসর তাঁহার অনুজ্ঞাত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগ করতঃ স্বর্গে গমন করিল। অতঃপর শ্রীরাম আনন্দিতান্তঃকরণে অনুজ লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, অগ্রে লঙ্কার রাজ্য বিভীষণকে দেওয়া হউক, তবে এক্ষণে তুমি সত্বর লঙ্কা মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিভীষণকে দ্বিজদিগের দ্বারা বিধি পূর্ব্বক লঙ্কার রাজসিংহাসনে বসাইয়া সমন্ত্রক অভিষেক করাও। ৪২। ৪৩। ৪৪।

অমনি লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে অবিলম্বে লঙ্কায় প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রে সমুদ্র-বারি পরিপূরিত, আম্রশাখা সমন্বিত স্বর্ণ-কলসচয় সভা মধ্যে সংস্থাপন করিয়া পরম মিত্র বিভীষণের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। অনন্তর বিভীষণ পৌরজন হস্তে বিবিধ উপ-ঢৌকন অর্পণ পূর্ব্বক সৌমিত্রি সহ শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিলেন। অমনি তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। শ্রীরামও বিভীষণকে রাজ্য প্রাপ্তান্তে স্বীয় সন্নিধানে সমাগত সন্দর্শন পূর্ব্বক অত্যানন্দ অনুভব করিয়া, সহানুজে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করতঃ আত্মাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। পরে সুগ্রীবকে আহ্বান করতঃ, আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক, কহিতে লাগি-লেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

হে বীর! অদ্য তোমাদিগের সাহায্যে আমাকর্ত্তৃক পরম শত্রু দুর্দ্দান্ত দশানন নিধন প্রাপ্ত আর বিভীষণও নিরাপদে রাজ্যাভিষিক্ত হইল। তাহার পর পার্শ্বস্থ পরম ভক্ত মহাবীর হনুমানকে সম্মুখে ডাকিয়া বলি-লেন। হে পরম হিতকারী হনুমান! তুমি শীঘ্র বন্ধুবর বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাবণালয়ে গমন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া, জানকী সমীপে গমন করতঃ, অগ্রে রাবণ বধাদি আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় বর্ণনা পূর্ব্বক, পশ্চাৎ আমাদিগের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপন করিবে। ৫০। ৫১। ৫২।

এইরূপে শ্রীরাম কর্ত্তৃক আজ্ঞাপিত হইয়া, ধীশক্তিসম্পন্ন পবন পুত্র হনুমান লঙ্কাপুরী প্রবেশপূর্ব্বক নিশাচরগণ দ্বারা পূজিত হইল। ক্রমে অতি সন্নিহিত রাবণ গৃহে প্রবেশ পুরঃসর

প্রবিশ্য রাবণগৃহং শিংশপামূলমাশ্রিতাম্।
দদর্শ জানকীং তত্র কৃশাং দীনামনিন্দিতাম্ ॥ ৫৪॥
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং ধ্যায়ন্তীং রামমেব হি!
বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রণম্য পবনাত্মজঃ ॥ ৫৫ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা প্রহ্বো ভক্ত্যাগ্রতঃ স্থিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা জানকী তূষ্ণীং স্থিত্বা পূর্ব্বস্মৃতিং যযৌ ॥
জ্ঞাত্বা তং রামদূতং সা হর্ষাৎসৌম্যমুখী ভবৎ।
স তাং সৌম্যমুখীং দৃষ্ট্বা তস্যাঃ পবননন্দনঃ।
রামস্য ভাষিতং সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ৫৭ ॥
দেবি! রামঃ সসুগ্রীবো বিভীষণসহায়বান্।
কুশলী বানরাণাং চ সৈন্যৈশ্চ সহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৫৮ ॥
রাবণং সসুতং হত্বা সবলং সহ মন্ত্রিভিঃ।
ত্বামাহ কুশলং রামো রাজ্যে কৃত্বা বিভীষণম্ ॥৫৯॥
শ্রুত্বা ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং বাক্যং হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা।
কিং তে প্রিয়ং করোম্যদ্য? ন পশ্যামি জগত্রয়ে ॥
সমস্তে প্রিয়বাক্যস্য রত্নান্যাভরণানি চ।
এবমুক্তস্তু বৈদেহ্যা প্রত্যুবাচ প্লবঙ্গমঃ ॥ ৬১ ॥
রত্নৌঘাদ্বিবিধাদ্বাপি দেবরাজ্যাদ্বিশিষ্যতে।
হতশত্রুং বিজয়িনং রামং পশ্যামি সুস্থিরম্ ॥৬২ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা মৈথিলী প্রাহ মারুতিম্।
সর্ব্বে সৌম্যা গুণাঃ সৌম্য! ত্বয্যেব পরিনির্ম্মিতাঃ
রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রং মামাজ্ঞাপয়তু রাঘবঃ।

তথায় শিংশপা বৃক্ষ মূলাশ্রিতা রাক্ষসী পরিবৃতা চিন্তাপরা অনিন্দিতা কৃশাঙ্গী জনকনন্দিনী সীতাকে সন্দর্শন করিল। ক্রমে তথায় যাইয়া তাঁহাকে প্রণতি পুরঃসর ভক্তিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তখন জানকী মহাবীর হনূমানকে নিকটে নিরীক্ষণ করিয়া, ক্ষণেক স্থিরভাবে অবস্থান করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে যখন শ্রীরামের দূত বলিয়া পরিজ্ঞাতা হইলেন, তৎক্ষণাৎ স্মিতমুখে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমৎকালে পবনপুত্র মহাবীর জনক-দুহিতাকে হাস্যমুখী দেখিয়া আনন্দিতান্তঃকরণে রাম-ভাষিত সমস্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

হে দেবি! শ্রীরাম সুগ্রীব ও বিভীষণের সহায়তায়, জাম্ববান্ লক্ষ্মণ এবং বানরগণ সমভিব্যাহারে করিয়া মন্ত্রী, বল ও সুত সহ দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করতঃ লঙ্কারাজ্য বিভীষণকে প্রদান পূর্ব্বক, এক্ষণে নিষ্কণ্টক হইয়াছেন। ৫৮। ৫৯।

হনূমানের এইরূপ আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া, জানকী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গদ্‌গদ বচনে হনূমানকে বলিতে লাগিলেন; দেখ হনূমান্! তুমি অদ্য আমাকে যেরূপ প্রিয় কথা শুনাইলে, আমি ত্রৈলোক্যে এমন কোন বস্তু দেখিতে পাই না যে, এক্ষণে তোমাকে অর্পণ করিয়া সন্তোষ লাভ করি। তখন সীতার এই কথা শ্রবণে হনূমান্ সহাস্য বদনে তাঁহাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিল। ৬০। ৬১।

হে দেবি! আমার বিবিধ রত্ন সমূহে আর রাজ্যাদি কিছুতেই প্রয়োজন নাই। কেবল শত্রুজয় করিয়া, সুস্থির ভাবাপন্ন শ্রীরামের মুনিগণারাধ্য চরণ যুগল দর্শন করিব, নিরন্তর এই বাসনা। অনন্তর মারুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, মৈথিলী পুনর্ব্বার তাহাকে বলিতে লাগিলেন; দেখ বৎস অনিলকুমার! তবে এক্ষণে সমস্তই সৌম্যগুণাপন্ন হইয়াছে,

তথেতি তাং নমস্কৃত্য যযৌ দ্রষ্টুং রঘূত্তমম্॥ ৬৪
জানক্যা ভাষিতং সর্ব্বং রামস্যাগ্রে ন্যবেদয়ৎ।
যন্নিমিত্তোঽয়মারম্ভঃ কর্ম্মণাং চ ফলোদয়ঃ॥ ৬৫॥
তাং দেবীং শোকসন্তপ্তাং দ্রষ্টুমর্হসি মৈথিলীম্।
এবমুক্তো হনূমতা রামো জ্ঞানবতাং বরঃ॥ ৬৬॥
মায়াসীতাং পরিত্যক্তুং জানকীমনলে স্থিতাম্।
আদাতুং মনসা ধ্যাত্বা রামঃ প্রাহ বিভীষণম্॥৬৭
গচ্ছ রাজন্! জানকজামানয়াশু মমান্তিকম্।
স্নাতাং বিরজবস্ত্রাঢ্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥ ৬৮
বিভীষণোঽপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম সহ মারুতিঃ।
রাক্ষসীভিঃ সুবৃদ্ধাভিঃ স্নাপয়িত্বা তু মৈথিলীম্॥
সর্ব্বাভরণসম্পন্নামারোপ্য শিবিকোত্তমে।
যাষ্টীকৈর্ব্বহুভির্গুপ্তাং কঞ্চুকোষ্ণীষিভিঃ শুভাম্।
তাং দ্রষ্টুমাগতাঃ সর্ব্বে বানরা জনকাত্মজাম্॥
তান্ বারয়ন্তো বহবঃ সর্ব্বতো বেত্রপাণয়ঃ॥ ৭১॥
কোলাহলং প্রকুর্ব্বন্তো রামপার্শ্বমুপাযযুঃ।
দৃষ্ট্বা তাং শিবিকারূঢ়াং দূরাদথ রঘূত্তমঃ। ৭২।
বিভীষণ! কিমর্থং তে? বানরান্ বারয়ন্তি হি।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে মৈথিলীং মাতরং যথা॥ ৭৩

এবং তুমিও সুস্থির হইয়াছ জানিলাম; কিন্তু যাহাতে আমি অতিশীঘ্র শ্রীরামকে দেখি, এবং তিনি আমাকে লইয়া যাইতে অনুমতি করেন, এইরূপ করিও। ৬২। ৬৩। ৬৪।

অনন্তর পবননন্দন, সীতাকে যে আজ্ঞা বলিয়া, প্রণতি পুরঃসর জয় রাম শব্দে শ্রীরাম দর্শনে গমন করিল। ক্রমে হনূমান রামসমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অগ্রে দণ্ডায়মান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানকীর কথিত সমস্ত বিষয় নিবেদন করিয়া বলিল, হে দেব! যাঁহার জন্য এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিল, সেই সমাপিত কর্ম্মের ফল স্বরূপা জনক-দুহিতা, অদ্যাপি রাবণগৃহে অবস্থান করতঃ আপনার শ্রীচরণ দর্শনাভিলাষে নিরন্তর সমুৎসুকা রহিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে এখানে আনিতে শীঘ্র অনুমতি করুন। তখন অতি বিজ্ঞতম রঘুকুলতিলক শ্রীরাম, হনূমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মায়াসীতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অনলস্থিতা বিশুদ্ধচরিত্রা জানকীকে গ্রহণ করিবার মানসে পরমমিত্র বিভীষণকে বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া, জনক দুহিতাকে স্নানান্তে শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদন ও সর্ব্বাভরণে ভূষিত করতঃ, আমার নিকটে আনয়ন কর। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

অতঃপর বিভীষণ শ্রীরামের এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া ত্বরিতপদে পবনপুত্র সহ সীতাসন্নিধানে উপনীত হইয়া দেখিল, অতি বৃদ্ধা নিশাচরীগণ, তাঁহাকে স্নান করাইয়া, অতি উৎকৃষ্ট বহুমূল্য বস্ত্রে আচ্ছাদন ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত করতঃ, অতি যত্নে শিবিকোপরি আরোহণ করাইতেছে। তখন বিভীষণ, জানকীর গাত্রে কঞ্চুক এবং মস্তকে মুকুট প্রদান পূর্ব্বক বহুসংখ্যক যষ্টিধারী রক্ষক দ্বারা শিবিকার চতুর্দ্দিকে সুরক্ষিত করিয়া, শ্রীরামের নিকটে আনয়ন করিতে লাগিল। এমৎকালে বানরগণ জনকত্মজাকে দর্শন মানসে শিবিকার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বেত্রপাণি রক্ষকেরা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিবারণ করতঃ তথা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া দিল। তাহাতে বানর নিকর যথেষ্ট অভিমানিত হইয়া মহাকোলাহলের সহিত রামপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

অনন্তর শ্রীরাম, দূর হইতে সীতাকে শিবিকারূঢ়া এবং কপিকুলকে নিরুৎসাহ ও ম্লানমুখ সন্দর্শন করিয়া, কিঞ্চিৎ কষ্টভাবে বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন। দেখ সখে বিভীষণ!

পাদচারেণ সা যাতু জানকী মম সন্নিধিম্।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনং শিবিকাদবরুহ্য সা ॥ ৭৪ ॥
পাদচারেণ শনকৈরাগতা রামসন্নিধিম্।
রামোঽপি দৃষ্ট্বা তাং মায়াসীতাং কার্য্যার্থনির্ম্মিতাম্
অবাচ্যবাদান্ বহুশঃ প্রাহ তাং রঘুনন্দনঃ।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বচনং রাঘবোদিতম্ ॥ ৭৬ ॥
লক্ষ্মণং প্রাহ মে শীঘ্রং প্রজ্বালয় হুতাশনম্।
বিশ্বাসার্থং হি রামস্য লোকানাং প্রত্যয়ায় চ ॥৭৭॥
রাঘবস্য মতং জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণোঽপি তদৈব হি।
মহাকাষ্ঠচয়ং কৃত্বা জ্বালয়িত্বা হুতাশনম্ ॥ ৭৮ ॥
রামপার্শ্বমুপাগম্য তস্থৌ তূষ্ণীমরিন্দমঃ।
ততঃ সীতা পরিক্রম্য রাঘবং ভক্তিসংযুতা ॥ ৭৯ ॥

পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং দেবরাক্ষসয়োষিতাম্।
প্রণম্য দেবতাভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ মৈথিলী ॥ ৮০ ॥
বদ্ধাঞ্জলিপুটা চেদমুবাচাগ্নিসমীপগা।
যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ ॥ ৮১
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ ॥৮২
এবমুক্ত্বা তদা সীতা পরিক্রম্য হুতাশনম্।
বিবেশ জ্বলনং দীপ্তং নির্ভয়েন হৃদা সতী ॥ ৮৩

তুমি কি জন্য বানরদিগকে নিবারণ করিলে? উহারা সীতাকে নিজ নিজ গর্ভধারিণীর ন্যায় সন্দর্শন করুক। আর সীতাও পাদচারে আমার নিকটে আগমন করুন। মৈথিলী শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ পদব্রজে শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীরাম তাঁহাকে স্বীয় সম্মুখে উপস্থিতা অবলোকন করিয়া আনন্দিতান্তঃকরণে স্বকার্য্য নির্ম্মিতা মায়াসীতাকে বহু অবাচ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মৈথিলী শ্রীরামের কথিত সেই সমস্ত অপ্রিয় বাক্য মনে বিবেচনা না করিয়া, অতি দুঃখিতচিত্তে দেবর লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন; লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র আমার নিমিত্ত হুতাশন প্রজ্বালিত কর। রাঘবের বিশ্বাসের জন্য ও লোকের প্রত্যয়ের নিমিত্ত সত্বর প্রজ্জলিত অনলে প্রবেশ করিব; আমি রাঘবের এই অভিপ্রায় জানিয়াছি। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯।

অনন্তর অরিন্দম লক্ষ্মণ, সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, অতি বিমনা মনে কাষ্ঠচয় আহরণ করতঃ, পাবক প্রজ্বলিত করিয়া, স্থির ভাবে রামপার্শ্বে আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে জনকনন্দিনী, ভক্তি সহকারে অগ্রে রামচন্দ্রকে, ক্রমে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণতি পুরঃসর, দেব রাক্ষস, নরলোক এবং যোষিদ্গণ সমক্ষে অগ্নি সমীপে গমন করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা হইয়া, এই বাক্য বলিতে লাগিলেন। দেব, তোমরা সকল লোক সাক্ষী রহিলে; যদ্যপি কখনও রামচন্দ্র আমার হৃদয় হইতে স্থানান্তরিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যেন এই প্রদীপ্ত হুতাশন আমাকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করেন। এই কথা বলিয়া সীতা অগ্নিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ নির্ভয়ে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর দেব, সিদ্ধ এবং ভূতগণ প্রভৃতি সকলে অগ্নিগতা জনকদুহিতাকে জীবিতা নিরীক্ষণ করিয়া, আশ্চর্য্য বোধে পরস্পর বলিতে লাগিল,

দৃষ্ট্বা ততো ভূতগণাঃ সসিদ্ধাঃ
সীতাং মহাবহ্নিগতাং ভূশার্ত্তাঃ।
পরস্পরং প্রাহুরহো ন সীতাং

রামঃ শ্রিয়ং স্বাং কথমত্যজজ্জ্ঞঃ ? ॥৮৪॥

আহা! মহাত্মা রামচন্দ্র কি কখনও স্বীয় সহধর্ম্মিণী সীতাকে পরিত্যাগ করেন নাই? অতএব ধন্য সীতা, ধন্য সীতা বলিতে বলিতে সকলে যুগপৎ সীতার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করতঃ, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে যুদ্ধকাণ্ডে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ শক্রঃ সহস্রাক্ষো যমশ্চ বরুণস্তথা।
কুবেরশ্চ মহাতেজাঃ পিনাকী বৃষবাহনঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মুনিভিঃ সিদ্ধচারণৈঃ।
পিতরো ঋষয়ঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোরগাঃ ॥ ২ ॥
এতে চান্যে বিমানাগ্র্যৈরাজগ্মুর্যত্র রাঘবঃ।
অব্রুবন্ পরমাত্মানং রামং প্রাঞ্জলয়শ্চ তে ॥
কর্ত্তা ত্বং সর্ব্বলোকানাং সাক্ষী বিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
বসুনামষ্টমোঽসি ত্বং রুদ্রাণাং শঙ্করো ভবান্ ॥ ৪
আদিকর্ত্তাসি লোকানাং ব্রহ্মা ত্বং চতুরাননঃ।
অশ্বিনৌ ঘ্রাণভূতৌ তে চক্ষুষী চন্দ্রভাস্করৌ ॥ ৫ ॥

অনন্তর স্বর্গাধিপতি সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, যম, বরুণ, যক্ষপতি মহাতেজা কুবের, বৃষবাহন ব্যোমকেশ, ব্রহ্মজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, পিতৃগণ এবং মুনি, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরগণ আর অন্যান্য ত্রিদিবস্থ নির্জ্জর নিকর, ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক, ক্রমশঃ শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর সর্ব্বাগ্রে দেবগণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পরমাত্মরূপী শ্রীরামের স্তব আরম্ভ করিলেন। ১। ২। ৩

হে দেব! আপনি সকলের কর্ত্তা, এবং জ্ঞানময় দেহ ধারণ করিয়া, সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বজীবের প্রত্যক্ষীভূত হইতেছেন; আপনি অষ্টবসুর প্রধান বসু এবং স্বয়ং একাদশ রুদ্রের মধ্যে প্রধান রুদ্র—শঙ্কর আর আপনি, লোক সকলের আদিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মাও। অশ্বিনীকুমারদ্বয় আপনার ঘ্রাণভূত, চন্দ্র সূর্য্য আপনার দুই চক্ষু,

লোকানামাদিরন্তোঽসি নিত্য একঃ সদোদিতঃ।
সদা শুদ্ধঃ সদা বুদ্ধঃ সদা মুক্তোঽগুণোঽদ্বয়ঃ॥ ৬॥
ত্বন্মায়াসংবৃতানাং ত্বং ভাসি মানুষবিগ্রহঃ।
ত্বন্নাম স্মরতাং রাম! সদা ভাসি চিদাত্মকঃ॥ ৭॥
রাবণেন হৃতং স্থানমস্মাকং তেজসা সহ।
ত্বয়াদ্য নিহতো দুষ্টঃ পুনঃ প্রাপ্তং পদং স্বকম্॥
এবং স্তুবৎসু দেবেষু ব্রহ্মা সাক্ষাৎপিতামহঃ।
অব্রবীৎপ্রণতো ভূত্বা রামং সত্যপথে স্থিতম্॥ ৯

ব্রহ্মোবাচ।

বন্দে দেবং বিষ্ণুমশেষস্থিতিহেতুং
ত্বামধ্যাত্মজ্ঞানিভিরন্তর্হৃদি ভাব্যম্।
হেয়াহেয়দ্বন্দ্ববিহীনং পরমেকং।
সত্তামাত্রং সর্ব্বহৃদিস্থং দৃশিরূপম্॥ ১০॥
প্রাণাপানৌ নিশ্চয়বুদ্ধ্যা হৃদি রুদ্ধ্বা
ছিত্বা সর্ব্বং সংশয়বন্ধং বিষয়ৌঘান্।
পশ্যন্তীশং যং গতমোহা যতয়স্তং
বন্দে রামং রত্নকিরীটং রবিভাসম্॥ ১১॥
মায়াতীতং মাধবমাদ্যং জগদাদিং
মানাতীতং মোহবিনাশং মুনিবন্দ্যম্।
যোগিধ্যেয়ং যোগবিধানং পরিপূর্ণং
বন্দে রামং রঞ্জিতলোকং রমণীয়ম্। ১২।
ভাবাভাবপ্রত্যয়হীনং ভবমুখ্যৈ-
র্ভোগাসক্তৈরর্চিতপাদাম্বুজযুগ্মম্।
নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধমনন্তং প্রণবাখ্যং
বন্দে রামং বীরমশেষাসুরদাবম্॥ ১৩॥

অতএব আপনি সর্ব্বদা নিত্য, এক হইয়া ধরায় সর্ব্বদা প্রকাশিত আছেন। আর আপনিই সদা শুদ্ধ, সদা বোধনীয়, সদা গুণযুক্ত, ও সদা গুণ-প্রকাশক। আপনিই মায়াময় হইয়া সর্ব্বক্ষণ মনুষ্যদেহে বিরাজ করিতেছেন। এই ধরণীতলে যে জন আপনার অমৃতময় রাম নাম একবার স্মরণ করে, আপনি সেই ক্ষণ হইতেই তাহার অন্তরে জ্ঞানময় হইয়া প্রকাশিত থাকেন। দেখুন, দুরাত্মা দুর্জ্জয় দুষ্ট দশানন, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে আমাদিগের স্থান হরণ করিয়াছিল; অদ্য আপনি স্বয়ং সেই দুর্ম্মতি লঙ্কাপতিকে নিহত করায়, আমরা পুনর্ব্বার স্বীয় স্থান প্রাপ্ত হইলাম। ৪।৫।৬।৭।৮।৯।

দেবগণ এইরূপ স্তব করিলে পর, ত্রিলোক পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণতি পুরঃসরঃ গললগ্নীকৃতবাসে ও কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন। হে রাম! তুমি মহাবিষ্ণু, অশেষ স্থিতি হেতু, এবং

বন্দনা করি। আর তুমি ত্যজ্য অত্যজ্য বিষয় বিহীন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সত্তামাত্র, সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ এবং দর্শনীয়রূপ প্রাণাপান বায়ু; যতিপণ্ডিতেরা নিশ্চল বুদ্ধিবারা সর্ব্বসংশয় বন্ধ ও বিষয় সমূহ ছেদ করতঃ হৃদয়ে তোমাকে দেখিতেছে। অতএব রত্ন কিরীটযুক্ত সূর্য্যপ্রভান্বিত তোমাকে বন্দনা করি। তুমি মায়াতীত, আদিবিষ্ণু, জগতের আদিভূত, মনোতীত, মোহবিনাশকারী, মুনিবন্দ্য; যোগীধ্যেয়, যোগবিধানকারী, রমণীয়, লোক পূজিত এবং পরিপূর্ণ; অতএব তোমাকে অনুক্ষণ বন্দনা করি। ১০।১১।১২।

ইহ সংসার মিথ্যায় পরিপূর্ণ হইলেও তোমাতে কোনরূপ

ত্বং মে নাথো নাথিতকার্য্যাখিলকলকারী।
মানাতীতো মাধবরূপোঽখিলধারী।
ভক্ত্যা গম্যো ভাবিতরূপো ভবহারী
যোগাভ্যাসৈর্ভাবিতচেতঃ সহচারী ॥ ১৪ ॥

ত্বামাদ্যন্তং লোকততীনাং পরমীশং
লোকানাং নো লৌকিকমানৈরধিগম্যম্।
ভক্তিশ্রদ্ধাভাবসমেতৈর্ভজনীয়ং
বন্দে রামং সুন্দরমিন্দীবরনীলম্ ॥ ১৫ ॥

কো বা জ্ঞাতুং ত্বামতিমানং গতমানং
মানাসক্তো মাধব। শক্তো মুনিমান্যম্।
বৃন্দারণ্যে বন্দিতবৃন্দারকবৃন্দং
বন্দে রামং ভবমুখবন্দ্যং সুখকন্দম্ ॥ ১৬ ॥

নানাশাস্ত্রৈর্বেদকদম্বৈঃ প্রতিপাদ্যং
নিত্যানন্দং নির্বিষয়জ্ঞানমনাদিম্।
মৎসেবার্থং মানুষভাবং প্রতিপন্নং
বন্দে রামং মরকতবর্ণং মথুরেশম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রদ্ধাযুক্তো যঃ পঠতীমং স্তবমাদ্যং
ব্রাহ্মং ব্রহ্মজ্ঞানবিধানং ভুবি মর্ত্ত্যঃ।
রামং শ্যামং কামিতকামপ্রদমীশং
ধ্যাত্বা ধ্যাতা পাতকজালৈর্বিগতঃ স্যাৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রুত্বা স্তুতিং লোকগুরোর্বিভাবসুঃ
স্বাঙ্কে সমাদায় বিদেহপুত্রিকাম্।
বিভ্রাজমানাং বিমলারুণদ্যুতিং
রক্তাম্বরাং দিব্যবিভূষণান্বিতাম্ ॥ ১৯ ॥

শিবাদির পূজিত তোমার চরণযুগল বন্দনা করি—হে শ্রীরাম! তুমি ত্রিকালব্যাপ্ত,মায়া বিহীন, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, ওঁকার ও সর্ব্বদেত্য নাশক, অতএব তোমাকে বন্দনা করি। তুমি আমার নাথ, তুমি প্রার্থিত কার্য্য সমস্তের কর্ত্তা, তুমি দেশ-কাল ও রূপ এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ শূন্য, তুমি লক্ষ্মীপতি এবং অখিল জগতের কর্ত্তা, তুমি ভক্তের প্রাপ্য ও প্রাপ্তরূপ হইয়া সংসার নাশ করিতেছ, তুমি যোগাভ্যাসে পবিত্রীকৃত অন্তঃকরণের সহচারী—হে রাঘব! তুমি পরস্পরের আদি ও অন্ত, লোক সমুদয়ের পালন কর্ত্তা, লৌকিক প্রমাণে তুমি আমাদিগের অজ্ঞেয়, ভক্তি ও শুদ্ধভাবাবলম্বীদিগের সেব্য, অতএব সুন্দর ইন্দীবরশ্যাম কলেবর তোমাকে বন্দনা করি। ১৩। ১৪। ১৫।

হে মাধব! তুমি সর্ব্বত্র অতি ব্যাপক, তুমি গত-মান সুতরাং মানাসক্ত কোন ব্যক্তিই তোমাকে জানিতে পারে না, কৃষ্ণাবতারে বৃন্দাবনে দেবতাবৃন্দ তোমাকে অভিবাদন করিয়াছিলেন, অতএব তুমি শিবাদির অভিবন্দ্য, তোমাকে নমস্কার করি। বিবিধ শাস্ত্র নির্ণীত বেদ সমূহ তোমাতে নিত্যানন্দ এবং বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান বিষয় বর্ণনা করিয়াছে, তুমি মৎসেবার্থ অর্থাৎ রাবণাদি বিনাশ করিবার জন্য মানবরূপী হইয়াছ এবং কৃষ্ণাবতার হইবার অভিপ্রায়ে অগ্রে শত্রুঘ্নকে মথুরা রাজ্য প্রদান করিয়াছিলে, অতএব মরকত বর্ণ মথুরেশকে নমস্কার করি।

শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যে ব্যক্তি অগ্রে এই স্তব পাঠ করে এবং এই জগতে ব্রহ্মজ্ঞান বিধান অভীষ্ট বস্তু দাতা শ্যাম কলেবর শ্রীরামকে ধ্যান করে,সে ব্যক্তি সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। হুতাশন লোক গুরু ব্রহ্মার স্তব শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী, বিমল অরুণ জ্যোতির্ম্ময়ী, রক্ত বস্ত্র পরিধানা, দিব্যাভরণ বিভূষিতা বিদেহি কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে গ্রহণ পূর্ব্বক জগৎক্রে

প্রোবাচ সাক্ষী জগতাং রঘূত্তমং
প্রপন্নসর্বার্তিহরং হুতাশনঃ।
গৃহাণ দেবীং রঘুনাথ ! জানকীং
পুরা ত্বয়া মষ্যবরোপিতাং বনে॥ ২০॥
বিধায় মায়াজনকাত্মজাং হরে !
দশাননপ্রাণবিনাশনায় চ।
হতো দশাস্যঃ সহ পুত্রবান্ধবৈ-
নিরাকৃতোঽনেন ভরো ভুবঃ প্রভো !॥ ২১॥
তিরোহিতা সা প্রতিবিম্বরূপিণী
কৃতা যদর্থং কৃতকৃত্যতাং গতা।
ততোঽতিহৃষ্টাং পরিগৃহ্য জানকীং
রামঃ প্রহৃষ্টঃ প্রতিপূজ্য পাবকম্॥ ২২॥
স্বাঙ্কে সমাবেশ্য সদানপায়িনীং
শ্রিয়ং ত্রিলোকীজননীং শ্রিয়ঃ পতিঃ
দৃষ্ট্বাথ রামং জনকাত্মজাযুতং
শ্রিয়া স্ফুরন্তং সুরনায়কো মুদা॥ ২৩॥
ভক্ত্যা গিরা গদ্গদয়া সমেত্য
কৃতাঞ্জলিঃ স্তোতুমথোপচক্রমে।

ইন্দ্র উবাচ।

ভজেঽহং সদা রামমিন্দীবরাভং
ভবারণ্যদাবানলাভাভিধানম্।
ভবানীহৃদা ভাবিতানন্দরূপং
ভবাভাবহেতুং ভবাদিপ্রপন্নম্॥ ২৪॥
সুরানীকদুঃখৌঘনাশৈকহেতুং
নরাকারদেহং নিরাকারমীড্যম্।
পরেশং পরানন্দরূপং বরেণ্যং
হরিং রামমীশং ভজে ভারনাশম্॥ ২৫॥
প্রপন্নাখিলানন্দদোহং প্রপন্নং
প্রপন্নার্তিনিঃশেষনাশাভিধানম্।

সাক্ষী করিয়া রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাঘব! আপনি অরণ্য মধ্যে জানকীকে আমার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন অধুনা তাঁহাকে গ্রহণ করুন। হে হরে! লঙ্কাধিপতি দশাননের প্রাণ বিনাশ হেতু জানকী-সদৃশী মায়া-সীতা সৃজন করিয়া সবান্ধব দশাস্যকে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব হে প্রভো! একণে পৃথিবীর ভার নিরাকৃত হইয়াছে। আপনি যে মায়াসীতা করিয়াছিলেন, একণে সেই প্রতিবিম্বরূপিণী জনকাত্মজা তিরোহিতা হইয়াছেন; অনন্তর রামচন্দ্র প্রহৃষ্ট চিত্তে সদানন্দময়ী জানকীকে গ্রহণ করিয়া হুতাশনকে প্রতিপূজা করিলেন। শ্রীপতি ত্রিলোক-জননী শ্রীকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইলে, ত্রিদশনাথ ইন্দ্র তাঁহাকে জনকদুহিতাযুক্ত আনন্দিত সন্দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন; অনন্তর গদ্গদ বচনে ভক্তি সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে হইয়া স্তব আরম্ভ করিলেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।

আমি ভক্তিসহকারে নীলোৎপল আভাসংযুক্ত সংসার অরণ্যের দাবানলাভিধান, পতিতপাবনী ভগবতীর হৃদয়ভাবিত সদানন্দের রূপ, মহাদেব পরিসেবিত সংসার ক্লেশ নিবারক রামচন্দ্রকে ভজনা করি। দেবতাদিগের অপার দুঃখ বিনাশ হেতু যিনি মানবদেহ (বস্তুতঃ নিরাকার ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ) পরিগ্রহ করিয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীহরি রাম-

তপোযোগযোগীশভাবাভিভাব্যং
কপীশাদিমিত্রং ভজে রামমিত্রম্ ॥ ২৬ ॥
সদা ভোগভাজাং সুদূরে বিভান্তং
সদা যোগভাজামদূরে বিভান্তম্ ।
চিদানন্দকন্দং সদা রাঘবেশং
বিদেহাত্মজানন্দরূপং প্রপদ্যে ॥ ২৭ ॥
মহাযোগমায়াবিশেষানুযুক্তো
বিভাসীশ ! লীলানরাকারবৃত্তিঃ ।
ত্বদানন্দলীলাকথাপূর্ণকর্ণাঃ
কদানন্দরূপা ভবন্তীহ লোকে ॥ ২৮ ॥
অহং মানপানাভিমত্তপ্রমত্তো
ন বেদাখিলেশাভিমানাভিমানঃ ।
ইদানীং ভবৎপাদপদ্মপ্রসাদাৎ
ত্রিলোকাধিপত্যাভিমানো বিনষ্টঃ ॥ ২৯ ॥
স্ফুরদ্রত্নকেয়ূরহারাভিরামং
ধরাভারভূতাসুরানীকদাবম্ ।
শরচ্চন্দ্রবক্ত্রং লসৎপদ্মনেত্রং
দুরাবারপারং ভজে রাঘবেশম্ ॥ ৩০ ॥
সুরাধীশনীলাভ্রনীলাঙ্গকান্তিং
বিরাধাদিরক্ষোবধাল্লোকশান্তিম্ ।
কিরীটাদিশোভং পুরারাতিলাভং
ভজে রামচন্দ্রং রঘূণামধীশম্ । ৩১
লসচ্চন্দ্রকোটিপ্রকাশাদিপীঠে
সমাসীনমঙ্কে সমাধায় সীতাম্ ।

চন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি শরণাপন্নদিগের আশ্রয় দিয়া থাকেন, যিনি তপ ও যোগ নিরত যোগীদিগে অভিভাবক এবং যিনি কপীন্দ্র সুগ্রীবাদির সহিত সখ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ হইয়াছেন, আমি সেই রামচন্দ্রকে ভজনা করি। যিনি ভজ্জ্ঞান বিষয় সমূহ সংসারাশ্রমীদিগের হইতে সুদূরবর্ত্তী রাখিয়া আত্মজ্ঞান বিষয় সমস্ত যোগী দিগের অতি নিকটে অনুক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন, যিনি সমুদয় চেতনদিগের ও বৈদেহী জানকীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন, আমি সেই রঘুবংশাবতংস রাঘবকে নমস্কার করি। হে জগদীশ্বর! মহাযোগমায়া গুণ দ্বারা যেমন সত্ত্বাদি অনুযুক্ত হইয়া স্ফটিকবৎ আভা প্রকাশ করে, সেইরূপ যোগলীলা দ্বারা তোমার মানবাকৃতি উজ্জলতা বিকাশ করিয়া থাকে, অতএব ইহ জগতে সমুদয় লোক তোমার লীলা কথায় পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

আমি অহঙ্কার ও সুরাদিতে উন্মত্ত, এবং লোকে ভূম্যাদিপ্রযুক্ত যেরূপ অভিমান করিয়া থাকে, আমি সেইরূপ অভিমানিত হইয়া তোমাকে জানিতে পারি নাই ; সুতরাং এক্ষণে তোমার শ্রীপাদ পদ্মের অনুগ্রহে ত্রিলোকের আধিপত্যাভিমান দূরীভূত হইয়াছে। যিনি রত্ন কেয়ূর ও হারভূষিত এবং পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরদিগের দাবানল সদৃশ, যাঁহার শরচ্চন্দ্র সন্নিভ বদনমণ্ডল এবং আকর্ণ-পদ্ম-নেত্র, আমি সেই দুস্তর পারাবার পার রঘুবংশধর শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। ২৯। ৩০।

যাঁহার ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলকান্তি, যাঁহার দ্বারা বিরাধপ্রভৃতি রাক্ষসগণ বিনষ্ট হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত পাতালস্থ সমুদায় লোক সুখলাভ করিয়াছে, যিনি যত্নপ্রাপ্য নিধ্যাদি সদৃশ এবং কিরীটাদি ভূষণে শোভিত হইয়াছেন, আমি সেই রঘুবংশ চূড়ামণি জগদীশ্বর রামচন্দ্রকে ভজনা করি। যাঁহাতে কোটিচন্দ্রমা দেদীপ্যমান আছে, যিনি হেম বর্ণা ও বিদ্যুল্লতা সদৃশী জনক দুহিতাকে স্বীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন এবং

স্ফুরদ্ধেমবর্ণাং তাড়িৎপুঞ্জভাসাং
ভজে রামচন্দ্রং নিবৃত্তার্ত্তিতন্দ্রম্ ॥ ৩২ ॥
ততঃ প্রোবাচ ভগবান্ ভবান্যা সহিতো ভবঃ।
রামং কমলপত্রাক্ষং বিমানস্থো নভস্তলে ॥ ৩৩ ॥
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং দ্রষ্টুং ত্বাং রাজ্যসৎকৃতম্
ইদানীং পশ্য পিতরমস্তু দেহস্থ রাঘব! ॥ ৩৪ ॥
ততোঽপশ্যদ্বিমানস্থং রামো দশরথং পুরঃ।
ননাম শিরসা পাদৌ মুদা ভক্ত্যা সহানুজঃ ॥ ৩৫
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় রামং দশরথোঽব্রবীৎ।
তারিতোঽস্মি ত্বয়া বৎস! সংসারাদদুঃখসাগরাৎ ॥
ইত্যুক্ত্বা পুনরালিঙ্গ্য যযৌ রামেণ পূজিতঃ।
রামোঽপি দেবরাজং তং দৃষ্ট্বা প্রাহ কৃতাঞ্জলিম্ ॥

মৎকৃতে নিহতান্ সংখ্যে বানরান্ পতিতান্ ভুবি
জীবয়াশু সুধাবৃষ্ট্যা সহস্রাক্ষ! মমাজ্ঞয়া ॥ ৩৮ ॥
তথেত্যমৃতবৃষ্ট্যা তান্ জীবয়ামাস বানরান্।
যে যে মৃতা মৃধে পূর্ব্বং তে তে সুপ্তোত্থিতা ইব।
পূর্ব্ববদ্‌বলিনো হৃষ্টা রামপার্শ্বমুপাযযুঃ ॥ ৩৯ ॥
নোত্থিতা রাক্ষসাস্তত্র পীযূষস্পর্শনাদপি।
বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাব্রবীদ্বচঃ ॥ ৪০ ॥
দেব! মামনুগৃহ্ণীষ্ব ময়ি ভক্তির্যদা তব।
মঙ্গলস্নানমদ্য ত্বং কুরু সীতাসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
অলঙ্কৃত্য সহ ভ্রাত্রা শ্বো গমিষ্যামহে বয়ম্।

যিনি নিদ্রা ও আলস্য পরিশূন্য হইয়াছেন, আমি সেই রামকে ভজনা করি। ৩১। ৩২।

অনন্তর মহাদেব গিরিরাজ কন্যা ভগবতীকে সমভিব্যাহারে করিয়া বিমান মার্গে অবস্থান পূর্ব্বক কমললোচন রামকে কহিতে লাগিলেন—হে রাঘব! তুমি রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে, আমি তোমাকে দর্শন করিবার জন্য অযোধ্যায় আগমন করিব, কিন্তু অধুনা তোমার দেহের জনয়িতৃকে অবলোকন কর। ৩৩। ৩৪।

অনন্তর শ্রীরাম আকাশ পথে সর্ব্বাগ্রে দশরথকে দেখিতে পাইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া হৃষ্টমনে মস্তকাবনত পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। দশরথও আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে কহিলেন—বৎস! আমি তোমা কর্ত্তৃক এই সংসারের অপার দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি এই বলিয়া শ্রীরামকে পুনরালিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং শ্রীরাম তাঁহাকে পূজা করিলে দশরথস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; অনন্তর রামচন্দ্র দেবরাজ ইন্দ্রকে অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। ৩৫। ৩৬। ৩৭।

হে সহস্রলোচন! আমাকর্ত্তৃক অসংখ্য বানর বৃন্দ নিহত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছে, অতএব অধুনা আমার নির্দেশানুসারে সুধাবর্ষণদ্বারা উহারা জীবিত হউক। অনন্তর যে সমুদয় বানর নিকর হত ও আহত হইয়াছিল সুধাবর্ষণে তাহার সমস্তই সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া দেখিল যে পূর্ব্বের ন্যায় সকলই বলিষ্ঠ, তখন তাহারা শ্রীরামের পার্শ্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল—বিভীষণ পীযূষ স্পর্শে রাক্ষসদিগকে উঠিতে না দেখিয়া রামচন্দ্রকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন—হে দেব! আপনি যখন আমাকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তখন আমাকে অনুগ্রহ করুন যে, অদ্য আপনি সীতাসমন্বিত হইয়া মঙ্গলস্নান করুন এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত নানাভরণে ভূষিত হউন, পরে

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ রঘূত্তমঃ ॥ ৪২ ॥
সুকুমারোঽতিভক্তো মে ভরতো মামবেক্ষতে।
জটাবল্কলধারী স শব্দব্রহ্মসমাহিতঃ ॥ ৪৩ ॥
কথং তেন বিনা স্নানং অলঙ্কারাদিকং মম ?।
অতঃ সুগ্রীবমুখ্যাংস্ত্বং পূজয়াশু বিশেষতঃ ॥ ৪৪ ॥
পূজিতেষু কপীন্দ্রেষু পূজিতোঽহং ন সংশয়ঃ।
ইত্যুক্তো রাঘবেণাশু স্বর্ণরত্নাম্বরাণি চ ॥ ৪৫ ॥
ববর্ষ রাক্ষসশ্রেষ্ঠো যথাকামং যথারুচি।
ততস্তান্ পূজিতান্ দৃষ্ট্বা রামো রত্নৈশ্চ যূথপান্ ॥৪৬
অভিনন্দ্য যথান্যায়ং বিসসর্জ্জ হরীশ্বরান্।
বিভীষণসমানীতং পুষ্পকং সূর্য্যবর্চসম্ ॥ ৪৭ ॥
আরুরোহ ততো রামস্তদ্বিমানমনুত্তমম্।
অঙ্কে নিধায় বৈদেহীং লজ্জমানং যশস্বিনীম্ ॥ ৪৮
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা বিক্রান্তেন ধনুষ্মতা।
অব্রবীচ্চ বিমানস্থঃ শ্রীরামঃ সর্ব্ববানরান্ ॥ ৪৯ ॥
সুগ্রীবং হরিরাজং চ অঙ্গদং চ বিভীষণম্।
মিত্রকার্য্যং কৃতং সর্ব্বং ভবদ্ভিঃ সহ বানরৈঃ ॥ ৫০
অনুজ্ঞাতা ময়া সর্ব্বে যথেষ্টং গন্তুমর্হথ।
সুগ্রীব! প্রতি যাহ্যাশু কিষ্কিন্ধ্যাং সর্ব্বসৈনিকৈঃ ॥ ৫১
স্বরাজ্যে বস লঙ্কায়াং মম ভক্তো বিভীষণ!।
ন ত্বাং ধর্ষয়িতুং শক্তাঃ সেন্দ্রা অপি দিবৌকসঃ।
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামি রাজধানীং পিতুর্মম।
এবমুক্তাস্তু রামেণ বানরাস্তে মহাবলাঃ ॥ ৫৩ ॥
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।
অযোধ্যাং গন্তুমিচ্ছামস্ত্বয়া সহ রঘূত্তম! ॥ ৫৪ ॥

আমরা সকলই অযোধ্যায় গমন করিব। রঘুনাথ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমার অতি ভক্ত ভ্রাতা ভরত জটাবল্কল পরিধান পূর্ব্বক, প্রণব মন্ত্র সমাহিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে অতএব সুকুমার ভরত বিনা আমার স্নান বা ভূষণে প্রয়োজন কি? অধুনা তুমি বানর রাজ সুগ্রীবাদিকে বিশেষ রূপে পূজা কর। তাহা হইলেই আমার পূজা হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ নানাবিধ রত্ন ও বস্ত্রাদি যথেচ্ছা প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামচন্দ্র যূথপতি বানরদিগকে বিবিধ রত্ন দ্বারা পূজিত সন্দর্শন করিয়া বানরশ্রেষ্ঠ দিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক, বিভীষণ আনিত সূর্য্যরশ্মি সদৃশ পুষ্পক রথ সুসজ্জীভূত করিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সলজ্জ যশস্বিনী জনক তনয়াকে অনেক আরোপিত করিয়া অত্যুৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিলেন, এবং মহাপরাক্রমশালী ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে বিমানস্থ হইয়া বানর রাজ সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে বলিতে লাগিলেন, তোমরা বানরদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমস্তই বন্ধুর ন্যায় কার্য্য করিয়াছে। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। এক্ষণে, হে সুগ্রীব। আমার আদেশে তুমি গমন করিতে পার—অতএব তুমি সমস্ত সৈন্য লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন কর—হে বিভীষণ! তুমি আমার পরম ভক্ত, অতএব নিজ রাজ্য লঙ্কা মধ্যে বাস কর—দেখ দিবৌকস বা ইন্দ্র তোমার প্রতি অত্যাচার করিতে সক্ষম নহে। এক্ষণে আমি পিতৃরাজ্যে গমন করিতে বাসনা করিয়াছি। রামচন্দ্র এইরূপ বলিবামাত্র মহাবলবান বানর সমূহ এবং রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুট বলিতে লাগিল—হে রঘূত্তম! আমরাও আপনার সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি। হে প্রভো!

দৃষ্টা ত্বামভিষিক্তং তু কৌশল্যামভিবাদ্য চ।
পশ্চাদ্‌ বৃণীমহে রাজ্যমনুজ্ঞাং দেহি নঃ প্রভো!
রামস্তথেতি সুগ্রীব! বানরৈঃ সবিভীষণঃ।
পুষ্পকং সহনূমাংশ্চ শীঘ্রমারোহ সাম্প্রতম্॥ ৫৬
ততস্তু পুষ্পকং দিব্যং সুগ্রীবঃ সহ সেনয়া।
বিভীষণশ্চ সামাত্যঃ সর্ব্বে চারুরুহুদ্রুতম্। ৫৭।
তেষ্বারূঢ়েষু সর্ব্বেষু কৌবেরং পরমাসনম্।
রাঘবেণাভ্যনুজ্ঞাতমুৎপপাত বিহায়সা॥ ৫৮॥
বভৌ তেন বিমানেন হংসযুক্তেন ভাস্বতা।
প্রহৃষ্টশ্চ তদা রামশ্চতুর্ম্মুখ ইবাপরঃ॥ ৫৯॥
ততো বভৌ ভাস্করবিম্বতুল্যং
কুবেরযানন্তপসানুলব্ধম্।
রামেণ শোভাং নিতরাং প্রপেদে
সীতা সমেতেন সহানুজেন॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

আপনার অভিষেক সন্দর্শন এবং কৌশল্যা দেবীকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এই অনুজ্ঞা প্রদান করুন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

শ্রীরাম 'তথাস্তু' বলিয়া কহিলেন হে সুগ্রীব! সমস্ত বানর, বিভীষণ ও হনূমান সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে শীঘ্র আরোহণ কর। অনন্তর সুগ্রীব বানরীসেনা সহিত ও বিভীষণ অমাত্যপরিবৃত হইয়া দিব্য পুষ্পক রথে সত্বর আরোহণ করিল। তাহারা সকলে আরূঢ় হইলে কৌবের সমস্ত রাঘব কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া গগণমার্গ হইতে উল্লম্ফন করিতে লাগিল। প্রহৃষ্টমনা রামচন্দ্র হংসবাহন পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ন্যায় বিমানমার্গে শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তপোলব্ধ কুবেরের রথ ভাস্কর-বিম্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। এবং অনুজ লক্ষ্মণ ও জনকাত্মজা পরিবৃত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের শোভা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পাতয়িত্বা ততশ্চক্ষুঃ সর্ব্বতো রঘুনন্দনঃ।
অব্রবীন্মৈথিলীং সীতাং রামঃ শশীনিভাননাম্।
ত্রিকূটশিখরাগ্রস্থাং পশ্য লঙ্কাং মহাপ্রভাম্।
এতাং রণভুবং পশ্য মাংসকর্দ্দমপঙ্কিলাম্ ॥ ২ ॥
অসুরাণাং প্লবঙ্গানামত্র বৈশসনং মহৎ।
অত্র মে নিহতঃ শেতে রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥ ৩
কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিন্মুখ্যাঃ সর্ব্বে চাত্র নিপাতিতাঃ।
এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে সলিলাশয়ে ॥ ৪ ॥
এতচ্চ দৃশ্যতে তীর্থং সাগরস্য মহাত্মনঃ।
সেতুবন্ধমিতি খ্যাতং ত্রৈলোক্যেন চ পূজিতম্ ॥ ৫
এতৎপবিত্রং পরমং দর্শনাৎ পাতকাপহম্।
অত্র রামেশ্বরো দেবো ময়া শম্ভুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥
অত্র মাং শরণং প্রাপ্তো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ।
এষা সুগ্রীবনগরী কিষ্কিন্ধ্যা চিত্রকাননা ॥ ৭ ॥
তত্র রামাজ্ঞয়া তারাপ্রমুখা হরিযোষিতঃ।
আনয়ামাস সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮ ॥
তাভিঃ সহোত্থিতং শীঘ্রং বিমানং প্রেক্ষ্য রাঘবঃ।
প্রাহ চাদ্রিং ঋষ্যমূকং পশ্য বাল্যত্র মে হতঃ ॥ ৯
এষা পঞ্চবটী নাম রাক্ষসা যত্র মে হতাঃ।
অগস্ত্যস্য সুতীক্ষ্ণস্য পশ্যাশ্রমপদে শুভে ॥ ১০ ॥

অনন্তর রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়া শশিনিভাননা মিথিল-রাজ-দুহিতা সীতাকে বলিলেন, ত্রিকূট পর্ব্বত শিখরস্থ মহা প্রভান্বিতা লঙ্কাপুরী ও মাংস-কর্দ্দম-পঙ্কিল যুদ্ধক্ষেত্র অবলোকন কর। ঐ স্থানে বানরা-সুরদিগের মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, রাক্ষসেশ্বর দশানন ঐ স্থানে নিহত হইয়া পতিত হইয়াছিল। ঐ স্থানে মহাবীর কুম্ভ-কর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ নিপতিত হইয়াছিল, এবং মহাসাগরোপরি আমি সেতু বন্ধন করিয়াছি অবলোকন কর। ১।২।৩।

এইটি মহাত্মা সাগরের তীর্থ—স্বর্গ মর্ত্ত পাতালস্থ লোক সমুদায়ের পূজিত হইয়া সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এখানে আমি রামেশ্বর নামে মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। হে মৈথিলি! পাপীরা ইহা দর্শন করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ধর্ম্মনিরত বিভীষণ মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে এই স্থানে আমার শরণাপন্ন হইয়াছিল, এবং এইটি সুগ্রীবের চিত্র কাননা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী। ঐ স্থানে সুগ্রীব রামনিদেশবর্ত্তী হইয়া সীতার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তারা প্রভৃতি বানর যোষিদ্গণকে আনয়ন করিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের সহিত বিমান হইতে দর্শন করিলেন এবং সীতাকে কহিলেন ঐ দেখ গিরি-বর ঋষ্যমূক পর্ব্বত—এই স্থানে বালী আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। ৫।৬।৭।৮।৯।

হে শুভে! ঐ পঞ্চবটী বন অবলোকন কর—অগস্ত্য মুনির আশ্রমপদে রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়াছি। হে

এতে তে তাপসাঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে বরবর্ণিনি ! ।
অসৌ শৈলবরো দেবি ! চিত্রকূটঃ প্রকাশতে ॥ ১১
অত্র মাং কৈকয়ীপুত্রঃ প্রসাদয়িতুমাগতঃ ।
ভরদ্বাজাশ্রমং পশ্য দৃশ্যতে যমুনাতটে ॥ ১২ ॥
এষা ভাগীরথী গঙ্গা দৃশ্যতে লোকপাবনী ।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে ! সরযূর্যূপমালিনী ॥ ১৩ ॥
এষা সা দৃশ্যতেঽযোধ্যা প্রণামং কুরু ভামিনি ! ।
এবং ক্রমেণ সম্প্রাপ্তো ভরদ্বাজাশ্রমং হরিঃ ॥ ১৪
পূর্ণে চতুর্দ্দশে বর্ষে পঞ্চম্যাং রঘুনন্দনঃ ।
ভরদ্বাজং মুনিং দৃষ্ট্বা ববন্দে সানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১৫
পপ্রচ্ছ মুনিমাসীনং বিনয়েন রঘূত্তমঃ ।
শৃণোষি কচ্চিদ্ভরতঃ কুশল্যাস্তে সহানুজঃ । ১৬ ।
সুভিক্ষা বর্ত্ততেঽযোধ্যা জীবন্তি চ হি মাতরঃ ।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং ভরদ্বাজঃ প্রহৃষ্টধীঃ ১৭ ॥
প্রাহ সর্ব্বে কুশলিনো ভরতস্তু মহামনাঃ ।
ফলমূলকৃতাহারো জটাবল্কলধারকঃ ॥ ১৮ ॥
পাদুকে সকলং ন্যস্য রাজ্যং ত্বাং সুপ্রতীক্ষতে ।
যৎযৎকৃতং ত্বয়া কর্ম্ম দণ্ডকে রঘুনন্দন ! ॥ ১৯ ॥
রাক্ষসানাং বিনাশং চ সীতাহরণপূর্ব্বকম্ ।
সর্ব্বং জ্ঞাতং ময়া রাম !, তপসা তে প্রসাদতঃ ॥
ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ ।
ত্বমগ্রে সলিলং সৃষ্ট্বা তত্র সুপ্তোঽসি ভূতকৃৎ ॥ ২১
নারায়ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ! নরাণামন্তরাত্মকঃ ।
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ২২

বরবর্ণিনি ! ঐ তাপসবৃন্দ এবং চিত্রকূট পর্ব্বত দেখা যাইতেছে, এই স্থানে কৈকেয়ীপুত্র ভরত প্রসাদ গ্রহণে সমাগত হইয়াছিল. ঐ দেখ যমুনাতটে ভরদ্বাজাশ্রম দেখা যাইতেছে। হে সীতে ! ঐ দেখ লোক পবিত্রকারিণী জহ্নুকন্যা গঙ্গা ও সরযূ যুগপৎ লক্ষিত হইতেছে—হে ভামিনি! এক্ষণে অযোধ্যা নগরী দৃষ্ট হইতেছে, অতএব প্রণাম কর। এইরূপে শ্রীহরি ক্রমশঃ ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১০।১১।১২।১৩।১৪। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে পঞ্চমীতিথিতে রঘুনন্দন ভরদ্বাজমুনিকে সন্দর্শন করিয়া সানুজ তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

রঘুনাথ সবিনয় আসনোপবিষ্ট ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মুনিবর! আপনি ভরত ও শত্রুঘ্নের কোন কুশল সংবাদ কি শ্রবণ করিয়াছেন ? অযোধ্যা মধ্যে সুভিক্ষা আছে ত ? আমার জননীরা জীবিতা আছেন ত ? শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে ভরদ্বাজ মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে বলিলেন—ফলমূলভোজী জটাবল্কলধারী মহামতি ভরত প্রভৃতি সকলেই কুশলে আছেন, আর সমুদায় রাজ্য আপনার পাদুকায় ন্যস্ত হইয়া আপনারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে—হে রঘুনন্দন ! দণ্ডকারণ্যে রাক্ষস বিনাশ, সীতাহরণ প্রভৃতি যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদায়ই আমি তপঃ প্রভাবে এবং আপনার প্রসাদে অবগত হইয়াছি। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।২০।

হে রঘুনাথ! আপনি আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জ্জিত—সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম, আপনি প্রথমে সলিল সৃজন করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়াছিলেন। হে বিশ্বাত্মন্ ! আপনিই নারায়ণ—মনুষ্যাদিগের অন্তরাত্মা ; আপনার নাভিপদ্ম হইতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব আপনি অখিল জগতের পতি—

অতস্ত্বং জগতামীশঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ।
ত্বং বিষ্ণুর্জ্জানকী লক্ষ্মীঃ শেষোঽয়ং লক্ষ্মণাভিধঃ॥
আত্মনা সৃজসীদং ত্বমাত্মন্যেবাত্মমায়য়া।
ন সজ্জসে নভোবত্ত্বং চিচ্ছক্ত্যা সর্ব্বসাক্ষিকঃ।
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ত্বমেব রঘুনন্দন!।
পূর্ণোঽপি মূঢ়দৃষ্টীনাং বিচ্ছিন্ন ইব লক্ষ্যসে॥২৫
জগত্ত্বং জগদাধারস্ত্বমেব পরিপালকঃ।
ত্বমেব সর্ব্বভূতানাং ভোক্তা ভোজ্যং জগৎপতে!
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যদ্যৎ স্মর্য্যতে বা রঘূত্তম!।
ত্বমেব সর্ব্বমখিলং ত্বদ্বিনান্যন্ন কিঞ্চন॥২৭॥
মায়া সৃজতি লোকাংশ্চ স্বগুণৈরহমাদিভিঃ।
ত্বচ্ছক্তিপ্রেরিতা রাম! তস্মাত্ত্বয্যপচর্য্যতে॥২৮
যথা চুম্বকসান্নিধ্যাচ্চলন্ত্যেবায়সাদয়ঃ।
জড়া তথা ত্বয়া দৃষ্টা মায়া সৃজতি বৈ জগৎ॥২৯
দেহদ্বয়মদেহস্য তব বিশ্বং বিরক্ষিষোঃ
বিরাট্ স্থূলং শরীরং তে সূত্রং সূক্ষ্মমুদাহৃতম্।৩০
বিরাজঃ সম্ভবন্ত্যেতে অবতারাঃ সহস্রশঃ
কার্য্যান্তে প্রবিশন্ত্যেব বিরাজং রঘুনন্দন!।৩১।
অবতারকথাং লোকে যে গায়ন্তি গৃণন্তি চ।
অনন্যমনসো মুক্তিস্তেষামেব রঘূত্তম!।৩২।
ত্বং ব্রহ্মণা পুরা ভূমের্ভারহারায় রাঘব!।
প্রার্থিতস্তপসা তুষ্টস্ত্বং জাতোঽসি রঘোঃ কুলে॥

সমস্ত লোকে আপনাকেই নমস্কার করিয়া থাকে—হে রঘুনাথ! আপনি বিষ্ণু এবং জানকী লক্ষ্মী। আপনি আপনা হইতে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি মায়া দ্বারা আশক্ত হয়েন না, এবং নভোমণ্ডল যেমন সর্ব্ব দর্শক আপনিই সেইরূপ চিচ্ছক্তি দ্বারা সমস্ত পরিদর্শন করিতেছেন সুতরাং আপনি সর্ব্ব সাক্ষী। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

হে রঘুনন্দন! আপনি সকল জীবের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, এবং পূর্ণ ব্রহ্ম হইলেও মূঢ় ব্যক্তিদিগের নিকট যেন বিচ্ছিন্নের ন্যায় লক্ষিত হয়েন। আপনি জগৎস্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, এবং আপনি জগতের প্রতিপালক; হে জগৎপতে! আপনিই জীবসমুদায়ের ভোক্তা এবং ভোজ্য। হে রঘুবর! ইতস্ততঃ যাহা কিছু দেখিতে পাই, শুনিতে পাই, এবং স্মরণ পথে উপস্থিত হয় তাহা সমস্তই আপনি—অর্থাৎ সকল পদার্থে, সকল জীবেই আপনি দৃশ্যমান আছেন। হে শ্রীরাম! মায়া জীব সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে ও আপনারই গুণে অহঙ্কারাদি সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং আপনার দ্বারাই প্রেরিত, সেই কারণেই আপনাতে সৃষ্টিত্বব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন চুম্বক প্রস্তরের আকর্ষণে লৌহ আকর্ষিত হইয়া প্রস্তরে সংমিলিত হওয়ানন্তর একস্থানে অবস্থিতি করে তদ্রূপ আপনি বস্তু সমুদায় জড় সন্দর্শন করিলে মায়াই জগৎ সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছে। আপনি নিরাকার অথচ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন! আপনি পৃথ্বীতলে সহস্রবার অবতীর্ণ হইয়া বিরাজমান হইয়া পরে স্বীয় কার্য্য অবসানে পুনরায় লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে রঘূত্তম! যে ব্যক্তি আপনার অবতার কথা গান করে বা ব্যাখ্যা করে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

হে রাঘব! পূর্ব্বে ব্রহ্মার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া আপনি পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য রঘুকুলের জন্ম

দেবকার্য্যমশেষেণ কৃতং তে রাম ! দুষ্করম্।
বহুবর্ষসহস্রাণি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ৩৪।
কুর্ব্বন্ দুষ্করকর্ম্মাণি লোকদ্বয়হিতায় চ।
পাপহারীণি ভুবনং যশসা পূরয়িষ্যসি॥ ৩৫॥
প্রার্থয়ামি জগন্নাথ! পবিত্রং কুরু মে গৃহম্।
স্থিত্বাদ্য ভুক্ত্বা সবলঃ শ্বো গমিষ্যসি পত্তনম্॥ ৩৬
তথেতি রাঘবোঽতিষ্ঠত্তস্মিন্নাশ্রম উত্তমে।
সসৈন্যঃ পূজিতস্তেন সীতয়া লক্ষ্মণেন চ। ৩৭।
ততো রামশ্চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং প্রাহ মারুতিম্।
ইতো গচ্ছ হনূমংস্ত্বমযোধ্যাং প্রতি সত্বরঃ॥ ৩৮
জানীহি কুশলী কচ্চিজ্জনো নৃপতিমন্দিরে।
শৃঙ্গিবেরপুরং গত্বা ব্রূহি মিত্রং গুহং মম॥ ৩৯॥
জানকী লক্ষ্মণোপেতমাগতং মাং নিবেদয়।
নন্দিগ্রামং ততো গত্বা ভ্রাতরং ভরতং মম॥ ৪০॥
দৃষ্ট্বা ব্রূহি সভার্য্যস্য সভ্রাতুঃ কুশলং মম।
সীতাপহরণাদীনি রাবণস্য বধাদিকম্॥ ৪১॥
ব্রূহি ক্রমেণ মে ভ্রাতুঃ সর্ব্বং তত্র বিচেষ্টিতম্।
হত্বা শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ সভার্য্যঃ সহলক্ষ্মণঃ। ৪২।
উপয়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সহ ঋক্ষহরীশ্বরৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা তত্র বৃত্তান্তং ভরতস্য বিচেষ্টিতম॥ ৪৩॥
সর্ব্বং জ্ঞাত্বা পুনঃ শীঘ্রমাগচ্ছ মম সন্নিধিম্।
তথেতি হনুমাংস্তত্র মানুষং বপুরাস্থিতঃ॥ ৪৪॥
নন্দিগ্রামং যযৌ তূর্ণং বায়ুবেগেন মারুতিঃ।
গরুত্মানিব বেগেন জিঘৃক্ষন্ ভুজগোত্তমম্। ৪৫।
শৃঙ্গিবেরপুরং প্রাপ্য গুহমাসাদ্য মারুতিঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা॥ ৪৬॥

করিয়া বহু সহস্র বৎসর মানবদেহ ধারণ পূর্ব্বক দুষ্কর দেব কার্য্য সাধন করিয়াছেন এবং ইহলোক ও পর লোকের মঙ্গলের নিমিত্ত দুষ্কর কার্য্য সমস্ত সমাধা করিয়া যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ৩৩। ৩৪। ৩৫। হে জগন্নাথ! আপনি আমার গৃহ পবিত্র করুন এবং অদ্য এখানে থাকিয়া ভোজনান্তে অযোধ্যায় গমন করুন এই আমি প্রার্থনা করি। ভরদ্বাজ মুনি এইরূপ কহিলে—শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির উত্তমাশ্রমে সৈন্য, লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত মুনি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিলেন। ৩৬। ৩৭।

অনন্তর রামচন্দ্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া পবন কুমারকে কহিলেন—হে মারুতে! তুমি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করিয়া তথাকার লোক সমুদায়ের কুশল বার্ত্তা অবগত হও এবং শৃঙ্গিবের নগরে গমন করিয়া মিত্র গুহকে আমার সংবাদ প্রদান কর। তদনন্তর তুমি নন্দিগ্রামে যাইয়া আমার ভ্রাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া সীতাহরণ প্রভৃতি রাবণের বিনাশাদি সমস্ত বিষয় তাহাকে বলিবে। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

আমার ভ্রাতা ভরত সমস্ত বিষয় সচেষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে তুমি বলিবে যে, রামচন্দ্র ভার্য্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত থাকিয়া সমুদায় বৈরী বিনাশ পূর্ব্বক মহৈশ্বর্য্যশালী হইয়া রাক্ষস ও বানরপতিদিগের সহিত উপগমন করিয়াছেন, তাঁহার অন্বেষিত বৃত্তান্ত কহিয়া এবং সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া পুনর্ব্বার আমার সন্নিধানে শীঘ্র আগমন করিবে। এতচ্ছ্রবণে পবন নন্দন মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া গরুড় ও পবন সদৃশ অতিবেগে নন্দিগ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

অনন্তর পবন কুমার শৃঙ্গিবের পুরীতে উপস্থিত হইয়া গুহকের সাক্ষাৎকার লাভ করণানন্তর সানন্দ চিত্তে ও মধুর,

রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সখা তে সহ সীতয়া।
সলক্ষ্মণস্ত্বং ধর্ম্মাত্মা ক্ষেমী কুশলমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
অনুজ্ঞাতোঽদ্য মুনিনা ভরদ্বাজেন রাঘবঃ।
আগমিষ্যতি তং দেবং দ্রক্ষ্যসি ত্বং রঘূত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥
এবমুক্ত্বা মহাতেজাঃ সংপ্রহৃষ্টতনূরুহম্।
উৎপপাত মহাবেগো বায়ুবেগেন মারুতিঃ ॥ ৪৯ ॥
সোঽপশ্যদ্রামতীর্থং চ সরয়ূং চ মহানদীম্।
তামতিক্রম্য হনুমান্নন্দিগ্রামং যযৌ মুদা ॥ ৫০ ॥
ক্রোশমাত্রে ত্বযোধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরম্।
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্ ॥ ৫১ ॥
মলপঙ্কাবদিগ্ধাঙ্গং জটিলং বল্কলাম্বরম্।
ফলমূলকৃতাহারং রামচিন্তাপরায়ণম্ ॥ ৫২ ॥
পাদুকে তে পুরস্কৃত্য শাসয়ন্তং বসুন্ধরাম্।
মন্ত্রিভিঃ পৌরমুখ্যৈশ্চ কাষায়াম্বরধারিভিঃ। ৫৩।
মূর্ত্তদেহং মূর্ত্তিমন্তং সাক্ষাদ্ধর্ম্মমিবস্থিতম্।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যং হনুমান্ মরুতাত্মজঃ। ৫৪
যং ত্বং চিন্তয়সে রামং তাপসং দণ্ডকে স্থিতম্।
অনুশোচসি কাকুৎস্থঃ স ত্বাং কুশলমব্রবীৎ ॥ ৫৫
প্রিয়মাখ্যামি তে দেব! শোকং ত্যজ সুদারুণম্।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে ভ্রাত্রা ত্বং রামেণ সহ সঙ্গতঃ। ৫৬ ॥
সমরে রাবণং হত্বা রামঃ সীতামবাপ্য চ।
উপয়াতি সমৃদ্ধার্থঃ সসীতঃ সহলক্ষ্মণঃ। ৫৭।
এবমুক্তো মহাতেজা ভরতো হর্ষমূর্চ্ছিতঃ।
পপাত ভুবি চাস্বস্থঃ কৈকেয়ীপ্রিয়নন্দনঃ ॥ ৫৮ ॥

বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—আপনার প্রিয় মিত্র ধর্ম্মাত্মা দাশরথি শ্রীমান রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আপনার নিকট কুশল সংবাদ বলিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; ভরদ্বাজ মুনির নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া তিনি আগমন করিবেন, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। মহাতেজস্বী পবন-তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অনিলবেগে উল্লম্ফন প্রদান করিয়া রামতীর্থ ও মহানদী সরযূ অবলোকন করিল। পরে সে সমুদায় অতিক্রম করিয়া পরমহর্ষে নন্দিগ্রামে উপনীত হইল। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

অযোধ্যার ক্রোশান্তর হইতেই অনিলতনয় দেখিল—ভরতের কৃষ্ণাজিন ও বল্কল পরিধান,—অবস্থা দীন—শরীর কৃশ ও মল পঙ্ক লিপ্ত—মস্তকে জটাভার—আহার বন্য ফল মূল এবং হৃদয় রামচিন্তায় আকুল। তিনি রাম-পাদুকাদ্বয় সম্মুখে সংস্থাপন পূর্ব্বক কাষায় বসন পরিধারী হইয়া প্রধান সচিবগণের সহিত পৃথিবী শাসন করিতেছেন। পবনকুমার ভরতকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্মের ন্যায় উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া করযোড়ে কহিতে লাগিল,—আপনি যে রামের জন্য চিন্তাপর হইয়াছেন, যে রাম তাপস বেশে দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং যাঁহার জন্য অনুক্ষণ পরিতাপ করিতেছেন সেই কাকুৎস্থ বংশোদ্ভব রামচন্দ্র আপনাকে কুশল সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

হে দেব! আপনি মহৎ শোক পরিত্যাগ করুন,—আমি আপনার নিকটে প্রিয়সংবাদ কহিতেছে—এই মুহূর্ত্তেই ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত আপনার সম্মিলন হইবে। রামচন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্রে লঙ্কাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার-করণানন্তর অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও জনক দুহিতা সীতা সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন। ৫৬। ৫৭।

হনূমান এই শুভসংবাদ প্রদান করিলে, কৈকেয়ীর প্রিয়

আলিঙ্গ্য ভরতঃ শীঘ্রং মারুতিং প্রিয়বাদিনম্।
আনন্দজৈরশ্রুজলৈঃ সিষেচ ভরতঃ কপিম্॥ ৫৯॥
দেবো বা মানুষো বা ত্বমনুক্রোশাদিহাগতঃ।
প্রিয়াখ্যানস্য তে সৌম্য! দদামি ব্রুবতঃ প্রিয়ম্॥ ৬০
গবাং শতসহস্রঞ্চ গ্রামাণাং চ শতং বরম্।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মুগ্ধাঃ কন্যাস্তু ষোড়শ॥ ৬১॥
এবমুক্ত্বা পুনঃ প্রাহ ভরতো মারুতাত্মজম্।
বহূনীমানি বর্ষাণি গতস্য সুমহদ্বনম্। ৬২।
শৃণোম্যহং প্রীতিকরং মম নাথস্য কীর্ত্তনম্।
কল্যাণী বত গাথেয়ং লৌকিকী প্রতিভাতি মে॥
এতি জীবন্তমানন্দো নরং বর্ষশতাদপি।
রাঘবস্য হরীণাঞ্চ কথমাসীৎ সমাগমঃ। ৬৪॥
তত্ত্বমাখ্যাহি ভদ্রং তে বিশ্বসেয়ং বচস্তব।
এবমুক্তোহথ হনুমান্ ভরতেন মহাত্মনা॥ ৬৫॥
আচচক্ষেহথ রামস্য চরিতং কৃৎস্নশঃ ক্রমাৎ।
শ্রুত্বা তু পরমানন্দং ভরতো মারুতাত্মজাৎ॥ ৬৬
আজ্ঞাপয়চ্ছত্রুহণং মুদাযুতং মুদান্বিতঃ।
দৈবতানি চ যাবন্তি নগরে রঘুনন্দন!। ৬৭।
নানোপহারবলিভিঃ পূজয়ন্তু মহাধিয়ঃ।
সূতা বৈতালিকাশ্চৈব বন্দিনস্তুতিপাঠকাঃ। ৬৮।
বারমুখ্যাশ্চ শতশো নির্য্যান্ত্বদ্যৈব সঙ্ঘশঃ।
রাজদারাস্তথামাত্যা সেনাহস্ত্যশ্বপত্তয়ঃ। ৬৯।
ব্রাহ্মণাশ্চ তথা পৌরা রাজানো যে সমাগতাঃ।
নির্য্যান্তু রাঘবস্যাদ্য দ্রষ্টুং শশিনিভাননম্॥ ৭০॥
ভরতস্য বচঃ শ্রুত্বা শত্রুঘ্নপরিচোদিতাঃ।
অলঞ্চক্রুশ্চ নগরীং মুক্তারত্নময়োজ্জ্বলৈঃ॥ ৭১॥

পরে মহাবলবান্ ভরত আনন্দে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন; এবং পুনরুত্থান পূর্ব্বক, শুভসংবাদ দাতা মরুতাত্মজ হনূমানকে শীঘ্র সমালিঙ্গন করতঃ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জনে মহাকপিকে অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং কহিতে লাগিলেন—আপনি দেবতা না মানব দয়া পরতন্ত্র হইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? হে সৌম্য! আপনি প্রিয়বাদী অতএব আমি আপনাকে কি প্রিয়বস্তু প্রদান করিব? শত সহস্র গাভী, এক শত উৎকৃষ্ট গ্রাম ও সর্ব্বাভরণভূষিতা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ষোড়শী কন্যা দান করিব। এইরূপ কহিয়া ভরত পবননন্দনকে পুনর্ব্বার বলিলেন—আমার নাথের মহারণ্য মধ্যে এই সমস্ত বৎসর বিগত হইয়াছে, অতএব তাঁহার প্রীতিকর কীর্ত্তন শ্রবণ করিব, কারণ ঐ সমস্ত আমার সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, অধিকন্তু রাঘবের সহিত বানরদিগের সমাগম কিরূপে হইল, শ্রবণ করিলে অপার আনন্দ উপস্থিত হয়, এক্ষণে আমার সমীপে তদ্বিষয় ব্যাখ্যা করুন। মহাত্মা ভরত এইরূপ কহিলে, পবনকুমার শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ক্রমান্বয়ে বলিতে লাগিল, ভরত তাহা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই আনন্দ লাভ করিল এবং স্বয়ং আনন্দ হৃদয়ে হৃষ্টচিত্ত শত্রুঘ্নকে আদেশ করিলেন যে, নগর মধ্যে দৈবকার্য্য আরম্ভ হউক। বিবিধ পূজোপকরণদ্বারা ব্রাহ্মণেরা পূজা করুন সূত বৈতালিক, বন্দী প্রভৃতি স্তুতি পাঠকেরা স্তুতি পাঠ করুক, শত শত প্রধানা বারাঙ্গনারা, রাজ দারা, অমাত্য, পদাতিক, অশ্বারোহী সেনা সমূহ দলে দলে অদ্যই নির্গত হউক—ব্রাহ্মণেরা, পৌরজনেরা ও সমবেত রাজারা শ্রীরামচন্দ্রের শশিমুখ দর্শনে বহির্গত হউন। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ভরতের বাক্য শুনিয়া শত্রুঘ্ন নানামুক্তা রত্নদ্বারা নগরীকে সুসজ্জীভূতা করিলেন; তোরণে বিবিধ চিত্রবিচিত্র পতাকা

তোরণৈশ্চ পতাকাভির্ব্বিচিত্রাভিরনেকধা ।
অলঙ্কুর্ব্বন্তি বেশ্মানি নানাবলিবিচক্ষণাঃ ॥ ৭২ ॥
নির্য্যান্তি বৃন্দশঃ সর্ব্বে রামদর্শনলালসাঃ ।
হয়ানাং শতসহস্রং গজানামযুতং তথা ॥ ৭৩ ॥
রথানাং দশসহস্রং স্বর্ণসূত্রবিভূষিতম্ ।
পারমেষ্ঠীন্যুপাদায় দ্রব্যাণ্যুচ্চাবচানি চ ॥ ৭৪ ॥
ততস্তু শিবিকারূঢ়া নির্যযু রাজযোষিতঃ ।
ভরতঃ পাদুকে ন্যস্য শিরস্যেব কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৭৫ ॥
শত্রুঘ্নসহিতো রামং পাদচারেণ নির্যযৌ ।
তদৈব দৃশ্যতে দূরাদ্বিমানঞ্চন্দ্রসন্নিভম্ ॥ ৭৬ ॥
পুষ্পকং সূর্য্যসঙ্কাশং মনসা ব্রহ্মনির্ম্মিতম্ ।
এতস্মিন্ ভ্রাতরৌ বীরৌ বৈদেহ্যা রামলক্ষ্মণৌ ॥
সুগ্রীবশ্চ কপিশ্রেষ্ঠো মন্ত্রিভিশ্চ বিভীষণঃ ।
দৃশ্যতে পশ্যত জনা ইত্যাহ পবনাত্মজঃ ॥ ৭৮ ॥
ততো হর্ষসমুদ্ভূতো নিঃস্বনো দিবমস্পৃশৎ ।
স্ত্রীবালযুববৃদ্ধানাং রামোঽয়মিতি কীর্ত্তনাৎ ॥ ৭৯ ॥
রথকুঞ্জরবাজিস্থা অবতীর্য্য মহীং গতাঃ ।
দদৃশুস্তে বিমানস্থং জনাঃ সোমমিবাম্বরে ॥ ৮০ ॥
প্রাঞ্জলির্ভরতো ভূত্বা প্রহৃষ্টো রাঘবোন্মুখঃ ।
ততো বিমানাগ্রগতং ভরতো রাঘবং মুদা ॥ ৮১ ॥
ববন্দে প্রণতো রামং মেরুস্থমিব ভাস্করম্ ।
ততো রামাভ্যনুজ্ঞাতং বিমানমপতদ্ভুবি ॥ ৮২ ॥
আরোপিতো বিমানং তদ্ভরতঃ সানুজস্তদা ।
রামমাসাদ্য মুদিতঃ পুনরেবাভ্যবাদয়ৎ ॥ ৮৩ ॥
সমুত্থাপ্য চিরাৎ দৃষ্টং ভরতং রঘুনন্দনঃ ।
ভ্রাতরং স্বাঙ্কমারোপ্য মুদা তং পরিষস্বজে ॥ ৮৪ ॥

উড্ডীয়মানা হইল—ভবন সমুদায় নানা আভরণে অলঙ্কৃত হইল। শত সহস্র অশ্ব, অযুত হস্তি, দশ সহস্র সুবর্ণ-সূত্র-বিভূষিত রথবৃন্দ রাম দর্শন লালসায় নির্গত হইল; অনন্তর রাজ যোষিদ্‌বর্গ নানা উপচার দ্রব্য সমূহ সমভিব্যাহারে করিয়া শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন, পরে ভরত রামচন্দ্রের পাদুকা স্বীয় মস্তকে সংস্থাপন করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত পদব্রজে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে, দূর হইতে বিমানস্থ ব্রহ্মা নির্ম্মিত সূর্য্য সঙ্কাশ পুষ্পক রথের উপরি মহাবীর শ্রীরাম ও অনুজ লক্ষ্মণ এবং বিদেহপুত্রী জানকী উপবিষ্ট থাকায় বিমান যেন চন্দ্রের ন্যায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭।

অনন্তর হনূমান কহিতে লাগিল ঐ দেখ কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব এবং মন্ত্রি পরিবৃত বিভীষণকে দেখা যাইতেছে, অনতি পরে স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধেরা শ্রীরামচন্দ্রকে অবলোকন করিবা মাত্র "ঐ শ্রীরাম আসিতেছেন" ইত্যাকার হর্ষ সূচক শব্দ গগণ স্পর্শ করিল। পরে অশ্বারোহী অশ্ব হইতে, গজারোহী গজ হইতে ও রথারোহী রথ হইতে, অবতীর্ণ হইয়া বিমানস্থ রামচন্দ্রকে গগণাধরস্থ চন্দ্রের ন্যায় সন্দর্শন করিতে লাগিল, । ৭৮। ৭৯। ৮০।

অনন্তর ভরত অতিশয় হর্ষসহকারে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বিমানাগ্রগত শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন এবং পর্ব্বত শিখরস্থ ভাস্করের ন্যায় রামচন্দ্রকে বন্দনা করিতে লাগিলেন, অমনি রামচন্দ্র প্রভৃতির আদেশবর্ত্তী হইয়া রথ ধরণীতলে অবতীর্ণ হইল, তখন ভরত ও শত্রুঘ্ন পুষ্পক রথ আরোপিত করিয়া এবং রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর রঘুনাথ রামচন্দ্র ভরতকে বিলম্বে উঠিতে

সুগ্রীবং জাম্ববন্তং চ যুবরাজং তথাঙ্গদম।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাংশ্চ ঋষভঞ্চৈব সস্বজে ॥ ৮৬ ॥
সুষেণং চ নলং চৈব গবাক্ষং গন্ধমাদনম্।
শরভং পনসং চৈব ভরতঃ পরিষস্বজে। ৮৭।
সর্ব্বে তে মানুষং রূপং কৃত্বা ভরতমাদৃতাঃ।
পপ্রচ্ছুঃ কুশলং সৌম্যাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥৮৮
ততঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য ভরতঃ প্রাহ ভক্তিতঃ।
ত্বৎসহায়েন রামস্য জয়োঽভূদ্রাবণো হতঃ ॥ ৮৯ ॥
ত্বমস্মাকং চতুর্ণাং তু ভ্রাতা সুগ্রীব! পঞ্চমঃ।
শত্রুঘ্নশ্চ তদা রামমভিবাদ্য সলক্ষ্মণম্। ৯০।
সীতায়াশ্চরণৌ পশ্চাদ্ববন্দে বিনয়ান্বিতঃ।
রামো মাতরমাসাদ্য বিবর্ণাং শোকবিহ্বলাম্। ৯১
জগ্রাহ প্রণতঃ পাদৌ মনো মাতুঃ প্রসাদয়ন্।
কৈকেয়ীং চ সুমিত্রাঞ্চ ননামেতরমাতরঃ ॥ ৯২ ॥
ভরতঃ পাদুকে তে তু রাঘবস্য সুপূজিতে।
যোজয়ামাস রামস্য পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ। ৯৩।
রাজ্যমেতন্ন্যাসভূতং ময়া নির্যাতিতং তব।
অদ্য মে সফলং জন্ম ফলিতো মে মনোরথঃ। ৯৪
যৎপশ্যামি সমায়াতমযোধ্যাং ত্বামহং প্রভো!।
কোষ্ঠাগারং বলং কোশং কৃতং দশগুণং ময়া। ৯৫
ত্বত্তেজসা জগন্নাথ! পালয়স্ব পুরং স্বকম্।

দেখিয়া বিভীষণ ও তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে সাহ্লাদে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্ব্বক জনকরাজদুহিতার নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলেন, পশ্চাৎ তিনি যাঁহারা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়াছিলেন সেই সুগ্রীব, জাম্ববান্, যুবরাজ অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ঋষভ, সুষেণ নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ ও পনসকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬।

সমস্ত প্লবগেরা মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভরতকে সমাদর করতঃ তাঁহার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর মহামতি ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে কহিতে লাগিলেন, আপনার সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র মহাবীর দশাননকে বিনাশ করিয়া যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন; হে সুগ্রীব! আপনি আমাদিগের চারি ভ্রাতার পঞ্চম। পরে শত্রুঘ্ন প্রথমতঃ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া, পরে লক্ষ্মণকে অভিবাদন করিলেন, অনন্তর বিনয়াবনত হইয়া জানকীর চরণে নমস্কার করিলেন ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০।

শ্রীরাম স্বীয় জননী কৌশল্যাকে মলিনা ও শোকবিহ্বলা দর্শন করণানন্তর তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী প্রভৃতি অপরাপর জননীদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। ভরত রামচন্দ্রের যে পাদুকাদ্বয় চতুর্দ্দশ বর্ষ পূজা করিতেছিলেন, তাহা এক্ষণে অতিশয় ভক্তির সহিত শ্রীরামের পাদপদ্মে সংযোজিত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, হে রঘুনাথ! আপনার রাজ্য এই কাষ্ঠপাদুকায় ন্যস্ত ছিল, অদ্য আমার মনোবাঞ্ছা সফলীভূত হইল এবং আমার জন্মও সার্থক হইল। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪।

হে প্রভো! অদ্য আমি আপনাকে অযোধ্যা নগরীতে সমাগত সন্দর্শন করিলাম; হে জগন্নাথ! আমি ধান্যাদি স্থাপন গৃহ, সেনা ও ধন দশগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছি, এক্ষণে আপনি স্বয়ং স্বীয় তেজে পৃথিবী পালন করুন কপীশ্বরগণ ভরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি

ইতি ব্রুবাণং ভরতং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে কপীশ্বরাঃ ॥ ৯৬
মুমুচুর্নেত্রজং তোয়ং প্রশশংসুর্মুদান্বিতাঃ।
ততো রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা ভরতং স্বাঙ্কগং মুদা ॥ ৯৭
যযৌ তেন বিমানেন ভরতস্যাশ্রমং তদা।
অবরুহ্য তদা রামো বিমানাগ্র্যান্মহীতলম্। ৯৮।
অব্রবীৎপুষ্পকং দেবো গচ্ছ বৈশ্রবণং বহ।
অনুগচ্ছানুজানামি কুবেরং ধনপালকম্ ॥ ৯৯
রামো বশিষ্ঠস্য গুরোঃ পদাম্বুজং
নত্বা যথা দেবগুরোঃ শতক্রতুঃ।
দত্ত্বা মহার্হাসনমুত্তমং গুরো-
রুপাবিবেশাথ গুরোঃ সমীপতঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্র প্রফুল্লান্তঃকরণে ভরতকে আপনার ক্রোড়ে লইয়া, সেই বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতের আশ্রমে গমন করিলেন; তথায় বিমান হইতে ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে তুমি প্রতিগমন করিয়া কুবেরকে বহন কর, কারণ আমি জানি তুমি সেই ধন পালকেরই অনুগমন করিয়া থাক। পরে শচিপতি ইন্দ্র যেমন দেবগুরুকে নমস্কার করিয়া থাকেন, শ্রীরামচন্দ্রও কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের পাদপদ্ম সেই রূপে গ্রহণ করিলেন, এবং গুরুর উপবেশনের জন্য একখানি মহামূল্য উত্তম আসন প্রদান করিয়া স্বয়ং গুরুর সমীপে উপবিষ্ট হইলেন। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ততস্তু কৈকেয়ীপুত্রো ভরতো ভক্তিসংযুতঃ।
শিরস্যঞ্জলিমাধায় জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমব্রবীৎ। ১।
মাতা মে সৎকৃতা রাম! দত্তং রাজ্যং ত্বয়া মম
দদামি তত্তে চ পুনর্যথা ত্বমদদা মম। ২।
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োর্ভক্ত্যা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
বহুধা প্রার্থয়ামাস কৈকেয্যা গুরুণা সহ। ৩।
তথেতি প্রতিজগ্রাহ ভরতাদ্রাজ্যমীশ্বরঃ।
মায়ামাশ্রিত্য সকলাং নরচেষ্টামুপাগতঃ। ৪।
স্বারাজ্যানুভবো যস্য সুখজ্ঞানৈকরূপিণঃ।
নিরস্তাতিশয়ানন্দরূপিণঃ পরমাত্মনঃ। ৫।
মানুষেণ তু রাজ্যেন কিং তস্য জগদীশিতুঃ?।
যস্য ভ্রূভঙ্গমাত্রেণ ত্রিলোকী নশ্যতি ক্ষণাৎ। ৬
যস্যানুগ্রহমাত্রেণ ভবন্ত্যাখণ্ডলশ্রিয়ঃ।
লীলাসৃষ্টমহাসৃষ্টেঃ কিমুতৈতদ্রমাপতেঃ। ৭।
তথাপি ভক্ততাং নিত্যং কামপূরবিধিৎসয়া।
লীলামানুষদেহেন সর্ব্বমপ্যনুবর্ত্ততে ॥ ৮ ॥
ততঃ শত্রুঘ্নবচনান্নিপুণঃ শ্মশ্রুকৃন্তকঃ।
সংভারাশ্চাভিষেকার্থং আনীতা রাঘবস্য হি ॥

অনন্তর কৈকেয়ী পুত্র ভরত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মস্তকোপরি ভক্তিপূর্ব্বক অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া বলিলেন—হে রামচন্দ্র! আমার জননী আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়া আপনাকে বনবাসী করিয়াছিলেন, আপনি সেই বাক্য প্রতিপালন করিয়াছেন এবং আপনিই আমাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন এক্ষণে আপনাকে পুনর্ব্বার সেই রাজ্য প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৈকেয়ীর সহিত বহু প্রকারে প্রার্থনা করিলেন যে, আপনি সচ্চিদানন্দ অতএব এই তনয়ের নিকট হইতে রাজ্য পুনর্গ্রহণ করুন। আপনার ঈশ্বরত্ব হেতু সংসার সুখ ও ব্রহ্মানন্দ রূপ জ্ঞান উভয়ই তুল্য; অতএব মনুষ্য হইয়া এই বিস্তৃত রাজ্যে প্রয়োজন কি? যাঁহার ভ্রূভঙ্গিমায় ত্রিলোক ক্ষণার্দ্ধ মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায়, যাঁহার অনুগ্রহমাত্রে আখণ্ডল শ্রীসমুদ্ভূতা থাকে—যাঁহার লীলায় এই মহ সৃষ্টি সৃজত হইয়াছে, হে রমাপতে! তাঁহারই এই অযোধ্যা রাজ্য। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।

ভক্তদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য আপনি স্বকীয় লীলাদ্বারা মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া লোক সমস্তকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত মনুষ্যবৎ ব্যবহার করিতেছেন। অনন্তর ক্ষৌরকারেরা শত্রুঘ্নের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া দাশরথির অভিষেকজন্য সাগর সলিল আনয়ন করিল। প্রথমতঃ ভরত, মহাত্মা

পূর্ব্বং তু ভরতে স্নাতে লক্ষ্মণে চ মহাত্মনি ।
সুগ্রীবে বানরেন্দ্রে চ রাক্ষসেন্দ্রে বিভীষণে ॥ ১০
বিশোধিতজটঃ স্নাতশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ ।
মহার্হবসনোপেতস্তস্থৌ তত্র শ্রিয়া জ্বলন । ১১ ।
প্রতিকর্ম্মং চ রামস্য লক্ষ্মণশ্চ মহামতিঃ ।
কারয়ামাস ভরতঃ সীতায়া রাজযোষিতঃ ॥ ১২
মহার্হবস্ত্রাভরণৈরলঙ্কুর্ব্বঃ সুমধ্যমাম্ ।
ততো বানরপত্নীনাং সর্ব্বাসামেব শোভনা । ১৩
অকারয়ত কৌশল্যা প্রহৃষ্টা পুত্রবৎসলা ।
ততঃ স্যন্দনমাদায় শত্রুঘ্নবচনাৎ সুধীঃ ॥ ১৪ ॥
সুমন্ত্রঃ সূর্য্যসঙ্কাশং যোজয়িত্বাগ্রতস্থিতঃ ।
আরুরোহ রথং রামঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ । ১৫ ।
সুগ্রীবো যুবরাজশ্চ হনুমাংশ্চ বিভীষণঃ ।
স্নাত্বা দিব্যাম্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতাঃ । ১৬ ।
রামমন্বীয়ুরগ্রে চ রথাশ্বগজবাহনাঃ ।
সুগ্রীবপত্ন্যঃ সীতা চ যযুর্যানৈঃ পুরং মহৎ ॥ ১৭ ॥
বজ্রপাণিযথা দেবৈর্হরিতাশ্বরথে স্থিতঃ ।
প্রযযৌ রথমাস্থায় তথা রামো মহৎপুরম্ ॥ ১৮
সারথ্যং ভরতশ্চক্রে রত্নদণ্ডং মহাদ্যুতিঃ ।
শ্বেতাতপত্রং শত্রুঘ্নো লক্ষ্মণো ব্যজনং দধে ॥ ১৯
চামরং চ সমীপস্থো ন্যবীজয়দরিন্দমঃ ।
শশিপ্রকাশং ত্বপরং জগ্রাহাসুরনায়কঃ ॥ ২০ ॥
দিবিস্থৈঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ ঋষিভির্দিব্যদর্শনৈঃ ।
স্তূয়মানস্য রামস্য শুশ্রুবে মধুরধ্বনিঃ । ২১ ।
মানুষং রূপমাস্থায় বানরা গজবাহনাঃ ।
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গপণবানকৈঃ । ২২ ।

লক্ষ্মণ, বানরেন্দ্র সুগ্রীব, রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ কেশ সংস্কারানন্তর কৃতস্নাত হইয়া, অগুরু, চন্দন কুসুমমাল্য ও মহামূল্য বসন ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণদেব শ্রীরামচন্দ্রের বেশভূষা করাইয়া দিলেন এবং ভরত ও দশরথ পত্নীগণ সীতার বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

অনন্তর পৌরজনেরা মহামূল্য বসন ও বিবিধ ভূষণে জানকীকে অলঙ্কৃতা করিলেন এবং বানরপত্নীদিগেরও বেশ ভূষা করিয়া দিলেন। তদনন্তর সুমন্ত্র শত্রুঘ্ন বাক্য শ্রবণে সূর্য্যসঙ্কাশ রথ লইয়া রামাগ্রে উপস্থিত হইলে সত্য-ধর্ম্মপরায়ণ রামচন্দ্র বিমানারোহণ করিলেন। সুগ্রীব, যুব-রাজ অঙ্গদ, হনূমান ও বিভীষণ স্নানানন্তর দিব্যাম্বর পরিধান করিলেন ও দিব্য ভূষণে ভূষিত হইলেন; অশ্বারোহী, গজা-রোহী, রথী ও পদাতিগণ শ্রীরামের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, এবং সুগ্রীবপত্নী ও সীতা বিমানারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন। সহস্রাক্ষ যেমন সুরগণে পরি-বৃত হইয়া হরিত অশ্ব সংযোজিত রথে আরোহণ করিতেন; সেই রূপ রামচন্দ্র পরিজন বেষ্টিত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরী গমন করিলেন; মহাতেজা ভরত রত্ন দণ্ড গ্রহণ করিয়া সারথি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শত্রুঘ্ন শ্বেতাতপত্র ধারণ ও লক্ষ্মণ চামর ব্যজন করিলেন। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। সমীপবর্ত্তী অরিন্দম সুগ্রীব চামর ব্যজন করিতে লাগিল এবং অসুরনায়ক বিভীষণ স্বচ্ছপ্রকাশ ধারণ করিলেন। সিদ্ধ-সঙ্ঘ ও দিব্য দর্শন ঋষিগণ শ্রীরামের স্তুতি বাদ প্রবান মধুরবৎ কর্ণগোচর হইতে লাগিলেন; গজবাহন

প্রযযৌ রাঘবশ্রেষ্ঠস্তাং পুরীং সমলঙ্কৃতাম্
দদৃশুস্তে সমায়ান্তং রাঘবং পুরবাসিনঃ ॥ ২৩ ॥

দূর্ব্বাদলশ্যামতনুং মহার্হ-
কিরীটরত্নাভরণাচিতাঙ্গম্।
আরক্তকঞ্জায়তলোচনান্তং
দৃষ্ট্বা যযুর্ম্মোদমতীব পুণ্যাঃ ॥ ২৪ ॥

বিচিত্ররত্নাঞ্চিতসূত্রনদ্ধ-
পীতাম্বরং পীনভুজান্তরালম্।
অনর্ঘ্যমুক্তাফলদিব্যহারৈ-
র্ব্বিরোচমানং রঘুনন্দনং প্রজাঃ। ২৫ ।

সুগ্রীবমুখ্যৈর্হরিভিঃ প্রশান্তৈ-
র্নিষেব্যমাণং রবিতুল্যভাসম্।
কস্তূরিকাচন্দনলিপ্তগাত্রং
নিবীতকল্পদ্রুমপুষ্পমালম্। ২৬

শ্রুত্বা স্ত্রিয়ো রামমুপাগতং মুদা
প্রহর্ষবেগোৎকলিতাননশ্রিয়ঃ।
অপাস্য সর্ব্বং গৃহকার্য্যমাহিতং
হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্ট্বা হরিং সর্ব্বদৃগুৎসবাকৃতিং
পুষ্পৈঃ কিরন্ত্যঃ স্মিতশোভিতাননাঃ।
দৃগ্‌ভিঃ পুনর্নেত্রমনোরসায়নং
স্বানন্দ মূর্ত্তিং মনসা ভিরে ভিরে ॥ ২৮ ॥

রামঃ স্মিতস্নিগ্ধদৃশাঃ প্রজাস্তথা
পশ্যন্ প্রজানাথ ইবাপরঃ প্রভুঃ।
শনৈর্জগামাথ পিতুঃ স্বলঙ্কৃতং
গৃহং মহেন্দ্রালয়সন্নিভং হরিঃ ॥ ২৯ ॥

বানর সকল মনুষ্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া, ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও পণব নিনাদে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিল ; রাঘব শ্রেষ্ঠ সমলঙ্কৃত অযোধ্যাপুরীতে প্রবেশ করিলেন, ইত্যবসরে পুরবাসীগণ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম, মহার্হ কিরীট রত্নাভরণ বিভূষিত, আরক্ত কমল লোচন রামকে সমাগত দর্শনে অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতে লাগিল। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

রঘুনন্দন বিচিত্র রত্নযুক্ত স্বর্ণময় কটিসূত্রদ্বারা পীতাম্বার বন্ধন করিয়া, মহামূল্য দিব্য মুক্তাহার কণ্ঠেধারণ করতঃ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন ; কস্তূরিকাও অগুরু চন্দনে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে অনুলিপ্ত ও কল্পদ্রুম মালা কণ্ঠলম্বিত হইলে, সুগ্রীব প্রভৃতি প্রশান্তচিত্ত বানরগণ রবি কিরণ সন্নিভ রামচন্দ্রের সেবানুরক্ত হইল ; পুরবাসিনী স্ত্রীগণ শ্রীরাম আগমন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া সমস্ত গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলঙ্কৃতা হইয়া, আনন্দোচ্ছাসিত বদনে প্রসাদোপরি আরোহণ করিল ; রামচন্দ্রের কান্তি যেন সর্ব্বদিক আনন্দে উচ্ছলিত করিতে করিতে আগমন করিতেছে দেখিয়া, সস্মিত বদনা রমণীগণ প্রফুল্ল হৃদয়ে যেন চক্ষু ও মন দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন লোক সমূহকে পরিদর্শন করেন, সেইরূপ, রমানাথ রামচন্দ্র ঈষদ্ধাস্য সংযুক্ত হইয়া প্রজা পুঞ্জ পরিদর্শন করিতে লাগিলেন ; এবং মহেন্দ্র যেরূপ সুরালয়ে গমন করেন, শ্রীহরি রামচন্দ্র সেইরূপ মণি মাণিক্য খচিত জনকগৃহে মৃদুমন্দ গমনে প্রবেশ করিলেন। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

প্রবিশ্য বেশ্মান্তরসংস্থিতো মুদা
রামো ববন্দে চরণৌ স্বমাতুঃ।
ক্রমেণ সর্ব্বাঃ পিতৃযোষিতঃ প্রভু-
র্ননাম ভক্ত্যা রঘুবংশকেতুঃ ॥ ৩০ ॥
ততো ভরতমাহেদং রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
সর্ব্বসম্পৎসমাযুক্তং মম মন্দিরমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥
মিত্রায় বানরেন্দ্রায় সুগ্রীবায় প্রদীয়তাম্।
সর্ব্বেভ্যঃ সুখবাসার্থং মন্দিরাণি প্রকল্পয় ॥ ৩২ ॥
রামেণৈব সমাদিষ্টো ভরতশ্চ তথাকরোৎ।
উবাচ চ মহাতেজাঃ সুগ্রীবং রাঘবানুজঃ। ৩৩।
রাঘবস্যাভিষেকার্থং চতুঃসিন্ধুজলং শুভম্।
আনেতুং প্রেষয়স্বাশু দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্। ৩৪
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো জাম্বন্তং মরুৎসুতম্।
অঙ্গদং চ সুষেণং চ তে গত্বা বায়ুবেগতঃ ॥ ৩৫।
জলপূর্ণাংশ্চ শাতকুম্ভকলশাংশ্চ সমানয়ন্।
আনীতং তীর্থসলিলং শত্রুঘ্নো মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৩৬
রাঘবস্যাভিষেকার্থং বশিষ্ঠায় ন্যবেদয়ৎ।
ততস্তু প্রযতো বৃদ্ধো বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ। ৩৭।
রামং রত্নময়ে পীঠে সসীতং সন্ন্যবেশয়ৎ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালির্গৌতমস্তথা ॥ ৩৮ ॥
বাল্মীকিশ্চ তথা চক্রুঃ সর্ব্বে রামাভিষেচনম্।
কুশাগ্রতুলসীযুক্তপুণ্যগন্ধজলৈর্মুদা ॥ ৩৯ ॥
অভ্যষিঞ্চন্ রঘুশ্রেষ্ঠং বাসবং বসবো যথা।
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ কন্যাভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥
সর্ব্বৌষধীরসৈশ্চৈব দৈবতৈর্নভসি স্থিতৈঃ।
চতুর্ভির্লোকপালৈশ্চ স্তুবদ্ভিঃ সগণৈস্তথা ॥ ৪১ ॥
ছত্রং চ তস্য জগ্রাহ শত্রুঘ্নঃ পাণ্ডুরং শুভম্।
সুগ্রীবরাক্ষসেন্দ্রৌ তৌ দধতুঃ শ্বেতচামরে। ৪২।

রঘুবংশকেতু রামচন্দ্র স্বমাতৃ ভবনে প্রবেশ করিয়া কৌশল্যা চরণে প্রণিপাত করিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে পিতার অপরাপর স্ত্রীদিগকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সত্য পরাক্রম রামচন্দ্র ভরতকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমার গৃহ অতি উত্তম ও সমস্ত সম্পদে সমাযুক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আমার প্রিয় মিত্র কপিরাজ সুগ্রীবকে গৃহ প্রদান কর, পরে অন্যান্য বানরগণ ও বিভীষণের নিমিত্ত বাসস্থান নির্দ্দেশ কর। রাম এইরূপ আদেশ করিবামাত্র ভরত সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। অনন্তর মহাতেজা রাঘবানুজ কহিলেন, রঘুনাথের অভিষেকার্থ চতুঃসাগর হইতে পবিত্র জল আনয়ন করিবার জন্য অতি বিক্রমশালী দূত সকলকে প্রেরণ করুন। তচ্ছ্রবণে কপিরাজ সুগ্রীব জাম্ববান্, হনুমান, অঙ্গদ ও সুষেণকে প্রেরণ করিলেন, তাহারাও অতি বেগে গমন পূর্ব্বক সুবর্ণ কলশপূর্ণ জল আনয়ন করিল। অনন্তর শত্রুঘ্ন অমাত্যগণ পরিবৃত হইয়া বশিষ্ঠ দেবের নিকট রামাভিষেক বিষয় নিবেদন করিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬

অনন্তর স্থবির বশিষ্ঠ দেব ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে সসীত রামচন্দ্রকে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন, পরে বামদেব, জাবালি, গৌতম, এবং বাল্মীকি কুশাগ্র ও তুলসী সংযুক্ত সুগন্ধি পবিত্র সলিল দ্বারা রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। বিষ্ণু যেমন বাসবকে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ ঋত্বিক ব্রাহ্মণগণ অমাত্য পরিবৃত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। দেবতা সকল নভোমণ্ডলে অবস্থিতি করিয়া এবং বশিষ্ঠ, চতুর্লোকপাল ও স্বজন পরিবৃত হইয়া সর্ব্বৌষধীরসে রামচন্দ্রকে অভিষেক করিলেন। শত্রুঘ্ন অতি শোভা সম্পন্ন শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ

মালাং চ কাঞ্চনীং বায়ুর্দদৌ বাসবচোদিতঃ।
সর্ব্বরত্নসমাযুক্তং মণিকাঞ্চনভূষিতম॥ ৪৩॥
দদৌ হারং নরেন্দ্রায় স্বয়ং শক্রস্তু ভক্তিতঃ।
প্রজগুর্দেবগন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ৪৪॥
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত খাৎ।
নবদূর্ব্বাদলশ্যামং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্॥ ৪৫॥
রবিকোটিপ্রভাযুক্তকিরীটেন বিরাজিতম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং পীতাম্বরসমাবৃতম্॥ ৪৬॥
দিব্যাভরণসম্পন্নং দিব্যচন্দনলেপনম্।
অযুতাদিত্যসঙ্কাশং দ্বিভুজং রঘুনন্দনম্। ৪৭।
বামভাগে সমাসীনাং সীতাং কাঞ্চনসন্নিভাম্।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নাং বামাঙ্কে সমুপস্থিতাম্॥ ৪৮॥
রক্তোৎপলকরাম্ভোজাং বামেনালিঙ্গ্য সংস্থিতম্।
সর্ব্বাতিশয়শোভাঢ্যং দৃষ্ট্বা ভক্তিসমন্বিতঃ॥ ৪৯॥
উময়া সহিতো দেবঃ শঙ্করো রঘুনন্দনম্।
সর্ব্বদেবগণৈর্যুক্তঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে॥ ৫০॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নমোঽস্তু রামায় সশক্তিকায়
নীলোৎপলশ্যামলকোমলায়।
কিরীটহারাঙ্গদভূষণায়
সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায়॥ ৫১॥
ত্বমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ
সৃজস্যবস্যৎসি চ লোকজাতম্।
স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ত্বং
যৎ স্বে সুখেঽজস্ররতোঽনবদ্যঃ॥ ৫২॥

করিলেন, সুগ্রীব ও রাক্ষসাধিপতি বিভীষণ শ্বেত চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। বায়ু বাসব প্রেরিত সর্ব্বরত্ন সমাযুক্ত মণি কাঞ্চন বিভূষিত কাঞ্চনী ও মালা প্রদান করিলেন। স্বয়ং দেবরাজ ভক্তি সহকারে রঘুপতিকে হার প্রদান করিলেন। দেব গন্ধর্ব্ব সকলেই আগমন করিয়াছিলেন এবং অপ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য আরম্ভ করিল। স্বর্গে দুন্দুভি ধ্বনি এবং পদ্মপলাশলোচন নবদূর্ব্বাদল শ্যাম রামচন্দ্রোপরি অবিরল ধারায় কুসুম বৃষ্টি হইতে লাগিল; কিরীট মধ্যে যেন কোটি সূর্য্যের আভা বিরাজিত হইতে লাগিল, তাঁহার কান্তি কোটি কন্দর্পের ন্যায় হইল, এবং তিনি দিব্য পীতাম্বর পরিধান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

তিনি দিব্যাভরণ সম্পন্ন ও দিব্য অগুরু চন্দনানুলিপ্ত হইলেন; তাঁহার বাহুদ্বয়ে অযুত আদিত্য সন্নিভ আভা বহির্ভূত হইতে লাগিল। এবং বামভাগে বিবিধ ভূষণ বিভূষিতা হিরণ্ময়ী জনকদুহিতা জানকী আসীনা হইলেন এবং রক্তোৎপল বামকর দ্বারা সমালিঙ্গনে সর্ব্বাতিশয় শোভা দর্শন করিয়া পিনাকপাণি মহাদেব ঈশানী সমভিব্যাহারে সর্ব্বদেব পরিবৃত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের স্তব আরম্ভ করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

হে দেব! আপনি মায়াশক্ত্যবতার সীতার সহিত অবস্থিতি করিতেছেন, আপনার কান্তি নীলকমলের ন্যায় শ্যামল ও কোমল—আপনি কিরীট, হার, কেয়ূর ভূষণে ভূষিত, আপনি মহাপ্রভান্বিত সিংহাসনে উপবিষ্ট, আপনাকে নমস্কার করি।

লীলাং বিধৎসে গুণসম্বৃতস্ত্বং
প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতোঃ।
নানাবতারৈঃ সুরমানুষাদ্যৈঃ।
প্রতীয়সে জ্ঞানিভিরেব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥
স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং
বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ।
উপর্যধো ভান্বনিলোডুপৌষধী-
প্রবর্ষরূপোঽবসি নৈকধা জগৎ ॥ ৫৪ ॥
ত্বমিহ দেহভৃতাং শিখিরূপঃ
পচসি ভক্তমশেষমজস্রম্।
পবনপঞ্চকরূপসহায়ো
জগদখণ্ডমনেন বিভর্ষি ॥ ৫৫ ॥

চন্দ্রসূর্য্যশিখিমধ্যগতং
যত্তেজ ঈশ ! চিদশেষতনূনাম্।
প্রাভবত্তনুভৃতামিহ ধৈর্য্যং
শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্ ॥ ৫৬ ॥
ত্বং বিরিঞ্চিশিব বিষ্ণুবিভেদাৎ-
কালকর্ম্মশশিসূর্য্যবিভাগাৎ।
বাদিনাং পৃথগিবেশে ! বিভাসি
ব্রহ্মনিশ্চিতমনন্যদিহৈকম্ ॥ ৫৭ ॥
মৎস্যাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ।
শ্রুতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ।
তথৈব সর্ব্বং সদসদ্বিভাগ-
স্ত্বমেব নান্যদ্ভবতো বিভাতি ॥ ৫৮ ॥
যদ্যৎসমুৎপন্নমনন্তসৃষ্টৌ
উৎপৎস্যতে যচ্চ ভবচ্চ যচ্চ।

আপনি একাই আদি, মধ্য ও অন্ত বিহীন—আপনি নিজ মায়ায় লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং ঐ মায়ায় লিপ্ত নহেন। আপনি মায়াদ্বারা জীবাদি সৃজন করিয়াছেন এবং ঐ জীব বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আপনি তদ্দোষ ভাগী নহেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নানা গুণপূর্ণ হইয়া শরণাগত ভক্তদিগের মোক্ষ বিধানের নিমিত্ত উপেন্দ্রাদি ও রামকৃষ্ণাদি নানা অবতার দ্বারা স্বকীয় লীলা প্রকাশ হেতু; আপনাকে নিত্য জ্ঞানীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি নিজ অংশে লোক সকল সৃজন করিয়া অধোভাগে ফণীশ্বর এবং উপরে সূর্য্য, বায়ু, চন্দ্র, ওষধ্যাদি, মেঘ প্রভৃতি বহুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহ জগতে আপনি দেহাভ্যন্তরস্থ জঠরানল হইয়া সমুদায় পরিপাক করিতেছেন; আপনি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান হইয়া প্রাণীমাত্রেরই আশ্রয় দাতা। হে জগদীশ! চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নি মধ্যে যে তেজ উদ্ভূত হয়, তাহাই শরীরিদিগের চৈতন্য, অনভূতদিগের শৌর্য্য এবং ধৈর্য্য, এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুঃ কিন্তু এই সমস্তই আপনার স্বভাব। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। হে পরমেশ্বর! শিবপরায়ণ ব্যক্তি শিবকে, বিষ্ণুপারয়ণ ব্যক্তি বিষ্ণুকে, চন্দ্র পরায়ণ লোক চন্দ্রকে, সূর্য্য পরায়ণ লোক সূর্য্যকে জগদীশ্বর বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, বস্তুতঃ তৎ সমস্তই আপনি। পুরাণে কথিত আছে, আপনি যেমন মৎস্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দশরূপ ধারণ করিয়াছেন, সেইরূপ লোকে আপনাকে সদসদ্বিভাগ করিয়া থাকে। এই অনন্ত সৃষ্টিতে স্থাবর জঙ্গমাদি যে সমুদয় বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে তৎসমুদয়ের কোনটিও আপনা হইতে বিভিন্ন বলিয়া উপলক্ষিত হয় না। মনুষ্যমাত্রই আপনার মায়ায় সমাবৃত আছে। সুতরাং আপানার তত্ত্বাবগত হইতে অক্ষম, কিন্তু আপনাতেই তত্ত্বসংলগ্ন আছে। ব্রহ্মাদি কেহই আপনার চৈতন্যরূপ অবগত নহেন, তবে বহিরর্থ

ন দৃশ্যতে স্থাবরজঙ্গমাদৌ
ত্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরস্ত্বম্ ॥ ৫৯ ॥
তত্ত্বং ন জানন্তি পরাত্মনস্তে
জনাঃ সমস্তাস্তব মায়য়াতঃ।
ত্বদ্ভক্তসেবামলমানসানাং
বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্ ॥ ৬০ ॥
ব্রহ্মাদয়স্তেন বিদুঃ স্বরূপং
চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ
ততো বুধস্ত্বামিদমেব রূপং
ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ। ৬১।
অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং
দিশামি মন্ত্রং তব রামনাম ॥ ৬২ ॥
ইমং স্তবন্নিত্যমনন্যভক্ত্যা
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ।
তে সর্বসৌখ্যং পরমং চ লব্ধ্বা
ভবৎপদং যান্তু ভবৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

রক্ষোঽধিপেনাখিলদেবসৌখ্যং
হৃতং চ মে ব্রহ্মবরেণ দেব!।
পুনশ্চ সর্বং ভবতঃ প্রসাদাৎ
প্রাপ্তং হতো রাক্ষসদুষ্টশত্রুঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবা উচুঃ

হৃতা যজ্ঞভাগা ধরাদেবদত্তা
মুরারে! খলেনাদিদৈত্যেন বিষ্ণো!।
হতোঽদ্য ত্বয়া নো বিতানেষু ভাগাঃ
পুরাবদ্ভবিষ্যন্তি যুষ্মৎপ্রসাদাৎ ॥ ৬৫ ॥

পিতর উচুঃ।

হতোঽদ্য ত্বয়া দুষ্টদৈত্যো মহাত্মন্!
গয়াদৌ নরৈর্দত্তপিণ্ডাদিকান্নঃ।
বলাদত্তি হত্বা গৃহীত্বা সমস্তা-
নিদানীং পনর্লব্ধসত্ত্বা ভবামঃ ॥ ৬৬ ॥

ভাবাপন্ন ব্যক্তির ন্যায় পণ্ডিতেরা জ্ঞান সমর্থ হইয়া আপনার প্রকৃত দৃশ্যমানরূপ ধ্যান করতঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে শ্রীরাম! আমি জীবন্মুক্তির জন্য জীবের নিদান সময়ে আপনার 'রাম' নামরূপ মহামন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত করিব! যে ব্যক্তি অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তি সহকারে এই স্তব পাঠ করে, শ্রবণ করে, গান করে, অথবা লেখে, সে আপনার পরম সখ্যতা লাভ করিয়া আপনার প্রসাদে আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

ইন্দ্র কহিলেন—হে দেব! রাক্ষসাধিপতি দশানন ব্রহ্মা-কর্তৃক বর প্রাপ্ত হইয়া আপনার অখিল দেবরাজ্যের মিনতা হরণ করিয়াছিল, এক্ষণে ভবদীয় প্রসাদ হেতু সেই দুষ্ট শত্রু রাক্ষস আপনার দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছে। ৬৪।

দেবতারা কহিলেন—হে মুরারে, বিষ্ণো! ভূদেব যজ্ঞ-ভাগ প্রদান করিলে খলস্বভাব রাক্ষসদ্বারা তাহা অপহৃত হয়, এক্ষণে রাবণোৎপত্তির প্রাকালে যেমন যজ্ঞ ভাগ প্রাপ্ত হই-

যক্ষা ঊচুঃ।

সদা বিষ্টিকর্ম্মণ্যনেনাভিযুক্তা

বহামো দশাস্যং বলাৎ দুঃখযুক্তাঃ।

দুরাত্মা হতো রাবণো রাঘবেশ !

ত্বয়া তে বয়ং দুঃখজাতাদ্বিমুক্তাঃ॥ ৬৭॥

গন্ধর্ব্বা ঊচুঃ।

বয়ং সঙ্গীতনিপুণা গায়ন্তস্তে কথামৃতম্।

আনন্দামৃতসন্দোহযুক্তাঃ পূর্ণাঃ স্থিতাঃ পুরা। ৬৮

পশ্চাদ্দুরাত্মনা রাম ! রাবণেনাভিবিদ্রুতাঃ।

ত্বমেব গায়মানাশ্চ তদারাধনতৎপরাঃ॥ ৬৯॥

স্থিতাস্ত্বয়া পরিত্রাতা হতোঽয়ং দুষ্টরাক্ষসঃ।

এবং মহোরগাঃ সিদ্ধাঃ কিন্নরা মরুতস্তথা। ৭০।

বসবো মুনয়ো গাবো গুহ্যকাশ্চ পতত্রিণঃ।

সপ্রজাপতয়শ্চৈতে তথা চাপ্সরসাং গণাঃ। ৭১।

সর্ব্বে রামং সমাসাদ্য দৃষ্ট্বা নেত্রমহোৎসবম্।

স্তুত্বা পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্বে রাঘবেণাভিবন্দিতাঃ॥ ৭২

যযুঃ স্বং স্বং পদং সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তথা।

প্রশংসন্তো মুদা রামং গায়ন্তস্তস্য চেষ্টিতম্॥ ৭৩

ধ্যায়ন্তস্ত্বভিষেকার্দ্রং সীতালক্ষ্মণসংযুতম্।

সিংহাসনস্থং রাজেন্দ্রং যযুঃ সর্ব্বে হৃদিস্থিতম্।৭৪।

খে বাদ্যেষু ধ্বনৎসু প্রমুদিত-

হৃদয়ৈর্দেববৃন্দৈঃ স্তুবদ্ভিঃ

বর্ষদ্ভিঃ পুষ্পবৃষ্টিং দিবি মুনি-

নিকরৈরীড্যমানং সমন্তাৎ।

তাম, অদ্য আপনার শ্রীচরণ প্রসাদে আমাদিগেরই সেই যজ্ঞীয় ভাগ হইবে। ৬৫। ৬৭।

পিতৃলোক কহিলেন—হে মহাত্মন্ ! অদ্য তোমাকর্ত্তৃক দুষ্ট দৈত্য বিনষ্ট হইল, ঐ দুষ্ট গয়াক্ষেত্রে মনুষ্যদত্ত পিণ্ডান্ন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভোজন করিত, এক্ষণে সেই পিণ্ড পুনঃ প্রাপ্ত হইব। ৬৮।

যক্ষ কহিলেন—হে রাঘবেশ ! আমরা এই দুষ্ট রাক্ষস কর্ত্তৃক বিষ্টি কর্ম্মে প্রেরিত হইতাম, এক্ষণে আমাদিগের অপার দুঃখ অপনোদনের নিমিত্ত আপনি সেই দুরাত্মাকে বিনাশ করিয়াছেন। গন্ধর্ব্বেরা কহিয়াছেন, আমরা সঙ্গীত নিপুণ গন্ধর্ব্ব রাবণ রাজ্যের পূর্ব্ব হইতেই আপনার অমৃতময়ী কথা গান করিয়া পূর্ণানন্দিত ও আপনার বিষয় সন্দিহান চিত্ত হইয়া অবস্থান করিতাম ; পরে হে রামচন্দ্র ! দুরাত্মা রাবণ আমাদিগকে বল পূর্ব্বক স্ববশে আনিলেও আমরা আপনার আরাধনায় তৎপর হইয়া, আপনারই সঙ্গীত গান করিতাম। এক্ষণে আপনি সেই দুষ্ট রাক্ষসকে নিহত করিয়া মহোরগ, সিদ্ধ, কিন্নর, মরুৎ, বসু, মুনি, গো, গুহ্যক, বিহঙ্গম, প্রজাপতি, অপ্সরা এবং গণ সমূহকে রক্ষা করিয়াছেন। ৬৯। ৭০। ৭১।

অধুনা সকলেই রামচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া এবং তৎকর্ত্তৃক সকলই অভিবন্দিত হইয়া, প্রত্যেকই মহোৎসবে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।

অনন্তর, ব্রহ্মা, মহাদেব প্রভৃতি দেবতা সকল আনন্দিত মনে রামচন্দ্রের প্রশংসা ও গীত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, সকলেই তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিয়া ধ্যান করিতে করিতে প্রস্থান করিল। বিমান মার্গে বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল, দেবতারা প্রমুদিত

রামঃ শ্যামঃ প্রসন্নস্মিতরুচির-
মুখঃ সূর্য্যকোটীপ্রকাশঃ
সীতাসৌমিত্রিবায্বাত্মজমুনি-
হরিভিঃ সেব্যমানো বিভাতি ॥ ৭৫ ॥
ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

হৃদয়ে স্তব করিতে লাগিল—স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মহর্ষিরা ইতস্ততঃ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল; নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া স্মিতমুখ হইলে এবং সীতা, সৌমিত্রি, পবনাত্মজ ও মুনি প্রভৃতি সকলের দ্বারা পরিসেব্যমান হইয়া কোটি সূর্য্য প্রকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।
রামেঽভিষিক্তে রাজেন্দ্রে সর্ব্বলোকসুখাবহে।
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তো মহীরুহাঃ ॥ ১।
গন্ধহীনানি পুষ্পাণি গন্ধবন্তি চকাশিরে।
সহস্রশতমশ্বানাং ধেনূনাং চ গবাং তথা। ২।
দদৌ শতবৃষান্ পূর্ব্বং দ্বিজেভ্যো রঘুনন্দনঃ।
ত্রিংশৎকোটিং সুবর্ণস্য ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ পুনঃ ॥
বস্ত্রাভরণরত্নানি ব্রাহ্মণেভ্যো মুদা তথা।
সূর্য্যকান্তিসমপ্রখ্যাং সর্ব্বরত্নময়ীং স্রজম্ ॥ ৪
সুগ্রীবায় দদৌ প্রীত্যা রাঘবো ভক্তবৎসলঃ।
অঙ্গদায় দদৌ দিব্যে হ্যঙ্গদে রঘুনন্দনঃ। ৫।

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে প্রজা-পুঞ্জ প্রভৃতি লোক সমুদয় সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিল, বসুমতি শস্যপূর্ণা হইলেন, পাদপাবলি ফলবান হইল, সৌরভ বিহীন কুসুমচয় সৌগন্ধ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। রঘু-নন্দন ব্রাহ্মণ দিগকে শত সহস্র অশ্ব, দুগ্ধবতী ধেনু প্রথমতঃ দান করিলেন; পরে ত্রিংশত কোটি স্বর্ণ মুদ্রা ও অসংখ্য বৃষ বিতরণ করিলেন। অনন্তর ভক্তবৎসল রাঘব যার পর নাই হর্ষিত হইয়া ব্রাহ্মণ দিগকে বস্ত্র, আভরণ, রত্ন, দান করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবকে সূর্য্য কান্তি সন্নিভ সর্ব্বরত্নময়ী মালা এবং যুবরাজ অঙ্গদকে কেয়ুর প্রদান করিলেন। পরিশেষে রঘুকুলতিলক

চন্দ্রকোটিপ্রতীকাশং মণিরত্নবিভূষিতম্‌।
সীতায়ৈ প্রদদৌ হারং প্রীত্যা রঘুকুলোত্তমঃ। ৬।
অবমুচ্যাত্মনঃ কণ্ঠাৎ হারং জনকনন্দিনী।
অবৈক্ষত হরীন্‌ সর্ব্বান্‌ ভর্ত্তারং চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ৭॥
রামস্তামাহ বৈদেহীমিঙ্গিতজ্ঞো বিলোকয়ন্‌।
বৈদেহি! যস্য তুষ্টাসি দেহি তস্মৈ বরাননে!॥৮
হনুমতে দদৌ হারং পশ্যতে রাঘবস্য চ।
তেন হারেণ শুশুভে মারুতির্গৌরবেণ চ॥ ৯
রামোঽপি মারুতিং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিমুপস্থিতম্‌।
ভক্ত্যা পরময়া তুষ্ট ইদং বচনমব্রবীৎ। ১০।
হনুমংস্তে প্রসন্নোঽস্মি বরং বরয় কাঙ্ক্ষিতম্‌।
দাস্যামি দেবৈরপি যদ্‌ দুর্ল্লভং ভুবনত্রয়ে। ১১।
হনুমানপি তং প্রাহ নত্বা রামং প্রহৃষ্টধীঃ।
ত্বন্নামস্মরতো রাম! ন তৃপ্যতি মনো মম। ১২।
অতস্ত্বন্নাম সততং স্মরন্‌ স্থাস্যামি ভূতলে।
যাবৎ স্থাস্যতি তে নাম লোকে তাবৎকলেবরম্‌।
মম তিষ্ঠতু রাজেন্দ্র! বরোঽয়ং মেঽভিকাঙ্ক্ষিতঃ
রামস্তথেতি তং প্রাহ মুক্তস্তিষ্ঠ যথাসুখম্‌॥ ১৪॥
কল্পান্তে মম সাযুজ্যং প্রাপস্যসে নাত্র সংশয়ঃ।
তমাহ জানকী প্রীতা যত্র কুত্রাপি মারুতে!॥
স্থিতং ত্বামনুযাস্যন্তি ভোগাঃ সর্ব্বে সমাজ্ঞয়া।
ইত্যুক্তো মারুতিস্তাভ্যাং ঈশ্বরাভ্যাং প্রহৃষ্টধীঃ॥
আনন্দাশ্রুপরীতাক্ষো ভূয়োভূয়ঃ প্রণম্য তৌ।
কৃচ্ছ্রাদ্যযৌ তপস্তপ্তুং হিমবন্তং মহামতিঃ॥ ১৭॥
ততো গুহং সমাসাদ্য রামঃ প্রাঞ্জলিমব্রবীৎ।
সখে! গচ্ছ পুরং রম্যং শৃঙ্গিবেরমনুত্তমম্‌॥ ১৮

শ্রীরাম কোটিচন্দ্র প্রভান্বিত মণিরত্ন বিভূষিত হার সহাস্যাস্যে সীতার কণ্ঠদেশে প্রদান করিলেন, জনক নন্দিনীও বানরগণ ও রাম সমক্ষে আপনার কণ্ঠ হইতে হার উন্মুক্ত করিয়া তাহাদিগের প্রতি বারম্বার নয়নপাত করিতে লাগিলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।

শ্রীরাম বৈদেহীকে ইঙ্গিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বরাননে! তুমি যাহার প্রতি পরিতুষ্টা আছ তাহাকে হার প্রদান কর। অমনি বিদেহ পুত্রী-সীতা রাম সমক্ষে হনুমানকে রত্নহার প্রদান করিলেন, মারুতি সেই রত্নহারে সুশোভিত হইল। রঘুনন্দন পবনকুমারকে প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া স্বীয় সন্নিধানে উপনীত সন্দর্শন করিয়া অতি সন্তোষ চিত্তে তাহাকে বলিলেন—হে হনুমন্‌! আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব এই ত্রিভুবন মধ্যে দেব দুর্ল্লভ বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে প্রদান করিব। ৮। ৯। ১০। ১১।

হনুমান প্রহৃষ্ট চিত্তে প্রণতি পুরঃসর শ্রীরামকে কহিল, হে রঘুনন্দন! আপনার নাম স্মরণ করিয়াও আমার তৃপ্তি হয়না, অতএব ইহলোকে আপনার নাম যত দিন থাকিবে আমিও তাহা আমরণ সতত স্মরণ করিয়া অবস্থিতি করিব—হে রাজেন্দ্র! মদাকাঙ্খিত এই বর আমাকে প্রদান করুন, রামচন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া তাহাকে কহিলেন—তুমি জীবন্মুক্ত হইয়া যথা সুখে অবস্থান কর; কল্পান্তে—তুমি নিঃসন্দেহই আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে, অমনি জানকীও কহিলেন—হে মারুতে! ভোগ সমূহ আমার আজ্ঞানুসারী হইয়া তোমার অনুগমন করিবে। তাঁহার এইরূপ কহিলে প্রহৃষ্টামনা মহামতি পবননন্দন আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়ন হইয়া সসীত রামকে বারম্বার প্রণাম করতঃ রাম দর্শন বিয়োগ হেতু তপস্যা করণাভিলাষে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিল। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

অনন্তর রামচন্দ্র গুহককে প্রাপ্ত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন—হে সখে! তুমি অত্যুত্তম শৃঙ্গিবের পুরেতে গমন পূর্ব্বক আমাকে অনুক্ষণ চিন্তা করতঃ স্বোপার্জ্জিত

মামেব চিন্তয়ন্নিত্যং ভুংক্ষ্ব ভোগান্নিজার্জিতান্।
অন্তে মমৈব সারূপ্যং প্রাপ্স্যসে ত্বং ন সংশয়ঃ।১৯
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যান্যাভরণানি চ।
রাজ্যং চ বিপুলং দত্ত্বা বিজ্ঞানং চ দদৌ বিভুঃ।২০।
রামেণালিঙ্গিতো হৃষ্টো যযৌ স্বভবনং গুহঃ।
যে চান্যে বানরাঃ শ্রেষ্ঠা অযোধ্যাং সমুপাগতাঃ॥
অমূল্যাভরণৈর্ব্বস্ত্রৈঃ পূজয়ামাস রাঘবঃ।
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সের্ব্ব বানরাঃ সবিভীষণাঃ। ২১ ॥
যথার্হং পূজিতাস্তেন রামেণ পরমাত্মনা।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে জগ্মুরেব যথাগতম্ ॥ ২৩ ॥
সুগ্রীবপ্রমুখাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং প্রযযুর্মুদা।
বিভীষণস্তু সম্প্রাপ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম ॥ ২৪ ॥
রামেণ পূজিতঃ প্রীত্যা যযৌ লঙ্কামনিন্দিতঃ।
রাঘবো রাজ্যমখিলং শশাসাখিলবৎসলঃ ॥ ২৫ ॥
অনিচ্ছন্নপি রামেণ যৌবরাজ্যেঽভিষেচিতঃ।
লক্ষ্মণঃ পরয়া ভক্ত্যা রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
রামস্তু পরমাত্মাপি কর্ম্মাধ্যক্ষোঽপি নির্ম্মলঃ।
কর্ত্তৃত্বাদিবিহীনোঽপি নির্ব্বিকারোঽপি সর্ব্বদা ॥২৭
স্বানন্দেনাপি তুষ্টঃ সন্ লোকানামুপদেশকৃৎ।
অশ্বমেধাদিযজ্ঞৈশ্চ সর্বৈর্ব্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥ ২৮ ॥
অযজৎপরমানন্দো মানুষং বপুরাশ্রিতঃ।
ন পর্য্যদেবন্বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম্ ॥ ২৯ ॥
ন ব্যাধিজং ভয়ং চাসীদ্রামে রাজ্যং প্রশাসতি।
লোকে দস্যুভয়ং নাসীদনর্থো নাস্তি কশ্চন ॥
বৃদ্ধেষু সৎসু বালানাং নাসীন্মৃত্যুভয়ং তথা।
রামপূজাপরাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে রাঘবচিন্তকা ॥ ৩১ ॥
ববর্ষুর্জলদাস্তোয়ং যথাকালং যথারুচি।
প্রজাঃ স্বধর্ম্মনিরতা বর্ণাশ্রমগুণান্বিতা ॥ ৩২ ॥
ঔরসানিব রামোঽপি জুগোপ পিতৃবৎপ্রজাঃ।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তাঃ সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণাঃ। ৩৩।

অন্ন ভোগ কর, পরে মত্যু সময়ে আমার সাযুজ্য নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি তাহাকে দিব্য ভূষণ, বিপুল রাজ্য এবং বিজ্ঞান প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করিলেন; গুহ রামালিঙ্গনে আহ্লাদিত হইয়া স্বভবনে প্রস্থান করিল। অপ-রাপর যে সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ অযোধ্যায় উপনীত হইয়াছিল, রাঘব তাহাদিগকে অমূল্য বস্ত্র ও আভরণ দ্বারা পূজা করিলেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

সুগ্রীব প্রভৃতি সমস্ত বানর শ্রেষ্ঠ ও বিভীষণ পরমাত্মা রাঘব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আনন্দিতান্তঃকরণে যথাস্থানে প্রস্থান করিল; পরে সুগ্রীবাদি বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে গমন করিল; বিভীষণ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাম কর্ত্তৃক সানন্দে পূজিত হওনানন্তর লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করি-লেন। অখিল বৎসল রাঘব সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং লক্ষ্মণদেব অনিচ্ছুক থাকিলেও শ্রীরাম তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তিনি দৃঢ় ভক্তির সহিত রামচন্দ্রের সেবানুরক্ত হইলেন। নির্ম্মল পরমাত্মা রামচন্দ্র কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেও, অনুক্ষণ নিরভিমানী ও বিকার শূন্য হইয়া স্বকীয়ানন্দে লোকদিগকে উপদেশ দিবার জন্য বিপুল দক্ষিণার সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

দেহ সম্বলিত পরমানন্দ রামচন্দ্র লোকরঞ্জন করিতে লাগিলেন, রাজ্যমধ্যে সর্প, ব্যাঘ্র, অনাবৃষ্টিভয়, ব্যাধি, দস্যু ও অনর্থ ভয় তিলার্দ্ধ মাত্র রহিল না। বৃদ্ধদিগের মধ্যে বালকদিগের মৃত্যু ভয় পরিশূন্য হইল এবং সকলেই রাঘব চিন্তাপর হইয়া রামপূজায় নিরত হইল। মেঘ সময়ে জল দান করিতে লাগিল, বর্ণাশ্রম প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম্ম নিরত

দশবর্ষসহস্রাণি রামো রাজ্যমুপাস্ত সঃ ॥ ৩৪ ॥
ইদং রহস্যং ধনধান্যঋদ্ধিমৎ
দীর্ঘায়ুরারোগ্যকরং সুপুণ্যদম্।
পবিত্রমাধ্যাত্মিকসংজ্ঞিতং পুরা
রামায়ণং ভাষিতমাদিশম্ভুনা ॥ ৩৫ ॥
শৃণোতি ভক্ত্যা মনুজঃ সমাহিতো
ভক্ত্যা পঠেদ্বা পরিতুষ্টমানসঃ।
সর্বাঃ সমাপ্নোতি মনোগতাশিষো
বিমুচ্যতে পাতককোটিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
রামাভিষেকপ্রযতঃ শৃণোতি যো
ধনাভিলাষী লভতে মহদ্ধনম্।
পুত্রাভিলাষী সুতমার্যসম্মতং
প্রাপ্নোতি রামায়ণমাদিতঃ পঠন্ ॥ ৩৭ ॥
শৃণোতি যোঽধ্যাত্মিকরামসংহিতাং
প্রাপ্নোতি রাজা ভুবমৃদ্ধসম্পদম্।
শত্রূন্বিজিত্যারিভিরপ্রধর্ষিতো।
ব্যপেতদুঃখো বিজয়ী ভবেন্নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥
স্ত্রিয়োঽপি শৃণ্বন্ত্যধিরামসংহিতাং
ভবন্তি তা জীবসুতাশ্চ পূজিতাঃ।
বন্ধ্যাঽপি পুত্রং লভতে সুরূপিণং
কথামিমাং ভক্তিযুতা শৃণোতি যা ॥ ৩৯ ॥
শ্রদ্ধান্বিতো যঃ শৃণুয়াৎপঠেন্নরো
বিজিত্য কোপং চ তথা বিমৎসরঃ।
দুর্গাণি সর্ব্বাণি বিজিত্য নির্ভয়ো
ভবেৎ সুখী রাঘবভক্তিসংযুতঃ ॥ ৪০ ।
সুরাঃ সমস্তা অপি যান্তি তুষ্টতাং
বিঘ্নাঃ সমস্তা অপযান্তি শৃণ্বতাম্।
অধ্যাত্মরামায়ণমাদিতো নৃণাং
ভবন্তি সর্ব্বা অপি সম্পদঃ পরাঃ ॥ ৪১ ।
রজস্বলা বা যদি রামতৎপরা

হইল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিলেন, সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন সর্ব্ব ধর্ম্মপরায়ণ প্রজারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল। দাশরথি দশ সহস্র বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহাদেব স্বয়ং ধন ধান্য সমৃদ্ধি সম্পন্ন দীর্ঘ জীবনারোগ্যকারী সুপুণ্যদ, পবিত্র আধ্যাত্মিক রামায়ণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে রামায়ণ শ্রবণ এবং পরিতুষ্ট মনে ও ভক্তির সহিত পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব প্রকার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কোটি কোটি পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি অর্থাভিলাষী হইয়া শ্রীরামের অভিষেক বিষয় সযত্নে শ্রবণ করে, সে বিপুল ধন প্রাপ্ত হয়। যে পুত্রাশয়ে রামায়ণের আদ্যন্ত পাঠ করে সে শিষ্ট সম্মত পুত্র লাভ করে। যে রাজা আধ্যাত্মিক রাম সংহিতা শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত শত্রু বিনাশ করিয়া ও সর্ব্ব দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন। যে সকল কামিনী অধ্যাত্মরামায়ণের আখ্যান শ্রবণ করে, তাহারা জীবসুতা দ্বারা পূজিতা হয়; যে বন্ধ্যা স্ত্রী ভক্তি সংযুক্তা হইয়া রামায়ণ কথা শ্রবণ করে, সে অভিলাষ অনুরূপ সন্তান লাভ করে, যে নর শ্রীরামের উপর ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিত্তে রামায়ণ কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, সে বিমৎসর, কোপ ও সর্ব্ব দুঃখ জয় করিয়া পরম সুখ লাভ করে। রামায়ণ অধ্যয়ন বা শ্রবণ করিলে দেবতারা পরিতুষ্ট হয়েন, বিঘ্ন সমুদায় বিনষ্ট ও সর্ব্ব সম্পদ সম্পন্ন হয়। যদি রাম তৎপরা রজস্বলা কামিনী রামায়ণ শ্রবণ করে, তৎপ্রসবিত পুত্র ঋষিদিগের ন্যায় দীর্ঘ

শৃণোতি রামায়ণমেতদাদিতঃ।
পুত্রং প্রসূতে ঋষভঞ্চিরায়ুষং
পতিব্রতা লোকসুপূজিতা ভবেৎ। ৪২।
পূজয়িত্বা তু যে ভক্ত্যা নমস্কুর্বন্তি নিত্যশঃ।
সর্ব্বৈঃ পাপৈর্বিনির্মুক্তা বিষ্ণোর্যান্তি পরং পদম্।
অধ্যাত্মরামচরিতং কৃৎস্নং শৃণ্বন্তি ভক্তিতঃ।
পঠন্তি বা স্বয়ং বক্ত্রাত্তেষাং রামঃ প্রসীদতি ॥৪৪
রাম এব পরং ব্রহ্ম তস্মিংস্তুষ্টেঽখিলাত্মনি।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যদ্যদিচ্ছতি তদ্ভবেৎ ॥ ৪৫
শ্রোতব্যং নিয়মেনৈতদ্রামায়ণমখণ্ডিতম্।
আয়ুষ্যমারোগ্যকরং কল্পকোট্যঘনাশনম্ ॥ ৪৬।
দেবাশ্চ সর্বে তুষ্যন্তি গ্রহাঃ সর্বে মহর্ষয়ঃ।
রামায়ণস্য শ্রবণে তুষ্যন্তি পিতরস্তথা। ৪৭।
অধ্যাত্মরামায়ণমেতদদ্ভুতং
বৈরাগ্যবিজ্ঞানযুতং পুরাতনম্।
পঠন্তি শৃণ্বন্তি লিখন্তি যে নরা-
স্তেষাং ভবেঽস্মিন্ন পুনর্ভবো ভবেৎ। ৪৮।
আলোড্যাখিলবেদরাশিমসকৃদ্যত্তারকং ব্রহ্ম
তদ্রামো বিষ্ণুরহস্যমূর্ত্তিরিতি যো বিজ্ঞায়-ভূতেশ্বরঃ
উদ্ধৃত্যাখিলসারসংগ্রহমিদং সংক্ষেপতঃ প্রস্ফুটং
শ্রীরামস্য নিগূঢ়তত্ত্বমখিলং প্রাহ প্রিয়ায়ৈ ভবঃ।৪৯

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জীবন প্রাপ্ত হয়, এবং পতিব্রতা রমণী সর্ব্বলোক পূজিতা হয়েন। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। যাহারা ভক্তি সহকারে গন্ধপুষ্প দ্বারা রামচন্দ্রকে নিত্য পূজা করিয়া নমস্কার করে, তাহারা সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে, যিনি অধ্যাত্ম শ্রীরামের চরিত্র বিশুদ্ধ চিত্তে ও ভক্তির সহিত অধ্যয়ন বা স্বয়ং বর্ণনা করেন, শ্রীরাম তাঁহার উপরে পরিতুষ্ট হয়েন। রামচন্দ্র স্বয়ং পরমব্রহ্ম, তিনি তুষ্ট থাকিলে অখিল সংসার সন্তুষ্ট থাকে, এবং ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই অখণ্ডিত অধ্যাত্ম রামায়ণ পরমায়ু বৃদ্ধি, রোগ অপনোদন, ও কোটি কল্প পাপ জনিত নিরয়গমন নিবারণ করে, অতএব নিয়মিতরূপে ইহা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে দেবতা, গ্রহ, ঋষি এবং পিতৃলোক সমস্ত সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈরাগ্য বিজ্ঞান যুক্ত পুরাতন অধ্যাত্ম রামায়ণ অধ্যয়ন করেন, শ্রবণ করেন এবং লিখেন এই ভবসংসারে তাঁহাদিগের আর পুনর্জন্ম হয় না। ভূতেশ্বর মহাদেব স্বয়ং অখিল বেদরাশি বিলোড়ন করিয়া তারকব্রহ্ম শ্রীরামকে বিষ্ণুর রহস্য মূর্ত্তি অবগত হইয়া, উপনিষদের সারভূত অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক, তাঁহার এই নিগূঢ় তত্ত্ব ভবানীকে সংক্ষেপে কহিয়াছিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্তঃ।

উত্তর কাণ্ডম্।

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ কৌশল্যাহৃদয়নন্দনো রামঃ
দশবদননিধনকারী দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ। ১।

পার্ব্বত্যুবাচ।

অথ রামঃ কিমকরোৎকৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ।
হত্বা মৃধে রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ?। ২।
অভিষিক্তস্ত্বযোধ্যায়াং সীতয়া সহ রাঘবঃ।
মায়ামানুষতাং প্রাপ্য কতিবর্ষাণি ভূতলে ?॥ ৩
স্থিতবান্ লীলয়া দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
অত্যাজন্মানুষং লোকং কথমন্তে রঘূদ্বহঃ ?। ৪
এতদাখ্যাহি ভগবন্ ! শ্রদ্দধত্যা মম প্রভো !।
কথাপীযূষমাস্বাদ্য তৃষ্ণা মেহতীব বর্দ্ধতে।
রামচন্দ্রস্য ভগবন্ ! ব্রূহি বিস্তরশঃ কথাম্। ৫।

দশানন নিধনকারী পুণ্ডরীকাক্ষ রঘুবংশ তিলক কৌশল্যা-হৃদয় নন্দন দাশরথি রামের জয় হউক।

পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিয়াছিলেন—কৌশল্যানন্দ বর্দ্ধন অমিত তেজা শ্রীরাম দশানন প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার পর আর কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? রঘুবংশাবতংশ রামচন্দ্র অযোধ্যায় সীতার সহিত রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া মায়ামানুষ রূপে আর কত কাল এই ধরাধামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ! পরমব্রহ্ম সনাতন শ্রীরাম স্বকীয় লীলায় অবস্থান করিয়া ইহলোক কি রূপে পরিত্যাগ করিলেন ? হে ভগবন ! রামচন্দ্রের অমৃতময়ী কথা শ্রবণে তাঁহার বিষয় অবগত হইবার জন্য আমার পিপাসা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে অতএব উক্ত বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করুন
। ১। ২। ৩ ৪। ৫।

শ্রীমহাদেব উবাচ

রাক্ষসানাং বধং কৃত্বা রাজ্যং রাম উপস্থিতে।
আযযুর্ম্মুনয়ঃ সর্ব্বে শ্রীরামমভিবন্দিতুম্। ৬।
বিশ্বামিত্রোঽসিতঃ কণ্বো দুর্ব্বাসা ভৃগুরঙ্গিরাঃ।
কশ্যপো বামদেবোঽত্রিস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ॥ ৭
অগস্ত্যঃ সহ শিষ্যৈশ্চ মুনিভিঃ সহিতোঽভ্যগাৎ।
দ্বারমাসাদ্য রামস্য দ্বারপালমথাব্রবীৎ। ৮।
ব্রূহি রামায় মুনয়ঃ সমাগত্য বহিঃস্থিতাঃ।
অগস্ত্যপ্রমুখাঃ সর্ব্বে আশীর্ভিরভিনন্দিতুম॥ ৯॥
প্রতিহারস্ততো রামমগস্ত্যবচনাদদ্রুতম্।
নমস্কৃত্যাব্রবীদ্বাক্যং বিনয়াবনতঃ প্রভুম্॥ ১০॥

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস দিগকে বিনাশ করিয়া রাজ্য মধ্যে উপনীত হইলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি ও আর আর মহর্ষি তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পরে অগস্ত্যমুনি শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া রামচন্দ্রের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারপালকে কহিলেন—তুমি সত্বর গিয়া রামচন্দ্রকে বল যে, অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিশ্রেষ্ঠগণ আপনাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা অভিনন্দন করিতে আগমন করিয়া বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। প্রতিহারী অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণানন্তর দ্রুতপদে রামসন্নিধানে গমন করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, প্রভো ! অগস্ত্য প্রভৃতি

কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো মুনিভিঃ সহ।
দেব ! ত্বদ্দর্শনার্থায় প্রাপ্তো বহিরুপস্থিতঃ॥ ১১॥
তমুবাচ দ্বারপালং প্রবেশয় যথাসুখম্।
পূজিতা বিবিশুর্ব্বেশ্ম নানারত্নবিভূষিতম॥ ১২॥
দৃষ্ট্বা রামো মুনীন্ শীঘ্রং প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
পাদ্যার্ঘ্যাদিভিরাপূজ্য গাং নিবেদ্য যথাবিধি ॥১৩
নত্বা তেভ্যো দদৌ দিব্যান্যাসনানি যথার্হতঃ।
উপবিষ্টাঃ প্রহৃষ্টাশ্চ মুনয়ো রামপূজিতাঃ॥ ১৪॥
সংপৃষ্টকুশলাঃ সর্ব্বে রামং কুশলমব্রুবন্।
কুশলং তে মহাবাহো ! সর্ব্বত্র রঘুনন্দন !॥ ১৫॥
দিষ্ট্যেদানীং প্রপশ্যামো হতশত্রুমরিন্দম !।
নহি ভারঃ স তে রাম ! রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ॥ ১৬
সধনুস্ত্বং হি লোকাংস্ত্রীন্ বিজেতুং শক্ত এব হি।
দিষ্ট্যা ত্বয়া হতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা রাবণাদয়ঃ॥ ১৭
সহ্যমেতন্মহাবাহো ! রাবণস্য নিবর্হণম্।
অসহ্যমেতৎসম্প্রাপ্তং রাবণের্যন্নিষূদনম্॥ ১৮॥
অন্তকপ্রতিমাঃ সর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদয়ো মৃধে।
অন্তকপ্রতিমৈর্ব্বাণৈর্হতাস্তে রাঘুসত্তম !॥ ১৯॥
দত্ত্বা চেয়ং ত্বয়াঽস্মাকং পুরা হ্যভয়দক্ষিণা।
হত্বা রক্ষোগণান্ সংখ্যে কৃতকৃত্যোঽদ্য জীবসি॥২০
শ্রুত্বা তু ভাষিতং তেষাং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা রামঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ॥ ২১॥
রাবণাদীনতিক্রম্য কুম্ভকর্ণাদিরাক্ষসান্।
ত্রিলোকজয়িনো হিত্বা কিং প্রশংসথ রাবণিম ?॥

মহর্ষিগণ আপনাকে দর্শন করিবার অভিলাষে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতিহারী বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পরমসমাদরের সহিত তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিবিধ মণি মাণিক্য খচিত উত্তম গৃহ মধ্যে আনয়ন কর। ১১। ১২।

অনন্তর রামচন্দ্র মহর্ষিদিগকে অবলোকন করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হওত শীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন ; এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করণানন্তর মধুপর্কার্থ বৃষভ বিধানানুসারে নিবেদন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন এবং তাঁহারা রাম কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সানন্দ চিত্তে উপবেশন করতঃ শ্রীরামকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—হে মহাবাহো রঘুনাথ ! আপনার সমস্ত মঙ্গল ত ? হে অরিন্দম ! অধুনা আহ্লাদের বিষয় যে, শত্রু নিপাত হইয়াছে। হে রামচন্দ্র ! রাক্ষসাধিপতি রাবণ আপনার আর ভারস্বরূপ নাই। আপনি ধনুর্গ্রহণ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবন জয় করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ হন, দেখুন আপনি রাবণাদি রাক্ষসগণকে অবলীলাক্রমে নিপাত করিয়াছেন ; হে মহাবাহো ! আপনি অনায়াসেই রাবণ বিনাশ করিয়াছেন, কিন্তু রাবণি ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতেই অসহ্য হইয়াছিল ; হে রঘুসত্তম ! সমরাঙ্গনে কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসেরা কালান্তকের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল বটে কিন্তু আপনি কালোপম শর নিক্ষেপে তাহাদিগকে অনায়াসে বিনষ্ট করিয়াছেন। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

পূর্ব্বে আপনি আমাদিগকে অভয়দান করিয়াছিলেন, এক্ষণে রক্ষঃদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া তাহার সফলতা সম্পন্ন করিয়াছেন। অতএব অদ্য কৃতকৃত্য হইয়া আপনার জীবন শ্লাঘনীয় হইল। ঈশ্বরপরায়ণ বিশুদ্ধচেতা মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীত বচনে কহিলেন, আপনারা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল বিজয়ী অমিততেজা দশানন ও অতুল বলশালী কুম্ভকর্ণকে অতিক্রম করিয়া কি কারণে রাবণিকে এত প্রশংসা করিতেছেন ? । ২০। ২১। ২২।

ততস্তদ্বচনং শ্রুত্বা রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
কুম্ভযোনির্মহাতেজা রামং প্রীত্যা বচোঽব্রবীৎ।
শৃণু রাম! যথা বৃত্তং রাবণে রাবণস্য চ।
জন্মকর্ম্মবরাদানং সংক্ষেপাদ্গদতো মম ॥ ২৪ ॥
পুরা কৃতযুগে রাম! পুলস্ত্যো ব্রাহ্মণঃ সুতঃ।
তপস্তপ্তুং গতো বিদ্বান্ মেরোঃ পার্শ্বং মহামতিঃ
তৃণবিন্দোরাশ্রমেঽসৌ ন্যবসন্মুনিপুঙ্গবঃ।
তপস্তেপে মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ সদা ॥ ২৬
তত্রাশ্রমে মহারম্যে দেবগন্ধর্ব্বকন্যকাঃ।
গায়ন্ত্যো নন্নৃতুস্তত্র হসন্ত্যো বাদয়ন্তি চ ॥ ২৭
পুলস্ত্যস্য তপো বিঘ্নং চক্রুঃ সর্ব্বা অনিন্দিতাঃ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহাতেজা ব্যাজহার বচো মহৎ ২৮
যা মে দৃষ্টিপথং গচ্ছেৎ সা গর্ভং ধারয়িষ্যতি।
তাঃ সর্ব্বাঃ শাপসম্বিগ্না ন তং দেশং প্রচক্রমুঃ ।২৯

অনন্তর মহামতি রাঘবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা কুম্ভযোনি অগস্ত্য শ্রীরামকে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন—হে রঘুনন্দন! দশাননাত্মজ ইন্দ্রজিতের জন্ম কর্ম্ম ও বরাদির বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিতেছি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।—হে রঘুনাথ! সত্যযুগে ব্রহ্মাপুত্র কৃতবিদ্য মহাত্মা পুলস্ত্যমুনি তপস্যা করিবার নিমিত্ত মহাপর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। ঋষিসত্তম তৃণবিন্দুর আশ্রম মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অনুক্ষণ কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ঐ মহারণ্য মধ্যে দেব ও গন্ধর্ব্বকন্যারা সুরতানলয়ে সুমধুর সঙ্গীত, নৃত্যবাদ্যাদি দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিত; এইরূপে তাহারা পুলস্ত্যের তপোবিঘ্ন করিতে লাগিল—অনন্তর মহাতেজস্বী মহর্ষি তপস্যার বিঘ্নাবলোকনে ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া এই অভিশাপ করিলেন যে, যে আমার দৃষ্টিপথে উপনীত হইবে তাহাকেই গর্ভধারণ করিতে হইবে,

তৃণবিন্দোস্তু রাজর্ষেঃ কন্যা তচ্ছাপশৃণোদ্বচঃ।
বিচচার মুনেরগ্রে নির্ভয়া তং প্রপশ্যতী। ৩০।
বভূব পাণ্ডুরতনুর্ব্যঞ্জিতান্তঃশরীরজা।
দৃষ্ট্বা সা দেহবৈবর্ণং ভীতা পিতরমন্বগাৎ ॥ ৩১।
তৃণবিন্দুশ্চ তাং দৃষ্টা রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ।
ধ্যাত্বা মুনিকৃতং সর্ব্বমবৈদ্বিজ্ঞানচক্ষুষা। ৩২।
তাং কন্যাং মুনিবর্য্যায় পুলস্ত্যায় দদৌ পিতা।
তাং প্রগৃহ্যাব্রবীৎকন্যাং বাঢ়মিত্যেব স দ্বিজঃ॥
শুশ্রূষণপরাং দৃষ্ট্বা মুনিঃ প্রীতোঽব্রবীদ্বচঃ।
দাস্যামি পুত্রমেকন্তে উভয়োর্বংশবর্দ্ধনম্॥ ৩৪
ততঃ প্রাসূত সা পুত্রং পুলস্ত্যাল্লোকবিশ্রুতম্।
বিশ্রবা ইতি বিখ্যাতঃ পৌলস্ত্যো ব্রহ্মবিন্মুনিঃ॥

কিন্তু তাহারা শাপগ্রস্তা হইয়াও ঐ মহারণ্য পরিত্যাগ করিল না। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

মহামুনি এইরূপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন বটে কিন্তু রাজর্ষি তৃণবিন্দুর কন্যা ঐ বাক্য শ্রবণ করে নাই, সুতরাং একদা সে অসংকুচিত চিত্তে ঐ মুনির অগ্রে বিচরণ করিতেছিল। ইত্যবসরে মুনিকন্যার গর্ভসঞ্চার হইবামাত্র তাহার বর্ণ পাণ্ডুর হইল, তদ্দর্শনে ভয়াকুলিত মনে পিতৃসন্নিধানে আসিয়া উপনীতা হইল। অমিততেজা রাজর্ষি তৃণবিন্দু কন্যার অবস্থা অবলোকন করিয়া ধ্যানোপবেশনপূর্ব্বক বিজ্ঞান চক্ষু দ্বারা মুনি কৃত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন; অনন্তর তিনি কন্যাকে সমভিব্যাহারে করিয়া মুনিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—আপনি এই কন্যাটি গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অর্পণ করিলাম; পুলস্ত্য রাজর্ষি বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। ৩০। ৩১। ৩৪।

মহর্ষি পুলস্ত্য তৃণবিন্দু কন্যার শুশ্রূষায় পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন আমি তোমার পরিচর্য্যায় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব তোমার গর্ভে এরূপ সন্তান জন্ম

তস্য শীলাদিকং দৃষ্ট্বা ভরদ্বাজো মহামুনিঃ।
ভার্য্যার্থং স্বাং দুহিতরং দদৌ বিশ্রবসে মুদা। ৩৬
তস্মাত্তু পুত্রঃ সঞ্জজ্ঞে পৌলস্ত্যাল্লোকসম্মতঃ।
পিতৃতুল্যো বৈশ্রবণো ব্রহ্মণা চানুমোদিতঃ॥ ৩৭
দদৌ তত্তপসা তুষ্টো ব্রহ্মা তস্মৈ বরং শুভম্।
মনোঽভিলষিতং তস্য ধনেশত্বমখণ্ডিতম্॥ ৩৮॥
ততো লব্ধবরঃ সোঽপি পিতরং দ্রষ্টুমাগতঃ।
পুষ্পকেন ধনাধ্যক্ষো ব্রহ্মদত্তেন ভাস্বতা॥ ৩৯॥
নমস্কৃত্যাথ পিতরং নিবেদ্য তপসঃ ফলম্।
প্রাহ মে ভগবান্ ব্রহ্মা দত্ত্বা বরমনিন্দিতম্॥ ৪০
নিবাসায় ন মে স্থানং দত্তবান্ পরমেশ্বরঃ।
ব্রূহি মে নিয়তং স্থানং হিংসা যত্র ন কস্যচিৎ॥
বিশ্রবা অপি তং প্রাহ লঙ্কা নাম পুরী শুভা।
রাক্ষসানাং নিবাসায় নির্ম্মিতা বিশ্বকর্ম্মণা॥ ৪২॥
ত্যক্ত্বা বিষ্ণুভয়াদ্দৈত্যা বিবিশুস্তে রসাতলম্।
সা পুরী দুঃপ্রধর্ষাস্যৈর্ম্মধ্যেসাগরমাস্থিতা। ৪৩।
তত্র বাসায় গচ্ছ ত্বং নান্যৈঃ সাধিষ্ঠিতা পুরা!
পিত্রাদিষ্টস্ত্বসৌ গত্বা তাং পুরীং ধনদোঽবিশৎ ৪৪
স তত্র সুচিরং কালমুবাস পিতৃসম্মতঃ।
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য সুমালী নাম রাক্ষসঃ॥ ৪৫॥

গ্রহণ করিবে যে, সে স্বকীয় মাতৃ এবং পিতৃকুল পরিবর্দ্ধন করিবেক। অনন্তর তৃণবিন্দুর দুহিতা এক পুত্র প্রসব করিলেন এবং ঐ সন্তান পুলস্ত্য মুনি হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষিত হইল, সুতরাং সে বিশ্রবা ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌলস্ত্য মুনি নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইলেন। অনন্তর তাঁহার স্বভাব ও চরিত্র সন্দর্শনে মহামুনি ভরদ্বাজ পরম পুলকিত মনে তাঁহাকে স্বকীয় দুহিতা সমর্পণ করিলেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর ব্রহ্মা প্রদত্ত বরে ভরদ্বাজ দুহিতার গর্ভে ও পৌলস্ত্য মুনির ঔরসে সর্ব্বলোক বিখ্যাত বৈশ্রবণ নামে পিতৃতুল্য এক সন্তান জন্মিল। ঐ পুত্র ঘোর তপস্যা প্রবৃত্ত হইলে কমলযোনি ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অতুল ধনের অধিপতি করিয়া দিলেন। অনন্তর ধনাধিপতি কুবেরব্রহ্মাদত্ত অপূর্ব্ব পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া পিতৃদর্শনে গমন করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯।

ধনাধ্যক্ষ পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক তপস্যার ফল বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন—জগদীশ্বর আমার বাস স্থান নির্দেশ করিয়া দেন নাই; সুতরাং আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, অতএব যেখানে হিংসাদি কিছুই নাই এরূপ স্থান আমাকে বলিয়া দিন, আমি তথায় বাস করিব; তচ্ছ্রবণে বিশ্রবা কহিলেন—পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসদিগের নিবাস হেতু লঙ্কানাম্নী এক অতি সুশোভনা বরপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিষ্ণুর ভয়ে দৈত্য সমস্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছে, সেই পুরী অন্য শত্রুদ্বারা বিজিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই। কারণ উহা সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত; অতএব তুমি ঐস্থানে গিয়া বাস কর। বৈশ্রবণ পিতার আদেশে ঐ পুরী মধ্যে বহুকালাবধি বাস করিতে লাগিলেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

একদা সুমালী নামক মাংসভোজী এক রাক্ষস অপূর্ব্বরূপা লাবণ্যবতী স্বীয় কন্যা সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে আগমন করিয়া মর্ত্তলোকে বিচরণ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে ধনপতিকে পুষ্পক রথে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া আত্মহিত পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার কৈকসীনাম্নী কন্যাকে

রসাতলান্মর্ত্ত্যলোকং চচার পিশিতাশনঃ।
গৃহীত্বা তনয়াং কন্যাং সাক্ষাদ্দেবীমিব শ্রিয়ম্। ৪৬
অপশ্যদ্ধনদং দেবং চরন্তং পুষ্পকেণ সঃ।
হিতায় চিন্তয়ামাস রাক্ষসানাং মহামনাঃ ॥ ৪৭ ॥
উবাচ তনয়াং তত্র কৈকসীং নাম নামতঃ।
বৎসে! বিবাহকালস্তে যৌবনং চাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৮
প্রত্যাখ্যানাচ্চ ভীতৈস্ত্বং ন বরৈর্গৃহ্যসে শুভে!।
সা ত্বং বরয় ভদ্রং তে মুনিং ব্রহ্মকুলোদ্ভবম্ ॥ ৪৯
স্বয়মেব ততঃ পুত্রা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ!
ঈদৃশাঃ সর্ব্বশোভাঢ্যাঃ ধনদেন সমাঃ শুভে! ।৫০।
তথেতি সাশ্রমং গত্বা মুনেরগ্রে ব্যবস্থিতা
লিখন্তী ভুবমগ্রেণ পাদেনাধোমুখী স্থিতা ॥ ৫১ ॥
তামপৃচ্ছৎ মুনিঃ কা ত্বং কন্যাসি? বরবর্ণিনি!।
সাব্রবীৎপ্রাঞ্জলির্ব্রহ্মন্! ধ্যানেন জ্ঞাতুমর্হসি ॥
ততো ধ্যাত্বা মুনিঃ সর্বং জ্ঞাত্বা তাং প্রত্যভাষত।
জ্ঞাতং তত্ত্বাভিলষিতং মত্তঃ পুত্রানভীপ্সসি ॥ ৫৩
দারুণায়াং তু বেলায়ামাগতাসি সুমধ্যমে!।
অতস্তে দারুণৌ পুত্রৌ রাক্ষসৌ সম্ভবিষ্যতঃ ॥ ৫৪
সাব্রবীন্মুনিশার্দূল! ত্বত্তোঽপ্যেবম্বিধৌ সুতৌ?।
তামাহ পশ্চিমো যস্তে ভবিষ্যতি মহামতিঃ ॥ ৫৫
মহাভাগবতঃ শ্রীমান্ রামভক্ত্যেকতৎপরঃ।
ইত্যুক্ত্বা সা তথা কালে সুষুবে দশকন্ধরম্ ॥
রাবণং বিংশতিভুজং দশশীর্ষং সুদারুণম্।
তদ্রক্ষোজাতমাত্রেণ চচাল চ বসুন্ধরা। ৫৭।
বভূবুর্নাশহেতূনি নিমিত্তান্যখিলান্যপি।
কুম্ভকর্ণস্ততো জাতো মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ। ৫৮।
ততঃ শূর্পনখা নাম জাতা রাবণসোদরা
ততো বিভীষণো জাতঃ শান্তাত্মা সৌম্যদর্শনঃ ॥

কহিলেন—বৎসে! এক্ষণে তোমার যৌবনকাল উপস্থিত, অতএব তোমার উদ্বাহ সময় হইয়াছে কিন্তু তুমি ভয়পরতন্ত্রা হইয়া ব্রহ্মকুলোদ্ভব মহর্ষির নিকট হইতে সুদূরবর্ত্তিনী হওয়ায় বরপ্রার্থনা কর নাই, তথাপি হে শুভে! সর্ব্বসম্পদসম্পন্ন ধনদেবের ন্যায় তোমারও মহাবলবান সন্তান উৎপন্ন হইবে; অনন্তর কৈকসী মুনির আশ্রমে উপনীত হইয়া লজ্জাবনতমুখী হওত স্বীয় পাদদিকে নয়নপাত করিয়া রহিল। মহর্ষি কহিলেন—হে বরবর্ণিনি! তুমি কি জাতীয়া, কাহার কন্যা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল। কৈকসী মুনি বাক্য শ্রবণে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিল, হে ব্রহ্মণ! আপনি আমাকে বৃথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কারণ ধ্যানযোগে আসীন হইলে আপনি সমস্ত অবগত হইতে পারেন। অনন্তর মহর্ষি ধ্যানাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই জানিতে পারিয়া কহিলেন আমি ধ্যান বলে জানিয়াছি যে, তুমি পুত্রাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া এখানে আসিয়াছ অতএব এক্ষণে যেমন নিদারুণ সময়ে আমার নিকট আগমন করিয়াছ তদ্রূপ তুমি ভয়ানক রাক্ষস পুত্র সম্ভবা হইবে। অনন্তর সেই ললনা কহিল, হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার বাক্যে এবম্বিধ পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই পুত্র কি মহামতি, এবং পরম বৈষ্ণব শ্রীমান্ রামচন্দ্রের ভক্ত হইবে? অনন্তর ঐ কন্যা যথাসময়ে বিংশতিভুজবিশিষ্ট, দশশীর্ষ, ভয়ানক রাবণকে প্রসব করিল এবং ঐ রাক্ষস প্রসবিত হইবামাত্র বসুমতী কম্পমানা হইলেন অধিকন্তু রক্ষঃবংশের ও অখিল জগতের বিনাশ কারণ ও সমুদ্ভূত হইল ।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।

অনন্তর মহামেরুসদৃশ কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিল পরে রাবণ সহোদরা শূর্পনখা ভূমিষ্ঠ হইল, শেষে বেদাধ্যয়ন

স্বাধ্যায়ী নিয়তাহারী নিত্যকর্ম্মপরায়ণঃ।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা দ্বিজান্ সন্তুষ্টচেতসঃ ॥ ৬০ ॥
ভক্ষয়ন ঋষিসঙ্ঘাংশ্চ বিচচারাতিদারুণঃ।
রাবণোঽপি মহাসত্ত্বো লোকানাং ভয়দায়কঃ।
ববৃধে লোকনাশায় হ্যাময়ো দেহিনামিব ॥ ৬১ ॥

রাম ! ত্বং সকলান্তরস্থম-
ভিতো জানাসি বিজ্ঞানদৃক্।
সাক্ষীসর্ব্বহৃদিস্থিতো হি পরমো
নিত্যোদিতো নির্মলঃ।
ত্বং লীলামনুজাকৃতিঃ স্ব-
মহিমা মায়াগুণৈর্নাজ্যসে
লীলার্থং প্রতিচোদিতোঽদ্য
ভবতো বক্ষ্যামি রক্ষোদ্ভবম্ ॥ ৬২ ॥

নিরত, সংযতাহার, নিত্যকর্ম্মপরায়ণ, সুশীল ও শান্ত বিভীষণ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভয়ানক মূর্ত্তি দুরাত্মা কুম্ভকর্ণ ব্রাহ্মণ ও ঋষি হিংসা করিয়া সাহ্লাদহৃদয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে রাবণও লোক-ভয়াবহ জীবমাত্রেরই ব্যাধি স্বরূপ হইয়া লোক বিনাশের জন্য পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

হে রামচন্দ্র! আপনি বিজ্ঞান স্বরূপ এবং সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া সকলেরই অন্তরস্থ যাবতীয় বিষয় অবগত আছেন। অতএব আপনি সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। তাহা না হইলে আমি মনুষ্য হইয়া কি প্রকারে আমার ঈদৃশ ভাব উপস্থিত হয়। হে রঘুনাথ! আপনি সকলের হৃদয়স্থ হইয়া সর্ব্বদাই বিমল ভাবে উদিত হয়েন। আপনি স্বীয় লীলা বশতঃ মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন, বস্তুতঃ আপনি মনুষ্য নহেন, আপনার মহিমা আপনিই অবগত আছেন, অপরে ঐ মহিমা কিরূপে জানিতে পারিবে। আপনি মায়া দ্বারা সমুদায়ই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং কোন রূপ স্পর্শ করেন না—আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনার

জানামি কেবলমনন্তমচিন্ত্যশক্তিং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং বিদিতাত্মতত্ত্বম্।
ত্বাং রাম! মূঢ়নিজরূপমনুপ্রবৃত্তো
মূঢ়োঽপ্যহং ভবদনুগ্রহতশ্চরামি ॥ ৬৩ ॥
এবং বদন্মুনিবরংশপবিত্রকীর্ত্তিঃ
কুম্ভোদ্ভবং রঘুপতিঃ প্রহসন বভাষে।
মায়াশ্রিতং সকলমেতদনন্যকত্বাৎ
মৎকীর্ত্তনং জগতি পাপহরং নিবোধ ॥৬৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সম্মুখে বাক্য বিন্যাস করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত, তবে লোক সমুদায়ের অবগতির নিমিত্ত আপনি যে সমস্ত বলিয়াছিলেন অদ্য আমি সেই রক্ষঃ বংশের বিষয় বর্ণনা করিব। হে মহাত্মন্! আপনি আমাকে জ্ঞানবিদ্ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে এক মাত্র বলিয়া জানি—আপনি অনাদি অনন্ত, আপনার শক্তি চিন্তার বহির্ভূত, আপনি চৈতন্য স্বরূপ, আপনি অক্ষর অর্থাৎ আপনার ক্ষরণ নাই, আপনি অজ অর্থাৎ কাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আপনিই আপনার তত্ত্ব অবগত আছেন, আপনার রূপ বিষয় অতিশয় গূঢ় কেহই জানিতে সমর্থ নহে। অতএব আমি মূঢ় হইয়াও আপনার প্রদর্শিত প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পর্য্যটন করিতেছি। রঘুপতি সূর্য্য বংশের পবিত্র কীর্ত্তিরূপ অমৃত কথা কহিতে শ্রবণ করিয়া উৎফুল্লান্তঃকরণে মহর্ষিকে বলিলেন—মহর্ষে! আমার অনন্যকত্ব হেতু পৃথিবীর সমস্ত লোক মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে, অতএব আমার এই অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই জগন্মণ্ডলে আমি স্বয়ং মৎকীর্ত্তন আলাপ করিলে সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইবে। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরামবচনং শ্রুত্বা পরমানন্দনির্ভরঃ।
মুনিঃ প্রোবাচ সদসি সর্ব্বেষাং তত্র শৃণ্বতাম্ ॥ ১ ॥
অথ বিত্তেশ্বরো দেবস্তত্র কালেন কেনচিৎ।
আযযৌ পুষ্পকারূঢ়ঃ পিতরং দ্রষ্টুমঞ্জসা ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তং কৈকসী তত্র ভ্রাজমানং মহৌজসম্।
রাক্ষসী পুত্রসামীপ্যং গত্বা রাবণমব্রবীৎ ॥ ৩ ॥
পুত্র! পশ্য ধনাধ্যক্ষং জ্বলন্তং স্বেন তেজসা।
ত্বমপ্যেবং যথাভূয়াস্তথা যত্নং কুরু প্রভো! ॥ ৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রাবণো রোষাৎ প্রতিজ্ঞামকরোদ্দ্রুতম্।
ধনদেন সমো বাপি হ্যধিকো বা চিরেণ তু ॥ ৫ ॥
ভবিষ্যাম্যম্ব! মাং পশ্য সন্তাপং ত্যজ সুব্রতে!।
ইত্যুক্ত্বা দুষ্করং কর্ত্তুং তপঃ স দশকন্ধরঃ ॥ ৬ ॥
আগমৎ ফলসিদ্ধ্যর্থং গোকর্ণং তু সহানুজঃ।
স্বং স্বং নিয়মমাস্থায় ভ্রাতরস্তে তপো মহৎ ॥ ৭ ॥
আস্থিতা দুষ্করং ঘোরং সর্ব্বলোকৈকতাপনম্।
দশবর্ষসহস্রাণি কুম্ভকর্ণোঽকরোত্তপঃ ॥ ৮ ॥
বিভীষণোঽপি ধর্ম্মাত্মা সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি পাদেনৈকেন তস্থিবান্ ॥ ৯ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রং তু নিরাহারো দশাননঃ।
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শীর্ষমগ্নৌ জুহাব সঃ।
এবং বর্ষসহস্রাণি নব তস্যাতিচক্রমুঃ ॥ ১০ ॥
অথ বর্ষসহস্রে তু দশমে দশমং শিরঃ।
ছেত্তুকামস্য ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্তশ্চাথ প্রজাপতিঃ।
বৎস! বৎস! দশগ্রীব! প্রীতোঽস্মীত্যভ্যভাষত।
বরং বরয় দাস্যামি যত্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥ ১১ ॥
দশগ্রীবোঽপি তচ্ছ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
অমরত্বং বৃণোমীশ! বরদো যদি মে ভবান্।
সুপর্ণনাগযক্ষাণাং দেবতানাং তথাসুরৈঃ ॥ ১২ ॥

মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে ভাসমান হইয়া কহিলেন—অতঃপর তোমরা শ্রবণ কর, বিত্তেশ্বর কুবের কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া এক দিন পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক পিতাকে দর্শন করিবার মানসে আগমন করিলেন; তথায় কৈকসী দীপ্তিমান কুবেরকে সন্দর্শন করিয়া স্বপুত্র রাবণকে কহিল, হে পুত্র! দেখ ধনাধ্যক্ষ স্বকীয় উজ্জ্বলতায় পরিশোভিত হইয়া আগমন করিয়াছে, অতএব তুমিও যাহাতে ঐরূপ হও তাহার চেষ্টা কর। রাবণ মাতার বাক্য আকর্ণন করিয়া ক্রোধাবেগে প্রতিজ্ঞা করিল, আমি ধনদের সমান অথবা তাহার অপেক্ষা ধনশালী ও পরিশোভমান হইব। অতএব হে মাতঃ সুব্রতে! এক্ষণে সন্তাপ পরিহার করুন, এই বলিয়া দশানন কঠোর তপস্যা দ্বারা ফলসিদ্ধি করিবার নিমিত্ত অনুজ ভ্রাতা দ্বয় সমভিব্যাহারে গোকর্ণে আগমন করিল। তথায় ভ্রাতাত্রয় স্ব স্ব নিয়মাবলম্বন পূর্ব্বক সর্ব্ব লোক ভয়দর্শী অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল। কুম্ভকর্ণ দশহাজার বৎসর ঘোরতর তপঃ করিয়াছিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮।

সত্যধর্ম্ম পরায়ণ বিভীষণ পঞ্চসহস্র বৎসর এক পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। দশানন অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক সহস্র বৎসর অনশনে থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা করিল। ঐ সহস্র বৎসর অতীত হইলে আপনার এক এক মস্তক ছিন্ন করিয়া নয় হাজার বৎসর ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে লাগিল। অনন্তর দশম বৎসর উপস্থিত হইলে দশম মস্তক ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়, তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা উপনীত হইয়া কহিলেন, বৎস, দশগ্রীব! তোমার তপস্যায় আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি এক্ষণে তোমার অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর। দশানন পদ্মযোনি ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে আনন্দোৎফুল্লমনে কহিল, হে জগদীশ! যদি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বরদান করেন

অবধ্যত্বং তু মে দেহি তৃণভূতা হি মানুষাঃ।
তথাস্ত্বিতি প্রজাধ্যক্ষঃ পুনরাহ দশাননম্। ১৩।
অগ্নৌ হুতানি শীর্ষাণি যানি তেঽসুরপুঙ্গব !।
ভবিষ্যন্তি যথাপূর্ব্বমক্ষয়াণি চ সত্তম !। ১৪।
এবমুক্ত্বা ততো রামো ! দশগ্রীবং প্রজাপতিঃ।
বিভীষণমুবাচেদং প্রণতং ভক্তবৎসলঃ। ১৫।
বিভীষণ ! ত্বয়া বৎস ! কৃতং ধর্ম্মার্থমুত্তমম্।
তপস্ততো বরং বৎস ! বৃণীষ্বাভিমতং হি তম্ ।১৬
বিভীষণোঽপি তং নত্বা প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ।
দেব ! মে সর্ব্বদা বুদ্ধির্ধর্ম্মে তিষ্ঠতু শাশ্বতী।
মা রোচয়ত্বধর্ম্মে মে বুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা। ১৭॥
ততঃ প্রজাপতিঃ প্রীতো বিভীষণমথাব্রবীৎ।
বৎস ! ত্বং ধর্ম্মশীলোঽসি তথৈব চ ভবিষ্যসি॥১৮
অযাচিতোঽপি তে দাসো হ্যমরত্বং বিভীষণ !।
কুম্ভকর্ণমথোবাচ বরং বরয় সুব্রত !। ১৯।
বাণ্যা ব্যাপ্তোঽথ তং প্রাহ কুম্ভকর্ণঃ পিতামহম্।
স্বপ্স্যামি দেব ! ষণ্মাসান্ দিনমেকং তু ভোজনম্
এবমস্ত্বিতি তং প্রাহ ব্রহ্মা দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ।
সরস্বতী চ তদ্বক্ত্রান্নির্গতা প্রযযৌ দিবম্। ২১।
কুম্ভকর্ণস্তু দুষ্টাত্মা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ।
অনভিপ্রেতমেবাস্যাৎ কিং নির্গতমহো বিধিঃ।২২
সুমালী বরলব্ধাংস্তান্ জ্ঞাত্বা পৌত্রান্ নিশাচরান্।
পাতালান্নির্ভয়ঃ প্রায়াৎ প্রহস্তাদিভিরন্বিতঃ।২৩।
দশগ্রীবং পরিষজ্য বচনং চেদমব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা তে পুত্র ! সম্প্রাপ্তো বাঞ্ছিতো মে মনোরথঃ।

তবে, এই বরদান করুন আমি যেন অমর হই অর্থাৎ সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ দেবতা বা অসুর কেহই যেন আমাকে বিনাশ করিতে সক্ষম হয় না। যখন আমি মনুষ্যদিগকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করি তখন আমাকে অমরত্ব বরপ্রদান করুন; প্রজাপতি ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া পুনরায় তাহাকে কহিলেন—হে অসুর শ্রেষ্ঠ ! তুমি যে সকল মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছ সে সমস্তই অক্ষয় হইবে।৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪।

হে রামচন্দ্র ! ভক্তবৎসল ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া প্রণত ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে কহিলেন—হে বিভীষণ ! তুমি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়া তপস্যা করিয়াছ, এক্ষণে তোমার মনোমত বরপ্রার্থনা কর। বিভীষণ তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেব ! আপনি আমাকে এই বরদান করুন, যেন আমার বুদ্ধি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম পথে অবস্থিতি করে, কারণ আমার বুদ্ধি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ধর্ম্মে অভিরুচি করিয়া থাকে। অনন্তর ব্রহ্মা তাঁহার প্রতি যারপর নাই প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন—হে বৎস ! তুমি পরম ধর্ম্মশীল, প্রার্থনা না করিলেও আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম। ১৫। ১৬।

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে কহিলেন—হে সুব্রত ! তুমি বরপ্রার্থনা কর; কুম্ভকর্ণ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে দেব ! একদিবস ভোজন করিয়া ছয় মাস নিদ্রা ভোগ করিব এই বর প্রদান করুন, ব্রহ্মাও 'তথাস্তু' কহিলেন। এক্ষণে সরস্বতী তাঁহার বদন হইতে নির্গতা হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। অতঃপর দুষ্টমতি কুম্ভকর্ণ দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল যে, বিধাতার বিড়ম্বনা প্রযুক্ত আমার অনভিপ্রেত বরলাভ হইল। সুমালী আপনার নিশাচর পৌত্রেরা বরলাভ করিয়াছে অবগত হইয়া প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণ সেনাপতি পরিবৃত হইয়া পাতাল হইতে নির্ভয়ে আগমন পূর্ব্বক রাবণাদির সমীপে উপস্থিত হইল।১৯। ২০।২১।২২।২৩।

অনন্তর দশগ্রীব রাবণকে কহিল—হে পুত্র ! তুমি পরম

যন্তয়াচ্চ বয়ং লঙ্কাং ত্যক্ত্বা যাতা রসাতলম্।

তদ্গতং নো মহাবাহো ! মহদ্বিষ্ণুকৃতং ভয়ম্ ।২৫

অস্মাভিঃ পূর্ব্বমুষিতা লঙ্কেয়ং ধনদেন তে।

ভ্রাত্রাক্রান্তামিদানীং ত্বং প্রত্যানেতুমিহার্হসি ।২৬

সাম্না বাথ বলেনাপি রাজ্ঞাং বন্ধুঃ কুতঃ সুহৃৎ।

ইত্যুক্তো রাবণঃ প্রাহ নার্হস্যেবং প্রভাষিতুম্ ২৭

বিত্তেশো গুরুরস্মাকমেবং শ্রুত্বা তমব্রবীৎ।

প্রহস্তঃ প্রশ্রিতং বাক্যং রাবণং দশকন্ধরম্। ২৮

শৃণু রাবণ ! যত্নেন নৈবং ত্বং বক্তুমর্হসি।

নাধীতা রাজধর্ম্মাস্তে নীতিশাস্ত্রং তথৈব চ। ২৯।

সুরাণাং ন হি সৌভ্রাত্রং শৃণু মে বদতঃ প্রভো।

কশ্যপস্য সুতা দেবা রাক্ষসাশ্চ মহাবলাঃ। ৩০।

পরস্পরমযুধ্যন্ত ত্যক্ত্বা সৌহৃদমায়ুধৈঃ।

নৈবেদানীন্তনং রাজন্! বৈরং দেবৈরনুষ্ঠিতম্॥ ৩১

প্রহস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা দশগ্রীবো দুরাত্মনঃ।

তথেতি ক্রোধতাম্রাক্ষস্ত্রিকুটাচলমন্বগাৎ। ৩২।

দূতং প্রহস্তং সংপ্রেষ্য নিষ্কাশ্য ধনদেশ্বরম্।

লঙ্কামাক্রম্য সচিবৈ রাক্ষসৈঃ সুখমাস্থিতঃ। ৩৩।

ধনদঃ পিতৃবাক্যেন ত্যক্ত্বা লঙ্কাং মহাযশাঃ।

গত্বা কৈলাসশিখরং তপসা তোষয়চ্ছিবম্। ৩৪।

তেন সখ্যমনুপ্রাপ্য তেনৈব পরিপালিতঃ।

অলকাং নগরীং তত্র নির্ম্মমে বিশ্বকর্ম্মণা। ৩৫।

দিক্পালত্বং চকারাত্র শিবেন পরিপালিতঃ।

রাবণো রাক্ষসৈঃ সার্ধমভিষিক্তঃ সহানুজৈঃ॥ ৩৬॥

সৌভাগ্য বশতঃ বরপ্রাপ্ত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে আমার চিরাভিলষিত মনোরথ সফল হইল: হে মহাবাহো! যে ভয়ে আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতাল মধ্যে পলায়ন করিয়াছিলাম এক্ষণে সেই বিষ্ণুর ভয় অপনোদিত হইল। পূর্ব্বে আমরাই এই লঙ্কাপুরীতে বাস করিতাম কিন্তু, তোমার ভ্রাতা কুবের তোমাকে আক্রমণ করিলেও তুমি সৈন্য সমস্ত সাহায্যে লঙ্কা পুরী অবলীলাক্রমে স্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছ। এইরূপ কহিলে দশানন সুমালীকে কহিল—দেখুন আপনার মুখে ঐরূপ কথা উপযুক্ত নহে। কারণ ধনপতি আমাদিগের গুরু। রাবণ সেনাপতি প্রহস্ত তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি বনীত বচনে কহিল—হে রাবণ! আপনি এইরূপ কহিতেছেন, কিন্তু উহা আপনার পক্ষে অনুপযুক্ত। অতএব আপনি যেমন রাজধর্ম্ম এবং নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই সমহিত চিত্তে আমার বাক্য শ্রবণ করুন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

হে প্রভো! আমি সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন—সুরগণের মধ্যে কিছুই সখ্যতা নাই, দেখুন, কশ্যপের পুত্র দেবতা ও মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষসদিগের মধ্যে তিলার্দ্ধমাত্রও সখ্যতা ছিল না। তাহারা কেবল যুদ্ধে চিরকালই অতিবাহিত করিতেছে। হে রাজন্! এই বিবাদটি নূতন বলিয়া মনোমধ্যে স্থান দিবেন না—কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বৈর চলিয়া আসিতেছে। দুষ্টমতি দশানন প্রহস্তের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধাগ্নিনয়নে চিত্রকূট পর্ব্বতে প্রস্থান করিল, সচিব বর রক্ষঃগণ প্রহস্তকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া ধনদেশ্বর কুবেরকে বহিষ্কৃত করিয়া লঙ্কা আক্রমণ করিল এবং পরম সুখে অবস্থান করিল। মহাযশা কুবের পিতার আদেশ ক্রমে লঙ্কাদ্বীপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈলাশ পর্ব্বতের শিখর দেশে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলেন, অনন্তর তৎকর্ত্তৃক সখ্যতা নিগড়ে আবদ্ধ এবং পরিপালিত হইয়া তথায় বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা অলকানগরী নির্ম্মাণ করাইলেন: এখানে দশাননও মহাদেবের দ্বারা পরিপালিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও অপরাপর রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত দিক্পাল-

রাজ্যং চকারাসুরাণাং ত্রিলোকীং বাধয়ন্ খলঃ।
ভগিনীং কালখঞ্জায় দদৌ বিকটরূপিণীং। ৩৬।
বিদ্যুজ্জিহ্বায় নাম্নাসৌ মহামায়ো নিশাচরঃ।
ততো ময়ো বিশ্বকর্ম্মা রাক্ষসানাম্দিতেঃ সুতঃ। ৩৭
সুতাং মন্দোদরীং নাম্না দদৌ লোকৈকসুন্দরীম্।
রাবণায় পুনঃ শক্তিমমোঘাং প্রীতমানসঃ॥ ৩৮॥
বৈরোচনস্য দৌহিত্রীং বৃত্রজ্বালেতি বিশ্রুতাম্।
স্বয়ং দত্বাম্নুদবহৎ কুম্ভকর্ণায় রাবণঃ॥ ৩৯॥
গন্ধর্ব্বরাজস্য সুতাং শৈলূষস্য মহাত্মনঃ।
বিভীষণস্য ভার্য্যার্থে ধর্ম্মজ্ঞাং সমুদাবহৎ॥ ৪০॥
সরমাং নাম সুভগাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
ততো মন্দোদরী পুত্রং মেঘনাদমজীজনৎ॥ ৪১॥
জাতমাত্রস্তু যো নাদং মেঘবৎপ্রমুমোচ হ।
ততঃ সর্ব্বে ব্রুবম্মেঘনাদোঽয়মিতি চানকুৎ॥ ৪২॥
কুম্ভকর্ণস্ততঃ প্রাহ নিদ্রা মাং বাধতে প্রভো!।
ততশ্চ কারয়ামাস গুহাং দীর্ঘাং সুবিস্তরাম্॥ ৪৩
তত্র সুষ্বাপ মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণো বিঘূর্ণিতঃ।
নিদ্রিতে কুম্ভকর্ণে তু রাবণো লোকরাবণঃ॥ ৪৪॥
ব্রাহ্মণান্ ঋষিমুখ্যাংশ্চ দেবদানবকিন্নরান্।
দেবশ্রিয়ো মনুষ্যাংশ্চ নিজঘ্নে স মহোরগান্॥ ৪৫॥
ধনদোঽপি ততঃ শ্রুত্বা রাবণস্যাক্রমং প্রভুঃ।
অধর্ম্মং মা কুরুষ্বেতি দূতবাক্যৈর্ন্যবারয়ৎ॥ ৪৬॥
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবো জগাম ধনদালয়ম্।
বিনির্জ্জিত্য ধনাধ্যক্ষং জহারোত্তমপুষ্পকম্॥ ৪৭॥
ততো যমস্তু বরুণং নির্জ্জিত্য সমরেঽসুরঃ।
স্বর্গলোকমগাত্তূর্ণং দেবরাজজিঘাংসয়া॥ ৪৮॥

দিগকে নিযুক্ত করিল, এবং অসুর দিগকে বাধা করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর কালখঞ্জ বংশোৎপন্ন মহামায়িক নিশাচর বিদ্যুজ্জিহ্বার সহিত আপনার বিকট রূপিণী ভগিনী শূর্পনখার পরিণয় কার্য্য সমাধা করিল। পশ্চাৎ কশ্যপপত্নীসুত ময়দানব দশাননকে স্বীয় দুহিতা মন্দোদরী প্রদান করিলেন। এই সময়ে বিশ্বকর্ম্মা প্রীতি-প্রফুল্ল হইয়া স্বহস্ত নির্ম্মিত অমোঘা শক্তি রাবণকে প্রদান করিলেন। ৩৭। ৩৮।

রাবণ স্বয়ং বৃত্রজ্বালা নাম্নী লোক বিখ্যাত বিরোচন পুত্রের দৌহিত্রীর সহিত কুম্ভকর্ণের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; মহামতি গন্ধর্ব্বাধিপতি শৈলূষের পরমধর্ম্ম পরায়ণা সৌভাগ্যবতী সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না সরমা নাম্নী কন্যার সহিত বিভীষণের পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হইল। অনন্তর রাবণ মহিষী মন্দোদরী একটী সন্তান প্রসব করিলেন, ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র মেঘনির্ঘোষের ন্যায় গভীর শব্দ করিয়াছিল বলিয়া সকলেই তাহার নাম মেঘনাদ রাখিল। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ দশাননকে কহিল, হে প্রভো! নিদ্রা আসিয়া আমাকে যারপর নাই কষ্টপ্রদান করিতেছে। এই বলিয়া মূঢ়াত্মা এক অতি সুপ্রশস্ত গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে বিঘূর্ণিত হইয়া নিদ্রা যাইতে লাগিল কুম্ভকর্ণ নিদ্রিত হইলে সর্ব্ব লোকভয়প্রদ দুর্বৃত্ত দশানন ব্রাহ্মণ,ঋষি পুঙ্গব, দেবতা,দানব কিন্নর,দেবশ্রী,মনুষ্য ও মহোরগ সমস্তকেই বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। ধনপতি কুবের রাবণের এইরূপ অহিতাচরণ শ্রবণ করিয়া তাহাকে অধর্ম্মাচরণ করিতেনিষেধ করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি দশানন কুবেরের এই হিতকর বাক্য আকর্ণনে ক্রোধানলে বিদগ্ধ হইয়া যক্ষপতির আলয়ে গমন করিল, এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া পুষ্পক রথ অপহরণ করিল: অনন্তর মহাবলবান অসুর যম ও বরুণের সহিত সমরাঙ্গনে ব্যাপৃত হইয়া তাঁহাদিগকে পরাভূত করিয়া ত্রিদিবাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার

ততোঽভবন্মহদ্যুদ্ধমিন্দ্রেণ সহ দৈবতৈঃ।
ততো রাবণমভ্যেত্য বরন্ধ ত্রিদশেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সহসাগত্য মেঘনাদঃ প্রতাপবান্।
কৃত্বা ঘোরং মহদ্যুদ্ধং জিত্বা ত্রিদশপুঙ্গবান্ ॥ ৫০ ॥
ইন্দ্রং গৃহীত্বা বদ্ধাসৌ মেঘনাদো মহাবলঃ।
মোচয়িত্বা তু পিতরং গৃহীত্বেন্দ্রং যযৌ পুরম্ ॥ ৫১॥
ব্রহ্মা তু মোচয়ামাশ দেবেন্দ্রং মেঘনাদতঃ।
দত্ত্বা বরান্ বহূংস্তস্মৈ ব্রহ্মা স্বভবনং যযৌ ॥ ৫২ ॥
রাবণো বিজয়ী লোকান্ সর্ব্বান্ জিত্বা ক্রমেণ তু।
কৈলাসং তোলয়াম স বাহুভিঃ পরিঘোপমৈঃ ॥৫৩
তত্র নন্দীশ্বরেণৈবং শপ্তোঽয়ং রাবণেশ্বরঃ।
বানরৈর্ম্মানুষৈশ্চৈব নাশং গচ্ছেতি কোপিনা ॥৫৪
শপ্তোঽপ্যগণয়ন্ বাক্যং যযৌ হৈহয়পত্তনম্।
তেন বদ্ধো দশগ্রীবঃ পুলস্ত্যেন বিমোচিতঃ ॥ ৫৫ ॥

আশয়ে স্বর্গলোকে অতি সত্বর গমন করিল; সেখানে দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত তাহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল, কিন্তু রাবণই বিজিত হইয়া তৎকর্তৃক বন্দীভূত হইল। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

মহাপরাক্রান্ত মেঘনাদ পিতার দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া ত্রিদশনাথের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ তাঁহাকে পরাজিত ও দৃঢ় রূপে আবদ্ধ করিয়া পিতাকে মুক্ত করিল, এবং ইন্দ্রকে বন্ধন করিয়া স্বপুরে আগমন করিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা ইন্দ্রের দুর্গতি দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া মেঘনাদের নিকট হইতে তাঁহাকে মোচন করণানন্তর স্বভবনে প্রস্থান করিলেন। ৫০। ৫১। ৫২।

মহাবলশালী রাবণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত লোক জয় করিয়া পরিঘ সদৃশ কৈলাস গিরি স্বীয় বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়াছিল তদ্দর্শনে নন্দীকেশ্বর কোপান্বিত হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, বানর ও মনুষ্য দ্বারা তোমার বিনাশ হইবে।

ততোঽপি বলমাসাদ্য জিঘাংসুর্হরিপুঙ্গবম্।
ধৃতস্তেনৈব কক্ষেণ বালিনা দশকন্ধরঃ ॥ ৫৬ ॥
ভ্রাময়িত্বা তু চতুরঃ সমুদ্রান্ রাবণং হরিঃ।
বিসর্জ্জয়ামাস ততস্তেন সখ্যং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥
রাবণঃ পরমপ্রীত এবং লোকান্মহাবলঃ।
চকার স্ববশে রাম! বুভুজে স্বয়মেব তান্ ॥ ৫৮ ॥
এবং প্রভাবো রাজেন্দ্র! দশগ্রীবঃ সহেন্দ্রজিৎ।
ত্বয়া বিনিহতঃ সংখ্যে রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৫৯ ॥
মেঘনাদশ্চ নিহতো লক্ষ্মণেন মহাত্মনা।
কুম্ভকর্ণশ্চ নিহতস্ত্বয়া পর্ব্বতসন্নিভঃ ॥ ৬০ ॥
ভবান্নারায়ণঃ সাক্ষাজ্জগতামাদিকৃদ্বিভুঃ
ত্বৎস্বরূপমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্। ৬১।

দশানন অভিশপ্ত হইয়া শাপের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সহস্রার্জুন নগরে গমন করিল, সেখানে কার্ত্তবীর্য্য দ্বারা বদ্ধ হইল; মহর্ষি পুলস্ত্য রাবণের বন্ধনাবস্থা শ্রবণে সেখানে ত্বরিত পদে গমন করিয়া তাহাকে বিমুক্ত করিলেন। মহাতেজা রাবণ বল প্রাপ্ত হইয়া জিঘাংসা বৃত্তি পরিতুষ্ট করিবার মানসে বানর শ্রেষ্ঠ বালির নিকটে গমন করিল, তথায় হরিপুঙ্গব বালি দশগ্রীবকে কক্ষের ভিতর রাখিয়া অবরুদ্ধ করিলেন। বালি তাহাকে চারিসমুদ্রের উপরে ভ্রমণ করাইয়া অবশেষে সমুদ্রে বিসর্জ্জন করিলেন, পরে রাবণ সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিল। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। হে রামচন্দ্র! মহাবলশালী পৌলস্ত্যেয় সমুদয় লোক স্ববশে আনয়ন করিয়া পরম প্রীত মনে রাজ্য সম্ভোগ করিতে লাগিল। হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্রজিৎ ও দশাননের এইরূপ প্রভাব ছিল বটে, কিন্তু আপনি ঘোর যুদ্ধে সর্ব্বলোক বিজয়ী রাবণকেও বিনাশ করিয়াছেন। মহামতি লক্ষ্মণদেব মেঘনাদকে যুদ্ধে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং আপনি মহামেরু সদৃশ কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়াছেন। হে বিভো! আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, আপনি জগতের

ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
অগ্নিস্তে মুখতো জাতো বাচা সহ রঘূত্তম ! । ৬২ ।
বাহুভ্যাং লোকপালৌঘাশ্চক্ষুর্ভ্যাং চন্দ্রভাস্করৌ।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব কর্ণাভ্যাং তে সমুত্থিতাঃ ।৬৩
ঘ্রাণাৎপ্রাণঃ সমুৎপন্নশ্চাশ্বিনৌ দেবসত্তমৌ।
জঙ্ঘাজান্বূরুজঘনাদ্ভুবর্লোকাদয়োঽভবন্ । ৬৪ ।
কুক্ষিদেশাৎ সমুৎপন্নাশ্চত্বারঃ সাগরা হরে ! ।
স্তনাভ্য মিন্দ্রবরুণৌ বালখিল্যাশ্চ রেতসঃ । ৬৫ ।
মেঢ্রাদ্যমো গুদান্মৃত্যুর্মন্যো রুদ্রস্ত্রিলোচনঃ।
অস্থিভ্যঃ পর্ব্বতা জাতাঃ কেশেভ্যো মেঘসংহতিঃ।
ওষধ্যস্তব রোমভ্যো নখেভ্যশ্চ খরাদয়ঃ।
ত্বং বিশ্বরূপঃ পুরুষো মায়াশক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৬৭ ॥
নানারূপ ইবাভাসি গুণব্যক্তিকরে সতি।
ত্বামাশ্রিত্যৈব বিবুধাঃ পিবন্ত্যমৃতমধ্বরে । ৬৮ ।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্ । ৬৯ ।
ত্বামাশ্রিত্যৈব জীবন্তি সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ । ৬৯ ।
ত্বদুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারেঽপি রাঘব ! ।
ক্ষীরমধ্যগতং সর্পির্যথা ব্যাপ্যাখিলং পয়ঃ । ৭০ ।
ত্বদ্ভাসা ভাসতেঽর্কাদি ন ত্বং তেনাবভাসসে।
সর্ব্বগং নিত্যমেকং ত্বাং জ্ঞানচক্ষুর্ব্বিলোকয়েৎ।
নাজ্ঞানচক্ষুস্ত্বাং পশ্যেদন্ধদৃক্ ভাস্করং যথা।
যোগিনস্ত্বাং বিচিন্বন্তি স্বদেহে পরমেশ্বরম্। ৭২
অতন্দ্রিরসনমুখৈর্ব্বেদশীর্ষৈরহর্নিশম্।
ত্বৎপাদভক্তিলেশেন গৃহীতা যদি যোগিনঃ। ৭৩

সৃষ্টিকর্ত্তা; এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত আপনারই স্বরূপ, হে রঘূত্তম ! আপনার নাভিপদ্ম হইতে লোক পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, অগ্নি আপনার মুখ হইতে বাক্যের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার বাহুদ্বয় হইতে লোকপাল, নয়নদ্বয় হইতে নিশাকর ও সূর্য্য এবং শ্রবণ যুগল হইতে দিক্ ও বিদিক সমুৎপন্ন হইয়াছে; হে শ্রীহরে! আপনার আঘ্রাণ হইতে প্রাণবায়ু ও দেবশ্রেষ্ঠ অশ্বিনী কুমারদ্বয়,-জঙ্ঘা জানু, উরু ও জঘনদেশ হইতে ভুবর্লোক সমুদায় সৃষ্ট হইয়াছে এবং আপনারই কুক্ষিদেশ বহির্গত হইয়া চারিটী মহাসাগর অখিল জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। আপনার স্তনদ্বয় হইতে ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি দেবতা সকল, রেত হইতে বালখিল্য মুনি, মেঢ্র হইতে যম, গুহ্যদেশ হইতে মৃত্যু অর্থাৎ ত্রিলোচন রুদ্র আপনার অস্থি হইতে মেরু এবং কেশ হইতে মেঘ সংহতি সমুৎপন্ন হইয়াছে; হে রমানাথ! ঔষধ সমুদায় আপনার রোম হইতে এবং খরাদি সমস্ত আপনার নখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আপনই বিশ্বরূপ পুরুষ—মায়াশক্তি সমন্বিত হইয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশমান আছেন। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৫। ৬৭। ৬৮।

হে জগৎপতে! দেবতা সকল আপনাকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞস্থানে অমৃত পান করিয়া থাকে; এই স্থাবর জঙ্গমাত্ম বিশ্ব আপনার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়া আপনারই আশ্রয়ভূত হইয়াছে এবং অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে; হে রাঘব! ঘৃত যেমন ক্ষীরমধ্যগত হইয়া সমুদায় পয়ঃ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে,সেইরূপ আপনিও অখিল জগতে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। অর্কাদি সমস্ত আপনার বিষয় প্রকাশ করিতেছে, তজ্জন্য আপনি স্বয়ং স্বীয় বিষয়ের কিছুই প্রকাশ করেন না; যে ব্যক্তি জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই কেবল আপনাকে নিত্য ও সর্ব্বগ অবলোকন করিয়া থাকেন। ৬৯। ৭০। ৭১। তামসাচ্ছন্ন স্থানে দিবাকর যেমন পরিলক্ষিত হয় না তদ্রূপ অজ্ঞান চক্ষু ব্যক্তিরা আপনাকে সন্দর্শন করিতে পারে না, কেবল তপস্যানিরত তপোলব্ধ যোগিগণ স্ব স্ব শরীরাভ্যন্তরে

বিচিন্বন্তো হি পশ্যন্তি চিন্মাত্রং ত্বাং ন চান্যথা
ময়া প্রলপিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞস্য তবাগ্রতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি দেবেশ! তবানুগ্রহভাগহম্। ৭৪।
দিগ্দেশকালপরিহীনমনন্যমেকং
চিন্মাত্রমক্ষরমজং চলনাদিহীনম্।
সর্ব্বজ্ঞমীশ্বরমনন্তগুণব্যুদস্ত-
মায়ং ভজে রঘুপতিং ভজতামভিন্নম্। ৭৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আপনার পরমেশ্বররূপ অবলোকন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র চৈতন্য স্বরূপে বিদ্যমান আছেন; নির্জীবন বদন উপনিষদে আপনার পুরুষ বা প্রকৃতি রূপের বিষয় কিছুই নাই তবে আপনার চরণকমলে ভক্তি থাকায় যোগিরা আপনার দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া থাকেন। হে দেবেশ! বিচার করিয়া দেখিতে হইলে উপনিষদেই আপনাকে চিন্ময় বলিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদ্ভিন্ন অপর কোন স্থানেও আপনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, কিন্তু আপনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব আমি আপনার নিকটে যাহা কিছু কহিলাম, তদ্বিষয়ে তিতীক্ষা প্রদর্শন করিবেন, কারণ আমি আপনার অনুগ্রহের পাত্র। হে রঘুবর! আপনি দিক্, দেশ ও কাল পরিহীন, আপনি ইহ জগতের এক মাত্র আরাধ্য, আপনি চিন্ময় চিন্মাত্র আপনি স্বয়ম্ভুন আপনি চলনাদি বিহীন, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি ঈশ্বর, আপনি নিরন্তময় আপনি ভক্তদিগের অভিন্ন অতএব আপনাকে ভজনা করি। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাম উবাচ।

বালিসুগ্রীবয়োর্জন্ম শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
রবীন্দ্রৌ বানরাকারৌ জজ্ঞাত ইতি নঃ শ্রুতেঃ। ১।

অগস্ত্য উবাচ

মেরোঃ স্বর্ণময়স্যাদ্রের্মধ্যশৃঙ্গে মণিপ্রভে।
তস্মিন্ সভাস্তে বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ শতযোজনা। ২।

শ্রীরাম কহিলেন—হে মহর্ষে! আপনার নিকট বালি ও সুগ্রীব প্রভৃতির জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং রবীন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল বানরাকার পরিগ্রহ করিয়াছেন, এইরূপ আমাদিগের পুরাণান্তর্গত বিরতি সমুহ বর্ণন করুন, শ্রবণ করিব। অগস্ত্য কহিলেন, মহাপর্ব্বতের অন্তর্গত সুবর্ণময় শৃঙ্গ ছিল। তথায় লোকপিতামহ ব্রহ্মার শত যোজন বিস্তৃত আশ্রম ছিল; এক দিবস চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন, ইত্যবসরে তাঁহার নেত্র হইতে বহু পরিমাণে

তস্যাং চতুর্ম্মুখঃ সন্ধ্যাং কদাচিদ্যোগমাস্থিতঃ ।
নেত্রাভ্যাং পতিতং দিব্যমানন্দসলিলং বহু । ৩ ।
তদ্গৃহীত্বা করে ব্রহ্মা ধ্যাত্বা কিঞ্চিত্তদত্যজৎ ।
ভূমৌ পতিতমাত্রেণ তস্মাজ্জাতো মহাকপিঃ । ৪ ।
তমাহ দ্রুহিণো বৎস ! কিঞ্চিৎকালং বসাত্র মে ।
সমীপে সর্ব্বশোভাঢ্যো ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥
ইত্যুক্তো ন্যবসত্তত্র ব্রহ্মণা বানরোত্তমঃ ।
এবং বহুতিথে কালে গতে ঋক্ষাধিপঃ সুধীঃ । ৬ ।
কদাচিৎপর্য্যটন্নদ্রৌ ফলমূলার্থমুদ্যতঃ ।
অপশ্যদ্দিব্যসলিলাং বাপীং মণিশিলান্বিতাম্ । ৭
পানীয়ং পাতুমাগচ্ছত্তত্র ছায়াময়ং কপিম্ ।
দৃষ্ট্বা প্রতিকপিং মত্বা নিপপাত জলান্তরে । ৮ ।
তত্রা দৃষ্ট্বা হরিং শীঘ্রং পুনরুৎপ্লুত্য বানরঃ ।
অপশ্যৎ সুন্দরীং রামামাত্মানং বিস্ময়ং গতঃ । ৯

দিব্যানন্দাশ্রু নিপতিত হইল, তিনি তাহা করতলে ধারণ করিয়া ধ্যান করতঃ কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ করিলেন,ঐ জল ভূমি-তলে পতিত হইবা মাত্র তাহা হইতে এক মহাকপি সমুৎপন্ন হইল। অনন্তর ব্রহ্মা সেই মহাকপিকে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার নিকট কিঞ্চিৎ কাল অবস্থান কর, তুমি সর্ব্ব শোভান্বিত ও সৌভাগ্যশালী হইবে। ব্রহ্মা এই রূপ কহিলে, বানরোত্তম সেখানে অবস্থান করিল, এবং বহু কাল বিগত হইলে এক দিবস ঋক্ষপতি ফল মূলাদি ভক্ষণে সমুদ্যত হইয়া পর্ব্বতোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। পথি-মধ্যে মণিময় সোপান সমন্বিত সুবিমল জলাশয় সন্দর্শন করিয়া জলপানাভিলাষে তৎসমীপে উপনীত হইলে জল মধ্যে তাহার প্রতিবিম্ব নিপতিত হওয়ায় মনে মনে ভাবিল যে, জলমধ্যে অপর বানর অবস্থিতি করিতেছে, এই রূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া সে ঐ জল মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল, কিন্তু দ্বিতীয় বানরকে দেখিতে না পাইয়া ঐ মহাকপি পুনর্ব্বার

ততঃ সুরেশো দেবেশং পূজয়িত্বা চতুর্ম্মুখম্ ।
গচ্ছন্মধ্যাহ্নসময়ে দৃষ্ট্বা নারীং মনোরমাম্ । ১০ ।
কন্দর্পশরবিদ্ধাঙ্গস্ত্যক্তবান্ বীর্য্যমুত্তমম্ ।
তামপ্রাপ্যৈব তদ্বীজং বালদেশে পতদ্ভুবি । ১১ ॥
বালী সমভবত্তত্র শক্রতুল্যপরাক্রমঃ ।
তস্য দত্ত্বা সুরেশানঃ স্বর্ণমালাং দিবং গতঃ ॥ ১২ ॥
ভানুরপ্যাগতস্তত্র তদানীমেব ভামিনীম্ ।
দৃষ্ট্বা কামবশো ভূত্বা গ্রীবাদেশে সৃজন্মহৎ ॥ ১৩
বীজং তস্যাস্ততঃ সদ্যো মহাকায়োঽভবদ্ধরিঃ ।
তস্য দত্ত্বা হনূমন্তং সহায়ার্থং গতো রবিঃ ॥ ১৪ ॥
পুত্রদ্বয়ং সমাদায় গত্বা সা নিদ্রিতা ক্বচিৎ ।
প্রভাতেঽপশ্যদাত্মানং পূর্ব্ববদ্বানরাকৃতিম্ ॥ ১৫ ॥

উল্লম্ফন পূর্ব্বক দেখিল যে, একটী অপূর্ব্ব রূপবতী কামিনী তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়াছে। তদ্দর্শনে সে বিস্ময়াপন্ন হইল। ১/২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।

অনন্তর সুরপতি ইন্দ্র চতুরানন ব্রহ্মাকে পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন কালে সহরাভিমুখে গমন করিতে করিতে ঐ মনোরমা রমণীকে দর্শন করণানন্তর কন্দর্পশরে একান্ত জর্জ্জরিত কলেবর হইয়া তাহার সহিত মিলনের অভাব হইলেও বীর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, ঐ বীর্য্য বালদেশে নিপতিত হইল, এবং তাহা হইতে ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী বালী সমুৎপন্ন হইল। সুরেশ্বর তাহাকে একটী সুবর্ণমালা প্রদান করিলেন। ।১০।১১।১২। অনন্তর সূর্য্য সেই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যবতী ভামিনীকে নয়ন গোচর করিয়া মদন সায়কে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া গ্রিবাদেশে বহু পরিমাণে বীর্য্য সৃষ্টি করতঃ পরিত্যাগ করিলেন ; ঐ বীর্য্য দ্বারা রূপবতী কামিনীর একটী মহাকায় বানর সদ্য সম্ভূত হইল ; রবি বালীকে তাহার সহায় স্বরূপ ঐ সদ্য জাত হনূমানটী প্রদান করিয়া প্রস্থান করিলেন। একদা ঐ কামিনী পুত্র দ্বয় লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল,

ফলমূলাদিভিঃ সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কপিঃ।
নত্বা চতুর্ম্মুখস্যাগ্রে ঋক্ষরাজঃ স্থিতঃ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
ততোঽব্রবীৎ সমাশ্বাস্য বহুশঃ কপিকুঞ্জরম্।
তত্রৈকং দেবতাদূতমাহূয়ামরসন্নিভম্ ॥ ১৭ ॥
গচ্ছ দূত! মরাদিষ্টো গৃহীত্বা বানরোত্তমম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং দিব্যনগরীং নির্ম্মিতাং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বসৌভাগ্যবলিতাং দেবৈরপি দুরাসদাম্।
তস্যাং সিংহাসনে বীরং রাজানমভিষেচয়। ১৯।
সপ্তদ্বীপগতা যে যে বানরাঃ সন্তি দুর্জ্জয়াঃ।
সর্ব্বে তে ঋক্ষরাজস্য ভবিষ্যন্তি বশেঽনুগাঃ ॥ ২০
যদা নারায়ণঃ সাক্ষাদ্রামো ভূত্বা সনাতনঃ।
ভূভারাসুরনাশায় সম্ভবিষ্যতি ভূতলে। ২১।
তদা সর্ব্বে সহায়ার্থে তস্য গচ্ছন্তু বানরাঃ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা দূতো দেবানাং স মহামতিঃ ২২॥
যথোক্তস্তথা চক্রে ব্রহ্মণা তং হরীশ্বরম্।
দেবদূতস্ততো গত্বা ব্রহ্মণে তন্ন্যবেদয়ৎ ॥ ২৩ ॥
তদাদি বানরাণাং সা কিষ্কিন্ধ্যাভূন্নৃপাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বেশ্বরস্ত্বমেবাসীরিদানীং ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ২৪ ॥
ভূমের্ভারো হৃতঃ কৃৎস্নস্ত্বয়া লীলানৃদেহিনা।
সর্ব্বভূতান্তরস্থস্য নিত্যমুক্তচিদাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥
অখণ্ডানন্দরূপস্য ক্রিয়ানেষ পরাক্রমঃ।
তথাপি বর্ণ্যতে সদ্ভির্লীলামানুষরূপিণঃ ॥ ২৬ ॥

রজনী প্রভাত হইলে দেখিল যে, আপনার সন্তান দ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় বানরাকার প্রাপ্ত হইয়াছে; অনন্তর ঋক্ষরাজ ফল মূলাদি আহরণ পূর্ব্বক পুত্রদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক অবস্থিতি করিল; পরে তিনি কপিকুঞ্জরকে বিবিধ প্রকারে সমাশ্বাস প্রদান করিয়া অমরগণ সন্নিধানে এক দেবতা দূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে দূত! তুমি আমাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বানর শ্রেষ্ঠটিকে গ্রহণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত কিষ্কিন্ধ্যা নাম্নী দিব্য নগরীতে গমন কর। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

সেই নগরী দেবতা দিগের দ্বারা পরম সৌভাগ্য সংযুক্তা হইয়াছে, অতএব তাহার সিংহাসনে মহাবীর বালীকে অধিবেশন করাইয়া তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত কর, আর সপ্তদ্বীপ মধ্যে যে সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ বানর আছে, তাহারা সকলেই ঐ ঋক্ষরাজের বশবর্ত্তী হইবে; যখন সাক্ষাৎ সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর ভার অপনোদনের নিমিত্ত অর্থাৎ অসুরদিগকে বিনাশ করিবার জন্য রামরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন, তখন ঐ বানর সমস্ত তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত গমন করিবে। অনন্তর দূত ব্রহ্মার নিদেশবর্ত্তী হইয়া হরীশ্বরকে রাজ্যপদে অধিষ্ঠিত করিয়া পুনর্ব্বার তৎসন্নিধানে গমন করতঃ সমুদায় বৃত্তান্ত তাহার নিকট নিবেদন করিল। ২০। ২১। ২২। ২৩।

হে নৃপ! কিষ্কিন্ধ্যানগরী পূর্ব্বে বানর দিগের আশ্রয় ছিল, অধুনা ব্রহ্মাদ্বারা প্রার্থিত হইয়া তুমি সমস্ত বানরের রাজা হইলে। হে দেবেশ! আপনি স্বীয় লীলা অবলম্বন করিবার মানসে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন। আপনার দেহে এতদূর পরাক্রম যে, আপনি ভূভার হরণ করিয়াছেন যে লোক আপনাকে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল মাত্র আপনাকেই জ্ঞাত আছে তাহারই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে; আপনার রূপ অখণ্ড আনন্দময় হইলেও সাধারণের পাপ বিনাশ ও স্বকীয় যশ এবং লোক সমুদায়ের সুখের জন্য ঈদৃশ পরাক্রম নিতান্ত আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু সমস্ত লোক এইটী আশ্চর্য্যভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে, ব্যক্তি বালী ও সুগ্রীবের, মহতী কীর্ত্তি ঘোষণা করে তাহার জন্ম

যশস্তে সর্ব্বলোকানাং পাপহৈত্যে সুখায় চ।
য ইদং কীর্ত্তয়েন্মর্ত্ত্যো বালিসুগ্রীবয়োর্ম্মহৎ। ২৭
জন্ম ত্বদাশ্রয়ত্বঞ্চ স মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
অথান্যাং সম্প্রবক্ষ্যামি কথাং রাম! ত্বদাশ্রয়াম্।২৮
সীতা হৃতা যদর্থং সা রাবণেন দুরাত্মনা।
পুরা কৃতযুগে রাম! প্রজাপতিসুতং বিভুম্। ২৯
সনৎকুমারমেকান্তে সমাসীনং দশাননঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা হ্যভিবাদ্যেদমব্রবীৎ॥ ৩০॥
কো হ্যস্মিন্ প্রবরো লোকে দেবানাং বলবত্তরঃ?
দেবাশ্চ যং সমাশ্রিত্য যুদ্ধে শত্রূন্ জয়ন্তি হি?।
কং যজন্তি দ্বিজা নিত্যং কং ধ্যায়ন্তি চ যোগিনঃ?
এতন্মে শংস ভগবন! প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর!॥ ৩২
জ্ঞাত্বা তস্য হৃদিস্থং যত্তদশেষেণ যোগদৃক্।
দশাননমুবাচেদং শৃণু বক্ষ্যামি পুত্রক!॥ ৩৩॥

ভর্ত্তা যো জগতাং নিত্যং যস্য জন্মাদিকং নহি।
সুরাসুরৈর্নুতো নিত্যং হরির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥ ৩৪
যন্নাভিপঙ্কজাজ্জাতো ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ।
সৃষ্টং যেনৈব সকলং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ৩৫॥
তং সমাশ্রিত্য বিবুধা জয়ন্তি সমরে রিপূন্।
যোগিনো ধ্যানযোগেন তমেবানুজপন্তি হি ৩৬
মহর্ষের্ব্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ দশাননঃ।
দৈত্যদানবরক্ষাংসি বিষ্ণুনা নিহতানি চ॥ ৩৭
কাং বা গতিং প্রপদ্যন্তে প্রেত্য তে মুনিপুঙ্গব।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্॥ ৩৮॥
দৈবতৈর্নিহতা নিত্যং গত্বা স্বর্গমনুত্তমম্।
ভোগক্ষয়ে পুনস্তস্মাদ্ভ্রষ্টা ভূমৌ ভবন্তি তে॥ ৩৯

আপনারই আশ্রয়ভূত হয় ও সে সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া যায়। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

হে শ্রীরাম! সম্প্রতি আত্ম বিষয়ক কথা অর্থাৎ দুরাত্মা দশানন যে কারণে জনকাত্মজা সীতাকে হরণ করিয়াছিল, কহিতেছি, শ্রবণ করুন। হে রামচন্দ্র! এক দিন কৃতযুগে দশগ্রীব লোক পিতামহ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারকে নির্জ্জন প্রদেশে সমাসীন সন্দর্শন করিয়া বিনয়াবনত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল—হে ভগবন্! ইহ লোকে দেবতাদিগের মধ্যে কে অধিক বলবান্ আছে যে, তাহার আশ্রয়ভূত হইয়া দেবতারা সমরাঙ্গনে শত্রু জয় করে? ব্রাহ্মণেরা কাহাকে নিত্য ভজনা করে এবং কাহাকেই বা যোগিরা ধ্যান করিয়া থাকে? হে প্রশ্নবিদাম্বর ভগবন্! আপনি আমার এই সংশয় ভঞ্জন করিয়া দিন। রাবণের মনোমধ্যে ইচ্ছা মৃত্যু অবগত হইয়া যোগ বিশারদ সনৎকুমার দশাননকে কহিলেন, হে পুত্রক! আমার বাক্য শ্রবণ কর—

যিনি এই জগৎ প্রতিপালন করিতেছেন, যাঁহার জন্ম বা মৃত্যু কিছুই নাই, দেব, যক্ষ, রক্ষপ্রভৃতি যাঁহাকে অচ্যুত নারায়ণ বলিয়া সর্ব্বদা নমস্কার করে, যাঁহার নাভি কমল হইতে বিশ্বসৃষ্টি কর্ত্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, স্থাবর জঙ্গম সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমরে শত্রু জয় করিয়া থাকেন, যোগিরা যোগাসনে উপবেশন করিয়া নিরন্তর ধ্যান করিয়া থাকেন। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

দশানন মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন বিষ্ণু কর্ত্তৃক দৈত্য দানব ও রাক্ষস সমস্ত নিহত হইয়াছে কিন্তু হে মুনি পুঙ্গব! তাহাদিগের কি গতি হইবে, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। মহর্ষি রক্ষাধিপতির বাক্যাকর্ণন করিয়া কহিলেন, তাহারা দেবতাগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিত্য পরমপবিত্র স্বর্গধামে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের ভোগক্ষয় হইলে স্বর্গচ্যুত হইয়া পুনরায় পৃথিবীতে নিপতিত হয়। হে রক্ষপতি! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য ও পাপ হেতু তাহারা স্বর্গ-লোকে ও ভূ-লোকে অবস্থিতি

পূর্ব্বার্জ্জিতৈঃ পুণ্যপাপৈর্ম্রিয়ন্তে চোদ্ভবন্তি চ।
বিষ্ণুণা যে হতাস্তে তু প্রাপ্নুবন্তি হরের্গতিম্। ৪০
শ্রুত্বা মুনিমুখাৎ সর্ব্বং রাবণো হৃষ্টমানসঃ।
যোৎস্যেহং হরিণা সার্দ্ধমিতিচিন্তাপরোঽভবৎ। ৪১
মনঃস্থিতং পরিজ্ঞাত্বা রাবণস্য মহামুনিঃ।
উবাচ বৎস! তেঽভীষ্টং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪২
কঞ্চিৎকালং প্রতীক্ষস্ব সুখী ভব দশানন!।
এবমুক্ত্বা মহাবাহো! মুনিঃ পুনরুবাচ তম্। ৪৩।
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি হ্যরূপস্যাপি মায়িনঃ।
স্থাবরেষু চ সর্ব্বেষু নদেষু চ নদীষু চ। ৪৪।
ওঁকারশ্চৈব সত্যং চ সাবিত্রী পৃথিবী চ সঃ।
সমস্তজগদাধারঃ শেষরূপধরো হি সঃ। ৪৫।
সর্ব্বে দেবাঃ সমুদ্রাশ্চ কালঃ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
সূর্য্যোদয়ো দিবারাত্রৌ যমশ্চৈব তথানিলঃ॥ ৪৬।
অগ্নিরিন্দ্রস্তথা মৃত্যুঃ পর্জ্জন্যো বসবস্তথা।
ব্রহ্মা রুদ্রাদয়শ্চৈব যে চান্যে দেবদানবাঃ॥ ৪৭।
বিদ্যোততি জ্বলত্যেষ পাতি চাত্তীতি বিশ্বকৃৎ।
ক্রীড়াং করোত্যব্যয়াত্মা সোঽয়ং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
তেন সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
নীলোৎপলদলশ্যামো বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতঃ। ৪৯
শুদ্ধজাম্বুনদপ্রখ্যাং শ্রিয়ং বামাঙ্কসংস্থিতাম্।
সদানপায়িনীং দেবীং পশ্যন্নালিঙ্গ্য তিষ্ঠতি। ৫০
দ্রষ্টুং ন শক্যতে কৈশ্চিদ্দেবদানবপন্নগৈঃ।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স চৈনং দ্রষ্টুমর্হতি। ৫১।
ন চ যজ্ঞতপোভির্ব্বা ন দানাধ্যয়নাদিভিঃ।
শক্যতে ভগবান্দ্রষ্টুমুপায়ৈরিতরৈরপি। ৫২।

করিয়া থাকে, আর বিষ্ণু যাঁহাকে বিনাশ করেন তিনি মুক্তি পদ লাভ করিয়া গোলোক ধামে থাকেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

হৃষ্টমানস রাবণ মুনিমুখ হইতে সমুদায় শ্রবণ করিয়া ভগবন্মায়াবশ ও তমোগুণ প্রধানত্ব হেতু বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া আমিও তাহার সহিত যুদ্ধ করিব বলিয়া চিন্তা পরতন্ত্র হইল। মহামুনি দশগ্রীবের মনের বাসনা অবগত হইয়া কহিলেন—বৎস! তোমার মনাভিলাষ পূর্ণ হইবে, ইহাতে তিলার্দ্ধমাত্রও সংশয় নাই, অতএব হে দশানন! কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, সুখী হইবে। ৪১। ৪২। এই বলিয়া মহামুনি সনৎকুমার রাবণকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে মহাবাহো! আমি সেই মহামায়ী নিরাকার সনাতন বিষ্ণুর স্বরূপ তত্ত্ব কহিতেছি—তিনি বৃক্ষ ও পর্ব্বতাভ্যন্তরে, নদ ও নদী মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তিনি সর্ব্ব বাঙ্ময় ওঁকার, তিনি সমস্ত সত্য ও সাবিত্রী, তিনি পৃথিবীর সর্ব্বস্থলে পরিব্যাপ্ত, তিনি সমুদায় জগতের আধার ও অনন্তদেব। সমস্ত দেবতা, সমুদ্র, কাল, দিবাকর, নিশাকর, দিবস, রজনী, ধর্ম্মরাজ যম, অনিল, অনল, ইন্দ্র, মৃত্যু, পর্জ্জন্য, বসুগণ, প্রজাপতি ব্রহ্মা রুদ্র, এবং অপরাপর দেব দানব সমূহের সহিত সেই মহাবিষ্ণু সনাতন ক্রীড়া করিয়া থাকেন অর্থাৎ উপরোক্ত সমুদায়ই তাঁহার ক্রীড়ার বস্তু সদৃশ; তিনি স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল ও চরাচর বিশ্ব সংসারে পরিব্যাপ্ত, নীলকমলের ন্যায় শ্যামল, বিদ্যুদ্বর্ণ সদৃশ পীতবসনে আবৃত। নির্ম্মল সুবর্ণ সন্নিভশ্রী তাঁহার বামক্রোড়ে সংস্থিতা আছেন, তিনি সেই অপায় বিহীনা দেবীকে সমাবলোকন করিয়া (অর্থাৎ স্বীয় দশনে সৃষ্টিব্যাপারাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া) তাঁহাকে সমালিঙ্গন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। দেবতা হউক, দানব হউক আর পন্নগ হউক, তাঁহাকে দর্শন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। তবে তিনি যাহার উপর অনুগ্রহ করিয়া থাকেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে দেখিতে সক্ষম হয়, নচেৎ যজ্ঞ কর, তপস্যা কর, দান কর, অধ্যয়ন কর, অথবা অপরাপর ইতর উপায় অবলম্বন কর, কিছুতেই ভগবানকে দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না; কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন

তত্ত্বৈকস্তম্ভ প্রাণৈস্তুষ্টিতৈর্বুভুক্ষুভিঃ।
শক্যতে ভগবান্বিষ্ণুর্বেদান্তামলদৃষ্টিভিঃ। ৫৩।
অথ বা দ্রষ্টুমিচ্ছা তে শৃণু ত্বং পরমেশ্বরম্।
ত্রেতাযুগে স দেবেশো ভবিতা নৃপবিগ্রহঃ। ৫৪।
হিতার্থং দেবমর্ত্ত্যানামিক্ষ্বাকুণাং কুলে হরিঃ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ। ৫৫।
পিতুর্নিয়োগাৎস ভ্রাত্রা ভার্য্যয়া দণ্ডকে বনে।
বিচরিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা জগন্মাত্রা স্বমায়য়া। ৫৬।
এবং তে সর্ব্বমাখ্যাতং ময়া রাবণ! বিস্তরাৎ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন সদা রামং শ্রিয়া বৃতম্। ৫৭।

এবং শ্রুত্বা সুরাধ্যক্ষো ধ্যাত্বা কিঞ্চিদ্বিচার্য্য চ।
ত্বয়া সহ বিরোধেপ্সুর্যুদ্ধে রাবণো মহান্। ৫৮
যুদ্ধার্থী সর্ব্বতো লোকান্ পর্য্যটন্ সমবস্থিতঃ।
এতদর্থং মহারাজ! রাবণোঽতীব বুদ্ধিমান্।
হৃতবান্ জানকীং দেবীং ত্বয়াত্মবধকাঙ্ক্ষয়া। ৫৯।

ইমাং কথাং যঃ শৃণুয়াৎপঠেদ্বা
সংশ্রাবয়েদ্বা শ্রবণার্থিনাং সদা।
আয়ুষ্যমারোগ্যমনন্তসৌখ্যং
প্রাপ্নোতি লাভং ধনমক্ষয়ং চ। ৬০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রাণ উৎসর্গ কর, তাঁহার চিত্তের সহিত তোমার চিত্ত ন্যস্ত কর, বিগত পাপ হও, তবে বেদান্তের বিমল দৃষ্টি দ্বারা ভগবান নারায়ণের দর্শন পাইবে। ৫১। ৫২। ৫৩।

হে লঙ্কাধিপতি দশানন! তোমার ভগবান দর্শনের বিষয় আরও কহিতেছি, শ্রবণ কর। সেই ভগবান নারায়ণ দেব ও মর্ত্ত্য লোকের মঙ্গল জন্য ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু বংশাবতংশ রাজা দশরথের ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজকলেবর ধারণ করিবেন। তিনি পিতার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিবেন, এবং স্বকীয় মায়া বিস্তার করিয়া জগজ্জননী জানকীর সহিত বনমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন। হে রাবণ! আমি তোমার নিকট সবিস্তার সমুদায় কহিলাম, এক্ষণে অটল ভক্তির সহিত শ্রীমান্ রামচন্দ্রকে ভজনা কর। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

সুরাধ্যক্ষ এবম্বিধ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মনে মনে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন রাবণ তমোগুণ প্রধানত্ব প্রযুক্ত আপনার সহিত বিরোধ করিবার জন্য যুদ্ধার্থী হইয়া সমস্ত লোক পর্য্যটন করিয়াছিল—হে মহারাজ! সুবুদ্ধি রাবণ আপনার হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবে বলিয়াই জনকতনয়া সীতা দেবীকে হরণ করিয়াছিল। যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই সমস্ত কথা শ্রবণ করে, পাঠ করে, শ্রবণেচ্ছুক দিগকে সর্ব্বদাই শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হয়, অনন্ত মিত্রতা এবং অক্ষয় ধন লাভ করে। ৫৮। ৫৯। ৬০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

একদা ব্রহ্মণো লোকাদায়ান্তং নারদং মুনিম্ ।
পর্য্যটন্ রাবণো লোকান্ দৃষ্ট্বা নত্বাঽব্রবীদ্বচঃ । ১
ভগবন্ ! ব্রূহি মে যোদ্ধুং কুত্র সন্তি মহাবলাঃ ।
যোদ্ধুমিচ্ছামি বলিভিস্ত্বং জ্ঞাতাসি জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২
মুনির্ধ্যাত্বাহ সুচিরং শ্বেতদ্বীপনিবাসিনঃ ।
মহাবলা মহাকায়াস্তত্র যাহি মহামতে ! ॥ ৩
বিষ্ণুপূজারতা যে বৈ বিষ্ণুনা নিহতাশ্চ যে
ত এব তত্র সঞ্জাতা অজেয়াশ্চ সুরাসুরৈঃ ॥ ৪ ।
শ্রুত্বা তদ্রাবণো বেগান্মন্ত্রিভিঃ পুষ্পকেণ তান্ ।
যোদ্ধুকামঃ সমাগত্য শ্বেতদ্বীপসমীপতঃ ॥ ৫ ॥
তৎপ্রভাহততেজস্কং পুষ্পকং নাচলত্ততঃ ।
ত্যক্ত্বা বিমানং প্রযযৌ মন্ত্রিভিশ্চ দশাননঃ ॥ ৬ ।
প্রবিশন্নেব তদ্দ্বীপং ধৃতো হস্তেন যোষিতা ।
পৃষ্টশ্চ ত্বং কুতঃ কোঽসি প্রেষিতঃ কেন বা বদ ॥ ৭
ইত্যুক্তো লীলয়া স্ত্রীভির্হসন্তীভিঃ পুনঃপুনঃ
কৃচ্ছ্রাদ্ধস্তাদ্বিনির্মুক্তস্তাসাং স্ত্রীণাং দশাননঃ । ৮
আশ্চর্য্যমতুলং লব্ধ্বা চিন্তয়ামাস দুর্ম্মতিঃ ।
বিষ্ণুনা নিহতো যামি বৈকুণ্ঠমিতি নিশ্চিতঃ ॥ ৯
ময়ি বিষ্ণুর্য্যথা কুপ্যেত্তথা কার্য্যং করোম্যহম্ ।
ইতি নিশ্চিত্য বৈদেহীং জহার বিপিনেঽসুরঃ ॥ ১০

কোন সময়ে দশানন ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করিতে করিতে পথি-মধ্যে দেবর্ষি নারদকে ব্রহ্মলোক হইতে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল— ভগবন্! আপনি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের সমস্তই অবগত আছেন। এক্ষণে বলশালী দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব কোন্ প্রদেশে মহাবল পরাক্রমী বাস করে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন; দেবর্ষি রাবণের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ধ্যান করিয়া বলিলেন, হে মহামতে! শ্বেতদ্বীপ নিবাসীরা মহাবলশালী ও মহাকায় বিশিষ্ট। তাহারা বিষ্ণু পূজায় অনুক্ষণ নিরত, বিষ্ণুও তাহাদিগকে নিহত করিয়া থাকেন, সুতরাং সুরাসুর তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হন নাই, অতএব তুমি সেই স্থানে গমন কর; তচ্ছ্রবণে সমরাভিলাষী রাবণ সচিবগণ পরিবৃত হইয়া পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অতি সত্বর শ্বেত দ্বীপ সমীপে আসিয়া উপনীত হইল। সেই দ্বীপ প্রভা দ্বারা পুষ্পক রথ প্রতিরুদ্ধগতি হইল সুতরাং রাবণ ও সচিব বর্গ বিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। তাহারা দ্বীপ মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যোষিদ্গণ দশাননকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া কহিল, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কোন ব্যক্তিই বা তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে? আর কেনই বা এখানে আসিয়াছ? শীঘ্র বল। ১।২।৩। ৪।৫।৬।৭।

সেই স্ত্রীগণ হাস্য করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ এইরূপ কহিলে দৈহিক ক্লেশ হেতু সেই কামিনীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া দশানন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ‘আমি বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব। বিষ্ণু যেমন আমার প্রতি কুপিত, আমিও সেইরূপ

জানন্নেব পরাত্মান স জহারাবনীসুতাম্।
মাতৃবৎপালয়ামাস ত্বত্তঃ কাঙ্ক্ষন্বধং স্বকম্।১১।
রামস্ত্বং পরমেশ্বরোঽসি সকলং জানাসি বিজ্ঞানদৃক
ভূতং ভব্যমিদং ত্রিকালকলনা সাক্ষী বিকল্পোজ্ঝিতঃ
ভক্তানামনুবর্ত্তনায় সকলাং কুর্ব্বন্ ক্রিয়াসংহতিং
ত্বাশৃন্বন্মনুজাকৃতির্মুনিবচো ভাসীশ লোকার্চিতঃ॥১২
স্তুত্বৈবং রাঘবং তেন পূজিতঃ কুম্ভসম্ভবঃ।
স্বাশ্রমং মুনিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ হৃষ্টমানসঃ॥১৩
রামস্তু সীতয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
সংসারীব রমানাথো রমমাণোঽবসদ্গৃহে।১৪।
অনাসক্তোঽপি বিষয়ান্ বুভুজে প্রিয়য়া সহ।
হনূমৎপ্রমুখৈঃ সদ্ভির্ব্বানরৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।১৫।

পুষ্পকং চাগমদ্রামমেকদা পূর্ব্ববৎপ্রভুম্।
প্রাহ দেব ! কুবেরেণ প্রেষিতং ত্বামহং ততঃ॥১৬
জিতং ত্বং রাবণেনাদৌ পশ্চাদ্রামেণ নির্জ্জিতম্।
অহন্ত্বং রাঘবং নিত্যং বহ যাবদ্বসেদ্ভুবি॥১৭॥
যদা গচ্ছেদ্রঘুশ্রেষ্ঠো বৈকুণ্ঠং যাহি মাং তদা।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবঃ প্রাহ পুষ্পকং সূর্য্যসন্নিভম॥১৮
যদা স্মরামি ভদ্রং তে তদাগচ্ছ মমান্তিকম্।
তিষ্ঠান্তর্ধায় সর্ব্বত্র গচ্ছেদানীং মমাজ্ঞয়া।১৯।
ইত্যুক্ত্বা রামচন্দ্রোঽপি পৌরকার্য্যাণি সর্ব্বশঃ।
ভ্রাতৃভির্ম্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং যথান্যায়ং চকার সঃ।২০
রাঘবে শাসতি ভুবং লোকানাথে রমাপতৌ।
বসুধা শস্যসম্পন্না ফলবন্তশ্চ ভূরুহাঃ॥২১॥

কার্য্য করিব।' হে রঘুনাথ ! এইরূপ কৃত নিশ্চয় হইয়া দশানন অরণ্য মধ্যে বিদেহ রাজতনয়াকে হরণ করিয়াছিল এবং আপনাকে পরমাত্মা অবগত হইয়া ও আপনার দ্বারাই স্বকীয় বিনাশ স্থিরসিদ্ধান্ত জানিয়া অবনীসুতাকে হরণ করিয়া জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিল।৮।৯।১০।১১।

হে রামচন্দ্র ! আপনি পরমেশ্বর, আপনি সমুদায়ের প্রতি আত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের সমস্তই অবগত আছেন, সেই জন্য আপনি এই ত্রিকালের সাক্ষী; ভক্তদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত মনুষ্যাকৃতি পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যবৎ ক্রিয়া করিয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের দ্বারা অর্চ্চিত হইয়াও মৎসদৃশ মুনিদিগের বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া পরিশোভিত হইতেছেন। অগস্ত্য রাঘবকে এইরূপ স্তব করিয়া ও স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মুনিগণ সঙ্গে প্রফুল্লান্তঃকরণে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।১১।১২।১৩।১৪।১৫।

শ্রীরামচন্দ্রও অঙ্কলক্ষ্মী সীতা, অনুজত্রয় ও মন্ত্রিগণের সহিত সংসারীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বিষয় উপভোগে স্পৃহা হীন হইয়াও আশক্তের ন্যায় প্রাণ প্রিয়া জানকী ও সাধুগণের সহিত সংসার উপভোগ করিতেছেন ইত্যবসরে পুষ্পক একদিন শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া করপুটে কহিল, হে দেব ! আমি আপনার আদেশবর্ত্তী হইয়া কুবেরসমীপে গমন করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে পুনরায় আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি অগ্রে রাবণ কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া পরে শ্রীরামদ্বারা জিত হইয়াছ অধুনা তুমি মহামুনি অগস্ত্যকে এবং রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রকে বহন কর। যখন রঘুনাথ বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন তখন তুমি আমার সমীপে পুনরাগমন করিবে। রাঘব সূর্য্যপ্রভাসন্নিভ পুষ্পকের বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, যখন আমি তোমাকে স্মরণ করিব তখন তুমি আমার সমীপে আগমন করিও, এক্ষণে আমার নিদেশানুসারে অন্তর্ধান হইয়া সকল স্থানে অবস্থান কর। অনন্তর রামচন্দ্র ভ্রাতা ও

জনা ধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে পতিভক্তিপরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
নাপশ্যৎপুত্রমরণং কশ্চিদ্রাজনি রাঘবে॥ ২২॥
সমারুহ্য বিমানাগ্র্যং রাঘবঃ সীতয়া সহ।
বানরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং সঞ্চচারাবনিং প্রভুঃ॥ ২
অমানুষাণি কার্য্যাণি চকার বহুশো ভুবি।
ব্রাহ্মণস্য সুতং দৃষ্ট্বা বালং মৃত্যুমকালতঃ॥ ২৪॥
শোচন্তং ব্রাহ্মণং চাপি জ্ঞাত্বা রামো মহামতিঃ।
তপস্যন্তং বনে শূদ্রং হত্বা ব্রাহ্মণবালকম্।
জীবয়ামাস শূদ্রস্য দদৌ স্বর্গমনুত্তমম্। ২৫।
লোকানামুপদেশার্থং পরমাত্মা রঘূত্তমঃ। ২৬।
কোটিশঃ স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
সীতাং চ রময়ামাস সর্ব্বভোগৈরমানুষৈঃ॥ ২৭॥
শশাস রামো ধর্ম্মেণ রাজ্যং পরমধর্ম্মবিৎ।
কথাং সংস্থাপয়ামাস সর্ব্বলোকমলাপহাম্। ২৮।
দশবর্ষসহস্রাণি মায়ামানুষবিগ্রহঃ।
চকার রাজ্যং বিধিবল্লোকবন্দ্যপদাম্বুজঃ। ২৯।
একপত্নীব্রতো রামো রাজর্ষিঃ সর্ব্বদা শুচিঃ।
গৃহমেধীয়মখিলমাচরন্ শিক্ষয়ন্ জনান্॥ ৩০॥
সীতা প্রেম্ণানুবৃত্ত্যা চ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
ভর্ত্তুর্মনোহরা সাধ্বী ভাবজ্ঞা সা হ্রিয়া ভিয়া। ৩১।
একদাক্রীড়বিপিনে সর্ব্বভোগসমন্বিতে।
একান্তে দিব্যভবনে সুখাসীনং রঘূত্তমম্। ৩২।
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দিব্যাভরণভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্। ৩।

মন্ত্রিগণের সহিত অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন; লোকনাথ রমাপতি রাঘবের সুশাসনে বসুমতি প্রচুর শস্যশালিনী হইল এবং মহীরুহ সকল অপর্য্যাপ্ত ফলদান করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জ ধর্ম্মপরায়ণ,সিমন্তিনীগণ পতিসেবায় অনুরত এবং অকাল মৃত্যু এককালে তিরোহিত হইল। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।

একদা রামচন্দ্র পুষ্পককে স্মরণ করিবামাত্র পুষ্পক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইল এবং তিনি সীতা সমভিব্যাহারে তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক বানর ও ভ্রাতৃ সহ বিমান মার্গে পর্য্যটন করিতেছেন, ইত্যবসরে কোন ব্রাহ্মণের একটী সন্তান অকালে কালের করাল কবলে পতিত হইয়াছে অবলোকন করিয়া নানাবিধ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্র শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছেন দেখিয়া মহামতি রামচন্দ্র ঘোর অরণ্যমধ্যে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছিল সন্দর্শন করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করতঃ তাহাকে অত্যুত্তম স্বর্গ ধামে প্রেরণ করিলেন, এবং ঐ মৃত ব্রাহ্মণ বালককে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

অনন্তর পরমাত্মা রামচন্দ্র মনুষ্যদিগকে উপদেশ দিবার উদ্দেশে কোটি কোটি শিবলিঙ্গ সর্ব্বত্র সংস্থাপন করিলেন ও অলৌকিকভাবে সর্ব্ব ভোগ উপভোগ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। পরম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র ধর্ম্মের সহিত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্ব লোক পাপনাশিনী স্বচরিত্র বিষয়ী কথা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক বিধিবৎ পরিপূজিত হইয়া দশ সহস্র বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি রামচন্দ্র সর্ব্বদা এক পত্নীর প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া বিশুদ্ধভাবে মনুষ্যদিগকে ভগবদ্ধর্ম্মাচরণ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত গৃহ মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; জনকদুহিতা সাধ্বী সীতা রামচন্দ্রের উপর প্রগাঢ় প্রেম প্রদর্শন করিয়া নিরন্তর অবিচ্ছেদভাবে থাকিতেন এবং তাঁহার অনুচিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি দ্বারা ভর্ত্তার মনমোহিনী হইয়া তাঁহার ভাবগ্রাহিনী হইয়াছিলেন। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১।

একদিন সর্ব্বভোগসমাযুক্ত প্রমোদকাননস্থ দিব্য হর্ম্ম্যমধ্যে নীলমাণিক্য তেজোরাশি দিব্যাভরণ বিভূষিত প্রসন্ন বদন শান্তপ্রকৃতি তড়িল্লতা নিভাম্বর রামচন্দ্র একাকী নির্জ্জনে

সীতা কমলপত্রাক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
রামমাহ করাভ্যাং সা লালয়ন্তী পদাম্বুজে। ৩৪।
দেবদেব! জগন্নাথ! পরমাত্মন্! সনাতন!।
চিদানন্দাদিমধ্যান্তরহিতাশেষকারণ!। ৩৫।
দেব! দেবাঃ সমাসাদ্য মামেকান্তেঽব্রুবন্বচঃ।
বহুশোঽর্থয়মানাস্তে বৈকুণ্ঠগমনং প্রতি। ৩৬।
ত্বয়া সমেতশ্চিচ্ছক্ত্যা রামস্তিষ্ঠতি ভূতলে।
বিসৃজ্যাস্মান্ স্বকং ধাম বৈকুণ্ঠং চ সনাতনম্। ৩৭।
আস্তে ত্বয়া জগদ্ধাত্রি! রামঃ কমললোচনঃ।
অগ্রতো যাহি বৈকুণ্ঠং ত্বং তথা চেদ্রঘূত্তমঃ। ৩৮
আগমিষ্যতি বৈকুণ্ঠং সনাথান্নঃ করিষ্যতি।
ইতি বিজ্ঞাপিতাঽস্মৈময়া বিজ্ঞাপিতো ভবান্।
যদ্যুক্তং তৎ কুরুষ্বাদ্য নাহমাজ্ঞাপয়ে প্রভো!।
সীতায়াস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রামো ধ্যাত্বাঽব্রবীৎ ক্ষণম্। ৪০
দেবি! জানামি সকলং তত্রোপায়ং বদামি তে।
কল্পয়িত্বা মিষং দেবি! লোকবাদং ত্বদাশ্রয়ম্। ৪১
ত্যজামি ত্বাং বনে লোকবাদাদ্ভীত ইবাপরঃ।
ভবিষ্যতঃ কুমারৌ দ্বৌ বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে। ৪২
ইদানীং দৃশ্যতে গর্ভঃ পুনরাগত্য মেঽন্তিকম্।
লোকানাং প্রত্যয়ার্থং ত্বং কৃত্বা শপথমাদরাৎ। ৪৩
ভূমের্বিবরমাত্রেণ বৈকুণ্ঠং যাস্যসি দ্রুতম্।
পশ্চাদহং গমিষ্যামি এষ এব সুনিশ্চয়ঃ। ৪৪।
ইত্যুক্ত্বা তাং বিসৃজ্যাথ রামো জ্ঞানৈকলক্ষণঃ।
মন্ত্রিভির্মন্ত্রতত্ত্বজ্ঞৈর্ব্বলমুখ্যৈশ্চ সংবৃতঃ। ৪৫।

উপবিষ্ট আছেন অবলোকন করিয়া কমললোচনা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা জনক দুহিতা সীতা শ্রীরামের পাদপদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দেব! হে জগন্নাথ, হে পরমাত্মন্, হে সনাতন! আপনি সচ্চিদানন্দ, আপনার আদি নাই, মধ্য নাই ও অন্ত নাই। আপনি অশেষ জগতের কারণ; হে দেব! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ আমাকে বিজনে প্রাপ্ত হইয়া আপনার বৈকুণ্ঠ গমন সম্বন্ধে আমার নিকট বিবিধ প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন,— "রামচন্দ্র আমাদিগকে ও সনাতন গোলোক ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়ারূপী হইয়া আপনার সহিত ধরামণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছেন। হে জগদ্ধাত্রি! অগ্রে আপনি বৈকুণ্ঠে গমন করুন, তাহা হইলে পঙ্কজনেত্র রঘুনাথও স্বর্গ ধামে আগমন করিয়া আমাদিগকে সনাথ করিবেন।" তাঁহারা আমাকে এইরূপ বলিয়াছেলেন এবং আমিও এক্ষণে আপনাকে কহিতেছি। অতএব হে নাথ! যাহা যুক্তি যুক্ত হয়, অদ্য তাহাই করুন। কিন্তু হে প্রভো! আমি আপনাকে কোন রূপ আজ্ঞা করিতেছি না, জানিবেন। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। দাশরথি

বৈদেহীর এবম্ভূত বাক্য আকর্ণন করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তার পর কহিলেন, হে দেবি! আমি সমস্তই অবগত আছি, কিন্তু তদ্বিষয়ের উপায় আছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি তোমাকে রাবণালয় হইতে পুনর্গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া লোকে অপবাদ ঘোষণা করিতেছে। অধুনা লোকাপবাদ ভয়ে আমি তোমাকে কানন মধ্যে পরিত্যাগ করিব, কিন্তু আপাততঃ তোমার গর্ভ সম্ভব বলিয়া অনুমিত হইতেছে, অতএব বিপিনস্থ বাল্মীকির আশ্রমে তোমার গর্ভে দুইটী সন্তান উৎপন্ন হইবে। তাহার পর তুমি পুনর্ব্বার আমার সমীপে আগমন করিলে আমি প্রজা পুঞ্জের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য তোমাকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিব, তখন তুমি পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক শীঘ্রই গমন করিবে এবং আমিও তোমার পশ্চাৎ প্রস্থান করিব, এইটী নিশ্চয় জানিবে। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। এই বলিয়া সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্ন রামচন্দ্র সীতাসন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া তত্ত্বজ্ঞ সচিব ও সেনাপতিদিগের দ্বারা পরিবৃত হইয়া

তত্রোপবিষ্টং শ্রীরামং সুহৃদঃ পর্য্যুপাসত।
হাস্যপ্রেঢ়োকথাঃ সুক্ত্বা হাসয়ন্তঃ স্থিতা হরিম্। ৪৬।
কথাপ্রসঙ্গাৎপপ্রচ্ছ রামো বিজয়নামকম্।
পৌরা জানপদা মে কিং বদন্তীহ শুভাশুভম্? ৪৭
সীতাং বা মাতরং বা মে ভ্রাতৃন্বা কৈকয়ীমথ।
ন ভেতব্যং ত্বয়া ব্রূহি শাপিতোঽসি মমোপরি ।৪৮
ইত্যুক্তঃ প্রাহ বিজয়ো দেব! সর্ব্বে বদন্তি তে।
কৃতং সুদুষ্করং সর্ব্বং রামেণ বিদিতাত্মনা। ৪৯।
কিন্তু হত্বা দশগ্রীবং সীতামাহৃত্য রাঘবঃ।
অমর্ষং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা স্ববেশ্ম প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৫০ ॥
কীদৃশং হৃদয়ে তস্য সীতা সম্ভোগজং সুখম্।
যা হৃতা বিজনেঽরণ্যে রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫১ ॥
অস্মাকমপি দুষ্কর্ম্ম যোষিতাং মর্ষণং ভবেৎ।
যাদৃক্ ভবতি বৈ রাজা তাদৃশ্যো নিয়তং প্রজাঃ।
শ্রুত্বা তদ্বচনং রামঃ স্বজনান্ পর্য্যপৃচ্ছত।
তেঽপি নত্বাব্রুবন্ রামমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩।
ততো বিসৃজ্য সচিবান্ বিজয়ং সুহৃদস্তথা।
আহূয় লক্ষ্মণং রামো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
লোকাপবাদস্তু মহান্ সীতামাশ্রিত্য মেঽভবৎ।
সীতাং প্রাতঃ সমানীয় বাল্মীকেরাশ্রমান্তিকে ॥৫৫॥
ত্যক্ত্বা শীঘ্রং রথেন ত্বং পুনরায়াহি লক্ষ্মণ!।
বক্ষ্যসে যদি বা কিঞ্চিত্তদা মাং হতবানসি ॥ ৫৬।
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভীত্যা প্রাতরুত্থাপ্য জানকীম্।
সুমন্ত্রস্য রথে কৃত্বা জগাম সহসা বনম্ ॥ ৫৭ ॥
বাল্মীকেরাশ্রমন্যান্তে ত্যক্ত্বা সীতামুবাচ সঃ।
লোকাপবাদভীত্যা ত্বাং ত্যক্তবান্ রাঘবো বনে ॥

সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং উপাসক সুহৃদ্বর্গ নানা-বিষয়িনী কথায় তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিল; কথা প্রসঙ্গে রামচন্দ্র বিজয়কে কহিলেন, তুমি বলিতে পার পুরজন ও জনপদবাসীরা আমার শুভাশুভ বিষয়ে কে কি বলিতেছে? সীতারই হউক বা আমার জননীরই, হউক্ বা ভ্রাতাদিগেরই হউক্ অথবা কৈকেয়ীরই হউক্, যাহারই হউক নির্ভয় চিত্তে বল, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমা-দিগের কোন ভয় নাই। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে, বিজয় বলিল, হে দেব! সকলেই আপনাকে বলিয়া থাকে যে, বিদিতাত্মা রঘুনাথ দুষ্কর কার্য্য সকল করিয়াছেন বটে, কিন্তু দশাননকে সমরে নিহত করিয়া রাঘব ক্রোধ অপরিদর্শন পূর্ব্বক সীতাকে পুনর্ব্বার স্বভবনে আনয়ন করিয়াছেন। আর দুরাত্মা রাবণ যে সীতাকে বিজন অরণ্য হইতে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল, সেই সীতা তাঁহার হৃদয়ে কিরূপে সুখদায়িনী হইল? অতএব আমা-দিগের স্ত্রীরা যদি কোন দুষ্কর্ম্ম করে, তবে তাহাদিগেরও ক্ষমা হইতে পারে। কারণ রাজা যেরূপ আচরণ করিবেন প্রজা-রাও সেইরূপ করিবে। রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া আত্মীয় পরিজনকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—কিন্তু তাহারাও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। । ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩।

অনন্তর রঘুপতি সচিববর্গ, বিজয় ও সুহৃদবর্গকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে লক্ষ্মণ! সীতাকে আশ্রয় দেওয়ায় ভয়ানক কলঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, অতএব কল্য প্রাতে তুমি সীতাকে অন্তঃপুর হইতে লইয়া বাল্মীকির আশ্রম প্রদেশে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রথা-রোহণ করিয়া অতি শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। যদি তুমি ইহাতে কিছু দ্বিরুক্তি কর, তবে তুমি আমাকে হনন করিবে। রাঘব এইরূপ কহিলে লক্ষ্মণ ভীতান্তঃকরণে জানকীকে অতি প্রাতে গাত্রোত্থান করাইয়া সুমন্ত্রের রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর বাল্মীকির আশ্রমের

দোষো ন কশ্চিত্ম মাতর্গচ্ছাশ্রমপদং মুনেঃ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণঃ শীঘ্রং গতবান্ রামসন্নিধিম্ ॥৫৯
সীতাপি দুঃখসন্তপ্তা বিললাপাতিমুগ্ধবৎ।
শিষ্যৈঃ শ্রুত্বা চ বাল্মীকিঃ সীতাং জ্ঞাত্বা স দিব্যদৃক
অর্ঘ্যাদিভিঃ পূজয়িত্বা সমাশ্বাস্য চ জানকীম্।
জ্ঞাত্বা ভবিষ্যং সকলমার্পয়ন্মুনিয়োষিতাম্। ৬১।
তাস্তাঃ সম্পূজয়ন্তি স্ম সীতাং ভক্ত্যা দিনে দিনে।
জ্ঞাত্বা পরাত্মনো লক্ষ্মীং মুনিবাক্যেন যোষিতঃ।
সেবাং চক্রুঃ সদা তস্যা বিনয়াদিভিরাদরাৎ ॥ ৬৩

রামোঽপি সীতারহিতঃ পরাত্মা
বিজ্ঞানদৃক্কেবল আদিদেবঃ।
সন্ত্যজ্য ভোগানখিলান্ বিরক্তো
মুনিব্রতোঽভূন্মুনিসেবিতাঙ্ঘ্রিঃ। ৬৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

এক প্রান্তভাগে সীতাকে পরিহার করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন—লোকাপবাদ ভয়ে শ্রীরাম আপনাকে অরণ্য মধ্যে পরিত্যাগ করিলেন—হে মাতঃ! আমার ইহাতে কিছু মাত্র দোষ নাই। এক্ষণে আপনি মুনির আশ্রম পদে গমন করুন, এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামসন্নিধানে শীঘ্র আসিয়া উপনীত হইলেন। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

এদিকে সীতা পতি বিরহানলে দহ্যমানা হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, দিব্যদৃক্ বাল্মীকি শিষ্যগণ প্রমুখাৎ ক্রন্দন বিষয় শ্রবণপূর্ব্বক সীতাকে অবগত হইয়া অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করণানন্তর তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং ভাবি বিষয় সমস্ত জানিতে পারিয়া যোষিদ্বর্গ নিযুক্ত করিয়া দিলেন তাহারা মুনিপ্রমুখাৎ সীতাকে পরমাত্মা বিষ্ণুর লক্ষ্মী অবগত হইয়া প্রতিদিন পূজা এবং পরম আদরের সহিত তাঁহাকে নিরন্তর পরিচর্য্যা করিয়াছিল। ওদিকে আদি দেব পরমাত্মা রামচন্দ্র বিজ্ঞান দৃক্ হইয়া সীতা শূন্য প্রযুক্ত একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সমস্ত ভোগ বিষয়ে বিরক্ত ও অনাসক্ত হইয়া মুনিবৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রামগীতা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরভিসেবিতং যথা। ১।

সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্ত্বমথাহ রাঘবঃ। ২।

কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্।
সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনং
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ ॥ ৩ ॥

ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে!
পাদাব্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্। ৪।

অহং প্রপন্নোঽস্মি পদাম্বুজং প্রভো!
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্ ॥ ৫ ॥

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ।

মহাদেব কহিলেন—যাঁহা হইতে জগতের সমুদায় মঙ্গল বিধান হইতেছে এবং যিনি শ্রুতি—সুখ—কর অমৃতায়মান রামায়ণরূপ উত্তম কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই রঘুপতি রামচন্দ্র প্রিয়তমা সীতাকে পরিহার করিয়া প্রজা-পালন ও সৎকথা শ্রবণাদি কার্য্যে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুমিত্রা নন্দন উদার বুদ্ধি লক্ষ্মণ প্রাচিন রাজা দিগের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থ শ্রীরামকে জিজ্ঞাসা করিলে, রঘুনাথ প্রমত্ত নৃপতি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব অপহরণ জন্য দ্বিজ কর্ত্তক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয় আখ্যান করিয়াছিলেন।

ভগবদুক্ত সৎকথা শ্রবণে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সুমিত্রা-নন্দন কোন সময় রামচন্দ্রকে বিজনে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে গুরু নির্দ্দেশ করতঃ ভক্তি সহকারে তাঁহার চরণ কমলে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহামতে! আপনি নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপী, সর্ব্বান্তর্যামী, আপনি আকার বিহীন অথচ আপনার পদাম্বুজ সংলগ্নান্তঃকরণ ভক্ত-দিগের সম্মুখে স্বয়ং প্রতীয়মান হইতেছেন; হে প্রভো যোগিরা আপনার পাদপদ্মে সংসারের অপবর্গ চিন্তা করেন। এক্ষণে আমি আপনার সেই সর্ব্বজনারাধ্য চরণে আশ্রয় লইলাম। অপার জ্ঞান সংসারের মুখ্য কারণ এবং যাহাতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাই আমাকে তাহাই শিক্ষা প্রদান করুন। ভক্তদিগের সংসার দুঃখাপহারী, রাজন্য দিগের ভূষণ, ভক্তবৎসল রামচন্দ্র অনুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া

বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ। ৬।
আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎসদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥
ক্রিয়া শরীরোদ্ভবহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্যতে ভবঃ ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানমেবাস্য হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯ ॥

নাজ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদবুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥
ননু ক্রিয়াবেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যাপুরুষার্থসাধনম্।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ ॥

অজ্ঞান তিমির বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাকে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিলেন। ৩। ৪। ৫।। ৬।

হে লক্ষ্মণ! তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলে ক্রমশঃ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সাধন কার্য্য অর্থাৎ অগ্রে স্ববর্ণাশ্রম বর্ণিত নিত্য, নৈমিত্তিক যজ্ঞ দানাদি রূপ ক্রিয়া সমস্ত সাধন করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করণানন্তর শম দমাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্রহ্মনিষ্ঠা লক্ষণ সংযুক্ত সদ্গুরুর পরিচর্য্যা করা উচিত। চক্র যেমন পরিভ্রমণ সময়ে একবার অধঃ ও একবার ঊর্দ্ধে গমন করে, সেইরূপ সংসার কার্য্য অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ক্রিয়ার ফলস্বরূপ শরীরোৎপত্তির জন্য তুমি বিষয়াভিলাষী হইয়াছ, কোন অধর্ম্ম ক্রিয়া ও কোন কোন ধর্ম্ম কার্য্যে সুখপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া ঐ সমুদয় কার্য্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, এই সমুদায় কারণে শরীর এবং ক্রিয়া সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল হইতেছে। অত্র বিষয়ে অজ্ঞানই মূল কারণ এবং ঐ কারণটীকে বিনষ্ট করিবার জন্য অগ্রে অজ্ঞান মূলের হনন করা অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা কি রূপে বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কা হেতু বিদ্যারূপ জ্ঞান, অজ্ঞান রূপ মূলকে ছেদন করিতে সমর্থ। যেহেতু কর্ম্মাদি কর্ত্তৃক ঐ মূল কখনই ছেদন করা যায় না। ৭। ৮। ৯।

নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপে বিরোধ না থাকিলেও অজ্ঞানের অথবা ক্রোধের বিনাশ হয় না। পরন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে পুনর্ব্বার দোষ বিশিষ্ট হয়, অপরন্তু সংসার হইতে মুক্তিও প্রত্যাশা থাকে না, সেই জন্য বিবেকী ব্যক্তিরা জ্ঞান বিচারে প্রবৃত্ত হয়; যেমন বিদ্যা, শ্রুতি, পুরাণ লক্ষণদ্বারা ব্রহ্মবিদ্ হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই পুরুষার্থ সাধন উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মকে যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও ইহা দ্বারাই পরমেশ্বরকে সাধনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ক্রিয়া অবশ্য কর্ত্তব্যতা হেতু নিয়োজিত হইয়াছে এবং এই সকল কার্য্য না করিলে জ্ঞানোৎপাদন না হইয়া বরং পাপের উৎপত্তি হয়, সেই কারণে দণ্ডচক্রাদির ন্যায় উহাদিগের উভয়েরই পরস্পর সহায়তা আছে। শ্রুতি সিদ্ধান্ত কার্য্য অকৃত হইলে দোষোৎপত্তি হইয়া থাকে সেই জন্য মুমুক্ষুজনেরা সর্ব্বদাই ক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন. অধিকন্তু পুরুষার্থ মোক্ষজনিকা বিদ্যা যেরূপ সহায় গ্রহণ

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জগৌ
তস্মাৎসদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
নমু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥
ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্ব্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥
কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যা গতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ১৪ ॥
বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫ ॥
তস্মাত্ত্যজেৎকার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্ব্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥
যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎক্রিয়াঃ ॥ ১৭ ॥

না করিয়া নিজে কার্য্যসম্পাদন করিতে সমর্থ, মনের দ্বারা কিঞ্চিৎ সহায়ভূতবস্তুরও অপেক্ষা করে না। আর তেজ যেমন তিমির বিনাশ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বিদ্যা ফলজননে নিরপেক্ষ হইয়া স্বতন্ত্র বশতঃ তেজোবৎ অনুমিত হয়; সত্য কার্য্য অর্থাৎ বেদ প্রোক্ত অক্ষয্য প্রভৃতি স্থির কার্য্য সমুদায়, যজ্ঞ এবং অন্যান্য উপকারকাঙ্গ বিশিষ্ট দেশ কালাদির প্রতি যেমন আকাঙ্ক্ষা করে না, সেই রূপ বিদ্যার বিধি বাক্য সমূহ যে সমুদায় কর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছে ঐ সমস্ত কর্ম্ম দ্বারাই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ১০। ১১। ১২। ১৩।

হে লক্ষ্মণ! কোন কোন বিতর্ক বাদীরা বলেন যে, জ্ঞান-ক্রিয়া হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অসৎ, যেমন কর্ম্ম মোক্ষ সাধন অসৎ—তদ্রূপ তাহার সহিত পরস্পর মিলিত হইলেও তাহা অসৎ অবলোকিত হইয়া থাকে! হে সৌমিত্রেয়! ঐ বিরোধ হেতু দেহাভিমান হইতে ক্রিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তির অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে তাহার বিদ্যাই প্রসিদ্ধ; পরিশুদ্ধ বেদান্ত বাক্য সবিশেষ বিচার করিলে প্রায় ব্রহ্মের আকার ও অন্তঃকরণ বৃত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ঐ চরমা বিদ্যা—বিজ্ঞজনেরা বিদ্যাকে ভজনা করেন; পুনশ্চ কর্ম্ম কর্ত্তব্য কার্য্যাদির অঙ্গের সহিত ফলোন্মুখী হয় আবার বিদ্যা কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিকে বিনষ্ট করে। বিদ্যা এবং কর্ম্ম পরস্পর বিরোধ জন্য মুমুক্ষুজনেরা নৈমিত্তিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রতি অনুক্ষণ চিত্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় হইতে অন্তর হইয়া সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দানুসন্ধানে তৎপর হয়েন। হে মমানুগামিন্! রাগী ও বিরাগী ভেদে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, সেই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। শরীর মধ্যে মায়া অহংকার যাবকাল অবস্থিতি করিবে তাবৎকাল বিবিধ কর্ত্তব্য কার্য্য করা উচিত, এবং তাহা অপগমন করিলে সুধীব্যক্তিরা জগতে বাক্য সমূহ মিথ্যা অনুমিত করিয়া সত্য পরমাত্মাকে অবগত হইয়া সমুদায় ক্রিয়া পরিহার করিয়া থাকেন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকাকারণমাত্মসংসৃতেঃ॥ ১৮॥

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী ?।
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্দ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি॥ ১৯॥

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্যেতি মতিঃ কথং ভবেৎ ?।
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যপেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা॥ ২০॥

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটম্।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনম্। ২১।

বিদ্যাসমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলৈঃ পৃথকত্বাদ্বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ।
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্। ২২।

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীঃ।
অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাদ্বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি-
র্বিধানতঃ কর্ম্মবিধিপ্রকাশিতম্। ২৩।

আত্মা পরিশুদ্ধ হইয়া জগদীশ্বরের এবং জীবের আত্মার সহিত পরস্পর বিভেদ লক্ষিত হয়, ঐ বিজ্ঞান প্রভাকর স্বীয় প্রকাশ লীলা প্রভাদ্বারা ইতর বৃত্তি সমুদায় উপমর্দ্দন পূর্ব্বক ব্রহ্মাকার অখণ্ড বৃত্তির ন্যায় যখন কিরণ প্রদান করে তখন মায়া জন্মান্তর প্রাপ্ত কর্ম্মের সহিত সম্মিলিত হইয়া শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অধিকন্তু তাহা বিনষ্ট হইলে সংসার অর্থাৎ ক্রিয়া নাশও উপস্থিত হয়। এই সমস্ত শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া ঐ অবিদ্যা কিরূপে কার্য্য কারিণী হইবে? অর্থাৎ তাহার আর উদ্ভব হয় না, কারণ অতি-পবিত্র দ্বিতীয়াত্ম বিষয়ক বিজ্ঞান মাত্র হইতে অর্থাৎ নিদিধ্যাসন জ্ঞান দ্বারা এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্য রজ্জুতে সর্পবৎ ভ্রমের ন্যায় উহার আর উৎপত্তি হইবে না। যদি তত্ত্বজ্ঞান বিনাশকারী অবিদ্যা পুনরায় উৎপন্ন না হইল, তবে কারণের অভাব প্রযুক্ত "আমিই ইহার কর্ত্তা" এইটী কি প্রকারে সংযোজিত হইতে পারে! সেই হেতু অপরাপর স্বতন্ত্রা কখনই নিরপেক্ষ হইয়া থাকে না, এবং ঐ কারণ বশতঃ বিমোচন জন্য অসহায়ের ন্যায় শোভমান হয়। ঐ প্রসিদ্ধা তৈত্তিরীয় অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ শাখাসম্বন্ধীয় শ্রুতি সবিস্তার প্রবোধিত কার্য্যের পরিহার অতি আদর ও পরিস্ফুট রূপে কথিত হইয়াছে, এবং ঐরূপ বাজসনেয়ীদিগের অর্থাৎ যজুর্ব্বেদ শাখাধ্যেতাদিগের জ্ঞান বিমুক্তি সাধনের পক্ষে কার্য্যকর নহে। হে সমুচ্চয়বাদিন্! তুমি অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি বিদ্যা সমভাবে পরিদর্শন করিয়াছ বটে, কিন্তু সমুদায়ের উদাহরণ সমান রূপে আহুত হয় নাই; ফলভেদ বশতঃ এবং অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি কার্য্য—মমতা ও অভিমান রূপ—অন্তর—বাহ্য-দেশকালাদি নিয়ম কর্ত্তৃক আমি সাধিত হইয়া থাকি, এই কারণে জ্ঞানের বিষয়ও বিপরীত রূপে প্রকটিত হইয়াছে অতএব তুমি তাহা কহিতে সাম্য হও নাই। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, আমি নিসন্দেহই পাপ-ভারগ্রস্ত হইব, যাহারা সূক্ষ্মাত্মা অবলোকন করিয়াছে তাহাদিগের নিকট অনর্থক ধার্ম্মিক এবং তত্ত্বজ্ঞান বিকল ব্যক্তি কখনই প্রসিদ্ধ

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতো।
গুরোঃপ্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ ॥ ২৪ ॥

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ
তত্ত্বংপদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ ॥ ২৫ ॥

প্রত্যক্‌পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
র্বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেৎ
তথাজহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।
সোঽয়ংপদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বম্পদয়োরদোষতঃ। ২৭।

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥

হইতে পারে না, এমন কি তত্ত্বদর্শীরাও ওরূপ হইতে অক্ষম, সেই কারণে পণ্ডিতেরা ক্রিয়া ফলাসক্ত চিত্ত বিশিষ্ট লোক দিগের বিধানানুযায়ী নিত্তি প্রকাশিত কর্ম্ম পরিহার করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিষ্কাম কার্য্য করিয়া স্বকীয় মনকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার মন গুরু শাস্ত্র বিশ্বাসে সংযোজিত হইয়াছে এবং গুরুর প্রসাদে ব্রহ্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, এবং স্বকীয় ও অপরাপর লোক দিগের একাত্মা অবগত হইয়া, গিরি যে রূপ কিছুতেই বিচলিত হয় না সেই রূপ বিষয়াভিলাষ দ্বারা অক্ষোভিত না হইয়া সমুদায় দুঃখহীন হয়। ১৮। ১৯ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

ভ্রম প্রমাদ রহিত প্রযুক্ত বাক্যার্থ বিজ্ঞানের উৎপত্তিই প্রথম এবং পদার্থ অবগতির কারণ নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ; এবং ঐ পদ ত্রয়ের তত্ত্ব 'তুমিই'; এতৎ পদার্থ-পরমাত্মা—সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণ—'তুমি পদার্থ জীব'—এই সকলের মধ্যে একাত্ম হইয়া থাকে। অহং বুদ্ধি হইতে জীব ধর্ম্ম এবং পরোক্ষ হইতে অর্থাৎ স্বকীয় আদি ধর্ম্ম ও পরমাত্ম জীবাত্মার মধ্যে বিরোধ পরিহার পূর্ব্বক তোমা কর্ত্তৃক সম্যক্ বিচারিত তত্ত্ব পদ বক্ষমাণ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিত তত্ত্বপদ উপস্থিত বিষয়ক একাত্মা জ্ঞানোদয় চিৎ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ একাত্মক প্রযুক্ত স্বার্থত্যাগবতী লক্ষণা (অর্থাৎ যেমন গঙ্গায় ঘোষ—এই স্থলে গঙ্গাপদার্থের প্রবাহ ঘোষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ জন্য তীররূপার্থ লক্ষণা) কখনই সম্ভব হইতে পারে না এবং কাক কর্ত্তৃক দধি রক্ষা করণে যেমন কাক পদের দধি উপধাতকা লক্ষণা সেই প্রকার বিরোধবশতঃ ঐ লক্ষণা সম্ভাবিত হইতে পারে না, এই কারণে লক্ষণ লক্ষণা সংযোজিত হয়; পূর্ব্বোক্ত দোষের অভাবপ্রযুক্ত অর্থাৎ ধর্ম্মাংশত্যাগ বশতঃ দৃষ্টান্ত যেমন ঐ দেবদত্ত পদার্থে দেশাদিবিশিষ্টঅনুভূয়মান বেদশব্দার্থ অনুভূত হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত সম্ভূত সম্ভব এক চিত্ত হইয়া সমুদায় দ্বিধা বিভাগ পূর্ব্বক তাহার এক ভাগকে চারিঅংশে বিভিন্ন করণানন্তর তাহার অংশ সমূহের অপরাপর ভূত চতুষ্টয় অর্দ্ধভাগ চতুষ্টয় দ্বারা সংযুক্ত করিয়া এক একটী পঞ্চাত্মক ভূত উৎপন্ন হয়, এবং অধিক পরিমাণে বিভিন্ন হওয়ায় পৃথিব্যাদির ব্যবহারোপযোগী সুখ দুঃখ কর্ম্ম সমস্তের ভোগাশ্রয়, ভূত উৎপত্তি ও নাশোপযুক্ত প্রাণভাবীয় কর্ম্ম জন্য মায়াময় অর্থাৎ বিকারভূত এই শরীর আপনা হইতেই স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এইরূপ কথিত আছে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেৎ
শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ ॥ ২৯ ॥

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্‌স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ ॥ ৩০ ॥

কোষেষ্বয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতি-
র্বিভাতি সঙ্গাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥ ৩১ ॥

বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোঽন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা
যাবদ্ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ। ৩

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্ঘনামৃতঃ।

এক্ষণে পণ্ডিতেরা লিঙ্গ দেহাত্মক স্থূল শরীর সমবৃদ্ধি হইতেছে জানিয়া কহিয়াছেন যে সংকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনা, দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও ত্বক্ এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়—এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণ সমুদায়ে এই সপ্তদশ ইন্দ্রিয় দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অপঞ্চীকৃত ভূত সম্ভব; অতএব অদৃশ্য তথা সুখ দুঃখাদির অনুভব সাধন স্থূল শরীরানুগত ভোগ লাভ হইয়া থাকে। ২৯।

হে বৎস! ইহ জগতে লোকে উৎপত্তি বিহীন, সত্ত্বা-সত্ত্ব নির্ব্বাচ্য, জগৎ প্রপঞ্চপতি ব্রহ্মমায়া, পরমাত্মা উপাধি ভেদ একমাত্র চৈতন্য, ভেদ বুদ্ধি বিষয়ে পৃথক জগৎপাতা জগদীশ্বরকে সর্ব্ব লক্ষণ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ও শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দ্বারা ক্রমশঃ জানিতে পারে; আনন্দময় ব্রহ্মেতে প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও অন্নময় এই তাঁহার চারিটী কোষমধ্যে তৎসম্বন্ধীয় আকৃতি দেদীপ্যমান আছে অর্থাৎ যেমন জবাদি কুসুম স্ফটিক সংযুক্ত হইলে নানাবিধ আকৃতি পরিদৃশ্যমান হয়, সেই প্রকার আনন্দময় জগদীশ্বর ও জীব সমূহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে কোষমধ্যে তাঁহার বিবিধ রূপ লক্ষিত হয়; এই মহাবাক্য সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া দেখিলে ঐ আত্মাকে অনাদি সঙ্গ রহিত স্বয়ম্ভূ ও অদ্বয় বলিয়া পরিলক্ষিত হইতে অর্থাৎ অজ্ঞানি জনেরা তত্তৎকোষসঙ্গ প্রযুক্ত স্ফটিকবৎ বোধ করিবে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দিগের সে রূপ প্রতীতি হইবে না। এই আত্মা মধ্যে জাগরিতাবস্থায় যে তিনটী বৃত্তি অবলোকিত হয় তাহাই গুণত্রয়াত্মার সত্ত্ব রজ ও তমরূপ গুণ ত্রয়ের বুদ্ধির ধর্ম্ম এবং উক্ত অবস্থাত্রয়ের মূলকত্ব হেতু এই ত্রিগুণাবস্থায় অবস্থান এই স্থানেই হইয়া থাকে, অন্যান্য ব্যভিচারাবস্থা ত্রয়ের স্বরূপতঃ অনর্থক হেতু স্বপ্নকালিন জাগরণ বা সুষুপ্তির অভাব হয়। সেই জন্য ঐ দুইটীর না থাকায় পরস্পর ব্যভিচার উপস্থিত হয়, সুতরাং আপনার অনাশ্রয় প্রযুক্ত উৎপত্তি বা নাশ বিহীন, পরম ব্রহ্ম ও আনন্দ রূপ জগদীশ্বরের প্রতি ব্যভিচার ধর্ম্ম অসম্ভব। আপনার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিত্তের অবিচ্ছিন্ন হওয়ায় অজস্র বুদ্ধি বৃত্তি ও তমমূল কারণে অজ্ঞ লক্ষণা যাবৎকাল পরিবর্ত্তন হইবে তাবৎ ঐ সংসারের উৎপত্তি হইবে। তমপদ রজোগুণের উপলক্ষণ মাত্র

ত্যক্তেঃ শেষং জগদাত্তসদৃশং
ত্বক্ত্বা যথাম্বুঃ প্রজহাতি তৎফলম্ । ৩৪ ।
কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽনবঃ ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং বিধে জ্ঞানায়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে ?
অজ্ঞানতোঽধ্যাসবশাৎপ্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ।

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমাৎ
অধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ ।
অসর্পভূতে হি বিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ ॥ ৩৭ ॥
বিকল্পমায়ারহিতে চিদাত্মকে-
ঽহঙ্কার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণে
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮ ॥

এবং রজঃতম অপেক্ষা প্রধান বুদ্ধি সেই জন্য সংসারের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যিনি এই সমস্ত প্রমাণ লইয়া জগৎকে মিথ্যারূপে পরিগৃহীত হইয়াছে বোধ করেন ও হৃদয় মধ্যে সাত্ত্বিক মনদ্বারা চিল্লক্ষণ ও সুখ সমাস্বাদন করিয়াছেন, তিনি পরিণাম দুঃখ প্রযুক্ত সন্তাপের ন্যায় হইয়া অশেষ জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়াদি দৃশ্য সমূহ পরিত্যাগ করেন, অথচ রজঃত্যাগের উপাদান বিষয় কার্য্য করেন না, এবং ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা জ্ঞান লাভাশয়ে কি প্রকারে উপজীব্যের পরিহারাশঙ্কায় দৃষ্টান্ত পরিদর্শন করিয়া পরিহার করেন ; যেমন তৃষ্ণার্ত্ত জন নারিকেল ফলাদি আহার করিয়া তৎফল স্বরূপ উদাসীন হয়, সেইরূপ সর্ব্বদৃশ্য সারাংশ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবার জন্য লোক নিঃসার বস্তুকেও হেয় জ্ঞান করেনা। শরীর উৎপত্তির পর আত্মার নবত্ব ভাবই থাকে, জীর্ণাবস্থা কখনই প্রাপ্ত হয় না, সেই কারণে ষড়্ভাব বিকার রহিত এতদ্ভিন্ন সর্ব্ব যুক্ত ষড় ভাব বিকারবৎ অনিত্য হইয়া বিরাজমান রহে বলিয়া বোধ হয়। কারণ উহার এতদুর নিরস্ত যে দেহেন্দ্রিয়াদির অতিশয় মহত্ত্বরূপে প্রকাশিত থাকে। যেমন স্বয়ং আনন্দ স্বরূপ, স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির দুঃখ স্বরূপ, ব্যাপক, প্রত্যেক আত্মাকে অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপ আরও এইরূপ বিকার শূন্য আত্মায় জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপ সংসারে কি প্রকারে ভীত হওয়া যায় ? দুঃখ প্রচুর অজ্ঞানের মূল।

এই প্রকার বিকার শূন্য আত্মায় জন্ম মরণাদি প্রবাহ রূপসংসার ভাবকে কি প্রকারে শঙ্কা করা যাইতে পারে ? অজ্ঞান মূলক দেহান্তঃকরণাদিতে আমার অধ্যাসবশানুবর্ত্তী বশতঃ ভ্রান্তিরূপ প্রতীতি, এবং ঐ সংসার হইতে কি প্রকারে নিবৃত্তি হয় ? তদপনোদনার্থ কথিত আছে যে যেমন জ্ঞান রূপ রজ্জুতে সর্পের লয় হয় সেই প্রকার জ্ঞান আবির্ভূত হইতে তাহার সহিত অজ্ঞানের বিরোধ হইলে ক্ষণ কাল মধ্যে কারণ উপস্থিত হয়, ঐ কারণ ভূত অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, এবং ঐ বিনাশ কার্য্যবশে সংসারের বিলয় প্রাপ্ত হয়। যেমন ভ্রম জনক দোষ হেতু অন্যত্র রজ্জুতে সর্প বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞজনেরা অধ্যাস বিষয় কহিয়াছেন, যেমন রজ্জু অসর্প হইলেও অভিব্যঞ্জিত হয় কিন্তু ঐ সর্প ভয়ের মূল কারণ রজ্জু এবং ঐ রজ্জুর ন্যায় জগৎপাতা জগদীশ্বরে জগৎ অর্থাৎ দেহাদি সংসারাত্মক সমূহ আত্ম জ্ঞানাভাব বশতঃ যথার্থবৎ অবগত হওয়া যায়। সর্ব্ব বিকল্প কারণ মায়া রহিত, নঙ্গঃ তৎসঙ্গ রহিত সর্ব্বকারণ চিৎস্বরূপ দুঃখ সংস্পর্শ আনন্দময় সর্ব্ব বিকার-শূন্য দৃশ্য বিলক্ষণ জগদীশ্বর পরিব্যাপ্ত আত্মায় প্রথমতঃ অহঙ্কার পরিকল্পিত অধ্যাস অর্থাৎ অহং

ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ
সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।
যস্মাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ ॥ ৩৯ ॥

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি ॥ ৪০ ॥

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বং চ চিদাত্মচেতসোঃ ॥ ৪১ ॥

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জ্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরম্ ॥ ৪২ ॥

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো
ঽসকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

সদৈবমুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪ ॥

বৃত্ত্যাত্মক সমস্ত সংসারের কারণ। সর্ব্বসাক্ষী আত্মা ভাসমান সংসারের কারণ অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালিন উপেক্ষা, রাগ, সুখ, দুঃখাদির দ্বন্দ্ব ধার্ম্মিকা—যে কারণ বশতঃ প্রসুপ্তির অর্থাৎ বুদ্ধি বৃত্তির অভাব প্রযুক্ত আত্মা আমাদিগের সুখ স্বরূপে অর্থাৎ স্বস্বরূপদ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হয়। পুনশ্চ তত্ত্বপদার্থ বিষয় সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে, অনাদি বিদ্যা হইতে উৎপন্ন অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বিত চিত্ত হইতে জীবের উদ্ভব হয়, এবং পরমাত্মা বুদ্ধির সাক্ষী হওয়ায় ধীধর্ম্মসঙ্গ হইতে পৃথকভাবে অবস্থিত থাকে অতএব বুদ্ধির লক্ষণ সমূহের পরিচ্ছেদ বিহীন হয়, অর্থাৎ পরমাত্মাও জ্ঞান দ্বারা প্রতিবিম্বাধার বিলয় প্রাপ্ত হইলে ঐ জীব পরমাত্মার ন্যায় প্রসিদ্ধ হয়। চিত্তের বৃত্তি সমুদায়ের জ্ঞান জীবাত্মা হইতে জড়ত্ব প্রতীয়মান হয়, অতএব পণ্ডিতেরা পরমাত্মারূপ চিত্তের তার্কিক ব্যবহার এবং জীবাত্মার জড়াত্মা উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে স্মার্ত্তব্যবহারই করিয়া থাকেন যেমন অগ্নি তপ্তলৌহপিণ্ড অনলের ধর্ম্ম রক্ষা করে, অর্থাৎ তাহার দাহিকা শক্তি হয়, এবং লৌহের বর্ত্তুলত্ব হেতু অনলে ভাসমান হয়। গুরুর সমীপে বেদবাক্য আকর্ণন করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যালাভ করিয়া, তদ্দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ আপনাকে অনুভব করিতে সক্ষম হয়েন, তিনি সেই চিদানন্দ স্বরূপ—উপাধি বিরহিত জগদানন্দকে স্বকীয় হৃদয়স্থ অবলোকন করিয়া দৃশ্য জড় পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ এককালিন উদাসীন হয়েন। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

হে লক্ষ্মণ! আমি আপনাকেই প্রকাশ করিয়া থাকি, আমি জন্মাদি বিহীন, স্বজাতীয় দ্বিতীয় বিরহিত, আমি সৎকৃতদিগের সূর্য্য, আমি অতীব নির্ম্মল মায়া কৃতাবরণ বিক্ষেপ বিরহিত, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন, কর্ত্তৃত্ব অভিমান পরিশূন্য, দেশ

এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ॥ ৪৫॥

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬॥

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োঽবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্॥ ৪৭॥

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েৎ
ওঁকারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ॥ ৪৮॥

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ॥ ৪৯॥

কাল পরিচ্ছেদ বিহীন; আমি আনন্দরূপ ও পরিণাম শূন্য। পণ্ডিতেরা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অর্থাৎ অনুক্ষণ সমস্ত ধর্ম্ম বর্জ্জিত অচিন্ত্যা শক্তি সম্পন্ন পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত জ্ঞানরূপ অপরিণামীকে—অনন্ত ও দেশকাল পরিচ্ছেদ সদৃশ পরমাত্মাকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া থাকেন। ৪৩। ৪৪।

এইরূপ ভাবনা করিলে তাহার ফল এই যে, বিষয়ে মনঃ সমর্পণ না করিয়া যে আত্মার প্রতি মনঃসংযোগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধ্যান করে, তাহাতে পরমব্রহ্মের আকার অন্তঃকরণ বৃত্তি—ইত্যাদি অতি পবিত্র ভাবনা উদিত হয়, পরে দেহ ও অন্তঃকরণ কর্ম্ম সমুদয়ের সহিত, সুচারু পরিসেবিত রসায়ন যেমন পীড়াকে বিনাশ করে, সেইরূপ অবিদ্যা অতি শীঘ্র দূরীভূতা হয়। অনন্তর ধ্যান বিষয়ের কর্ত্তব্যতা এই নিশ্চয় হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়াদি কার্য্য সমস্ত নিবৃত্তি করিয়া অর্থাৎ শমদমাদি সম্পন্ন হইয়া বিজন প্রদেশে যথোচিত পদ্মাসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামাদি কর্ত্তৃক জিতান্তঃকরণ অথচ অতিপবিত্র চিত্ত হইয়া, দ্রষ্টৃ-দৃশ্যমান বিবর্জ্জিত—অনন্য সাধন অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানাতিরিক্ত মুক্তি সাধন ভ্রম বিরহিত, বিষয় কার্য্যে যেমন অন্তর প্রবিষ্ট করিয়া থাকে সেই প্রকার পরমাত্মার চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক ঐ পরমপিতা জগদীশ্বরের চিন্তা করে। ৪৫। ৪৬।

অধিকন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিশ্ব সংসার ও পরমাত্মা দর্শন কারণে মায়ার নিকটবর্ত্তী সর্ব্বোপাদানাভি মতে আত্মার প্রতি বিলাপ করিয়া থাকে অর্থাৎ উপাদানসত্তাব্যতিরিক্ত কার্য্য সত্ব দেখিতে না পাওয়ায় সর্ব্বদা চিদানন্দময় হইয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ বাহ্য অন্তর বা দৃশ্য কিছুই জানিতে পারে না. সর্ব্বত্রই পরম-ব্রহ্মকে পরিদর্শন করে। সমাধির অর্থাৎ সকল বিষয় ব্যাসঙ্গ নিবৃত্তি পূর্ব্বক ব্রহ্মাকার বৃত্তির পূর্ব্বে চরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ওঁকার মাত্র লোকে চিন্তা করে প্রণব বাচক দিগের নিকটই প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই চিন্তা অজ্ঞানতা জন্য অনুমিত হয় না। 'অ'কার সংজ্ঞ পুরুষই বিশ্বের জাগ্রৎ সাক্ষী, অনন্তর 'উ'কার'সঙ্গ পুরুষই অর্থাৎ লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্য গর্ভ'উকারক স্বপ্ন সাক্ষী—অনন্তর প্রসুপ্তি সাক্ষী প্রাজ্ঞ পদবাচ্য মকার বেদমধ্যে পঠিত হইয়া থাকে; সমাধির পূর্ব্বে তত্ত্ব সাক্ষাৎ কার হয় না। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

L.P.C.

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ
উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে ॥ ৫০ ॥

মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎপ্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
দ্বিজ্ঞানদৃঙ্মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ ॥ ৫১ ॥

এবং সদা জাতপরাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাদ্বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ ॥ ৫২ ॥

এবং সদাঽভ্যস্তসমাধিয়োগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩ ॥

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জ্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎপ্রবিলীয়তে ততঃ ॥ ৫৪ ॥

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্ ॥ ৫৫ ॥

'উ'কার মধ্যে স্থূল দেহাভিমান বিশ্ব পুরুষ বহুবিধ রূপে ব্যবস্থিত আছেন, এবং উক্ত 'অ'কার তাহাতে বিলীন হয়, অনন্তর লিঙ্গদেহাভিমানী প্রণবের দ্বিতীয় 'উ'কার বর্ণ 'ম'কারে বিলীন হয়। প্রাজ্ঞ কারণত্বাভিমানী 'ম'কার ইহার পরে আত্মাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, অনন্তর ঐ সর্ব্ববিলাপাধিষ্ঠান পরব্রহ্ম বিভাসিত হয়েন, পরে সর্ব্বদা বিমুক্তির ন্যায় নিত্য মুক্ত রাগ দ্বেষাদি মলিন ব্রহ্ম মুক্তি কি রূপে পাইতে পারে, অতএব বিজ্ঞান দর্শীজ্ঞান-নিদিধ্যাসন ও তৎসাক্ষাৎকারে সাধন হইয়া থাকে। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। । ৫১।

অতএব উক্ত প্রকারে যে ব্যক্তির অপর আত্মার প্রতি ভাবনা উপস্থিত হয়, স্বকীয় পুত্র ও দেহাদি সমস্ত পরিবিস্মৃত হয়, স্বস্বরূপানন্দে পরিতুষ্ট হয় অর্থাৎ বিষয়ানন্দে যাহার পরিণামে দুঃখ হেতু আর বিরক্তি নাই, নিত্য আত্মাতেই সুখ প্রকাশ হইয়া থাকে, জীবন্মুক্ত নিশ্চল বারি সম্বলিত সিন্ধুর ন্যায় অর্থাৎ বিষয় সম্বন্ধ রূপ লহরী রহিত হইয়া আছে। সর্ব্বদা সমাধি যোগ অভ্যাস করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিষয় ব্যাপার নিবৃত্ত করে, কামাদি রিপুকুল বশীভূত করিয়াছে, আমি ঐ ভক্তের দৃশ্য অর্থাৎ আমি তাহার দৃষ্টি পথে উপনীত আছি। যে মুনি সমুদায় সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া দিবা রাত্র পরমাত্মাকে ধ্যান করে ও জীবন্মুক্ত প্রারব্ধ বশানুবর্ত্তীর দ্বারা অভিমান বর্জ্জিত হইয়াছে, তিনি আমাতে বিলীন হয়েন। আদিতে মধ্যে ও অন্তে সমস্তই ভয় শোক কারণ অবগত হইয়া ও ঐ কারণীভূত বিধি বাদ প্রোক্ত কাম্য ভোগ পরিত্যাগ করিয়া অখিল জীব দিগের স্বরূপভূত পরমে-

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্‌ন্যনিলে যথানিলঃ ॥ ৫৬ ॥
ইত্থং যদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাচ্ছ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগ্‌ভ্রমাদয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥ ৫৮ ॥

রহস্যমেতচ্ছ্রুতিসারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়!।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
সমুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ ॥ ৫৯ ॥
ভ্রাতর্যদীদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ ॥ ৬০ ॥
যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎপরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকম্।

শ্বরকে ভজনা করেন।৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। যেমন নদী সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলে তাহার জল সমুদ্রের ন্যায় হয়, দুগ্ধ মধ্যে জল মিশ্রিত করিলে যেমন ক্ষীরবৎ হয়, চর্ম্ম ভস্ত্রিকাদির অবিচ্ছিন্ন বায়ু মহাবায়ুর সহিত সংমিলিত হইয়া যেমন একাকার হয়, সেই রূপ আত্মায় সমস্ত অধিষ্ঠান থাকায় আমাতে স্বরূপ জীব অভেদ রূপে অবস্থিতি করে সুতরাং আমার ও পরমেশ্বরের আত্মা অভিন্ন রূপে অবস্থিত আছে। জীবন্মুক্তি দশায় প্রারব্ধ বশতঃ লোক ব্যবহার করিয়া, জগৎকে মিথ্যা ভাবনা করিয়া যদি মুনিরা একাত্মা জানিতে সক্ষম হয়; শ্রুতি যুক্ত্যানুসারে জগৎ মিথ্যা পরিদৃশ্যমান হয়, যেমন চন্দ্র এক; কিন্তু ভ্রম বশতঃ দুই চন্দ্র বলিয়া বোধ হয়, যেমন মধ্যে মধ্যে দিগ-ভ্রম উপস্থিত হয়। সেই রূপ তত্ত্ব জ্ঞানেও ভ্রম উপস্থিত হয়। যাবৎ কাল অখিল জগৎ মধ্যে আমার অধিষ্ঠান দর্শন না পাইবে তাবৎ কাল আমাকে পাইবার জন্য ভগবদারাধন তৎপর, দৃঢ় বিশ্বাসবান হইয়া আমাকে আরাধনা করিবে এবং আমিও তাহার হৃৎপদ্ম মধ্যে দিবা রাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকি। ৫৬। ৫৭। ৫৮। হে প্রিয়! আমি শ্রুতিসার সংগ্রহ এই সমস্ত রহস্যের স্থির নিশ্চয় করিয়াছি। ইহ জগতে যে বুদ্ধিমান এই বিষয় সমূহ আলোচনা করে সে পাতক রাশি হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়: হে ভ্রাতঃ! যদি এই জগৎ পরিদৃষ্ট হয় তাহা হইলে সমস্তই মায়া অবগত হইয়া চৈতন্য লাভ করণানন্তর সমস্ত (বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আমাকে চিন্তা করিবার নিমিত্ত) বিশুদ্ধ মানসে নিরাময় হইয়া সুখী হও। ৫৯। ৬০।

যে ব্যক্তি বিমলান্তঃকরণে আমার প্রকৃত সত্ত্ব রজ ও তম গুণ রহিত সচ্চিদানন্দকে বা দৃশ্যমান রূপকে সেবা

সোঽহং স্বপাদাঙ্কিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ ॥ ৬১
বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেদ্‌গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

করে সে স্বপাদ লগ্নরেণু স্পর্শ করাইয়া, সূর্য্য যেমন জগতের অন্ধকার হরণ করে, সেই রূপ লোক ত্রয়ের পবিত্র সাধন করিয়া থাকে; এই শ্রুতিসার অখিল বিজ্ঞান গীত আমি বেদান্ত চরণে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অতএব যে ভক্তি যুক্ত হইয়া পাঠ করে, সে আমার বাক্যানুসারে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬১। ৬২।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে যমুনাতীরবাসিনঃ।
আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং ভয়াল্লবণরক্ষসঃ ॥ ১ ॥
কৃত্বাগ্রে তু মুনিশ্রেষ্ঠং ভার্গবং চ্যবনং দ্বিজাঃ
অসঙ্খ্যাতাঃ সমায়াতা রামাদভয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২
তান্ পূজয়িত্বা পরয়া ভক্ত্যা রঘুকুলোত্তমঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং হর্ষয়ন্মুনিমণ্ডলম্ ॥ ৩ ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন, একদা যমুনা তীরবাসী মহর্ষিগণ লবণ নামে রাক্ষসের ভয়ে পলায়নপর হইয়া রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মুনি শ্রেষ্ঠ ভার্গবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কহিলেন, এই অসংখ্য ঋষি রামচন্দ্রের নিকট হইতে লবণ বিনাশাকাঙ্ক্ষী হইয়া

করবাণি মুনিশ্রেষ্ঠাঃ! কিমাগমনকারণম্ ?।
ধন্যোঽস্মি যদি যূয়ং মাং প্রীত্যাদ্রষ্টুমিহাগতাঃ ॥৪॥
দুষ্করং চাপি যৎকার্য্যং ভবতাং তৎকরোম্যহম্।
আজ্ঞাপয়ন্তু মাং ভৃত্যং ব্রাহ্মণা দৈবতং হি মে ॥ ৫॥
তচ্ছ্রুত্বা সহসা হৃষ্টশ্চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ।
মধুনামা মহাদৈত্যঃ পুরা কৃতযুগে প্রভো! ॥ ৬ ॥
আসীদতীব ধর্ম্মাত্মা দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
তস্য তুষ্টো মহাদেবো দদৌ শূলমনুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
প্রাহ চানেন যং হংসি স তু ভস্মীভবিষ্যতি।
রাবণস্যানুজা ভার্য্যা তস্য কুম্ভীনসী শ্রুতা ॥ ৮ ॥
তস্যাং তু লবণো নাম রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ।
আসীদ্দুরাত্মা দুর্ধর্ষো দেবব্রাহ্মণহিংসকঃ ॥ ৯ ॥
পীড়িতাস্তেন রাজেন্দ্র! বয়ং ত্বাং শরণং গতাঃ।
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবোঽপ্যাহ মা ভৈষ্ট মুনিপুঙ্গবাঃ! ॥১০।
লবণং নাশয়িষ্যামি গচ্ছন্তু বিগতজ্বরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাহ রামোঽপি ভ্রাতৄন্ কো বা হনিষ্যতি।
লবণং রাক্ষসং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণেভ্যোঽভয়ং মহৎ।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ ভরতো রাঘবায় বৈ ॥ ১২ ॥
অহমেব হনিষ্যামি দেবাজ্ঞাপয় মাং প্রভো!।
ততো রামং নমস্কৃত্য শত্রুঘ্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৩ ॥
লক্ষ্মণেন মহৎকার্য্যং কৃতং রাঘব! পুংযুগে।
নন্দিগ্রামে মহাবুদ্ধির্ভরতো দুঃখমন্বভূৎ ॥ ১৪ ॥
অহমেব গমিষ্যামি লবণস্য বধায় চ।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ! হন্যাং তং রাক্ষসং যুধি ॥১৫॥

সমাগত হইয়াছেন। রঘুকুলোত্তম রামচন্দ্র পরমা ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া মুনি মণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ উৎপাদন করাইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন—হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ! আমি আপনাদিগের কি কার্য্য করিব, আর আপনাদিগের আগমনেরই বা কারণ কি? যদি আপনারা আনন্দিত হইয়া আমাকে দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি ধন্য।১।২।৩ ৪। আপনাদিগের যে যে সাধ্যাতীত কার্য্য আছে তৎসমুদায় এই ভৃত্যের প্রতি আদেশ করুন, এখনই সম্পাদন করিতেছি; শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া চ্যবন মহানন্দে কহিলেন—হে প্রভো! সত্য যুগ হইতে মধুনামক এক মহাদৈত্য আছে। এই দৈত্য পূর্ব্বে যার পর নাই ধর্ম্মাত্মা ও দেব ব্রাহ্মণ পূজক ছিল। এক সময় মহাদেব তাহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া এক অতি উত্তম শূল প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই শূল যাহার উপর নিক্ষেপ করিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। হে জগদানন্দ! রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী কুম্ভীনসী তাহার ভার্য্যা তাহার গর্ভজাত লবণনামে ভীম বিক্রম দুরাত্মা রাক্ষস সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ও দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের হিংসক। হে রাজেন্দ্র! আমরা তৎকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম। রাঘব বলিলেন হে মুনি! পুঙ্গবগণ! আপনাদের আর ভয় নাই। আপনারা বিগতভয় হইয়া প্রত্যাগমন করুন, আমি লবণকে বিনাশ করিব। এই বলিয়া ভ্রাতাদিগকে বলিলেন তোমাদের মধ্যে কে লবণকে বিনাশ করিবে। ব্রাহ্মণেরা ঐ রাক্ষসের ভয়ে মহাভীত হইয়াছে। এতৎ শ্রবণ করিয়া ভরত বদ্ধাঞ্জলী হইয়া রাঘবকে কহিলেন, হে প্রভো! আমাকে আদেশ করুন, আমি ঐ দুষ্ট রক্ষকে বিনাশ করিব; অনন্তর শত্রুঘ্ন রামচন্দ্রকে নমস্কার

তচ্ছ্রুত্বা স্বাঙ্কমারোপ্য শত্রুঘ্নং শত্রুসূদনঃ।
প্রাহাদ্যৈবাভিষেক্ষ্যামি মথুরারাজ্যকারণাৎ ॥ ১৬ ॥
অনায্য চ সুসম্ভারান্ লক্ষ্মণেনাভিষেচনে।
অনিচ্ছন্তমপি স্নেহাদভিষেকমকারয়ৎ ॥ ১৭ ॥
দত্ত্বা তস্মৈ শরং দিব্যং রামঃ শত্রুঘ্নমব্রবীৎ।
অনেন জহি বাণেন লবণং লোককণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥
স তু সংপূজ্য তচ্ছূলং গেহে গচ্ছতি কাননম্।
ভক্ষণার্থং তু জন্তূনাং নানা প্রাণিবধায় চ ॥ ১৯ ॥
স তু নায়াতি সদনং যাবদ্বনচরো ভবেৎ।
তাবদেব পুরদ্বারি তিষ্ঠ ত্বং ধৃতকার্ম্মুকঃ ॥ ২০ ॥
যোঽস্মতে স ত্বয়া ক্রুদ্ধস্তদা বধ্যো ভবিষ্যতি।
তং হত্বা লবণং ক্রূরং তদ্বনং মধুসংজ্ঞিতম্ ॥ ২১
নিবেশ্য নগরং তত্র তিষ্ঠ ত্বং মেঽনুশাসনাৎ।
অশ্বানাং পঞ্চসাহস্রং রথানাং চ তদৰ্দ্ধকম্ ॥ ২২ ।
গজানাং ষট্শতানীহ পত্তীনাময়ুতত্রয়ম্।
আগমিষ্যতি পশ্চাত্ত্বমগ্রে সাধয় রাক্ষসম্ ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রেষয়ামাস রাঘবঃ।
শত্রুঘ্নং মুনিভিঃ সার্দ্ধমাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ ॥ ২৪
শত্রুঘ্নোঽপি তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ।
হত্বা মধুসুতং যুদ্ধে মথুরামকরোৎপুরীম্ ॥ ২৫ ॥
স্ফীতাং জনপদাং চক্রে মথুরাং দানমানতঃ।
সীতাপি সুষুবে পুত্রৌ দ্বৌ বাল্মীকেরথাশ্রমে ॥২৬

করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! লক্ষ্মণ আপনার সমভিব্যাহারে থাকিয়া মহৎকার্য্য করিয়াছেন। শত্রুঘ্নের বাক্য শ্রবণানন্তর শত্রুনিসূদন রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, আমি অগ্রে তোমাকে মথুরা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব; এই বলিয়া লক্ষ্মণকে অভিষেক দ্রব্য সমূহ আয়োজন করিতে আদেশ দিলেন। লক্ষ্মণও অতি সত্বর যাবতীয় দ্রব্য আয়োজন করিলেন, পরে শত্রুঘ্ন মথুরা রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতে অনিচ্ছুক থাকিলেও রামচন্দ্র স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করাইয়া তাঁহাকে মথুরা রাজপদে অভিষেক করাইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র তাঁহাকে দিব্য শর প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি এই শর দ্বারা লোক কণ্টক লবণকে জয় কর। লবণ গৃহমধ্যে স্বীয় শূল রাখিয়া বন্য জীব ও অপরাপর প্রাণী বিনাশ করিবার নিমিত্ত কানন মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে; সে বিপিন হইতে যতক্ষণ প্রতিগমন না করিবে, তৎকালাবধি তুমি কার্ম্মুক ধারণ পূর্ব্বক তাহার অপেক্ষায় সিংহদ্বারে অবস্থান করিবে; সে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যখন তোমাকে পুরদ্বারে অবলোকন করিবে, তখন ক্রোধসংরক্ত নয়ন হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে; অনন্তর সে বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, কানন মধ্যে মধুনামে সুবিখ্যাত এক নগর আছে, তুমি তথায় প্রবেশপূর্ব্বক আমার নির্দেশবর্ত্তী হইয়া পাঁচ সহস্র গজারোহী ও অযুতত্রয় পদাতি লইয়া অবস্থান কর, পরে আমার নিকটে আগমন করিবে। এই বলিয়া শ্রীরাম শত্রুঘ্নের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মুনিদিগের সমভিব্যাহারে প্রেরণ করিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। । ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

শ্রীরাম শত্রুঘ্নকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তিনিও সেইরূপ যাবতীয় কার্য্য সমাধা করিলেন, অর্থাৎ মধুতনয়কে সমর ক্ষেত্রে বিনাশ করিয়া মথুরানাম্নী নগরীকে তাহার রাজধানী করিলেন। একণে মথুরা নগরী মহাসমৃদ্ধিশালী জন পদ হইয়া উঠিল। এই সময়ে সীতা বাল্মীকির আশ্রমপদে-দুইটী যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি জ্যেষ্ঠের নাম

মুনিস্তয়োর্নাম চক্রে কুশো জ্যেষ্ঠোঽনুজো লবঃ।
ক্রমেণ বিদ্যাসম্পন্নৌ সীতাপুত্রৌ বভূবতুঃ ॥ ২৭ ॥
উপনীতৌ চ মুনিনা বেদাধ্যয়নতৎপরৌ।
কৃৎস্নং রামায়ণং প্রাহ কাব্যং বালকয়োর্মুনিঃ ॥২৮॥
শঙ্করেণ পুরা প্রোক্তং পার্ব্বত্যৈ পুরহারিণা।
বেদোপবৃংহণার্থায় তাবগ্রাহয়ৎ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
কুমারৌ স্বরসম্পন্নৌ সুন্দরাবশ্বিনাবিব।
তন্ত্রীতালসমাযুক্তৌ গায়ন্তৌ চেরতুর্ব্বনে ॥ ৩০ ॥
তত্র তত্র মুনীনাং তৌ সমাজে সুররূপিণৌ।
গায়ন্তাবভিতো দৃষ্ট্বা বিস্মিতা মুনয়োঽব্রুবন্ ॥৩১॥
গন্ধর্ব্বেষিহ কিন্নরেষু ভুবি বা দেবেষু দেবালয়ে
পাতালেষথ বা চতুর্ম্মুখগৃহে লোকেষু সর্ব্বেষু চ।
অস্মাভিশ্চিরজীবিভিশ্চিরতরং দৃষ্ট্বা দিশঃ সর্ব্বতো।
নাজ্ঞায়ীদৃশগীতবাদ্যগরিমা নাদর্শি নাশ্রাবি চ ॥৩২॥
এবং স্তুবদ্ভিরখিলৈর্ম্মুনিভিঃ প্রতিবাসরম্।
আসাতে সুখমেকান্তে বাল্মীকেরাশ্রমে চিরম্ ॥৩৩॥
অথ রামোঽশ্বমেধাদীংশ্চকার বহুদক্ষিণান্।
যজ্ঞান্ স্বর্ণময়ীং সীতাং বিধায় বিপুলদ্যুতিঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মিন্বিতানে ঋষয়ঃ সর্ব্বে রাজর্ষয়স্তথা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ ॥ ৩৫ ॥
বাল্মীকিরপি সংগৃহ্য গায়ন্তৌ তৌ কুশীলবৌ।
জগাম ঋষিবাটস্য সমীপং মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৩৬ ॥
তত্রৈকান্তে স্থিতং শান্তং সমাধিবিরমে মুনিম্।
কুশঃ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং জ্ঞানশাস্ত্রং কথান্তরে ॥ ৩৭ ॥

কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিলেন। দিন দিন সন্তানদ্বয় শশিকলার ন্যায় উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত ও নানা বিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস পরে মুনি বালকদিগের উপনয়ন কার্য্য সমাধান করিয়া তাহাদিগকে বেদাভ্যাস করাইতে লাগিলেন এবং মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট যেরূপ রামায়ণ বর্ণন করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ তাহাদিগকে বেদের তাৎপর্য্য জ্ঞানপ্রদান করিবার নিমিত্ত রামায়ণ কাব্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। অতি রূপলাবণ্যময় কুমার-দ্বয় সুমধুর স্বরসম্পন্ন এবং তন্ত্রীতাললয় বিষয়ে অত্যন্ত নিপুণ হইয়া কানন ভিতরে গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মুনিগণ সুররূপী কুমার দ্বয়কে নির্ভয় চিত্তে গান করিতে দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বলিতেন, গন্ধর্ব্বলোকে, কিন্নরলোকে ভূলোকে, দেবলোকে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে অথবা সমুদায় লোক মধ্যে ঈদৃশ গায়ক কদাপি দর্শন বা কদাপি ঈদৃশ গীত শ্রবণ করি নাই। অখিল স্তূয়মান মুনিগণের সহিত সীতার তনয় দুইটী বাল্মীকির আশ্রমপদে পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিল। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

কিছু দিবস পরে পরম শোভাময় শ্রীরামচন্দ্র হিরণ্ময়ী সীতা-প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া বহুদক্ষিণা সমেত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন; মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি যাবতীয় লোক নানাদিক্ দেশ হইতে আসিয়া সেই যজ্ঞস্থলে সমবেত হইলেন। মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিও গীত নিপুণ কুশীলবকে সমভি-ব্যাহারে করিয়া ঋষিসমবেত স্থানে উপনীত হইলেন। তথায় কুশসমাধি বিরামে মুনিকে নির্জ্জনস্থানে উপবিষ্ট সন্দর্শন করিয়া বিবিধ কথা প্রসঙ্গে জ্ঞান শাস্ত্র বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্! এই অখিল সংসারের বন্ধন

ভগবন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি সঙ্ক্ষেপাত্ত্বতোঽখিলম্।
দেহিনঃ সংসৃতির্বন্ধঃ কথমুৎপদ্যতে দৃঢ়ঃ ? ॥ ৩৮ ॥
কথং বিমুচ্যতে দেহী দৃঢ়বন্ধাত্ত্বাভিধাৎ ?।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞঃ ! মহ্যং শিষ্যায় তে মুনে ! ॥ ৩৯ ॥

বাল্মীকিরুবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে সর্ব্বং সঙ্ক্ষেপাদ্বন্ধমোক্ষয়োঃ।
স্বরূপং সাধনং চাপি মত্তঃ শ্রুত্বা যথোদিতম্ ॥ ৪০ ॥
তথৈবাচর ভদ্রং তে জীবন্মুক্তো ভবিষ্যসি।
দেহ এব মহাগেহমদেহস্য চিদাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
তস্যাহঙ্কার এবাস্মিন্মন্ত্রী তেনৈব কল্পিতঃ।
দেহগেহাভিমানং স্বং সমারোপ্য চিদাত্মনি ॥ ৪২ ॥
তেন তাদাত্ম্যমাপন্নঃ স্বচেষ্টিতমশেষতঃ।
বিদধাতি চিদানন্দে তদ্বাসিতবপুঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৩ ॥
তেন সংকল্পিতো দেহী সঙ্কল্পনিগড়াবৃতঃ।
পুত্রদারগৃহাদীনি সঙ্কল্পয়তি চানিশম্ ॥ ৪৪ ॥
সঙ্কল্পয়ন্ স্বয়ং দেহী পরিশোচতি সর্ব্বদা।
ত্রয়স্তস্যাহমো দেহা অধমোত্তমমধ্যমাঃ ॥ ৪৫ ॥
তমঃসত্ত্বরজঃসংজ্ঞা জগতঃ কারণং স্থিতেঃ।
তমোরূপাদ্ধি সঙ্কল্পান্নিত্যং তামসচেষ্টয়া ॥ ৪৬ ॥
অত্যন্তং তামসো ভূত্বা কৃমিকীটত্বমাপ্নুয়াৎ।
সত্ত্বরূপো হি সঙ্কল্পো ধর্ম্মজ্ঞানপরায়ণঃ ॥ ৪৭ ॥
অদূরমোক্ষসাম্রাজ্যঃ সুখরূপো হি তিষ্ঠতি।
রজোরূপো হি সঙ্কল্পো লোকে স ব্যবহারবান্ ॥ ৪৮ ॥

কি প্রকারে দৃঢ়রূপে উৎপন্ন হয়, আপনার নিকট তদ্বিষয় সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি—হে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনে ! শরীরীক এই সংসারের দৃঢ়তর বন্ধন হইতেই বা কিপ্রকারে বিমুক্ত হয়, তৎ সমুদায় আপনার এই শিষ্যকে বলিতে সমর্থ হয়েন। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯।

বাল্মীকি কহিলেন—হে বৎস ! আমি বন্ধন ও মোক্ষ বিষয়ের সমস্তই তোমার নিকট সংক্ষেপে কহিতেছি শ্রবণ কর। আমার নিকট আকর্ণন করিয়া আমার বর্ণিত স্বরূপ ও সাধন যেরূপ হইবে, তুমি সেই গুলি অতি যত্নসহকারে সংরক্ষা কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে, এবং জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। দেহ সম্বন্ধহীন ব্যক্তির দেহ যেমন আপনার নয়, চিদাত্মার দেহও সেইরূপ জানিবে। এই দেহ মধ্যে অহঙ্কারই সর্ব্বপ্রধান ও মন্ত্রী এবং যে সমুদায় অবলোকন করিতেছ সে সমস্তই অহঙ্কার পরিকল্পিত ; অহঙ্কার স্বকীয় গেহ অর্থাৎ বিষয়াভিমানকে আরোপিত করিয়াছে। সেই চিদাত্মা কর্ত্তৃক অভেদ যুক্ত হইয়া স্বচেষ্টিত পরমানন্দ সচ্চিদানন্দের প্রতি প্রধাবিত হয়। ঐ অহঙ্কার দ্বারা শরীরী সমুদায় সঙ্কল্পিত এবং সঙ্কল্পরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদির উপর বাসনা হইয়া থাকে। অধম উত্তম ও মধ্যম এই গুণত্রয়যুক্ত দেহীর ঐ কামনা অসম্পূর্ণা হইলে সে অনুক্ষণ পরিতাপ করিয়া থাকে ; তমঃ সত্ব ও রজঃ এই তিনটী অখিল জগতের অবস্থিতির কারণ জানিবে এবং তমোগুণের দ্বারা যাবতীয় সঙ্কল্পিত হইয়া থাকে ; লোক সমূহ অত্যন্ত তমোগুণময় হইলে কৃমি কীটত্ব প্রাপ্ত হয়। যাহারা সত্ত্বগুণ অলঙ্কৃত, তাহারা ধর্ম্মজ্ঞান পরায়ণ হইয়া সর্ব্বসুখদায়ক সন্নিকটবর্ত্তী মোক্ষ সাম্রাজ্যের ন্যায় অবস্থান করেন ; এবং যিনি রজোগুণাশ্রয় করিয়া থাকেন,

পরিতিষ্ঠতি সংসারে পুত্রদারাদ্যনুরঞ্জিতঃ।
ত্রিবিধং তু পরিত্যজ্য রূপমেতন্মহামতে! ॥ ৪৯ ॥
সঙ্কল্পঃ পরমাপ্নোতি পদমাত্মপরিক্ষয়ে।
দৃষ্টীঃ সর্ব্বা পরিত্যজ্য নিয়ম্য মনসা মনঃ ॥ ৫০ ॥
সবাহ্যাভ্যন্তরার্থস্য সঙ্কল্পস্য ক্ষয়ং কুরু।
যদি বর্ষসহস্রাণি তপশ্চরসি দারুণম্ ॥ ৫১ ॥
পাতালস্থস্য ভূস্থস্য স্বর্গস্থস্যাপি তেঽনঘ!।
নান্যঃ কশ্চিদুপায়োঽস্তি সঙ্কল্পোপশমাদৃতে ॥ ৫২ ॥
অনাবাধেঽবিকারে স্বে সুখে পরমপাবনে।
সঙ্কল্পোপশমে যত্নং পৌরুষেণ পরং কুরু ॥ ৫৩ ॥
সঙ্কল্পতন্তৌ নিখিলা ভাবাঃ প্রোক্তাঃ কিলানঘ!।
ছিন্নে তন্তৌ ন জানীমঃ ক যান্তি বিভবাঃ পরাঃ ॥৫৪॥
নিঃসঙ্কল্পো যথাপ্রাপ্তব্যবহারপরো ভব।
ক্ষয়েসঙ্কল্পজালস্য জীবো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৫ ॥

অধিগতপরমার্থতামুপেত্য
প্রসভমপাস্য বিকল্পজালমুচ্চৈঃ।
অধিগময় পদং তদদ্বিতীয়ং
বিততসুখায় সুষুপ্তচিত্তবৃত্তিঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

তিনি ইহ জগতে ব্যবহার যোগ্য হইয়া পুত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির উপর প্রীতি সম্পাদন করতঃ সংসারে অবস্থিতি করেন; কিন্তু হে মহামতে! এই ত্রিবিধ গুণ পরিহার্য্য উপযোগী বলিয়া যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনি শাম্যতা প্রাপ্ত হয়েন। । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । এবং তিনি পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন; অর্থাৎ সত্ত্বরূপ সঙ্কল্প সর্ব্ব সকল নাশে পরিণত হইয়া প্রাগুক্ত দূর মোক্ষত্ব বিবেচনা করণানন্তর আত্ম সঙ্কল্প হইয়া সমুদায় ইন্দ্রিয় জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সহিত অভ্যন্তরেন্দ্রিয় বিষয়ার্থ সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ অন্য উপায়ে কোন মতেই সুখপ্রাপ্তি হয় না। হে অনঘ! তুমি এই ভূলোকেই থাক, বা পাতালে অথবা স্বর্গে অবস্থিতি কর, অর্থাৎ যেখানেই থাক, সঙ্কল্পের উপশম বিনা তোমার অন্য কোন উপায় নাই; স্বাত্মরূপে সুখলাভ করিবার বাসনা থাকিলে অতীব দুঃখ ও বিষয় সম্বন্ধ বিহীন না হইলে তাহা প্রাপ্তির জন্য অপর কোন উপায় নাই, অতএব সঙ্কল্প উপশম করিবার নিমিত্ত সাহসে নির্ভর করিয়া যত্নবান হও। ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ ।

হে অনঘ! এই সমুদায় জগৎ সংসার সঙ্কল্প সূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু সূত্র বিচ্ছিন্ন হইলে ঐ বিভব কোথায় প্রস্থান করে, অবগত নহি। অতএব সঙ্কল্প বিহীন হইয়া যথা প্রাপ্ত ব্যবহার কর, এবং সঙ্কল্প জাল এককালিন ছিন্ন হইলে জীব সমূহ পরমব্রহ্মত্ব লাভ করে। সহসা সংশয় জাল বিচ্ছিন্ন করিয়াও অধিগত ব্রহ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া সেই অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের পদপ্রাপ্ত হও এবং অমুচ্ছেদ্য সুখের নিমিত্ত ব্রহ্মাকার চিত্ত বৃত্তির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হও। ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ ।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বাল্মীকিনা বোধিতোঽসৌ কুশঃ সদ্যো গতভ্রমঃ।
অন্তর্মুক্তো বহিঃ সর্ব্বমনুকুর্ব্বংশ্চচার সঃ ॥ ১ ॥
বাল্মীকিরপি তৌ প্রাহ সীতাপুত্রৌ মহাধিয়ৌ।
তত্র তত্র চ গায়ন্তৌ পুরে বীথিষু সর্ব্বতঃ ॥ ২
রামস্যাগ্রে প্রগায়েতাং শুশ্রূষুর্যদি রাঘবঃ।
ন গ্রাহ্যং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎপ্রদাস্যতি ॥৩॥
ইতি তৌ চোদিতৌ তত্র গায়মানৌ বিচেরতুঃ।
যথোক্তং ঋষিণা পূর্ব্বং তত্র তত্রাভ্যগায়তাম্ ॥ ৪
তাং স শুশ্রাব কাকুৎস্থঃ পূর্ব্বচর্যাং ততস্ততঃ।
অপূর্ব্বপাঠজাতিং চ গেয়েন সমভিপ্লুতাম্ ॥ ৫॥
বালয়ো রাঘবঃ শ্রুত্বা কৌতূহলমুপেয়িবান্।
অথ কর্ম্মান্তরে রাজা সমাহূয় মহামুনীন্ ॥ ৬ ॥
রাজ্ঞশ্চৈব নরব্যাঘ্রঃ পণ্ডিতাংশ্চৈব নৈগমান্।
পৌরাণিকাংশ্ছব্দবিদো যে চ বৃদ্ধা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭ ॥
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহূয় গায়কৌ সংপ্রবেশয়ৎ।
তে সর্ব্বে হৃষ্টমনসো রাজানো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৮ ॥
রামং তৌ দারকৌ দৃষ্ট্বা বিস্মিতা হ্যনিমেষণাঃ।
অবোচন্ সর্ব্ব এবৈতে পরস্পরমথাগতাঃ ॥ ৯
ইমৌ রামস্য সদৃশৌ বিম্বাদ্বিম্বমিবোদিতো।
জটিলৌ যদি ন স্যাতাং ন চ বল্কলধারিণৌ ॥ ১০ ॥
বিশেষং নাধিগচ্ছামো রাঘবস্যানয়োস্তদা।
এবং সম্বদতাং তেষাং বিস্মিতানাং পরস্পরম্ ॥ ১১
উপচক্রমতুর্গাতুং তাবুভৌ মুনিদারকৌ।
ততঃ প্রবৃত্তং মধুরং গান্ধর্ব্বমতিমানুষম্ ॥ ১২ ॥

কুশ বাল্মীকি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে সদ্য বিগতভ্রম ও নিধিধ্যাসনানন্ত-সাধন-সম্পন্ন হইয়া চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল। মহর্ষি বাল্মীকি ধীশক্তিসম্পন্ন, সুরাগ-তাল-লয়-বিশুদ্ধ, সঙ্গীতনিপুণ, সর্ব্বত্র গীতায়মান সীতা পুত্রদ্বয়কে কহিলেন, তোমরা শ্রীরাম সমীপে সংগীত কর, কিন্তু তিনি যদি স্নেহ পরতন্ত্র হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করেন, তাহা গ্রহণ করিবে না। কুমারদ্বয় ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সংগীত করিতে করিতে শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। ১। ২। ৩। ৪। সূর্য্যবংশ রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের গীতের অপূর্ব্ব পাঠ রীতি ও তাহাদিগের সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন; অনন্তর নরব্যাঘ্র রামচন্দ্র অন্য কার্য্যোপলক্ষে মহামুনিদিগকে, রাজন্যগণকে, নীতি শাস্ত্র পারদর্শী পণ্ডিতগণকে, এবং পৌরাণিক ও ব্যাকরণবিদ্ যত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন, সকলকেই আহ্বান পূর্ব্বক গীত নিপুণ কুশীলব সমভিব্যাহারে সভা মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং রাজন্যগণ ও ব্রাহ্মণবর্গ সানন্দচিত্তে সাভাস্থলে আসিয়া উপনীত হইলে, রামচন্দ্র বালকদ্বয়ের প্রতি অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যদি এই বালক দুইটীর মস্তকে জটাভরণ এবং পরিধান বল্কল না থাকিত তাহা হইলে ইহাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিবিম্ব বলিয়া কিছুতেই সংশয় থাকিত না। আহা! রামচন্দ্র ও বালকদ্বয়ের মধ্যে কিছুই প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে না। সভাস্থ সমুদায় লোক এইরূপ বলিতে বলিতে বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন; ইত্যবসরে মুনি বালকদ্বয় অলৌকিক মধুময় সংগীত আরম্ভ করিল। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

শ্রুত্বা তন্মধুরং গীতমপরাহ্নে রঘূত্তমঃ।
উবাচ ভরতং চাভ্যাং দীয়তামযুতং বসু ॥ ১৩ ॥
দীয়মানং সুবর্ণন্তু ন তজ্জগ্রহতুস্তদা।
কিমনেন সুবর্ণেন রাজন্নৌ বন্যভোজনৌ ? ॥ ১৪ ॥
ইতি সংত্যজ্য সংদত্তং জগ্মতুর্মুনিসন্নিধিম্।
এবং শ্রুত্বা তু চরিতং রামঃ স্বস্যৈব বিস্মিতঃ ॥১৫॥
জ্ঞাত্বা সীতাকুমারৌ তৌ শত্রুঘ্নং চেদমব্রবীৎ।
হনূমন্তং সুষেণশ্চ বিভীষণমথাঙ্গদম্ ॥ ১৬ ॥
ভগবন্তং মহাত্মানং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্।
আনয়ধ্বং মুনিবরং সসীতং দেবসম্মিতম্ ॥ ১৭ ॥
অস্যাস্তু পর্ষদো মধ্যে প্রত্যয়ং জনকাত্মজা।
করোতু শপথং সর্ব্বে জানন্তু গতকল্মষাম্ ॥ ১৮ ॥
সীতাং তদ্বচনং শ্রুত্বা গত্বাঃ সর্ব্বেঽতিবিস্মিতাঃ।
উচুর্যথোক্তং রামেণ বাল্মীকিং রামপার্ষদাঃ। ১৯ ॥
রামস্য হৃদ্গতং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা বাল্মীকিরব্রবীৎ।
শ্বঃ করিষ্যতি বৈ সীতা শপথং জনসংসদি ॥ ২০ ॥
যোষিতাং পরমং দৈবং পতিরেব ন সংশয়ঃ।
তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা সর্ব্বে প্রোচুর্মুনের্ব্বচঃ ॥ ২১ ॥
রাঘবস্যাপি রামোঽপি শ্রুত্বা মুনিবচস্তথা।
রাজানো ! মুনয়ঃ ! সর্ব্বে শৃণুধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥২২
সীতায়াঃ শপথং লোকা বিজানন্তু শুভাশুভম্।
ইত্যুক্তা রাঘবেণাথ লোকাঃ সর্ব্বে দিদৃক্ষবঃ ॥ ২৩ ॥
সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সম্মোহিতং জগৎ।
রামস্তু সর্ব্বং জ্ঞাত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরব॥ ২৪ ॥

রঘুনাথ ঐ শিশু দুইটীর মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া ভরতকে কহিলেন, 'ইহাদিগকে অযুত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান কর।' এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া ভরত সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতে গমন করিলেন,কিন্তু বালক দ্বয় প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল, হে রাজন! আমরা বন্য-ফল-মূলাশী, সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া কি করিব ? এই বলিয়া তাহারা বাল্মীকির নিকট প্রস্থান করিল। রামচন্দ্র তাহাদিগের ঈদৃশ চরিত কথা শুনিয়া যারপর নাই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১৩। ১৪। ১৫।

অনন্তর রামচন্দ্র ঐ দুইটী বালককে অভাগিনী বনবাসিনী সীতার সন্তান বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং শত্রুঘ্ন, হনূমান, সুষেণ, বিভীষণ ও অঙ্গদকে, বলিলেন যে, এই বালকেরা নিশ্চয়ই সীতার সন্তান, অতএব এক্ষণে ভগবান্ মহাত্মা, মুনিসত্তম বাল্মীকির সমভিব্যাহারে সীতাকে আনয়ন কর ; এবং সীতা তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র সকলকে অবগত করাইবার নিমিত্ত সভামধ্যে শপথ করুন, তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমুদয় লোক তাঁহাকে নিষ্পাপী বলিয়া অবগত হউক। সভাস্থ লোক সমুদায় রামচন্দ্রের বাক্য ও সীতার বিষয় শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ; অনন্তর শ্রীরামের পারিষদগণেরা তাঁহার অভিপ্রায় বাল্মীকিকে কহিলে, বাল্মীকি রামচন্দ্রের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, সীতা এই সভামধ্যে শপথ করিবেন। । ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

সভাস্থ যাবতীয় লোক মহর্ষির বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে পতি পরম দেবতা, তাহার কোন সন্দেহ নাই ; রামচন্দ্রও মুনি বাক্য বিন্যাস আকর্ণন করিয়া সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্যগণ ও মুনিগণ! আপনারা শ্রবণ করুন, আপনারা জনকদুহিতার শপথ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করুন। এই বলিয়া তিনি সভাস্থ যাবতীয় লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব মহর্ষয়ঃ।
বানরাশ্চ সমাজগ্মুঃ কৌতূহলসমন্বিতাঃ ॥ ২৪ ॥
ততো মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ।
অগ্রতস্তমৃষিং কৃত্বা যান্তী কিঞ্চিদবাঙ্মুখী ॥ ২৫ ॥
কৃতাঞ্জলির্ব্বাষ্পকণ্ঠা সীতা যজ্ঞং বিবেশ তম্।
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীমিবায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুযায়িনীম্ ॥ ২৬ ॥
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ।
তদা মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥
সীতা সহায়ো বাল্মীকিরিতি প্রাহ চ রাঘবম্।
ইয়ং দাশরথে! সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী ॥ ২৮ ॥
অপাপা তে পুরা ত্যক্তা মমাশ্রমসমীপতঃ।
লোকাপবাদভীতেন ত্বয়া রাম! মহাবনে ॥ ২৯ ॥
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তদনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ইমৌ তু সীতাতনয়ৌ ইমৌ যমলজাতকৌ ॥ ৩০ ॥
সুতৌ তু তব দুর্দ্ধর্ষৌ তথ্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
প্রচেতসোঽহন্দশমঃ পুত্রো রঘুকুলোদ্বহ! ॥ ৩১ ॥
অনৃতং ন স্মরাম্যুক্তং যথেমৌ তব পুত্রকৌ।
বহূন্ বর্ষগণান্ সম্যক্ তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা ॥ ৩২ ॥
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী।
বাল্মীকিনৈবমুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত ॥ ৩৩ ॥
এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ! যথা বদসি সুব্রত!।
প্রত্যয়ো জনিতো মহ্যং তব বাক্যৈরকিল্বিষৈঃ ॥৩৪॥
লঙ্কায়ামপি দত্তো মে বৈদেহ্যা প্রত্যয়ো মহান্।
দেবানাং পুরতস্তেন মন্দিরে সংপ্রবেশিতা ॥ ৩৫ ॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বানর ও মহর্ষি প্রভৃতি সমস্ত লোকই রাঘবের কথা শ্রুতিগোচর করিয়া যার পর নাই কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি সীতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া সভা স্থলে উপনীত হইলে, সীতা মুনিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নীরবে আগমন করিতে লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে যজ্ঞস্থলে উপনীতা হইলেন। পরমব্রহ্মের অনুগামিনী লক্ষ্মীকে বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে সন্দর্শন করিয়া সভা সাধুবাদে পরিপূর্ণা হইল, পরে মহামুনি বাল্মীকি সীতা সমেত যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে দাশরথে! আপনার সুব্রতাবলম্বিনী স্বধর্ম্ম রক্ষিণী সীতাকে গ্রহণ করুন; হে রামচন্দ্র! আপনি লোকাপবাদ ভয়ে এই নিষ্পাপা জনক দুহিতাকে পুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মদীয় আশ্রম সন্নিধানে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সীতা আপনার প্রত্যয় উৎপাদন করিতেছেন, আপনিও তাহা অবগত হইতে সক্ষম হয়েন; এই সীতা গর্ভজ যমজ সন্তান দ্বয় আপনারই। ২১।২২।২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

হে রঘুকুলধুরন্ধর! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এই দুইটী আপনারই দুর্দ্ধর্ষ তনয়—হে রামচন্দ্র! আমি বহুকাল ব্যাপিয়া তপস্যাচরণ করিয়াছি জানিবেন, অতএব আমি মিথ্যাকে কখন আশ্রয় প্রদান করি না, এই পুত্রদ্বয় আপনারই, আমার বাক্য কখনই মিথ্যা নহে; যদি মিথিলা রাজকন্যা কোনরূপ দোষ করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার প্রতি ওরূপ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য হয় নাই। বাল্মীকি এই প্রকার কহিলে রাঘব তাঁহাকে বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! হে সুব্রত! আপনি সমস্তই কহিলেন, এবং আপনার পরম পবিত্র বাক্যে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। হে মুনে! লঙ্কায় বিদেহ পুত্রী অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার বিশ্বাস উৎপাদন ও দেবতাদিগের সম্মুখে তিনি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

সেয়ং লোকভয়াদ্‌ব্রহ্মন্। অপাপাপি সতী পুরা।
সীতা ময়া পরিত্যক্তা ভবান্ তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৩৬ ॥
যমৈব জাতৌ জানামি পুত্রাবেতৌ কুশীলবৌ।
শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে সীতায়াং প্রীতিরস্তু মে ॥ ৩৭ ॥
দেবাঃ সর্ব্বে পরিজ্ঞায় রামাভিপ্রায়মুৎসুকাঃ।
ব্রহ্মাণমগ্রতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রজাঃ সমাগমন্ দৃষ্টাঃ সীতা কৌষেয়বাসিনী।
উদশ্রুমুখী হ্যধোদৃষ্টিঃ প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
রামাদন্যং যথাহং বৈ মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথা মে ধরণী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি ॥ ৪০ ॥
তথা শপন্ত্যাঃ সীতায়াঃ প্রাদুরাসীন্মহাদ্‌ভুতম্।
ভূতলাদ্দিব্যমত্যর্থং সিংহাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥
নাগেন্দ্রৈর্ধ্রিয়মাণং চ দিব্যদেহৈরবিপ্রভম্।
ভূদেবী জানকীং দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা স্নেহসংযুতা ॥৪২॥
স্বাগতং তামুবাচৈনাং আসনে সন্ন্যবেশয়ৎ।
সিংহাসনস্থাং বৈদেহীং প্রবিশন্তীং রসাতলম্ ॥ ৪৩॥
নিরন্তরা পুষ্পবৃষ্টির্দিব্যা সীতামবাকিরৎ।
সাধুবাদশ্চ সুমহান্ দেবানাং পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৪৪ ॥
উচুশ্চ বহুধা বাচো হ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
অন্তরীক্ষে চ ভূমৌ চ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৪৫ ॥
বানরাশ্চ মহাকায়াঃ সীতাশপথকারণাৎ।
কেচিচ্চিন্তাপরাস্তস্থাঃ কেচিদ্ধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৬ ॥
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তঃ কেচিৎসীতামচেতসঃ।
মুহূর্ত্তমাত্রং তৎসর্বং তূষ্ণীভূতমচেতনম্ ॥ ৪৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! জনক দুহিতা নিষ্পাপা হইলেও আমি লোকাপবাদ ভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হয়েন; কুশীলব আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহা হউক, এক্ষণে আমার শুদ্ধমতি জানকী পুনরায় শপথ করিয়া জগন্মণ্ডলে অবস্থিতি পূর্ব্বক সানন্দ চিত্তা হউন্। উৎকণ্ঠচিত্ত সহস্রাক্ষ প্রভৃতি দেবতারা শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ব্রহ্মাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আগমন করিলেন। হৃষ্টান্তঃকরণ প্রজা সমাগম অবলোকন করিয়া কৌষেয় বাসিনী বাষ্পাকুলমুখী অধোবদনা জনকদুহিতা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি যেমন মনোমধ্যে রাম ভিন্ন অন্যকে কখন চিন্তা করি নাই, মাতা বসুন্ধরা আমার পাতাল প্রবেশ জন্য যেন ছিদ্ররূপ পথ প্রদান করিতে সমর্থা হন; সীতা এইরূপে শপথ করিতেছেন, ইতি মধ্যে তাঁহার নিমিত্ত অতি অদ্ভুত, দিব্য, অত্যুত্তম সিংহাসন ভূতল হইতে প্রত্যক্ষ উত্থিত হইল্। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

লোক সমুদায়ের আশ্চর্য্য উৎপাদনের জন্য সীতার কলেবর সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি ধারণ করিল এবং পৃথিবী দেবী স্নেহ পরতন্ত্রা হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক স্বাগত কহিতে কহিতে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া, রসাতল মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সীতাকে এইরূপ অবস্থাপন্ন হইলে স্বর্গ হইতে অবিরল কুসুম বর্ষণ হইতে লাগিল এবং দেবতারা যার পর নাই আনন্দিত চিত্ত হইয়া অদ্ভুত সাধুবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষস্থ সুর সমূহ 'হে সীতে! আপনার এরূপ কার্য্য অযোগ্য' ইত্যাদি নানাবিধ বাক্য কহিতে লাগিলেন। কি অন্তরীক্ষে, কি পৃথিবীতে স্থাবর জঙ্গম সমুদায় লোক ঐ প্রকার কহিতে লাগিল। ৪২। ৪৩। ৪৪ ৪৫।

সীতার শপথ হেতু মহাকায় বানরদিগের মধ্যে কেহ বা ঐরূপ কথা বলিতে লাগিল—কেহ বা 'জানকী কোথায় গমন করিলেন', ইত্যাকার চিন্তা করিতে লাগিল—কেহ বা তাঁহার পাতাল গমন কালিন রূপ ধ্যান করিতে লাগিল—কেহ বা রামচন্দ্রের প্রতি লক্ষ করিতে লাগিল—কেহ বা যেন

সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সম্মোহিতং জগৎ।
রামস্তু সর্বং জ্ঞাত্বৈব ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবম্ ॥ ৪৮ ॥
অজানন্নিব দুঃখেন শুশোচ জনকাত্মজাম্।
ব্রহ্মণা ঋষিভিঃ সার্দ্ধং বোধিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৪৯ ॥
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নাচ্চকারানন্তরাঃ ক্রিয়াঃ।
বিসসর্জ ঋষীন্ সর্ব্বান্ ঋত্বিজো যে সমাগতাঃ ॥ ৫০ ॥
তান্ সর্ব্বান্ ধনরত্নাদ্যৈস্তোষয়ামাস ভূরিশঃ।
উপাদায় কুমারৌ তৌ অযোধ্যামগমৎপ্রভুঃ ॥ ৫১ ॥
তদাদিনিস্পৃহো রামঃ সর্ব্বভোগেষু সর্ব্বদা।
আত্মচিন্তাপরো নিত্যমেকান্তে সমুপস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎকৌশল্যা প্রিয়বাদিনী ॥ ৫৩ ॥

সীতাকেই দর্শন করিতে লাগিল, পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই অচেতনবৎ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। রামদয়িতা সীতার রসাতলে প্রবেশ সন্দর্শন করিয়া সমুদায় জগৎ মুগ্ধ হইল। রামচন্দ্র ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয় অবগত হইয়াও জনকাত্মজার নিমিত্ত প্রাকৃতজনের ন্যায় দুঃখ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং ব্রহ্মা ও ঋষিগণ তাঁহাকে প্রবোধ দান করিতে লাগিলেন। ।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।

রামচন্দ্র স্বপ্নাবস্থায় অবগত হইয়া যজ্ঞের অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিলেন, অনন্তর ঋষি ও ঋত্বিক্ দিগকে বহুলপরিমাণে ধন ও রত্ন দান করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করতঃ কুমার দ্বয়কে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাপুরীমধ্যে আগমন করিলেন। ৫০।৫১।

এক্ষণে রামচন্দ্র যাবতীয় পার্থিব সুখে সর্ব্বদাই স্পৃহাশূন্য হইলেন এবং আপনার চিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতিদিন

ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
রাম! ত্বং জগতামাদিরাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥
পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ।
জাতোঽসি মে গর্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ৫৫ ॥
অবসানে মমাপ্যদ্য সময়োঽভূদ্রঘূত্তম!।
নাদ্যাপ্যবোধজঃ কৃৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ত্ততে ॥ ৫৬ ॥
ইদানীমপি মে জ্ঞানং ভববন্ধনিবর্ত্তকম্।
যথা সংক্ষেপতো ভূয়াত্তথা বোধয় মাং বিভো! ॥ ৫৭ ॥
নির্ব্বেদবাদিনীমেবং মাতরং মাতৃবৎসলঃ।
দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জ্জরিতাং শুভাম্ ॥ ৫৮

বিজন স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। একদিন রামচন্দ্র একান্তে উবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলে প্রিয়ভাষিণী রামজননী কৌশল্যা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জানিতে পারিয়া সাতিশয় হৃষ্টান্তঃকরণে ও ভক্তিসহকারে আগমন পূর্ব্বক সদানন্দ রামচন্দ্রকে প্রণাম পুরঃসর কহিলেন, হে রাম! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি, মধ্য ও অন্ত বিবর্জ্জিত; তুমি পরমাত্মা, পরমানন্দ, পূর্ণব্রহ্ম ঈশ্বর, আমার পুণ্যাধিক্য প্রযুক্তই আমার জঠরমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে রঘূত্তম! আমার বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত, তোমারও অবতার লীলা অবসান প্রায় হইয়াছে, কিন্তু তোমার আনুষঙ্গিকতা বশতঃ এই সামান্য সংসার বন্ধন হইতে আমার কোন রূপ নিবৃত্তি হইতেছে না; অতএব হে বিভো! এই অবসান সময়ে ভববন্ধন নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় জ্ঞান বিষয়ক কিছু সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব আমাকে প্রদান কর ।৫২।৫৩। ।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।

দয়ালু, ধর্ম্মাত্মা ও মাতৃপরায়ণ রামচন্দ্র জননীর বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া নির্ব্বেদবাদিনী, জরাজর্জ্জরিতকলেবরা, শুভলক্ষণসম্পন্না স্বীয় গর্ভধারিণীকে কহিলেন, হে মাতঃ! আমি

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ ॥৫৭॥
ভক্তির্ব্বিভিদ্যতে মাতস্ত্রিবিধা গুণভেদতঃ।
স্বভাবো যস্য যস্তেন তস্য ভক্তির্ব্বিভিদ্যতে ॥ ৬০ ॥
যস্তু হিংসাং সমুদ্দিশ্য দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৬১ ॥
ফলাভিসন্ধির্ভোগার্থী ধনকামো যশস্তথা।
অর্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ স তু রাজসঃ ॥৬২॥
পরস্মিন্নর্পিতং যস্তু কর্ম্মনির্হরণায় বা।
কর্ত্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা সসাত্ত্বিকঃ ॥ ৬৩ ॥
মদ্গুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণালয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তির্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ।
তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি ॥ ৬৪ ॥
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তির্ম্ময়ি জায়তে।
সা মে সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সাযুজ্যমেব বা ॥৬৫॥

দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা।
স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্য ভামিনি ! ॥৬৬॥
মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ম্।
মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ ॥ ৬৭ ॥
কর্ম্মযোগেন শস্তেন বর্জিতেন বিহিংসনম্।
মদ্দর্শনস্তুতিমহাপূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ॥ ৬৮ ॥
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সঙ্গেনাসত্যবর্জনৈঃ।
বহুমানেন মহতাং দুঃখিনামনুকম্পয়া ॥ ৬৯ ॥
স্বসমানেষু মৈত্র্যা চ যমাদীনাং নিষেবয়া।
বেদান্তবাক্যশ্রবণাম্মম নামানুকীর্ত্তনাৎ ॥ ৭০ ॥

ইতি পূর্ব্বে বেদসম্মত ত্রিমার্গ বিষয় অর্থাৎ কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও তৎপরে ভক্তিযোগ উল্লেখ করিয়াছি। হে জননি! তম, রজঃ ও সত্ত্ব এই তিনটীর গুণভেদানুসারে ভক্তি তিন ভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ যাহার যেরূপ স্বভাব, তাহার সেই স্বভাবদ্বারা ভক্তি বিভিন্ন লক্ষিত হয়। যে ব্যক্তি হিংসা, শত্রুর দম্ভ, পূচালাভাদি, ফলরূপ মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরগুণদ্বেষ অরিমিত্রাদি বিষয়ে আগ্রহ করে, সেই আমার তামস ভক্ত বলিয়া উল্লিখিত হয়; যে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগেচ্ছা, ঐহিক যশঃ ও অর্থাভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং ভেদ বুদ্ধি, স্বগুণাদি পূজা স্থান সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে সেই রাজস; যে ব্যক্তি পাপ বিনাশ জন্য পূজা করিয়া আমাকে সমর্পণ করে এবং নিজবুদ্ধিদ্বারা শাস্ত্র কথিত অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহ সম্পাদন করে, সেই সাত্ত্বিক। ৫৮। । ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

আমি অনন্তগুণের অধার; যেমন জাহ্নবী জল সাগর মধ্যে মিলিত হইলে অভেদ বিষয়ত্ব হয়, সেইরূপ আমার গুণ হইতে অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি আমাতে সংমিলিত হইয়া অভেদত্ব প্রাপ্ত হয়। হে মাতঃ! [illegible]যোগ ও নির্গুণের লক্ষণ ঠিক ঐরূপ জানিবেন। বিনা কারণে আমার উপর যে অব্যবহিতা ভক্তিই জন্মিয়া থাকে সেই ভক্তি মুক্তি আমার সামীপ্য, স্বরূপতা ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; যিনি আমার সেবা নিরত হইয়া মোক্ষাভিলাষী হয়েন, তিনি আমার প্রকৃত ভক্ত। হে ভামিনি! আমার সেবা না করিলে ভক্ত, কাহাকেও গ্রহণ করেন না। তিনি ভক্তি যোগদ্বারা মায়া অতিক্রম করিয়া, অতি মহৎ, কাম বিহীন, নিত্য, নৈমিত্তিকরূপ সর্ব্বধর্ম্মাচরণেও মদৈক্য প্রাপ্ত হয়েন। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭।

যিনি কর্ম্ম-যোগ সাধন করিয়া থাকেন, হিংসা বিরহিত হইয়া পূজা, স্তুতি ও বন্দনাদি করিয়া থাকেন, তিনই আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, আমাকে চিন্তাপথে রক্ষা করিতে হইলে দুষ্টসঙ্গ পরিহার, অসত্য বিসর্জ্জন. মহৎ ব্যক্তিদিগের বহুমান, দুঃখীদিগের প্রতি দয়া, আপনার সমানাবস্থাপন্নদিগের সহিত মিত্রতা, যমনিয়ম, প্রাণায়াম

সৎসঙ্গেনার্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্জনাৎ।
কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ ॥ ৭১ ॥
মদ্‌গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ।
যথা বায়ুবশাৎ গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্‌ঘ্রাণমাবিশেৎ ॥ ৭২ ॥
যোগাভ্যাসরতং চিত্তমেবমাত্মানমাবিশেৎ।
সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ।
ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মে নাম্ব ! তোষণম্ ॥
ভূতাবমানিনার্চায়ামর্চিতোঽহং ন পূজিতঃ ॥ ৭৫ ॥

তাবন্মামর্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎসর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥ ৭৬ ॥
যস্তু ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মনশ্চ পরস্য চ।
ভিন্নদৃষ্টের্ভয়ং মৃত্যুস্তস্য কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
মামতঃ সর্ব্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতম্।
একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যা চার্চ্চেদভিন্নধীঃ ॥ ৭৮ ॥
চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতম্ ॥ ৭৯ ॥
তস্মাৎকদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বরজীবয়োঃ।
ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাতরুদীরিতঃ ॥৮০ ॥

নিষেবন, বেদান্ত বাক্য আকর্ণন, আমার নামসঙ্কীর্ত্তন, সৎসঙ্গের সহিত সরল ব্যবহার, অহং "কর্ত্তা" এই বুদ্ধিদ্বারা আমার পূজাদিতে ইচ্ছা বিধান করা, পরিশুদ্ধান্তঃ করণ লোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন গন্ধবহদ্বারা বাহিত হইয়া সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তদ্রূপ যে ব্যক্তি আমার চরিত্র বিষয় শ্রবণ করে, সে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। ৬৮। । ৬৯ । ৭০। । ৭১ । ৭২ ।

যে চিত্ত নিরন্তর যোগাভ্যাসে আসক্ত হয়, সেই পরমাত্মায় প্রবিষ্ট হয় ; হে মাতঃ ! আমি সর্ব্বত্রই চেতন রূপে বিরাজমান আছি, সুতরাং প্রাণি সমুদায় জন্মগ্রহণ করিবা মাত্র আমি তাহাদিগের চেতন সম্পাদন করিয়া থাকি ; হে অম্বে ! আমাকে সর্ব্বভূতের চৈতন্য সম্পাদক জানিয়া বিমূঢ় ব্যক্তিরা গন্ধপুষ্পধূপাদিদ্বারা পূজা করিয়া আমার সন্তোষ উৎপাদন করে না ; সর্ব্বপ্রাণির অপমানকারী ব্যক্তি যাবৎকাল আমার প্রতিমা পূজা না করে, তাবৎকাল আমার পূজা বা অর্চনা কিছুই হয় না। ৭৩। ৭৪। ৭৫

আমি সর্ব্বপ্রাণির মধ্যে অবস্থিত আছি, এইটা লোকে যতদিন না আপন স্মৃতি পথে আনয়ন করে, অর্থাৎ অবগত না হয়, তদবধি পূজাদিতে তাহার অধিকার নাই। যে ব্যক্তি আপনার এবং অপরের মধ্যে ভিন্ন জ্ঞান করে, ঐ ভেদ দৃষ্টি বশতঃ তাহার মৃত্যু ভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই ; আমাতে ও সর্ব্বপ্রাণি মধ্যে পরিচ্ছিন্নরূপে সংস্থিত হইলেও অভিন্ন হৃদয় সর্ব্বত্র এক জ্ঞানে ও এক মনে সর্ব্বপ্রাণির উপর মিত্রভাবে আমাকে অর্চ্চনা করে আমাকে সর্ব্বভূতে জীবনরূপে সংস্থিত অবগত হইয়া চেতনা প্রযুক্ত পণ্ডিত লোকে যাবতীয় প্রাণীকে প্রণাম করিয়া থাকেন সেই কারণ তাঁহারা কদাচিৎ ঈশ্বর ও জীব মধ্যে কোনরূপ প্রভেদ পরিদর্শন করেন না। হে মাতঃ ! আমি জ্ঞান যোগ ও ভক্তি যোগের সহিত প্রস্তারিত করিয়াছি। পুরুষ কেবল ভক্তি যোগদ্বারা পরিণামে জ্ঞান যোগ প্রাপ্ত হইবার জন্য আমি ভক্তি যোগে জীব সমূহের হৃদয়স্থ হইয়া আছি। হে মাতঃ ! আপনি ; আমাকে পুত্ররূপে নিরন্তর স্মরণ করিয়া

আলস্যৈকতরং বাপি পুত্রশ্চঃ শমমৃচ্ছতি।
ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ! সর্ব্বহৃদিস্থিতম্ ॥৮১
পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তিমবাপ্স্যসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং কৌশল্যানন্দসংযুতা ॥ ৮২ ॥
রামং সদা হৃদি ধ্যাত্বা ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্।
অতিক্রম্য গতীস্তিস্রোঽপ্যবাপ পরমাং গতিম্ ॥৮৩॥

কৈকেয়ী চাপি যোগং রঘুপতিগদিতং পূর্বমেবাধিগম
শ্রদ্ধাভক্তিপ্রশান্তা হৃদি রঘুতিলকং ভাবয়ন্তী গতাসুঃ।
গত্বা স্বর্গং স্ফুরন্তী দশরথসহিতা মোদমানাবতস্থে
মাতা শ্রীলক্ষ্মণস্যাপ্যতিবিমলমতিঃ প্রাপ ভর্তুঃ সমীপম্

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়।

শান্তিভোগ করিবেন; কৌশল্যা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ।৮১। ৮২।

রাম জননী কৌশল্য সংসার বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া হৃদয় মধ্যে রামচন্দ্রকে অনুক্ষণ ধ্যান করতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয় অতিক্রম পূর্ব্বক পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর কৈকেয়ী পরিশুদ্ধ, ভক্তিসংযুক্ত ও প্রশান্ত অন্তঃকরণে রঘুনাথকে স্মরণ করিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্রকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে সাহ্লাদমনে স্বর্গ গমন করিয়া রাজা দশরথের সহিত কেলি সংযুক্তা হইয়া অবস্থান করিলেন এবং এক্ষণে অতি বিমল হৃদয় শ্রীলক্ষ্মণ জননী সুমিত্রা রঘুরাজ দশরথের সঙ্গ প্রাপ্ত হইলেন। ৮৩। ৮৪।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ কালে গতে কস্মিন্
ভরতো ভীমবিক্রমঃ।
যুধাজিতা মাতুলেন হ্যাহুতো-
ঽগাৎ সসৈনিকঃ ॥ ১ ॥

রামাজ্ঞয়া গতাস্তত্র
হত্বা গন্ধর্ব্ব নায়কান্।
তিস্রঃ কোটীঃ পুরে দ্বে তু
নিবেশ্য রঘু নন্দনঃ ॥ ২ ॥

পুষ্করং পুষ্করাবত্যাং
তক্ষং তক্ষশিলাহ্বয়ে।
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র
ধনধান্য সুহৃদ্বৃতৌ ॥ ৩ ॥

পুনরাগত্য ভরতো
রাম সেবাপরোঽভবৎ।
ততঃ প্রীতো রঘুশ্রেষ্ঠো
লক্ষ্মণং প্রাহ সাদরম্ ॥ ৪ ॥

উভৌ কুমারৌ সৌমিত্রে!
গৃহীত্বা পশ্চিমাং দিশম্।
তত্র ভিল্লান্ বিনির্জ্জিত্য
দুষ্টান্ সর্ব্বাপকারিণঃ ॥ ৫ ॥

অঙ্গদশ্চিত্রকেতুশ্চ
মহাসত্ত্ব পরাক্রমৌ।
দ্বয়ো র্দ্বে নগরে কৃত্বা
গজাশ্ব ধনরত্নকৈঃ ॥ ৬ ॥

অভিষিচ্য সুতৌ তত্র
শীঘ্রমাগচ্ছ মাং পুনঃ।

মহাদেব কহিলেন, অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভরত স্বদেশ নিকটবর্ত্তী গন্ধর্ব্ব বধার্থ মাতুল কর্ত্তৃক আহুত হইলে সসৈন্য বহির্গত হইয়া রামাজ্ঞায় তিনকোটী গন্ধর্ব্বনায়ক বিনাশ করিলেন; অনন্তর তিনি পুষ্কর এবং পুষ্করবত্যা নামক নগরীদ্বয় ধনধান্য সম্পূরিত ও বন্ধু বান্ধব পরিবৃত করিয়া স্বকীয় পুত্রদ্বয় তক্ষ ও তক্ষশীলকে তথাকার রাজ্য পদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর ভরত প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইয়া রহিলেন। পরে রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরম প্রীতান্তঃকরণে ও সাদরে ভ্রাতৃপারায়ণ অনুজ লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে সৌমিত্রে! তুমি স্বীয় পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে পশ্চিমদিকস্থ সর্ব্বাপহারী দুরাত্মা ভিল্লদিগকে জয় করণানন্তর দুইটী নগর গজাশ্ব, ধন ও রত্ন দ্বারা বিভূষিত করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গদ ও চিত্রকেতুকে তথায় অভিষেক পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, হয়; হস্তি ও সৈন্যাদি

রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য
গজাশ্ব বলবাহনঃ ॥ ৭ ॥
গত্বা হত্বা রিপূন্ সর্ব্বান্
স্থাপয়িত্বা কুমারকৌ।
সৌমিত্রিঃ পুনরাগত্য
রামসেবাপরোঽভবৎ ॥ ৮ ॥
ততস্তু কালে মহতি প্রয়াতে
রামং সদা ধর্ম্মপথেস্থিতং হরিম্।
দ্রষ্টুং সমাগাদৃষিবেশধারী।
কালস্ততো লক্ষ্মণমিত্যুবাচ ॥ ॥ ৯ ॥
নিবেদয়স্বাতিবলস্য দূতং
মাং দ্রষ্টুকামং পুরুষোত্তমায়।
রামায় বিজ্ঞাপনমস্তি তস্য
মহর্ষিমুখ্যস্য চিরায় ধীমন্! ॥ ১০ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা
সৌমিত্রি স্ত্বরয়ান্বিতঃ।
আচচক্ষেঽথ রামায় স
সংপ্রাপ্তং তপোধনম্ ॥ ১১ ॥
এবং ব্রুবন্তং প্রোবাচ
লক্ষ্মণং রাঘবো বচঃ।
শীঘ্রং প্রবেশ্যতাং তাত!
মুনিঃ সৎকার পূর্ব্বকম্ ॥১২
লক্ষ্মণস্তু তথেত্যুক্ত্বা
প্রাবেশয়ৎ তাপসম্।
স্বতেজসা জ্বলন্তং তং
ঘৃতসিক্তং যথানলম্। ১৩ ॥
সোঽভিগম্য রঘুশ্রেষ্ঠং
দীপ্যমানঃ স্বতেজসা।
মুনির্ম্মধুরবাক্যেন
বর্ধস্বেত্যাহ রাঘবম্ ॥ ১৪ ॥
তস্মৈ স মুনয়ে রামঃ
পূজাং কৃত্বা যথাবিধি।

গ্রহণ পূর্ব্বক যাবতীয় শত্রু বিনাশ করিলেন এবং কুমার দ্বয়কে তথাকার রাজ পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনশ্চ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীরামের সেবায় অনুরক্ত হইলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫।৬।৭।৮। এইরূপে বহুকাল বিগত হইলে, একদিন ঋষিবেশধারী কাল নিয়ন্তর ধর্ম্মানুরাগী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে লক্ষ্মণ সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে ধীমান্! আমি পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছি, অতএব অতি শীঘ্র গমন করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠের বিজ্ঞাপন রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন কর। লক্ষ্মণদেব তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দ্রুত পদে শ্রীরাম সমীপে উপনীত হইয়া ঋষির আগমন বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিলেন; রঘুনাথ অনুজের বাক্যাকর্ণন করিয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি মুনিকে অতি সমাদরে সৎকার পূর্ব্বক শীঘ্র গৃহমধ্যে আনয়ন কর। ৯। ।১০।১১।১২। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা শীরোধার্য্য করিয়া ঘৃতহুতাশনের ন্যায় স্বতেজ জ্বলন্ত তপোধনকে পরম সমাদরে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন; অনন্তর স্বতেজ, দীপ্তিমান, মুনিপুঙ্গব রঘুনাথের নিকট গমন করিয়া অতি মধুর বাক্যে রাঘবকে বলিলেন, আপনি ভূরাজ্য অপেক্ষা স্বর্গরাজ্য লাভে উদ্যোগী হউন। রামচন্দ্র মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া যথো-

পৃষ্টানাময়মব্যগ্রো রামঃ
পৃষ্টোঽথ তেন সঃ ॥ ১৫ ॥
দিব্যাসনে সমাসীনো
রামঃ প্রোবাচ তাপসম্।
যদর্থ মাগতোঽসি
ত্বমিহ তৎপ্রাপয়স্ব মে ॥ ১৬ ॥
বাক্যেন চোদিত স্তেন
রামেণাহ মুনির্ব্বচঃ।
দ্বন্দ্বমেব প্রয়োক্তব্যম্-
অনালক্ষ্যস্তু তদ্বচঃ ॥ ১৭ ॥
নান্যেন চৈতৎ শ্রোতব্যং
নাখ্যাতব্যং চ কস্য চিৎ।
শৃণুয়াদ্ বা নিরীক্ষেদ্ বা
যঃ স বধ্যস্ত্বয়া প্রভো! ॥ ১৮॥

তথেতি চ প্রতিজ্ঞায়
রামো লক্ষ্মণম্ ব্রবীৎ।
তিষ্ঠ ত্বং দ্বারি সৌমিত্রে!
নায়াত্বত্র জনো রহঃ ॥১৯॥
যদ্যাগচ্ছতি কো বাপি
স বধ্যো মে ন সংশয়ঃ।
ততঃ প্রাহ মুনিং রামো
যেন বা ত্বং বিসর্জ্জিতঃ ॥২০ ॥
যত্তে মনীষিতং বাক্যং
তদ্ বদস্ব মমাগ্রতঃ।
ততঃ প্রাহ মুনির্ব্বাক্যং
শৃণু রাম! যথাতথম্ ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মণা প্রেষিতোঽস্মীশ!
কার্য্যার্থে তেঽন্তিকং প্রভো!।

পযুক্ত বিধানানুসারে তাঁহাকে পূজা করিলে, মুনি তাঁহার অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন; শ্রীরামও তাঁহার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দিব্যাসনে উপবেশন করিয়া তপোধনকে বলিলেন, আপনি এখানে যাহার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তদ্বিষয় আমার নিকট সবিস্তার প্রকাশ করুন। রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে,মুনিবর কহিলেন,আমার বিশেষ গূঢ় রহস্য আছে, কিন্তু তাহা অন্যের নিকট অব্যক্তব্য বলিয়া অতি গুপ্তভাবে কহিব; হে প্রভো! আপনি ভিন্ন অপর কেহই তাহা শ্রবণ করিবে না বা আপনি কাহাকেও বলিবেন না। স্বীকার করুন, যে, যদি কেহ অন্তরাল হইতে শ্রবণ বা নিরীক্ষণ করে সে আপনার বধ্য। রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, হে সৌমিত্রেয়! তুমি এই দ্বারদেশে অবস্থান কর, দেখিও কেহ যেন এই রহস্য স্থানে না আইসে, কিন্তু যদি কেহ উপনীত হয়, সে নিশ্চয়ই আমার বধ্য। পরে মুনি কহিলেন, যে কোন লোক যাউক না কেন কিন্তু তুমি বিসর্জ্জিত হইবে। ১৩। ১৪ ১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।

অনন্তর শ্রীরাম কহিলেন, এক্ষণে আপনার মনোভিলষিত বাক্য আমার নিকট প্রকাশ করুন, তৎশ্রবণে মুনি বলিলেন, হে শ্রীরাম! এক্ষণে আমার সত্য বাক্য শ্রবণ করুন। হে প্রভো, হে জগদীশ্বর! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ব্রহ্মা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। হে দেব! হে

অহং হি পূর্ব্বজো দেব !
তব পুত্রঃ পরন্তপ । ॥ ২২ ॥
মায়া সঙ্গমজো বীর !
কালঃ সর্ব্বহরঃ স্মৃতঃ ।
ব্রহ্মা ত্বামাহ ভগবান্
সর্ব্বদেবর্ষি পূজিতঃ ॥ ২৩ ॥
রক্ষিতুং স্বর্গ লোকস্য
সময়স্তে মহামতে ! ।
পুরা ত্বমেক এবাসী-
র্লোকান্ সংহৃত্য মায়য়া ॥ ২৪ ॥
ভার্য্যয়া সহিত স্ত্বং
মামাদৌ পুত্রমজীজনঃ ।
তথা ভোগবতং নাগ-
মনন্তমুদকেশয়ম্ ॥ ২৫ ॥

মায়য়া জনয়িত্বা ত্বং
দ্বৌ সসাত্ত্বৌ মহাবলৌ ।
মধুকৈটভকৌ দৈত্যৌ
হত্বা মেদোঽস্থিসঞ্চয়ম্ ॥ ২৬ ॥
ইমাং পর্ব্বত সম্বদ্ধাং
মেদিনীং পুরুষর্ষভ !
পদ্মে দিব্যার্ক সংকাশে
নাভ্যামুৎপাদ্য মামপি ॥ ২৭ ॥
মাং বিধায় প্রজাধ্যক্ষং
ময়ি সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ।
সোঽহং সংযুক্তসংভার-
স্ত্বামবোচং জগৎপতে ! ॥২৮ ॥
রক্ষাং বিধৎস্ব ভূতেভ্যো
যে মে বীর্য্যাপহারিণঃ ।
ততস্ত্বং কশ্যপাজ্জাতো
বিষ্ণুর্ব্বামনরূপ ধৃক্ ॥ ২৯ ॥

পরন্তপ! আমি আপনার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ সৃষ্টির অনেক পূর্ব্বে আপনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন। হে বীর! আমি ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সঙ্গ—সমুদায় পদার্থ সংহারী কাল নামে বিখ্যাত। মহামতে! এক্ষণে সর্ব্বদেবর্ষি পূজিত ভগবান্ ব্রহ্মা আপনাকে বলিয়াছেন যে, আপনার অবতার অবসান হইয়াছে, অতএব এক্ষণে স্বর্গ লোক রক্ষা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি মায়া দ্বারা অনাবৃত থাকিয়া অভেদরূপে একই ছিলেন; অগ্রে আমাকে মায়ার সহিত পুত্ররূপে, পরে ভোগবত অনন্ত নাগকে সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর আপনি নিজমায়া দ্বারা সপরাক্রমী মধুকৈটভ নামে দুইটি মহাবলশালী দৈত্যকে সৃজন করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সংহার পূর্ব্বক মেদাস্থি সঞ্চয় স্বরূপ এই পর্ব্বত সম্বদ্ধা বসুন্ধরা সৃজন করিয়াছেন। তরুণ অরুণ সদৃশ আপনার নাভি পদ্ম হইতে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন,হে জগৎপতে! আপনি আমাকে প্রজাপুঞ্জের অধ্যক্ষ করিয়া আমার উপর তাহাদিগের উৎপাদন, লালনপালনাদি যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমিও ঐ কার্য্য করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া স্বকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি—কিন্তু অধুনা আমার প্রজাপীড়নকারী দুরাত্মাদিগের বধসাধন করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, হে ধরণীধর! আপনি ঐ কারণ পরতন্ত্র হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামনরূপী হইয়া জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসগণ বিনাশ করিয়া পৃথিবীর ভার দূরীভূত

হৃতবানসি ভূভারং
বধা দ্রক্ষো গণস্য চ।
সর্ব্বাসূৎ সার্য্যমাণাসু
প্রজাসু ধরণীধর ! ॥ ৩০ ॥
রাবণস্য বধাকাঙ্ক্ষী
মর্ত্ত্যলোক মুপাগতঃ।
দশবর্ষ সহস্রাণি
দশবর্ষ শতানি চ ॥ ৩১ ॥
কৃত্বা বাসস্য সময়ং
ত্রিদশেষ্বাত্মনঃ পুরা।
স তে মনোরথঃ পূর্ণঃ
পূর্ণে চায়ুষি তে নৃষু ॥ ৩২ ॥
কালস্তাপস রূপেণ
তৎ সমীপ মুপাগমম্।
ততো ভূয়শ্চ তে বুদ্ধি-
র্যদিরাজ্য মুপাসিতুম্ ॥ ৩৩ ॥
তত্তথা ভব ভদ্রং তে
এবমাহ পিতামহঃ।
যদি তে গমনে বুদ্ধি-
র্দেবলোকং জিতেন্দ্রিয় ! ॥ ৩৪ ॥
সনাথা বিষ্ণুনা দেবা
ভবন্তু বিগত জ্বরাঃ।
চতুর্ম্মুখস্য তদ্ বাক্যং
শ্রুত্বা কালেন ভাষিতম্ ॥ ৩৫ ॥
হসন্ রামস্তদা বাক্যং
কৃৎস্নস্যান্তকম ব্রবীৎ।
শ্রুতং তব বচো মেঽদ্য
মমাপীষ্টতরং তু তৎ ॥ ৩৬ ॥

করতঃ প্রপীড়িত প্রজা সমূহকে রক্ষা করুন; আপনি লঙ্কাধিপতি দশাননকে বিনাশ করিবার মানসে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দশসহস্র ও দশশত বৎসর কাল অবস্থিতি করিতেছেন। ২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।

ইতিপূর্ব্বে ত্রিদিব মধ্যে স্বকীয় অবস্থিতির কাল সমুত্তীর্ণ হইলে, আপনি নরলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপাততঃ আপনার অবতরণ সময় প্রায় অতীত হইতে দেখিয়া আমি "কাল" তাপসরূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক আপনার সন্নিকটে আগমন করিয়াছি। অধুনা স্বকীয় মনোরম রাজ্য সুখ উপভোগ করিতে যদি আপনার বাসনা থাকে, তাহা হইলে হে জিতেন্দ্রিয়! পিতামহ বলিয়াছেন, যে আপনি ভব সৌভাগ্য সম্ভোগ করুন, নচেৎ যদি দেবলোকে গমন করিতে আপনার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে দেবতারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া সনাথ এবং বিগত জ্বর হইবেন। ৩২।৩৩।৩৪।

কাল মুখে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম হাস্য করিয়া কালকে কহিলেন, আজ তোমার নিকট হইতে আমার ইষ্টতর বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিলাম। ৩৬।

সন্তোষঃ পরমো জ্ঞেয়-
স্ত্বদাগমন কারণাৎ।
ত্রয়াণামপি লোকানাং
কার্য্যার্থং মম সম্ভবঃ॥ ৩৭॥
ভদ্রং তেঽস্ত্বাগমিষ্যামি
যত এবাহ মাগতঃ।
মনোরথস্তু সংপ্রাপ্তো
ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা॥ ৩৮॥
মৎসেবকানাং দেবানাং
সর্ব্বকার্য্যেষু বৈ ময়া।
স্থাতব্যং মায়য়া পুত্র!
যথা চাহ প্রজাপতিঃ॥ ৩৯॥
এবং তয়োঃ কথয়তো-
র্দুর্বাসা মুনিরভ্যগাৎ।
রাজ দ্বারং রাঘবস্য-
দর্শনাপেক্ষয়াদৃতম্॥ ৪০॥
মুনির্লক্ষ্মণমাসাদ্য
দুর্ব্বাসা বাক্যমব্রবীৎ।
শীঘ্রং দর্শয় রামং মে
কার্য্যং মেত্যন্তমাহিতম্॥ ৪১॥
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ সৌমিত্রি-
র্মুনিং জ্বলনতেজসম্।
রামেণ কার্য্যং কিং তেঽদ্য-
কিং তেঽভীষ্টং করোম্যহম্? ॥৪২॥

হে কাল! তুমি মুনিবেশ পরিগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছ শুনিয়া, আমার সাতিশয় সন্তোষ লাভ হইয়াছে। এক্ষণে আমার পক্ষে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ও পাতালের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পাদন করা কর্ত্তব্য; আপাততঃ ভূলোকের কার্য্য অবসান হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর অধিককাল অবস্থানের প্রয়োজন নাই। হে কাল! তোমার মঙ্গল হউক্; আমি যে কারণ অবলম্বন করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছিলাম, সেই কারণেই পুনর্ব্বার ইহলোকে আগমন করিব, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু ইদানীং তুমি যে আমার নিকট আসিয়াছ, তাহাতেই আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং আমার আর কোনরূপ বিচারের অবশ্যকতা নাই। মদীয়সেবা পরতন্ত্র দেবতা মণ্ডলীদিগের যাবতীয় কার্য্য আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। হে পুত্র! জানিবে মায়া দ্বারাই সমুদায় পদার্থ অবস্থানশীল অর্থাৎ ইতস্ততঃ যে সমস্ত বস্তু অবলোকন করিতেছ, তৎসমুদায়ই মায়া কর্ত্তৃক সৃজিত ও রক্ষিত, এবং পিতামহ প্রজাপতিও এবিষয় সম্বন্ধে কহিয়াছেন।৩৭। ৩৮। ৩৯।

শ্রীরামচন্দ্রের সহিত কালের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে দুর্ব্বাসা মুনি রঘুনাথ সন্দর্শন লালসায় লক্ষ্মণ রক্ষিত দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন, অনন্তর তিনি লক্ষ্মণদেবকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া বলিলেন, আমি কোন বিষয়কার্য্যানুরোধে শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তুমি শীঘ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাও; রামানুজ দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া পাবক সদৃশ তেজঃপুঞ্জশালী মুনিকে কহিলেন, অদ্য শ্রীরামের সহিত আপনার কি কার্য্য আছে, আর আপনার বাসনাই বা কি

রাজা কার্য্যান্তরে ব্যগ্রো
মুহূর্ত্তং সংপ্রতীক্ষতাম্।
তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধসন্তপ্তো
মুনিঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ॥ ৪৩
অস্মিন্ ক্ষণে তু সৌমিত্রে!
ন দর্শয়সি চেদ্বিভুম্।
রামং সবিষয়ং বংশং
ভস্মীকুর্য্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং ঘোর-
মৃষে দুর্ব্বাসসো ভৃশম্।
স্বরূপং তস্য বাক্যস্য
চিন্তয়িত্বা স লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বনাশাদ্বরং মেঽদ্য
নাশো হ্যেকস্য কারণাৎ।
নিশ্চিত্যৈবং ততো গত্বা
রামায় প্রাহ লক্ষ্মণঃ ॥ ৪৬ ॥
সৌমিত্রের্বচনং শ্রুত্বা
রামঃ কালং ব্যসর্জ্জয়ৎ।
শীঘ্রং নির্গম্য রামোঽপি
দদর্শাত্রেঃ সুতং মুনিম্ ॥ ৪৭ ॥
রামোঽভিবাদ্য সংপ্রীতো
মুনিং পপ্রচ্ছ সাদরম্।
কিং কার্য্যং তে করোমীতি
মুনিমাহ রঘূত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং
দুর্ব্বাসা রামমব্রবীৎ
অদ্য বর্ষসহস্রাণা-
মুপবাস সমাপনম ॥ ৪৯ ॥

অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আমি করিতেছি; কারণ মহারাজ অপর কার্য্যে সাতিশয় ব্যস্ত, অতএব মুহূর্ত্তকাল প্রতীক্ষা করুন। তচ্ছ্রবণে মহর্ষি ক্রোধান্ধ হইয়া সুমিত্রানন্দনকে কহিলেন, "রে সৌমিত্রে! এই দণ্ডে যদি তুই জগদীশ্বর রামকে না দেখাস্, তাহা হইলে রামকে বিশেষতঃ রঘুবংশ একবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" লক্ষ্মণ মহাতেজবান্ মহর্ষি দুর্ব্বাসার এইরূপ ভয়াবহ বচন আকর্ণন করিয়া, তাঁহার বাক্যের স্বরূপত্ব বিষয় ইতস্ততঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্থির করিলেন যে, এক মহর্ষি দুর্ব্বাসার কারণে সর্ব্বোচ্ছেদ হওয়া অপেক্ষা, অদ্য আমারই মৃত্যু সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। এই প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়া লক্ষ্মণ মুনিকে দ্বারদেশে রক্ষা করিয়া অতি দ্রুতপদে শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে উপনীত হইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। ৪৩। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র অনুজের বাক্য শ্রবণ করিয়া কালকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরিত পদে বহির্দ্দেশে আগমন করিয়া অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা মুনির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং যার পর নাই প্রীতান্তঃকরণে তাঁহাকে পাদ্যার্ঘাদি দ্বারা অভিবাদন পূর্ব্বক পরম সমাদরের সহিত কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! আমাকে আদেশ করুন, আপনার কি কি কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। দুর্ব্বাসা শ্রীরামের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি এক সহস্র বৎসর কাল উপবাস করিয়া আছি, এক্ষণে সেই উপবাস সমাপ্ত হইয়াছে, অতএব, হে রঘুবর!

অতো ভোজনমিচ্ছামি
সিদ্ধং যত্তে রঘূত্তম ! ।
রামো মুনিবচঃ শ্রুত্বা
সন্তোষেণ সমন্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
সসিদ্ধমন্নং মুনয়ে
যথাবৎ সমুপাহরৎ ।
মুনির্ভুংক্ত্বামৃতং
সন্তুষ্টঃ পুনরভ্যগাৎ ॥ ৫১ ॥
স্বগাশ্রমং গতে তস্মিন্
রামঃ সস্মার ভাষিতম্ ।
কালেন শোকদুঃখার্ত্তো
বিমনাশ্চাতি বিহ্বলঃ ॥ ৫২ ॥
অবাঙ্মুখো দীনমনা
ন শশাকাভিভাষিতুম্ ।

মনসা লক্ষ্মণং জ্ঞাত্বা
হতপ্রায়ং রঘূদ্বহঃ ॥ ৫৩ ॥
অয়াঙ্মুখো বভূবাথ
।
ততো রামং বিলোক্যাহ
সৌমিত্রির্দুঃখসংপ্লুতম্ ॥ ৫৪
তূষ্ণীং ভূতং চিন্তয়ন্তং
গর্হন্তং স্নেহ বন্ধনম্ ।
মৎ কৃতে ত্যজ সন্তাপং
জহি মাং রঘু নন্দন ! ॥ ৫৫ ॥
গতিঃ কালস্য কলিতা
পূর্ব্বমেবেদৃশী প্রভো ! ।
ত্বয়ি হীনপ্রতিজ্ঞে তু
নরকো মে ধ্রুবং ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

ইদানীং সিদ্ধান্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেছি ; রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শ্রুতিগোচর করিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহর্ষির নিমিত্ত যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ন সমাহরণ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন ; দুর্ব্বাসাও অমৃততুল্য অন্নাদি ভোজন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

এক্ষণে মহর্ষি স্বাশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলে কালের নিদারুণ বাক্য রঘুনাথের স্মৃতি পথে জাগরূক হইল এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শোক ও দুঃখে নিরতিশয় বিমনা ও বিহ্বল হইলেন। এক্ষণে আপনার স্নেহাস্পদ অনুজ লক্ষ্মণ নির্ব্বাসিত হইতেছে মনে মনে এই ভাবিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। আর তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হয় না—মন সর্ব্বদাই অতি দীনভাবাপন্ন সুতরাং লক্ষ্মণকে কালের বৃত্তান্ত কিছুই বলিতে সক্ষম হইলেন না। ৫২। ৫৩।

অনন্তদেব লক্ষ্মণ ব্রহ্মাণ্ডপতি রামচন্দ্রকে নির্ব্বাক বদন তূষ্ণীম্ভাবাপন্ন এবং নিরতিশয় বিষণ্ণ সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে রঘুনাথ! আমার উপর আপনার অকপট স্নেহ নিবন্ধন আপনি মৎপ্রতি কোনরূপ অহিতাচরণ করিতে অক্ষম, এবং ঐ স্নেহ হেতু আমাকে বিনাশ করিতে অশক্ত—কিন্তু তাহা না করিলে আপনাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ-রূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, মনমধ্যে এই সমুদায় বিষয় আন্দোলন করিয়া আপনি মৌনাবলম্বন করিয়াছেন। হে প্রভো! আপনি আমার জন্য সন্তাপ পরিহার পূর্ব্বক আমাকে বিনাশ করুন ; কালের গতি পরিবর্ত্তন অসাধ্য, ইহা অবশ্যম্ভাবী—দেখুন আমার বিষয় চিন্তা করিলে আপনি সত্য প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হই

ময়ি প্রীতি র্যদি ভবেৎ
দ্যনুগ্রাহ্যতা তব।
ত্যক্ত্বা শঙ্কাং জহি প্রাজ্ঞ!
মা মা ধর্ম্মং ত্যজ প্রভো! ॥ ৫৭ ॥
সৌমিত্রিণোক্তং তচ্ছ্রুত্বা
রামশ্চলিত মানসঃ।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্
বশিষ্ঠং চেদ মব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥
মুনে রাগমনং যত্তু
কালস্যাপি হি ভাষিতম্।
প্রতিজ্ঞা মাত্মনশ্চৈব
সর্ব্ব মাবেদয়ৎপ্রভুঃ ॥ ৫৯ ॥
শ্রুত্বা রামস্য বচনং
মন্ত্রিণঃ সপুরোহিতাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে
রাম মক্লিষ্টকারিণম্ ॥ ৬০ ॥
পূর্ব্বমেব হি নির্দ্দিষ্টং
তব ভূভার হারিণঃ।
লক্ষ্মণেন বিয়োগস্তে
জ্ঞাতো বিজ্ঞান চক্ষুষা ॥ ৬১ ॥
ত্যজাশু লক্ষ্মণং রাম!
মা প্রতিজ্ঞাং ত্যজ প্রভো!
প্রতিজ্ঞাতে পরিত্যক্তে
ধর্ম্মো ভবতি নিষ্ফলঃ ॥ ৬২ ॥
ধর্ম্মে নষ্টেঽখিলে রাম!
ত্রৈলোক্যং নশ্যতি ধ্রুবম্।
ত্বং তু সর্ব্বস্য লোকস্য
পালকোঽসি রঘূত্তম! ॥ ৬৩ ॥

হবেন এবং আমাকেও নিশ্চয় নিরয়গামী হইতে হইবে; যদি আমার প্রতি আপনার প্রসন্নতা এবং অনুগ্রহ থাকে, তাহা হইলে, হে প্রভো! শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে বিনষ্ট করুন—হে প্রভো! কদাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না, কারণ তাহা হইলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালন হয়, অধিকন্তু প্রতিজ্ঞা পালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্ম বর্জ্জন করিবেন না—করিবেন না। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এবম্ভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিচলিতমনা হইলেন, অনন্তর সমস্ত মন্ত্রী ও বশিষ্ঠদেবকে সভাস্থলে আনয়ন করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন বৃত্তান্ত—কাল কর্ত্তৃক উক্তি—এবং স্বকীয় প্রতিজ্ঞা তাঁহাদিগের নিকট সমুদায় সবিস্তারে প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্র প্রমুখাৎ এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুল-পুরোহিত বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিবর্গ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অক্লিষ্টকারী রঘুনাথকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি ভূভার অপনোদনকারী, অতএব পূর্ব্ব হইতেই আপনার সমুদায়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ লক্ষ্মণের সহিত আপনার বিয়োগ সংঘটন আপনি বিজ্ঞান চক্ষু দ্বারা অবগত আছেন, অতএব হে রামচন্দ্র! আপনি লক্ষ্মণকে শীঘ্রই পরিত্যাগ করুন, হে প্রভো! আপনি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেন না, কারণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে ধর্ম্ম নিষ্ফল হয়, হে রঘূত্তম! এই অখিল জগন্মধ্যে রাজার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিলোক নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, অধিকন্তু আপনি সমুদায় লোকের ধর্ম্ম

যেবৈত্যক্ত্বা লক্ষ্মণকং
ত্রৈলোক্যং ত্রাতু,মর্হসি
মারো ধর্ম্মার্থ সহিতং।
বাক্যং তেষা মনিন্দিতম্ ॥ ৬৪ ॥
সভামধ্যে সমাশ্রুত্য
প্রাহ সৌমিত্রি মঞ্জসা।
যথেষ্টং গচ্ছ সৌমিত্রে!
মাভূদ্ধর্ম্মস্য সঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
পরিত্যাগো বধো বাপি
সতামেবোভয়ং সমম্।
এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে
দুঃখ ব্যাকুলিতেক্ষণঃ ॥ ৬৬ ॥

রক্ষক, অতএব ধর্ম্ম বিনষ্ট করিবেন না; হে মহারাজ! কেবল লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিলেই ত্রিলোক রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। রঘুকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র সভাস্থ বশিষ্ঠ প্রভৃতির যথোপযুক্ত অনিন্দিত ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া সুমিত্রা-তনয়কে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—হে সৌমিত্রেয়! যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যেন ধর্ম্মের ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি-দিগের পক্ষে বিনাশ ও পরিহার উভয়ই সমতুল্য, অতএব তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই কর। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫।

রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র অনুজের প্রতি এইরূপ কহিলে, দুঃখ ব্যাকুলিত লোচন সুমিত্রানন্দন শ্রীরামচন্দ্রের পদযুগলে প্রণি-পাত পূর্ব্বক ত্বরিত পদে স্বকীয় গৃহ মধ্যে গমন করিলেন।

রামং প্রণম্য সৌমিত্রিঃ
শীঘ্রং গৃহমগাৎ স্বকম্।
ততোঽগাৎসরযূতীর-
মাচম্য স কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৭ ॥
নবদ্বারাণি সংযম্য
মূর্দ্ধি প্রাণ মধারয়ৎ।
যদক্ষরং পরং ব্রহ্ম
বাসুদেবাখ্য মব্যয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
পদং তৎ পরমং ধাম
চেতসা সোঽভ্যচিন্তয়ৎ।
বায়ু রোধেন সংযুক্তং
সর্ব্বে দেবাঃ সহর্ষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥
সাগ্নয়ো লক্ষ্মণং পুষ্পৈ-
স্তুষ্টুবুশ্চ সমাকরন্।

অনন্তর সরযূর তীরদেশে উপস্থিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সলিল-গ্রহণ পূর্ব্বক আচমন করিলেন, ও নবদ্বার সমূহ অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, পায়ু, উপস্থ ও ব্রহ্মরন্ধ্র সংযম পূর্ব্বক শীর্ষ দেশে প্রাণ ধারণ করিয়া 'অহং অব্যয় বাসুদেবাখ্য' পরম ব্রহ্ম এই অক্ষরাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তমধ্যে তাঁহার পরম পদকমল চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি প্রভৃতি দেবতারা অনন্ত-দেবকে বায়ু অবরুদ্ধ পূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন সন্দর্শন করিয়া সাতি-শয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কুসুমদ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিলেন, পরে বাসব তাঁহাকে সশরীর গ্রহণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন; এই সময় কেহ কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেও পারেন নাই; অনন্তর দেবরাজ ও দেবর্ষিরা বিষ্ণুর চতুর্ভাগ লক্ষ্মণ-

অদৃশ্যং বিবুধৈঃ কৈশ্চিৎ
শরীরং স বাসবঃ ॥ ৭০

গৃহীত্বা লক্ষ্মণং শক্রঃ
স্বর্গলোক মথা গমৎ।
ততো বিষ্ণো' শ্চতুর্ভাগং
তং দেবং সুর সত্তমাঃ।
সর্ব্বে দেবর্ষয়ো দৃষ্ট্বা
লক্ষ্মণং সমপূজয়ন্ ॥ ৭১ ॥

লক্ষ্মণে হি দিবমাগতে হরৌ
সিদ্ধলোকগতযোগিনস্তদা।
ব্রহ্মণা সহাসমাগমন্মুদা
দ্রষ্টুমাহিতমহাহি রূপকম্ ॥৭২ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

দেবকে স্বর্গধামে অবলোকন করিয়া পূজা করিলেন। লক্ষ্মণ-দেব স্বর্গে আগমন করিলে, সিদ্ধলোকস্থ যোগীরা ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া যার পর নাই হর্ষোৎফুল্ল হওত অনন্ত-দেবকে দেখিবার জন্য আগমন করিলেন। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লক্ষ্মণং তু পরিত্যজ্য
রামো দুঃখ সমন্বিতঃ।
মন্ত্রিণো নৈগমাংশ্চৈব
বশিষ্ঠং চেদ মব্রবীৎ ॥ ১ ॥
অভিষেক্ষ্যামি ভরত
মধিরাজ্যে মহামতিম্।
অদ্য চাহং গমিষ্যামি
লক্ষ্মণস্য পদানুগঃ ॥ ২ ॥
এব মুক্তে রঘুশ্রেষ্ঠে
পৌর জানপদা স্তদা।
দ্রুমা ইব চ্ছিন্নমূলা
দুঃখার্তাঃ পতিতা ভুবি ॥ ৩ ॥
মূর্চ্ছিতো ভরতো বাপি
শ্রুত্বা রামাভি ভাষিতম্।
গর্হয়ামাস রাজ্যং স
প্রাহেদং রাম সন্নিধৌ ॥ ৪ ॥
সত্যেন চ শপেনাহং
ত্বাং বিনা দিবি বা ভুবি।
কাঙ্ক্ষে রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ!
শপে ত্বৎ পাদয়োঃ প্রভো! ॥ ৫ ॥
ইমৌ কুশীলবৌ রাজন্!
অভিষিঞ্চস্ব রাঘব!।
কোশলেষু কুশং বীর-
মুত্তরেষু লবং তথা ॥ ৬ ॥

মহাদেব বলিলেন, রাজীবলোচন রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে পরিবর্জ্জন করণানন্তর সাতিশয় দুঃখাকুল হইয়া সচিব, নৈগম ও কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, অদ্য আমি মহামতি ভরতকে এই অযোধ্যা রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক লক্ষ্মণের পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইব। রঘুকুলোদ্বহ রামচন্দ্র সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ মনোগত ভাব প্রকাশ করিলে পৌরজনেরা নিরতিশয় দুঃখে বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল। রাঘবের এই নিদারুণ বাক্য ভরতের শ্রুতিগোচর হইবা মাত্র ভরতও মূর্চ্ছিত হইলেন, অতঃপর রাজ্যকে অশেষ প্রকারে নিন্দা করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে এই নিবেদন করিলেন. হে রঘুশ্রেষ্ঠ! স্বর্গধামেই হউক অথবা এই ধরণীতলেই হউক, আমি আপনার অনুজ, সত্য ও শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আপনি বিদ্যমান না থাকিলে কখনই রাজ্যাভিলাষ করিনা; হে প্রভো! আমি আপনার শ্রীচরণ স্পর্শ পূর্ব্বক কহিতেছি, আমি কদাপি এই রাজ্যের প্রত্যাশা করি না। হে রাজন্! হে রঘুবংশাবতংস!

গচ্ছন্তু দূরাত্ত্বরিতং
শত্রুঘ্নানয়নায় হি।
অস্মাকমেতদ্ গমনং
স্বর্কাসায় শৃণোতু সঃ॥ ৭॥
ভরতেনোদিতং শ্রুত্বা
পতিতস্তাঃ সমীক্ষ্য তম্।
প্রজাশ্চ ভয় সম্বিগ্না
রাম বিশ্লেষ কাতরাঃ॥ ৮॥
বশিষ্ঠো ভগবান রাম-
মুবাচ সদয়ং বচঃ।

পশ্য তাত্যাদরাৎসর্ব্বাঃ
পতিতা ভূতলে প্রজাঃ॥ ৯॥
তাসাং ভাবানুগং রাম!
প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
শ্রুত্বা বশিষ্ঠ বচনং তাঃ
সমুত্থাপ্য পূজ্য চ॥ ১০॥
সস্নেহো রঘুনাথস্তাঃ
কিং করোমীতি? চাব্রবীৎ।
ততঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রোচুঃ
প্রজা ভক্ত্যা রঘূদ্বহম্॥ ১১॥
গন্তু মিচ্ছসি যত্র
ত্বমনুগচ্ছামহে বয়ম্।

বীরচূড়ামণে! আমি আপনার চরণারবিন্দে এই প্রার্থনা করি যে, আপনি লব ও কুশকে এই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন, অর্থাৎ মহাবীর কুশকে কোশল রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং অকুতোসাহসী লবকে উত্তর রাজ্য প্রদান করুন। হে রঘুবর! এক্ষণে শত্রুঘ্ন মথুরা নগরীতে অবস্থান করিতেছে, অতএব তাঁহাকে এস্থানে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করুন, কারণ আমরা যখন সকলেই প্রস্থান করিতে বাসনা করিতেছি, তখন সে আমাদিগের প্রস্থানের বিষয় শ্রবণ করুক। এদিকে শ্রীরামচন্দ্রের বিচ্ছেদানলে দহ্যমান প্রজাপুঞ্জ যার পর নাই কাতর হইয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল; অপর দিকে ভরত প্রমুখাৎ অতি ভয়ঙ্করী [illegible] তাহাদিগের শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, তাহারা [illegible] প্রতি অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া অধিকতর ভয় [illegible] হইয়া পড়িল। ।১।২।।৩।৪।৫।৬।৭।৮।

অনন্তর, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, প্র[illegible] ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে অবলোকন করিয়া করুণারসার্দ্র [illegible] বাৎসল রামচন্দ্রকে কহিলেন—হে তাত! আপনার প্রজামণ্ডলী ধরণীতলে নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, একবার অবলোকন করুন; হে রাজীবলোচন রামচন্দ্র! এক্ষণে আপনার পক্ষে এই কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আপনি তাহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাদিগের উপর কৃপা বিতরণ করেন। প্রজামণ্ডলী কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের এই শুভময়ী কথা শ্রবণ করিয়া মহানন্দে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম পূজা করিলে, শ্রীরামচন্দ্র তাহাদিগকে কহিলেন—বৎস প্রজাগণ! তোমরা নিতান্ত দুঃখ বিহ্বল হইয়াছ, অতএব আমি তোমাদিগের কি কার্য্য করিব প্রকাশ করিয়া বল। অনন্তর তাহারা কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি বিনয়-নম্র ও দীনবচনে কহিল, হে রঘুনন্দন! আপনি যেখানে গমন করিতে বাসনা করিয়াছেন, আমরাও তথায়

অস্মাকমেষা পরমা
প্রীতির্ধর্ম্মো যমক্ষয়ঃ ॥ ১২ ॥
তবানুগমনে রাম!
হৃদ্গতা নো দৃঢ়া মতিঃ।
পুত্রদারাদিভিঃ সার্দ্ধ-
মনুযামোঽদ্য সর্ব্বথা ॥ ১৩ ॥
তপোবনং বা স্বর্গং বা
পুরং বা রঘুনন্দন!।
জ্ঞাত্বা তেষাং মনো দার্ঢ্যং
কালস্য বচনং যথা ॥ ১৪ ॥
ভক্তং পৌরীজনং চৈব
বাঢ় মিত্যাহ রাঘবঃ
কৃত্বৈব নিশ্চয়ং রাম-
স্তস্মিন্নেবাহনি প্রভুঃ ॥ ১৫ ॥
প্রস্থাপয়ামাস চ তৌ
রামভদ্রঃ কুশীলবৌ।
অষ্টৌ রথ সহস্রাণি
সহস্রঞ্চৈব দন্তিতাম্॥ ১৬
ষষ্টিং চাশ্ব সহস্রাণা-
মেকৈকস্মৈ দদৌ বলং।
বহুরত্নৌ বহুধনৌ
হৃষ্ট পুষ্ট জনাবৃতৌ ॥ ১৭
অভিবাদ্য গতৌ রামং
কৃচ্ছ্রেণ তু কুশী লবৌ।
শত্রুঘ্নানয়নে দূতান্

আপনার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, ইহাতে আমাদের যার পর নাই পরিতোষ এবং অক্ষয় ধর্ম্মোপার্জ্জন হইবে। হে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র! আপনার পশ্চাৎ গমন করিবার নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয় মধ্যে একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। অতএব আমরা স্ত্রী, পুত্র ও অপরাপর বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে অদ্যই আপনার অনুগমন করিব: হে রঘুনাথ! আপনি মহর্ষিদিগের দিব্য আশ্রম পদেই যান, কিম্বা স্বর্গারোহণই করুন— অথবা পুরমধ্যেই অবস্থান করুন, যেখানেই যান, আমরা আপনার পশ্চাদ্গামী হইব. ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩।

নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র প্রজামণ্ডলীর এবম্প্রকার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া কালের বাক্য স্মৃতিমার্গে আন্দোলন পূর্ব্বক, পরমভক্ত পুরজনবাসী প্রজাপুঞ্জকে কহিলেন— হে মদ্ভক্ত প্রজাগণ! তোমাদিগের আন্তরিক বাসনা সুসিদ্ধ করিব। মহাপ্রভু রামচন্দ্র তাহাদিগকে এইরূপ কৃতনিশ্চয় করিয়া যেখানে কুশীলব অবস্থিতি, করিতেছিলেন সেই স্থানে প্রস্থান করিলেন৭ অনন্তর আট সহস্র রথ, এক সহস্র হস্তী, ছয় সহস্র অশ্ব এবং বহু সেনা তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন; এতদ্ব্যতীত বহুবিধ রত্ন ও প্রচুর ধন তাহাদিগের প্রত্যেককে প্রদান করিলেন; অনন্তর কুশীলব ভগবান্ রামচন্দ্রের বিয়োগ জনিত দুঃখে সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহার চরণ কমলে ভক্তি সহকারে প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিলেন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

অনন্তর রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে অযোধ্যামধ্যে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অতি দ্রুত গমনশীল দূতগণকে প্রেরণ

প্রেষয়ামাস রাঘবঃ।
তে দূতাস্ত্বরিতং গত্বা
শত্রুঘ্নায় ন্যবেদয়ন্॥ ১৮ ॥
কালস্যাগমনং পশ্চা-
দত্রিপুত্রস্য চেষ্টিতম্।
লক্ষ্মণস্য চ নির্ব্বাণং
প্রতিজ্ঞাং রাঘবস্য চ ॥ ১৯ ॥
পুত্রাভিষেচনং চৈব
সর্ব্বং রামচিকীর্ষিতম্।
শ্রুত্বা তদ্দূতবচনং
শত্রুঘ্নঃ কুলনাশনম্ ॥ ২০ ॥
ব্যথিতোঽপি ধৃতিং লব্ধা
পুত্রাবাহূয় সত্বরঃ।
অভিষিচ্য সুবাহুং বৈ
মথুরায়াং মহাবলঃ ॥ ২১ ॥
যূপকেতুং চ বিদিশা-
নগরে শত্রুসূদনঃ।
অযোধ্যাং ত্বরিতং প্রাগাৎ
স্বয়ং রাম দিদৃক্ষয়া ॥ ২২ ॥
দদর্শ চ মহাত্মানং
তেজসা জ্বলন প্রভম্।

করিলেন, তাহারাও রামাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি দ্রুত বেগে গমন করিয়া শত্রুঘ্ন সন্নিধানে উপনীত হইল, এবং অযোধ্যামধ্যে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল তাহারা একে একে সমুদায় তাঁহার সমীপে কহিতে লাগিল যে, হে ভাত! প্রথমতঃ কাল মহর্ষি বেশ পরিগ্রহ করিয়া রঘুনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করেন, তিনি রামচন্দ্রের সহিত নিভৃত স্থানে কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে অত্রিপুত্র দুর্ব্বাসা লক্ষ্মণ রক্ষিত দ্বারদেশে উপনীত হইয়া মহারাজ রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলে লক্ষ্মণদেব রাজাদেশ অনুসারে তাঁহাকে নিবৃত্ত করাতে ক্রোধকশায়-লোচন দুর্ব্বাসা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না সুতরাং কাল ও রামচন্দ্রের নিষেধ সত্ত্বেও লক্ষ্মণদেব তাঁহাদিগের নিভৃতস্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সুতরাং শ্রীরামের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী লক্ষ্মণদেব বিবর্জ্জিত হইয়াছেন। হে দেব! অনন্তর রঘুনাথ স্বয়ং ইহলোক পরিত্যাগ করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া কুশীলবকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুঘ্ন দূতমুখে রঘুবংশের অবসান হইতেছে শ্রুতিগোচর করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়মধ্যে সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক অনতিবিলম্বে কুমারদ্বয়কে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; পরে সুবাহু নামে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মথুরা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, অনন্তর কনিষ্ঠ তনয় যূপকেতুকে বিদিশার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া শত্রুনিসূদন শত্রুঘ্ন সূর্য্যবংশকেতু শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিবার মানসে মথুরাপুরী হইতে বহির্গত হইয়া অতিসত্বর অযোধ্যা রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২।

মহাত্মা রামচন্দ্র দিব্য রাজবেশ পরিহার পূর্ব্বক চীরাম্বর

দুকুলযুগ সম্বীতং
ঋষিভিশ্চাক্ষয়ৈ র্বৃতম্ ॥ ২৩ ॥
অভিবাদ্য রমানাথং
শত্রুঘ্নো রঘুপুঙ্গবম্।
প্রাঞ্জলির্ধর্ম্ম সহিতং
বাক্যং প্রাহ মহামতিঃ ॥ ২৪ ॥
অভিষিচ্য সুতৌ তত্র
রাজ্যে রাজীবলোচনঃ ! ।
তবানুগমনে রাজন্
বিদ্ধি মাং কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ত্যক্তুং নার্হসি মাং বীর
ভক্তং তব বিশেষতঃ।
শত্রুঘ্নস্য দৃঢ়া বুদ্ধিং
বিজ্ঞায় রঘু নন্দনঃ ॥ ২৬ ॥
সজ্জী ভবতু মধ্যাহ্নে
ভবা নিত্য ব্রবীদ্বচঃ।
অথ ক্ষণাৎ সমুৎপেতু-
র্ব্বানরাঃ কামরূপিণঃ ॥ ২৭ ॥
ঋক্ষাশ্চ রাক্ষসাশ্চৈব
গোপুচ্ছাশ্চ সহস্রশঃ।
ঋষীণাং দেবতানাঞ্চ
পুত্রারামস্য নির্গমং ॥ ২৮ ॥

পরিধান করতঃ স্বকীয় তেজ সম্ভূত উজ্জ্বল প্রভা সমন্বিত হইয়া অতি দীর্ঘজীবী বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ইত্যবসরে শত্রুঘ্ন উপনীত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন।

মহামতি, সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন, রঘুকুলতিলক সীতাপতি রামচন্দ্রের চরণ কমলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন, অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ধর্ম্ম সম্বলিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাজীব লোচন! আমি স্বকীয় কুমারদ্বয়কে মথুরা ও বিদিশ নগরে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে—হে রাজন্! আমি আপনার পশ্চাদ্গামী হইবার মানসে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি ইহা আমি মনোমধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছি জানিবেন ।২৩।২৪।২৫।

হে বীরবর! আমি আপনার অনুজ, বিশেষতঃ আপনার পরম ভক্ত, অন্য ভাবে গ্রহণ করিয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে কখনই সমর্থ নহেন। অতএব আমি বিনয় নত্র বচনে বলিতেছি দয়া পরতন্ত্র হইয়া আমাকে সমভিব্যাহার করিয়া লউন রঘুনন্দন অনুজ শত্রুঘ্নের যারপর নাই দৃঢ়া বুদ্ধি অবগত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—হে শত্রুঘ্ন! যদি তুমি আমার সহিত গমন করিতে অভিলাষ করিয়া থাক তাহা হইলে এই মধ্যাহ্ন সময়ে সজ্জীভূত হও, অনন্তর কামরূপধারী হরিপুঙ্গবগণ ঋক্ষ সমস্ত রক্ষ বংশ সম্ভূত যাবতীয় রাক্ষসগণ এবং গোপুচ্ছ সমুদায় এখনই এস্থান হইতে উদ্গমন করুক। বিজন বিপিন নিবাসী মহর্ষিদিগের দেবতাদিগের এবং শ্রীরামচন্দ্রের তনয়েরা রঘুবংশধর সীতাপতির বহির্গমন বিষয়ে বানর ও

শ্রুত্বা প্রোচু রঘুশ্রেষ্ঠং
সর্ব্বে বানর রাক্ষসাঃ।
ত্বদানুগমনে ৰিদ্ধি
নিশ্চিতার্থং শুনঃ প্রভো। ॥ ২৯ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রামং
সুগ্রীবোঽপি বনঃ
যথা বদভি বাদ্যাহ
রাঘবং ভক্তবৎসলং।
অভিষিচ্যাঙ্গদং রাজ্যে
আপতো ঽস্মি মহাতেজ।
ত্বদানুগমনা বিদ্ধি মাং
রাম কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রুত্বা তেষাং দৃঢ়ং বাক্যং
ঋক্ষ বানর রক্ষসাম।
বিভীষণ মুবাচেদং
বচনং মৃদু সাদরম্ ॥ ৩১ ॥
ধরিষ্যতি ধরা যাবৎ
প্রজাস্তাবৎ প্রসাধিমে।
বচনাদ্রাক্ষসং রাজ্যং
শাসিতোঽসি মমো পরি ॥ ৩২ ॥
ন কিঞ্চি দুত্তরং বাক্যং
ত্বয়া মৎ প্রিয়কারণা।
এবং বিভীষণং ত্যক্ত্বা
হনূমন্ত মথা ব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
বচনা মারুতে ত্বং চিরং
জীবমমাজ্ঞাং মামৃষ কৃথাঃ।

রাক্ষসেরা রমানাথের বচন কর্ণপাত করিয়া নিরতিশয় ভক্তি এবং বিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, হে প্রভো! আপনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠ প্রতিগমন করিবেন বটে, কিন্তু আমরাও আপনার সহিত গমন করিব এ বিষয়ে আপনি কৃতনিশ্চয় হইয়া থাকিবেন ।২৬।২৭।২৮।২৯।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবলপরাক্রম কপিরাজ সুগ্রীব ভক্তানুরাগী রাজীবলোচন রঘুনাথকে যথাবিধি অনুসারে অভিবাদন পূর্ব্বক করপুটে কহিল, হে শ্রীরাম! আপনার শ্রীচরণে আমার এই নিবেদন যে, আমি অতুল বিক্রমশালী যুবরাজ অঙ্গদকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অনন্তর আপনি যথায় গমন করিবেন আমিও আপনার সমভি-ব্যাহারে প্রস্থান করিব, আমি হৃদয় মধ্যে এইটী নিশ্চয় করিয়াছি জানিবেন। দাশরথি ঋক্ষ বানর ও রাক্ষসদিগের প্রতিজ্ঞা বচন আকর্ণন করিয়া দশগ্রীবানুজ বিভীষণকে যৎ-পরোনাস্তি আদর সহকারে এবং অতি মৃদু মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ! যতদিন অবধি এই বসুন্ধরা অবস্থায়িনী থাকিবে তাবৎ কাল তুমি আমার বচনানুযায়ী হইয়া প্রজামণ্ডলীর সন্তোষ উৎপাদন ও রক্ষঃ সম্বন্ধীয় রাজ্য প্রতিপালন কর—যদি তুমি ইহাতে আমাকে অন্য কোন রূপ বাক্য বল, তাহাহইলে তুমি আমার বিনাশ জনিত পাতকে কলুষিত হইবে ; অতএব এক্ষণে হে রাবনানুজ! আমার ঈদৃশ বাক্যের তিল মাত্র প্রতিবন্ধক প্রদান করিও না ।৩০।৩১ ৩২।৩৩।

রঘুনাথ পরম ধার্ম্মিক বিভীষণকে এই প্রকার কহিয়া পবন কুমার হনুমানকে বলিলেন, হে মারুতে! তুমি চিরজীবী

জাম্ববন্ত মথ প্রাহ
তিষ্ঠত্বং দ্বাপরান্তরে ॥ ৩৪
ময়া সার্দ্ধং ভবেদ্যুদ্ধং
যৎ কিঞ্চিৎ কারণান্তরে
তত স্তান্রাঘবঃ প্রাহ
যে ঋক্ষবানরাক্ষসান্ ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বানেব ময়াসার্দ্ধং
প্রযাতেতি দয়ান্বিত
ততঃ প্রভাতে রঘুবংশনাথো
বিশালবক্ষা: শিতকঞ্জলোচনঃ ॥ ৩৬ ॥
পুরোবসং প্রাহ বশিষ্ঠমার্য্যং
র্যন্দ্বগ্নিহোত্রাণি পুরো গুরোমে।
ততো বশিষ্ঠোঽপি চ কারসর্ব্বং
প্রাস্থানিকং কর্ম্মমহদ্বিধানাৎ ॥ ৩৭ ॥
ক্ষৌমাম্বরো দর্ভপবিত্রপাণি-
র্ম্মহাপ্রয়াণায় গৃহীত বুদ্ধিঃ
নিষ্ক্রম্য রামো নগরাৎ সিতভ্রোচ্ছ-
শীবয়াতঃ শশিকোটিকান্তিঃ
রামস্য সব্যে শিতপদ্মহস্তা
পদ্মাগতা পদ্মবিশাললোচনা।
পার্শ্বেঽথ দক্ষেরুণ কঞ্জহস্তা
শ্যামাযযৌ হ্রীরপি দীপ্যমানা ॥ ৩৮

হইয়া এই ধরণীতলে অবস্থান কর—হে পবননন্দন! আমার আজ্ঞা কখনই মিথ্যা হইবার নহে জানিবে। অতঃপর রঘুনন্দন রামচন্দ্র জাম্ববানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,হে জাম্ববান! ত্রেতা যুগ অতিক্রান্ত হইলে দ্বাপর যুগ আসিবে, তুমি দীর্ঘ-জীবী হইয়া সেই দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত এই পৃথিবী তলে অবস্থিতি কর ; হে জাম্ববান! কোন কারণ প্রযুক্ত আমার সহিত তোমার তুমুল সংগ্রাম হইবে,তাহারপর তুমি স্বর্গে গমন করিবে, ইহাতে কৃতনিশ্চয় থাকিবে। পরিশেষে রঘুকুল তিলক ভগবান নারায়ণ অপরাপর ঋক্ষ রাক্ষস ও বানরগণের উপর কৃপা কটাক্ষপাত করিয়া বলিয়াছিলেন—হে ঋক্ষ, রাক্ষস ও সকল! তোমরা সকলেই আমার সহিত গমন করিতে পার ৩৪। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর রজনী প্রভাতা হইলে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বিশাল বক্ষ পদ্ম পলাশ লোচন রঘুবংশপতি জানকী বল্লভ রামচন্দ্র বদ্ধা-ঞ্জলি হইয়া কুলপুরহিত বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন—হে গুরো! আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইয়াছে,অতএব আপনি অগ্রে অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য সমূহের আয়োজন করুন, তিনিও রঘু-নাথের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার মহাপ্রস্থানোপযুক্ত যাবতীয় কর্ম্ম রীতিমত বিধানানুসারে সমাধা করিলেন অর্থাৎ সুরাদ্ধি সম্পন্ন কুলগুরু বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রের মহা প্রয়াণের নিমিত্ত দুকুল পরিধান ও দর্ভবিনির্ম্মিত পবিত্র বস্তু সমুদায় আয়োজন করিলেন। হায় : কোটী শশি কান্তি পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা রামচন্দ্র মহা প্রয়াণের নিমিত্ত বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিয়া অযোধ্যা নগরী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। জনক দুহিতা সীতা শ্বেতারবিন্দ হস্তে গ্রহণ করিয়া স্বর্গ হইতে সমাগমন পূর্ব্বক বিশাল কমল নয়না লক্ষ্মীরূপে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেন, এইরূপে লক্ষ্মী নারায়ণ একত্র হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বসুমাতার শ্যামকলেবরা অধিষ্ঠাত্রী দেবীও করে রক্ত গ্রহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আলোকময় করিয়া রঘুনাথের

শস্ত্রানিশাস্ত্রানি ধনুশ্চবাণা
জগ্মু পুরস্তাদ্ধৃত বিগ্রাহাস্তে।
দেবাশ্চ সর্ব্বে ধৃত বিগ্রাশ্চ
যযুশ্চ সর্ব্বেমুনয়শ্চ দিব্যাঃ।। ৩৯
মাতাশ্রুত্তানাং প্রণবেণ সার্দ্ধং
যযৌহরিং ব্যাহৃতিভিঃ সমেতা।
গচ্ছন্তমেবানুগতা জনাস্তে
সপুত্রদারাঃ সহ বন্ধুবর্গৈঃ।
অনাবৃতদ্বারমিবাপবর্গং
রামং ব্রজন্তং যযুরাপ্তকামাঃ ॥ ৪২ ॥
সান্তঃপুরঃ সানুচরঃ সভার্য্যঃ
শত্রুঘ্নযুক্তো ভরতোঽনুযায়াৎ।
গচ্ছন্তমালোক্য রমাসমেতং
শ্রীরাঘবং পৌরজনাঃ সমস্তাঃ ॥ ৪৩
সবালবৃদ্ধাশ্চ যযুর্দ্বিজাগ্র্যাঃ
সামাত্যবর্গাশ্চ সমন্ত্রিণো যযুঃ।
সর্ব্বে গতাঃ ক্ষত্রমুখাঃ প্রহৃষ্টা
বৈশ্যাশ্চ শূদ্রাশ্চ তথাপরে চ ॥ ৪৪ ॥
সুগ্রীবমুখ্যা হরিপুঙ্গবাশ্চ
স্নাতা বিশুদ্ধাঃ শুভশব্দযুক্তাঃ।
ন কশ্চিদাসীন্তবদুঃখযুক্তো
দীনোঽথ বা বাহ্যসুখেষু সক্তঃ ॥ ৪৫ ॥
আনন্দরূপানুগতা বিরক্তা
যযুশ্চ রামং পশু ভৃত্যবর্গৈঃ।

সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিলেন; শাস্ত্র, শস্ত্র, ধনু, ও বাননিকর ভীষণ আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক জগদীশ্বর রামচন্দ্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। স্বর্গীয় দেবতারা বিগ্রহ মুর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন, সনকাদি মহর্ষি প্রভৃতি ও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন; এবং বেদমাতা সাধ্বী গায়ত্রী এবং প্রণব ব্যাহৃতি সমভিব্যাহারে করিয়া শ্রীহরির সন্নিধানে গমন করিলেন। লোকে যেমন অর্গলমুক্ত দ্বারদেশে অবলীলাক্রমে গমন করিয়াথাকে সেইরূপ অযোধ্যাবাসী যাবতীয় প্রজা মণ্ডলী আপনাপন পুত্র, পরিবার ও বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে লইয়া স্বকীয় বাসনা সিদ্ধি করিবার জন্য গমনশীল পরমাত্মা দাশরথির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। প্রশান্ত স্বভাব কৈকেয়ী পুত্র অনুচর বর্গকে স্বানুগামী করিয়া স্বকীয় ভার্য্যা ও শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

ইত্যবসরে পুরজন বাসীরা পরাৎপর রামচন্দ্রকে লক্ষ্মী সমভিব্যাহারে মহাপ্রয়াণ করিতে অবলোকন করিয়া, কি বালক, কি বৃদ্ধ সমস্ত ব্রাহ্মণেরা আনুষঙ্গিক লোকদিগের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন; অমাত্যবর্গেরা ও পরিশেষে বৈশ্য এবং শূদ্র সমস্ত সাহ্লাদান্তঃকরণে রঘুনাথের পশ্চাদ্গামী হইল। বানর পুঙ্গবেরা শরীরাবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া এবং সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধাত্মা হইয়া কপিরাজ সুগ্রীবের অগ্রবর্ত্তি হইয়া মহানন্দে মঙ্গল সূচক শব্দ করিতে করিতে গমন করিতে লগিল। এক্ষণে কেহই সংসার নিবন্ধন দুঃখ প্রপীড়িত ছিলনা অথবা দীন ভাবাপন্ন বা সাংসারিক কর্ম্ম সুখ সম্ভোগ অভিলাষী ছিল না। সুতরাং ঐ সমুদায় লোক এবং নগরীস্থ যাবতীয় কিঙ্কর-

ভূতান্যদৃশ্যানি চ যানি তত্র
যে প্রাণিনঃ স্থাবরজঙ্গমাশ্চ ॥ ৪৬ ॥
সাক্ষাৎ পরাত্মানমনন্তশক্তিং
জগ্মুর্বিরক্তাঃ পরমেকমীশম্।
নাসীদযোধ্যানগরে তু জন্তুঃ
কশ্চিত্তদা রামমনা ন যাতঃ ॥ ৪৭ ॥
শূন্যং বভূবাখিলমেব তত্র
পুরং গতে রাজনি রামচন্দ্রে।
ততোঽতিদূরং নগরাৎস গত্বা
দৃষ্ট্বা নদীং তাং হরিনেত্রজাতাম্ ॥ ৪৮ ॥

ননন্দ রামস্ত্বতপাবনোঽতো
দদর্শ চাশেষমিদং হৃদিস্থম্।
অথাগতস্তত্র পিতামহো মহান্।
দেবাশ্চ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ সিদ্ধাঃ ॥ ৪৯
বিমানকোটীভিরপারপারং
সমাবৃতং খং সুরসেবিতাভিঃ।
রবিপ্রকাশাভিরভিস্ফুরৎস্বং
জ্যোতির্ম্ময়ং তত্র নভো বভূব ॥ ৫০ ॥
স্বয়ং প্রকাশৈর্ম্মহতাং মহদ্ভিঃ
সমাবৃতং পুণ্যকৃতাং বরিষ্ঠৈঃ।
ববুশ্চ বাতাশ্চ সুগন্ধবন্তো
ববর্ষ বৃষ্টিঃ কুসুমাবলীনাম্ ॥ ৫১ ॥

গণ ভব সুখে বিরক্ত হইয়া অপার আনন্দ সাগরে সন্তরণ দিতে দিতে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠনাথ রাঘবের অনুগমন করিল, অপরাপর যাবতীয় জীব এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণিনিকর সাহ্লাদ চিত্তে এবং অলক্ষিতভাবে রঘুনাথের অনুগামী হইতে লাগিল। । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ ।

সংসার সম্ভোগ বিরহিত ব্যক্তিরা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর সনাতন অনন্তশক্তি পরমাত্মা ত্রিভুবনেশ্বর রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল; তাঁহার এই মহাপ্রয়াণের সময় অযোধ্যা নাগরীতে এমন কোন জীব ছিলনা,যাহারা রামরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হয় নাই অর্থাৎ যাবতীয় জীব রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। মহারাজ দাশরথির মহাপ্রস্থান গত হইলে অখিল ব্রহ্মাণ্ড এককালে শূন্যময় অর্থাৎ যাবতীয় জীব রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিল; অনন্তর ভগবান্ রামচন্দ্র পরম শোভাবিৎ অযোধ্যানগরী হইতে অধিকদূর গমন করিয়া পরিশেষে শ্রীহরির নয়নোৎপন্না সরযূ নদীর তীরদেশে উপনীত হইলেন। লক্ষ্মীপতি রাঘব তথায় উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বিরাট দেহ স্মৃতিপথে আনয়ন পূর্ব্বক তদানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন অতঃপর আপনার হৃদয় মধ্যে এই অপরিসীমা জগৎ অবস্থিতি আছে, এইরূপ সন্দর্শন করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার মহাপিতামহ, ইন্দ্রাদি দেবতা সকল এবং সনকাদি মহর্ষি প্রভৃতি রামচন্দ্রের সরযূর তীরে আগমন সংবাদ শ্রবণ করণানন্তর সকলই তাঁহার সমীপে সমাগমন করিলেন। এক্ষণে অপরিসীম গগনমণ্ডল দেবতাদিগের কোটি কোটি বিমানে সমাচ্ছন্ন হইল অর্থাৎ স্বর্গীয় দেবতা প্রভৃতি লোক সমূহ দিব্য দেবযানে আরোহন করিয়া সুবিস্তৃত গগনমণ্ডলে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সূর্য্যের উদয়ে নক্ষত্রাবলী প্রচুর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া আকাশ পথে অবস্থিতি করিতেছে; যে সমস্ত ব্যক্তি এই জগন্মধ্যে অতি পবিত্র কার্য্য সমূহ সমাধা করিয়াছেন, তাঁহারই স্বর্গে অপরাপেক্ষা আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গগণমার্গ করত এখন

উপস্থিতে দেবমৃদঙ্গনাদে
গায়ৎসু বিদ্যাধর কিন্নরেষু ।
রামস্তু পত্ন্যাং সরযূজলং সকৃৎ ।
স্পৃষ্ট্বা পরিক্রামদনন্তশক্তিঃ ॥ ৫২ ॥
ব্রহ্মা তদা প্রাহ
কৃতাঞ্জলিস্তং
রামং পরাত্মন্ !
পরমেশ্বরস্ত্বম্ ।
বিষ্ণুঃ সদানন্দ-
ময়োঽসি পূর্ণো
জানাসি তত্ত্বং নিজ-
মৈশমেকম্ ॥ ৫৩ ॥

তথাপি দাসস্য
মমাখিলেশ ! কৃতং
বচো ভক্তপরোঽসি বিদ্বন্ !
ত্বং ভ্রাতৃভির্বৈষ্ণবমেকমাদ্যং
প্রবিশ্য দেহং পরিপাহি দেবান্ ॥ ৫৪ ॥
যদ্বা পরো বা
যদি রোচতে তং
প্রবিশ্য দেহং
পরিপাহি নস্ত্বম্ ।
ত্বমেব দেবাধিপতিশ্চ-
বিষ্ণুর্জানন্তি ন ত্বাং
পুরুষা বিনা মাম্ ॥ ৫৫ ॥

রামচন্দ্রকে অবলোকন করিতেছেন ; আর সমীরণ পবিত্র— পাবন রামচন্দ্রের উপর সুগন্ধ কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন । । ৪৭ । ৪৮ । ৪৯ । ৫০ । ৫১ ।

দেবতাদিগের মৃদঙ্গ নিনাদে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল এবং বিদ্যাধর ও কিন্নর কামিনীগণ সুরতানলয়ে সংগীত আরম্ভ করিল । যাঁহার শক্তির সীমা নাই, সেই অপরিসীম শক্তি রাজীবলোচন রামচন্দ্র সরযূর পবিত্র সলিল স্পর্শ করিয়া প্রদক্ষিণ করিলেন ; ইত্যবসরে পিতামহ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে পরমাত্মন্ ! আপনি পরমেশ্বর—জগৎ সৃষ্টিস্থিতি ও বিলয় কর্ত্তা, আপনি বিষ্ণু—আপনি সদানন্দময়—আপনি পূর্ণব্রহ্ম—আপনিই একমাত্র ঈশ্বর, আমি আপনার কোন তত্ত্বই জানি না । আপনিই আপনার ব্রহ্মরূপ অবগত আছেন । হে দেব-দেব জগদীশ্বর ! আমি জানি, ব্রহ্মরূপের শরীর পরিগ্রহণ কখনই হইতে পারে না, কিন্তু ভক্তদিগের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ আছে বলিয়া, আপনি মায়া দ্বারা সমুদায় সৃজন করিয়াছেন, অতএব হে বিদ্বন্ ! এক্ষণে চারি ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অগ্রে বৈষ্ণব দেহে প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগকে পরিত্রাণ করুন । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ ।

হে ভবভারসংহারিন্ রামচন্দ্র ! যদি আপনি পরদেহ অভিলাষ করেন, তাহা হইলে আপনি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন ; হে দেব ! আপনি দেবতাদিগের অধিপতি পুরুষোত্তম বিষ্ণু, কেবল আমিই আপনাকে নারায়ণ বলিয়া অবগত আছি, কিন্তু অপর কোন ব্যক্তি আপনাকে জানিতে সক্ষম নহে ।

সহস্রকৃত্বস্তু নমো
নমস্তে প্রসীদ
দেবেশ! পুনর্নমস্তে।
পিতামহপ্রার্থনয়া
স রামঃ পশ্যৎসু
দেবেষু মহাপ্রকাশঃ ॥ ৫৬ ॥
মুক্তংশ্চ চক্ষুংষি দিবৌকসাং তদা
বভূব চক্রাদিযুতশ্চতুর্ভুজঃ।
শেষো বভূবেশ্বরতল্পভূতঃ
সৌমিত্রিরত্যদ্ভুতভোগধারী ॥ ৫৭ ॥
বভূবতুশ্চক্রদরৌ চ
দিব্যো কৈকেয়ি-
সূনুর্লবণান্তকশ্চ।
সীতা চ লক্ষ্মীরভবৎপুরৈব
রামো হি বিষ্ণুঃ
পুরুষঃ পুরাণঃ ॥ ৫৮ ॥
সহানুজঃ পূর্ব্বশরীরকেণ
বভূব তেজোময়দিব্যমূর্ত্তিঃ।
বিষ্ণুং সমাসাদ্য সুরেন্দ্রমুখ্যা
দেবাশ্চ সিদ্ধা মুনয়শ্চ যক্ষাঃ ॥ ৫৯ ॥
পিতামহাদ্যাঃ পরিতঃ পরেশং
স্তবৈর্গৃণন্তঃ পরিপূজয়ন্তঃ।
আনন্দসংপ্লাবিতপূর্ণচিত্তা
বভূবিরে প্রাপ্তমনোরথাস্তে ॥ ৬০ ॥

হে দেবেশ্বর! আপনি সহস্র কৃত্ব অতএব আপনাকে নমস্কার করি—আপনি প্রসন্ন হউন। হে জগদীশ্বর! পুনর্ব্বার আপনাকে নমস্কার করি। ইন্দ্রাদি দেবতারা রঘুনাথকে সন্দর্শন করিতেছেন, এই অবসরে পিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন। ৫৫। ৫৬।

এক্ষণে দিবৌকস দিগের চক্ষু সমূহ বিজ্ঞান দৃষ্টি প্রাপ্ত হইল এবং বৈকুণ্ঠপতি নিজ মায়া দ্বারা এতাবৎকাল দ্বিভুজ পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীস্থ সমুদায় লোকদিগের নয়নগোচর হইয়া এই ধরাতলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিশিষ্ট চারিটী হস্ত ধারণ করিলেন; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লক্ষ্মণ দেবলোকান্তর প্রাপ্ত হইলেও রামচন্দ্রের চতুর্ভুজ ধারণ সময়ে তাঁহার দেহ শ্রীহরি রঘুনাথের সমীপে উপনীত হইল। লবণ রাক্ষস সংহারী কৈকেয়ী আত্মজ অনতিবিলম্বে দিব্য চক্র ও শঙ্খ রূপ পরিগ্রহ করিলেন—জনক দুহিতা রামমনোরমা সীতা পূর্ব্বে লক্ষ্মী ছিলেন, এক্ষণে আর্য্যপুত্রকে চতুর্ভুজ ধারণ করিতে সন্দর্শন করিয়া লক্ষ্মীরূপে নিজ পতির বামপার্শ্বে আসিয়া উপনীতা হইলেন অতএব রামচন্দ্র স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ, মন্বন্তর, বংশানুচরিত এই পঞ্চ লক্ষণাক্রান্ত ব্যাসাদি মুনি প্রণীত গ্রন্থোল্লিখিত রামচন্দ্র পরমব্রহ্ম সনাতন বিষ্ণু। পরমসনাতন রামচন্দ্র অনুজদিগের চতুরংশভূত দেহ একত্রীকৃত হইয়া দিব্য তেজোময় বিষ্ণুরূপ পরিগ্রহ করিলেন। ত্রিদিবেশ্বর ও দেবতারা এবং সিদ্ধগণ, মহর্ষিগণও যক্ষাদি প্রভৃতি দেবযোনিরা ও পিতামহাদি দেব সকল গোলকপতি চতুর্ভুজ বিষ্ণুকে সংপ্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় হর্ষোৎফুল্লান্তঃকরণে বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার গুণ গান এবং পূজা করিতে লাগিলেন; এখন তাঁহাদিগের চিত্ত অপার আনন্দ তরঙ্গে উচ্ছসিত হইল, লক্ষ্মীপতিকে প্রাপ্ত হইবার বাসনা রূপ ঊর্ম্মী বহু কাল

তদাহ বিষ্ণুর্দ্রুহিণং
মহাত্মা এতে হি ভক্তা
ময়ি চানুরক্তাঃ।
যান্তং দিবং মামনুযান্তি
সর্ব্বে তির্য্যক্‌শরীরা অপি
পুণ্যযুক্তাঃ॥ ৬১॥
বৈকুণ্ঠসাম্যং পরমং
প্রয়ান্তু সমাবিশন্ত্বাশু
মমাজ্ঞয়া ত্বম্।
শ্রুত্বা হরের্ব্বা-
ক্যমথাব্রবীৎকঃ
সান্তানিকান্যান্তু
বিচিত্রভোগান্॥ ৬২॥

লোকান্মদীয়োপরি দীপ্যমানাং-
স্তদ্ভাবযুক্তাঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।
যে চাপি তে রাম! পবিত্রনাম
গৃণন্তি মর্ত্যা লয়কাল এব॥ ৬৩॥
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্তু লোকাং
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যান্।
ততোঽতিহৃষ্টা হরিরাক্ষসাদ্যাঃ
স্পৃষ্ট্বা জলং ত্যক্তকলেবরাস্তে॥ ৬৪॥

হইতে তাহাদিগের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল এক্ষণে তাহা সুসম্পাদিত হইল। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০।

ভগবানের বিষ্ণু রূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থান বিষয় ভারতের সভা পর্ব্বে—সর্ব্বদিকপাল সভাবর্ণনে—যমসভা প্রস্তাবে কথিত আছে যে, দাশরথি রামচন্দ্র যমের সভায়ও পরিদৃশ্যমান হইয়াছিলেন, দেবর্ষি নারদ তৎপ্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভগবান বিষ্ণুর রামাবতার পরিগ্রহ করিবার দুইটি প্রয়োজন ছিল, প্রথমটী দুষ্টাত্মা লোকদিগকে বিনষ্ট করিয়া শিষ্টাচারী ব্যক্তিদিগকে প্রতিপালন করিবেন এবং অপরটী স্বয়ং লোকবৎ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকদিগকে ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রূপ জ্ঞানালোকে আলোকিত করিবেন এবং ব্যবহার প্রদর্শনে তাহাদিগের প্রবৃত্তি উৎপাদিত হইবে। সর্ব্বকালদর্শী বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিদিগের ভূত ও ভবিষ্যৎ তত্ত্বজ্ঞান আছে—দেবতারা কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাশি রাশি পুণ্য আহরণ করিয়া পুরুষোত্তম ভগবান রামচন্দ্র পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন যাহারা আমার অনুগমন করিয়াছে তাহারা সকলেই আমার পরম ভক্ত এবং আমাতে সাতিশয় অনুরক্ত আর তির্য্যক জাতিরাও পুণ্যযুক্ত হইয়া আমার সহিত স্বর্গে আগমন করুক, হে ব্রহ্মণ! আমি তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি আমার আদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক আমার পরম স্থান বৈকুণ্ঠ সদৃশ লোকে তাহাদিগকে শীঘ্র লইয়া যাও। পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন তাহারা বিচিত্র সুখ ভোগ সমন্বিত সান্তানিক লোকে প্রস্থান করুক;—হে ভূত-ভাবন নারায়ণ! যে সমস্ত ব্যক্তি অন্তিম সময়ে আপনার পরম পবিত্র 'রাম' নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা আমার উর্দ্ধতম লোকে অর্থাৎ ব্রহ্ম লোক অতিক্রম করিয়া তদূর্দ্ধ ভাগস্থিত সাতিশয় উজ্জ্বল লোকে প্রস্থান করে, অধিকন্তু যাহারা অজ্ঞান বশতঃ আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে, তাহারাও ঐ লোকে গমন করিয়া থাকে। অনন্তর বানর সত্তমগণ, রাক্ষসগণ ও অপরাপর যে সমুদায় লোক রঘুনাথের অনুগমন করিয়াছিল, তাহারা যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া সরযূর সলিল স্পর্শ করিয়া মনবাছী কলের পরিত্যাগ করিল। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

প্রপেদিরে প্রাক্তনমেব রূপং
সদংশজা ঋক্ষহরীশ্বরাস্তে।
প্রভাকরং প্রাপ হরিপ্রবীরঃ
সুগ্রীব আদিত্যজ বীর্য্যবত্ত্বাৎ ॥৬৫॥
ততো বিমগ্নাঃ সরযূজলেষু নরাঃ
পরিত্যজ্য মনুষ্যদেহম্।
আরুহ্য দিব্যাভরণা বিমানং
প্রাপুশ্চ তে সান্তনিকাখ্যলোকান্ ॥ ৬৬ ॥
তির্য্যক্প্রজাতা অপি রামদৃষ্টা
জলং প্রবিশ্য দিবমেব যাতাঃ।
দিদৃক্ষবো জানপদাশ্চ লোকা
রামং সমালোক্য বিমুক্তসঙ্গাঃ ॥ ৬৮ ॥

স্মৃত্বা হরিং লোকগুরুং পরেশং
স্পৃষ্ট্বা জলং স্বর্গমবাপুরঞ্জঃ।
এতাবদেবোত্তরমাহ শম্ভুঃ
শ্রীরামচন্দ্রস্য কথাবশেষম্ ॥ ৬৮ ॥
যঃ পাদমপ্যত্র পঠেৎস পাপাৎ-
বিমুচ্যতে জন্মসহস্রজাতাৎ।
দিনে দিনে পাপচয়ং প্রকুর্ব্বন্
পঠেন্নরঃ শ্লোকমপীহ ভক্ত্যা ॥ ৬৯ ॥
বিমুক্তসর্ব্বাঘচয়ঃ প্রযাতি
রামেতি সালোক্যমনন্যলভ্যম্।

অনন্তর ঋক্ষ এবং হরি পুঙ্গবেরা যে যে বংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা সেই পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত রূপ প্রাপ্ত হইল, বানরদিগের অধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত সুগ্রীব দিবাকরের বীর্য্য হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানর সত্তম কিষ্কিন্ধ্যারাজ প্রভাকরের সহিত বিলীন হইলেন। অনন্তর ভগবান রামচন্দ্রের পশ্চাদগামী যাবতীয় মনুষ্য উঁহাদিগের রূপান্তর সন্দর্শন করিয়া অতি ব্যগ্রতা সহকারে সরযূ নদীর সলিলে নিমগ্ন হইয়া মানব কলেবর পরিত্যাগ করিলেন, পরিশেষে বিবিধ মণি মানিক্য খচিত বিমানে আরোহণ করিয়া প্রহৃষ্ট চিত্তে সান্তনিকা নামক লোকাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তির্য্যক্ যোনিরা সীতা নাথকে সন্দর্শন করণান্তর সলিল মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিগত পাপা হইল ও তৎক্ষণাৎ স্বর্গারোহণ করিল; জনপদ বাসীরা উঁহাদিগের ঐরূপ অবস্থান্তর পরিদর্শন করিয়া লোকাভিরাম রঘুনাথকে সন্দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করণান্তর সংসার বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপ বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক লোক গুরু পরমেশ্বর শ্রীহরিকে স্মৃতিপথে আনয়ন এবং সরযূর জল স্পর্শ করিবা মাত্র স্বর্গারোহণ করিল। অধুনা শ্রীরাম ভক্তিভাজন শঙ্কর শ্রীরামচন্দ্রের কথা অবশেষ করিয়া কহিল যে—যিনি রামায়ণের একচরণ শ্লোক মাত্র মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক পাঠ করেন, তিনি সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়া যে সমুদায় পাপ করিয়াছেন, তাঁহার সেই সমুদায় কলুষ রাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, আর যিনি প্রতিদিন পাপ কার্য্য করিয়াও আন্তরিক ভক্তির সহিত একবার এক চরণ শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে সমস্ত পাপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং পতিতপাবন রামচন্দ্রের সালোক্য প্রাপ্ত হয়; এই রামায়ণ আখ্যান রঘুনায়ক কর্তৃক রচিত এবং অতি পুরাকালে স্বয়ং

আখ্যানমেতদ্রঘুনায়কস্যাস্য
কৃতং পুরা রাঘবচোদিতেন ॥ ৭০ ॥
মহেশ্বরেণাপ্তভবিষ্যদর্থং
শ্রুত্বা তু রামঃ পরিতোষমেতি ।
রামায়ণং কাব্যমনন্তপুণ্যং
শ্রীশঙ্করেণাভিহিতং ভবান্যৈ ॥ ৭১ ॥
ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ শৃণুয়াৎ স পাপৈ
র্ব্বিমুচ্যতে জন্মশতোদ্ভবৈশ্চ ।
অধ্যাত্মরামং পঠতশ্চ নিত্যং
শ্রোতুশ্চ ভক্ত্যা লিখিতুশ্চ রামঃ ॥ ৭২ ॥
অতিপ্রসন্নশ্চ সদা সমীপে
সীতাসমেতঃ শ্রিয়মাতনোতি ॥ ৭৩ ॥
রামায়ণং জনমনোহরমাদিকাব্যং
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপি সংস্তুতমে ।
শ্রদ্ধান্বিতঃ পঠতি যঃ শৃণুয়াত্তু নিত্যং
বিষ্ণোঃ প্রয়াতি সদনং স বিশুদ্ধদেহঃ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ।

রঘুনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ।

রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবদেব মহাদেব কর্ত্তৃক রামায়ণ গ্রন্থ ও ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া যারপর নাই পরিতোষ হইলেন, এবং ভবানীপতি এই অপরিসীম পুণ্যপ্রদ শ্রীরামচরিত কাব্য ভবানীর নিকট কহিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি ভক্তি-সহকারে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করে, সে ব্যক্তি শতজন্ম সম্ভূত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শ্রীরামচন্দ্র স্বপদ বর্ণিত অধ্যাত্ম রামায়ণ পুরাণ যার পর নাই ভক্তিসহকারে প্রতিদিন পাঠ ও শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় প্রসন্ন হৃদয়ে সর্ব্বদা সীতার সমীপে উপবেশন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি সুরগণ লোক সহৃদয় রঞ্জন আদি কাব্য রামচরিত বিষয় স্তুতিবাদন করিয়া থাকেন। যিনি শ্রদ্ধার সহিত রামায়ণ পাঠ করেন অথবা অবহিত চিত্তে প্রতিদিন শ্রবণ করেন তিনি পরিমার্জ্জিত শরীরে বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন করিয়া থাকেন। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
উত্তরকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীরাম স্তবঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অস্য শ্রীরামচন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রমন্ত্রস্য সনৎকুমার ঋষিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। শ্রীরামো দেবতা। সীতা-বীজম্। হনুমান্ শক্তিঃ। শ্রীরামপ্রীত্যর্থে জপে বিনিয়োগঃ।

সূত উবাচ।

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্।
ধর্ম্মপুত্রঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রত্যুবাচ মুনীশ্বরম্ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্যোগিনাং শ্রেষ্ঠ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ।
কিং তত্ত্বং কিং পরং জাপ্যং কিং ধ্যানং মুক্তিসাধনং॥
শ্রোতুমিচ্ছামি তৎ সর্ব্বং ব্রূহি মে মুনিসত্তম।

বেদব্যাস উবাচ।

ধর্ম্মরাজ মহাভাগ শৃণু বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥
যৎপরং যদ্‌গুণাতীতং যজ্জ্যোতিরমলং শিবং।
তদেব পরমং তত্ত্বং কৈবল্যপদকারণং ॥ ৪ ॥
শ্রীরামেতিপরং জাপ্যন্তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকং।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীরামরামেতি জনাযে জপন্তি চ সর্ব্বদা।
তেষাং ভুক্তিশ্চ মুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥
স্তবরাজং পুরা প্রোক্তং নারদেন চ ধীমতা।
তৎসর্ব্বং সম্প্রবক্ষ্যামি হরিধ্যানপুরঃসরং ॥ ৭ ॥

বিঘ্ননাশক গণপতিকে নমস্কার করি। সনৎকুমার মুনি ভগবান্ রামচন্দ্র স্তব ও স্তোত্র বলিয়াছিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র দেবতা, জনক দুহিতা সীতার আদি, পবন কুমার হনুমানের শক্তি, অতএব শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির নিমিত্ত জপ করি।

সূত কহিলেন—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সাহ্লাদান্তঃকরণ হইয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ তত্ত্বজ্ঞানবিদ্ মুনিসত্তম সত্যবতীনন্দন ব্যাসকে বলিয়াছিলেন—হে ভগবন্! আপনি যোগিগণের শ্রেষ্ঠ, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রের পারদর্শী, অতএব তত্ত্বই বা কিরূপে অবগত হইব—পরম পুরুষকেই বা কিরূপে জপ করিতে হইবে—ধ্যানই বা কিরূপে করিতে হইবে—মুক্তি সাধনই বা কিরূপে হইবে—হে মুনি সত্তম! আমি আপনার নিকট ঐ সমুদায় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ১।২।

বেদব্যাস কহিলেন—হে ধর্ম্মরাজ! তোমার অভিলষিত তত্ত্ব বিষয় সমুদ বলিতেছি অবহিত মনে শ্রবণ কর। ৩।

হে যুধিষ্ঠির। যিনি পরং ব্রহ্ম, যিনি গুণাতীত, যাঁহার জ্যোতিঃ নির্ম্মল ও মঙ্গলময়, বেদজ্ঞ ব্যক্তিরা তাঁহার তত্ত্ব বিষয় এই বলেন যে, মোক্ষ প্রাপ্ত হইবার কারণই তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ—শ্রীরাম এইটী জপ করাই উচিত, তিনি এই সংসার নিস্তার কর্ত্তা, তিনিই পরম ব্রহ্ম নাম ধারণ করেন, তাঁহার শরণাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ৪।৫।

যে মহাত্মা ব্যক্তিরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই জপ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের ভক্তি এবং মুক্তি হইবে ইহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই। ৬।

তাপত্রয়াগ্নিশমনং সর্ব্বাঘৌঘনিকৃন্তনং।
দারিদ্র্যদুঃখশমনং সর্ব্বসম্পৎকরং শিবং ॥ ৮ ॥
বিজ্ঞানফলদং দিব্যং মোক্ষৈকফলসাধনং।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ং ॥ ৯ ॥
অযোধ্যানগরে রম্যে রত্নমণ্ডপমধ্যগে।
স্মরেৎ কল্পতরো র্মূলে রত্নসিংহাসনং শুভং ॥ ১০
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং নানারত্নৈশ্চ বেষ্টিতম্।
স্মরেন্মধ্যে দাশরথিং সহস্রাদিত্যতেজসম্ ॥ ১১ ॥
পিতুরঙ্কগতং রামমিন্দ্রনীলমণিপ্রভম্।
কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষং বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃতম্ ॥ ১২ ॥
ভানুকোটিপ্রতীকাশং কিরীটেন বিরাজিতম্।
রত্নগ্রৈবেয়কেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ১৩ ॥

রত্নকঙ্কণমঞ্জীরং কটিসূত্রৈরলঙ্কৃতম্।
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং মুক্তাহারোপশোভিতম্ ॥ ১৪ ॥
দিব্যরত্নসমাযুক্তমুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতম্।
রাঘবং দ্বিভুজং বালং রামমীষৎস্মিতাননম্ ॥ ১৫ ॥
তুলসীকুন্দমন্দারপুষ্পমাল্যৈরলঙ্কৃতম্।
কর্পূরাগুরুকস্তূরিদিব্যগন্ধানুলেপনম্ ॥ ১৬ ॥
যোগশাস্ত্রেষ্বভিরতং যোগীশং যোগদায়কম্।
সদা ভরতসৌমিত্রিশত্রুঘ্নৈরুপশোভিতম্ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যাধরসুরাধীশসিদ্ধগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ।
যোগীন্দ্রৈ র্নারদাদ্যৈশ্চ স্তূয়মানমহর্নিশম্ ॥ ১৮ ॥
বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠাদিমুনিভিঃ পরিসেবিতম্।
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠৈ র্যোগিবৃন্দৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ১৯ ॥

ধীশক্তি সম্মত দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন আমিও ভগবান্ শ্রীহরির ধ্যান এবং অপরাপর যাবতীয়ই কহিতেছি। ৭।

তাপত্রয়ানল বিনাশকারী, পাপরাশি নিধনকারী, যাবতীয় দরিদ্রদিগের দুঃখাপহারী, সমুদায় বিভব দাতা সর্ব্ব মঙ্গলময় দিব্য বিজ্ঞান ফল প্রদানকারী, মোক্ষ ফল সাধন জগদ্ব্যাপক রাম কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া তাঁহার বিষয় বলিতেছি। ৮।

মনোমোহন অযোধ্যানগরস্থ রত্নাদি খচিত মণ্ডপাবস্থায়ী কল্প তরুর মূলদেশে সংস্থিত শুভময় রত্নসিংহাসন স্মরণপথে আনয়ন করিবে; অনন্তর তাহার মধ্যস্থিত অষ্টদল কমল, বিবিধ রত্নাদি পরিবেষ্টিত তন্মধ্যে রঘুনাথকে স্মরণ করিবে। ১০। ১১।

ইন্দ্র নীলমণিপ্রভ কোমলাঙ্গ বিশালনয়ন বিদ্যুদ্বর্ণাম্বরাবৃত পিতৃক্রোড়গত শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিবে; কোটি দিনমণি সদৃশ কিরীট বিরাজিত রত্ন মণ্ডিত কেয়ূর নূপুর এবং কুণ্ডল সমাযুক্ত রঘুনাথকে স্মরণ করিবে; রত্ন কঙ্কণ সমাযুক্ত কটি সূত্রালঙ্কৃত শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণিযুক্ত মুক্তাহারে সুশোভিত সীতানাথকে স্মরণ করিবে। ১২। ১৩। ১৪।

দিব্য রত্ন সমাযুক্ত মুদ্রিকায় অলঙ্কৃত ঈষদ্ধাস্যবদন দ্বিভুজ বিশিষ্ট বালক রঘুপতিকে স্মরণ করিবে; তুলসী, কুন্দ, মন্দার ভক কুসুম মাল্যে অলঙ্কৃত—কর্পূর অগুরু কস্তূরি দিব্য সুগন্ধানুলিপ্ত রাঘবকে স্মরণ করিবে; যিনি যোগশাস্ত্রে সর্ব্বদা অনুরক্ত, যিনি যোগীশ ও যোগদায়ক, যিনি অনুক্ষণ ভরত সৌমিত্রি ও শত্রুঘ্ন উপশোভিত হইয়া আছেন তাঁহাকে স্মরণ করিবে ১৫। ১৬। ১৭।

যিনি বিদ্যাধর এবং সুরদিগের অধিপতি, যিনি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, কিন্নরগণ এবং নারদ প্রভৃতি যোগীবরদিগের দ্বারা দিবানিশি স্তূয়মান হইয়া থাকেন তাঁহাকে অনুক্ষণ স্মরণ করিবে। যিনি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিদিগের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া থাকেন, যিনি সনকাদি যোগীবৃন্দ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা শুশ্রূষিত হইয়া থাকেন তাঁহাকে হৃৎপদ্মে সর্ব্বদা স্মরণ

রামং রঘুবরং বীরং ধনুর্বেদবিশারদম্।
মঙ্গলায়তনং দেবং রামং রাজীবলোচনং ॥ ২০ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞমানন্দকরসুন্দরং।
কৌশল্যানন্দনং রামং ধনুর্বাণধরং হরিম্ ॥ ২১ ॥
এবং সঞ্চিন্তয়ন্ বিষ্ণুং যজ্জ্যোতিরমলং বিভুং।
প্রহৃষ্টমানসো ভূত্বা মুনিবর্য্যঃ স নারদঃ ॥ ২২ ॥
সর্বলোকহিতার্থায় তুষ্টাব রঘুনন্দনং।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা চিন্তয়ন্নদ্ভুতং হরিম্ ॥ ২৩ ॥
যদেকং যৎপরং নিত্যং যদনন্তঞ্চিদাত্মকং।
যদেকং ব্যাপকং লোকে তদ্রূপং চিন্তয়াম্যহং ॥ ২৪ ॥

বিজ্ঞানহেতুং বিমলায়তাক্ষং
প্রজ্ঞানরূপং স্বসুখৈকহেতুং।
শ্রীরামচন্দ্রং হরিমাদিদেবং
পরাৎপরং রামমহং ভজামি ॥ ২৫ ॥

কবিং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ
সনাতনং যোগিনমীশিতারং।
অণোরণীয়াং সমনন্তবীর্য্যং
প্রাণেশ্বরং রামমসৌ দদর্শ ॥ ২৬ ॥

নারদ উবাচ।

নারায়ণং জগন্নাথমভিরামং জগৎপতিং।
কবিং পুরাণং বাগীশং রামং দশরথাত্মজং ॥ ২৭ ॥
রাজরাজং রঘুবরং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
ভর্গং বরেণ্যং বিশ্বেশং রঘুনাথং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৮ ॥
সত্যং সত্যপ্রিয়ং শ্রেষ্ঠং জানকীবল্লভং বিভুম্।
সৌমিত্রি পূর্বজং শান্তং কামদং কমলেক্ষণং ॥ ২৯
আদিত্যং রবিমীশানং ঘৃণিং সূর্য্যমনাময়ম্।
আনন্দরূপিণং সৌম্যং রাঘবং করুণাময়ং ॥ ৩০ ॥

করিবে। ধনুর্ব্বেদ বিশারদ মঙ্গলায়তন লোচন, মহাবল পরাক্রম রাজীবলোচন রঘুবর শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর স্মরণ করিবে ; যিনি সর্ব্ব শাস্ত্র ও বিজ্ঞান তত্ত্ববিষয় অবগত আছেন, যিনি আনন্দকর ও সুন্দর, যিনি কৌশল্যাতনয় সেই ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীহরি রামচন্দ্রকে স্মরণ করিবে। দেবর্ষি নারদ মহাজ্যোতি সম্পন্ন বিমল বিভু বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে এইরূপ ভাবনা করিয়াও প্রহৃষ্ট মনে কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া সর্ব্বলোক মঙ্গল কামনার নিমিত্ত রঘুনন্দনকে পরিতুষ্ট করিলেন ;—যিনি জগতের একমাত্র সম্বল—যিনি পরম পুরুষ—যিনি নিত্য, যাঁহার অন্ত নাই, যিনি চিদাত্মক, যিনি ইহলোকে এক মাত্র ব্যাপক, তাঁহার সেই রূপ চিন্তা করি ; যিনি বিজ্ঞানের কারণীভূত, যাঁহার নয়ন বিমল ও আয়ত, যাঁহার রূপ প্রজ্ঞানে পূর্ণ, যিনি একমাত্র স্বসুখের নিদান, যিনি আদিদেব, আমি সেই পরাৎপর শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি। দেবর্ষি নারদ মহাকবি অনাদি, পুরুষোত্তম, সনাতন, যোগী প্রধান, অতি সূক্ষ্ম, অনন্ত বীর্য্য প্রাণেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিলেন। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

নারদ কহিলেন—নারায়ণ জগন্নাথ, অভিরাম জগৎপতি, অনাদি, বাক্যের ঈশ্বর, শ্রীরামচন্দ্র রাজা দশরথের তনয়। তিনি রাজাদিগের রাজা, রঘুবর, কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন ; তিনি ভর্গ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ সৌভাগ্য জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার শক্তি ; তিনি প্রধান, বিশ্বসংসারের ঈশ্বর, তিনি রঘু বংশের প্রভু, তিনি জগতের গুরু। তিনি সত্য, সত্যপ্রিয়, শ্রেষ্ঠ, তিনি জানকীবল্লভ ও বিভু ; তিনি সৌমিত্রির পূর্ব্বজ, শান্ত অভীষ্টদাতা, এবং কমলেক্ষণ। তিনি আদিত্য, রবি, ঈশান তিনি ঘৃণি, তিনি সূর্য্য ও অনাময় ; তিনি আনন্দরূপী, শান্ত রঘুকুলোদ্ভব করুণাময়। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

জামদগ্ন্যং তপোমূর্ত্তিং রামং পরশুধারিণম্ ।
বাক্‌পতিং বরদং বাচং শ্রীপতিং পক্ষিবাহনম্ ॥ ৩১ ॥
শ্রীশার্ঙ্গধারিণং রামং চিন্ময়ানন্দবিগ্রহম্ ।
হলধৃগ্বিষ্ণুমীশানং বলরামং কৃপানিধিম্ ॥ ৩২ ॥
শ্রীবল্লভং কৃপানাথং জগন্মোহনমচ্যুতম্ ।
মৎস্যকূর্ম্মবরাহাদি রূপধারিণমব্যয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
বাসুদেবং জগদ্যোনিমনাদিনিধনং হরিম্ ।
গোবিন্দং গোপতিং বিষ্ণুং গোপীজনমনোহরম্ ॥ ৩৪
গোপোপালপরীবারং গোপকন্যাসমাবৃতম্ ।
বিদ্যুৎপুঞ্জপ্রতীকাশং রামং কৃষ্ণং জগন্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥
গোগোপিকাসমাকীর্ণং বেণুবাদনতৎপরম্ ।
কামরূপং কলাবন্তং কামিনীকামদং বিভুম্ ॥ ৩৬ ॥
মন্মথং মথুরানাথং মাধবং মকরধ্বজং ।
শ্রীধরং শ্রীকরং শ্রীশং শ্রীনিবাসং পরাৎপরম্ ॥ ৩৭ ॥
ভূতেশম্ভূপতিং ভদ্রং বিভূতিং ভূতিভূষণং ।
সর্ব্বদুঃখহরং বীরং দুষ্টদানববৈরিণং ॥ ৩৮ ॥
শ্রীনৃসিংহং মহাবাহুং মহান্তং দীপ্ততেজসং ।
চিদানন্দময়ং নিত্যং প্রণবং জ্যোতিরূপিণম্ ॥ ৩৯ ॥
আদিত্যমণ্ডলগতং নিশ্চিতার্থ স্বরূপিণং ।
ভক্তপ্রিয়ং পদ্মনেত্রং ভক্তানামীপ্সিতপ্রদং ॥ ৪০ ॥
কৌশল্যেয়ং কলামূর্ত্তিং কাকুৎস্থং কমলাপ্রিয়ং ।
সিংহাসনেসমাসীনং নিত্যব্রতমকল্মষং ॥ ৪১ ॥
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ং দান্তংস্বদারনিয়তব্রতং ।
যজ্ঞেশং যজ্ঞপুরুষং যজ্ঞপালনতৎপরং ॥ ৪২ ॥

তিনি জামদগ্ন্য, তপোমূর্ত্তি পরশুধারী রামচন্দ্র, তিনি বাক্‌পতি বরদ, বাচা, লক্ষ্মীপতি, এবং পক্ষিবাহন; তিনি শ্রীশার্ঙ্গধারী রামচন্দ্র। তিনি চিন্ময়, আনন্দ ও বিগ্রহরূপী; তিনি ঈশান ও কৃপানিধি হলধারী বলরাম। তিনি শ্রীনাথ, কৃপানাথ, জগন্মোহন অচ্যুত; তিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপধারী অব্যয়; তিনি জগৎ যোনি বাসুদেব, অনাদি নিধন শ্রীহরি; তিনি গোবিন্দ গোপতি, গোপীমনমোহনকারী পরম বিষ্ণু, তিনি পৃথিবীর পালক এবং গোপাল ও গোপকন্যায় সমাবৃত এবং বিদ্যুৎরাশি সদৃশ. তিনি শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমুদায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

তিনি গো এবং গোপিকাগণদ্বারা সমাকীর্ণ বংশিধ্বনি করিতে [illegible] তৎপর; তিনি কামরূপী ও কলাবৎ, তিনি কামিনীদিগের কামদ, সর্ব্বময় জগদীশ্বর। তিনি মন্মথ এবং মথুরানাথ; তিনি মাধব ও মকরধ্বজ, তিনি শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রীশ, শ্রীনিবাস এবং পরাৎপর পরংব্রহ্ম। তিনি ভূত সমুদায়ের ঈশ্বর, ও ভূপতি, তিনি ভদ্র, বিভূতি এবং ভূতিভূষণ; তিনি সর্ব্বদুঃখহর মহাবীর ও দুষ্টাত্মা দানবদিগের শত্রু। তিনি নৃসিংহ ও মহাবাহু; তিনি মহান্ত এবং দীপ্ত তেজা, চিদানন্দময় ও নিত্য, তিনি প্রণব সর্ব্বজ্যোতি রূপী, তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত আছেন; তিনি নিশ্চিত বিষয়ের স্বরূপী; তিনি ভক্ত জনের প্রিয় ও পদ্মনেত্র এবং ভক্তদিগের বাঞ্ছিত পদার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

তিনি কোশলতনয়ার কলা মূর্ত্তি—কাকুৎস্থ কমলাপতি; সিংহাসনোপবিষ্ট নিত্যধর্ম্মাবলম্বী নিষ্পাপ রামচন্দ্র; তিনি বিশ্বামিত্রের প্রিয়শত্রুদিগের দমনকারী, সর্ব্বদা উদারব্রতে ব্রতী; তিনি যজ্ঞের ঈশ্বর, তিনি যজ্ঞ পুরুষ এবং যজ্ঞ পালনে তৎপর। তিনি সত্যসন্ধ এবং ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন; তিনি, শরণাপন্নদিগকে সন্তানের ন্যায় সন্দর্শন ও সর্ব্বক্লেশ বিদূরিত করিয়া থাকেন; তিনি ধার্ম্মিকবর বিভীষণকে বর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি রৌদ্র অতএব দক্ষরাজার মস্তক ছিন্ন

সত্যসন্ধং জিতক্রোধং শরণাগতবৎসলং।
সর্ব্বক্লেশাপহরণং বিভীষণ বরপ্রদং ॥ ৪৩ ॥
দশগ্রীবহরং রৌদ্রং কেশবং কেশিমর্দ্দনং।
বালিপ্রমথনং বীরং সুগ্রীবেপ্সিতরাজ্যদং ॥ ৪৪ ॥
নরবানরদেবৈশ্চ সেবিতং হনুমৎপ্রিয়ং।
শুদ্ধং সূক্ষ্মং পরং শান্তং তারকব্রহ্মরূপিণং ॥ ৪৫ ॥
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্থং সর্ব্বাধারং সনাতনং।
সর্ব্বকারণকর্ত্তারং নিদানং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৪৬ ॥

করিয়াছিলেন, তিনি কেশীবিনাশী কেশব। তিনি কিষ্কিন্ধ্যা রাজ বালিকে মথিত করিয়া সুগ্রীবের অভিলষিত রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি নর বানর ও দেবতাদিগের দ্বারা পরিসেবিত এবং পবন নন্দন হনুমানের প্রিয়; তিনি শুদ্ধ. তিনি সূক্ষ্ম, পরংব্রহ্ম, শান্ত ও তারক ব্রহ্মরূপী। তিনি যাবতীয় ভূতের আত্মা ও সমুদায় ভূতের অন্তর্গত এবং সমস্ত পদার্থের আধার ও সনাতন; তিনি চতুর্দ্দিকস্থ যাবতীয় বস্তুর কারণ ও কর্ত্তা তিনি নিদান ও প্রকৃতির পরম ব্রহ্ম অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬।

হে বিভো! আপনি নিরাশ্রয়, নিরাভাস, নিরবৎ, নিরঞ্জন, নিত্যানন্দ, নিরাকার, অদ্বৈত, তম ও পরমব্রহ্ম; আপনি পরাৎপরতর, তত্ত্ব, সত্যানন্দ, চিদাত্মক মনে ও শীর্ষদেশে নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন অতএব আপনাকে নমস্কার করি। হে রঘুনাথ! আপনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত আছেন, আপনি সীতা সমন্বিত রামচন্দ্র, আপনি পুণ্ডরীকাক্ষ, অমেয় ও গুরুতৎপর অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আমি জ্যোতিষ্ক পদার্থপতি বাসুদেবকে নমস্কার করি— জগদানন্দরূপী রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। আপনি যোগী ও ব্রহ্মবাদীদিগের বেদান্তনিষ্ঠ এবং জনসেবীদিগের মায়াময় নিস্তারের জন্য উদ্ভব হইয়াছেন অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

নিরাময়ং নিরাভাসং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
নিত্যানন্দং নিরাকারমদ্বৈতং তমসঃপরং ॥ ৪৭ ॥
পরাৎপরতরং তত্ত্বং সত্যানন্দং চিদাত্মকং।
মনসাশিরসা নিত্যং প্রণমামিরঘূত্তমং ॥ ৪৮ ॥
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থং রামং সীতাসমন্বিতং।
নমামিপুণ্ডরীকাক্ষমমেয়ং গুরুতৎপরং ॥ ৪৯ ॥
নমোঽস্তুবাসুদেবায় জ্যোতিষাংপতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু রামদেবায় জগদানন্দরূপিণে ॥ ৫০ ॥
নমোবেদান্তনিষ্ঠায় যোগিনে ব্রহ্মবাদিনে।
মায়াময় নিরস্তায় প্রপন্নজনসেবিনে ॥ ৫১ ॥
বন্দামহেমহেশান চণ্ডকোদণ্ডখণ্ডনম্।
জানকীহৃদয়ানন্দবর্দ্ধনং রঘুনন্দনম্ ॥ ৫২ ॥
উৎফুল্লামলকোমলোৎপলদলশ্যামায়রামায়তে
কামায় প্রমদামনোহরগুণগ্রামায়রামাত্মনে
যোগারূঢ়মুনীন্দ্রমানস সরোহংসায় সংসার-
বিধ্বংসায় স্ফুরদোজসে রঘুকুলোত্তংসায়পুংসেনমঃ।

প্রচণ্ড কোদণ্ড খণ্ডনকারী মনোহর বন্দনা করি। জানকীর হৃদয়ানন্দ বৰ্দ্ধন রঘুনাথকে নমস্কার করি। সুকোমল বিকচ কমল নয়ন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম প্রমদা মহেশপূর্ণকাম ও অশেষ গুণগ্রাম পুরুষোত্তম রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। যোগাসনাসীন মুনীন্দ্র মানস-সরহংস সংসার বিধ্বংসকারী মহাদীপ্তি রঘুকুলজাত পুরুষোত্তম রঘুনাথকে নমস্কার করি। এই সংসারোৎপত্তি-কারণ বেদবিদ্ জনের অগ্রগণ্য, আদিত্য-চন্দ্র সুপ্রভা সমন্বিত অনল সর্ব্বাত্মক সর্ব্বজীবগত স্বরূপ রামচন্দ্রকে অগ্রে নমস্কার করি। নিরঞ্জন, প্রতিম-বিহীন নিরীহ নিরাশ্রয়, নিষ্কল, মহামায়া, নিত্য নিশ্চয় বিষয় শূন্য স্বরূপ

ভবোদ্ভবং বেদবিদাং বরিষ্ঠ-
মাদিত্য চন্দ্রানলসুপ্রভাবম্।
সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বগতস্বরূপং
নমামিরামং তমসঃপরস্তাৎ ॥ ৫৪ ॥

নিরঞ্জনং নিষ্প্র্ তিমং নিরীহং
নিরাশ্রয়ং নিষ্কলমপ্রপঞ্চম্।
নিত্যধ্রুবং নির্ব্বিষয়স্বরূপং
নিরন্তরং রামমহং ভজামি ॥ ৫৫ ॥

ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজন্তম্
ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপম্।
ভূতত্রিনাথ ভুবনাধিপন্তম্
ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্ ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বাধিপত্যং সমরাঙ্গধীরং
সত্যং চিদানন্দময়স্বরূপম।
সত্যং শিবং শান্তিময়ং শরণ্যং
সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৭ ॥

কার্য্যক্রিয়াকারণমপ্রমেয়ং
কবিং পুরাণঙ্কমলায়তাক্ষম্।
কুমারবেদ্যং করুণাময়ন্
কল্পদ্রুমং রামমহং ভজামি ॥ ৫৮ ।

ত্রৈলোক্যনাথং সরসীরুহাক্ষং
দয়ানিধিং দ্বন্দ্ববিনাশহেতুম্।
মহাবলং বেদনিধিং সুরেশং
সনাতনং রামমহং ভজামি ॥ ৫৯ ॥

বেদান্তবেদ্যং কবিমীশিতার-
মনাদিমধ্যান্তমচিন্ত্যমাদ্যম।
অগোচরং নির্ম্মলমেকরূপং
নমামিরামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬০ ॥

রামচন্দ্রকে অনুক্ষণ ভজনা করি। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

ভবজলধির তরণী ভরতাগ্রজ সেই ভক্তপ্রিয় সূর্য্যবংশ প্রদীপ রামচন্দ্রকে যাবতীয় ভূতদিগের শ্রীপতি স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল ত্রিভুবনাধিপতি সেই ভবরোগ বৈদ্য শ্রীরামকে ভজনা করি। সর্ব্বাধিপতি সমরাঙ্গ ধীর সত্য, চিদানন্দময় স্বরূপ, শিব শান্তিময় শরণ্য সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি। হে ভগবন্! আপনি কার্য্য ও ক্রিয়ার কারণ, অপ্রমেয়—কবি, পুরাণ, কমলায়তাক্ষি, কুমার বেদ্য করুণাময় সেই কল্পদ্রুম রামচন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা করি—আপনি ত্রৈলোক্যনাথ, কঞ্জনয়ন, দয়ার সাগর দ্বন্দ্ব বিনাশ কারণ, মহাবল, বেদের পারাবার, সুরেশ সনাতন রামচন্দ্রকে ভজনা করি। আপনি অপার ও সুখ স্বরূপ পরাৎপর রামচন্দ্র, অতএব আপনাকে ভজনা করি; আপনি তত্ত্ব স্বরূপ পুরুষ পুরাণ ও আপনি স্বতেজ পরিপূরিত বিশ্ব; আপনি রাজাদিগের রাজা ও সূর্য্য মণ্ডল মধ্যে অবস্থিত, আপনি এই নিখিল জগতের ঈশ্বর রামচন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা করি। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২।

চিদানন্দময় রঘুবংশপতি লোকাভিরাম মুকুন্দ শ্রীহরি রামচন্দ্রকে নমস্কার করি। হে রঘুবর! আপনি বিদ্যাধিপতি কবিদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। হে রাম! আপনি যোগীদিগের শ্রেষ্ঠ ও সত্যসন্ধ—আপনাকে সকলে

অশেষবেদাত্মকমাদিসংজ্ঞমজং
হরিং বিষ্ণুমনন্তমাদ্যম্ ।
অপারসম্বিৎসুখমেকরূপং
পরাৎপরং রামমহং ভজামি ॥৬১॥

তত্ত্বস্বরূপং পুরুষং পুরাণং
স্বতেজসা পূরিতবিশ্বমেকম্ ।
রাজাধিরাজং রবিমণ্ডলস্থং
বিশ্বেশ্বরং রামমহং ভজামি ॥৬২ ॥

লোকাভিরামং রঘুবংশনাথং
হরিঞ্চিদানন্দময়ং মুকুন্দম্ ।
অশেষবিদ্যাধিপতিং কবীন্দ্রং
নমামিরামং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬৩ ॥

যোগীন্দ্রসঙ্ঘৈশ্চ সুসেব্যমানং
নারায়ণং নির্ম্মলমাদি দেবম্ ।
নতোঽস্মিনিত্যং জগদেকনাথ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬৪ ॥

বিভূতিদং বিশ্বসৃজং বিরামং
রাজেন্দ্রমীশং রঘুবংশনাথম্ ।
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তমূর্ত্তিং
জ্যোতির্ম্ময়ং রামমহং ভজামি ॥ ৬৫ ॥

অশেষসংসারবিহারহীন-
মাদিত্যগং পূর্ণসুখাভিরামম্ ।
সমস্তসাক্ষিং তমসঃ পরস্তাৎ
নারায়ণং বিষ্ণুমহং ভজামি ॥ ৬৬ ॥

মুনীন্দ্রগুহ্যং পরিপূর্ণকামং
কলানিধিং কল্মষনাশহেতুম্ ।
পরাৎপরং যৎপরমং পবিত্রং
নমামিরামং মহতোমহান্তম্ ॥ ৬৭ ॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবেন্দ্রো দেবতাস্তথা ।
আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব ত্বমেবরঘুনন্দন ॥ ৬৮ ॥

সেবা করিয়া থাকে—আপনি নির্ম্মল আদিদেব নারায়ণ ও জগতের একমাত্র পতি, অন্ধকার আদিত্য রূপ ধারণ করিয়াছেন অতএব আপনাকে প্রতিদিন নমস্কার করি। আপনি বিভূতিপ্রদ অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব প্রদান করিয়া থাকেন ও বিশ্ব সংসার সৃজন করিয়াছেন, আপনি বিরাম—রাজাদিগের ঈশ রঘুবংশাধিপতি জগদীশ্বর—আপনি চিন্তাতীত বাক্যাতীত জ্যোতির্ম্ময় অনন্তমূর্ত্তি রামচন্দ্র অতএব আপনাকে ভজনা করি। ৫৯। ৬০। ৬১।

আপনি এই অশেষ বিশ্ব সংসারের বিহার হীন আদিত্যগত পূর্ণ সুখাভিরাম যাবতীয় বস্তুর সাক্ষি দীপ্তিময় নারায়ণ বিষ্ণু অতএব আপনাকে ভজনা করি—মুনীন্দ্র গুহ্য পরিপূর্ণ কাম—আপনি চন্দ্র পাপবিনাশ কারণ পরাৎপর পরব্রহ্ম পবিত্র; মহান্ রামচন্দ্রকে নমস্কার করি, হে রঘুনন্দন! আপনি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—আপনি দেবতা ও দেবতাদিগের ইন্দ্র এবং আদিত্য ও গ্রহ, আপনি তাপস, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুৎ—অপান বিপ্র বেদ ও যজ্ঞ এবং পুরাণ ও ধর্ম্ম সংহিতা, যক্ষ, রাক্ষস, ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি কাপালিক দিগ্‌গজদিগের বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বর্ণ সমস্তই আপনি; হে রঘুপুঙ্গব! আপনি সনকাদি মুনিদিগের শ্রেষ্ঠ আপনি অষ্টবসু—আপনি ত্রিকাল ও একাদশ রুদ্র। হে রঘুনন্দন! আপনি তারকা ও দশক—সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্র—নগ নদ ও দ্রুম; হে রঘুনায়ক আপনি স্থাবর ও জঙ্গম আপনি দানব দিগের অন্তকারী; হে রঘুবল্লভ।

তাপসাঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ মরুতস্তথা
বিপ্রা বেদাস্তথাংযজ্ঞাঃ পুরাণং ধর্ম্মসংহিতা ॥ ৬৯ ॥
বর্ণাশ্রমাস্তথাধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাস্তথৈবচ।
যক্ষরাক্ষস গন্ধর্ব্বাদিক্পালাদিগগজাদিভিঃ ॥ ৭০ ॥
সনকাদিমুনিশ্রেষ্ঠাস্ত্বমেব রঘুপুঙ্গব।
বসবোঽষ্টৌত্রয়ঃকালা রুদ্রাএকাদশস্মৃতাঃ ॥ ৭১ ॥
তারকাদশদিক্ চৈবত্বমেব রঘুনন্দন।
সপ্তদ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ নগানদ্যস্তথাক্রমাঃ ॥ ৭২ ॥
স্থাবরা জঙ্গমাশ্চৈব ত্বমেব রঘুনায়ক।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং দানবানাং তথৈবচ ॥ ৭৩ ॥
মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুবল্লভ।
সর্ব্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম ত্বন্ময়ং সর্ব্বমেবহি ॥ ৭৪ ॥
ত্বমক্ষরং পরং জ্যোতিস্ত্বমেব পুরুষোত্তম।
ত্বমেব তারকং ব্রহ্মত্বত্তোঽন্যন্নৈবকিঞ্চন ॥ ৭৫ ॥
শান্তং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্মসনাতনম্।
রাজীবলোচনং রামং প্রণমামি জগৎপতিম্ ॥ ৭৬ ॥

বাস উবাচ।

ততঃ প্রসন্নঃ শ্রীরামঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টোঽস্মি মুনিশার্দ্দূল বৃণীষ্ববরমুত্তমম্ ॥ ৭৭ ॥

আপনি মাতা পিতা ও ভ্রাতা—আপনি সমস্তই পরম ব্রহ্ম ও তন্ময় ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪।

হে পুরুষোত্তম! আপনি অক্ষর ও পরম, আপনি জ্যোতিস্বরূপ, আপনি তারকব্রহ্ম, আপনার অন্য কোনরূপ তত্ত্ব নাই; আপনি শান্ত, সকল বস্তুর অন্তর্গত ও সূক্ষ্ম; আপনি পরং ব্রহ্ম সনাতন ও রাজীবলোচন রামচন্দ্র এবং জগতের পতি, অতএব আপনাকে প্রণিপাত করি। ৭৫। ৭৬।

নারদ উবাচ।

যদিতুষ্টোঽসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরাম করুণানিধে।
ত্বন্মূর্ত্তিদর্শনেনৈব কৃতার্থোঽহং চ সর্ব্বদা ॥ ৭৮ ॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং পুণ্যোঽহং পুরুষোত্তম।
অদ্য মে সফলং জন্মজীবিতং সফলঞ্চমে ॥ ৭৯ ॥
অদ্য মে সফলং জ্ঞানমদ্য মে সফলন্তপঃ।
অদ্য মে সফলং কর্ম্ম ত্বৎপাদাম্ভোজ দর্শনাৎ।
অদ্য মে সফলং সর্ব্বম্ত্বন্নামস্মরণং তথা ॥ ৮০ ॥
ত্বৎ পাদাম্ভোরুহদ্বন্দ্বসদ্ভক্তিং দেহি রাঘব।
ততঃ পরমসম্প্রীতঃ স রামঃ প্রাহনারদম্ ॥ ৮১ ॥

ব্যাস কহিলেন! অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার স্তবশ্রবণে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া মুনিপুঙ্গবকে বলিলেন, হে মুনিশার্দ্দূল! আমি তোমার স্তব আকর্ণন করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এক্ষণে উত্তম বরপ্রার্থনা কর। ৭৭।

নারদ কহিলেন। হে সর্ব্বজ্ঞ, করুণাময় শ্রীরামচন্দ্র! যদিও আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্য আপনার মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম; হে পুরুষোত্তম, আমি ধন্য হইলাম, কৃতকৃত্য হইলাম—আমি পুণ্যশীল, অদ্য আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল; আপনার পাদপদ্ম দর্শন হেতু অদ্য আমার জ্ঞান সার্থক হইল, তপস্যা সফল হইল, আমার যাবতীয় কার্য্য সুফল প্রসব করিল, অধিকন্তু আপনার নাম স্মরণ করিয়া অদ্য আমার সমস্তই সফল হইল, অতএব হে রাঘব! আপনার পাদপদ্মরূপ তরণীতে যাহাতে আমার দৃঢ়া ভক্তি থাকে, তাহাই প্রদান করুন। অনন্তর রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইয়া নারদকে কহিলেন। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১।

শ্রীরাম উবাচ।

মুনিবর্য্য মহাভাগ মুনেস্ত্বিষ্টং দদামি তে।

যত্ত্বয়া চেপ্সিতং সর্ব্বং মনসা তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৮২ ॥

নারদ উবাচ।

বরং নযাচে রঘুনাথ যুষ্মৎ-

পাদাব্জভক্তিঃ সততং মমাস্তু।

ইদং প্রিয়ং নাথবরং প্রযাচে

পুনঃ পুনস্ত্বামিদমেব যাচে ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবমীড়িতো রামো প্রাদাত্তস্মৈবরান্তরম্।

বিররাম মহাতেজাঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ॥ ৮৪ ॥

অদ্বৈতমমলং জ্ঞানং ত্বন্নামস্মরণং তথা।

অন্তর্ধায় জগন্নাথঃ পুরতস্তস্যরাঘবঃ ॥ ৮৫ ॥

শ্রীরাম বলিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ মহাভাগ নারদ! আমি তোমাকে ইহাই প্রদান করিলাম। অধিকন্তু তুমি মনে যাহা অভিলাষ করিবে তোমার তাহাই সফল হইবে। ৮২।

নারদ কহিলেন। হে রঘুনাথ! আমি আপনার নিকট অদ্য কোনরূপ বর যাচঞা করি না, কেবল আপনার শ্রীপাদ-কমলে যেন আমার ভক্তি থাকে এই মাত্র প্রিয়বর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করি। ৮৩।

ব্যাস কহিলেন—নারদকর্তৃক এইরূপ স্তুত হইলে সচ্চিদানন্দ অমিততেজা রামচন্দ্র তাঁহাকে অপর একটী বরদান করিলেন যে, অদ্বৈত অমলজ্ঞান এবং ত্বন্নাম স্মরণ থাকিবে—অনন্তর তাঁহার সম্মুখেই জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন।—রঘুনাথ রামচন্দ্রের এই অনুত্তম সর্ব্বসৌভাগ্য সম্পত্তি ও মুক্তিপ্রদ এবং শুভময় স্তবরাজ ব্রহ্মার পুত্রদ্বারা বেদের সারাংশ হইতে হে দেব! আপনার অতিগূঢ় স্নেহ বশতঃ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি ত্রিসন্ধ্যা ও শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই স্তব পাঠ বা শ্রবণ করেন

ইতি শ্রীরঘুনাথস্যস্ত বরাজমনুত্তমম্।

সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পত্তি দায়কম্মুক্তিদং শুভম্ ॥ ৮৬ ॥

কথিতং ব্রহ্মপুত্রেণ বেদানাং সারমুত্তমম্।

গুহ্যাদ্গুহ্যতমং দিব্যং তবস্নেহাৎপ্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮৭ ॥

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ত্রিসন্ধ্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তৎসমানি বহূনি চ ॥ ৮৮ ॥

স্বর্ণস্তেয়ী সুরাপানী গুরুতল্পাযুতানিচ।

গোবধাদ্যুপপাপানি অনৃতাৎসম্ভবানি চ ॥ ৮৯ ॥

সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাপৈঃ কল্পাযুতশতোদ্ভবৈঃ।

মানসম্বাচিকং পাপং কর্ম্মণাসমুপার্জ্জিতম্ ॥ ৯০ ॥

শ্রীরামস্মরণেনৈব তৎক্ষণান্নশ্যতি ধ্রুবম্।

ইদং সত্যমিদং সত্যং সত্যমেতদিহোচ্যতে ॥ ৯১ ॥

রামং সত্যং পরংব্রহ্ম রামাৎকিঞ্চিন্নবিদ্যতে।

তস্মাদ্রামস্বরূপোঽয়ং সত্যং সত্যমিদং জগৎ ॥ ৯২ ॥

শ্রীরামচন্দ্ররঘুপুঙ্গবরাজবর্য্য-

রাজেন্দ্র রামরঘুনায়ক রাঘবেশ।

রাজাধিরাজ রঘুনন্দন রামচন্দ্র

দাসোঽহমদ্য ভবতঃ শরণাগতোঽস্মি ॥ ৯৩ ॥

তিনি ব্রহ্মহত্যা এবং গোবধ জনিত পাপ হইতে অথবা মনোগত হউক, বাচনিক হউক, কিম্বা অপর কর্ম্ম সম্ভূত পাপ হউক, যাবতীয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন, এবং শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করিলে সমুদয় কল্মষ তৎক্ষণাৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহা সর্ব্বথা সত্য তাহার সংশয় নাই। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

রামচন্দ্র সত্য ও পরমব্রহ্ম, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেই জন্য সমুদায়ই রামস্বরূপ সুতরাং জগৎ সত্য। শ্রীরামচন্দ্র রঘুবংশজাত রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ রঘুনায়ক রাঘব জগদীশ্বর,

বৈদেহী সহিতং সুরদ্রুম-
তলেহৈমে মহামণ্ডপে মধ্যে
পুষ্পকমাসনে মণিময়ে বীরাসনে সংস্থিতম্।
অগ্রেবাচয়তিপ্রভং জনসুতং তত্ত্বং
মুনীন্দ্রৈঃপরং ব্যাখ্যাতং ভরতাদিভিঃ
পরিবৃতং রামং ভজেশ্যামলম্ ॥ ৯৪ ॥
রামং রত্নকিরীটকুণ্ডলযুতং কেয়ূরহারান্বিতং
সীতালঙ্কৃতবামভাগমমলং সিংহাসনস্থং বিভুম্
সুগ্রীবাদি হরীশ্বরৈঃ সুরগণৈঃ সংসেব্যমানং সদা
বিশ্বামিত্রপরাশরাদিমুনিভিঃ সংস্তূয়মানং প্রভুম্ ॥৯৫॥
সকল গুণনিধানং যোগিভিঃস্তূয়মানং
ভুজবিজিতসমানং রাক্ষসেন্দ্রাদিমানম্।
মহিতনৃপভয়ানং সীতয়াশোভমানং
স্মৃতহৃদয়বিমানং ব্রহ্মরামাভিধানম্ ॥ ৯৬ ॥
রঘুবর তবমূর্ত্তির্মামকে মানসাব্জে
নরকগতিহরং তেনামধেয়ং মুখে মে।
অনিশমতুলভক্ত্যামস্তকং ত্বৎপদাব্জে-
ভবজলনিধিমগ্নং রক্ষমামার্ত্তবন্ধো ॥ ৯৭ ॥
রামরত্নমহং বন্দে চিত্রকূটপতিং হরিম্।
কৌশল্যাভক্তিসম্ভূতং জানকীকণ্ঠভূষণম্ ॥৯৮

ইতি শ্রীসনৎকুমারসংহিতায়াং নারদোক্তং শ্রীরাম-
চন্দ্রস্তবরাজস্তোত্রং সম্পূর্ণম্

যিনি রাজাদিগের রাজা রঘুনন্দন, আমি তাঁহার কিঙ্কর অতএব আমি স্মরণাপন্ন হইলাম। ৯৩।

সুরতরু (কল্পতরু) মূলস্থিত হিরণ্ময় মহামণ্ডপ মধ্যস্থ কুসুম ও মণিময় বীরাসনোপবিষ্ট রামচন্দ্রকে এবং গতিপ্রভ জনসুত তত্ত্বযোগিজন কথিত ভরত প্রভৃতি ভ্রাতৃ চতুষ্টয় পরিবৃত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রঘুনাথকে ভজনা করি। কিরীটি ও কুণ্ডলযুত এবং কেয়ূরহার সমন্বিত বামপার্শ্বোপবিষ্টা সীতা-লঙ্কৃত সুনির্ম্মল সিংহাসনোপবিষ্ট বিভু রামচন্দ্রকে—আর যিনি সুগ্রীবাদি বানর শ্রেষ্ঠ ও দেবগণদ্বারা নিরন্তর পরিসেব্যমান হইয়া থাকেন—যিনি বিশ্বামিত্র ও পরাশর প্রভৃতি মুনিদিগের স্তূয়মান হইয়া থাকেন, আমি সেই প্রভুকে বন্দনা করি—সকল গুণ নিধান যোগিগণ সংস্তূয়মান, দশানন প্রভৃতি রাক্ষসেশ্বর বিজিত ভুজদণ্ড সমন্বিত রাজগণপূজিত জনক দুহিতা শোভমান স্মৃতহৃদয়বিমান রামাভিধান রঘুনাথকে বন্দনা করি। হে রঘুবর! আমার মানসাব্জ মধ্যে আপনার মূর্ত্তি চিন্তা করি; আপনি নরকগতি হরণ করেন, আমি সংসারার্ণবে নিমগ্ন হইয়া আছি, অতএব অতুল ভক্তি সহকারে আপনার শ্রীচরণারবিন্দে আমার মস্তক প্রণত করি—আমাকে রক্ষা করুন; কৌশল্যাভক্তিসম্ভূত জানকী কণ্ঠাভরণ চিত্রকূট-পতি রামরত্ন শ্রীহরিকে বন্দনা করি। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮।

ইতি শ্রীসনৎকুমার সংহিতা নারদোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের
স্তব সম্পূর্ণ হইল

অথ সংক্ষিপ্তমূলরামায়ণপ্রারম্ভঃ।

তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বীবাগ্বিদাম্বরম্।
নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্মীকির্মুনিপুঙ্গবম্॥ ১॥
কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্কশ্চবীর্য্যবান্।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চ কৃতজ্ঞশ্চ সত্যবাক্যোদৃঢ়ব্রতঃ॥ ২॥
চারিত্রেণচ কো যুক্তঃসর্ব্বভূতেষু কোহিতঃ।
বিদ্বান্কঃ কঃসমর্থশ্চ কশ্চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ॥ ৩॥
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো দ্যুতিমান্কো নসূয়কঃ।
কস্যবিভ্যতিদেবাশ্চ জাতরোষস্য সংযুগে॥ ৪॥
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
মহর্ষেত্বং সমর্থোহসি জ্ঞাতুমেবংবিধং নরম্॥ ৫॥

শ্রুত্বাচৈতত্রিলোকজ্ঞোবাল্মীকের্নারদোবচঃ।
শ্রূয়তামিতি চামন্ত্র্যপ্রহৃষ্টো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬॥
বহবো দুর্লভাশ্চৈব যে ত্বয়া কীর্ত্তিতাগুণাঃ।
মুনেবক্ষ্যাম্যহং বুদ্ধ্বাতৈর্যুক্তঃ শ্রূয়তাং নরঃ॥ ৭॥
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো রামোনামজনৈঃশ্রুতঃ।
নিয়তাত্মা মহাবীর্য্যোদ্যুতিমান্ধৃতিমান্বশী॥ ৮॥
বুদ্ধিমান্নীতিমান্বাগ্মী শ্রীমাংচ্ছত্রুনিবর্হণঃ।
বিপুলাংসো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো মহাহনুঃ॥ ৯॥
মহোরস্কো মহেষ্বাসো গূঢ়জত্রুররিন্দমঃ।
আজানুবাহুঃ সুশিরাঃ সুললাটঃসুবিক্রমঃ॥ ১০॥

সংক্ষিপ্তমূল রামায়ণ।

একদা বাল্মীকি তপঃস্বাধ্যায় নিরত তপস্বী বাগ্বিদাম্বর মুনিশ্রেষ্ঠ দেবর্ষি নারদকে কহিলেন, হে মুনে! সম্প্রতি এই জগতে গুণবান বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাক্ ও দৃঢ়ব্রত কোন ব্যক্তি আছে—ধর্ম্মাচরণযুক্ত ও সর্ব্বজীবের হিতকারী বিদ্বানই বা কে, কেই বা প্রিয়দর্শন, ইহ জগতে কোন্ ব্যক্তি আত্মবান্ ও সমর ক্ষেত্রে ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছেন। আমি সমুদয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ ঐ সমস্ত জানিতে আমার যার পর নাই কৌতূহল জন্মিয়াছে, হে মহর্ষে! আপনি এবম্বিধ মনুষ্যের বিষয় আমাকে অবগত করাইতে সক্ষম ১।২।৩।৪।৫।

ত্রিলোকজ্ঞ দেবর্ষি নারদ বাল্মীকির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক পরম সন্তোষ প্রদবাক্যে বলিলেন, হে মুনে! তবে শ্রবণ কর। তুমি যে সমস্ত গুণের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছ তৎসমুদায় মনুষ্যে সংশ্লিষ্ট থাকা অতি দুর্লভ। কিন্তু,হে মুনে! যে মনুষ্য ঐ সমস্ত গুণে ভূষিত আছেন, আমি তাঁহারই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর—লোকপ্রমুখাৎ শুনিয়াছি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব শ্রীরামচন্দ্র সংযতাত্মা, মহাবীর দ্যুতিমান্ ও ধৃতিমান্। তিনি বুদ্ধিমান্, নীতিমান্, বাগ্মী, শ্রীমান্, শত্রু বিনাশক। তিনি পৃথিবীর অংশভূত, ও মহাবাহু; তাঁহার গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, গণ্ডস্থলোপরিভাগ প্রশস্ত, তিনি মহোরস্ক মহাধনুর্দ্ধর, গূঢ় জত্রু, ও অরিন্দম, তাঁহার বাহু জানুদেশ পর্য্যন্ত লম্বমান, শীর্ষদেশ উত্তম, ললাটপ্রশস্ত ও মহাবিক্রমশালী, তাঁহার অঙ্গ সমুদয় সমভাগে বিভক্ত,

সমঃ সমবিভক্তাঙ্গঃ স্নিগ্ধবর্ণঃ প্রতাপবান্ ।
পীনবক্ষা বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাঞ্ছুভলক্ষণঃ ॥ ১১ ॥
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাঞ্চহিতেরতঃ ।
যশস্বীজ্ঞানসম্পন্নঃ শুচির্বশ্যঃ সমাধিমান্ ॥ ১২ ॥
প্রজাপতি সমঃ শ্রীমান্ধাতারিপুনিসূদনঃ ।
রক্ষিতা জীবলোকস্য ধর্ম্মস্য পরিরক্ষিতা ॥ ১৩ ॥
রক্ষিতাস্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা ।
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞঃ স্মৃতিমান্ প্রতিভানবান্ ।
সর্ব্বলোক প্রিয়ঃ সাধুরদীনাত্মা বিচক্ষণঃ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বদাভিগতঃ সদ্ভিঃ সমুদ্র ইব সিন্ধুভিঃ ।
আর্য্যঃ সর্ব্বসমশ্চৈব সদৈব প্রিয়দর্শনঃ ॥ ১৬ ॥
স চ সর্ব্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনঃ ।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্য্যে ধৈর্য্যেণহিমবানিব ॥ ১৭ ॥

বিষ্ণুনাসদৃশোবীর্য্যে সোমবৎপ্রিয়দর্শনঃ ।
কালাগ্নিসদৃশঃক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবীসমঃ ॥ ১৮ ॥
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম্মইবাপরঃ ।
তমেবং গুণসম্পন্নং রামং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ১৯ ॥
জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠগুণৈর্যুক্তং প্রিয়ং দশরথাত্মজম্ ।
প্রকৃতীনাং হিতৈর্যুক্তং প্রকৃতি প্রিয়কাম্যয়া ॥ ২০ ॥
যৌবরাজ্যেন সংযোক্তুমৈচ্ছৎ প্রীত্যামহীপতিঃ ।
তস্যাভিষেকসম্ভারান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাঽথ কৈকেয়ী ॥২১॥
পূর্ব্বং দত্তবরাদেবী বরমেনমযাচত ।
বিবাসনঞ্চ রামস্য ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥ ২২ ॥
স সত্যবচনাদ্রাজা ধর্ম্মপাশেন সংযুতঃ ।
বিবাসয়ামাসসুতং রামং দশরথঃ প্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥
স জগাম বনং বীরঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ।
পিতুর্ব্বচননির্দ্দেশাৎ কৈকেয্যাঃ প্রিয়কারণাৎ ॥ ২৪ ॥

বর্ণ স্নিগ্ধকর, প্রতাপ অসীম, বক্ষঃদেশ উন্নত, নয়ন বিশাল; লক্ষ্মী দেদীপ্যমান্ ও লক্ষণ শুভময়। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

তিনি ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যসন্ধ ও প্রজা সমূহের হিতের জন্য নিরন্তর নিরত, তিনি যশস্বী, জ্ঞানসম্পন্ন, শুচি ও সমাধিমান। তিনি প্রজাপতির সদৃশ শ্রীমান, বিধাতা ও অরিনিসূদন; তিনি জীবদিগকে রক্ষা করেন এবং ধর্ম্মও পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন, এমন কি আপনার ধর্ম্ম যে ভাবে রক্ষা করেন, স্বজন সমূহের ধর্ম্মও সেই ভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি যেমন বেদ বেদাঙ্গদর্শী তদ্রূপ ধনুর্ব্বেদেও নিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থতত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান, ও অসাধারণ বুদ্ধিশালী; সর্ব্বলোকের প্রিয় ও সাধু এবং অদীনাত্মা ও বিচক্ষণ। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

সিন্ধুর সহিত যেমন সমুদ্র মিলিত হইয়াছে, তিনিও তদ্রূপ সাধু ব্যক্তির সহিত সর্ব্বদা গতিবিধি করিয়া থাকেন, এবং যাবতীয় আত্মাকে সমান ভাবে সর্ব্বদা দর্শন করেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রিয় দর্শন, সমস্ত সদ্ গুণে বিভূষিত, কৌশল্যার আনন্দ বর্দ্ধন, সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর এবং পর্ব্বতের মত অটল। তিনি বীর্য্যে বিষ্ণুর সদৃশ, সুধা বর্ষণে চন্দ্রের সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নির তুল্য এবং তিতিক্ষায় পৃথিবীর মত ছিলেন। তিনি স্বত্বত্যাগ বিষয়ে ধনদেবের মত ও সত্যে ধর্ম্মের তুল্য ছিলেন। সত্যপরাক্রম রামচন্দ্রই এই সমস্ত গুণসংযুক্ত ছিলেন। প্রকৃতির প্রিয়কামনা হেতু মহারাজ দশরথের প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

মহারাজ প্রীত হইয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং তাঁহার অভিষেক দ্রব্যাদি আয়োজিত হইতে দেখিয়া, রাজমহিষী কৈকেয়ী মহারাজের নিকট পূর্ব্বাঙ্গীকৃত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন—এক বরে, শ্রীরামের বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক। রাজা সত্যরূপ ধর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকায় প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসন করিলেন। মহাবীর রামচন্দ্র পিতার আদেশ ও কৈকেয়ীর প্রিয়কারণ হেতু

তং ব্রজন্তং প্রিয়োভ্রাতা লক্ষ্মণোনুজগামহ ॥
স্নেহাদ্বিনয়সম্পন্নঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৫ ॥
ভ্রাতরং দয়িতোভ্রাতুঃ সৌভ্রাত্রমনুদর্শয়ন্।
রামস্য দয়িতোভ্রাতুঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥ ২৬ ॥
জনকস্য কুলেজাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীণামুত্তমাবধূঃ ॥ ২৭ ॥
সীতাপ্যনুগতারামং শশিনং রোহিণী যথা।
পৌরৈরনুগতো দূরং পিত্রা দশরথেন চ ॥ ২৮ ॥
শৃঙ্গবেরপুরে সূতং গঙ্গাকূলে ব্যসর্জ্জয়ৎ।
গুহমাসাদ্য ধর্ম্মাত্মা নিষাদাধিপতিং প্রিয়ম্ ॥ ২৯ ॥
গুহেন সহিতোরামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
তে বনেন বনং গত্বা নদীস্তীর্ত্বা বহূদকাঃ ॥ ৩০ ॥
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ।
রম্যমাবসথং কৃত্বা রমমাণা বনে ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥
দেবগন্ধর্ব্বসঙ্কাশা স্তত্র তে ন্যবসন্সুখম্।
চিত্রকূটং গতে রামে পুত্রশোকাতুরস্তদা। ৩২ ॥
রাজা দশরথঃ স্বর্গং জগাম বিলপন্সুতম্।
মৃতে তু তস্মিন্ ভরতো বশিষ্ঠপ্রমুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৩৩॥
নিযুজ্যমানো রাজ্যায়
নৈচ্ছদ্রাজ্যং মহাবলঃ
স জগাম বনং বীরো
রামপাদপ্রসাদকঃ ॥ ৩৪ ॥
গত্বাতুসুমহাত্মানং রামং সত্যপরাক্রমম্।
অযাচদ্ভ্রাতরং রামমার্জ্জনামপুরস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
ত্বমেব রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ইতি রামং বচোঽব্রবীৎ।
রামোঽপি পরমোদারঃ সুমুখঃ সুমহাযশাঃ ॥ ৩৬ ॥
নচৈচ্ছৎ পিতুরাদেশাদ্রাজ্যং রামো মহাবলঃ।
পাদুকেচাস্য রাজ্যায়ন্যাসং দত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

বনে প্রস্থান করিলেন। বিনয়সম্পন্ন সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন রামানুজ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রণয়িনী জনকবংশোদ্ভবা দেবমায়া নির্ম্মিতা, সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না, নারীশ্রেষ্ঠা জানকী লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র সন্দর্শন করিয়া, রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন এবং পুরবাসীরা ও তাঁহার পিতা দশরথও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া গুহকে প্রাপ্ত হইয়া গঙ্গাতীরস্থ শৃঙ্গবেরপুরে প্রিয় পুত্রকে পরিত্যাগ করিলেন। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

রামচন্দ্র গুহ, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বহুবন তীর্থ ও জলাশয় অতিক্রম করিয়া পরিশেষে ভরদ্বাজ নির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া, সুরম্য আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দেবতা গন্ধর্ব্ব সঙ্কাশ প্রভৃতি চিত্রকূট পর্ব্বতে পরম সুখে বাস করিতেন। রামচন্দ্র চিত্রকূট শিখরে প্রস্থান করিলে পর, রাজা দশরথ পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া জীবন পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণেরা ভরতকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলে তিনি রাজ্যভোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া জ্যেষ্ঠের পদ প্রসাদের জন্য বনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

ভরত সত্যপরাক্রম মহাত্মা রামচন্দ্রের নিকট উপনীত হইয়া অগ্রে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! আপনিই রাজা ও ধর্ম্মজ্ঞ। রামচন্দ্রও যার পর নাই উদার চরিত্র, মিষ্টভাষী মহাযশা; এক্ষণে পিতার আদেশক্রমে বনগমন করিয়াছেন, সুতরাং পুনর্ব্বার রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। পরে ভরতের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক আপনার পাদুকা প্রদান করিয়া

নিবর্ত্তয়ামাস ততো ভরতং ভরতাগ্রজঃ।
স তু কামমবাপ্যৈব রামপাদাবুপস্পৃশন্ ॥ ৩৮ ॥
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্রাজ্যং রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
গতে তু ভরতে শ্রীমান্সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
রামস্তু পুনরালক্ষ্য নাগরস্য জনস্য চ।
তত্রাগমনমেকাগ্রো দণ্ডকান্ প্রবিবেশহ ॥ ৪০ ॥
প্রবিশ্য তু মহাঽরণ্যং রামো রাজীবলোচনঃ।
বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শহ ॥ ৪১ ॥
সুতীক্ষ্ণঞ্চাপ্যগস্ত্যঞ্চ অগস্ত্যভ্রাতরং তথা।
অগস্ত্যবচনাচ্চৈব জগ্রাহৈন্দ্রশরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
খড়্গঞ্চ পরমং প্রীতস্তূণীচাক্ষয়সায়কৌ।
বসতস্তস্য রামস্য বনে বনচরৈঃ সহ ॥ ৪৩ ॥
ঋষয়োঽভ্যাগমন্তসর্ব্বে বধায়াসুররক্ষসাম্।
স তেষাংপ্রতিশুশ্রাব রাক্ষসানাং তথা বনে ॥ ৪৪ ॥
প্রতিজ্ঞাতশ্চ রামেণ বধঃসংযতিরক্ষসাম্।
ঋষীণামগ্নিকল্পানাং দণ্ডকারণ্যবাসিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
তেন তত্রৈব বসতা জনস্থাননিবাসিনী।
নিরূপিতা শূর্পণখা রাক্ষসীকামরূপিণী ॥ ৪৬ ॥
ততঃ শূর্পণখাবাক্যাদুদ্যুক্তান্তসর্ব্বরাক্ষসান্।
খরং ত্রিশিরসঞ্চৈব দূষণঞ্চৈব রাক্ষসম্ ॥ ৪৭ ॥
নিজঘান রণে রামস্তেষাঞ্চৈব পদানুগান্।
বনে তস্মিন্নিবসতা জনস্থাননিবাসিনাম্ ॥ ৪৮ ॥
রক্ষসাং নিহতান্যাসন্ সহস্রাণি চতুর্দ্দশ।
ততো জ্ঞাতিবধং শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৪৯ ॥
সহায়ং বরয়ামাস মারীচং নামরাক্ষসম্।
বার্য্যমাণঃ সুবহুশো মারীচেন স রাবণঃ ॥ ৫০ ॥
ন বিরোধো বলবতাক্ষমো রাবণ তেন তে।
অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং রাবণঃ কালচোদিতঃ ॥ ৫১ ॥

ভরতাগ্রজ রামচন্দ্র ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন এবং সত্যসন্ধ, জিতেন্দ্রিয় রামানুজ শ্রীমান্ ভরতও অগ্রজের পাদস্পর্শ করিয়া নন্দিগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীরামের প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিয়া তথায় রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম পুনর্ব্বার নাগরিক লোকদিগকে তথায় আগমন করিতে দেখিয়া, চিত্রকূট পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

রাজীবলোচন রাঘব দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াই বিরাধ নামক রাক্ষসকে বিনাশ পূর্ব্বক শরভঙ্গকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সুতীক্ষ্ণ, অগস্ত্য ও অগস্ত্য ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া, অগস্ত্যের বাক্যানুসারে ইন্দ্রশরাসন গ্রহণ করিলেন; এবং অপর খড়্গ, অক্ষয়তূণীর ও সায়কগ্রহণ পূর্ব্বক বনচরদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋষিরা রাক্ষস-সুরদিগকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদিগের মুখে তত্রত্য রাক্ষস সমূহের কথা শ্রবণ করিয়া, দণ্ডকারণ্যবাসী অগ্নিকল্প ঋষিদিগের সমক্ষে রাক্ষস বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

পরে তিনি জনস্থান নিবাসিনী কামরূপা শূর্পণখানাম্নী রাক্ষসীকে লক্ষ্য করিলেন; অনন্তর শূর্পণখার বাক্যোত্তেজিত হইয়া খর,দূষণ এবং ত্রিশিরা শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধমানসে আগমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে অনুচরগণ সমেত সংগ্রামে নিহত করিলেন। সেই জন-স্থান নিবাসী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস এবং জ্ঞাতি বধ শ্রবণ করিয়া মহাদুর্দ্দান্ত রাবণ ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইল। অনন্তর রাক্ষসাধিপতি মারীচনামক রাক্ষসকে বরপ্রদান পূর্ব্বক তাহার সহায়তা করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিল। মারীচ কহিল—হে রাবণ! বলবানের সহিত বিরোধ করা কোনমতে উচিত নহে। কিন্তু মহাকাল প্রেরিত রাবণ তাহার বাক্য অনাদর করিয়া তৎসহ

জগাম সহ মারীচস্তস্যাশ্রমপদং তদা।
তেন মায়াবিনা দূরমপবাহ্য নৃপাত্মজৌ ॥ ৫২ ॥
জহার ভার্য্যাং রামস্য গৃধ্রং হত্বা জটায়ুষং।
গৃধ্রং চ নিহতং দৃষ্ট্বা হৃতাং শ্রুত্বা চ মৈথিলীং।
রাঘবঃ শোকসন্তপ্তো বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ।
ততস্তেনৈব শোকেন গৃধ্রং দগ্ধ্বা জটায়ুষং ॥ ৫৪ ॥
মার্গমাণো বনে সীতাং রাক্ষসং সন্দদর্শহ।
কবন্ধং নামরূপেণ বিকৃতং ঘোরদর্শনম্ ॥ ৫৫ ॥
তং নিহত্য মহাবাহুর্দদাহ স্বর্গতশ্চ সঃ।
স চাস্য কথয়ামাস শবরীং ধর্ম্মচারিণীম্ ॥ ৫৬ ॥
শ্রমণীং ধর্ম্মনিপুণামভিগচ্ছেতি রাঘবম্।
সোঽভিগচ্ছন্মহাতেজাঃ শবরীং শত্রুসূদনঃ ॥ ৫৭
শবর্য্যা পূজিতঃ সম্যগ্রামো দশরথাত্মজঃ।
পম্পাতীরে হনুমতা সঙ্গতো বানরেণহ ॥ ৫৮ ॥

হনুমদ্বচনাচ্চৈব সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
সুগ্রীবায় চ তৎসর্ব্বং শংসদ্রামো মহাবলঃ ॥ ৫৯ ॥
আদিতস্তদ্যথাবৃত্তং সীতায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সুগ্রীবশ্চাপি তৎসর্ব্বং শ্রুত্বা রামস্য বানরঃ ॥ ৬০ ॥
চকার সখ্যং রামেণ প্রীতশ্চৈবাগ্নিসাক্ষিকং।
ততো বানররাজেন বৈরানুকথনং প্রতি ॥ ৬১ ॥
রামায়াবেদিতং সর্ব্বং প্রণয়াদ্দুঃখিতেন চ।
প্রতিজ্ঞাতং চ রামেণ তদা বালিবধং প্রতি ॥ ৬২ ॥
বালিনশ্চ বলং তত্র কথয়ামাস বানরঃ।
সুগ্রীবঃ শঙ্কিতশ্চাসীন্নিত্যং বীর্য্যেণ রাঘবে ॥ ৬৩ ॥
সুগ্রীব প্রত্যয়ার্থন্তু দুন্দুভেঃ কায়মুত্তমং।
দর্শয়ামাস সুগ্রীবো মহাপর্ব্বতসন্নিভং ॥ ৬৪ ॥
উৎস্ময়িত্বা মহাবাহুঃ প্রেক্ষ্য চাস্থিং মহাবলঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সম্পূর্ণং দশযোজনং ॥ ৬৫ ॥

সেই আশ্রমপদে উপনীত হইল। অনন্তর মারীচ রাজকুমার দ্বয়কে মায়াদ্বারা দূরে আনয়ন করিলে রাবণ রামচন্দ্রের পত্নী সীতাকে হরণ করিল, ও পথিমধ্যে গৃধ্রাজ জটায়ুকে নিহত করিয়াছিল। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

শ্রীরামচন্দ্র গৃধ্রাজ বিনষ্ট এবং মৈথিলী অপহৃতা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া যার পর নাই শোকার্ত্ত হইয়া আকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি দুঃসহ শোক সন্তপ্ত হইলেও গৃধ্রাজ জটায়ুর অগ্নিসংস্কার করিলেন। অনন্তর বনে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ঘোরদর্শন বিকৃতিরূপ কবন্ধকে দেখিতে পাইলেন, এবং মহাবাহু তাহাকে নিহত করিয়া দাহ করিলেন। সে স্বর্গে প্রস্থান কালে ধর্ম্মচারিণী শবরীকে কহিল—অয়ি ধর্ম্মনিপুণে! তুমি রামচন্দ্রসমীপে গমন কর। ইতিমধ্যে শত্রুনিধনকারী মহাতেজা রামচন্দ্র শবরীর নিকট গমন করিতে করিতে গমনপথে তদ্দ্বারা সম্যক্ বিধানানুসারে পূজিত হইলেন। পরে পম্পানদীতীরে বানররূপী হনুমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল ও হনুমানের বচনে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার সমাগম হইল। মহাবল রঘুনন্দন নিজের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় সুগ্রীবকে বলিলেন; বিশেষতঃ সীতার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। মহাকপি সুগ্রীব শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করণানন্তর অগ্নিসাক্ষি করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতা সূত্রে বদ্ধ হইল; কপিবর প্রণয়বশতঃ বানররাজ বালীর বৈরীভাব সমস্ত অতি দুঃখভরে তাঁহার নিকট নিবেদন করিল, রঘুনাথও তখন তৎসমক্ষে বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪।

বানর বালির বল বিষয় সর্ব্বদাই বলিত এবং রাঘবের বীর্য্যসম্বন্ধে সন্দেহ করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব তাঁহার বলপ্রত্যয়ের জন্য মহাপর্ব্বত সদৃশ দুন্দুভির উত্তম, দেহ সন্দর্শন করাইল; মহাবাহু মহাবল রাঘব উত্থিত হইয়া তাহার

বিভেদ চ পুনস্তালান্ সপ্তৈকেন মহেষুণা।
গিরিং রসাতলং চৈব জনয়ন্ প্রত্যয়ং তদা ॥ ৬৬
ততঃ প্রীতমনাস্তেন বিশ্বস্তঃ স মহাকপিঃ
কিষ্কিন্ধাং রামসহিতো জগাম চ গুহাং তদা ॥ ৬৭
ততো গর্জ্জদ্ধরিবরঃ সুগ্রীবো হেমপিঙ্গলঃ।
তেন নাদেন মহতা নির্জ্জগাম হরীশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥
অবমন্য তদা তারাং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
নিজঘান চ তত্রৈনং শরেণৈকেন রাঘবঃ ॥ ৬৯ ॥
ততঃ সুগ্রীব বচনাদ্ধত্বা বালিনমাহবে।
সুগ্রীবমেব তদ্রাজ্যে রাঘবঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ ৭০ ॥
স চ সর্ব্বান্ সমানীয় বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিশঃ প্রস্থাপয়ামাস দিদৃক্ষুর্জনকাত্মজাম্ ॥ ৭১ ॥
ততো গৃধ্রস্য বচনাৎ সম্পাতের্হনুমান্ বলী।
শতযোজনবিস্তীর্ণং পুপ্লুবে লবণার্ণবম্ ॥ ৭২ ॥

তত্র লঙ্কাং সমাসাদ্য পুরীং রাবণপালিতাম্
দদর্শ সীতাং ধ্যায়ন্তীমশোকবনিকাগতাম্ ॥ ৭৩ ॥
নিবেদয়িত্বাভিজ্ঞানং প্রবৃত্তিং বিনিবেদ্য চ।
সমাশ্বাস্য চ বৈদেহীং মর্দ্দয়ামাস তোরণম্ ॥ ৭ ॥
পঞ্চসেনাগ্রগান্ হত্বা সপ্তমন্ত্রিসুতানপি।
শূরমক্ষঞ্চ নিষ্পিষ্য গ্রহণে সমুপাগতম্ ॥ ৭৫ ॥
অস্ত্রেণোন্মুক্তমাত্মানং জ্ঞাত্বাপৈতামহাদ্বরাৎ।
মর্ষয়ন্ রাক্ষসান্ বীরোমন্ত্রিণস্তান দৃচ্ছয়া ॥ ৭৬ ॥
ততো দগ্ধ্বা পুরীং লঙ্কামৃতে সীতাঞ্চ মৈথিলীম্।
রামায় প্রিয়মাখ্যাতুং পুনরায়ান্ মহাকপিঃ ॥ ৭৭ ॥
সোঽভিগম্য মহাত্মানং কৃত্বা রামং প্রদক্ষিণম্।
ন্যবেদয়দমেয়াত্মা দৃষ্টা সীতেতি তত্ত্বতঃ ॥ ৭৮ ॥
ততঃ সুগ্রীবসহিতো গত্বা তীরং মহোদধেঃ।
সমুদ্রং ক্ষোভয়ামাস শরৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ ॥ ৭৯ ॥

অস্থি দর্শন করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দশযোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুনর্ব্বার বাণদ্বারা সপ্ততালভেদ করিলেন। বাণ সপ্ততাল ভেদ করিয়া গিরি ভেদ করতঃ রসাতলে প্রবেশ করিল, তখন সুগ্রীবের দৃঢ়প্রত্যয় জন্মিল; অনন্তর মহাকপি সম্যক বিশ্বস্ত হইয়া অতিপ্রীতমনে রাঘবের সহিত কিষ্কিন্ধায় গমন করিয়া গুহায় প্রবেশ করিলেন। ৬৫। ৬৬। ৬৭।

অনন্তর পিঙ্গলবর্ণ মহাকপি সুগ্রীব সিংহনাদ করিলে, কপীশ্বর বালি ঐ নিনাদ আকর্ণন করিয়া বহির্গত হইলেন এবং তারার বাক্য উপেক্ষা করিয়া সুগ্রীবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রাঘব সুগ্রীবের বাক্যানুসারে এক শরে বালিকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সুগ্রীব রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনকদুহিতার অন্বেষণার্থ বানরবৃন্দকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলী হনুমান গৃধ্র সম্পাতির বচনে শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া রাবণ—পালিত লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইল। অতঃপর অশোকবনোপবিষ্টা চিন্তাকুলা সীতাকে দর্শন করিল ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩।

হনুমান বৈদেহীকে অভিজ্ঞানসূচক নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অন্বেষণ বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া তোরণদ্বার ভগ্ন করিল; পরে পাঁচটী প্রধান সেনাধ্যক্ষকে নিপাত ও আর সাত মন্ত্রি সুতকে নিহত করণানন্তর রাবণের তিন পুত্রকে বিনষ্ট করিল। পরিশেষে মহাশূর অক্ষয়কুমারকে উপনীত দেখিয়া তাহাকে নিষ্পেষিত করিল। মহাবীর হনুমান অস্ত্রোন্মুক্ত জানিয়াও রাক্ষস এবং মন্ত্রিদিগকে ক্ষমা করিল; এবং মৈথিলী ব্যতীত

দর্শয়ামাস চাত্মানং সমুদ্রঃ সরিতাং পতিঃ।
সমুদ্রবচনাচ্চৈব নলঃ সেতু মকারয়ৎ ॥ ৮০ ॥
তেন গত্বা পুরীং লঙ্কাং হত্বা রাবণমাহবে।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য পরাংব্রীড়ামুপাগমৎ ॥ ৮১ ॥
তামুবাচ ততো রামঃ পুরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী ॥ ৮২ ॥
ততোঽগ্নি বচনাৎ সীতাং জ্ঞাত্বা বিগতকল্মষাম্।
কর্ম্মণা তেন মহতা ত্রৈলোক্যং স চরাচরম্ ॥ ৮৩ ॥
স দেবর্ষিগণং তুষ্টং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
বভৌরামঃ সুসংহৃষ্টঃ পূজিতঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥ ৮৪ ॥
অভিষিচ্য চ লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
কৃতকৃত্যস্তদারামো বিজ্বরঃ প্রমুমোদ হ ॥ ৮৫ ॥

সমুদায় লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া রামচন্দ্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিবার নিমিত্ত শ্রীরাম সন্নিধানে প্রত্যাগমন করিল। হনুমান মহাত্মা রাঘবের নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সীতাদর্শন ও লঙ্কাদগ্ধ বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মহাসমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া আদিত্যসন্নিভ শরদ্বারা সমুদ্র বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন, পরে সরিৎপতি স্বয়ং উত্থিত হইয়া দর্শন দিলেন। এবং সমুদ্রবচনে নল সেতু নির্ম্মাণ করিল। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯।৮০।

রামচন্দ্র সেই সেতু দিয়া লঙ্কাপুরী গমন পূর্ব্বক রণক্ষেত্রে রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু যার পর নাই ত্রপাসংযুক্ত হইলেন। তিনি লোকসভামধ্যে সীতাকে আত্ম বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, নিষ্পাপা সাধ্বী জনকদুহিতা জলন্তপাবক মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাম অগ্নির বাক্যানুসারে তাঁহাকে বিগতপাপা অবগত হইলেন এবং তাঁহার সেই কর্ম্মে স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালস্থ সকলেই তাঁহাকে পাপবিহীনা জানিল। পরে দেবর্ষিগণ মহাত্মা শ্রীরামের প্রতি পরিতুষ্ট হইলে সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক তিনি পূজিত হইলেন;

দেবতাভ্যো বরং প্রাপ্য সমুত্থাপ্য চ বানরান্।
অযোধ্যাং প্রস্থিতো রামঃ পুষ্পকেণ সুহৃদ্বৃতঃ ॥৮৬
ভরদ্বাজাশ্রমং গত্বা রামঃ সত্যপরাক্রমঃ।
ভরতস্যান্তিকং রামো হনুমন্তংব্যসর্জয়ৎ ॥ ৮৭ ॥
পুনরাখ্যায়িকাং জল্পন্ সুগ্রীবসহিতস্তদা।
পুষ্পকং তৎসমারুহ্য নন্দিগ্রামং যযৌ তদা ॥ ৮৮ ॥
নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভ্রাতৃভিঃসহিতোঽনঘঃ।
রামঃ সীতামনুপ্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥ ৮৯ ॥
প্রহৃষ্টমুদিতোলোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্ম্মিকঃ।
নিরাময়োহ্য রোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয়বর্জিতঃ ॥ ৯০ ॥
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃকচিৎ।
নার্য্যশ্চা বিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ ॥ ৯১ ॥
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাতজং ভয়ঙ্কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা ॥ ৯২ ॥

অনন্তর রঘুনাথ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বিগতজ্বর হইয়া কৃতকৃত্য হইলেন। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫।

অরিনিসূদন রামচন্দ্র দেবতাদিগের বরপ্রাপ্ত হইয়া সমুদায় নিহত বানরদিগকে পুনর্জীবিত করিয়া পরে সুহৃদ্গণ পরিবৃত হইয়া পুষ্পকরথে আরোহণ পূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইয়া অগ্রজ ভরতের নিকট হনুমানকে প্রেরণ করিলেন। পরে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনে রাঘব সুগ্রীবসহ পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া নন্দিগ্রামে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া অনঘ রামচন্দ্র ভ্রাতৃসহ জটা পরিত্যাগ করিলেন এবং সীতাকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১।

প্রজাপুঞ্জ, মহাযশ সম্পন্ন, প্রহৃষ্টচিত্ত, পরিতুষ্ট এবং সুধা-

নচাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন তস্করভয়ং তথা।
নগরাণি চ রাষ্ট্রাণি ধনধন্যযুতানি চ ॥ ৯৩॥
নিত্যং প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে যথা কৃতযুগে তথা।
অশ্বমেধশতৈরিষ্ট্বা বহুবস্ত্র সুবর্ণকৈঃ ॥ ৯৪॥
গবাং কোটিযুতং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি।
অসংখ্যেয়ং ধনং দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যো মহাযশাঃ ॥ ৯৫ ॥
রাজবংশাচ্ছতগুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাঘবঃ।
চাতুর্ব্বর্ণ্যং চ লোকেঽস্মিন্ স্বেস্বে ধর্ম্মে নিয়োক্ষ্যতি।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রামো রাজ্যমুপাসিত্বা ব্রহ্মলোকং গমিষ্যতি ॥ ৯৭ ॥

ইদং পবিত্রং পাপঘ্নং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতম্।
যঃ পঠেদ্রামচরিতং সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮ ॥
এতদাখ্যানমায়ুষ্যং পঠন্ রামায়ণং নরঃ।
সপুত্রপৌত্রঃ সগণঃ প্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥ ৯৯ ॥
পঠন্দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
ক্ষত্রস্তথাভূমিপতিত্বমায়াৎ।
বণিগ্ জনঃ পণ্যফলত্বমীয়া-
জ্জনশ্চশূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ ॥ ১০০ ॥

ইত্যার্ষে শ্রীমদ্রামায়ণে বাল্মিকীয়ে আদিকাব্যে
নারদবাক্যে সংক্ষিপ্তঃ প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

ক্ষিক হইয়া উঠিল। আমর রোগ ও দুর্ভিক্ষ ভয় দূরীভূত হইল। পুত্রের মৃত্যু আর কাহাকে দেখিতে হইল না। প্রতিব্রতা স্ত্রী আর বিধবা হইল না। অগ্নি হইতে কোনরূপ ভয় থাকিল না। জন্তু সমূহ জলে আর নিমগ্ন হইবে না, বাত হইতে আর কোন ভয় নাই এবং জ্বরা আর কাহাকেও আক্রমণ করিবে না। নগর ও রাষ্ট্রসমূহ ধন ধান্যযুক্ত হইল: সকলেই নিত্য বহুবস্ত্র ও সুবর্ণ সমাযুক্ত অশ্বমেধের যজ্ঞ সমাহিত করিবে। লোক সমূহ ব্রাহ্মণদিগকে কোটি কোটি ধেনু এবং অসঙ্খ্য ধনদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫।

রঘুনাথ রাজবংশ হইতে শতগুণ রাজা সংস্থাপন করিলেন এবং ইহলোকে চারি বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োজিত করিলেন, তিনি দশসহস্র ও দশ শত বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, যে ব্যক্তি এই বেদ সম্মিত পাপঘ্ন পরম পবিত্র শ্রীরামচরিত্র শ্রবণ করে সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, মনুষ্য এই রামায়ণ আখ্যান পাঠ করিয়া সপুত্র-পৌত্র ও সজন পরিবৃত হইয়া স্বর্গে গমন করে। ব্রাহ্মণ পাঠ করিলে বাগ্মীতা প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয় ভূমিপতিত্ব লাভ করেন, বণিক্ শস্য ও ফলপ্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও মহত্ব লাভ করে। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

ইতি বাল্মিকীর আদি কাব্যে রামায়ণে নারদ প্রোক্ত সংক্ষিপ্ত প্রথমস্বর্গ সমাপ্ত।

অথ রামাষ্টপ্রারম্ভঃ।

ভজে বিশেষসুন্দরং সমস্তপাপখণ্ডনম্।
স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং সদৈব রামমদ্বয়ম্॥ ১॥
জটাকলাপশোভিতং সমস্তপাপনাশনম্।
স্বভক্তভীতিভঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ২॥
নিজস্বরূপবোধকং কৃপাকরং ভবাপহম্।
সমং শিবং নিরঞ্জনং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ৩॥
সপ্রপঞ্চকল্পিতং হ্যনামরূপবাস্তবম্।
নিরাকৃতিং নিরাময়ং ভজেহ রামমদ্বয়ম্॥ ৪॥
নিষ্প্রপঞ্চ নির্ব্বিকল্প নির্ম্মলং নিরাময়ং।
চিদেকরূপং সততং ভজেহ রামমদ্বয়ং॥ ৫॥

রামাষ্টক প্রারম্ভঃ।

যিনি পরম সুন্দর ও সমুদায় পাপ খণ্ডন করেন, যিনি আপনার ভক্তজনের হৃদয় রঞ্জন করেন, আমি সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে সর্ব্বদাই বন্দনা করি। যিনি জটাসমূহে পরিশোভিত হইয়াছিলেন এবং যাবতীয় কল্মষ বিনষ্ট করিয়াছেন, যিনি আপনার ভক্তজনের ভবভয় ভঞ্জন করিয়াছেন আমি সেই অদ্বয় শ্রীরামকে বন্দনা করি। যিনি সকলকে আপনার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলেরই উপর কৃপা বিতরণ করেন, এবং ভববিঘ্ন অপহরণ করেন, যিনি সমদর্শী, মঙ্গলময় ও নিরঞ্জন, আমি সেই অদ্বিতীয় রামচন্দ্রকে ভজনা করি। ১। ২। ৩।

সপ্রপঞ্চ কল্পিত নামধারী, নিরাকার নিরাময় সেই অদ্বয়

ভবাব্ধিপোতরূপকং হ্যশেষদেহকল্পিতং।
গুণাকরং কৃপাকরং ভজেহ রামমদ্বয়ং॥ ৬॥
মহাবাক্যবোধকৈ র্ব্বিরাজমানবাক্পদৈঃ।
পরব্রহ্মব্যাপকং ভজেহ রামমদ্বয়ং॥ ৭॥
শিবপ্রদং সুখপ্রদং ভবচ্ছিদং ভ্রমাপহং।
বিরাজমানদৈশিকং ভজেহ রামমদ্বয়ং॥ ৮॥

রামাষ্টকং পঠতি যঃ সুকরং সুপুণ্যং
ব্যাসেন ভাষিতমিদং শৃণু তে মনুষ্যঃ।
বিদ্যাং শ্রিয়ং বিপুলসৌখ্যমনন্তকীর্ত্তিং
সম্প্রাপ্য দেহবিলয়ে লভতে চ মোক্ষং॥৯॥

ইতি রামাষ্টকং সম্পূর্ণং।

সীতানাথকে বন্দনা করে। নিষ্প্রপঞ্চ, নির্ব্বিকল্প, নির্ম্মল, নিরাময় চিদেকরূপী অদ্বয় রাঘবকে সতত বন্দনা করি। ভবার্ণব তরণিরূপী সর্ব্বগুণাকর, করুণা-নিধি অদ্বয় সীতাপতিকে বন্দনা করি। ৪। ৫। ৬।

মহাবাক্যবোধক বাক্পদ বিরাজমান পরমব্রহ্মব্যাপক অদ্বয় দশরথাত্মজকে বন্দনা করি। মঙ্গল ও সুখপ্রদ, ভবভ্রমাপহারী, বিরাজমান, অদ্বয় ঈশ্বর শ্রীরামকে বন্দনা করি। যে মনুষ্য সুকর ও সুপুণ্য ব্যাসোক্ত এই রামাষ্টক শ্রবণ করে, সে বিদ্যা, শ্রী, বিপুল সখ্যতা এবং অনন্তকীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া দেহ বিলয় সময়ে মোক্ষলাভ করে। ৭। ৮। ৯।

ইতি শ্রীরামাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

নারায়ণ স্তবঃ।

যোগেন সিদ্ধবিবুধৈঃ পরিভাব্যমানং
লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাচিতভক্তভৃঙ্গম্।
প্রোত্তুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলিপত্রচিত্রং
গঙ্গারসং হরিপদাম্বুজমাশ্রয়েঽহম্ ॥ ১ ॥
গুম্ফন্মণিপ্রচয়ঘট্টিতরাজহংস-
সিঞ্জৎসুনূপুরযুতং পদপদ্মবৃন্তম্।
পীতাম্বরাঞ্চলবিলোলচলৎপতাকং
স্বর্ণত্রিবক্রবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ২ ॥
জঙ্ঘে সুপর্ণগলনীলমণিপ্রবৃদ্ধে
শোভাস্পদারুণমণিদ্যুতিচঞ্চুমধ্যে।
আরক্তপাদতললম্বনশোভমানে
লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৩ ॥
তে জানুনী মখপতের্ভুজমূলসঙ্গ-
রঙ্গোৎসবাবৃততড়িদ্বসনে বিচিত্রে।
চঞ্চৎপতত্রমুখনির্গতসামগীত-
বিস্তারিতাত্মযশসী চ হরেঃ স্মরামি ॥ ৪ ॥
বিষ্ণোঃ কটিং বিধিকৃতান্তমনোজভূমিং
জীবাণ্ডকোষগণসঙ্গদুকূলমধ্যাম্।
নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবস্ত্রাং
ধ্যায়েন্নিবদ্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্ ॥ ৫ ॥
শাতোদরং ভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশম্

যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা যাঁহার চিন্তা করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, যাঁহার ভক্তরূপ ভৃঙ্গেরা তুলসী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, যাঁহার সাতিশয়, রক্তবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ পত্রদ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঈদৃশ হরিপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। ১।

বিষ্ণুর যে চরণ-কমলবৃন্ত, গুম্ফিত মণিসমূহ দ্বারা ঘট্টিত ও রাজহংসের ন্যায় শব্দায়মান শোভন নূপুরে সুসজ্জিত রহিয়াছে, যাহা পীত বসনের চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা প্রচলিত পতাকার ন্যায় শোভা পাইতেছে, যাহাতে সুবর্ণনির্ম্মিত ত্রিবক্র বলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণ-কমল-বৃন্ত স্মরণ করি। ২। যাহা গরুড়ের গলদেশস্থ নীলকান্ত মণির সদৃশ, যাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবর্ণ-মণি-তুল্য চঞ্চুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার নিম্নে লম্বমান ঈষৎ রক্তবর্ণ-পদতল শোভা পাইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের লোচনের আনন্দদায়ক, হরির সেই জঙ্ঘাদ্বয় স্মরণ করি। ৩।

উৎসবার্থ স্কন্ধদেশে অর্পিত বিদ্যুৎসদৃশ পীতবসন পতিত হওয়াতে যাহা বিচিত্রবর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড়মুখে বিনির্গত সামগান দ্বারা যাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তার হইতেছে। বিষ্ণুর সেই জানুদ্বয় স্মরণ করি। ৪।

যাহা বিধাতা যম ও কন্দর্পের আধার অর্থাৎ যাহা সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ, ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসন রূপে যেখানে অবস্থান করিতেছে, জীবগণের বীজের আধার সংযুক্ত দুকূল যে স্থলে শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত বিষ্ণুর কটিদেশ চিন্তা করি। ৫।

আবর্ত্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্মপদ্মম্।
নাড়ীনদীগণরসোত্থসিতান্ত্রসিন্ধুং
ধ্যায়েহণ্ডকোষনিলয়ং তনুলোমরেখম্॥ ৬॥

বক্ষঃ পয়োধিতনয়াকুচকুঙ্কুমেন
হারেণ কৌস্তুভমণিপ্রভয়া বিভাতম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্ম হরিচন্দনজপ্রসূন-
মালোচিতং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥ ৭॥

বাহূ সুবেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদি-
শোভাস্পদৌ দুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ।
তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ-
তেজোজিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি॥ ৮॥

বামৌ ভুজৌ মুররিপোধৃতপদ্মশঙ্খৌ
শ্যামৌ করীন্দ্রকরবন্মণিভূষণাঢ্যৌ।
রক্তাঙ্গুলিপ্রচয়চুম্বিতজানুমধ্যৌ
পদ্মালয়াপ্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি॥ ৯॥

কণ্ঠং মৃণালমমলং মুখপঙ্কজস্য
লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্।
কিংবা বিমুক্তিবসমন্ত্রকসৎফলস্য
বৃন্তং চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥ ১০॥

রক্তাম্বুজং দশনহাসবিকাশরম্যং
রক্তাধরৌষ্ঠবরকোমলবাক্সুধাঢ্যম্।
সম্মানসোদ্ভবচলেক্ষণপত্রচিত্রং
লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥ ১১॥

শূরাত্মজাবসথগন্ধবিদং সুনাশং
ভ্রূপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্ম্মদক্ষম্।
কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়প্রকাশং
সংচিন্তয়ামি হরিবক্ত্রবিলাসদক্ষম্॥ ১২॥

যাহাতে ত্রিবলি শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ত্ত সদৃশ নাভিসরোবরে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ পদ্ম বিকসিত হইয়া রহিয়াছে, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস দ্বারা অন্ত্ররূপ সিন্ধু উৎপন্ন হইতেছে, যাহা ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, যাহাতে সূক্ষ্ম লোমরাজি শোভা সম্পাদন করিতেছে, ভগবানের সেই সুন্দর উদর স্মরণ করি। ৬।

লক্ষ্মীর কুচকুঙ্কুমদ্বারা, হার দ্বারা ও কৌস্তুভমণির প্রভা দ্বারা বিরাজমান শ্রীবৎসাঙ্কিত হরিচন্দনজাত কুসুমমালা দ্বারা বিভূষিত পরম রমণীয় ভগবানের বক্ষঃস্থল স্মরণ করি। ৭।

যে বাহুদ্বয়, সুবেশের আধার ও বলয় অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা শোভমান, যে বাহুদ্বয়, দুর্দান্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছে; যে বাহুদ্বয়, গদা ও সুদর্শন চক্রের তেজো দ্বারা সকলকে অভিভব করিতেছে, ভগবানের সেই সুললিত দক্ষিণ বাহুযুগল মনো দ্বারা স্মরণ করি। ৮।

মুরারিপুর যে বাম ভুজদ্বয় করিকর সদৃশ শ্যামবর্ণ ও শঙ্খ-পদ্ম-ধারী, যাহাতে মণিভূষণ শোভা পাইতেছে, যাহার রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসমূহ জানু স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মালয়ার প্রিয় সেই মনোহর করযুগল স্মরণ করি। ৯। মুখপদ্মের মৃণালস্বরূপ নির্ম্মল রেখাত্রয়যুক্ত বনমালাবিভূষিত ও মুক্তাবস্থার অঙ্কুরের মন্ত্ররূপ রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ পরম সুন্দর ভগবানের কণ্ঠ নিরন্তর ধ্যান করি। ১০।

রক্তপদ্মসদৃশ, রক্তাধরোষ্ঠ দ্বারা কমনীয়, হাস্যকালে দশন বিকাশ হওয়াতে পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনঃপ্রীতিকর, চঞ্চল-নয়নপত্রদ্বারা চিত্রিত, লোকের মনোহর হরির বদন-কমল স্মরণ করি। ১১।

যাহা হইতে যম সদনের গন্ধও আঘ্রাণ করিতে হয় না, যাহার সন্নিধানে উত্তম নাসিকা শোভা পাইতেছে, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, যাহা হইতে মদন মহোৎসব প্রকাশ হইয়া থাকে, যদ্দর্শনে কমলার হৃদয় বিকসিত হয়, হরির মুখপঙ্কজে যাহা শোভমান হইতেছে, সেই ভ্রূপল্লব স্মরণ করি। ১২।

কর্ণৌ লসন্মকরকুণ্ডলগণ্ডলোলৌ
নানাদিশাঞ্চ নভসশ্চ বিকাসগেহৌ।
লোলালকপ্রচয়চুম্বনকুঞ্চিতাগ্রৌ
লগ্নোত্তরের্মণিকিরীটকটে স্মরামি ॥ ১৩ ॥
ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগন্ধ-
গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষিসখাম্।
ব্রহ্মৈকধামমণিকান্তকিরীটযুষ্টং
ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্য ॥ ১৪ ॥
শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবদ্ধং
নানাসুগন্ধিকুসুমৈঃ স্বজনাদরেণ।
দীর্ঘং রমাহৃদয়গাশমনং ধুনন্তং
ধ্যায়েদম্বুবাহরুচিরং হৃদয়াব্জমধ্যে ॥ ১৫ ॥
মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং
সুভ্রূন্নশং শক্রচাপেকমানম্।
লোকাতীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং
বিদ্যুচ্চেলঞ্চাশ্রয়েহহং ত্বপূর্ব্বম্ ॥ ১৬ ॥
দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা
পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্।
লোভাক্রান্তং শোকমোহাধিবিদ্ধং
কৃপাদৃষ্ট্যা পাহি মাং বাসুদেব। ॥ ১৭ ॥
যে ভক্ত্যাদ্যাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাং
ব্যক্তিং বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোকপুষ্পৈঃ
স্তুত্বা নত্বা পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ
শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়ান্তি ॥ ১৮ ॥
পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতং।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরং ॥ ১৯ ॥
পঠন্তি যে মহাভাগাস্তে মুচ্যন্তেহহসোহখিলাৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফলপ্রদং ॥ ২০ ॥
॥ ইতি নারায়ণ স্তোত্রং সম্পূর্ণং ॥

গণ্ডস্থলে চঞ্চলমকরাকার কুণ্ডল দ্বারা যাহা বিভূষিত রহিয়াছে, যাহা দ্বারা নানাদিক্ ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত হয়, যাহার অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-সমূহ স্পর্শে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, যাহা মণিময়-কিরীট-প্রান্তে সংলগ্ন রহিয়াছে, হরির ঈদৃশ কর্ণদ্বয় স্মরণ করি। ১৩

যাহা বিচিত্র তিলকদ্বারা বিভূষিত, প্রিয় ও মনোহরগন্ধ-বিশিষ্ট-গোরোচনায় রচিত পত্রাবলি দ্বারা যাহা কামিনীর নয়ন-সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, যাহা ব্রহ্মের একমাত্র আশ্রয়, যেখানে মণিময় রমণীয় কিরীট রহিয়াছে, যাহা সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করে, ঈশ্বর হরির তাদৃশ ললাট স্মরণ করি। ১৪

স্বজনগণ কর্ত্তৃক সমাদর পূর্ব্বক নানা সুগন্ধি কুসুম দ্বারা বদ্ধ, কুটিল, দীর্ঘ, লক্ষ্মীর মনোভব-নিবারণকারী, (বায়ু দ্বারা ঈষৎ) কম্পিত, কৃষ্ণমেঘের ন্যায় রুচির, শ্রীবাসুদেবের কেশপাশ, হৃৎপদ্মমধ্যে চিন্তা করি। ১৫

যাঁহার শরীর মেঘের ন্যায়, যাঁহার (নয়নদ্বয়) চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, ইন্দ্রধনুঃসদৃশ যাঁহার শোভন ভ্রূযুগল, যাঁহার নাসিকা দীর্ঘ, যাঁহার পদ্মের সদৃশ সুদীর্ঘ নয়নদ্বয়, যাঁহার পীত বসন বিদ্যুৎসদৃশ, ঈদৃশ অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করি। ১৬।

আমি অতি দীন ও বেদবিহিত-সেবাদিবিহীন। আমার শরীর পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও মানসী ব্যথা দ্বারা অভিভূত। অতএব বাসুদেব! কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। ১৭।

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুর এই আদ্য মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ষোড়শ-শ্লোক-রূপ পুষ্প দ্বারা স্তব করিয়া নমস্কার ও পূজা করিবে, সেই সকল বিধিজ্ঞ ব্যক্তিরা শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিবে। ১৮।

পদ্মা কর্ত্তৃক কথিত শিবপ্রোক্ত এই (স্তব) অতীব পবিত্র ধন্য যশস্কর আয়ুষ্য স্বর্গফলদায়ক ও পরম স্বস্ত্যয়ন। ১৯

এই লোকে, পরলোকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ রূপ ফলপ্রদ। যে সকল মহাত্মারা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। ২০।

ইতি নারায়ণ স্তোত্র সমাপ্তঃ।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততঃ সলক্ষ্মণো রামঃ শনৈঃ পম্পাসরস্তটম্।
আগত্য সরসাং শ্রেষ্ঠং দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাযযৌ ॥ ১ ॥
ক্রোশমাত্রং সুবিস্তীর্ণমগাধামলশম্বরম্।
উৎফুল্লাম্বুজকহ্লারকুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকাদিশোভিতম্।
জলকুক্কুটকোযষ্টিক্রৌঞ্চনাদোপনাদিতম্ ॥ ৩ ॥
নানাপুষ্পলতাকীর্ণং নানাফলসমাবৃতম্।
সতাং মনঃস্বচ্ছজলং পদ্মকিংজল্কবাসিতম্ ॥ ৪ ॥
তত্রোপস্পৃশ্য সলিলং পীত্বা শ্রমহরং বিভুঃ।
সানুজঃ সরসস্তীরে শীতলেন পথা যযৌ ॥ ৫ ॥
ঋষ্যমূকগিরেঃ পার্শ্বে গচ্ছন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
ধনুর্ব্বাণকরৌ দান্তৌ জটাবল্কলমণ্ডিতৌ।
পশ্যন্তৌ বিবিধান্ বৃক্ষান্ গিরেঃ শোভাং সুবিক্রমৌ ॥ ৬ ॥
সুগ্রীবস্তু গিরের্মূর্দ্ধ্নি চতুর্ভিঃ সহ বানরৈঃ।
স্থিত্বা দদর্শ তৌ যান্তৌ আরুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭
ভয়াদাহ হনূমন্তং কৌ তৌ বীরবরৌ? সখে!
গচ্ছ জানীহি ভদ্রং তে বটুর্ভূত্বা দ্বিজাকৃতিঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ ধীরে ধীরে পম্পা সরোবর তীরে গমন পূর্ব্বক তাহার অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন। সেই সরোবর ক্রোশ পরিমাণে বিস্তীর্ণ; তাহার সলিল অগাধ ও অতীব নির্ম্মল; তাহাতে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি কুসুম সকল বিকশিত থাকায় অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে এবং হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক্ প্রভৃতি পক্ষিগণ সমাকীর্ণ সেই মহাসরোবরে কোযষ্টি, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ কলনাদ করিতেছে। তাহার কুলপ্রদেশ বিবিধ ফল কুসুম শোভিত লতাজালে সমাবৃত; সৎপুরুষের অন্তঃকরণ সদৃশ নির্ম্মল সেই সলিল বিকচ-কমল ফুলের কিঞ্জল্ক সম্পর্কে অতিমাত্র সুবাসিত হইয়াছে। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ সেই সরোবরের সুশীতল সলিল পান দ্বারা শ্রম নিবারণ করিয়া ছায়ার শীতল পথে গমন করিতে লাগিলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

জটাবল্কল বিভূষিত ধনুর্ব্বাণধর বিক্রমশালী ইন্দ্রিয় সুখ পরাঙ্মুখ রাম ও লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্ব্বতের পার্শ্বে গমন করিতে করিতে বিবিধ বৃক্ষরাজি ও মহীধরের শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ৬।

সুগ্রীব, হনূমান্ প্রভৃতি চারিটী বানরের সহিত সেই পর্ব্বতোপরি বাস করিতেছিলেন। সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে মহীধরের শিখর দেশে আরোহণ পূর্ব্বক হনূমান্‌কে কহিলেন "হে সখে! এই দুইটী বীরশ্রেষ্ঠ কে?—তুমি ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ পূর্ব্বক জানিয়া আইস। তোমার মঙ্গল হউক। উহারা কি আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বালি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আগমন করিয়াছে? যাহা

বালিনা প্রেষিতৌ কিম্বা মাং হন্তুং সমুপাগতৌ।
তাভ্যাং সম্ভাষণং কৃত্বা জানীহি হৃদয়ং তয়োঃ ॥৯
যদি তৌ দুষ্টহৃদয়ৌ সংজ্ঞাং কুরু করাগ্রতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা এবং জানীহি নিশ্চয়ম্ ॥ ১০ ॥
তথেতি বটুরূপেণ হনুমান্ সমুপাগতঃ।
বিনয়াবনতো ভূত্বা রামং নত্বেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
কৌ যুবাং পুরুষব্যাঘ্রৌ যুবানৌ বীরসম্মতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রভয়া ভাস্করাবিব ॥ ১২
যুবাং ত্রৈলোক্যকর্ত্তারাবিতি ভাতি মনো মম।
যুবাং প্রধানপুরুষৌ জগদ্ধেতু জগন্ময়ৌ ॥ ১৩ ॥
মায়য়া মানুষাকারৌ চরন্তাবিব লীলয়া।
ভূভারহরণার্থায় ভক্তানাং পালনায় চ ॥ ১৪ ॥

অবতীর্ণাবিহ পরৌ চরন্তৌ ক্ষত্রিয়াকৃতী।
জগৎস্থিতিলয়ৌ সর্ব্বং লীলয়া কর্ত্তুমুদ্যতৌ ॥ ১৫॥
স্বতন্ত্রৌ প্রেরকৌ সর্ব্বহৃদয়স্থাবিহেশ্বরৌ।
নরনারায়ণৌ লোকে চরন্তাবিতি মে মতিঃ ॥ ১৬ ॥
শ্রীরামো লক্ষ্মণং প্রাহ পশ্যৈনং বটুরূপিণম্।
শব্দশাস্ত্রমশেষেণ শ্রুতং নূনমনেকধা ॥ ১৭ ॥
অনেন ভাষিতং কৃৎস্নং ন কিঞ্চিদপশব্দিতম্।
ততঃ প্রাহ হনুমন্তং রাঘবো জ্ঞানবিগ্রহঃ ॥ ১৮ ॥
অহং দাশরথী রামস্ত্বয়ং মে লক্ষ্মণোঽনুজঃ।
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পিতুর্ব্বচনগৌরবাৎ ॥ ১৯ ॥
আগতস্তত্র বিপিনে স্থিতোঽহং দণ্ডকে দ্বিজ।
তত্র ভার্য্যা হৃতা সীতা রক্ষসা কেনচিন্মম।
তামন্বেষ্টু মিহায়াতৌ ত্বং কো বা কস্য বা বদ ॥২০

হউক সম্ভাষণ করিয়া উহাদিগের হৃদয় অবগত হও। যদি উহারা দুষ্ট বুদ্ধিতে আগমন করিয়া থাকে, তবে হস্ত সঙ্কেতে আমাকে অবগত করাইবে। তুমি বিনয় নম্র হইয়া উহাদিগের সহিত আলাপ করিবে”। ৭। ৮। ৯। ১০।

হনুমান্ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ও বিনয়াবনত হইয়া কহিলেন “আপনারা কে? সূর্য্য যেমন প্রভাদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করেন—আপনারাও সেই রূপে দশদিক্ আলোকিত করিতেছেন। আপনাদিগের আকারে সম্পূর্ণ বীরভাব লক্ষিত হইতেছে। আপনাদিগকে দেখিলে অসাধারণ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হয়। আমার বোধ হয় আপনারা ত্রিলোকের অধীশ্বর ও জগতের একমাত্র কারণ—জগন্ময় প্রধান পুরুষ অর্থাৎ নারায়ণের অবতার, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বসুমতী-ভার বিমোচন ও ভক্তগণের প্রতিপালন নিমিত্ত মায়া প্রভাবে মনুষ্যভাবে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয়াকারে বিচরণ করিতেছেন। আমার বোধ হয় আপনারা জগতের স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ—সেই স্বাধীন সর্ব্বলোক হৃদয়বাসী নরনারায়ণ, লীলা প্রকাশের নিমিত্ত এই জগতে বিচরণ করিতেছেন”। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন “হে বৎস! দেখ এই ব্রাহ্মণ কিরূপ শব্দ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্, যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিল তাহার একটিও অপভ্রংশ শব্দ নহে”। অনন্তর হনুমান্‌কে কহিলেন “হে ব্রাহ্মণ! আমি মহারাজ দশরথের পুত্র রাম, ইনি আমার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ, পিতৃ বাক্য পালন নিমিত্ত ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছিলাম। সেই কাননে কোন রাক্ষস আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। তুমি কে? কাহার প্রেরিত? সবিস্তার বর্ণনা কর”। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

বটুরুবাচ।

সুগ্রীবো নাম রাজা যো বানরাণাং মহামতিঃ।
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গিরিমূর্দ্ধনি তিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥
ভ্রাতা কনীয়ান্ সুগ্রীবো বালিনঃ পাপচেতসঃ।
তেন নিষ্কাশিতো ভার্য্যা হৃতা তস্যেহ বালিনা ২৩
তস্তয়াদৃষ্যমূকাখ্যং গিরিমাশ্রিত্য সংস্থিতঃ।
অহং সুগ্রীবসচিবো বায়ুপুত্রো মহামতে! ॥ ২৩ ॥
হনুমান্নাম বিখ্যাতো অঞ্জনাগর্ভসম্ভবঃ।
তেন সখ্যং ত্বয়া যুক্তং সুগ্রীবেণ রঘূত্তম! ॥ ২৪ ॥
ভার্য্যাপহারিণং হন্তুং সহায়স্তে ভবিষ্যতি।
ইদানীমেব গচ্ছাম আগচ্ছ যদি রোচতে ॥ ২৫ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অহমপ্যাগতস্তেন সখ্যং কর্ত্তুং কপীশ্বর!।
সখ্যুস্তস্যাপি যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥
হনুমান্ স্বস্বরূপেণ স্থিতো রামমথাব্রবীৎ।
আরোহতাং মম স্কন্ধৌ গচ্ছামঃ পর্ব্বতোপরি ।২৭
যত্র তিষ্ঠতি সুগ্রীবো মন্ত্রিভির্বালিনো ভয়াৎ।
তথেতি তস্যারুরোহ স্কন্ধং রামোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥২৮
উৎপপাত গিরের্মূর্দ্ধ্নি ক্ষণাদেব মহাকপিঃ।
বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য স্থিতৌ তৌ রামলক্ষ্মণৌ ২৯
হনুমানপি সুগ্রীবমুপগম্য কৃতাঞ্জলিঃ।
ব্যেতু তে ভয়মায়াতৌ রাজন্! শ্রীরামলক্ষ্মণৌ ॥৩০
শীঘ্রমুত্তিষ্ঠ রামেণ সখ্যং তে যোজিতং ময়া।
অগ্নিং সাক্ষিণমারোপ্য তেন সখ্যং দ্রুতং কুরু ॥৩১
ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবঃ সমাগম্য রঘূত্তমম্।
বৃক্ষশাখাং স্বয়ং ছিত্ত্বা বিষ্টরায় দদৌ মুদা ॥ ৩২ ॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন, "বানরগণের অধীশ্বর মহাত্মা সুগ্রীব চারিটী মন্ত্রির সহিত এই পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা সুগ্রীব পাপচিত্ত বালির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বালি সুগ্রীবকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে। আমি সুগ্রীবের সচিব—অঞ্জনা গর্ভসম্ভূত সমীরণাত্মজ—নাম হনূমান্। বালি ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছি। হে রামচন্দ্র! আপনি সেই সুগ্রীবের সহিত মৈত্রী করুন, তিনি আপনার শত্রু-বধে সহায় হইবেন। যদি ইচ্ছা হয় তবে আগমন করুন বিলম্ব করিবেন না"। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন "হে কপীশ্বর! আমি সুগ্রীবের সহিত সখ্য করিতেই আগমন করিয়াছি। আমার সহিত তাঁহার সখ্য সংস্থাপন হইলে আমি তাহার প্রিয়কার্য্য অর্থাৎ বালি বধ নিশ্চয় করিব"। অনন্তর হনুমান্ স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন "আপনারা আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন আপনাদিগকে পর্ব্বতোপরি লইয়া যাইব। তথায় মন্ত্রিগণের সহিত সুগ্রিব বালিভয়ে অবস্থান করিতেছেন"। অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ হনূমানের স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। মহাবল হনূমান্ ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে পর্ব্বতোপরি লইয়া বৃক্ষছায়ায় অবস্থান করাইল। পরে সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "হে রাজন্! আপনি ভয় পরিত্যাগ করুন, শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ আগমন করিয়াছেন, শীঘ্র গমন পূর্ব্বক অগ্নি সাক্ষি করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করুন। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। অনন্তর সুগ্রীব অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া রামের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বয়ং বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়া রামচন্দ্রকে আসন প্রদান করিলেন। হনূমান্ও এক বৃক্ষশাখা ছেদন করিয়া লক্ষ্মণকে উপবেশন

হনূমান্ লক্ষ্মণায়াদাৎ সুগ্রীবায় চ লক্ষ্মণঃ।
হর্ষেণ মহতা বিষ্টাঃ সর্ব্ব এবাবতস্থিরে ॥ ৩৩ ॥
লক্ষ্মণস্ত্বব্রবীৎ সর্ব্বং রামবৃত্তান্তমাদিতঃ।
বনবাসাভিগমনং সীতাহরণমেব চ ॥ ৩৪ ॥
লক্ষ্মণোক্তং বচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ।
অহং করিষ্যে রাজেন্দ্র! সীতায়াঃ পরিমার্গণম্ ॥৩৫
সাহায্যমপি তে রাম! করিষ্যে শত্রুঘাতিনঃ।
শৃণু রাম! মমাদৃষ্টং কিঞ্চিত্তে কথয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
একদা মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং স্থিতোঽহং গিরিমূর্দ্ধনি।
বিহায়সা নীয়মানাং কেনচিৎপ্রমদোত্তমাম্ ॥৩৭॥
ক্রোশন্তী রামরামেতি দৃষ্ট্বাস্মান্ পর্ব্বতোপরি।
আমুচ্যাভরণান্যাশু স্বোত্তরীয়েণ ভামিনী ॥ ৩৮ ॥
নিরীক্ষ্যাধঃ পরিত্যজ্য ক্রোশন্তী তেন রক্ষসা।
নীত্বাহং ভূষণান্যাশু গুহায়ামক্ষিপং প্রভো! ॥৩৯॥

ইদানীমপি পশ্য ত্বং জানীহি তব বা নবা।
ইত্যুক্ত্বানীয় রামায় দর্শয়ামাস বানরঃ ॥ ৪০ ॥
বিমুচ্য রামস্তদ্দৃষ্ট্বা হা সীতেতি মুহুর্মুহুঃ।
হৃদি নিক্ষিপ্য তৎসর্ব্বং রুরোদ প্রাকৃতো যথা ॥৪১
আশ্বাস্য রাঘবং ভ্রাতা লক্ষ্মণো বাক্যমব্রবীৎ।
অচিরেণৈব তে রাম! প্রাপ্যতে জানকী শুভা।
বানরেন্দ্রসহায়েন হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৪২ ॥
সুগ্রীবোঽপ্যাহ হে রাম! প্রতিজ্ঞাং করবাণি তে।
সমরে রাবণং হত্বা তব দাস্যামি জানকীম্ ॥ ৪৩ ॥
ততো হনূমান্ প্রজ্বাল্য তয়োরগ্নিসমীপতঃ।
তাবুভৌ রামসুগ্রীবাবগ্নৌ সাক্ষিণি তিষ্ঠতি ॥ ৪৪॥
বাহূ প্রসার্য্য চালিঙ্গ্য পরস্পরমকল্মষৌ।
সমীপে রঘুনাথস্য সুগ্রীবঃ সমুপাবিশৎ ॥ ৪৫ ॥

করাইলেন। লক্ষ্মণও তাহার এক দেশে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। লক্ষ্মণ রামের বনবাস ও সীতা হরণ প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সুগ্রীব লক্ষ্মণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন "হে রামচন্দ্র! আমি সীতার অন্বেষণ ও আপনার শত্রু বিনাশে বিশেষ সাহায্য করিব। হে রামচন্দ্র! আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা সবিস্তরে কহিতেছি শ্রবণ করুন।

একদা আমি মন্ত্রিগণের সহিত পর্ব্বতোপরি অবস্থান করিতেছিলাম, সেই সময়ে এক পাপাত্মা একটী রমণীকে হরণ করিয়া আকাশ পথে গমন করিতেছিল। সেই বরবর্ণিনী হা রাম! হা রাম! বলিয়া রোদন করিতে করিতে আমাদিগকে দর্শন করিয়া অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক উত্তরীয়ার্দ্ধে বন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হে প্রভো! আমি সেই আভরণ গুলি লইয়া গুহা মধ্যে রক্ষা করিয়াছি; এখন আপনি দর্শন করুন ঐ গুলি সীতার আভরণ কি না। অনন্তর সুগ্রীব বস্ত্র বদ্ধ অলঙ্কার গুলি শ্রীরামচন্দ্রকে প্রদান করিলেন। রামচন্দ্র বস্ত্র গ্রন্থি শিথিল করিয়া সীতার অলঙ্কার বলিয়া স্থির করিলেন এবং তাহা হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সামান্য মনুষ্যের মত 'হা সীতা হা সীতা'! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১।

লক্ষ্মণ শ্রীরামকে সান্ত্বনা করতঃ কহিলেন "হে আর্য্য! আপনি শোক করিবেন না, বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সাহায্যে আমরা অচিরে রাবণ বিনাশ পূর্ব্বক জানকীকে লাভ করিব"। সুগ্রীবও কহিলেন "হে রামচন্দ্র! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি সংগ্রামে রাবণকে বিনাশ করিয়া আপনার জানকী আপনাকে দিব।" অনন্তর হনূমান্ অগ্নি প্রজ্বলিত করিলে রাম ও সুগ্রীব পরস্পর বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন। পরে সুগ্রীব রামের নিকট উপবেশন করিয়া আত্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে

স্বোদন্তং কথয়ামাস প্রণয়াদ্রঘুনায়কে।
সখে! শৃণু মদ্বোদন্তং বালিনা যৎকৃতং পুরা ॥ ৪৬ ॥
ময়পুত্রোঽথ মায়াবী নাম্না পরমদুর্মদঃ।
কিষ্কিন্ধ্যাং সমুপাগত্য বালিনং সমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
সিংহনাদেন মহতা বালী তু তদমর্ষণঃ।
নির্যযৌ ক্রোধতাম্রাক্ষো জঘান দৃঢ়মুষ্টিনা ॥ ৪৮ ॥
দুদ্রাব তেন সংবিগ্নো জগাম স্বগুহাং প্রতি।
অনুদুদ্রাব তং বালী মায়াবিনমহং তথা।
ততঃ প্রবিষ্টমালোক্য গুহাং মায়াবিনং রুষা ॥ ৪৯ ॥
বালী মামাহ তিষ্ঠ ত্বং বহির্গচ্ছাম্যহং গুহাম্।
ইত্যুক্ত্বাবিশ্য স গুহাং মাসমেকং ন নির্যযৌ ॥ ৫০ ॥
মাসাদূর্দ্ধং গুহাদ্বারান্নির্গতং রুধিরং বহু।
তদ্দৃষ্ট্বা পরিতপ্তাঙ্গো মৃতো বালীতি দুঃখিতঃ ॥ ৫১ ॥
গুহাদ্বারি শিলামেকাং নিধায় গৃহমাগতঃ।
ততোঽব্রুবং মৃতো বালী গুহায়াং রক্ষসা হতঃ ॥ ৫২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা দুঃখিতাঃ সর্ব্বে মামনিচ্ছন্তমপ্যুত।
রাজ্যেঽভিষেচনং চক্রুঃ সর্ব্বে বানরমন্ত্রিণঃ ॥ ৫৩ ॥
শিষ্টং তদা ময়া রাজ্যং কিঞ্চিৎকালমরিন্দম।
ততঃ সমাগতো বালী মামাহ পরুষং রুষা ॥ ৫৪ ॥
বহুধা ভৎর্সয়িত্বা মাং নিজঘান চ মুষ্টিভিঃ।
ততো নির্গত্য নগরাদধাবং পরয়া ভিয়া ॥ ৫৫ ॥
লোকান্ সর্ব্বান্ পরিক্রম্য ঋষ্যমূকং সমাশ্রিতঃ
ঋষেঃ শাপভয়াৎ সোঽপি নায়াতীমং গিরিং প্রভো!
তদাদি মম ভার্য্যাং স স্বয়ং ভুংক্তে বিমূঢ়ধীঃ।
অতো দুঃখেন সন্তপ্তো হৃতদারো হৃতাশ্রয়ঃ ॥ ৫৭ ॥

লাগিলেন—হে সখে! পূর্ব্বে বালি আমাকে যে রূপে নিগ্রহ করিয়াছে তাহা শ্রবণ করুন।

অতি মায়াবী পরমদুর্ম্মদ নামক ময়পুত্র অসুর কিষ্কিন্ধ্যা নগরে আগমন করিয়া সিংহনাদ করত বালিকে সমরে আহ্বান করিল; বালি তাহার সিংহ নাদে উত্তেজিত হইয়া অতিমাত্র ক্রোধভরে নির্গত হইল ও সুদৃঢ় মুষ্টি দ্বারা তাহাকে প্রহার করিল। মায়াবী সেই মুষ্টি প্রহারে অতিশয় ব্যথিত হইয়া আপনার গুহায় প্রবেশ করিল। বালী ও আমি তাহার অনুসরণ করিলাম। অনন্তর অসুরকে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বালী আমাকে কহিল "তুমি গুহাদ্বারে অবস্থান কর আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করি" এই বলিয়া সে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল; আমি এক মাস গুহাদ্বারে অবস্থান করিলাম, কিন্তু বালী ইহার মধ্য হইতে নির্গত হইল না। এক মাসের পর গুহা হইতে প্রভূত শোণিত নির্গত হইল। আমি তদ্দর্শনে বালীর মরণ অবধারণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। অনন্তর এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা গুহামুখ রুদ্ধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলাম—রাক্ষস গুহামধ্যে বালীকে নিহত করিয়াছে; তাহা শ্রবণ করিয়া সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইল। আমি অনিচ্ছুক হইলেও মন্ত্রিগণ আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল। ৪২ ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩।

"হে শত্রুনিসূদন! আমি কিঞ্চিৎ কাল রাজ্য শাসন করিতে লাগিলাম। অনন্তর বালী সমাগত হইয়া আমাকে পরুষ বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া মুষ্টি প্রহার করিল। আমি ভয়ে নগর হইতে বহির্গত হইয়া সমস্ত লোক পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এক্ষণে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বাস করিতেছি। বালী ঋষির শাপে এই পর্ব্বতে আগমন করিতে সক্ষম নহে। হে প্রভো! ঐ বিমূঢ় সেই পর্য্যন্ত আমার ভার্য্যাকে ভোগ করিতেছে। আমি

বসাম্যত্র ভবৎপাদসংস্পর্শাৎ সুখিতোঽস্ম্যহম্।
মিত্রদুঃখেন সন্তপ্তো রামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৮ ॥
হনিষ্যামি তব দ্বেষ্যং শীঘ্রং ভার্য্যাপহারিণম্।
ইতি প্রতিজ্ঞামকরোৎ সুগ্রীবস্য পুরস্তদা ॥ ৫৯ ॥
সুগ্রীবোঽপ্যাহ রাজেন্দ্র ! বালী বলবতাং বলী।
কথং হনিষ্যতি ভবান্ দেবৈরপি দুরাসদম্ ॥ ৬০ ॥
শৃণু তে কথয়িষ্যামি তদ্বলং বলিনাম্বর !।
কদাচিদ্দুন্দুভির্নাম মহাকায়ো মহাবলঃ ॥ ৬১ ॥
কিষ্কিন্ধ্যামগমদ্রাম ! মহামহিষরূপধৃক্।
যুদ্ধায় বালিনং রাত্রৌ সমাহ্বয়ত ভীষণঃ ॥ ৬২ ॥
তচ্ছ্রুত্বাঽসহমানোঽসৌ বালী পরমকোপনঃ।
মহিষং শৃঙ্গয়োর্ধৃত্বা পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৬৩ ॥
পাদেনৈকেন তৎকায়মাক্রম্যাস্য শিরো মহৎ।
হস্তাভ্যাং ভ্রাময়ংশ্ছিত্বা তোলয়িত্বাক্ষিপদ্ভুবি ॥৬৪॥
পপাত তচ্ছিরো রাম ! মাতঙ্গাশ্রমসন্নিধৌ।
যোজনাৎপতিতং তস্মান্মুনেরাশ্রমমণ্ডলে ॥ ৬৫ ॥
রক্তবৃষ্টিঃ পপাতোচ্চৈর্দৃষ্ট্বা তাং ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
মাতঙ্গো বালিনং প্রাহ যদ্যাগন্তাসি মে গিরিম্ ॥৬৬
ইতঃপরং ভগ্নশিরা মরিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
এবং শপ্তস্তদারভ্য ঋষ্যমূকং ন যাত্যসৌ ॥ ৬৭ ॥
এতজ্জ্ঞাত্বাহমপ্যত্র বসামি ভয়বর্জ্জিতঃ।
রাম ! পশ্য শিরস্তস্য দুন্দুভেঃ পর্ব্বতোপমম্ ॥৬৮॥
তৎক্ষেপণে যদা শক্তঃ শক্তস্ত্বং বালিনো বধে।
ইত্যুক্ত্বা দর্শয়ামাস শিরস্তদ্গিরিসন্নিভম্ ॥ ৬৯ ॥
দৃষ্ট্বা রামঃ স্মিতং কৃত্বা পাদাঙ্গুষ্ঠেন চাক্ষিপৎ।
দশযোজনপর্য্যন্তং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৭০ ॥

হৃতদার ও আশ্রয়বিহীন হইয়া বাস করিতেছি। অদ্য আপনার চরণ সংস্পর্শে কথঞ্চিৎ দুঃখ দূর হইল"। রাজীবলোচন রামচন্দ্র মিত্রদুঃখে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কহিলেন, "সখে! আমি শীঘ্রই তোমার ভার্য্যাপহারী শত্রুকে বিনষ্ট করিব"। । ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ । ৫৯ ।

সুগ্রীব কহিলেন, "হে রামচন্দ্র ! বালী বীরগণের মধ্যে অদ্বিতীয়, দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সক্ষম নহেন। আপনি সেই বালীকে কিরূপে বিনাশ করিবেন ? হে বীর-শ্রেষ্ঠ ! আমি বালীর বলবীর্য্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ করুন। এক সময় দুন্দুভি নামে এক মহাবল অসুর মহিষ রূপ ধারণ করিয়া রাত্রিকালে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে, বালী তাহার দর্প সহ্য না করিয়া অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক শৃঙ্গদ্বয় ধারণ করিয়া মহিষকে পৃথিবীতে পাতিত করিল। পরে এক পদ দ্বারা তাহার শরীর আক্রমণ করিয়া হস্তদ্বয় দ্বারা মস্তক ঘূর্ণিত ও ছিন্ন করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিল। সেই মস্তক এক যোজন দূরে মাতঙ্গ নামক মহর্ষির আশ্রমে পতিত হওয়ায় তথায় প্রভূত শোণিত বৃষ্টি হইল। তদ্দর্শনে মহর্ষি ক্রোধে অধীর হইয়া বালীকে কহিলেন—যদি তুমি অদ্য হইতে এই পর্ব্বতে আগমন কর তবে নিশ্চয় ভগ্ন-শিরা হইয়া কাল কবলে পতিত হইবে। মুনিশাপ বশতঃ বালী সেই অবধি ঋষ্যমূকে আগমন করিতে পারে না; আমিও তাহা জ্ঞাত হইয়া নির্ভয়ে এই পর্ব্বতে বাস করিতেছি। হে রাম! ঐ দেখুন দুন্দুভির পর্ব্বত প্রমাণ মস্তক পতিত রহিয়াছে। আপনি যদি উহা নিক্ষেপ করিতে শক্ত হন—তবে নিশ্চয় বালী বধে সক্ষম হইবেন"। এই কথা বলিয়া সুগ্রীব সেই শৈল সন্নিভ মস্তক দর্শন করাইলেন। ৬০ । ৬১ । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ । ৬৯ ।

রামচন্দ্র দুন্দুভির মস্তক দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে চরণের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহা দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ

সাধু সাধ্বিতি তং প্রাহ সুগ্রীবো মন্ত্রিভিঃ সহ ।
পুনরপ্যাহ সুগ্রীবো রামং ভক্তপরায়ণম্ ॥ ৭১ ॥
এতে তালা মহাসারাঃ সপ্ত পশ্য রঘূত্তম ! ।
একৈকং চালয়িত্বাসৌ নিঃপত্রান্ কুরুতেঽঞ্জসা ॥৭২॥
যদি ত্বমেকবাণেন বিদ্ধা ছিদ্রং করোপি চেৎ ।
হতস্ত্বয়া তদা বালী বিশ্বাসো মে প্রজায়তে ।
তথেতি ধনুরাদায় সায়কং তত্র সন্দধে ॥ ৭৩ ॥
বিভেদ চ তদা রামঃ সপ্ততালান্মহাবলঃ ।
তালান্ সপ্ত বিনির্ভিদ্য গিরিং ভূমিং চ সায়কঃ ॥৭৪
পুনরাগত্য রামস্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ ।
ততোঽতিহর্ষাৎ সুগ্রীবো রামমাহাতিবিস্মিতঃ ॥৭৫
দেব ! ত্বং জগতাং নাথঃ পরমাত্মা ন সংশয়ঃ ।
মৎপূর্ব্বকৃতপুণ্যৌঘৈঃ সঙ্গতোঽদ্য ময়া সহ ॥ ৭৬

ত্বাং ভজন্তি মহাত্মানঃ সংসারবিনিবৃত্তয়ে ।
ত্বাং প্রাপ্য মোক্ষসচিবং প্রার্থয়েঽহং কথং ভবম ?
দারাঃ পুত্রা ধনং রাজ্যং সর্ব্বং ত্বন্মায়য়া কৃতম্ ।
অতোঽহং দেবদেবেশ ! নাকাঙ্ক্ষেঽন্যৎপ্রসীদ মে
আনন্দানুভবং ত্বাদ্য প্রাপ্তোঽহং ভাগ্যগৌরবাৎ ।
মৃদর্থং যতমানেন নিধানমিব সৎপতে ! ॥ ৭৯ ॥
অনাদ্যবিদ্যাসংসিদ্ধং বন্ধনং ছিন্নমদ্য নঃ ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্মপূর্ত্তেষ্টাদিভিরপ্যসৌ ॥ ৮০ ॥
ন জীর্য্যতে পুনর্দার্ঢ্যং ভজতে সংসৃতিঃ প্রভো ! ।
ত্বৎপাদদর্শনাৎ সদ্যো নাশমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮১॥
ক্ষণার্দ্ধমপি যচ্চিত্তং ত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলম্
তস্যাজ্ঞানমনর্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৮২

করিলেন। সুগ্রীব তাহা দর্শন করিয়া মন্ত্রীগণের সহিত সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ভক্তবৎসল রামকে কহিলেন, "হে রঘুকুলতিলক ! ঐ দেখুন অগ্রে সাতটী মহাসার তাল বৃক্ষ রহিয়াছে—বালী বাহুবলে উহার এক একটীকে চালিত করিয়া পত্র বিরহিত করিতে সক্ষম। আপনি যদি এ সাতটী তালবৃক্ষ এক বাণে ছিন্ন করিতে পারেন তবেই আমার বিশ্বাস হয় যে, আপনি বালীকে নিহত করিতে পারিবেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবের বাক্য স্বীকার করিয়া ধনুর্গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে শর যোজনা করিলেন ও অনায়াসে সাতটী তাল বৃক্ষ এক বারে বিভিন্ন করিলেন। রাম-নিক্ষিপ্ত-বাণ সপ্ততাল, মহী-ধর ও ধরণী বিভিন্ন করিয়া পূর্ব্ববৎ তূণীর মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের সেই ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সুগ্রীব অতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "হে দেব ! আপনি জগতের ঈশ্বর—পরমাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই ; পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। ৭০ । ৭১ । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । মহাত্মা ব্যক্তিগণ সংসার গ্রন্থি শিথিল করিবার নিমিত্ত আপনাকে পূজা করিয়া থাকেন, আমি সেই মোক্ষপ্রদ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া কখনই সংসারে লিপ্ত হইব না—স্ত্রী, পুত্র, ধন, রাজ্য, সকলই আপনার মায়া কল্পিত। হে দেব ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি উহা প্রার্থনা করি না। মৃত্তিকার নিমিত্ত ভূমি খনন করিতে করিতে প্রভূত রত্নরাশি প্রাপ্ত হইলে লোক যেমন আনন্দানুভব করে, অদ্য ভাগ্যবলে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করিতেছি। মায়াজনিত বিষয়-বাসনারূপ বন্ধন অদ্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; যজ্ঞ, দান, তপস্যা, জলাশয়োৎসর্গাদি করিলেও যাহা শিথিল হয় না, প্রত্যুত দৃঢ়তা ভজনা করে, সেই ভয়ানক সংসার বন্ধন আপনার চরণ দর্শন মাত্র বিনষ্ট হয় । ৭৭ । ৭৮ । ৭৯ । ৮০ । ৮১ । যাহার চিত্ত চঞ্চল ভাবে তোমাকে ক্ষণকাল ধ্যান করে তাহার অনর্থ মূল অজ্ঞান একবারে বিনষ্ট হয় । ৮২ । অতএব

তত্তিষ্ঠতু মনো রাম ! ত্বয়ি নান্যত্র মে সদা ॥৮৩॥
রামরামেতি যদ্বাণী মধুরং গায়তি ক্ষণম্।
স ব্রহ্মহা সুরাপো বা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥৮৪॥
ন কাঙ্ক্ষেঽরিজয়ং রাম ! ন চ দারসুখাদিকম্।
ভক্তিমেব সদা কাঙ্ক্ষে ত্বয়ি বন্ধবিমোচনীম্ ॥৮৫॥
ত্বন্মায়াকৃতসংসারস্ত্বদংশোঽহং রঘূত্তম !।
স্বপাদভক্তিমাদিশ্য ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ ॥ ৮৬ ॥
পূর্ব্বং মিত্রার্য্যুদাসীনাস্ত্বন্মায়াবৃতচেতসঃ।
আসন্মেঽদ্য ভবৎপাদদর্শনাদেব রাঘব ! ॥ ৮৭ ॥

সর্ব্বং ব্রহ্মৈব মে ভাতি ক্ব মিত্রং ক্ব চ মে রিপুঃ।
যাবত্ত্বন্মায়য়া বদ্ধস্তাবদ্গুণবিশেষতা ॥ ৮৮ ॥
সা যাবদস্তি নানাত্বং তাবদ্ভবতি নান্যথা।
যাবন্নানাত্বমজ্ঞানাত্তাবৎকালকৃতং ভয়ম্ ॥ ৮৯ ॥
অতোঽবিদ্যা মুপাস্তে যঃ সোঽন্ধতমসি মজ্জতি।
মায়ামূলমিদং সর্ব্বং পুত্রদারাদিবন্ধনম্।
অতোৎসারয় মায়াং ত্বং দাসীং তব রঘূত্তম !॥৯০॥
ত্বৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তিস্ত্বন্নামসঙ্গীতকথাসু বাণী
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে
ত্বদঙ্গসঙ্গং লভতাং মদঙ্গম্ ॥ ৯১ ॥
ত্বন্মূর্ত্তিভক্তান্ স্বগুরুং চ চক্ষুঃ
পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ।
ত্বজ্জন্মকর্ম্মাণি চ পাদযুগ্মং
ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি ॥ ৯২

হে রামচন্দ্র ! আমার মন অন্যত্র না থাকিয়া সর্ব্বদা তোমাতে অবস্থান করুক। ৮৩।

যে ব্যক্তি মধুর স্বরে রাম রাম বলিয়া ক্ষণকাল গান করে, সে ব্রহ্মহা বা সুরাপায়ী হউক না কেন সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাম ! আমি শত্রু বিজয়, স্ত্রী ও সুখাদি কিছুই প্রার্থনা করি না, কেবল ভবপাশ বিমোচনী ত্বদ্ভক্তিই সর্ব্বদা প্রার্থনা করি। হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার অংশ এবং আপনারই মায়ায় সংসারে লিপ্ত হইয়াছি, অতএব স্বীয় পাদপদ্মে ভক্তি প্রদান করিয়া এই ভবপাশ হইতে মোচন করুন। পূর্ব্বে কাহাকে মিত্র—কাহাকে শত্রু ও কোন ব্যক্তিকে বা উদাসীন বলিয়া বিবেচনা করিতাম, যেহেতু আপনার মায়ায় আবৃত ছিলাম। এক্ষণে আপনার চরণ দর্শনে সকল পদার্থ ব্রহ্মময় বলিয়া বিবেচনা করিতেছি আর কেহই আমার মিত্র বা শত্রু নাই। লোক যত দিন আপনার মায়ায় আবৃত থাকে তাবৎ কাল জগতে কাহাকে শত্রু বা কাহাকে মিত্র, কোন ব্যক্তিকে বা উদাসীন বলিয়া-বিবেচনা করে, এবং যাবৎ কাল সুহৃন্মিত্রাদি ভাব তিরোহিত না হয়, তাবৎ কাল মনুষ্যদিগের মৃত্যুভয়ে কাতর হইতে হয়, অতএব যে ব্যক্তি সেই মায়াকে সেবা করে সে ভয়ানক অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। পুত্র দারাদি বন্ধনের একমাত্র মূল মায়া—হে রঘূত্তম ! আপনি নিজ দাসী স্বরূপ সেই মায়াকে উৎসারিত করিয়া আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করুন। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭ ।৮৮।৮৯।৯০। হে রামচন্দ্র ! আমার চিত্ত বৃত্তি আপনার চরণে নিমগ্ন হউক—আমার বাক্য আপনার নাম সংকীর্ত্তনে নিযুক্ত হউক—আমার বাহুদ্বয় ভবদীয় চরণ সেবায় অগ্রসর হউক এবং আমার অঙ্গ আপনার অঙ্গ সঙ্গ লাভে সফল হউক। ৯১। হে রঘুনন্দন ! আমি এই প্রার্থনা করি যে, আমার নয়নদ্বয় আপনার রামরূপ এবং রামরূপ ভক্ত সাধুজন ও গুরুদেবের মূর্ত্তি—এই সকল পদার্থ দর্শনে সর্ব্বদা রত থাকে এবং আমার কর্ণ যুগল আপনার লীলা শ্রবণে সর্ব্বদা পবিত্র হয় এবং আমার পাদ

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভ্রত্বহিশত্রুকেতো!।
শিরস্ত্বদীয়ং ভবপদ্মজাদ্যৈ-
র্জুষ্টং পদং রাম! নমত্বজস্রম্ ॥ ৯৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যুগল সর্ব্বদা আপনার শ্রীমন্দির গমন করিতে বিরত না হয়। ৯২। হে গরুড়ধ্বজ! আপনার পাদরজ মিশ্রিত জল ধারণ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হউক এবং আমার মস্তক আপনার ভববিরিঞ্চি সেবিত পাদপদ্মে সর্ব্বদা প্রণিপাত করুক। ৯৩।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইত্থং স্বাত্মপরিষ্বঙ্গনির্ধূতাশেষকল্মষম্।
রামঃ সুগ্রীবমালোক্য সস্মিতং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১ ॥
মায়াং মোহকরীং তস্মিন্বিতন্বন্ কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সখে! ত্বদুক্তং যত্তন্মাং সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
কিন্তু লোকা বদিষ্যন্তি মামেবং রঘুনন্দনঃ।
কৃতবান্ কিং কপীন্দ্রায় সখ্যং কৃত্বাগ্নিসাক্ষিকম্ ॥ ৩
ইতি লোকাপবাদো মে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তস্মাদাহ্বয় ভদ্রং তে গত্বা যুদ্ধায় বালিনম্ ॥ ৪ ॥
বাণেনৈকেন তং হত্বা রাজ্যে ত্বামভিষিঞ্চয়ে।
তথেতি গত্বা সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধ্যোপবনং ক্রতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে স্বকীয় শরীরালিঙ্গন দ্বারা সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত দেখিয়া স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য কপীন্দ্রের প্রতি সর্ব্বমোহকরী মায়া বিস্তার পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন, সখে! তুমি আমার নিকট রাবণ বধাদি রূপ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে যে অঙ্গীকার করিলে, তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না। ১। ২। কিন্তু আমাকে লোক সকলে কহিবে যে, রামচন্দ্র অগ্নি সাক্ষি করিয়া কপীন্দ্রের কার্য্য সাধনে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহার কি করিলেন? তোমার কার্য্য সাধনে বিলম্ব হইলে নিশ্চয়ই আমার উক্ত রূপ লোকাপবাদ হইবে, অতএব তুমি সত্বর গমন করিয়া যুদ্ধার্থ বালীকে আহ্বান কর অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে, আমি এক বাণ

কৃত্বা শব্দং মহানাদং তমাহ্বয়ত বালিনম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভ্রাতৃনিনদং রোষতাম্রবিলোচনঃ ॥ ৬ ॥
নির্জ্জগাম গৃহাচ্ছীঘ্রং সুগ্রীবো যত্র বানরঃ।
তমাপতন্তং সুগ্রীবঃ শীঘ্রং বক্ষস্ত্বতাড়য়ৎ ॥ ৭ ॥
সুগ্রীপমপি মুষ্টিভ্যাং জঘান ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
বালী তমপি সুগ্রীব এবং ক্রুদ্ধৌ পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥
অযধ্যেতামেকরূপৌ দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ।
ন মুমোচ তদা বাণং সুগ্রীববধশঙ্কয়া ॥ ৯ ॥
ততো দুদ্রাব সুগ্রীবো বমন্ রক্তং ভয়াকুলঃ।
বালী স্বভবনং যাতঃ সুগ্রীবো রামমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

দ্বারা বালীকে নষ্ট করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। সুগ্রীব তথাস্তু বলিয়া শ্রীরাম বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক শীঘ্র কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে গমনানন্তর মহাভীষণ শব্দ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন।

মহাবীর বালী ভ্রাতার সেই ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে গৃহ হইতে শীঘ্র নির্গত হইয়া যে প্রদেশে সুগ্রীব অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। মহাবল সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিলেন। ৩। ৪। ।৫।৬।৭। মহাবীর বালীও ক্রোধান্ধ হইয়া সুগ্রীবকে মুষ্টি প্রহার করিলেন। সুগ্রীবও ক্রুদ্ধ হইয়া বালীর প্রতি মুষ্টি প্রহার করিলেন—এই প্রকারে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৮। শ্রীরামচন্দ্র একরূপ বানরদ্বয়ের মধ্যে বালীকে বিশেষরূপে জানিতে না পারিয়া সুগ্রীব বধাশঙ্কায় বাণ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। ৯। অনন্তর সুগ্রীব মহাবল পরাক্রান্ত বালীর মুষ্টি প্রহার সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া রক্ত বমন করিতে করিতে ভয় বিহ্বলান্তঃকরণে পলায়ন করিতে লাগিলেন; বালীও স্বভবনাভিমুখে গমনোদ্যোগ করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব শ্রীরামকে কহিলেন। ১০। হে

কিং মাং ঘাতয়সে রাম! শত্রুণা ভ্রাতৃরূপিণা?।
যদি মদ্ধননে বাঞ্ছা ত্বমেব জহি মাং বিভো! ॥ ১১
এবং মে প্রত্যয়ং কৃত্বা সত্যবাদিন্ রঘূত্তম!।
উপেক্ষসে কিমর্থং মাং শরণাগতবৎসল! ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সাশ্রুবিলোচনঃ।
আলিঙ্গ্য মাস্ম ভৈষীস্ত্বং দৃষ্ট্বা বামেকরূপিণৌ ॥১৩
মিত্রঘাতিত্বমাশঙ্ক্য মুক্তবান্ সায়কং নহি।
ইদানীমেব তে চিহ্নং করিষ্যে ভ্রমশান্তয়ে ॥ ১৪ ॥
গত্বাহ্বয় পুনঃ শত্রুং হতং দ্রক্ষ্যসি বালিনম্।
রামোঽহং ত্বাং শপে ভ্রাতর্হনিষ্যামি রিপুং ক্ষণাৎ
ইত্যাশ্বাস্য স সুগ্রীবং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
সুগ্রীবস্য গলে পুষ্পমালামামুচ্য পুষ্পিতাম্ ॥ ১৬ ॥

রাম! তুমি ভ্রাতৃরূপী শত্রু দ্বারা আমার প্রাণ বিনাশে ইচ্ছা করিয়াছ, যদি আমাকে নষ্ট করিতে তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহাহইলে স্বয়ং আমাকে বিনষ্টকর। ১১। হে সত্যবাদিন্! হে শরণাগত বৎসল! হে রঘূত্তম! তুমি প্রথমতঃ বাক্য দ্বারা আমার বিশ্বাসোৎপাদন করাইয়া কি কারণে আমাকে উপেক্ষা করিলে?। ১২।

শ্রীরাম সুগ্রীববাক্য শ্রবণানন্তর সজলনয়নে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—সখে! তুমি ভয় করিও না, আমি তোমাদিগের এক জাতীয় আকৃতি অবলোকনে বিশেষ রূপে তোমাকে জানিতে অসমর্থ হইয়া মিত্র বধাশঙ্কায় বাণ পরিত্যাগ করি নাই, এইক্ষণে ভ্রম শান্তির জন্য তোমার গাত্রে বিশেষ চিহ্ন করিয়া দিব তুমি পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক শত্রুকে আহ্বান কর এই দণ্ডেই বালিকে নিহত দেখিবে! ভ্রাতঃ! আমি রামচন্দ্র শপথ করিয়া কহিতেছি যে তোমার শত্রুকে ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট করিব। ১৩। ১৪। ১৫।

শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি সুগ্রীবের গলদেশে সুপুষ্পিত

প্রেষয়স্ব মহাভাগ ! সুগ্রীবং বালিনং প্রতি ।
লক্ষ্মণস্তু তদা বদ্ধা গচ্ছ গচ্ছেতি সাদরম্ ॥ ১৭ ॥
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবং সোঽপি গত্বা তথাকরোৎ ।
পুনরপ্যদ্ভুতং শব্দং কৃত্বা বালিনমাহ্বয়ৎ ॥ ১৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিস্মিতো বালী ক্রোধেন মহতা বৃতঃ ।
বদ্ধা পরিকরং সম্যক্ গমনায়োপচক্রমে ॥ ১৯ ॥
গচ্ছন্তং বালিনং তারা গৃহীত্বা নিষিষেধ তম্ ।
ন গন্তব্যং ত্বয়েদানীং শঙ্কা মেঽতীব জায়তে ॥ ২০
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ পুনরায়াতি সত্বরঃ ।
সহায়ো বলবাংস্তস্য কশ্চিন্নূনং সমাগতঃ ॥ ২১ ॥

পুষ্পমালা প্রদান করিয়া বালীর প্রতি যুদ্ধার্থ প্রেরণ কর। লক্ষ্মণ শ্রীরামের আদেশানুসারে সুগ্রীবের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া সাদরে কহিলেন, হে কপীন্দ্র ! এক্ষণে তুমি যুদ্ধার্থ গমন কর। সুগ্রীব লক্ষ্মণের বাক্যানুসারে যুদ্ধার্থ পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ ঘোরতর চীৎকার রবে বালীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। মহাবল পরাক্রান্ত বালী পুনর্ব্বার সুগ্রীবের অদ্ভুত শব্দ শ্রবণানন্তর বিস্ময় ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া যুদ্ধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে উদ্যোগ করিলেন। ১৯।

অনন্তর বালীর প্রিয়তমা ভার্য্যা তারা স্বামির কর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে বহু প্রকারে নিষেধ করিয়া কহিলেন, হে নাথ ! তুমি যুদ্ধ করিতে গমন করিও না, আমার অতিশয় শঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু সুগ্রীব কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বেই তোমা কর্ত্তৃক পরাজিত ও পলায়িত হইয়া পুনর্ব্বার অতি শীঘ্র যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছে ইহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, সুগ্রীব এক্ষণে একাকী নহে কোন প্রবল সহায় সম্পন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। অনন্তর বালী তারাকে কহিল, হে সুভ্রু ! তুমি সুগ্রীবের প্রতি আশঙ্কা করিও না, হে প্রিয়ে ! এক্ষণে আমার কর পরিত্যাগ করিয়া গমন কর,

বালী তামাহ হে সুভ্রু শঙ্কা তে ব্যেতু তদ্গতা ।
প্রিয়ে ! করং পরিত্যজ্য গচ্ছ গচ্ছামি তং রিপুম্ ॥
হত্বা শীঘ্রং সমায়াস্যে সহায়স্তস্য কো ভবেৎ ।
সহায়ী যদি সুগ্রীবস্ততো হন্মোভয়ং ক্ষণাৎ ॥ ২৩ ॥
আয়াস্যে মা শুচঃ শূরঃ কথং তিষ্ঠেদ্ গৃহে রিপুম ।
জ্ঞাত্বাপ্যাহূয়মানং হি হত্বা যাস্যামি সুন্দরি ! ॥ ২৪

তারোবাচ ।

মত্তোঽন্যচ্ছৃণু রাজেন্দ্র ! শ্রুত্বা কুরু যথোচিতম্ ।
আহ মামঙ্গদঃ পুত্রো মৃগয়ায়াং শ্রুতং বচঃ ॥২৫॥
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রামো দাশরথিঃ কিল ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া ভার্যয়া সহ ॥ ২৬ ॥
আগতো দণ্ডকারণ্যং তত্র সীতা হৃতা কিল ।
রাবণেন সহ ভ্রাত্রা মার্গমাণোঽথ জানকীম্ ॥ ২৭ ॥

আমিও যুদ্ধক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক শত্রু বধ করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব ; কোন্ ব্যক্তি সেই দুরাত্মার সহায়তা করিবে ? যদি কেহ তাহার সহায়তা করে, তাহা হইলে ক্ষণকাল মধ্যে উভয়কে নষ্ট করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব। হে সুন্দরি ! বীর পুরুষেরা শত্রু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কখন কি গৃহে অবস্থান করিতে পারে ? অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর, শীঘ্র শত্রু বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। তারা কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! আমার অন্য কিছু বক্তব্য আছে শ্রবণ করিয়া যাহা উচিত হয় করুন।

বৎস অঙ্গদ এক দিবস মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া আমাকে কহিয়াছিল, মাতঃ ! আমি মৃগয়া গমন করিয়া শ্রবণ করিয়াছি যে, অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ শ্রীমান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও নিজ ভার্য্যা সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে রাক্ষসাধিপ রাবণ ছল পূর্ব্বক তাঁহার ভার্য্যা সীতাকে হরণ করিয়াছে, এক্ষণে সেই রাম ও

আগতো ঋষ্যমূকাদ্রিং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যং চানলসাক্ষিকম্॥ ২৮॥
প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষ্মণঃ।
বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্॥২৯
ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদ্বচঃ।
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ॥ ৩০॥
অতস্ত্বং সর্ব্বথা বৈরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষিঞ্চাশু রামং ত্বং শরণং ব্রজ॥৩১
পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব!।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখী তারা পাদয়োঃ প্রণিপত্য তম্।
হস্তাভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা রুরোদ ভয়বিহ্বলা।
তামালিঙ্গ্য তদা বালী সস্নেহমিদমব্রবীৎ॥ ৩৩॥

স্ত্রীস্বভাবাদ্বিভেষি ত্বং প্রিয়ে! নাস্তি ভয়ং মম।
রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ। ৩৪
তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোঽখিলপ্রভুঃ॥ ৩৫॥
ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্ব্বং ময়ানঘে!।
স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্য পরাত্মনঃ॥ ৩৬॥
আনেষ্যামি গৃহং সাধ্বি! নত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ভজতোঽনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ॥৩৭
যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হন্মি তং ক্ষণাৎ।
যদুক্তং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্যাভিষেচনম্॥ ৩৮॥

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে আগমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুগ্রীবও তাঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সখ্য ভাবে আবদ্ধ হইয়া অগ্নি সাক্ষি করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে, সমরাঙ্গণে বালীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রদান করিব। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। হে নাথ! তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসিয়াছে নতুবা ইতিপূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ কেন আসিবে? হে মহারাজ! আমার বাক্যানুসারে বৈর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং শ্রীরামের শরণাগত হও, হে কপীন্দ্র! আমাকে ও পুত্র অঙ্গদ, রাজ্য ও বংশ এই সমস্ত রক্ষা কর, অশ্রুপূর্ণমুখী তারা বিনয় বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পাদযুগলে পতিত হইলেন। অনন্তর নিজ হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ভয়বিহ্বলান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন। ।৩০।৩১।৩২।৩৩।

প্রিয়ে! তুমি স্ত্রী জাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোন ভয় নাই, মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র যদি লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তিনি সুগ্রীব অপেক্ষা আমার প্রতি নিশ্চয় অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিবেন, কারণ সুগ্রীব অপেক্ষা আমাদ্বারা তাঁহার অধিক কার্য্য সিদ্ধির সম্ভব। হে অনঘে! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরমাত্মা রামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই। ।৩৪।৩৫।৩৬। হে সাধ্বি! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিব, যেহেতু ভক্ত বৎসল দেব দেব দাশরথি ভক্তজনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন। ৩৭। যদি সুগ্রীব একাকী আসিয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য—হে

কথমাহূয়মানোঽহং যুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে।।
শূরোঽহং সর্ব্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে! ॥৩৯
ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি! বেশ্মনি ॥৪০
এবমাশ্বাস্য তারাং তাং শোচন্তীমশ্রুলোচনাম্।
গতো বালী সমুত্তুঙ্গঃ সুগ্রীবস্য বধায় সঃ ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বা বালীনমায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ।
উৎপপাত গলেবদ্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গবৎ ॥ ৪২ ॥
মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং সোঽপি তং তথা।
অহন্বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ॥৪৩॥
রামং বিলোকয়ন্নেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি।
ইত্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্বা রামঃ প্রতাপবান্ ॥
বাণমাদায় তূণীরাদৈন্দ্রং ধনুষি সন্দধে।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তমদৃশ্যো বৃক্ষখণ্ডগঃ ॥ ৪৫ ॥
নিরীক্ষ্য বালীনং সম্যগ্লক্ষ্যং তদ্ধৃদয়ং হরিঃ।
উৎসসর্জ্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥
বিভেদ সশরো বক্ষো বালিনঃ কম্পয়ন্মহীম্।
উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭ ॥
তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভূত্বা চেতনমাপ সঃ।
ততো বালী দদর্শাগ্রে রামং রাজীবলোচনম্।
ধনুরালম্ব্য বামেন হস্তেনান্যেন সায়কম্ ॥ ৪৮ ॥
বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্।
বিশালবক্ষসম্ভ্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯ ॥
পীনচার্ব্বায়তভুজং নবদুর্ব্বাদলচ্ছবিম্।
সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং চ পার্শ্বয়োঃ পরিসেবিতম্ ॥৫০

শুভলক্ষণে! সর্ব্ব লোক সমাজে আমি শূর বলিয়া বিখ্যাত এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া কিরূপে ভয় সূচক তোমার ঐ বাক্যে অনুমোদন করিব? হে সুন্দরি! অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। ৩৮। ৩৯। ৪০।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ লোচনা তারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সুগ্রীব বধের জন্য উদ্যোগী হইয়া গমন করিলেন। ৪১। পুষ্প মালা শোভিত ভীম পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মুষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেন, বালীও সুগ্রীবকে সেইরূপ মুষ্টি প্রহার করিল এই রূপে পরস্পরের ঘোরতর প্রহার আরম্ভ হইল। ৪২।৪৩। সুগ্রীব যুদ্ধ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল! মহাপ্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্র তূণীর হইতে একটী ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন। অনন্তর বৃক্ষসমূহের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ভগবান্ হরি বালীর বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া ঐ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। বজ্র সদৃশ বীর্য্যশালী সেই বাণ মহাবেগে গমন করিয়া বালীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। অনন্তর মহাবীর বালী বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার ধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হইল। বসুমতীদেবী কপীন্দ্রের পতন বেগ সহনে অসমর্থা হইয়া বারম্বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন। বালী মুহূর্ত্ত কাল অচেতন থাকিলেন, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিবামাত্র দেখিলেন জটা মুকুটধারী বিশাল বক্ষঃস্থল বিরাজিত বনমালালঙ্কৃত এবং চীর বসন, আজানুলম্বিত মনোহর পীনবাহু নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রাম বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতেছেন।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।

বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্।
কিং ময়াপকৃতং? রাম! তব যেন হতোঽস্ম্যহম্॥৫১
রাজধর্ম্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম্ম তে কৃতম্।
বৃক্ষখণ্ডে তিরো ভূত্বা ত্যজতা ময়ি সায়কম্॥ ৫২॥
যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম! চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ।
যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্বংশসমুদ্ভবঃ॥ ৫৩॥
যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্স্যসে তৎফলং তদা।
সুগ্রীবেণ কৃতং কিং তে? ময়া বা ন কৃতং কিমু?
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা তব রাম! মহাবনে।
সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদর্থমিতি শুশ্রুম॥ ৫৫॥
বত রাম! ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্।
রাবণং সকুলং বদ্ধা সসীতং লঙ্কয়া সহ॥ ৫৬॥
অনয়ামি মুহূর্ত্তার্ধাদ্যদি চেচ্ছামি রাঘব!।
ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকেঽস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন!॥ ৫৭।
বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং কং লপ্স্যসে বদ।
অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি?
ইত্যেবং বহুভাষন্তং বালিনং রাঘবোব্রবীৎ।
ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি স শরাসনঃ॥৫৯
অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহম্।
দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা॥ ৬০॥
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ।
পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ সবধ্যো রাজভিঃ সদা।॥৬১
ত্বন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্য ভার্য্যায়াং রমসে বলাৎ।
অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোঽসি বনগোচর!॥ ৬২॥
ত্বং কতিত্বাম্নজানীষে মহান্তো বিচরন্তি যৎ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তাম্নাতিভাষয়েৎ॥৬৩॥

অনন্তর বালী শ্রীরামকে দেখিবামাত্র নিন্দা করিয়া মৃদু বচনে কহিল, হে রাম! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে অপরাধে আমাকে নষ্ট করিলে—বোধ করি তুমি রাজধর্ম্ম না জানিয়া এইরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ। হে রাম! তুমি চৌরের ন্যায় বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আমার প্রতি বাণ ক্ষেপ করিলে—এই অধর্ম্ম যুদ্ধে কি যশোলাভ করিতে পারিবে? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান বিশেষতঃ মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার উচিত কার্য্য হয় নাই, যদি সম্মুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিনাশে সক্ষম হইতে তাহা হইলে তোমার যশোলাভ হইত। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। হে রঘুনন্দন! আমি শুনিয়াছি মহারণ্য হইতে রাবণ তোমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি আমার দ্বারা হইত না? হে রাম! তুমি আমার লোক-বিখ্যাত বীর্য্য কি জান না? আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যে সবংশ রাবণকে বদ্ধ করিয়া লঙ্কার সহিত এস্থানে আনয়ন করিতে পারি। হে রাম! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত—বল দেখি ব্যাধের ন্যায় গুপ্ত ভাবে বানর বধ করিয়া কি ধর্ম্ম লাভ করিবে? অভক্ষ্য বানর মাংস তোমার ভক্ষণেও উপযোগী হইবে না। ।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮। বালী এইরূপে বহুতর ভৎর্সনা করিলে শ্রীরাম কহিলেন হে বানরেন্দ্র! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ শরাসন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি, অধর্ম্মকারী ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই আমার কার্য্য, হে কপীন্দ্র! কন্যা, ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া ও পুত্রবধু এই চারই তুল্য এই চারিটির মধ্যে যে কোন একটীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী ধার্ম্মিক রাজগণের বধ্য ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৫৯। ৬০। ৬১। হে পশুরাজ! তুমিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নিকে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছ এই হেতু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তোমাকে নষ্ট করিলাম। তুমি বানর জাতি বলিয়া কিছুই জানমা—মহদ্ব্যক্তিরা নিজ পদ সঞ্চার দ্বারা জগৎ

তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্।
বালী প্রণম্য রভসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ॥ ৬৪ ॥
রাম রাম ! মহাভাগ ! জানেত্বাং পরমেশ্বরম্।
অজ্ঞানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৬৫ ॥
সাক্ষাত্ত্বচ্ছরঘাতেন বিশেষেণ ভবাগ্রতঃ।
ত্যজাম্যসূন্মহাযোগিদুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬ ॥
যন্নাম বিবশো গৃহ্নন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাদ্য মুমূর্ষোর্মে পুরঃ স্থিতঃ ॥৬৭
দেব ! জানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয়ং জানকীং শুভাম্।
রাবণস্য বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্॥ ৬৮ ॥

অনুজানীহি মাং রাম ! যাস্যং ত্বৎপদমুত্তমম্।
মম তুল্যবলে বালে অঙ্গদে ত্বং দয়াং কুরু ॥ ৬৯ ॥
বিশল্যং কুরু মে রাম ! হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্।
তথেতি বাণমুদ্ধৃত্য রামঃ পস্পর্শ পাণিনা।
ত্যক্ত্বা তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥৭০

বালী রঘূত্তমশরাভিহতো বিমৃষ্টো
রামেণ শীতলকরেণ সুখাকরেণ।
সদ্যো বিমুচ্য কপিদেহমবাপ্তলভ্যং
প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্দুরাপম্ ॥৭১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব তাহাদিগের কার্য্যে নিন্দা করিতে নাই; বালি শ্রীরামের এই বাক্য শুনিবামাত্র শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া অতি ভীত হইলেন, অনন্তর প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিলেন।৬২।৬৩।৬৪। হে রাম! হে মহাভাগ! এক্ষণে তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিলাম, ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে যে কিছু পরুষ বাক্য কহিয়াছি তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিতে হইবে।৬৫।

হে ভগবন্! তোমার শরাঘাত দ্বারা তোমারই সম্মুখে এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব, এরূপ সময় কখন হইবে না—যেহেতু এক্ষণে যোগি দুর্লভ তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি।৬৬। হে রাম! যদি লোকেরা মরণ সময়ে অবশেন্দ্রিয় হইয়া তোমার নাম জপ করে তাহা হইলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধাম গমন করে—সেই তুমি আমার মরণ সময় অদ্য সম্মুখে বিরাজ করিতেছ ইহার পর আমার ভাগ্য কি? ।৬৭। হে দেব! তুমি পরম পুরুষ রাবণ বধার্থ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, জানকীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ইহা অবগত হইয়াছি।৬৮।

এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন আপনার বৈকুণ্ঠধামে গমন করি এবং আমার তুল্য বাহুবীর্য্য সম্পন্ন অঙ্গদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন। ৬৯। হে দাশরথে! আপনি স্বয়ং কর কমল দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার করুন। শ্রীরাম কপীন্দ্রের বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হৃদয় হইতে স্বয়ং শল্য উদ্ধার করিলেন, বানর রাজও বানর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিলেন তদন্তে মুক্তি-লাভ করিবেন। ৭০। রাম-শর-পীড়িত বালী রঘুনাথের সুধাকর সদৃশ শীতল কর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসগণের দুষ্প্রাপ্য কিন্তু রাম ভক্ত দিগের অবশ্য প্রাপ্য সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। ৭১।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আগতো ঋষ্যমূকাদ্রিং সুগ্রীবেণ সমাগতঃ।
চকার তেন সুগ্রীবঃ সখ্যং চানলসাক্ষিকম্ ॥ ২৮ ॥
প্রতিজ্ঞাং কৃতবান্ রামঃ সুগ্রীবায় সলক্ষ্মণঃ।
বালিনং সমরে হত্বা রাজানং ত্বাং করোম্যহম্ ॥২৯
ইতি নিশ্চিত্য তৌ যাতৌ নিশ্চিতং শৃণু মদ্বচঃ।
ইদানীমেব তে ভগ্নঃ কথং পুনরুপাগতঃ ॥ ৩০ ॥
অতস্ত্বং সর্ব্বথা বৈরং ত্যক্ত্বা সুগ্রীবমানয়।
যৌবরাজ্যেঽভিষিঞ্চাশু রামং ত্বং শরণং ব্রজ ॥৩১
পাহি মামঙ্গদং রাজ্যং কুলঞ্চ হরিপুঙ্গব !।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখী তারা পাদয়োঃ প্রণিপত্য তম্।
হস্তাভ্যাং চরণৌ ধৃত্বা রুরোদ ভয়বিহ্বলা।
তামালিঙ্গ্য তদা বালী সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীস্বভাবাদ্বিভেষি ত্বং প্রিয়ে! নাস্তি ভয়ং মম।
রামো যদি সমায়াতো লক্ষ্মণেন সমং প্রভুঃ ॥ ৩৪
তদা রামেণ মে স্নেহো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদবতীর্ণোঽখিলপ্রভুঃ ॥ ৩৫॥
ভূভারহরণার্থায় শ্রুতং পূর্ব্বং ময়ানঘে !।
স্বপক্ষঃ পরপক্ষো বা নাস্তি তস্য পরাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥
আনেষ্যামি গৃহং সাধ্বি ! নত্বা তচ্চরণাম্বুজম্।
ভজতোঽনুভজত্যেষ ভক্তিগম্যঃ সুরেশ্বরঃ ॥৩৭
যদি স্বয়ং সমায়াতি সুগ্রীবো হন্মি তং ক্ষণাৎ।
যদুক্তং যৌবরাজ্যায় সুগ্রীবস্যাভিষেচনম্ ॥ ৩৮ ॥

লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা পর্ব্বতে আগমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। সুগ্রীবও তাঁহাদিগের সহিত সখ্য করিয়াছেন। রাম ও লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সখ্য ভাবে আবদ্ধ হইয়া অগ্নি সাক্ষি করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক সুগ্রীবকে কহিয়াছেন যে, সমরাঙ্গণে বালীকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য প্রদান করিব'। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। হে নাথ! তাহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আসিয়াছে নতুবা ইতিপূর্ব্বে পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ কেন আসিবে? হে মহারাজ! আমার বাক্যানুসারে বৈর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর এবং শ্রীরামের শরণাগত হও, হে কপীন্দ্র! আমাকে ও পুত্র অঙ্গদ, রাজ্য ও বংশ এই সমস্ত রক্ষা কর, অশ্রুপূর্ণমুখী তারা বিনম্র বচনে এইরূপ কহিয়া বালীর পাদযুগলে পতিত হইলেন। অনন্তর নিজ হস্তযুগল দ্বারা বালীর চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ভয়বিহ্বলান্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর বালী তারাকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

প্রিয়ে! তুমি স্ত্রী জাতি বলিয়া ভয় করিতেছ, কিন্তু আমার কোন ভয় নাই, মহাপ্রভু শ্রীরামচন্দ্র যদি লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়া থাকেন তাহাহইলে তিনি সুগ্রীব অপেক্ষা আমার প্রতি নিশ্চয় অধিকতর স্নেহ প্রকাশ করিবেন, কারণ সুগ্রীব অপেক্ষা আমাদ্বারা তাঁহার অধিক কার্য্য সিদ্ধির সম্ভব। হে অনঘে! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, অখিল ব্রহ্মাণ্ড পতি ভগবান্ নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, পরমাত্মা রামের স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কেহই নাই। ৩৪। ৩৫। ৩৬। হে সাধ্বি! তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি যে, আমি শ্রীরামচন্দ্রের চরণ কমলে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিব, যেহেতু ভক্ত বৎসল দেব দেব দাশরথি ভক্ত জনের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া থাকেন। ৩৭। যদি সুগ্রীব একাকী আসিয়া থাকে তাহা হইলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহার প্রাণ বিনাশ করিব। প্রিয়ে! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে সুগ্রীবকে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য—হে

কথমাহূয়মানোঽহং যুদ্ধায় রিপুণা প্রিয়ে!।
শূরোঽহং সর্ব্বলোকানাং সম্মতঃ শুভলক্ষণে! ॥৩৯
ভীতভীতমিদং বাক্যং কথং বালী বদেৎ প্রিয়ে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য তিষ্ঠ সুন্দরি! বেশ্মনি ॥৪০
এবমাশ্বাস্য তারাং তাং শোচন্তীমশ্রুলোচনাম্।
গতো বালী সমুদ্যুক্তঃ সুগ্রীবস্য বধায় সঃ ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বা বালীনমায়ান্তং সুগ্রীবো ভীমবিক্রমঃ।
উৎপপাত গলেবদ্ধপুষ্পমালঃ পতঙ্গবৎ ॥ ৪২ ॥
মুষ্টিভ্যাং তাড়য়ামাস বালিনং সোঽপি তং তথা।
অহন্বালী চ সুগ্রীবং সুগ্রীবো বালিনং তথা ॥৪৩॥
রামং বিলোকয়ন্নেব সুগ্রীবো যুযুধে যুধি।
ইত্যেবং যুধ্যমানৌ তৌ দৃষ্ট্বা রামঃ প্রতাপবান্ ॥
বাণমাদায় তূণীরাদৈন্দ্রং ধনুষি সন্দধে।
আকৃষ্য কর্ণপর্য্যন্তমদৃশ্যো বৃক্ষখণ্ডগঃ ॥ ৪৫ ॥
নিরীক্ষ্য বালীনং সম্যগ্লক্ষ্যং তদ্ধৃদয়ং হরিঃ।
উৎসসর্জ্জাশনিসমং মহাবেগং মহাবলঃ ॥ ৪৬ ॥
বিভেদ সশরো বক্ষো বালিনঃ কম্পয়ন্মহীম্।
উৎপপাত মহাশব্দং মুঞ্চন্ স নিপপাত হ ॥ ৪৭ ॥
তদা মুহূর্ত্তং নিঃসংজ্ঞো ভূত্বা চেতনমাপ সঃ।
ততো বালী দদর্শাগ্রে রামং রাজীবলোচনম্।
ধনুরালম্ব্য বামেন হস্তেনান্যেন সায়কম্ ॥ ৪৮ ॥
বিভ্রাণং চীরবসনং জটামুকুটধারিণম্।
বিশালবক্ষসন্ত্রাজদ্বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ৪৯ ॥
পীনচার্ব্বায়তভুজং নবদূর্ব্বাদলচ্ছবিম্।
সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং চ পার্শ্বয়োঃ পরিসেবিতম্ ॥৫০॥

শুভলক্ষণে! সর্ব্ব লোক সমাজে আমি শূর বলিয়া বিখ্যাত এক্ষণে শত্রু কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া কিরূপে ভয় সূচক তোমার ঐ বাক্যে অনুমোদন করিব? হে সুন্দরি! অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে অবস্থিতি কর আমি যুদ্ধার্থ গমন করি। ৩৮। ৩৯। ৪০।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বালী শোকাশ্রুপূর্ণ লোচনা তারাকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সুগ্রীব বধের জন্য উদ্যোগী হইয়া গমন করিলেন। ৪১। পুষ্প মালা শোভিত ভীম পরাক্রম সুগ্রীব বালীকে সমাগত দেখিয়া পতঙ্গের ন্যায় লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক মুষ্টি দ্বারা তাড়না করিলেন, বালীও সুগ্রীবকে সেইরূপ মুষ্টি প্রহার করিল এই রূপে পরস্পরের ঘোরতর প্রহার আরম্ভ হইল। ৪২। ৪৩। সুগ্রীব যুদ্ধ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপশালী শ্রীরামচন্দ্র তূণীর হইতে একটী ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ ধনুতে সন্ধান করিলেন। অনন্তর বৃক্ষসমূহের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত ভগবান্ হরি বালীর বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া ঐ বাণ পরিত্যাগ করিলেন। বজ্র সদৃশ বীর্য্যশালী সেই বাণ মহাবেগে গমন করিয়া বালীর বক্ষঃস্থল ভেদ করিল। অনন্তর মহাবীর বালী বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার ধ্বনি করিতে করিতে পৃথিবীতে পতিত হইল। বসুমতীদেবী কপীন্দ্রের পতন বেগ সহনে অসমর্থা হইয়া বারম্বার কম্পিতা হইতে লাগিলেন। বালী মুহূর্ত্ত কাল অচেতন থাকিলেন, অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিবামাত্র দেখিলেন জটা মুকুটধারী বিশাল বক্ষঃস্থল বিরাজিত বনমালালঙ্কৃত এবং চীর বসন, আজানুলম্বিত মনোহর পীনবাহু নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রাম বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বাণ ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া সেবা করিতেছেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

বিলোক্য শনকৈঃ প্রাহ বালী রামং বিগর্হয়ন্।
কিং ময়াপকৃতং ? রাম ! তব যেন হতোঽস্ম্যহম্ ॥৫১
রাজধর্ম্মমবিজ্ঞায় গর্হিতং কর্ম্ম তে কৃতম্।
বৃক্ষখণ্ডে তিরো ভূত্বা ত্যজতা ময়ি সায়কম্ ॥ ৫২ ॥
যশঃ কিং লপ্স্যসে রাম ! চোরবৎ কৃতসঙ্গরঃ।
যদি ক্ষত্রিয়দায়াদো মনোর্ব্বংশসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৩ ॥
যুদ্ধং কৃত্বা সমক্ষং মে প্রাপ্স্যসে তৎফলং তদা।
সুগ্রীবেণ কৃতং কিং তে ? ময়া বা ন কৃতং কিমু ?
রাবণেন হৃতা ভার্য্যা তব রাম ! মহাবনে।
সুগ্রীবং শরণং যাতস্তদর্থমিতি শুশ্রুম ॥ ৫৫ ॥
বত রাম ! ন জানীষে মদ্বলং লোকবিশ্রুতম্।
রাবণং সকুলং বদ্ধ্বা সসীতং লঙ্কয়া সহ ॥ ৫৬ ॥

অনয়ামি মুহূর্ত্তার্দ্ধাত্তদি চেচ্ছামি রাঘব !।
ধর্ম্মিষ্ঠ ইতি লোকেঽস্মিন্ কথ্যসে রঘুনন্দন ! ॥ ৫৭।
বানরং ব্যাধবদ্ধত্বা ধর্ম্মং কং লপ্স্যসে বদ।
অভক্ষ্যং বানরং মাংসং হত্বা মাং কিং করিষ্যসি ?
ইত্যেবং বহুভাষন্তং বালিনং রাঘবোঽব্রবীৎ।
ধর্ম্মস্য গোপ্তা লোকেঽস্মিংশ্চরামি স শরাসনঃ ॥৫৯
অধর্ম্মকারিণং হত্বা সদ্ধর্ম্মং পালয়াম্যহম্।
দুহিতা ভগিনী ভ্রাতুর্ভার্য্যা চৈব তথা স্নুষা ॥ ৬০ ॥
সমা যো রমতে তাসামেকামপি বিমূঢ়ধীঃ।
পাতকী স তু বিজ্ঞেয়ঃ সবধ্যো রাজভিঃ সদা ॥৬১
ত্বন্তু ভ্রাতুঃ কনিষ্ঠস্য ভার্য্যায়াং রমসে বলাৎ।
অতো ময়া ধর্ম্মবিদা হতোঽসি বনগোচর ! ॥ ৬২ ॥
ত্বং কতিত্বান্নজানীষে মহান্তো বিচরন্তি যৎ।
লোকং পুনানাঃ সঞ্চারৈরতস্তান্নাতিভাষয়েৎ ॥৬৩॥

অনন্তর বালী শ্রীরামকে দেখিবামাত্র নিন্দা করিয়া মৃদু বচনে কহিল, হে রাম ! আমি তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যে অপরাধে আমাকে নষ্ট করিলে—বোধ করি তুমি রাজধর্ম্ম না জানিয়া এইরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছ। হে রাম ! তুমি চৌরের ন্যায় বৃক্ষের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া আমার প্রতি বাণ ক্ষেপ করিলে—এই অধর্ম্ম যুদ্ধে কি যশোলাভ করিতে পারিবে ? তুমি ক্ষত্রিয় সন্তান বিশেষতঃ মনুর বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার উচিত কার্য্য হয় নাই, যদি সম্মুখ যুদ্ধে আমার প্রাণ বিনাশে সক্ষম হইতে তাহা হইলে তোমার যশোলাভ হইত। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। হে রঘুনন্দন ! আমি শুনিয়াছি মহারণ্য হইতে রাবণ তোমার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছ, তাহা কি আমার দ্বারা হইত না ? হে রাম ! তুমি আমার লোক-বিখ্যাত বীর্য্য কি জান না ? আমি যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে মুহূর্ত্তার্দ্ধ মধ্যে সবংশ রাবণকে বদ্ধ করিয়া লঙ্কার সহিত এস্থানে আনয়ন করিতে পারি। হে রাম ! তুমি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত—বল দেখি ব্যাধের ন্যায় গুপ্ত ভাবে বানর বধ করিয়া কি ধর্ম্ম লাভ করিবে ? অভক্ষ্য বানর মাংস তোমার ভক্ষণেও উপযোগী হইবে না। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। বালী এইরূপে বহুতর ভৎর্সনা করিলে শ্রীরাম কহিলেন হে বানরেন্দ্র ! আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ শরাসন গ্রহণ করিয়া এই জগতে বিচরণ করিতেছি, অধর্ম্মকারী ব্যক্তিকে নষ্ট করিয়া ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রতিপালন করাই আমার কার্য্য, হে কপীন্দ্র ! কন্যা, ভগিনী, ভাতৃজায়া ও পুত্রবধূ এই চারই তুল্য এই চারিটীর মধ্যে যে কোন একটীতে যে ব্যক্তি উপগত হয়, সেই মহাপাতকী ধার্ম্মিক রাজগণের বধ্য ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৫৯। ৬০। ৬১। হে পশুরাজ ! তুমিও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নিকে বলপূর্ব্বক রমণ করিতেছ এই হেতু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে তোমাকে নষ্ট করিলাম। তুমি বানর জাতি বলিয়া কিছুই জানন।—মহদ্ব্যক্তিরা নিজ পদ সঞ্চার দ্বারা জগৎ

কৃচ্ছ্রাৎ ভয়সন্ত্রস্তো জ্ঞাত্বা রামং রমাপতিম্।
বালী প্রণম্য রভসাদ্রামং বচনমব্রবীৎ ॥ ॥ ৬৪ ॥
রাম রাম! মহাভাগ! জানেত্বাং পরমেশ্বরম্।
অজানতা ময়া কিঞ্চিদুক্তং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৬৫ ।
সাক্ষাত্ত্বচ্ছরঘাতেন বিশেষেণ তবাগ্রতঃ।
ত্যজাম্যসূন্মহাযোগিদুর্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬৬ ॥
যন্নাম বিবশো গৃহ্ণন্ ম্রিয়মাণঃ পরং পদম্।
যাতি সাক্ষাৎ স এবাস্ত মুমূর্ষোর্মে পুরঃস্থিতঃ ॥৬৭
দেব! জানামি পুরুষং ত্বাং শ্রিয় জানকীং শুভাম্।
রাবণস্য বধার্থায় জাতং ত্বাং ব্রহ্মণার্থিতম্॥ ৬৮ ॥

অনুজানীহি মাং রাম! যাস্তং ত্বৎপদমুত্তমম্।
মম তুল্যবলে বালে অঙ্গদে ত্বং দয়াং কুরু ॥ ৬৯ ॥
বিশল্যং কুরু মে রাম! হৃদয়ং পাণিনা স্পৃশন্।
তথেতি বাণমুদ্ধৃত্য রামঃ পস্পর্শ পাণিনা।
ত্যক্ত্বা তদ্বানরং দেহমমরেন্দ্রোঽভবৎ ক্ষণাৎ ॥৭০

বালী রঘূত্তমশরাভিহতো বিমৃষ্টো
রামেণ শীতলকরেণ সুখাকরেণ।
সদ্যো বিমুচ্য কপিদেহমবাপ্তলভ্যং
প্রাপ্তঃ পরং পরমহংসগণৈর্দুরাপম্ ॥৭১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পবিত্র করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। অতএব তাহাদিগের কার্য্যে নিন্দা করিতে নাই; বালি শ্রীরামের এই বাক্য শুনিবামাত্র শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া অতি ভীত হইলেন, অনন্তর প্রণাম করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামকে কহিলেন।৬২।৬৩।৬৪
হে রাম! হে মহাভাগ! একণে তোমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিলাম, ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞান বশতঃ তোমাকে যে কিছু পরুষ বাক্য কহিয়াছি তাহা নিজগুণে ক্ষমা করিতে হইবে।৬৫।
হে ভগবন্! তোমার শরাঘাত দ্বারা তোমারই সম্মুখে এক্ষণে প্রাণত্যাগ করিব, এরূপ সময় কখন হইবে না—যেহেতু এক্ষণে যোগি দুর্লভ তোমার দর্শন লাভ করিয়াছি।৬৬। হে রাম! যদি লোকেরা মরণ সময়ে অবশেন্দ্রিয় হইয়া তোমার নাম জপ করে তাহা হইলে মরণান্তে বৈকুণ্ঠধাম গমন করে—সেই তুমি আমার মরণ সময় অদ্য সম্মুখে বিরাজ করিতেছ ইহার পর আমার ভাগ্য কি? ।৬৭। হে দেব! তুমি পরম পুরুষ রাবণ বধার্থ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, জানকীও সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ইহা অবগত হইয়াছি।৬৮।

এক্ষণে অনুজ্ঞা করুন আপনার বৈকুণ্ঠধামে গমন করি এবং আমার তুল্য বাহুবীর্য্য সম্পন্ন অঙ্গদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন।৬৯। হে দাশরথে! আপনি স্বয়ং কর কমল দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া শল্য উদ্ধার করুন। শ্রীরাম কপীন্দ্রের বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার হৃদয় হইতে স্বয়ং শল্য উদ্ধার করিলেন, বানর রাজও বানর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে অমরেন্দ্র দেহ ধারণ করিলেন তদন্তে মুক্তি-লাভ করিবেন। ৭০। রাম-শর-পীড়িত বালী রঘুনাথের সুধাকর সদৃশ শীতল কর স্পর্শে তৎক্ষণাৎ বানর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংসগণের দুষ্প্রাপ্য কিন্তু রাম ভক্ত-দিগের অবশ্য প্রাপ্য সেই বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নিহতে বালিনি রণে রামেণ পরমাত্মনা।
দুদ্রুবুর্ব্বানরাঃ সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ১॥
তারামূচুর্ম্মহাভাগে! হতো বালী রণাজিরে।
অঙ্গদং পরিরক্ষাদ্য মন্ত্রিণঃ পরিনোদয় ॥ ২ ॥
চতুর্দ্বারকপাটাদীন্ বদ্ধা রক্ষামহে পুরীম্।
বানরাণাং তু রাজানমঙ্গদং কুরু ভামিনি! ॥ ৩ ॥
নিহতং বালিনং শ্রুত্বা তারা শোকবিমূর্চ্ছিতা।
অতাড়য়ৎ স্বপাণিভ্যাং শিরোবক্ষশ্চ ভুরিশঃ ॥ ৪ ॥
কিমঙ্গদেন রাজ্যেন নগরেণ ধনেন বা?।
ইদানীমেব নিধনং যাস্যামি পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতা তত্র রুদন্তী মুক্তমূর্দ্ধজা।
যযৌ তারাতিশোকার্ত্তা যত্র ভর্ত্তৃকলেবরম্ ॥ ৬ ॥
পতিতং বালিনং দৃষ্ট্বা রক্তৈঃ পাংশুভিরাবৃতম্।
রুদতী নাথনাথেতি পতিতা তস্য পাদয়োঃ ॥ ৭ ॥
করুণং বিলপন্তী সা দদর্শ রঘুনন্দনম্।
রাম! মাং জহি বাণেন যেন বালী হতস্ত্বয়া ॥ ৮ ॥
গচ্ছামি পতিসালোক্যং পতির্মামভিকাঙ্ক্ষতে।
স্বর্গেঽপি ন সুখং তস্য মাং বিনা রঘুনন্দন! ॥ ৯ ॥
পত্নীবিয়োগজং দুঃখমনুভূতং ত্বয়ানঘ!।
বালিনে মাং প্রযচ্ছাশু পত্নীদানফলং ভবেৎ ॥১০॥

বানরেন্দ্র বালী পরমাত্মা শ্রীরাম কর্ত্তৃক রণ ভূমিতে নিহত হইলে তাঁহার অনুচর বানরগণ ভয়াকুলিত চিত্তে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রতিগমন করিয়া তারাকে কহিল—হে মহাভাগে! মহারাজ বালী অদ্য রণভূমিতে শ্রীরাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন—আপনি এক্ষণে কুমার অঙ্গদকে ও মন্ত্রিগণকে রাজকার্য্য করিতে আদেশ করুন, আমরা চতুর্দ্বারের কপাট বন্ধ করিয়া এই নগরী রক্ষা করিব। ১। ২। ৩। অনন্তর তারা কপীন্দ্র বালীর অশুভ সম্বাদ শ্রবণ করিয়া শোকমূর্চ্ছিতান্তঃকরণে বারম্বার পাণি যুগল দ্বারা মস্তক ও বক্ষঃস্থল তাড়ন করিতে করিতে কহিলেন—হে বানরগণ! আমার পুত্র, রাজ্য, নগর ও ধনে কিছুই প্রয়োজন নাই, এক্ষণেই আমি পতির সহমরণ প্রাপ্ত হইব। ৪। ৫। অনন্তর আলুলায়িতকেশী রোরুদ্যমানা তারা শোকাকুলান্তঃকরণে মৃতপতির কলেবর দর্শনার্থ সেই রণ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া বানর রাজের ধূলীধূসরিত এবং শোণিত-সিক্ত শরীর সন্দর্শনানন্তর তাঁহার চরণদ্বয়ে পতিত হইয়া—হা নাথ! হা নাথ! এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৬। ৭। অনন্তর সম্মুখাগত রঘুনাথকে অবলোকন করিয়া কহিলেন—হে রাম! যে বাণ দ্বারা মহারাজের প্রাণ সংহার করিয়াছ সেই বাণ দ্বারা আমাকেও বিনষ্ট কর। ৮। আমি শীঘ্র পতি সন্নিধানে গমন করিব—প্রাণপতি আমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, হে রঘুনন্দন! মহারাজ বালী আমাকে ক্ষণকাল দর্শন না করিলে স্বর্গেও সুখানুভব করিতে পারেন না। তোমাকে অধিক কি বলিব পত্নী-বিয়োগ জনিত দুঃখ তুমি স্বয়ং অনুভব করিতেছ—শীঘ্র আমাকে বিনষ্ট করিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ কর তাহা হইলে তুমি পত্নী দান জনিত ফল লাভ করিবে। ৯। ১০। অনন্তর সুগ্রীবের

সুগ্রীব ! ত্বং সুখং রাজ্যং দাপিতং বালিঘাতিনা।
রামেণ রুময়া সার্দ্ধং ভুংক্ষ্ব সাপত্নবর্জ্জিতম্ ॥ ১১ ॥
ইত্যেবং বিলপন্তীং তাং তারাং রামো মহামনাঃ।
সান্ত্বয়ামাস দয়য়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশতঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কিং ভীরু ! শোচসি ব্যর্থং ? শোকস্যাবিষয়ং পতিম্
পতিস্তবায়ং দেহো বা জীবো বা বদ তত্ত্বতঃ ॥ ১৩ ॥
পঞ্চাত্মকো জড়ো দেহস্ত্বঙ্মাংসরুধিরাস্থিমান্।
কালকর্ম্মগুণোৎপন্নঃ সোঽপ্যাস্তেঽদ্যাপি তে পুরঃ ॥
মন্যসে জীবমাত্মানং জীবস্তর্হি নিরাময়ঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন তিষ্ঠতি ন গচ্ছতি ॥ ১৫ ॥
ন স্ত্রী পুমান্বা ষণ্ডো বা জীবঃ সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ।
এক এবাদ্বিতীয়োঽয়মাকাশবদলেপকঃ।
নিত্যো জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ স কথং শোকমর্হতি ॥১৬॥

তারোবাচ।

দেহোঽচিৎকাষ্ঠবদ্রাম ! জীবো নিত্যশ্চিদাত্মকঃ।
সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ কস্য স্যাদ্রাম ! মে বদ ॥ ১৭ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

অহঙ্কারাদিসম্বন্ধো যাবদ্দেহেন্দ্রিয়ৈঃ সহ।
সংসারস্তাবদেব স্যাদাত্মনস্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ১৮ ॥
মিথ্যারোপিতসংসারো ন স্বয়ং বিনিবর্ত্ততে।
বিষয়ান্ধ্যায়মানস্য স্বপ্নে মিথ্যাগমো যথা ॥ ১৯ ॥

প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন—হে সুগ্রীব ! এক্ষণে তুমি বালী ঘাতী রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অর্পিত নিষ্কণ্টক রাজ্য ও নিজ পত্নী রুমার সহিত পরম সুখে ভোগ কর। ১১।

মহামতি রামচন্দ্র তারার বিলাপ বাক্য শ্রবণানন্তর দয়ার্দ্র হইয়া তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম কহিলেন, হে ভীরু ! তুমি অশোচ্য পতির নিমিত্ত বৃথা কি শোক করিতেছ ? যথার্থ বল দেখি এই রণভূমিশয়িত দেহ কিম্বা জীব উভয়ের মধ্যে পতি বলিয়া কাহাকে স্থির করিয়াছ। ১২। ।১৩। যদি দেহকে পতি বল তাহা হইলে শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু ত্বক্, মাংস, রুধির ও অস্থি দ্বারা পরিপূরিত পঞ্চ ভূতাত্মক জড় দেহ কাল অদৃষ্ট ও সত্ত্বাদি গুণযোগে উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ দেহ অদ্যাপি তোমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে। ।১৪। যদি জীবাত্মাকে পতি বলিয়া স্থির করিয়া থাক তাহা হইলেও শোকের বিষয় কিছুই নাই, যেহেতু নিরাময়—তাহার জনন, মরণ, গতি বা স্থিতি কিছুই নাই। ১৫। ক্লীব নহে—পরন্তু আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নির্লেপ সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তির সম্বন্ধ রহিত এবং নিত্য জ্ঞানময় নির্ম্মল এক পদার্থ সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন তাহার নিমিত্ত কি শোক করিতেছ ? । ১৬। তারা কহিলেন—হে রাম ! যদি এই দেহ কাষ্ঠের ন্যায় অচেতন এবং জীবাত্মা জ্ঞানময় নিত্য-পদার্থ তবে সুখ দুঃখাদি ভোগ কাহার হয় ? এক্ষণে আমার এই সংশয় ছেদ কর। ১৭।

শ্রীরাম কহিলেন, যাবৎ কাল জীবাত্মা অবিবেক বশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে মদীয়ত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ না করেন তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনিই সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন।১৮। হে সুন্দরি ! মনুষ্যেরা বিষয় ভাবনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া যেমন স্বপ্নাবস্থায় ঐ চিন্তিত বিষয়ের মিথ্যা সমাগম লাভ করে এবং ঐ অবস্থায় ঐ অলীক বস্তু হইতেও স্বয়ং নিবৃত্ত হইতে পারে না, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় বিবেক শক্তি দ্বারা নিবৃত্ত হয়, সেই রূপ জীব দেহাভিমানাবস্থায় মিথ্যা সংসার আরোপ করিয়া ঐ অবস্থায় স্বয়ং তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না।১৯। হে বৎসে ! জীবাত্মা

অনাদ্যবিদ্যাসম্বন্ধাত্তৎকার্য্যাহঙ্কৃতেস্তথা।
সংসারোঽপার্থকোঽপিস্যাদ্রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ ॥২০
মন এব হি সংসারো বন্ধশ্চৈব মনঃ শুভে।।
আত্মা মনঃ সমানত্বমেত্য তদ্গতবন্ধভাক্॥ ২১ ॥
যথা বিশুদ্ধঃ স্ফটিকোঽলক্তকাদিসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুতো ভাতি বস্তুতো নাস্তি রঞ্জনম্ ॥ ২২ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনঃ সংসৃতির্বলাৎ।
আত্মা স্বলিঙ্গন্তু মনঃ পরিগৃহ্য তদুদ্ভবান্ ॥ ২৩ ॥
কামান্ জুষন্ গুণৈর্বদ্ধঃ সংসারে বর্ত্ততেঽবশঃ।
আদৌ মনো গুণান্ সৃষ্ট্বা ততঃ কর্ম্মাণ্যনেকধা ॥২৪
শুক্ললোহিতকৃষ্ণানি গতয়স্তৎসমানতঃ।
এবং কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমত্যাভূতসংপ্লবম্ ॥২৫ ॥
সর্ব্বোপসংহৃতৌ জীবো বাসনাভিঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
অনাদ্যবিদ্যাবশগস্তিষ্ঠত্যভিনিবেশতঃ ॥ ২৬ ॥
সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনামানসৈঃ সহ।
জায়তে পুনরপ্যেবং ঘটীযন্ত্রমিবাবশাঃ ॥ ২৭ ॥
যদা পুণ্যবিশেষেণ লভতে সঙ্গতিং সতাম্।
মদ্ভক্তানাং সুশান্তানাস্তদামদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ২৮ ॥
মৎকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা দুর্লভা জায়তে ততঃ।
ততঃ স্বরূপবিজ্ঞানমনায়াসেন জায়তে॥ ২৯ ॥
তদাচার্য্যপ্রসাদেন বাক্যার্থজ্ঞানতঃ ক্ষণাৎ।
দেহেন্দ্রিয়মনঃ প্রাণাহঙ্কৃতিভ্যঃ পৃথক্ স্থিতম্।
স্বাত্মানুভাবতঃ সত্যমানন্দাত্মানমদ্বয়ম্।
জ্ঞাত্বা সদ্যো ভবেন্মুক্তঃ সত্যমেব ময়োদিতম্॥ ৩১

অবিদ্যা প্রভাবে দেহাভিমানী হইয়া রাগ দ্বেষাদি সঙ্কুল মিথ্যা সংসারে আবদ্ধ হন। ২০। হে কপীন্দ্রপত্নি! অন্তঃকরণই সংসারের কারণ ও সুখ দুঃখাদি ভোক্তা জীবাত্মা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হইয়া তদগত সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ২১। অলক্ত সন্নিহিত নির্ম্মল স্ফটিক মণি স্বভাবতঃ শুক্লবর্ণ হইলেও অলক্তের প্রতিবিম্ব সম্পর্কে যে রূপ রক্ত বর্ণ লক্ষিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ আত্মা অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি সন্নিধানে সংসারী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। হে চারু ভাবিনি! জ্ঞানাদি গুণ বিশিষ্ট আত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা অনুমান করিয়া স্থির করিতে হয়, ঐ আত্মা অন্তঃকরণ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তঃকরণের অবিবেক রূপ গুণ লাভ করিয়া বিষয়াদি ভোগ করতঃ রাগদ্বেষাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ আবদ্ধ হইয়া অনিচ্ছুক হইয়া ও সংসারে লিপ্ত হইয়া থাকেন, জীবাত্মা রাগ দ্বেষাদি রূপ অন্তঃকরণ গুণ লাভ করিয়া সদসৎকার্য্য করেন, সেই সদসৎকার্য্য বশতঃ তাহার সদসদগতি লাভ হয়, জীব খণ্ড প্রলয় পর্য্যন্ত এই রূপে ভ্রমণ করেন, খণ্ড প্রলয় সময়ে বাসনা ও অদৃষ্টের সহিত অন্তঃকরণে মিলিত হইয়া (অর্থাৎ উভয়ে একতা লাভ করিয়া) অনাদ্য বিদ্যায়লীন হইয়া থাকেন পুনর্ব্বার সৃষ্টি কালে পূর্ব্ববাসনা ও অদৃষ্টের সহিত আবির্ভূত হন, এইরূপে জীবাত্মা কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছেন।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭। যে সময় জীব পূর্ব্বকৃত পুণ্য বলে মদ্ভক্ত শান্ত প্রকৃতি সাধু জনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই কালে আমাতে ভক্তি এবং আমার লীলা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা লাভ করেন; অনন্তর ভক্তি হইলেই তাহার অনায়াসে ঈশ্বর স্বরূপ বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান হইবামাত্র জীবাত্মা আচার্য্যোপদিষ্ট শাস্ত্র শ্রবণ ও মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা সত্য আনন্দময় আত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন এবং দেহ ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ও অহঙ্কার হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিয়া সদ্যই মুক্তি লাভ করেন ইহা আমি নিশ্চয় উপদেশ করিলাম।

এবং ময়োদিতং সম্যগালোচয়তি যোঽনিশম্ ।
তস্য সংসারদুঃখানি ন স্পৃশন্তি কদাচন ॥ ৩২ ॥
ত্বমপ্যেতন্ময়া প্রোক্তমালোচ্য বিশুদ্ধধীঃ ।
ন স্পৃশ্যসে দুঃখজালৈঃ কর্ম্মবন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥৩৩॥
পূর্ব্বজন্মনি তে সুভ্রু ! কৃতা মদ্ভক্তিরুত্তমা ।
অতস্তব বিমোক্ষায় রূপং মে দর্শিতং শুভে ! ॥৩৪
ধ্যাত্বা মদ্রূপমনিশমালোচয় ময়োদিতম্ ।
প্রবাহপতিতং কার্য্যং কুর্ব্বত্যপি ন লিপ্যসে ॥ ৩৫
শ্রীরামেণোদিতং সর্ব্বং শ্রুত্বা তারাতিবিস্মিতা ।
দেহাভিমানজং শোকং ত্যক্ত্বা নত্বা রঘূত্তমম্ ॥ ৩৬
আত্মানুভবসন্তুষ্টা জীবন্মুক্তা বভূব হ ।
ক্ষণসঙ্গমমাত্রেণ রামেণ পরমাত্মনা ॥ ৩৭ ॥
অনাদিবন্ধং নির্ধূয় মুক্তা সাপি বিকল্মষা ।
সুগ্রীবোঽপি চ তচ্ছ্রুত্বা রামবক্ত্রাৎসমীরিতম্ ॥৩৮
জহাবজ্ঞানমখিলং স্বস্থচিত্তোঽভবত্তদা ।
ততঃ সুগ্রীবমাহেদং রামো বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৩৯ ॥
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য পুত্রেণ যদ্যুক্তং সাম্পরায়িকম্ ।
কুরু সর্ব্বং যথান্যায়ং সংস্কারাদি মমাজ্ঞয়া ॥ ৪০ ॥
তথেতি বলিভির্মুখ্যৈর্ব্বানরৈঃ পরিণীয় তম্ ।
বালিনং পুষ্পকে ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বরাজোপচারকৈঃ ॥৪১
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষৈর্ব্রাহ্মণৈর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ ।
যূথপৈর্ব্বানরৈঃ পৌরৈস্তারয়া চাঙ্গদেন চ ॥ ৪২ ॥
গত্বা চকার তৎসর্ব্বং যথাশাস্ত্রং প্রযত্নতঃ ।
স্নাত্বা জগাম রামস্য সমীপং মন্ত্রিভিঃ সহ ॥ ৪৩ ॥

।২৮।২৯।৩০।৩১। যে ব্যক্তি এই সমস্ত আমার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিয়া অনবরত মনে মনে আলোচনা করে, সংসার দুঃখ তাহাকে কদাচ স্পর্শ করিতে পারিবে না, হে ভামিনি ! তুমিও পবিত্রান্তঃকরণ হইয়া মদুপদিষ্ট বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর তাহা হইলে সংসাররূপ দুঃখ রাশি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না এবং তুমি কর্ম্ম বন্ধন হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ।৩২।৩৩। হে সুভ্রু ! পূর্ব্বজন্মে তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলে সেই কারণে তোমাকে মুক্ত করিবার জন্য রামরূপে দর্শন দিলাম। হে শুভে ! তুমি এক্ষণে আমার রাম রূপ ধ্যান করতঃ মদুপদিষ্ট বাক্য সকল মনে মনে আলোচনা কর, তাহা হইলে সংসার-প্রবাহ-পতিত কার্য্য সকল করিয়াও সংসারে লিপ্ত হইতে হইবে না। ৩৪। ৩৫। তারা অতি বিস্ময় সহকারে শ্রীরামের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহাভিমান জনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলেন। ৩৬। এবং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতঃ জীবন্মুক্তদিগের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র ক্ষণকাল মধ্যে তারার সংসার বন্ধন ছেদ করিয়া তাহাকে নিষ্পাপ ও নির্ব্বাণ মোক্ষ ভাজ করিলেন ; মহাত্মা সুগ্রীবও শ্রীরাম মুখ বিনির্গত সদুপদেশ বাক্য শ্রবণানন্তর অজ্ঞান রাশি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ চিত্ত হইলেন। অনন্তর রামচন্দ্র বানর-পুঙ্গব সুগ্রীবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন । ৩৭। ৩৮। ৩৯। হে সখে ! তুমি ভ্রাতুষ্পুত্র অঙ্গদ দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালির পারলৌকিক সংস্কারাদিকার্য্য যথাবিধি সম্পাদন কর, সুগ্রীব তথাস্তু বলিয়া শ্রীরামবাক্যে সম্মত হইয়া কতিপয় প্রধান বানর দ্বারা বালির মৃত দেহ বহন করাইয়া পুষ্পক সদৃশ বিমানে সংস্থাপন করাইলেন। পরিচারকেরা সুগ্রীবাজ্ঞায় রাজার ন্যায় সেই মৃত-দেহের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং বানরগণ চতুর্দ্দিকে ভেরী ও দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা কিষ্কিন্ধ্যা নগর পরিপূর্ণ করিল। অনন্তর সুগ্রীব, কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রিগণ তারা ও অঙ্গদ সমভিব্যাহারে বিমানারূঢ় মৃত বালি-দেহের অনুগমন করিতে

নত্বা রামস্য চরণৌ সুগ্রীবঃ প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
রাজ্যং প্রশাধি রাজেন্দ্র ! বানরাণাং সমৃদ্ধিমৎ। ৪৪
দাসোঽহন্তে পাদপদ্মং সেবে লক্ষ্মণবচ্চিরম্।
ইত্যুক্তো রাঘবঃ প্রাহ সুগ্রীবং সস্মিতং বচঃ ॥ ৪৫
ত্বমেবাহং ন সন্দেহঃ শীঘ্রং গচ্ছ মমাজ্ঞয়া।
পুররাজ্যাধিপত্যে ত্বং স্বাত্মানমভিষেচয় ॥ ৪৬ ॥
নগরং ন প্রবেক্ষ্যামি চতুর্দ্দশসমাঃ সখে !।
আগমিষ্যতি মে ভ্রাতা লক্ষ্মণঃ পত্তনং তব ॥ ৪৭ ॥
অঙ্গদং যৌবরাজ্যে ত্বমভিষেচয় সাদরম্।
অহং সমীপে শিখরে পর্ব্বতস্য সহানুজঃ ॥ ৪৮ ॥
বৎস্যামি বর্ষদিবসান্ ততস্ত্বং যত্নবান্ ভব।
কিঞ্চিৎকালং পুরে স্থিত্বা সীতায়াঃ পরিমার্গণে ॥৪৯
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাহ সুগ্রীবো রামপাদয়োঃ।
যদাজ্ঞাপয়সে দেব ! তত্তথৈব করোম্যহম্॥ ৫০ ॥
অনুজ্ঞাতস্তু রামেণ সুগ্রীবস্তু সলক্ষ্মণঃ।
গত্বা পুরং তথা চক্রে যথা রামেণ চোদিতঃ ॥
সুগ্রীবেণ তথা ন্যায্যং পূজিতো লক্ষ্মণস্তদা।
আগত্য রাঘবং শীঘ্রং প্রণিপত্যোপতস্থিবান্ ॥৫২
ততো রামো জগামাশু লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
প্রবর্ষণগিরেরূর্দ্ধং শিখরং ভূরিবিস্তরম্॥ ৫৩ ॥
তত্রৈকং গহ্বরং দৃষ্ট্বা স্ফাটিকং দীপ্তিমচ্ছুভম্।
বর্ষবাতাতপসহং ফলমূলসমীপগম্।
বাসায় রোচয়ামাস তত্র রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন কিয়দ্দূর গমনানন্তর সমুচিতস্থানে অঙ্গদ দ্বারা যথাবিধি সেই মৃতদেহ সংস্কারাদি কার্য্য করাইলেন। অনন্তর সুগ্রীব স্নানাদিকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক কতিপয় মন্ত্রির সহিত শ্রীরাম চরণে প্রণাম করিয়া সহর্ষ হৃদয়ে কহিলেন—হে রাজেন্দ্র ! তুমিই এই সমৃদ্ধি সম্পন্ন বানর রাজ্য শাসন কর, আমি লক্ষ্মণের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চিরকাল তোমার পাদপদ্ম সেবা করিব। শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের এইরূপ ভক্তিগর্ভ বাক্য শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—হে সখে ! তুমি আমা-হইতে অভিন্ন ইহাতে সন্দেহ নাই, অতএব শীঘ্র গমন করিয়া আমার আজ্ঞানুসারে কিষ্কিন্ধ্যাপুর রাজ্যাধিপত্যে আত্মাকে অভিষিক্ত কর ।৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। হে কপীন্দ্র ! আমি পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চতুর্দশ বৎসর কাল নগর প্রবেশ করিব না, এই নিমিত্ত সে স্থানে আমি স্বয়ং গমন না করিয়া লক্ষ্মণকে প্রেরণ করিব, ভ্রাতা লক্ষ্মণ তোমার গৃহে অবশ্য গমন করিবেন—হে সখে ! তুমি অঙ্গদকে সমাদর পূর্ব্বক যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে, যাহা হউক এক্ষণে আমি লক্ষ্মণের সহিত নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত শিখরে এক বৎসর কাল বাস করিব, তুমি অল্পকাল মাত্র পুর মধ্যে অবস্থান করিয়া পশ্চাৎ সীতান্বেষণে যত্নবান হও। অনন্তর সুগ্রীব রামচরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কহিলেন—হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিলেন আমি তাহাই করিব, অনন্তর সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত কিষ্কিন্ধ্যা নগরে গমন করিয়া শ্রীরামের আদেশানুরূপ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। মহাবীর লক্ষ্মণ সুগ্রীব কর্ত্তৃক যথোচিৎ পূজিত হইয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ৫২। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া প্রবর্ষণ নামক পর্ব্বতের অতি বিস্তৃত ঊর্দ্ধতল শিখরে গমন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সেই স্থানে স্ফটিক মণিময় সুচারু প্রভা সমুজ্জল বৃষ্টি, বায়ু ও আতপ নিবারক একটী গহ্বর এবং সেই গহ্বর সন্নিহিত বনস্থিত সুস্বাদু ফল মূলাদি প্রচুর পরিমানে অবলোকন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ঐ গহ্বরে বাস করিতে বাসনা করিলেন।৫৩।৫৪। রঘুনন্দন

দিব্যমূলফলপুষ্পসংযুতে
মৌক্তিকোপমজলৌঘপল্বলে ।
চিত্রবর্ণমৃগপক্ষিশোভিতে পর্ব্বতে
রঘুকুলোত্তমোঽবসৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

যে পর্ব্বতে বাস করিয়া ছিলেন ঐ পর্ব্বতের বিবিধ সুচারু ফল মূল পুষ্প এবং মুক্তাসদৃশ নির্ম্মল জল দ্বারা পরিপূরিত বহুত সরোবর ও নয়নানন্দবর্দ্ধন বিচিত্র বর্ণ পক্ষিগণ স্থানে স্থানে লক্ষিত হইত ।৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ।

তত্র বার্ষিকদিনানি রাঘবো ।
লীলয়া মণিগুহাসু সঞ্চরন্ ।
পক্বমূলফলভোগতোষিতো
লক্ষ্মণেন সহিতোঽবসৎ সুখম্ ॥ ১ ॥
বাতমুন্নজলপূরিতমেঘাস্তরস্তনিতবৈদ্যুতগর্জ্জান্ ।
বীক্ষ্য বিস্ময়মগাদ্গজবথান্ স্বর্ণদাহিতমুকাঞ্চনকক্ষান্
নবঘাসং সমাসাদ্য হৃষ্টপুষ্টমৃগদ্বিজাঃ ।
ধাবন্তঃ পরিতো রামং বীক্ষ্য বিস্ফারিতেক্ষণাঃ ॥ ৩
ন চলন্তি সদা ধ্যাননিষ্ঠা ইব মুনীশ্বরাঃ ।
রামং মানুষরূপেণ গিরিকাননভূমিষু ॥ ৪ ॥
চরন্তং পরমাত্মানং জ্ঞাত্বা সিদ্ধগণা ভুবি ।
মৃগপক্ষিগণা ভূত্বা রামমেবানুসেবিরে ॥ ৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্ব্বতে ইতস্তত মণিময় গুহা মধ্যে সঞ্চরণ করতঃ সুপক্ক ফলমূল ভোজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পরম সুখে এক বর্ষ কাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১। সেই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র কোন দিবস তড়িত সংযুক্ত এবং শব্দায়মান বাতসঞ্চালিত সজল জলদাবলী সন্দর্শন করিয়া সুবর্ণময় পৃষ্ঠাস্তরণ শোভিত গজ-যূথ ভ্রমে বিস্ময়াপন্ন হইতেন ।২। এবং ঐ স্থানের নব ঘাস ভক্ষণ দ্বারা হৃষ্ট পুষ্টাঙ্গ মৃগ পক্ষি গণ ইতস্তত বিচরণ কালে পথি মধ্যে শ্রীরামকে দর্শনান্তর ধ্যানস্থ মুনিগণের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া অনিমেষ লোচনে অবস্থান করিত এবং সিদ্ধ গণ গিরি-কানন সঞ্চারী রামকে মানুষ রূপী পরমাত্মা নিশ্চয় করিয়া মৃগ ও পক্ষি রূপ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ৩। ৪। ৫। একদা ধ্যাননিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র

সৌমিত্রিরেকদা রামমেকান্তে ধ্যানতৎপরম্।
সমাধিবিরমে ভক্ত্যা প্রণয়াদ্বিনয়াম্বিতঃ ॥ ৬ ॥
অব্রবীদ্দেব ! তে বাক্যাৎ পূর্ব্বোক্তাদ্বিগতো মম।
অনাদ্যবিদ্যাসম্ভূতঃ সংশয়ো হৃদি সংস্থিতঃ ॥ ৭ ॥
ইদানীং জ্ঞাতুমিচ্ছামি ক্রিয়ামার্গেণ রাঘব।।
ভবদারাধনং লোকে যথা কুর্ব্বন্তি যোগিনঃ ॥ ৮ ॥
ইদমেব সদা প্রাহুর্যোগিনো মুক্তিসাধনম্।
নারদোঽপি তথা ব্যাসো ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ॥৯॥
ব্রহ্মক্ষত্রাদিবর্ণানামাশ্রমাণাং চ মোক্ষদম্।
স্ত্রীশূদ্রাণাং চ রাজেন্দ্র ! সুলভং মুক্তিসাধনং।
তব ভক্ত্যায় মে ভ্রাত্রে ব্রূহি লোকোপকারকং ॥১০
শ্রীরাম উবাচ।
মম পূজাবিধানস্য নান্তোঽস্তি রঘুনন্দন !।
তথাপি বক্ষ্যে সংক্ষেপাদ্যথাবদনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

স্বগৃহ্যোক্তপ্রকারেণ দ্বিজত্বং প্রাপ্য মানবঃ।
সকাশাৎসদ্‌গুরোর্ম্মন্ত্রং লব্ধ্বা মদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১২
তেন সন্দর্শিতবিধির্ম্মামেবারাধয়েৎ সুধীঃ !
হৃদয়ে বানলে বার্চ্চেৎপ্রতিমাদৌ বিভাবসৌ ॥১৩॥
শালগ্রামশিলায়াং বা পূজয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।
প্রাতঃস্নানং প্রকুর্ব্বীত প্রথমং দেহশুদ্ধয়ে ॥ ১৪ ॥
বেদতন্ত্রোদিতৈর্ম্মন্ত্রৈর্ম্মৃল্লেপনবিধানতঃ।
সন্ধ্যাদিকর্ম্ম যন্নিত্যং তৎকুর্য্যাদ্বিধিনা বুধঃ ॥১৫॥
সঙ্কল্পমাদৌ কুর্ব্বীত সিদ্ধ্যর্থং কর্ম্মণাং সুধীঃ।
স্বগুরুং পূজয়েদ্ভক্ত্যা মদ্বুধ্যা পূজকো মম ॥ ১৬ ॥
শিলায়াং স্নপনং কুর্য্যাৎপ্রতিমাসু প্রমার্জনম্।
প্রসিদ্ধৈর্গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্মৎপূজাসিদ্ধিদায়িকা ॥১৭ ॥
অমায়িকোঽনুবৃত্ত্যা মাং পূজয়েন্নিয়তব্রতঃ।
প্রতিমাদিষলঙ্কারঃ প্রিয়ো মে কুলনন্দন ! ॥১৮॥

সমাধি সমাধানন্তর নির্জনে উপবেশন করিলে লক্ষ্মণ ভক্তি ও প্রণয় সহকৃত বিনয় বচনে কহিলেন—হে দেব ! আপনি আমাকে পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমার অবিদ্যা জনিত হৃদয় সংশয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ; কিন্তু যোগিগণ যেরূপ লৌকিক পূজাদি নিয়মানুসারে আপনার আরাধনা করে ঐ প্রকার পূজার নিয়ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ৬।৭। হে ভগবন্ ! নারদ, ব্যাস, কমলযোনি ব্রহ্মা এই সকল যোগিগণ পূজার নিয়মানুসারে আপনার আরাধনাকে মুক্তি সাধন বলিয়াছেন। ৮।৯। হে দয়াময় ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাতুর্ব্বর্ণ ও স্ত্রী জাতিরও মোক্ষের সুলভ উপায়, সুতরাং সর্ব্বলোকোপকারক সেই পূজার নিয়ম গুলি আপনার ভক্ত এই কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া ব্যক্ত করুন। ১০। শ্রীরাম কহিলেন—হে ভ্রাতঃ ! আমার পূজা নিয়মের সীমা নাই, তথাপি সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক কিঞ্চিৎ নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর—মনুষ্যেরা যথা শাস্ত্রানুসারে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া সদ্‌গুরু সন্নিধানে ভক্তি পূর্ব্বক মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অনন্তর গুরুদর্শিত বিধানানুসারে আমাকেই পূজা করিবে, ঐ পূজা নিজ মানসে বা অগ্নিতে কিম্বা সুবর্ণ রজতাদি প্রতিমাতে ব্রাহ্মণে সূর্য্যমণ্ডলে কিম্বা শালগ্রাম শিলাতে অতি প্রশস্ত ফলদায়ক। হে লক্ষ্মণ ! পণ্ডিত ব্যক্তি প্রথমতঃ দেহ শুদ্ধির নিমিত্ত যথা শাস্ত্র মৃত্তিকা লেপনাদি বিধানানুসারে প্রাতঃস্নান—তদনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি করিবে, তদনন্তর কর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত সংকল্প করিয়া আমা হইতে অভিন্ন বুদ্ধিতে গুরু পূজা করিবে, তদনন্তর শিলা নির্ম্মিত মদীয় প্রতিমাতে স্নান করাইবে মৃণ্ময়াদি প্রতিমাতে মার্জন করিবে, তদনন্তর স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত গন্ধ পুষ্পাদি উপচার দ্বারা ঐ প্রতিমাতে আমার পূজা করিয়া মনুষ্যেরা অভিষ্ট সিদ্ধি লাভ করিবে, কিন্তু দম্ভাদি শূন্য হইয়া সংযম পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট বিধানানুসারে পূজা করিলেই উক্ত ফলপ্রাপ্ত হইবে নতুবা, অভিষ্ট ফল হইবে না। হে কুলনন্দন ! প্রতি-

অগ্নৌ যজেত হবিষা ভাস্করে স্থণ্ডিলে যজেৎ।
ভক্তেনোপহৃতং প্রীত্যৈ শ্রদ্ধয়া মম বার্য্যপি ॥১৯॥
কিং পুনর্ভক্ষ্যভোজ্যাদিগন্ধপুষ্পাক্ষতাদিকং।
পূজাদ্রব্যাণি সর্ব্বাণি সংপাদ্যৈবং সমারভেৎ ॥২০॥
চৈলাজিন কুশৈঃ সম্যগাসনং পরিকল্পয়েৎ।
তত্রোপবিশ্য দেবস্য সংমুখেশুদ্ধমানসঃ ॥ ২১ ॥
ততো ন্যাসং প্রকুর্ব্বীত মাতৃকাবহিরান্তরম্।
কেশবাদি ততঃ কুর্য্যাত্তত্ত্বন্যাসং ততঃ পরম্ ॥ ২২
মন্মূর্ত্তিপঞ্জরন্যাসং মন্ত্রন্যাসং ততোন্যসেৎ।
প্রতিমাদাবপি তথা কুর্য্যান্নিত্যমতন্দ্রিতঃ ॥
কলশং স্বপুরো বামে ক্ষিপেৎ পুষ্পাদি দক্ষিণে।
অর্ঘ্যপাদ্যপ্রদানার্থং মধুপর্কার্থমেব চ ॥ ২৪ ॥

তথৈবাচমনার্থং তু ন্যসেৎপাত্রচতুষ্টয়ম্।
হৃৎপদ্মে ভানুবিমলাৎ মৎকলাং জীবসংজ্ঞিতাম্
ধ্যায়েৎস্বদেহমখিলং তয়া ব্যাপ্তমরিন্দম !।
তামেবাবাহয়েন্নিত্যং প্রতিমাদিষু মৎকলাম্ ॥২৬॥
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবস্ত্রবিভূষণৈঃ।
যাবচ্ছক্যোপচারৈর্ব্বা ত্বর্চয়েন্মামমায়য়া ॥ ২৭ ॥
বিভবে সতি কর্পূরকুঙ্কুমাগুরুচন্দনৈঃ।
অর্চয়েন্মন্ত্রবন্নিত্যং সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভৈঃ ॥২৮॥
দশাবরণপূজাং বৈ হ্যাগমোক্তাং প্রকারয়েৎ।
নীরাজনৈর্ধূপদীপৈর্নৈবেদ্যৈর্ব্বিবিধৈস্তথা ॥ ২৯ ॥
শ্রদ্ধয়োপহরেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভুগহমীশ্বরঃ।
হোমং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন বিধিনা মন্ত্রকোবিদঃ ॥৩০॥

মাদিতে পূজা করিতে হইলে পুষ্পাদি উপচার আবশ্যক, অগ্নি, সূর্য্য ও স্থণ্ডিলে ঘৃতের আবশ্যকতা (অর্থাৎ ঘৃতদ্বারা অনলাদিতে হোম করিবে) হে ভ্রাতঃ! তোমাকে অধিক কি বলিব—ভক্ত ব্যক্তি কেবল জলদ্বারা যদি আমাকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পূজা করে তাহা হইলেও আমার প্রীতি হয়, ভক্তি থাকিলে ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ধূপ, দীপ. নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন উপচারের প্রয়োজন থাকেনা, যাহা হউক এক্ষণে পূজা নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর—হে লক্ষ্মণ! সাধক ব্যক্তি প্রথমতঃ সমস্ত পূজার দ্রব্য সংগ্রহ করিবে, তদনন্তর কুশাসনোপরি অজিনাসন—তদুপরি কম্বলাসন আস্তৃত করিয়া তদুপরি বিশুদ্ধ চিত্তে উপবেশন পূর্ব্বক দেবতা সম্মুখে মাতৃকান্যাস ও অন্তর্মাতৃক ন্যাস করিয়া বাহ্য ন্যাস, অন্তন্যাস, কেশব কৃত্যাদি ন্যাস তদনন্তর তত্ত্বন্যাস, বিষ্ণুপঞ্জর ন্যাস ও মন্ত্র ন্যাস করিবে। প্রতিমাদিতে পূজা করিতে হইলেও এই সকল ন্যাসের আবশ্যকতা এবং পূজক ব্যক্তি স্বকীয় বামভাগে জলপূর্ণ একটী কলস এবং দক্ষিণ ভাগে পুষ্পাদি ও অর্ঘ্য পাত্র, পাদ্য, পাত্র মধুপর্কপাত্র এবং আচমনীয় পাত্র এই চারিটী পাত্র রক্ষা করিবে এবং নিজ হৃদয় পদ্মে মদীয় কলাকে জীবরূপে ভাবনা করিবে, হে অরিন্দম! পূজক ব্যক্তি নিজ দেহকেও মদীয় কলাদ্বারা ব্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া প্রতিমাদিতে ঐ কলাকে আবাহন করিবে। ১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪।২৫।২৬। অনন্তর দম্ভাদি শূন্য হইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাশক্তি উপচার দ্বারা আমাকে পূজা করিবে; পূজক বিভবশালী হইলে কর্পূর, কুমকুম, অগুরু চন্দন এবং সুন্দর সুগন্ধি পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য ও পঞ্চবিধ নীরাজনাদি দ্বারা আমাকে পূজা করিবে এবং দশটী আবরণ দেবতার অগস্ত্য সংহিতোক্ত পূজা করাও আবশ্যক।২৭।২৮।২৯। হে বৎস! পূজক ব্যক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যদি আমাকে ঐ সকল উপচার প্রদান করে তাহা হইলে গ্রহণ করিব যেহেতু আমি শ্রদ্ধার বশীভূত ঈশ্বর, হে

অগস্ত্যোনোক্তমার্গেণ কুণ্ডেনাগমবিভ্রমঃ।
জুহুয়ান্মূলমন্ত্রেণ পুংসূক্তেনাথবা বুধঃ॥ ৩১॥
অথবোপাসনাগ্নৌ বা চরুণা হবিষা তথা।
তপ্তজাম্বূনদপ্রখ্যং দিব্যাভরণভূষিতম্॥ ৩২॥
ধ্যায়েদনলমধ্যস্থং হোমকালে সদা বুধঃ।
পার্ষদেভ্যো বলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ॥ ৩৩
ততো জপং প্রকুর্ব্বীত ধ্যায়ন্মাং যতবাক্ স্মরন্।
মুখবাসং চ তাম্বূলং দত্ত্বা প্রীতিসমন্বিতঃ॥ ৩৪॥
মদর্থে নৃত্যগীতাদিস্তুতি পাঠাদি কারয়েৎ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ হৃদয়ে মাং নিধায় চ॥ ৩৫॥

শিরস্যাধায় মদ্দত্তং প্রসাদং ভাবনাময়ম্।
পাণিভ্যাং মৎপদে মূর্দ্ধ্নি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ॥ ৩৬
রক্ষ মাং ঘোরসংসারাদিত্যুক্ত্বা প্রণমেৎ সুধীঃ।
উদ্বাসয়েত্তথা পূর্ব্বং প্রত্যগ্জ্যোতিষি সংস্মরন্॥ ৩৭
এবমুক্তপ্রকারেণ পূজয়েদ্বিধিবদ্যদি।
ইহামুত্র চ সংসিদ্ধিং প্রাপ্নোতি মদনুগ্রহাৎ॥ ৩৮॥
মদ্ভক্তো যদি মামেবং পূজাং চৈব দিনে দিনে।
করোতি মম সারূপ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ৩৯

ইদং রহস্যং পরমং চ পাবনং
ময়ৈব সাক্ষাৎকথিতং সনাতনম্।
পঠত্যজস্রং যদি বা শৃণোতি যঃ
স সর্ব্বপূজাফলভাঙ্ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥

ভ্রাতঃ! মন্ত্র বিশারদ পূজক ব্যক্তি পূজান্তে আমার প্রীতির নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক যথা বিধি হোম করিবে।৩০। হে অরিন্দম! হোম করিতে হইলে কুণ্ডের আবশ্যকতা, ঐ কুণ্ড অগস্ত্য সংহিতোক্ত বিধানানুসারে পণ্ডিত ব্যক্তিরা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর আমার মূল মন্ত্র দ্বারা অথবা পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে, হে ভ্রাতঃ! এই যে কুণ্ডে হোমের বিধি কহিলাম ইহা শূদ্রাদি ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, সাগ্নিক ব্রাহ্মণেরা নিজ উপাস্য অগ্নিতে ঘৃত রূপ চরু দ্বারা হোম করিবে, তাহাদের কুণ্ড নির্ম্মাণের আবশ্যকতা নাই। হে বৎস! পণ্ডিত ব্যক্তিরা হোম কালে অনল মধ্যে আমার সন্তপ্ত সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্বল এবং সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত রূপ চিন্তা করিবে—অনন্তর হনুমৎ প্রভৃতি মদীয় পার্ষদ বর্গকে বলি প্রদান করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে। ।৩১।৩২। ৩৩। হে ভ্রাতঃ! অনন্তর পূজক ব্যক্তি বাক্য সংযম পূর্ব্বক আমাকে চিন্তা করত মদীয় মূল মন্ত্র জপ করিবে, তদনন্তর সুপ্রীত মনে কর্পূরাদি মিশ্রিত তাম্বুল আমাকে প্রদান করিয়া মৎপ্রীত্যর্থে স্বয়ং নৃত্য গীত ও স্তব পাঠাদি করিবে, অনন্তর আমাকে হৃদয়ে ভাবনা করতঃ ভূমিতলে দণ্ডবৎ

প্রণামানন্তর আমার প্রসাদিত পুষ্পাদি আমাকর্ত্তৃক অর্পিত ভাবনা করিয়া মস্তকে ধারণ করিবে এবং মনে মনে ভক্তি পূর্ব্বক ইহা ভাবনা করিবে যে, ইষ্ট দেবের চরণ যুগল নিজ পাণি যুগল দ্বারা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলাম; অনন্তর পরম জ্ঞানী পূজক কৃতাঞ্জলি পুটে হে ভগবন্! আমাকে ঘোর সংসার হইতে পরিত্রাণ করুন—এই রূপ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে, তদনন্তর হৃদয়স্থ জীব হইতে আবাহিত মৎকলাকে বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ ঐ জীবেতে প্রবিষ্ট ভাবনা করিবে।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭। হে লক্ষ্মণ! মদ্ভক্ত ব্যক্তি যদি একবার উক্ত প্রকারে আমাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহ কালে ও পর কালে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যদ্যপি প্রতিদিন উক্ত নিয়মে পূজা করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। ।৩৮।৩৯। হে ভ্রাতঃ! তোমার সমক্ষে আমি যে অতিপাবন পরম গুহ্য সনাতন পূজা বিধি কহিলাম—ইহা যে ব্যক্তি সতত পাঠ বা শ্রবণ করিবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় সকল পূজার ফল

এবং পরাত্মা শ্রীরামঃ ক্রিয়াযোগমনুত্তমম্।
পৃষ্টঃ প্রাহ স্বভক্তায় শেষাংশায় মহাত্মনে ॥ ৪১ ॥
পুনঃ প্রাকৃতবদ্রামো মায়ামাশ্রিত্য দুঃখিতঃ।
হা সীতেতি বদন্নেব নিদ্রাং লেভে কথঞ্চন ॥ ৪২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র কিষ্কিন্ধ্যায়াং সুবুদ্ধিমান্।
হনূমান্ প্রাহ সুগ্রীবমেকান্তে কপিনায়কম্ ॥ ৪৩ ॥
শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তবৈব হিতমুত্তমম্।
রামেণ তে কৃতঃ পূর্ব্বমুপকারো হ্যনুত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥
কৃতঘ্নবত্ত্বয়া নূনং বিস্মৃতঃ প্রতিভাতি মে।
ত্বৎকৃতে নিহতো বালী বীরস্ত্রৈলোক্যসম্মতঃ ॥৪৫
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতোঽসি ত্বং
তারাং প্রাপ্তোঽসি দুর্লভাম্।
স রামঃ পর্ব্বতস্যাগ্রে
ভ্রাত্রা সহ বসন্ সুধীঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্বদাগমনমেকাগ্রমীক্ষতে কার্য্যগৌরবাৎ।
ত্বং তু বানরভাবেন স্ত্রীসক্তো নাববুধ্যসে ॥ ৪৭ ॥
করোমীতি প্রতিজ্ঞায় সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
ন করোষি কৃতঘ্নস্ত্বং হন্যসে বালিবদ্দ্রুতম্ ॥ ৪৮ ॥
হনূমদ্বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো ভয়বিহ্বলঃ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং সত্যমেব ত্বয়োদিতম্ ॥ ৪৯ ॥
শীঘ্রং কুরু মদাজ্ঞাং ত্বং বানরাণাং তরস্বিনাম্।
সহস্রাণি দশেদানীং প্রেষয়াশু দিশো দশ ॥ ৫০ ॥
সপ্তদ্বীপগতান্ সর্ব্বান্ বানরানানয়ন্তু তে।
পক্ষমধ্যে সমায়ান্তু সর্ব্বে বানরপুঙ্গবাঃ ॥ ৫১ ॥

ভাগী হইবে। ৪০। শ্রীরামচন্দ্র জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম ভক্ত শেষাবতার মহাত্মা লক্ষ্মণের নিকট উক্ত প্রকার ক্রিয়া যোগ কহিলেন, অনন্তর ক্ষণেই প্রাকৃত মনুষের ন্যায় মায়াবলম্বন পূর্ব্বক অতি দুঃখ সহকারে 'হা সীতে,' এইপ্রকার বহু বিলাপ করিতে করিতে কোন প্রকারে নিদ্রিত হইলেন। ৪১। ৪২।

এই সময়ে কিষ্কিন্ধ্যা নগরে নির্জ্জনোপবিষ্ট কপি নায়ক সুগ্রীবকে সুবুদ্ধি হনূমান কহিলেন। ৪৩। হে মহারাজ! আপনার পরম হিত কিছু বলিতেছি শ্রবণ করুন—প্রথমতঃ শ্রীরামচন্দ্র আপনার অতিশয় উপকার করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বিবেচনা হয় আপনি তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃতঘ্নের ন্যায় নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। হে মহাভাগ! সেই উপকার সামান্য নহে, দেখুন শ্রীরাম ত্রিলোক বিখ্যাত মহাবীর বালিকে তোমার নিমিত্ত রণ ভূমিতে নিহত করিয়া তোমাকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারই সাহায্যে পরম দুর্লভা তারাকে প্রাপ্ত হইয়াছ এক্ষণে সেই শ্রীরামচন্দ্র অনুজের সহিত পর্ব্বত শৃঙ্গে বাস করিয়া গুরুতর কার্য্যানুরোধ বশতঃ তোমার পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন তুমি বানরত্ব হেতু স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া কিছুই বিবেচনা করিতেছ না। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। তুমি শ্রীরামের নিকট সীতান্বেষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ এক্ষণে কিছুই করিতেছ না; মহারাজ তুমি অতি কৃতঘ্নের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ, অতএব শ্রীরামচন্দ্র অতি সত্বরে বালির ন্যায় তোমাকে বিনষ্ট করিবেন। ৪৮। সুগ্রীব হনূমানের বাক্য শ্রবণানন্তর ভয়াকুল হইয়া কহিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য অতএব শীঘ্র আমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন কর এই মহাবীর দশ সহস্র বানর সৈন্য দশ দিকে শীঘ্র প্রেরণ কর। ৪৯। ৫০। ইহারা গমন করিয়া সপ্তদ্বীপস্থ বানর সমূহকে এ স্থানে আনয়ন করুক। এবং বানর সৈন্য মধ্যে আমার এই আজ্ঞা প্রচারিত হউক যে, এক পক্ষ মধ্যে কৃতকার্য্য হইয়া সকলে এই স্থানে প্রত্যাগমন করে যিনি পক্ষমধ্যে প্রত্যাগমন

যে পক্ষমতিবর্ত্তন্তে তে বধ্যা মে ন সংশয়ঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হনূমন্তং সুগ্রীবো গৃহমাবিশৎ॥ ৫২॥
সুগ্রীবাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য হনূমান্মন্ত্রিসত্তমঃ।
তৎক্ষণাৎ প্রেষয়ামাস হরীন্ দশদিশঃ সুধীঃ॥৫৩॥
অগণিতগুণসত্ত্বান্ বায়ুবেগপ্রচারান্
বনচরগণমুখ্যান্ পর্ব্বতাকাররূপান্।
পবনহিতকুমারঃ প্রেষয়ামাস দূতান্
অতিরভসতরাত্মা দানমানাদিতৃপ্তান্॥৫৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

না করিবেন তিনি নিশ্চয় আমার বধ্য হইবেন সুগ্রীব হনুমানকে এরূপ আদেশ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মন্ত্রিবর হনুমান্ সুগ্রিবের আজ্ঞানুসারে দশ দিকে বানর সৈন্য প্রেরণ করিলেন।৫১।৫২।৫৩। পবন নন্দন হনুমান্ অসীমগুণ ও বিক্রম সম্পন্ন বায়ু সদৃশ বেগগামী পর্ব্বত প্রমাণ বনচর শ্রেষ্ঠ বানরগণকে অর্থ ও সম্মান প্রদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া দৌত্যকার্য্যে প্রেরণ করিলেন।৫৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রামস্তু পর্ব্বতস্যাগ্রে মণিসানৌ নিশামুখে।
সীতা বিরহজং শোকমসহন্নিদমব্রবীৎ॥ ১॥
পশ্য লক্ষ্মণ! মে সীতা রাক্ষসেন হৃতা বলাৎ।
মৃতামৃতা বা নিশ্চেতং ন জানেঽদ্যাপি ভামিনী॥২
জীবতীতি মম ব্রূয়াৎকশ্চিদ্বা প্রিয়কৃৎসমে।
যদি জানামি তাং সাধ্বীং জীবন্তীং যত্র কুত্র বা॥৩।
হঠাদেবাহরিষ্যামি সুধামিব পয়োনিধেঃ।
প্রতিজ্ঞাং শৃণুমে ভ্রাতর্যেন মে জনকাত্মজা॥ ৪॥

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেই পর্ব্বতে শৃঙ্গোপরি মণিময় সানুতে বিষণ্ণ হইয়া রজনী সমাগম কালে সীতা বিরহ জনিত শোকাবেগ সহন করিতে অক্ষম হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন। ১। হে লক্ষ্মণ! আমার প্রাণদয়িতা জানকী বলপূর্ব্বক রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া এতদিন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন কি না ইহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। যদি কোন ব্যক্তি সীতা জীবিতা আছেন এই সম্বাদটী আমাকে প্রদান করে সে ব্যক্তিকে আমি পরম প্রিয়কারী বন্ধু বলিয়া গণ্য করিব। যদি যে কোন স্থানে সীতা জীবিতা আছেন, ইহা আমি জানিতে

সীতা তং ভস্মসাৎ কুর্য্যাং সপুত্রবলবাহনম্।
হা সীতে! চন্দ্রবদনে বসন্তী রাক্ষসালয়ে ॥ ৫ ॥
দুঃখার্ত্তা মামপশ্যন্তী কথং প্রাণান্ ধরিষ্যসি ?।
চন্দ্রোঽপি ভানুবদ্ভাতি মম চন্দ্রাননাং বিনা ॥ ৬॥
চন্দ্র ! ত্বং জানকীং স্পৃষ্ট্বা করৈর্মাং স্পৃশ শীতলৈঃ
সুগ্রীবোঽপি দয়াহীনো দুঃখিতং মাং ন পশ্যতি ॥
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং প্রাপ্য স্ত্রীভিঃ পরিবৃতো রহঃ।
কৃতঘ্নো দৃশ্যতে ব্যক্তং পানাসক্তোঽতিকামুকঃ ॥ ৮
নায়াতি শরদং পশ্যন্নপি মার্গয়িতুং প্রিয়াম্।
পূর্ব্বোপকারিণং দুষ্টঃ কৃতঘ্নো বিস্মিতো হি মাম্ ॥

পারি তাহা হইলে তাঁহাকে যে কোন উপায়ে হঠাৎ আনয়ন করিব, যেরূপ দেবগণ পয়োনিধি হইতে সুধা আনয়ন করিয়াছিলেন। হে ভ্রাতঃ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি শ্রবণ কর—যে দুরাত্মা আমার প্রিয়তমা জানকীকে হরণ করিয়াছে তাহাকে সমূলে ভস্মসাৎ করিব। হা জনকনন্দিনি সীতে! হা চন্দ্রমুখি! তুমি রাক্ষসালয়ে অবস্থিতি করিয়া আমার অদর্শন জনিত দুঃখানুভব করতঃ কিরূপে জীবন ধারণ করিবে—হে প্রিয়ে! আমিতো তোমার বিরহে বিকল হইয়াছি অধিক কি বলিব তোমার বিরহে শীতরশ্মি চন্দ্রকে ও প্রচণ্ড-কর মার্ত্তণ্ড বলিয়া আমার জ্ঞান হইতেছে। ২। ৩। ৪।৫।৬। হে সুধাংশো! তুমি যে সকল শীত কিরণ দ্বারা জানকীর গাত্রস্পর্শ করিতেছ ঐ সকল কিরণ দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর—তাহা হইলে আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থতা লাভ করিতে পারি। হে লক্ষ্মণ! নির্দ্দয় সুগ্রীবও নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়া নির্জ্জন স্থানে স্ত্রীগণ পরিবৃত হইয়া সম্ভোগ সুখ অনুভব করিতেছে—আমার দুঃখ এক বারও অবলোকন করিল না। হে ভ্রাতঃ! পানাসক্ত অতি কামুক সেই সুগ্রীবকে কৃতঘ্ন বলিয়া সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে, যেহেতু উপস্থিত শরৎ কাল অবলোকন করিয়াও সীতান্বেষণের নিমিত্ত সেই পাপাত্মা আগমন করিতেছে না,

হন্মি সুগ্রীবমপ্যেবং সপুরং সহবান্ধবম্।
বালী যথা হতো মেঽদ্য সুগ্রীবোঽপি তথা ভবেৎ
ইতি রুষ্টং সমালোক্য রাঘবং লক্ষ্মণোঽব্রবীৎ।
ইদানীমেব গত্বাহং সুগ্রীবং দুষ্টমানসম্ ॥ ১১ ॥
মামাজ্ঞাপয় হত্বা তমায়াস্যে রাম তেঽন্তিকম্।
ইত্যুক্ত্বা ধনুরাদায় খড়্গং তূণীরমেব চ ॥ ১২ ॥
গন্তুমভ্যুদ্যতং বীক্ষ্য রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ।
ন হন্তব্যস্ত্বয়া বৎস! সুগ্রীবো মে প্রিয়ঃ সখা ॥১৩॥
কিন্তু ভীষয় সুগ্রীবং বালিবদ্ধ হনিষ্যসে।
ইত্যুক্ত্বা শীঘ্রমাদায় সুগ্রীবপ্রতিভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥
আগত্য পশ্চাদ্যৎকার্য্যং তৎকরিষ্যাম্যসংশয়ম্।
তথেতি লক্ষ্মণোঽগচ্ছত্ত্বরিতো ভীমবিক্রমঃ ॥ ১৫ ॥

বোধ করি সেই কৃতঘ্ন মৎকৃত পূর্ব্বোপকার বিস্মৃত হইয়া থাকিবে। ৭। ৮। ৯। হে লক্ষ্মণ! যেরূপ আমি বালীকে বধ করিয়াছি, তদ্রূপ সবান্ধব সুগ্রীবকেও কিষ্কিন্ধ্যা নগরের সহিত নির্ম্মূল করিব। ১০।

অনন্তর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে দেব! আপনি আজ্ঞা করুন আমি এই দণ্ডেই কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিয়া দুষ্টচেতা সুগ্রীবকে বিনাশ করিয়া আপনার নিকট পুনঃ প্রত্যাগমন করিব। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ধনুঃ, খড়্গ ও তূণীর গ্রহণ পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যা গমনোদ্যত দেখিয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার প্রিয় সখা সুগ্রীবকে বালীর ন্যায় বধ করিও না, কিন্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করাইবে, ভয় প্রদর্শনানন্তর সুগ্রীব যাহা কহিবেন তাহা এস্থানে আসিয়া আমাকে কহিবে। অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিব। ভীম-বিক্রম লক্ষ্মণ তথাস্তু বলিয়া শ্রীরামের আজ্ঞা শিরোধারণ

কিষ্কিন্ধ্যাং প্রতি কোপেন নির্দ্দহন্নিব বানরান্।
সর্ব্বজ্ঞো নিত্যলক্ষ্মীকো বিজ্ঞানাত্মাপি রাঘবঃ ॥১৬
সীতামনুশুশোচার্ত্তঃ প্রাকৃতঃ প্রাকৃতামিব।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষিণস্তস্য মায়াকার্য্যাতিবর্ত্তিনঃ ॥ ১৭ ॥
রাগাদিরহিতস্যাস্য তৎকার্য্যং কথমুদ্ভবেৎ।
ব্রহ্মণোক্তমৃতং কর্ত্তুং রাজ্ঞো দশরথস্য হি ॥ ১৮ ॥
তপসঃ ফলদানায় জাতো মানুষবেশধৃক্।
মায়য়া মোহিতাঃ সর্ব্বে জনা অজ্ঞানসংযুতাঃ ॥ ১৯
কথমেষাং ভবেন্মোক্ষ ? ইতি বিষ্ণুর্বিচিন্তয়ন্।
কথাং প্রথয়িতুং লোকে সর্ব্বলোকমলাপহাম্ ॥ ২০
রামায়ণাভিধাং রামো ভূত্বা মানুষচেষ্টকঃ।
ক্রোধং মোহং চ কামং চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥২১॥

তত্তৎকালোচিতং গৃহ্নন্ মোহয়ত্যবশাঃ প্রজাঃ।
অনুরক্ত ইবাশেষগুণেষু গুণবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
বিজ্ঞানমূর্ত্তির্বিজ্ঞানশক্তিঃ সাক্ষ্যগুণান্বিতঃ।
অতঃ কামাদিভির্নিত্যমবিলিপ্তো যথা নভঃ ॥২৩॥
বিন্দন্তি মুনয়ঃ কেচিজ্জানন্তি সনকাদয়ঃ।
তদ্ভাব নির্ম্মলাত্মানঃ সম্যক্ জানন্তি নিত্যদা ॥ ২৪ ॥
ভক্তচিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা গত্বা কিষ্কিন্ধ্যানগরান্তিকম্ ॥ ২৫
জ্যাঘোষমকরোত্তীব্রং ভীষয়ন্ সর্ব্ববানরান্।
তং দৃষ্ট্বা প্রাকৃতাস্তত্র বানরা বপ্রমূর্দ্ধনি ॥ ২৬ ॥
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ধৃতপাষাণপাদপাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা ক্রোধতাম্রাক্ষো বানরান্ লক্ষ্মণস্তদা ॥২৭

পূর্ব্বক বানরগণকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার আশয়ে কিষ্কিন্ধ্যা গমন করিলেন। এদিকে সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মী-রূপ নিজ শক্তির সহিত সতত মিলিত এবং বিজ্ঞানময় হইয়া ও প্রাকৃত মনুষ্য যেরূপ প্রাকৃত স্ত্রীর নিমিত্ত শোক করে, তদ্রূপ দুঃখ সহকারে সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন, হে শ্রোতৃগণ! বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী মায়াতীত রাগ দ্বেষাদি রহিত পরমাত্মা রামের এই প্রকার চিত্ত বিকার কথনই সম্ভব নহে— এই প্রকার আশঙ্কা তোমাদিগের হৃদয় মধ্যে কথনই উৎপন্ন না হয়। যেহেতু বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ব্রহ্মার প্রার্থনা সিদ্ধি এবং রাজা দশরথের তপস্যার ফল প্রদান করিবার নিমিত্ত স্বয়ং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া মনুষ্যবদ্ব্যবহার করিয়াছেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু একদা চিন্তা করিলেন যে, মদীয় মায়া-মোহিত অজ্ঞানী মনুষ্যদিগের কিরূপে মুক্তি লাভ হইবে—অনন্তর কিয়ৎক্ষণ পরে স্থির করিলেন যে, সর্ব্বলোক পাবনী রামায়ণ নামক মদীয় কথা জগতে প্রচারিত হইলে অজ্ঞানীদিগের অবশ্য মুক্তি হইবে। তদনন্তর ক্ষণেই ভগবান্ হরি মনুষ্য রূপ হইয়া লৌকিক ব্যবহারোপদেশার্থ তৎ তৎ কালোচিত ক্রোধ, মোহ ও কাম প্রকাশ করিয়া মোহ বশীভূত প্রজাগণকে মুগ্ধ করিয়াছেন; বিজ্ঞানরূপ শক্তি সম্পন্ন এবং স্বয়ং বিজ্ঞান স্বরূপ সর্ব্ব জগতের শুভাশুভ সাক্ষী ভগবান্ হরি নির্গুণ হইয়াও অনুরাগ পূর্ব্বক গুণ ত্রয়ের কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু কাম ক্রোধাদিতে লিপ্ত নহেন, যেরূপ আকাশ-বায়ু-সঞ্চালিত মলাদি বস্তু সংযোগ হইলেও তদ্দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। কোন কোন মহর্ষিরা কদাচিৎ সেই অদ্বিতীয় পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হরিভক্তি পরায়ণ সনকাদি ঋষিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। যে হেতু ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্ত জনের চিত্ত বৃত্তির অনুসারী হইয়া তদীয় চিত্তে আবির্ভূত হন। এদিকে বীরচূড়ামণি লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা নগর সমীপে গমন করিয়া বানরগণের ভয় সম্পাদনার্থ ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। প্রাকৃত বানরেরা লক্ষ্মণকে দর্শনানন্তর বৃক্ষ, প্রস্তর গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাচীরোপরি আরোহণ করিয়া কিলকিল শব্দ করিতে

নির্ম্মূলান্ কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ধনুরানম্য বীর্য্যবান্।
ততঃ শীঘ্রং সমাপত্য জ্ঞাত্বা লক্ষ্মণমাগতম্ ॥ ২৮॥
নিবার্য্য বানরান্ সর্ব্বানঙ্গদো মন্ত্রিসত্তমঃ।
গত্বা লক্ষ্মণসামীপ্যং প্রণনাম স দণ্ডবৎ ॥ ২৯ ॥
ততোঽঙ্গদং পরিষ্বজ্য লক্ষ্মণঃ প্রিয়বর্দ্ধনঃ।
উবাচ বৎস ! গচ্ছ ত্বং পিতৃব্যায় নিবেদয় ॥ ৩০ ॥
মামাগতং রাঘবেণ চোদিতং রৌদ্রমূর্ত্তিনা।
তথেতি ত্বরিতং গত্বা সুগ্রীবায় ন্যবেদয়ৎ ॥ ৩১ ॥
লক্ষ্মণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষঃ পুরদ্বারি বহিঃ স্থিতঃ।
তচ্ছ্রুত্বাতীব সন্ত্রস্তঃ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ ॥ ৩২ ॥
আহূয় মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং হনূমন্তমথাঽব্রবীৎ।
গচ্ছ ত্বমঙ্গদেনাশু লক্ষ্মণং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৩ ॥
সান্ত্বয়ন্ কোপিতং বীরং শনৈরানয় মন্দিরম্।
প্রেষয়িত্বা হনূমন্তং তারামাহ কপীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্বং গচ্ছ সান্ত্বয়ন্তী তং লক্ষ্মণং মৃদুভাষিতৈঃ।
শান্তমন্তঃপুরং নীত্বা পশ্চাদ্দর্শয় মেঽনঘে ! ॥ ৩৫ ॥
ভবত্বিতি ততস্তারা মধ্যকক্ষং সমাবিশৎ।
হনূমানঙ্গদেনৈব সহিতো লক্ষ্মণান্তিকম্ ॥ ৩৬ ॥
গত্বা ননাম শিরসা ভক্ত্যা স্বাগতমব্রবীৎ।
এহি বীর ! মহাভাগ ভবদ্গৃহমশঙ্কিতম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রবিশ্য রাজদারাদীন্ দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমেব চ।
যদাজ্ঞাপয়সে পশ্চাত্তৎসর্ব্বং করবাণি ভো ! ॥ ৩৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং ভক্ত্যা করে গৃহ্য স মারুতিঃ।
আনয়ামাস নগরমধ্যাদ্রাজগৃহং প্রতি ॥ ৩৯ ॥
পশ্যংস্তত্র মহাসৌধান্ যূথপানাং সমন্ততঃ।
জগাম ভবনং রাজ্ঞঃ সুরেন্দ্রভবনোপমম্ ॥ ৪০ ॥

লাগিল। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ তাহাদিগকে দর্শন করিয়া ক্রোধ কষায়িত লোচন হইলেন। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। এবং বানরগণকে নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড কোদণ্ড আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ সেই স্থানে আগমনানন্তর লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া বানরগণকে নিবারণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ২৮। ২৯। তদনন্তর প্রিয়বর্দ্ধন লক্ষ্মণ অঙ্গদকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস ! তুমি পিতৃব্যের নিকট গমন করিয়া নিবেদন কর যে, শ্রীরামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষ্মণকে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রেরণ করিয়াছেন। অঙ্গদ তথাস্তু বলিয়া শীঘ্র গমন পূর্ব্বক সুগ্রীবের নিকট নিবেদন করিল। 'মহারাজ ! ক্রোধারুণিত লোচন মহাবীর লক্ষ্মণ নগরের বহির্দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন'। বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদের বাক্য শ্রবণানন্তর অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া মন্ত্রীবর হনুমানকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে হনুমন্ ! তুমি অঙ্গদের সহিত শীঘ্র বহির্দ্বারে গমন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ মহাবীর লক্ষ্মণকে সবিনয় মৃদু বচনে সান্ত্বনা করিয়া এস্থানে আনয়ন কর। সুগ্রীব হনুমানকে প্রেরণ করিয়া বালী-পত্নী তারাকে কহিলেন, হে অনঘে ! তুমিও গমন কর; মহাবীর লক্ষ্মণকে মৃদু মধুর বচন দ্বারা শান্ত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে দর্শন করাও। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। তারা তাহাই হউক বলিয়া মধ্যকক্ষে গমন করিয়া অবস্থিতি করিলেন। হনুমান অঙ্গদের সহিত লক্ষ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়া পরম ভক্তি সহকারে প্রণামানন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাভাগ! আগমন করুন—হে মহাবীর ! আপনি আপনার গৃহে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিয়া রাজপরিবার এবং সুগ্রীবকে দর্শন করুন পশ্চাৎ যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। ৩৬। ৩৭। ৩৮। পবন নন্দন হনুমান্ এই রূপ কহিয়া ভক্তি পূর্ব্বক লক্ষ্মণের কর গ্রহণ করিয়া নগর মধ্য হইতে রাজ গৃহে আনয়ন করিলেন। ৩৯। লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে

মধ্যকক্ষে গতা তত্র তারা তারাধিপাননা।
সর্ব্বাভরণসম্পন্না মদরক্তান্তলোচনা॥ ৪১॥
উবাচ লক্ষ্মণং নত্বা স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী।
যাহি দেবর! ভদ্রং তে সাধুস্ত্বং ভক্তবৎসলঃ॥ ৪২॥
কিমর্থং কোপমাকার্ষীর্ভক্তে ভৃত্যে কপীশ্বরে।
বহুকালমনাশ্বাসং দুঃখমেবানুভূতবান্॥ ৪৩।
ইদানীং বহুদুঃখৌঘাদ্ভবদ্ভিরভিরক্ষিতঃ।
ভবৎপ্রসাদাৎ সুগ্রীবঃ প্রাপ্তসৌখ্যো মহামতিঃ॥৪৪
কামাসক্তো রঘুপতেঃ সেবার্থং নাগতো হরিঃ।
আগমিষ্যন্তি হরয়ো নানাদেশগতাঃ প্রভো!। ৪৫
প্রেষিতা দশসাহস্রা হরয়ো রঘুসত্তম!।
আনেতুং বানরান্ দিগ্‌ভ্যো মহাপর্ব্বতসন্নিভান্॥৪৬
সুগ্রীবঃ স্বয়মাগত্য সর্ব্ববানরযূথপৈঃ।
বধয়িষ্যতি দৈত্যৌঘান্ রাবণঞ্চ হনিষ্যতি॥ ৪৭॥
ত্বয়ৈব সহিতোঽদ্যৈব গন্তা বানরপুঙ্গবঃ।
পশ্চান্তর্ভবনং তত্র পুত্রদারসুহৃদ্‌বৃতম্॥ ৪৮॥
দৃষ্ট্বা সুগ্রীবমভয়ং দত্ত্বা নয় সহৈব তে।
তারায়া বচনং শ্রুত্বা ত্যক্তক্রোধোঽথ লক্ষ্মণঃ।।৪৯॥
জগামান্তঃপুরং যত্র সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
রুমামালিঙ্গ্য সুগ্রীবঃ পর্য্যঙ্কে পর্য্যবস্থিতঃ॥ ৫০॥
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমত্যর্থং উৎপপাতাতিভীতবৎ।
তং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণঃ ক্রুদ্ধো মদবিহ্বলিতেক্ষণম্॥ ৫১
সুগ্রীবং প্রাহ দুর্ব্বৃত্ত! বিস্মৃতোঽসি রঘূত্তমম্।
বালী যেন হতো বীরঃ স বাণোঽদ্য প্রতীক্ষতে॥৫২

বানরযূথপতিদিগের মহাপ্রাসাদ সকল অবলোকন করিতে করিতে ইন্দ্রভবন সদৃশ রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন। ।৪০। মদারুণিতলোচনা সর্ব্বাভরণভূষিতা সুধাংশুমুখী তারা মধ্যকক্ষ সমাগত লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন—হে দেবর! আগমন কর তোমার মঙ্গল হউক। হে মহাবাহো! তুমি সাধু এবং ভক্তবৎসল হইয়া পরমভক্ত নিজদাস কপিরাজের প্রতি কি কারণে কোপ করিয়াছ। দেখ দেবর! কপিরাজ নিরাশ্বাস হইয়া বহুকাল দুঃখানুভব করিয়াছেন। ইদানী আপনারাই উঁহাকে দুঃখতরঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আপনাদিগেরই প্রসাদে এক্ষণে মহামতি সুগ্রীব সুখলাভ করিয়া কামাশক্তিবশতঃ রঘুনাথের সেবার্থ গমন করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কার্য্যে কখনই ঔদাস্য করেন নাই। হে রঘূত্তম! ইতিপূর্ব্বেই নানা দেশগত বানরগণের আনয়নার্থ দশসহস্র বানর সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব মহাপর্ব্বত প্রমাণ বানরগণ অতিসত্বর নানাদিগ্ দেশ হইতে এস্থানে আগমন করিবে; ঐ বানরগণ আগমন করিবা মাত্র কপিরাজ তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া গমন পূর্ব্বক রাক্ষসাধম রাবণ এবং তদনুচর দৈত্যগণকে আশুবিনাশ করিবেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

হে মহাভাগ! বানররাজ অদ্য তোমারই সহিত শ্রীরামচরণ দর্শনার্থ গমন করিবেন যাহা হউক এক্ষণে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু কর্ত্তৃক পরিবৃত সুগ্রীবকে দর্শন করিয়া অভয় প্রদান পূর্ব্বক নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া শ্রীরাম সন্নিধানে গমন করুন। দয়ালু লক্ষ্মণ তারার বচনে সন্তুষ্ট হইয়া ক্রোধ সংহার করিলেন। অনন্তর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সুগ্রীব ভবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বানররাজ প্রিয় দয়িতা রুমাকে আলিঙ্গন করিয়া পর্য্যঙ্কে অবস্থান করিতেছেন, বানর রাজ লক্ষ্মণকে দেখিবামাত্র অতি ভীতের ন্যায় পর্য্যঙ্ক হইতে অতিশয় লম্ফ প্রদান করিলেন, লক্ষ্মণ মধুপান-মত্ত সুগ্রীবকে দেখিয়া ক্রোধ সহকারে কহিলেন। রে দুর্ব্বৃত্ত! তুমি এক্ষণে রঘুনাথকে বিস্মৃত হইয়াছ, অরে

ত্বমেব বালিনো মার্গং গমিষ্যসি ময়া হতঃ
এবমত্যন্তপরুষং বদন্তং লক্ষ্মণং তদা ॥ ৫৩ ॥
উবাচ হনুমান্ বীরঃ কথমেবং প্রভাষসে ?।
ত্বত্তোঽধিকতরো রামে ভক্তোঽয়ং বানরাধিপঃ ॥৫৪॥
রামকার্য্যার্থমনিশং জাগর্ত্তি ন তু বিস্মৃতঃ।
আগতাঃ পরিতঃ পশ্য বানরাঃ কোটিশঃ প্রভো!।
গমিষ্যন্ত্যচিরেণৈব সীতায়াঃ পরিমার্গণম্।
সাধয়িষ্যতি সুগ্রীবো রামকার্য্যমশেষতঃ। ৫৬ ॥
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সৌমিত্রির্লজ্জিতোঽভবৎ।
সুগ্রীবোঽপ্যর্ঘ্যপাদ্যাদ্যৈর্লক্ষ্মণং সমপূজয়ৎ ॥ ৫৭॥
আলিঙ্গ্য প্রাহ রামস্য দাসোঽহং তেন রক্ষিতঃ
রামস্তু তেজসা লোকান্ ক্ষণার্দ্ধেনৈব জেষ্যতি ॥৫৮
সহায়মাত্রমেবাহং বানরৈঃ সহিতঃ প্রভো!।
সৌমিত্রিরপি সুগ্রীবং প্রাহ কিঞ্চিৎস্ময়োদিতম্ ॥৫৯
তৎ ক্ষমস্ব মহাভাগ! প্রণয়াদ্ভাষিতং ময়া।
গচ্ছামোঽদ্যৈব সুগ্রীব! রামস্তিষ্ঠতি কাননে ॥ ৬০
এক এবাতিদুঃখার্ত্তো জানকীবিরহাৎ প্রভুঃ।
তথেতি রথমারুহ্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥ ৬১ ॥
বানরৈঃ সহিতো রাজা রামমেবান্বপদ্যত ॥ ৬২ ॥
ভেরীমৃদঙ্গৈর্বহুঋক্ষবানরৈঃ
শ্বেতাতপত্রৈর্ব্যজনৈশ্চ শোভিতঃ।
নীলাঙ্গদাদ্যৈর্হনুমৎপ্রধানৈঃ
সমাবৃতো রাঘবমভ্যগাদ্ধরিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বানর! যে বাণ দ্বারা বালী নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে—সেই বাণ একক্ষণে তোমারই মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে এই দণ্ডেই তুমি আমা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিশ্চয় বালীর অনুগমন করিবে। বীরবর হনুমান উক্ত প্রকার অতি পরুষ ভাষণে প্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কি হেতু মহারাজের প্রতি এই রূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? এই বানর রাজ শ্রীরাম চরণে তোমা অপেক্ষা অধিকতর ভক্তি করিয়া থাকেন এবং দিবারাত্র শ্রীরাম কার্য্যার্থ জাগরিত আছেন, কখনই রাম কার্য্য বিস্মৃত হন নাই। হে প্রভো! ঐ দেখুন নানা দিগ্-দেশ হইতে সমাগত কোটি কোটি বানরগণ কর্ত্তৃক দশদিক্ পরিপূরিত হইতেছে। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। অচিরকাল মধ্যেই সমস্ত বানরগণ সীতান্বেষণে গমন করিবে, মহারাজ সুগ্রীবও সমস্ত রাম কার্য্য সুসিদ্ধ করিবেন। ৫৬। সুমিত্রা তনয় লক্ষ্মণ হনুমানের উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা লক্ষ্মণের যথোচিত পূজা পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে বীরেন্দ্র! আমি শ্রীরাম রক্ষিত দাস, অতএব আমার দোষ ক্ষমা করিতে হইবে। হে প্রভো! শ্রীরামের তেজই অল্পকাল মধ্যে চতুর্দ্দশ লোক জয় করিবে—আমি ও বানর-গণ উপলক্ষ মাত্র। সৌমিত্রি লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনাকে প্রণয় বশতঃ যাহা কিছু বলিয়াছি তাহাও আপনি ক্ষমা করিবেন। হে বানরেন্দ্র! উদ্যোগী হও আমরা অদ্যই শ্রীরাম সন্নিধানে গমন করিব, যেহেতু সীতা-বিরহ-কাতর রঘুনাথ একাকী কাননে অবস্থিতি করিতেছেন। সুগ্রীব তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মণ বাক্যে সম্মতি প্রকাশ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত রথারোহণ করিয়া বানরগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামের নিকট গমন করিলেন। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। যৎকালে হনুমান, নীল ও অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ ও ঋক্ষগণ বেষ্টিত হইয়া বানর রাজ গমন করিতে লাগিলেন—তৎকালে চতুর্দ্দিকে বহুতর ভেরী ও মৃদঙ্গ ধ্বনি হইতে লাগিল এবং বানরেরা কেহ শ্বেতাত-পত্র ধারণ করিল—কেহবা ব্যজন দ্বারা কপিরাজকে বীজন করিতে লাগিল। ৬৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

দৃষ্ট্বা রামং সমাসীনং গুহাদ্বারি শিলাতলে ।
চৈলাজিনধরং শ্যামং জটামৌলিবিরাজিতম্ ॥১॥
বিশালনয়নং শান্তং স্মিতচারুমুখাম্বুজম্ ।
সীতাবিরহসন্তপ্তং পশ্যন্তং মৃগপক্ষিণঃ ॥ ২ ॥
রথাৎ দূরাৎসমুৎপত্য বেগাৎ সুগ্রীবলক্ষ্মণৌ ।
রামস্য পাদয়োরগ্রে পেততুর্ভক্তিসংযুতৌ ॥ ৩ ॥
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য পৃষ্ট্বানাময়মন্তিকে ।
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪ ॥
ততোঽব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবো ভক্তিনম্রধীঃ ।
দেব ! পশ্য সমায়ান্তীং বানরাণাং মহাচমূম্ ॥৫॥

কুলাচলাদ্রিসম্ভূতা মেরুমন্দরসন্নিভাঃ ।
নানাদ্বীপসরিচ্ছৈলবাসিনঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ৬ ॥
অসংখ্যাতাঃ সমায়ান্তি হরয়ঃ কামরূপিণঃ ।
সর্ব্বদেবাংশসম্ভূতাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
অত্র কেচিদ্গজবলাঃ কেচিদ্দশগজোপমাঃ ।
গজাযুতবলাঃ কেচিদন্যেঽমিতবলাঃ প্রভো ! ॥৮॥
কেচিদঞ্জনকূটাভাঃ কেচিৎকনকসন্নিভাঃ ।
কেচিদ্রক্তান্তবদনা দীর্ঘবালাস্তথা পরে ॥ ৯ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাঃ কেচিদ্রাক্ষসসন্নিভাঃ ।
গর্জ্জন্তঃ পরিতো যান্তি বানরা যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১০॥

সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ রথারোহণ পূর্ব্বক সেই পর্ব্বতে আগমন করিয়া দেখিলেন জটাজূট বিরাজিত অজিনম্বরধারী বিশাল লোচন এবং সহাস্যবদন নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র সীতা বিরহ সন্তপ্ত হইয়া গুহদ্বার স্থিত শিলাতলে উপবেশন পূর্ব্বক ইতস্তত সঞ্চরমাণ মৃগ পক্ষিগণের প্রকৃতি দর্শন করতঃ কথঞ্চিৎ চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, অনন্তর উভয়ে দূর হইতে রথাবতরণ করিয়া শ্রীরাম সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার চরণ সমীপে ভক্তি সহকারে পতিত হইলেন। ১। ২। ৩। ধর্ম্মজ্ঞ শ্রীরাম সুগ্রীবকে আলিঙ্গনানন্তর অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া নিকটে উপবেশন করাইলেন এবং অভ্যাগত বন্ধুর যথা যোগ্য সৎকারও করিলেন। অনন্তর রামভক্তি পরায়ণ সুগ্রীব রঘুনাথকে কহিলেন—হে দেব! আপনি অবলোকন করুন এই সকল কুলাচল গিরি সম্ভূত মেরুমন্দর সদৃশ সমুন্নত নানা দ্বীপবাসী এবং নানা নদ নদী বাসী ও পর্ব্বত বাসী অসংখ্য কামরূপী বানর কর্ত্তৃক আগমন করিতেছে, ইহারা সকলেই দেবাংশ সম্ভূত এবং যুদ্ধবিশারদ। ৪। ৫। ৬। ৭। হে প্রভো! ইহার কতিপয় কপি এক হস্তির, কতিপয় কপি দশ হস্তির, কতিপয় কপি অযুত হস্তির, বল ধারণ করে; কেহ কেহ বা অপরিমিত পরাক্রম সম্পন্ন আছে। ৮। এবং ইহার মধ্যে কতিপয় বানর অঞ্জন রাশির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ—কতিপয় বানর কনক রাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল এবং কতিপয় বানরের বদন রক্তবর্ণ—কতিপয় বানরের লোম অতি দীর্ঘ এবং কতিপয় বানর নির্ম্মল স্ফটিক মণির ন্যায় উজ্জ্বল ও শুক্ল বর্ণ—কতিপয় বানর রাক্ষসাকৃতি; এই সমুদয় বানরেরা যুদ্ধার্থী হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিতেছে। হে রঘুনাথ!

ত্বদাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে ফলমূলাশনাঃ প্রভো!।
ঋক্ষাণামধিপো বীরো জাম্ববান্নাম বুদ্ধিমান্ ॥১১॥
এষ মে মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠঃ কোটিভল্লূকযূথপঃ।
হনূমানেষ বিখ্যাতো মহাসত্ত্বপরাক্রমঃ ॥ ১২ ॥
বায়ুপুত্রোঽতিতেজস্বী মন্ত্রী বুদ্ধিমতাং বরঃ।
নলো নীলশ্চ গবয়ো গবাক্ষো গন্ধমাদনঃ ॥ ১৩ ॥
শরভো মৈন্দবশ্চৈব গজঃ পনস এব চ।
বলীমুখো দধিমুখঃ সুষেণস্তার এব চ ॥ ১৪ ॥
কেশরী চ মহাসত্ত্বঃ পিতা হনুমতো বলী।
এতে মে যূথপা রাম! প্রাধান্যেন ময়োদিতাঃ ॥১৫
মহাত্মানো মহাবীর্য্যাঃ শক্রতুল্যপরাক্রমাঃ।
এতে প্রত্যেকতঃ কোটিকোটিবানরযূথপাঃ ॥১৬॥

তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে সর্ব্বে দেবাংশসম্ভবাঃ।
এষ বালিসুতঃ শ্রীমানঙ্গদো নামবিশ্রুতঃ ॥ ১৭ ॥
বালিতুল্যবলো বীরো রাক্ষসানাং বলান্তকঃ।
এতে চান্যে চ বহবস্ত্বদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ১৮ ॥
যোদ্ধারঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ নিপুণাঃ শত্রুঘাতনে।
আজ্ঞাপয় রঘুশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বে তে বশবর্ত্তিনঃ ॥ ১৯ ॥
রামঃ সুগ্রীবমালিঙ্গ্য হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনঃ।
প্রাহ সুগ্রীব! জানাসি সর্ব্বং ত্বং কার্য্যগৌরবম্ ॥
মার্গণার্থং হি জানক্যা নিযুঙ্ক্ষ্ব যদি রোচতে।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২১ ॥
প্রেষয়ামাস বলিনো বানরান্ বানরর্ষভঃ।
দিক্ষু সর্ব্বাসু বিবিধান্ বানরান্ প্রেষ্য সত্বরম্ ॥ ২

এই বানর কটকের আহারাদি নির্ব্বাহার্থ আপনার কোন চিন্তা করিতে হইবে না, ইহারা বন্য ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে—হে রঘুবীর! এই ভল্লুকরাজ মহাবীর বুদ্ধিমান জাম্বুবান আমার মন্ত্রিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কোটি ভল্লুক সৈন্য ইহার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, এবং এই মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান এবং অতি তেজস্বী সুবিখ্যাত পবননন্দন হনুমান্—ইনিও আমার মন্ত্রি এবং নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ, মৈন্দব, গজ, পনস, বলীমুখ, দধিমুখ, সুষেণ, তার এবং হনুমানের পিতা মহাবল পরাক্রান্ত কেশরী ইহারা আমার সেনাপতি। হে রাম! এই সকল ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী মহাবলিষ্ঠ মহামহিম প্রধান প্রধান বানরগণের নাম আপনার নিকট ব্যক্ত করিলাম, ইহারা প্রত্যেকে কোটি, কোটি বানরগণের নায়ক। হে রঘুবীর দেবাংশ সম্ভূত এই সকল বানরগণকে আপনার আজ্ঞাকারী বলিয়া জানিবেন। হে প্রভো! এই সুবিখ্যাত বালিপুত্র বালিতুল্য পরাক্রমশালী মহাবীর এবং রাক্ষসগণের বল নাশক শ্রীমান্ অঙ্গদ আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। এই সকল এবং অপরাপর বহুতর মহাবীর বানর যূথপ আপনার নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। এই সকল মহাবীর পর্ব্বত শৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিয়া শত্রু নিপাতন করিতে অতি নিপুন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে আপনি নিজবশবর্ত্তী বানরগণকে আজ্ঞা করুন। ১৯। অনন্তর শ্রীরাম সুগ্রীবকে আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন—হে সখে! তুমি সমস্ত কার্য্য গৌরব অবগত আছ। ২০। এক্ষণে জানকীর অন্বেষণার্থ যদি তোমার বাসনা থাকে তবে বানরগণকে তদর্থে নিযুক্ত কর। শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনা বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব মহাবল পরাক্রম বানর

দক্ষিণাং দিশমত্যর্থং প্রযত্নেন মহাবলান্।
যুবরাজং জাম্ববন্তং হনূমন্তং মহাবলম্ ॥ ২৩॥
নলং সুষেণং শরভং মৈন্দং দ্বিবিদমেব চ।
প্রেষয়ামাস সুগ্রীবো বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ২৪॥
বিচিন্বন্তু প্রযত্নেন ভবন্তো জানকীং শুভাম্।
মাসাদর্ব্বাক্ নিবর্ত্তধ্বং মচ্ছাসনপুরঃসরাঃ ॥ ২৫॥
সীতামদৃষ্ট্বা যদি বো মাসাদূর্দ্ধং দিনং ভবেৎ।
তদা প্রাণান্তিকং দণ্ডং মত্তঃ প্রাপ্স্যথ বানরাঃ ॥২৬
ইতি প্রস্থাপ্য সুগ্রীবো বানরান্ ভীমবিক্রমান্।
রামস্য পার্শ্বে শ্রীরামং নত্বা চোপবিবেশ সঃ ॥২৭
গচ্ছন্তং মারুতিং দৃষ্ট্বা রামো বচনমব্রবীৎ।
অভিজ্ঞানার্থমেতন্মে হ্যঙ্গুলীয়কমুত্তমম্ ॥ ২৮॥
মন্নামাক্ষরসংযুক্তং সীতায়ৈ দীয়তাং রহঃ।
অস্মিন্ কার্য্যে প্রমাণং হি ত্বমেব কপিসত্তম ॥
জানামি সত্ত্বং তে সর্ব্বং গচ্ছ পন্থাঃ শুভস্তব ॥২৯
এবং কপীনাং রাজ্ঞা তে বিসৃষ্টাঃ পরিমার্গণে।
সীতায়া অঙ্গদমুখা বভ্রমুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩০॥
ভ্রমন্তো বিন্ধ্যগহনে দদৃশুঃ পর্ব্বতোপমম্।
রাক্ষসং ভীষণাকারং ভক্ষয়ন্তং মৃগান্ গজান্। ৩১
রাবণোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা কেচিদ্বানরপুঙ্গবাঃ।
জঘ্নুঃ কিলকিলাশব্দং মুঞ্চন্তো মুষ্টিভিঃ ক্ষণাৎ ॥
নায়ং রাবণ ইত্যুক্ত্বা যযুরন্যন্মহদ্বনম্।
তৃষার্ত্তাঃ সলিলং তত্র নাবিন্দন্ হরিপুঙ্গবাঃ ॥৩৩॥
বিভ্রমন্তো মহারণ্যে শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকাঃ।
দদৃশুর্গহ্বরং তত্র তৃণগুল্মাবৃতং মহৎ ॥৩৪॥

গণকে নানা দিকে সত্বর প্রেরণ করিলেন। দক্ষিণ দিকে অঙ্গদ, জাম্ববান্, হনূমান্ প্রভৃতিকে যত্ন পূর্ব্বক প্রেরণ করিলেন এবং বক্ষ্যমাণ বাক্যও বলিলেন। ২১। ২২। ২৩। ২৪ হে বানরগণ! শুভদায়িনী সীতাকে অন্বেষণ কর এবং আমার আজ্ঞা পালন করত মাসেক মধ্যে সীতাবলোকন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন না করিলে আমা কর্ত্তৃক প্রাণান্তিক দণ্ড লাভ করিবে। সুগ্রীব উক্ত প্রকার ভীমপরাক্রম বানরগণকে প্রেরণ করত শ্রীরামকে প্রণাম করিয়া তৎপার্শ্বদেশে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শ্রীরাম গমনোদ্যত মারুতিকে দর্শন করিয়া কহিলেন হে মারুতে! আমার নামাঙ্কিত এই উত্তম অঙ্গুরীয়ক বিশ্বাসার্থ নির্জ্জন স্থানে সীতাকে প্রদান করিবে। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। হে কপিসত্তম! তুমি সীতাকে রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেই প্রামাণ্য প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ রাম প্রেরিত দূতত্ব রূপে সীতার প্রমিতি জনক হইবে। আমি তোমার সমস্ত বল ও পরাক্রম অবগত আছি তুমি গমন কর—আমার বাক্যাধীন দুর্গম পথও তোমার সুগম হইবে। ২৯। উক্ত প্রকার বানর রাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রেরিত অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ বিন্ধ্য পর্ব্বতোপরি বন মধ্যে সীতার অন্বেষণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বত তুল্য ভয়ানকাকার এবং মৃগ ও হস্তির ভক্ষণ এক রাক্ষস মূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। কতিপয় বানর রাক্ষসের শরীর গৌরব দর্শন করিয়া এই রাবণ, এরূপ অনুমান করত কিল কিল শব্দ অর্থাৎ অব্যক্ত নানা প্রকার রব করত মুষ্টি দ্বারা রাক্ষসকে তাড়ন করিলেন। ৩০। ৩১। ৩২। রাবণ অতি বীর্য্যশালী এই সামান্য মুষ্টি দ্বারা তাড়নে তাহার ক্লেশের সম্ভব কি—অতএব এ পৌলস্ত্য-তনয় নহে—এই বলিয়া তৃষ্ণার্ত্ত বানরগণ স্থানান্তরে গমন করত পানীয় লাভে বঞ্চিত হইল। ৩৩। বানরগণ ঐ মহারণ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করত কণ্ঠ ওষ্ঠ ও তালুকার শুষ্কত্ব প্রাপ্ত হইয়া তৃণ লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত ভয়ানক এক গহ্বর

আর্দ্রপক্ষান্ ক্রৌঞ্চহংসাম্নিঃসৃতান্ দদৃশুস্ততঃ।
অত্রাস্তে সলিলং নূনং প্রবিশামো মহাগুহাম্ ॥৩৫
ইত্যুক্ত্বা হনুমানগ্রে প্রবিবেশ তমম্বয়ুঃ।
সর্ব্বে পরস্পরং ধৃত্বা বাহূন্ বাহুভিরুৎসুকাঃ।।৩৬
অন্ধকারে মহদ্দূরং গত্বাহপশ্যন্ কপীশ্বরাঃ।
জলাশয়াম্মণিনিভতোয়ান্ কল্পদ্রুমোপমান্ ॥৩৭॥
বৃক্ষান্ পক্বফলৈর্নম্রান্মধুদ্রোণসমন্বিতান্।
গৃহান্ সর্ব্বগুণোপেতান্ মণিবস্ত্রাদিপূরিতান্ ॥৩৮॥
দিব্যভক্ষ্যান্নসহিতাম্মানুষৈঃ পরিবর্জিতান্।
বিস্মিতাস্তত্র ভবনে দিব্যে কনকবিষ্টরে ॥৩৯॥
প্রভয়া দীপ্যমানান্তু দদৃশুঃ স্ত্রিয়মেকলাম্।
ধ্যায়ন্তীং চীরবসনাং যোগিনীং যোগমাস্থিতাম্
প্রণেমুস্তাং মহাভাগাং ভক্ত্যা ভীত্যা চ বানরাঃ।
দৃষ্ট্বা তাম্বানরান্ দেবী প্রাহ যূয়ং কিমাগতাঃ ॥৪১॥
কুতো বা কস্য দূতা বা মৎস্থানং কিং প্রধর্ষথ ?।
তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ শৃণু বক্ষ্যামি দেবি! তে ॥৪২॥
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথঃ প্রভুঃ।
তস্য পুত্রো মহাভাগো জ্যেষ্ঠো রাম ইতি শ্রুতঃ ॥
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সভার্য্যঃ সানুজো বনম্।
গতস্তত্র হৃতা ভার্য্যা তস্য সাধ্বী দুরাত্মনা ॥ ৪৪ ॥
রাবণেন ততো রামঃ সুগ্রীবং সানুজো যযৌ
সুগ্রীবো মিত্রভাবেন রামস্য প্রিয়বল্লভাম্ ॥ ৪৫ ॥
মৃগয়ধ্বমিতি প্রাহ ততো বয়মুপাগতাঃ।
ততো বনং বিচিন্বন্তো জানকীং জলকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪৬
প্রবিষ্টা গহ্বরং ঘোরং দৈবাদত্র সমাগতাঃ।
ত্বং বা কিমর্থমত্রাসি কা বা ত্বং বদ নঃ শুভে! ॥৪৭

দর্শন করিল। ৩৪। ঐ গহ্বর হইতে আর্দ্রপক্ষ ক্রৌঞ্চ এবং হংসের নির্গমন দর্শনে বানরেরা অনুমান করিল যে, ইহার অভ্যন্তরে নিশ্চয় জল আছে, অতএব আমরা কৃতনিশ্চয় ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব। ৩৫। এই প্রকারে আন্দোলন করিয়া হনুমান্ পুরঃসর বানরগণ পরস্পর বাহু দ্বারা বাহু বন্ধন করত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ঐ গহ্বরে প্রবেশ করিল। ।৩৬।কপিগণ অত্যন্ধতম কূপ মধ্যে অতি দূর গমন পূর্ব্বক মণি তুল্য নির্ম্মল জলাশয় এবং কল্পতরু প্রায় সুপক্ব ফল ভারাবনত বৃক্ষ সকল দর্শন করিল—মণি বস্ত্রাদি দ্বারা পরিপূর্ণ মনুষ্য বর্জ্জিত নানা বিধ ভক্ষ্য-দ্রব্য যুক্ত গৃহ সকলও দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল এবং কোন গৃহ মধ্যে বিচিত্র সুবর্ণাসনে পরি উপবিষ্টা যোগসাধিনী, বল্কল পরিধানা যোগিনীকে দর্শন করিয়া ভক্তি পুরঃসর ভীত হইয়া প্রণাম করিল। ঐ দেবী বানরগণকে বলিলেন—হে বানরগণ! তোমরা কি কারণে—কোন স্থান হইতে আগমন করিয়াছ এবং কাহার কর্ত্তৃক প্রেরিত ? হনুমান্ দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—

হে দেবি! বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামক বিখ্যাত রাজা আছেন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত শ্রীরামচন্দ্র নামে বিখ্যাত, তিনি পিতার আজ্ঞা পালনার্থে ভার্য্যা জানকী এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনে গমন করিয়াছেন, ঐ বন মধ্যে শ্রীরাম সহচারিণী পতিব্রতা সীতাকে দুরাত্মা রাবণ অপহরণ করিয়াছে। অনন্তর অনুজ লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবকে সখ্যভাব দ্বারা প্রাপ্ত হইলেন, ঐ সুগ্রীব বানরগণকে বলিল—হে বানরগণ! রামপ্রিয়তমা সীতাকে অন্বেষণ কর, অনন্তর আমরা বন মধ্যে উত্তমরূপে সীতাকে অন্বেষণ করত জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই ভয়ানক গহ্বর মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দৈব ক্রমে আগমন করিয়াছি। হে দেবি! তুমি কে? কি কারণ এ স্থানে অবস্থিতি করিতেছ তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর। ৪৩। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

যোগিনী চ তথা দৃষ্ট্বা বানরান্ প্রাহ হৃষ্টধীঃ।
যথেষ্টং ফলমূলানি জগ্ধ্বা পীত্বামৃতং পয়ঃ॥ ৪৮
আগচ্ছত ততো বক্ষ্যে মম বৃত্তান্তমাদিতঃ।
তথেতি ভুক্ত্বা পীত্বা চ হৃষ্টাস্তে সর্ব্ববানরাঃ॥ ৪৯॥
দেব্যাঃ সমীপং গত্বা তে বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতাঃ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং যোগিনী দিব্যদর্শনা॥ ৫০॥
হেমা নাম পুরা দিব্যরূপিণী বিশ্বকর্ম্মণঃ।
পুত্রী মহেশং নৃত্যেন তোষয়ামাস ভামিনী॥ ৫১
তুষ্টো মহেশঃ প্রদদাবিদং দিব্যপুরং মহৎ।
অত্র স্থিতা সা সুদতী বর্ষাণামযুতাযুতম্॥ ৫২॥
তস্যা অহং সখী বিষ্ণুতৎপরা মোক্ষকাঙ্ক্ষিণী।
নাম্না স্বয়ংপ্রভা দিব্যগন্ধর্ব্বতনয়া পুরা॥ ৫৩॥
গচ্ছন্তী ব্রহ্মলোকং সা মামাহেদং তপশ্চর।
তত্রৈব নিবসন্তী ত্বং সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতে॥ ৫৪॥
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
ভুভারহরণার্থায় বিচরিষ্যতি কাননে॥ ৫৫॥
মার্গন্তো বানরাস্তস্য ভার্য্যামায়ান্তি তে গুহাম্।
পূজয়িত্বাথ তান্ গত্বা রামং স্তুত্বা প্রযত্নতঃ॥ ৫৬॥
যাতাসি ভবনং বিষ্ণোর্যোগিগম্যং সনাতনম্।
ইতোঽহং গন্তুমিচ্ছামি রামং দ্রষ্টুং ত্বরান্বিতা॥ ৫৭
যূয়ং পিদধ্বমক্ষীণি গমিষ্যথ বহির্গুহাম্।
তথৈব চক্রুস্তে বেগাদ্‌গতাঃ পূর্ব্বস্থিতং বনম্॥ ৫৮॥
সাপি ত্যক্ত্বা গুহাং শীঘ্রং যযৌ রাঘবসন্নিধিম্।
তত্র রামং সসুগ্রীবং লক্ষ্মণঞ্চ দদর্শ হ॥ ৫৯॥

অনন্তর হৃষ্ট মানসা যোগিনী বানরগণকে তৃষ্ণাপীড়িত দর্শন করিয়া বলিলেন—হে বানরগণ! তোমাদিগের ইচ্ছানুরূপ ফল মূল ভক্ষণ ও সুরা তুল্য জল পান করিয়া আগমন কর, আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ পরে বলিব। বানরগণ দেবীবাক্য অনুমোদন করিয়া সহর্ষ চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দেবী সমীপে দণ্ডায়মান হইল। অনন্তর ঐ চার্ব্বঙ্গী যোগিনী হনুমানকে লক্ষ্য করিয়া বক্ষ্যমাণ বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন—হে হনুমন্! পূর্ব্বকালে মনোহর রূপবতী হেমা নাম্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা নৃত্য গীত দ্বারা মহাদেবকে পরিতোষ করিয়াছিলেন—আশুতোষ তুষ্ট হইয়া হেমাকে এই উৎকৃষ্ট পুরী প্রদান করিলেন। অনন্তর হেমা এই পুরীতে অযুতাযুত বর্ষ বাস করিয়াছেন। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। তৎকালে আমি মোক্ষাভিলাষিণী ও বিষ্ণু সেবায় অনুরক্তা হইয়া সেই হেমার সখী ছিলাম—আমি গন্ধর্ব্ব পুত্রী, আমার নাম স্বয়ম্প্রভা। ৫৩। হেমা ব্রহ্মলোকে গমন কালে আমাকে বলিলেন যে, প্রাণি মাত্র রহিত এই স্থানেই বাস করিয়া তপস্যাচরণ কর। ৫৪। অব্যয় (অর্থাৎ জন্ম মরণ রহিত) নারায়ণ ত্রেতা যুগে রাজা দশরথের গৃহে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীর ভার অপহরণ নিমিত্ত বনে গমন করিবেন। ৫৫। বানরগণ সেই রামের ভার্য্যার অন্বেষণার্থী হইয়া এই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিবে, তাহাদের অভ্যর্চ্চনা পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে রাঘবের স্তুতি বিধান করিয়া যোগী মাত্রের গম্য বিষ্ণুর সদনে যাইবে। অতএব রাম দর্শনার্থ গমন করিতে অভিলাষ করিতেছি। ৫৬। ৫৭। তোমরা নিদ্রিত হও অনন্তর গুহার বহির্দেশে গমন কর, বানরগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বাবস্থিত বনে গমন করিল। ৫৮। ঐ যোগিনীও শীঘ্র গুহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরাম সমীপে গমন করিয়া লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত রঘুনাথকে দর্শন

কৃত্বা প্রদক্ষিণং রামং প্রণম্য বহুশঃ সুধীঃ।
আহ গদ্‌গদয়া বাচা রোমাঞ্চিততনূরুহা ॥ ৬০ ॥
দাসী তবাহং রাজেন্দ্র! দর্শনার্থমিহাগতা।
বহুবর্ষসহস্রাণি তপ্তং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ৬১ ॥
গুহায়াং দর্শনার্থং তে ফলিতং মেঽদ্য তত্তপঃ ॥
অদ্য হি ত্বাং নমস্যামি মায়ায়াঃ পরতঃ স্থিতম্ ॥৬২
সর্ব্বভূতেষু চালক্ষ্যং বহিরন্তরবস্থিতম্।
যোগমায়াজবনিকাচ্ছন্নো মানুষবিগ্রহঃ ॥ ৬৩ ॥
ন লক্ষ্যসেঽজ্ঞানদৃশাং শৈলূষ ইব রূপধৃক্।
মহাভাগবতানাং ত্বং ভক্তিযোগবিধিৎসয়া। ৬৪।
অবতীর্ণোঽসি ভগবন্! কথং জানামি? তামসী
লোকে জানাতু যঃ কশ্চিত্তব তত্ত্বং রঘূত্তম!॥৬৫॥
মমৈতদেব রূপং তে সদা ভাতু হৃদালয়ে।
রাম! তে পাদযুগলং দর্শিতং মোক্ষদর্শনম্ ॥৬৬।
অদর্শনং ভবার্ণানাং সন্মার্গপরিদর্শনম্।
ধনপুত্রকলত্রাদিবিভূতিপরিদর্পিতঃ।
অকিঞ্চনধনং ত্বাদ্য নাভিধাতুং জনোঽর্হতি ॥৬৭।
নিবৃত্তগুণমার্গায় নিষ্কিঞ্চনধনায় তে ॥ ৬৮ ॥
নমঃ স্বাত্মাভিরামায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
কালরূপিণমীশানমাদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥ ৬৯ ॥
সমং চরন্তং সর্ব্বত্র মন্যে ত্বাং পুরুষং পরম্।
দেব! তে চেষ্টিতং কশ্চিন্ন বেদ নৃবিড়ম্বনম্ ॥ ৭০

করিয়াছিলেন। ৫৯। অনন্তর ভক্তি দ্বারা রোমাঞ্চিত গাত্রা হইয়া যোগিনী প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক রামচন্দ্রকে বহু প্রকার প্রণাম করত গদগদ বাক্যে বলিলেন। ৬০। হে রামচন্দ্র! আমি তোমার দাসী—তোমার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছি। তোমার দর্শনার্থ গহ্বর মধ্যে বহুকাল পর্য্যন্ত যে দুষ্কর তপস্যা করিয়াছি অদ্য তোমার দর্শনে সেই তপস্যা ফলবতী হইল। তুমি মায়া রহিতমহাত্মা—তোমাকে নমস্কার করি। ৬১। ৬২। এবং তুমি সকল ভূত মধ্যেই অদৃশ্য ভাবে বহিদেশে এবং অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিতেছ তোমার মায়ারূপ যবনিকা দ্বারা মনুষ্যেরা আচ্ছন্ন, অতএব তাহারা কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারিবে?। ৬৩। যে প্রকার ভ্রাবেশ ধারি পুরুষকে ভ্রান্ত বুদ্ধিরা পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে না সেই প্রকার জ্ঞান নেত্র-বিহীন ব্যক্তি তোমাকে পরম পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে না, অর্থাৎ তত্ত্ব জ্ঞানবিদ্ব্যক্তিরা ভক্তি যোগ দ্বারা তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করতঃ জ্ঞান চক্ষু দ্বারা পরম পুরুষ বলিয়া জানিতে পারে। ৬৪। অনন্তর দেবী বলিলেন—হে ভগবন্! তুমি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ, আমি অজ্ঞানারতা, তোমাকে কি প্রকারে জানিতে পারিব, যেহেতু ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ জন ভক্তি যোগদ্বারা তোমাকে ঈশ্বররূপে জানে?। ৬৫। হে রামচন্দ্র! মুক্তির কারণীভূত তোমার পদ যুগল আমি দর্শন করিলাম, তোমার এই পরম রূপ আমার হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদা বিরাজমান হউক। ৬৬। ভবসংসারের পুনর্জ্জন্ম নিবারণ এবং মুক্তি পথ দর্শী তোমার পাদপদ্মকে অকিঞ্চন ধন পুত্র কলত্রাদি গর্ব্বিত ব্যক্তি কি প্রকারে জানিতে পারিবে?। ৬৭। হে রঘূত্তম! তুমি ক্ষমা ও গুণবান দিগের পথ স্বরূপ এবং দরিদ্রের ধন স্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি। তুমি কাল স্বরূপ মহাদেব এবং আদি, অন্ত ও মধ্য রহিত অথচ সকল ভূতে সমভাবে অবস্থান কর,লোকে তোমাকে অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানে। অতএব তোমার আচরিত ও দয়ালুত্ব নিষ্ঠুরত্ব জ্ঞানে কেহই সমর্থ নহে।৬৮।৬৯।৭০।

ন তেঽস্তি কশ্চিদ্দয়িতো দ্বেষ্যো বা পর এব চ।
ত্বন্মায়াপিহিতাত্মানস্ত্বাং পশ্যন্তি তথাবিধম্ ॥ ৭১॥
অজস্যাকর্তুরীশস্য দেব! তির্য্যঙ্ নরাদিষু।
জন্মকর্ম্মাদিকং যদ্যত্তদত্যন্তবিড়ম্বনম্ ॥ ৭২॥
ত্বামাহুরক্ষরং জাতং কথাশ্রবণসিদ্ধয়ে।
কেচিৎ কোশলরাজস্য তপসঃ ফলসিদ্ধয়ে॥ ৭৩॥
কৌশল্যয়া প্রার্থ্যমানং জাতমাহুঃ পরে জনাঃ।
দুষ্টরাক্ষসভূভারহরণায়ার্থিতো বিভুঃ॥ ৭৪॥
ব্রহ্মণা নররূপেণ জাতোঽয়মিতি কেচন।
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি চ যে কথাস্তে রঘুনন্দন!॥ ৭৫॥
পশ্যন্তি তব পাদাব্জং ভবার্ণবসুতারণম্।
ত্বন্মায়াগুণবদ্ধাহং ব্যতিরিক্তং গুণাশ্রয়ম্॥ ৭৬॥
কথং ত্বাং দেব! জানীয়াং স্তোতুং বাঙ্‌বিষয়ং বিভুম্
নমস্যামি রঘুশ্রেষ্ঠং বাণাসনশরান্বিতম্।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সুগ্রীবাদিভিরন্বিতম্॥ ৭৭॥
এবং স্তুতো রঘুশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নঃ প্রণতাঘহৃৎ।
উবাচ যোগিনীং ভক্তাং কিন্তে মনসি কাঙ্ক্ষিতম্।
সা প্রাহ রাঘবং ভক্ত্যা ভক্তিং তে ভক্তবৎসল!।
যত্র কুত্রাপি জাতায়া নিশ্চলাং দেহি মে প্রভো!।
ত্বদ্ভক্তেষু সদা সঙ্গো ভূয়ান্মে প্রাকৃতেষু ন।
জিহ্বা মে রামরামেতি ভক্ত্যা বদতু সর্ব্বদা॥ ৮০
মানসং শ্যামলং রূপং সীতা লক্ষ্মণসংযুতম্।
ধনুর্ব্বাণধরং পীতবাসসং মুকুটোজ্জ্বলম্॥ ৮১॥

হে রাম! এই জগৎ সংসার মধ্যে কোন্ জন তোমার প্রিয় বা দ্বেষ্য এবং শত্রু নহে—কেবল তোমার মায়া দ্বারা মোহিত জনেরাই তোমাকে ঐ প্রকার জানে। ৭১। হে দেব! তোমার জন্ম নাই এবং তুমি কিঞ্চিন্মাত্র কারণ নহ অথচ সকলের নিয়ন্তা, অতএব ভুজঙ্গ ও মনুষ্য প্রভৃতির মধ্যে জন্ম আদি তোমার যে যে কর্ম্ম সকলই বিড়ম্বনা মাত্র। ৭২। তুমিই নিত্য পদার্থ, বাক্য সিদ্ধির নিমিত্ত কোন কোন পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, তুমি দশরথের তপস্যার ফলসিদ্ধির হেতু জন্মিয়াছ। ৭৩। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন কৌশল্যার মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত, এবং পৃথ্বীর ভার স্বরূপ দুষ্ট রাক্ষসগণ বিনাশ করিতে প্রার্থিত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ৭৪। হে রঘুনন্দন! যে ব্যক্তিরা তোমার বাক্য শ্রবণে ও গুণানুকীর্ত্তনে অনুরক্ত হয় তাঁহারা অক্লেশে অপার ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত তোমার পাদপদ্ম-তরণী প্রাপ্ত হয়। আমি তোমার জগন্মোহিনী মায়ামোহিতা ও ভক্তিহীনা, সুতরাং পরম ব্রহ্ম অথচ সকল গুণাশ্রয়—তোমাকে জানিতে ও স্তব করিতে অসমর্থা। হে পুরুষোত্তম! তুমি অনুজ লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবের সহিত বিরাজমান—তোমাকে নমস্কার করি। ৭৫। ৭৬। ৭৭। এইরূপ স্তুতি দ্বারা রঘুপতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ম্প্রভাকে বলিলেন—তোমার মনের অভিলাষ প্রকাশ কর। ৭৮। অনন্তর যোগিনী কৃতাঞ্জলি হইয়া রঘুনাথকে কহিতে লাগিলেন—হে ভক্তজন মনোরঞ্জন! নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট স্থানে আমার জন্ম হউক তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অনুতাপ করি না, কিন্তু তোমাতে নিশ্চলা ভক্তি থাকে, ও তোমার ভক্তের সঙ্গ রহিত যেন না হই—আমার রসনা নিরন্তর রাম নামামৃত পানে যেন সদা অভিলাষিণী হয়, আমার চিত্তও যেন পীত বসন কৌস্তভ প্রভৃতি ভূষণ সমূহ দ্বারা ভূষিত তোমার এই মনোহর শ্যামল রূপ নিরন্তর স্মরণে পরাঙ্মুখ না হয়। হে ভক্তবৎসল! এদাসী কদাচ অন্য বরাভিলাষিণী নহে। ৭৯। ৮০

অঙ্গদৈর্নূপুরৈর্স্তাহারৈঃ কৌস্তুভকুণ্ডলৈঃ।
শান্তং স্মরতু মে রাম! বরং নান্যং বৃণে প্রভো ॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভবত্বেবং মহাভাগে! গচ্ছ ত্বং বদরীবনম্।
তত্রৈব মাং স্মরন্তী ত্বং ত্যক্ত্বেদং ভূতপঞ্চকম্।
মামেব পরমাত্মানং অচিরাৎপ্রতিপদ্যসে॥ ৮৩ ॥

শ্রুত্বা রঘূত্তমবচোঽমৃতসারকল্পম্
গত্বা তদৈব বদরীতরুখণ্ডজুষ্টম্।
তীর্থং তদা রঘুপতিং মনসা স্মরন্তী
ত্যক্ত্বা কলেবরমবাপ পরং পদং সা ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

।৮১।৮২। দয়ালু রাম যোগিনীর স্তুতি বাক্য দ্বারা প্রীত হইয়া বলিলেন—হে প্রমত্ত হৃদয়ে! তোমার মনোরথ অবিলম্বেই পূর্ণ হইবে, তুমি বদরীবন প্রাপ্ত হইয়া আমাকে স্মরণ করত এই পঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইবে।৮৩। রঘূত্তমের অমৃত কল্প বাণী শ্রবণ করিয়া যোগিনী বদরীকাশ্রম গমন পূর্ব্বক পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করত কলেবর পরিত্যাগ করিবামাত্র দেব দুর্লভ বৈকুণ্ঠ ভবন বাসিনী হইল।৮৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তত্র সমাসীনা বৃক্ষখণ্ডেষু বানরাঃ।
চিন্তয়ন্তো বিমুহ্যন্তঃ সীতামার্গণকর্শিতাঃ॥ ১॥
তত্রোবাচাঙ্গদঃ কাংশ্চিদ্বানরান্ বানরর্ষভঃ।
ভ্রমতাং গহ্বরেঽস্মাকং মাসো ন্যূনং গতোঽভবৎ।
সীতা নাধিগতাস্মাভির্ন কৃতং রাজশাসনম্।
যদি গচ্ছামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং ? সুগ্রীবোঽস্মান্ হনিষ্যতি
বিশেষতঃ শত্রুসুতং মাং মিষাদ্বিহনিষ্যতি।
ময়ি তস্য কুতঃ প্রীতি ? রহং রামেণ রক্ষিতঃ॥ ৪॥
ইদানীং রামকার্য্যং মে ন কৃতং তন্মিষং ভবেৎ।
তস্য মদ্ধননে ন্যূনং সুগ্রীবস্য দুরাত্মনঃ॥ ৫॥
মাতৃকল্পাং ভ্রাতৃভার্য্যাং পাপাত্মানুভবত্যসৌ।
ন গচ্ছেয়মতঃ পার্শ্বং তস্য বানরপুঙ্গবাঃ !॥ ৬॥
ত্যক্ষ্যামি জীবিতং চাত্র যেন কেনাপি মৃত্যুনা।
ইত্যশ্রুনয়নং কেচিৎ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবাঃ॥ ৭॥
ব্যথিতাঃ সাশ্রুনয়না যুবরাজমথাব্রুবন্॥ ৮॥
কিমর্থং তব শোকোঽত্র ? বয়ং তে প্রাণরক্ষকাঃ।
ভবামো নিবসামোঽত্র গুহায়াং ভয়বর্জ্জিতাঃ॥ ৯
সর্ব্বসৌভাগ্যসহিতং পুরং দেবপুরোপমম্।
শনৈঃ পরস্পরং বাক্যং বদতাং মারুতাত্মজঃ॥ ১০।

অনন্তর সেই বন মধ্যে সীতার অন্বেষণ দ্বারা ক্লিষ্ট ও চিন্তাকুল হৃদয় যুবরাজ প্রভৃতি কপিগণ মুগ্ধ হইয়া বৃক্ষ সমূহ অবলম্বন করত বানর শ্রেষ্ঠ বালী নন্দন মর্কটগণকে বলিলেন। হে মর্কটগণ ! এই গহ্বর মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে আমাদিগের নিশ্চয় এক মাস অতিবাহিত হইল। ১।২। আমরা রাজাজ্ঞা পালনে অসমর্থ হইয়া কিষ্কিন্ধ্যাভিমুখে গমন করিলে সুগ্রীব আমাদের নিশ্চয়ই প্রাণান্তিক দণ্ড করিবে; বিশেষতঃ আমি শত্রু তনয় বলিয়াই সুগ্রীব কোপানল দ্বারা আমাকে বিনাশ করিবে, যেহেতু আমার প্রতি দুরাত্মা সুগ্রীবের প্রীতি উৎপাদনের কারণ মাত্রও লক্ষিত হইতেছে না; আমি রঘুনাথ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আছি, ইদানীং রাম কার্য্য সম্পাদনে অসমর্থ, সুতরাং সেই দুরাত্মা চির বৈরি সুগ্রীব যে আমাকে বিনাশ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। ৩। ৪।। ৫। অতএব মাতৃ তুল্য ভ্রাতৃ-ভার্য্যানুগামী দুরাত্মা সুগ্রীবের পার্শ্ববর্ত্তী হইব না, অগ্নি প্রবেশাদি যে কোন উপায় দ্বারা পারি এ জীবন নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিব; কতিপয় বানরগণ বীরবর অঙ্গদকে এইরূপ খিদ্যমান ও সজল নয়ন অবলোকন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে আশ্বাস বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিল। ৬। ৭। ৮।

হে যুবরাজ ! আপনি কিঞ্চিন্মাত্র শোকার্ত্ত হইবেন না, আমরা এই বানর মণ্ডলী আপনার জীবন রক্ষণে যত্নবান হইয়া এই ভয়বর্জিত গুহার অভ্যন্তরে স্বর্গ তুল্য পুরীতে সর্ব্বদা বাস করিব। কপিগণের পরস্পর এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

শ্রুত্বাঙ্গদং সমালিঙ্গ্য প্রোবাচ নয়কোবিদঃ।
বিচার্য্যতে কিমর্থং ? তে দুর্ব্বিচারো ন যুজ্যতে ॥১১
রাজ্ঞোঽত্যন্তপ্রিয়ন্ত্বং হি তারাপুত্রোঽতিবল্লভঃ।
রামস্য লক্ষ্মণাৎ প্রীতি ত্বয়ি নিত্যং প্রবর্দ্ধতে ॥ ১২
অতো ন রাঘবাদ্ভীতিস্তব রাজ্ঞো বিশেষতঃ।
অহং তব হিতে সক্তো বৎস। নান্যং বিচারয় ॥১৩
গুহাবাসশ্চ নির্ভেদ্য ইত্যুক্তং বানরৈস্তু যৎ।
তদেতদ্রামবাণানামভেদ্যং কিং জগত্রয়ে ? ॥ ১৪
যে ত্বাং দুর্ব্বোধয়ন্ত্যেতে বানরা বানরর্ষভ!।
পুত্রদারাদিকং ত্যক্ত্বা কথং স্থাস্যন্তি তে ত্বয়া ॥ ১৫

অন্যদ্ গুহ্যতমং বক্ষ্যে রহস্যং শৃণু মে সুত!।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১৬
সীতা ভগবতী মায়া জনসংমোহকারিণী।
লক্ষ্মণো ভুবনাধারঃ সাক্ষাচ্ছেষঃ ফণীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতাঃ সর্ব্বে রক্ষোগণবিনাশনে।
মায়ামানুষভাবেন জাতা লোকৈকরক্ষকাঃ ॥ ১৮ ॥
বয়ং চ পার্ষদাঃ সর্ব্বে বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠবাসিনঃ।
মনুষ্যভাবমাপন্নে স্বেচ্ছয়া পরমাত্মনি ॥ ১৯ ॥
বয়ং বানররূপেণ জাতাস্তস্যৈব মায়য়া।
বয়ং তু তপসা পূর্ব্বং আরাধ্য জগতাং পতিম্ ॥২০
তেনৈবানুগৃহীতা স্মঃ পার্ষদত্ব মুপাগতাঃ।
ইদানীমপি তস্যৈব সেবাং কুর্ম্মৈব মায়য়া ॥ ২১ ॥

হনুমান যুবরাজকে আলিঙ্গন করতঃ বলিল, হে নীতিজ্ঞ! এরূপ কার্য্যাচরণ নীতিজ্ঞের উপযুক্ত নহে। ৯।১০।১১। যেহেতু তুমি তারার তনয় ও সুগ্রীবের অত্যন্ত প্রিয়, এবং শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য প্রকাশ করেন, তোমার প্রতি তাঁহার ততোধিক বাৎসল্য দৃষ্ট হয়।১২। অতএব ভক্ত বৎসল রামচন্দ্র ও কপিরাজ সুগ্রিব হইতে তোমার ভয়ের কারণ মাত্র লক্ষিত হইতেছে না। হে বৎস! আমি সর্ব্বদাই তোমার হিত কার্য্য সাধনে অনুরক্ত হইলাম অন্য বিচারে কোন প্রয়োজন নাই, হে যুবরাজ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ অজ্ঞান কপিগণ বলিতেছে যে, আমরা নির্ভয়ে গুহা মধ্যে বাস করিব (অর্থাৎ সুগ্রিব সন্নিধানে কদাচ গমন করিব না) এই বাক্য কোন রূপে প্রমিতি জনক হইতে পারে না, যেহেতু এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ বস্তু আছে যাহা শ্রীরাম বাণের অভেদ্য? শ্রীরাম শরসন্ধান করিলে গুহা মধ্যে কপিগণের নির্ভয়ে বাস করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে? যে বানরগণ তোমাকে দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান দ্বারা ভ্রম বর্দ্ধন করিয়াছে তাহারা পুত্র দারাদি বর্জ্জিত হইয়া এই গুহামধ্যে তোমার সহিত কি প্রকারে বাস করিয়া কাল যাপন করিবে? ।১২।১৩।১৪।১৫। হে কপিবর অঙ্গদ! অন্য গোপনীয় রহস্য কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, যিনি ক্ষীরোদ সাগরে ভুজঙ্গ শয়নে শায়িত আছেন তিনিই সাক্ষাৎ অধ্যাত্ম নারায়ণ রামচন্দ্র, এই জগৎ সংসার যাঁহার মায়াগুণ দ্বারা বদ্ধ হইয়া আছে তিনিই জনক নন্দিনী সীতা, যিনি এই সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীকে সহস্র ফণা দ্বারা ধারণ করিতেছেন তিনিই অনন্তদেব লক্ষ্মণ—ইঁহারা কেহই মানব নহেন, কেবল এই জগৎ সংসার উদ্ধার ও অবনীর ভার স্বরূপ রাক্ষস কুল নির্ম্মূল করিবার জন্য প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মানব লীলা অবলম্বন করিতেছেন।১৬।১৭।।১৮। পূর্ব্বকালে আমরা অতিশয় কঠোরতর তপস্যা করিয়া জগৎ পিতা নারায়ণের আরাধনা করিলে ঐ দয়াময় ভক্ত বৎসল দয়াপরতন্ত্র হইয়া বলিলেন হে তাপসগণ! তোমরা এই তপস্যার প্রভাব বশতঃ নিরন্তর আমার সমীপবর্ত্তী হইয়া মদীয় সেবায় ও অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত

পুনর্ব্বৈকুণ্ঠমাসাদ্য সুখং স্থাস্যামহে বয়ম্।
ইত্যঙ্গদমথাশ্বাস্য গতা বিন্ধ্যং মহাচলম্॥ ২২
বিচিন্বন্তোঽথ শনকৈর্জ্জানকীং দক্ষিণাম্বুধেঃ।
তীরে মহেন্দ্রাক্ষগিরেঃ পবিত্রং পাদমাযযুঃ॥ ২৩॥
দৃষ্ট্বা সমুদ্রং দুষ্পারমগাধং ভয়বর্দ্ধনম্।
বানরা ভয়সংত্রস্তাঃ কিং কুর্ম্ম ইতি বাদিনঃ॥ ২৪॥
নিষেদুরুদধেস্তীরে সর্ব্বে চিন্তাসমন্বিতাঃ।
মন্ত্রয়ামাসুরন্যোন্যমঙ্গদাদ্যা মহাবলাঃ॥ ২৫॥
ভ্রমাতমেব নো মাসো গতোঽত্রৈব গুহান্তরে।
ন দৃষ্টো রাবণো বাঽত্র সীতা বা জনকাত্মজা॥ ২৬॥
সুগ্রীবস্তীক্ষ্ণদণ্ডোঽস্মান্নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
সুগ্রীববধতোঽস্মাকং শ্রেয়ঃ প্রায়োপবেশনম্॥ ২৭
ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব দর্ভানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ।
উপাবিবেশুস্তে সর্ব্বে মরণে কৃতনিশ্চয়াঃ॥ ২৮॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র মহেন্দ্রাদ্রিগুহান্তরাৎ।
নির্গত্য শনকৈরাগাদ্গৃধ্রঃ পর্ব্বতসন্নিভঃ॥ ২৯॥
দৃষ্ট্বা প্রায়োপবেশেন স্থিতান্ বানরপুঙ্গবান্।
উবাচ শনকৈর্গৃধ্রঃ প্রাপ্তো ভক্ষোঽদ্য মে বহুঃ॥ ৩০
একৈকশঃ ক্রমাৎসর্ব্বান্ ভক্ষয়ামি দিনে দিনে।
শ্রুত্বা তদ্গৃধ্রবচনং বানরা ভীতমানসাঃ॥ ৩১॥
ভক্ষয়িষ্যতি নঃ সর্ব্বানসৌ গৃধ্রো ন সংশয়ঃ।
রামকার্য্যং চ নাস্মাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদ্ধরীশ্বরাঃ। ৩২

হইয়া কালযাপন কর। অনন্তর ভক্ত বৎসল দত্ত এই বর গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠনাথের পার্ষদ হইয়া ছিলাম, বর্ত্তমান সময়ে পরমাত্মা বিষ্ণু অবনী মণ্ডলের ভার উদ্ধার করিবার জন্য মানব দেহ ধারণ করিয়াছেন সুতরাং তাহা হইলে আমরাও মায়া দ্বারা বানর দেহ ধারণ করিয়া তৎকার্য্য সম্পাদন করতঃ পুনর্ব্বার বৈকুণ্ঠ ধামে সানন্দ চিত্তে বাস করিয়া কালযাপন করিব। এই প্রকার যুবরাজকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্য প্রদান করিলেন। অনন্তর বানরগণ জানকীর অন্বেষণ করতঃ বিন্ধ্য পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে লবণ সমুদ্রের তীরে মহেন্দ্র পর্ব্বতোপরি গমন করিল। ১৯।২০।২১।২২।২৩। অনন্তর বানরগণ পর্ব্বতাকৃতি মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি জলচর জন্তু সমাকীর্ণ অতলস্পর্শ ভয়ানক সমুদ্র দর্শনে ভয় সন্ত্রস্ত মানস হইয়া বিবশের ন্যায় অঙ্গ শিথিল করিয়া কেহ বা শয়ন—কেহ বা উপবেশন করিল; কিন্তু মহাবল পরাক্রম অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ মন্ত্রণা করিবার জন্য উপবিষ্ট হইল। ।২৪।২৫। অনন্তর বানর দিগের এই রূপ মন্ত্রণা স্থির হইল— আমাদিগের বৃথা ভ্রমণে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত হইল, অদ্যাবধি রাবণকে ও সীতাকে দর্শন করিতে পারিলাম না, অতএব মহারাজ সুগ্রীব দৃঢ়তর দণ্ড দ্বারা আমাদিগের প্রাণান্তিক দণ্ড বিধান করিবেন ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; কিন্তু সুগ্রীব কর্ত্তৃক প্রাণ দণ্ড অপেক্ষা প্রায়োপবেশন দ্বারা প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর, এই রূপ মরণে কৃত নিশ্চয় হইয়া স্ব স্ব শরীরে কর্দ্দম লেপন করিয়া কুশাসনোপরি উপবেশন করিল। ।২৬।২৭।২৮।

এই সময়ে পর্ব্বত সদৃশ এক গৃধ্র ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া মহেন্দ্র গিরির অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া বানর শ্রেষ্ঠগণ প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট আছে অবলোকন করত কহিল, অদ্য আমি বিপুল ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব এক একটী করিয়া প্রতিদিন সকলকে ভক্ষণ করিব। বানরসমূহ গৃধ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতমনা হওত পরস্পর কহিতে লাগিল যে, গৃধ্র নিশ্চয়ই আমাদিগের সকলকে ভক্ষণ করিবে, অতএব আমাদিগের কর্ত্তৃক রামকার্য্য কিছুই হইল না—সুগ্রীবেরও কোন হিতকার্য্য করিতে না পারিয়া বৃথা বিনাশ

সুগ্রীবস্যাপি চ হিতং ন কৃতং স্বাত্মনামপি।
বৃথানেন বধং প্রাপ্তা গচ্ছামো যমসাদনম্॥ ৩৩॥
অহো জটায়ুর্ধর্ম্মাত্মা রামস্যার্থে মৃতঃ সুধীঃ।
মোক্ষং প্রাপ দুরাবাপং যোগিনামপ্যরিন্দমঃ!॥৩৪
সম্পাতিস্তু তদা বাক্যং শ্রুত্বা বানরভাষিতম্।
কে বা যূয়ং মম ভ্রাতুঃ কর্ণপীযূষসন্নিভম্॥ ৩৫॥
জটায়ুরিতি নামাদ্য ব্যাহারন্তঃ পরস্পরম্।
উচ্যতাং বো ভয়ং মা ভূদ্ভুত্তঃ প্লবগসত্তমাঃ!॥ ৩৬
তমুবাচাঙ্গদঃ শ্রীমানুত্থিতো গৃধ্রসন্নিধৌ।
রামো দাশরথিঃ শ্রীমান্ লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ॥ ৩৭।
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিচচার মহাবনে।
তস্য সীতা হৃতা সাধ্বী রাবণেন দুরাত্মনা॥ ৩৮॥
মৃগয়াং নির্গতে রামে লক্ষ্মণে চ হৃতা বলাৎ।
রাম! রামেতি ক্রোশন্তী শ্রুত্বা গৃধ্রঃ প্রতাপবান্॥
জটায়ুর্নাম পক্ষীন্দ্রো যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্।
রাবণেন হতো বীরো রামবার্থং মহাবলঃ॥ ৪০॥
রামেণ দগ্ধো রামস্য সাযুজ্যমগমৎ ক্ষণাৎ।
রামঃ সুগ্রীবমাসাদ্য সখ্যং কৃত্বাঽগ্নিসাক্ষিকম্॥ ৪১
সুগ্রীবচোদিতো হত্বা বালিনং সুদুরাসদম্।
রাজ্যং দদৌ বানরাণাং সুগ্রীবায় মহাবলঃ॥ ৪২॥
সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
অস্মান্ বানরবৃন্দান্ বৈ মহাসত্ত্বান্মহাবলঃ॥ ৪৩।
মাসাদর্ব্বাঙ্নিবর্ত্তধ্বং নোচেৎপ্রাণান্ হরামি বঃ।
ইত্যাজ্ঞয়া ভ্রমন্তোঽস্মিন্ বনে গহ্বরমধ্যগাঃ॥৪৪॥
গতো মাসো ন জানীমঃ সীতাং বা রাবণং চ বা।
মর্তুং প্রায়োপবিষ্টাঃ স্ম তীরে লবণবারিধেঃ॥ ৪৫

প্রাপ্ত হইয়া যম সদনে গমন করিলাম। হায়, ধীশক্তিসম্পন্ন, ধর্ম্মাত্মা জটায়ু রামকার্য্যে নিধন প্রাপ্ত হইয়া যোগিগণের দুর্ল্লভ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন।২৯।৩০।৩১।৩২। ৩৩। ৩৪।

তখন সম্পাতি বানর ভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিল—তোমরা কে, কর্ণামৃততুল্য আমার ভ্রাতার কথা কহিতেছ? হে বানর শ্রেষ্ঠগন! অদ্য তোমরা পরস্পর জটায়ুর নাম উল্লেখ কর, আমা হইতে তোমাদিগের কোন ভয় নাই। শ্রীমান্ অঙ্গদ উত্থিত হইয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—রাজা দশরথের পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা সীতার সহিত মহারণ্যমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। একদা পর্ণকুটির মধ্যে সীতাকে সংস্থাপন করিয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ মৃগয়ার্থ বহির্গত হইলে দুরাত্মা রাবণ পতিব্রতা সীতাকে অপহরণ করিল, ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ জটায়ু আকাশ পথে "হা রাম! হা রঘুত্তম!" এই রূপ কারুণ্য বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আকাশ পথে গমন করতঃ সীতার সংরক্ষণার্থ দশানন রাবণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ।৩৫। ৩৬ ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র জটায়ুর অগ্নিকার্য্য করিবামাত্র রাম-সাযুজ্য প্রাপ্তি হইল। পরে শ্রীরাম অগ্নি সাক্ষি করিয়া কপিবর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলেন। ।৪১। এবং মহাবল পরাক্রান্ত কপিরাজ বালিকে বিনাশ করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ৪২। অনন্তর বানর শ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ আমাদিগকে প্রেরণ করতঃ আদেশ করিলেন যে, তোমরা মাস মধ্যে প্রত্যাগমন না করিলে প্রাণান্তিক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। আমরা রাজ শাসন প্রতিপালনার্থ ভয়ানক বন ও গুহা মধ্যে ভ্রমণ করিয়া মাসাতিবাহিত করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি সীতা ও রাবণের বার্ত্তাও শ্রবণ করিলাম না, অতএব প্রায়োপবেশনে লবণ সমুদ্র-তীরে জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৪৩।৪৪।৪৫।

যদি জানাসি হে পক্ষিন্! সীতাং কথয় নঃ শুভাম্।
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা সম্পাতির্হৃষ্টমানসঃ ॥ ৪৬ ॥
উবাচ মৎপ্রিয়ো ভ্রাতা জটায়ুঃ প্লবগেশ্বরাঃ!।
বহুবর্ষসহস্রান্তে ভ্রাতৃবার্ত্তা শ্রুতা ময়া ॥ ৪৭ ॥
বাক্সাহায্যং করিষ্যেঽহং ভবতাং প্লবগেশ্বরাঃ!।
ভ্রাতুঃ সলিলদানায় নয়ধ্বং মাং জলান্তিকম্।
পশ্চাৎ সর্ব্বং শুভং বক্ষ্যে ভবতাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
তথেতি নিন্যুস্তে তীরং সমুদ্রস্য বিহঙ্গমম্।
সোঽপি তৎসলিলে স্নাত্বা ভ্রাতুর্দত্ত্বা জলাঞ্জলিম্ ॥
পুনঃ স্বস্থানমাসাদ্য স্থিতো নীতো হরীশ্বরৈঃ।
সম্পাতিঃ কথয়ামাস বানরান্ পরিহর্ষয়ন্ ॥ ৫০ ॥
লঙ্কা নাম নগর্য্যাস্তে ত্রিকূটগিরিমূর্দ্ধনি।
তত্রাশোকবনে সীতা রাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা ॥ ৫১ ॥
সমুদ্রমধ্যে সা লঙ্কা শতযোজনদূরতঃ।
দৃশ্যতে মে ন সন্দেহঃ সীতা চ পরিদৃশ্যতে ॥ ৫২ ॥
গৃধ্রত্বাদ্ দূরদৃষ্টির্মে নাত্র সংশয়িতুং ক্ষমম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
স এব জানকীং দৃষ্ট্বা পুনরায়াস্যতি ধ্রুবম্।
অহমেব দুরাত্মানং রাবণং হন্তুমুৎসহে ॥ ৫৪ ॥
ভ্রাতৃহন্তারমেকাকী কিন্তু পক্ষবিবর্জ্জিতঃ।
যতধ্বমিতি যত্নেন লঙ্ঘিতুং সরিতাম্পতিম্।
ততো হত্বা রঘুশ্রেষ্ঠো রাবণং রাক্ষসাধিপম্ ॥ ৫৫ ॥

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধুং শতযোজনায়তং
লঙ্কাং প্রবিশ্যাথ বিদেহকন্যকাম্।
দৃষ্ট্বা সমাভাষ চ বারিধিং পুন-
স্তর্ত্তুং সমর্থঃ কতমো বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

হে পক্ষিরাজ! শুভদায়িনী মা জানকী! রাবণ কর্ত্তৃক হৃতা হইয়া কোন স্থানে বাস করিতেছেন যদি আপনি জ্ঞাত থাকেন তবে প্রকাশ করুন, অঙ্গদের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টমানস সম্পাতি কহিল—হে বানরগণ! বহু কাল পরে প্রিয়তম ভ্রাতা জটায়ুর বার্ত্তা শ্রবণ করাইলে, অতএব সীতার অন্বেষণ কার্য্যে বাক্য দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করিব, কিন্তু সম্প্রতি প্রিয়তম ভ্রাতা জটায়ুর তর্পণ করিবার জন্য আমাকে জলাশয় সমীপে লইয়া চল, পরে তোমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ সমস্ত সম্বাদ বিস্তার করিয়া কহিব; অনন্তর পক্ষিবর সম্পাতি বানরগণ কর্ত্তৃক সমুদ্র তীরে নীত হইলে ঐ জল মধ্যে স্নান ও তর্পণ করতঃ পুনর্ব্বার স্বস্থানে সমানীত হইয়া বানরগণের হর্ষ সমুৎপাদন করতঃ কহিলেন হে বানরগণ! সমুদ্র মধ্য দেশে ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি লঙ্কা নাম্নী পুরী আছে, তন্মধ্যে অশোক বনে রাক্ষসী কর্ত্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া রামপ্রিয়তমা সীতা বাস করিতেছেন, পক্ষি জাতির দূরদৃষ্টি বশতঃ শত যোজন দূর পথে অবস্থিতা লঙ্কাপুরী ও তন্মধ্যবর্ত্তিনী সীতাকে আমি দর্শন করিতে পারি অতএব সন্দেহ কর্ত্তব্য নহে। যে জন এই শত যোজন বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘনে সমর্থ হইবে সেই সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিতে পারিবে; কি করি আমি পক্ষ বিহীন না হইলে ভ্রাতৃহন্তা দুরাত্মা রাবণকে একাকীই বিনাশ করিয়া যম সদনে প্রেরণ করিতাম। হে কপিগণ! তোমরা এই সমুদ্র লঙ্ঘনে যত্নবান হও আর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র ঐ দুরাত্মা রাবণকে বিনাশ করুন। ৫৫। সম্প্রতি এই শত যোজন বিস্তৃত বারিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া রাম-প্রিয়তমা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমনে তোমাদিগের মধ্যে কে সমর্থ—পরস্পর বিচার করিয়া নিশ্চয় কর। ৫৬।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তে কৌতুকাবিষ্টাঃ সম্পাতিং সর্ব্ববানরাঃ।
পপ্রচ্ছুর্ভগবন্ ! ব্রূহি স্বমুদন্তং ত্বমাদিতঃ ॥ ১ ॥
সম্পাতিঃ কথয়ামাস স্ববৃত্তান্তং পুরাকৃতম্।
অহং পুরা জটায়ুশ্চ ভ্রাতরৌ রূঢ়যৌবনৌ ॥ ২ ॥
বলেন দর্পিতাবাবাং বলজিজ্ঞাসয়া খগৌ।
সূর্য্যমণ্ডমপর্য্যন্তং গন্তুমুৎপতিতৌ মদাৎ ॥ ৩ ॥
বহুযোজনসাহস্রং গতৌ তত্র প্রতাপিতঃ।
জটায়ুস্তং পরিত্রাতুং পক্ষৈরাচ্ছাদ্য মোহতঃ ॥ ৪ ॥
স্থিতোঽহং রশ্মিভির্দগ্ধপক্ষোঽস্মিন্ বিন্ধ্যমূর্দ্ধনি।
পতিতো দূরপতনান্মূর্চ্ছিতোঽহং কপীশ্বরাঃ ॥ ৫ ॥
দিনত্রয়াৎ পুনঃপ্রাণসহিতো দগ্ধপক্ষকঃ।
দেশং বা গিরিকূটান্ বা ন জানে ভ্রান্তমানসঃ ॥ ৬ ॥
শনৈরুন্মীল্য নয়নে দৃষ্ট্বা তত্রাশ্রমং শুভম্।
শনৈঃ শনৈরাশ্রমস্য সমীপং গতবানহম্ ॥ ৭ ॥
চন্দ্রমা নাম মুনিরাট্ দৃষ্ট্বা মাং বিস্মিতোঽবদৎ।
সম্পাতে ! কিমিদং তেঽদ্য বিরূপং কেন বা কৃতম্ ?
জানামি ত্বামহং পূর্ব্বমত্যন্তং বলবানসি।
দগ্ধৌ কিমর্থং তে পক্ষৌ ? কথ্যতাং যদি মন্যসে ॥
ততঃ স্বচেষ্টিতং সর্ব্বং কথয়িত্বাতিদুঃখিতঃ।
অব্রুবন্ মুনিশার্দূলং দগ্ধোঽহং দাববহ্নিনা ॥ ১০ ॥
কথং ধারয়িতুং শক্তো বিপক্ষো জীবিতং ? প্রভো
ইত্যুক্তোঽথ মুনির্বীক্ষ্য মাং দয়ার্দ্রবিলোচনঃ ॥ ১১

অনন্তর বানরগণ আনন্দিত হইয়া সম্পাতির প্রতি কহিল, হে পক্ষিরাজ ! আমরা আপনার পক্ষ বিহীন অবলোকনে বিস্মিত হইলাম, অতএব আপনি স্বকীয় বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ করিয়া আমাদিগের সংশয় ছেদ করুন। ১। অনন্তর সম্পাতি পুরাকৃত স্বকীয় বৃত্তান্ত কহিতে প্রবৃত্ত হইল—পূর্ব্ব কালে প্রাপ্ত-যৌবন-বলদর্পিত হইয়া আমি ও ভ্রাতা জটায়ু পরস্পর সামর্থ্য পরীক্ষা করিবার জন্য সূর্য্যমণ্ডল গমনে উদ্যোগী হইয়া বহু সহস্র যোজন পর্য্যন্ত গমন করিলাম। অনন্তর জটায়ু প্রচণ্ড রবি কিরণ পরিতাপে মোহ প্রাপ্ত হইল, আমিও জটায়ুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য পক্ষদ্বয় প্রসারণ করত অগ্নি তুল্য সূর্য্য কিরণে দগ্ধ-পক্ষ হইয়া এই বিন্ধ্যপর্ব্বতের উপরিভাগে পতন নিবন্ধন মূর্চ্ছিত হইয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত এইরূপ অচৈতন্য হইয়া ছিলাম—স্বকীয় দেশে—কি পর্ব্বতোপরে বাস করিতেছি জানিতে অসমর্থ ছিলাম। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। অনন্তর আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া অনতি দূরদেশে অপূর্ব্ব এক পুরী দর্শন করিয়া অতি ক্লেশ পুরঃসর ঐ পুরীর সমীপে গমন করিলাম। ঐ আশ্রমাধিপতি মুনি শ্রেষ্ঠ চন্দ্রমা আমাকে দর্শন করত বিস্মিত হইয়া কহিলেন—হে সম্পাতে ! আমি পূর্ব্বে তোমাকে অসীম পরাক্রম বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম, অদ্য কি কারণে তোমাকে পক্ষ বিহীন অবলোকন করিতেছি প্রকাশ কর। ৭। ৮। ৯। অনন্তর আমিমুনিবর চন্দ্রমার প্রতি পক্ষ দাহের কারণ সমস্ত বিবৃত করিয়া কহিলাম।

হে মুনিবর ! আমি দাবানলে দগ্ধ হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব ? মুনিরাজ চন্দ্রমা আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন, হে বৎস !

শৃণু বৎস ! বচো মেঽদ্যশ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্।
দেহমূলমিদং দুঃখং দেহঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ। ১২ ॥
কর্ম্ম প্রবর্ত্ততে দেহেঽহংবুদ্ধ্যা পুরুষস্য হি।
অহঙ্কারস্ত্বনাদিঃ স্যাদবিদ্যাসম্ভবো জড়ঃ ॥ ১৩ ॥
চিচ্ছায়য়া সদা যুক্তস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎসদা।
তেন দেহস্য তাদাত্ম্যাদ্দেহশ্চেতনবান্ ভবেৎ ॥১৪॥
দেহোঽহমিতি বুদ্ধিঃ স্যাদাত্মনোঽহঙ্কৃতের্ব্বলাৎ।
তন্মূলং এষ সংসারঃ সুখদুঃখাদিসাধকঃ ॥ ১৫ ॥
আত্মনো নির্ব্বিকারস্য মিথ্যাতাদাত্ম্যতঃ সদা।
দেহোঽহং কর্ম্মকর্ত্তাহমিতি সঙ্কল্প্য সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥
জীবঃ করোতি কর্ম্মাণি তৎফলৈর্ব্বধ্যতেঽবশঃ।
ঊর্দ্ধাধো ভ্রমতে নিত্যং পাপপুণ্যাত্মকঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭
কৃতং ময়াধিকং পুণ্যং যজ্ঞদানাদি নিশ্চিতম্।
স্বর্গং গত্বা সুখং ভোক্ষ্যে ইতি সঙ্কল্পবান্ভবেৎ ॥
তথৈবাধ্যাসতস্তত্র চিরং ভুক্ত্বা সুখং মহৎ।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাক্ অনিচ্ছন্ কর্ম্মচোদিতঃ ॥১৯
পতিত্বা মণ্ডলে চেন্দোস্ততো নীহারসংযুতঃ।
ভূমৌ পতিত্বা ব্রীহ্যাদৌ তত্র স্থিত্বা চিরং পুনঃ। ২০
ভূত্বা চতুর্ব্বিধং ভোজ্যং পুরুষৈর্ভুজ্যতেঃ ততঃ।
রেতো ভূত্বা পুনস্তেন ঋতৌ স্ত্রীয়োনিসিঞ্চিতঃ ॥ ২১
যোনিরক্তেন সংযুক্তং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
দিনেনৈকেন কললং ভূত্বা কড়ত্বমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
তৎপুনঃ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ।
সপ্তরাত্রেণ তদপি মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ ২৩ ॥

আমার বক্ষ্যমাণ বাক্যের তত্ত্বার্থ গ্রহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় করিবে। হে পক্ষি রাজ ! দেখ পুরুষের দেহ জন্যই সমস্ত দুঃখ ভোগ হয়, ঐ দেহ পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম জন্য দেহোঽহং অর্থাৎ দেহ আমি—এই রূপ জ্ঞান জন্য পুরুষের কর্ম্ম প্রবর্ত্ত হয়। কিন্তু অহঙ্কার (অর্থাৎ আমি দেহ,) এই রূপ জ্ঞানের আশ্রয় অনাদি জীব, অজ্ঞানের আশ্রয় লইলে তাহাকে জড় কিম্বা অচেতন বলে। কিন্তু মায়া বিশিষ্ট জীবাত্মা অচেতন হইলেও শিরস্থিত জ্ঞানময় পরমাত্মার আভা সংযুক্ত হইয়া দেহ ও আত্মার অভিন্ন জ্ঞান হইলে চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। যেরূপ অগ্নি সন্তপ্ত লৌহপিণ্ড অগ্নি না হইলেও অগ্নি কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয়। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। অহঙ্কার অর্থাৎ আমি কর্ত্তা এই রূপ জ্ঞান হইলেই আমি দেহী এইরূপ জ্ঞান হয়—তজ্জন্য সুখ দুঃখাদির কারণ এই সংসার অর্থাৎ শরীর পরিগ্রহ হয়, নির্ব্বিকার জীবাত্মায় ও দেহে অভিন্ন জ্ঞান বশতঃ আমি দেহী ও কর্ত্তা এই রূপ জ্ঞাত হইয়া পাপ পুণ্য কর্ম্মাচরণ করতঃ ঐ কর্ম্মাধীন হইয়া পাপাত্মা চিরকাল অধোদেশে বাস করিয়া থাকে, পুণ্যাত্মা স্বর্গলোকে বাস করিয়া থাকে; আমি বহু প্রকার স্বর্গ সাধন যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্ম করিয়াছি তজ্জন্য স্বর্গে গমন করিয়া পরম সুখ ভোগ করিব—জীবাত্মা এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকেন। পরে ঐ কর্ম্ম ফল স্বর্গ ভোগ হইলে পুণ্যক্ষয় বশত চন্দ্রমণ্ডলে পতিত হয়—অনন্তর চন্দ্রমণ্ডল হইতে নীহার (অর্থাৎ শিশির) সংযুক্ত হইয়া এই পৃথ্বী মণ্ডলে ধান্যাদি শস্য মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। অনন্তর ঐ শস্য নির্ম্মিত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে রেত (অর্থাৎ শুক্র) রূপে সমুৎপন্ন হইয়া ঋতু কালে যোনি মধ্যে ক্ষরিত হয়। অনন্তর শোণিত সংযুক্ত ও জরায়ু বেষ্টিত হইয়া এক দিনে কলল হইয়া তৃতীয় দিবসে কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর পঞ্চম দিবসে বুদ্বুদাকার, সপ্তম দিবসে মাংসপিণ্ড, পঞ্চদশ দিবসে ঐ মাংস পিণ্ড রুধিরাক্ত হইয়া

পক্ষমাত্রেণ সা পেশী রুধিরেণ পরিপ্লুতা।
তস্যা এবাঙ্কুরোৎপত্তিঃ পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু ॥২৪॥
গ্রীবা শিরশ্চ স্কন্ধশ্চ পৃষ্ঠবংশস্তথোদরম্।
পঞ্চধাঙ্গানি চৈকৈকং জায়ন্তে মাসতঃ ক্রমাৎ ॥২৫
পাণিপাদৌ তথা পার্শ্বঃ কটির্জানুস্তথৈব চ।
মাসদ্বয়াৎপ্রজায়ন্তে ক্রমেণৈব ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥
ত্রিভির্মাসৈঃ প্রজায়ন্তে অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ ক্রমাৎ।
সর্ব্বাঙ্গুল্যঃ প্রজায়ন্তে ক্রমান্মাসচতুষ্টয়ে ॥ ২৭ ॥
নাসা কর্ণৌ চ নেত্রেচ জায়ন্তে পঞ্চমাসতঃ।
দন্তপংক্তির্নখা গুহ্যং পঞ্চমে জায়তে তথা ॥ ২৮ ॥
অর্ব্বাক্ ষণ্মাসতশ্ছিদ্রং কর্ণয়োর্ভবতি স্ফুটম্।
পায়ুর্মেঢ়ুমুপস্থং চ নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৯ ॥
সপ্তমে মাসি রোমাণি শিরঃ কেশাস্তথৈব চ।
বিভক্তাবয়বত্বং চ সর্ব্বং সম্পদ্যতেঽষ্টমে ॥ ৩০ ॥
জঠরে বর্দ্ধতে গর্ভঃ স্ত্রিয়া এবং বিহঙ্গম!।
পঞ্চমে মাসি চৈতন্যং জীবঃ প্রাপ্নোতি সর্ব্বশঃ ॥
নাভিসূত্রাল্পরন্ধ্রেণ মাতৃভুক্তান্নসারতঃ।
বর্দ্ধতে গর্ভগঃ পিণ্ডো ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩২ ॥
স্মৃত্বা সর্ব্বাণি জন্মানি পূর্ব্বকর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
জঠরানলতপ্তোঽয়মিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৩ ॥
নানাযোনি সহস্রেষু জায়মানোঽভবান্।
পুত্রদারাদিসম্বন্ধং কোটিশঃ পশুবান্ধবান্ ॥ ৩৪ ॥
কুটুম্বভরণাসক্ত্যা ন্যায়ান্যায়ৈর্ধনার্জনম্।
কৃতং নাকারবং বিষ্ণুচিন্তাং স্বপ্নেঽপি দুর্ভগঃ ॥ ৩৫
ইদানীং তৎফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং মহত্তরম্।
অশাশ্বতে শাশ্বতবদ্দেহে তৃষ্ণাসমন্বিতঃ ॥ ৩৬ ॥
অকার্য্যাণ্যেব কৃতবান্ ন কৃতং হিতমাত্মনঃ।
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ ॥ ৩৭ ॥

পঞ্চবিংশতি দিবসে অঙ্কুরত্ব প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ত্রিংশদ্দিবসে ঐ অঙ্কুরের গ্রীবা, মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও উদর এই পাঁচ অঙ্গ সমুৎপন্ন হয়। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। এবং দ্বিতীয় মাসে হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, কোটি ও জানু ক্রমে ক্রমে সমুৎপন্ন হয়, তৃতীয় মাসে শরীরের সন্ধি স্থান—চতুর্থ মাসে হস্ত ও পাদের সমস্ত অঙ্গুলী—পঞ্চম মাসে নাসিকা, কর্ণ, নেত্র, দন্ত শ্রেণী, নখ, গুহ্যদেশ ও গর্ভস্থপিণ্ড সমুৎপন্ন হয়, ষষ্ঠ মাসে কর্ণের বিবর ও পায়ু উপস্থ নাভি—সপ্তম মাসে লোম, মস্তক, কেশ—অষ্টম মাসে সমস্ত অবয়ব পৃথক্‌রূপে সম্পন্ন হয়, হে সম্পাতে! এই প্রকার উদর মধ্যে গর্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিষ্ণু হয়, সপ্তম মাসে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নাভি সূত্র দ্বারা মাতৃভুক্তান্নের সারাংশ ভোজন করত স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য জীবন ধারণ করে। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ।৩২। জঠরানল পরিতপ্ত এই জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ অর্থাৎ গর্ভ যাতনাদি ও পূর্ব্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ কহিল—আমি পাপাত্মা, পশু কীটাদি সহস্র-যোনি ভ্রমণ করত গর্ভযাতনা দুঃখ ও পুত্রদারাদি সংসর্গ-জন্য নানাপ্রকার সুখ অনুভব করিয়াছি এবং পুত্রদারাদি ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া সৎ ও অসৎ কর্ম্মাচরণ করত ধনোপার্জ্জন করিয়াছি কিন্তু সুখ, মোক্ষ দাতা জগদীশ্বরকে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই, সংপ্রতি ঐ কর্ম্মফলে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছি এবং অনিত্য দেহে নিত্যজ্ঞান করিয়া নানা প্রকার নিন্দিত কর্ম্মও করিয়াছি, আপনার হিতকারক কর্ম্ম

কদা নিষ্ক্রমণং মে স্যাদ্ গর্ত্তান্নিরয়সন্নিভাৎ।
ইত ঊর্দ্ধং নিত্যমহং বিষ্ণুমেবানুপূজয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
ইত্যাদি চিন্তয়ন্ জীবো যোনিযন্ত্রপ্রপীড়িতঃ।
জায়মানোঽতিদুঃখেন নরকাৎপাতকী যথা ॥ ৩৯ ॥
পূতিব্রণান্নিপতিতঃ কৃমিরেব হ্যপরঃ।
ততো বাল্যাদিদুঃখানি সর্ব্বে এবং বিভুঞ্জতে ॥৪০॥
ত্বয়া চৈবানুভূতানি সর্ব্বত্র বিদিতানি চ।
ন বর্ণিতানি মে গৃধ্র! যৌবনাদিষু সর্ব্বতঃ ॥ ৪১ ॥
এবং দেহোঽহমিত্যস্মাদভ্যাসান্নিরয়াদিকম্।
গর্ত্তবাসাদিদুঃখানি ভবন্ত্যভিনিবেশতঃ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্দেহদ্বয়াদন্যমাত্মানং প্রকৃতেঃ পরম্।
জ্ঞাত্বা দেহাদিমমতাং ত্যক্ত্বাত্মজ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥৪৩
জাগ্রদাদিবিনির্ম্মুক্তং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্।
শুদ্ধং বুদ্ধং তদা শান্তমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

চিদাত্মনি পরিজ্ঞাতে দৃষ্টে মোহোঽজ্ঞসম্ভবে।
দেহঃ পততু বারব্ধকর্ম্মবেগেন তিষ্ঠতু ॥ ৪৫ ॥
যোগিনো ন হি দুঃখং বা সুখং বাজ্ঞানসম্ভবম্।
তস্মাদ্দেহেন সহিতো যাবৎপ্রারব্ধসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
তাবত্তিষ্ঠ সুখেন ত্বং ধৃতকঞ্চুকসর্পবৎ।
অন্যদ্বক্ষ্যামি তে পক্ষিন্! শৃণু মে পরমং হিতম্ ॥৪৭
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
রাবণস্য বধার্থায় দণ্ডকানাগমিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
সীতয়া ভার্য্যয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্রাশ্রমে জনকজাং ভ্রাতৃভ্যাং রহিতে বনে ॥
রাবণশ্চোরবন্নীত্বা লঙ্কায়াং স্থাপয়িষ্যতি।
তস্যাঃ সুগ্রীবনির্দ্দেশাদ্বানরাঃ পরিমার্গণে ॥ ৫০ ॥

অর্থাৎ যাগ দানাদি শুভ কর্ম্মমাত্রই কৃত হয় নাই, এই প্রকার স্বীয় কর্ম্মাধীন হইয়া বহুধা দুঃখানুভব করত, নরক সদৃশ গর্ভ হইতে কখন নিষ্কৃত হইয়া প্রতি দিবস জগদীশ্বরকে পূজা করিব, এইরূপ চিন্তা করত জীবাত্মা দুর্গন্ধ ক্ষত বিনির্গত কৃমির ন্যায় গর্ত্ত হইতে অতি দুঃখে নিঃসৃত হইয়া বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য সমুৎপন্ন দুঃখ উপভোগ করে। হে সম্পাতে! তুমি যৌবনাদি কালোৎপন্ন বর্ণনাতীত দুঃখ সমূহ বিশেষ রূপে বিদিত আছ, এবং "আমি দেহ" এইরূপ অভিন্ন জ্ঞান প্রযুক্তই নরক ও গর্ভবাসাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয়, অতএব জীবাত্মা দেহ হইতে ভিন্ন নিশ্চয় করিয়া দেহ ও পুত্রদারাদি অনিত্য বিষয়ে মমতা পরিত্যাগ করত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। এবং আমার দেহ, আমার পুত্র কলত্রাদি এইরূপ জ্ঞান রহিত জীব জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় রহিত সত্য জ্ঞানাদির লক্ষণ—অর্থাৎ ভ্রমাদি শূন্য, পাপ পুণ্য বিহীন যথার্থ জ্ঞান গোচর ও বিষয় বাসনা শূন্য বলিয়া আত্মাকে নিশ্চয় করিবে ঐ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান জনের মোহ বিনষ্ট হয়। পরে ভোক্তব্য প্রারব্ধ কর্ম্ম বিদ্যমান থাকিলে ঐ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব দেহের সহিত বিদ্যমান থাকে—ঐ কর্ম্মভুক্ত হইলে ঐ সময় দেহ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়। হে সম্পাতে! যেহেতু যোগিগণের অজ্ঞান জন্য দুঃখ ও পুত্র, কলত্রাদি দ্বারা সাধারণ সুখের অনুভব হয় না, অতএব যাবৎ কাল প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল দেহ ধারণ করত, যোগ দ্বারা তত্ত্বপরায়ণ হইয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত কর, হে পক্ষিবর! অন্য এক আশ্চর্য্য প্রবন্ধ কহিতেছি শ্রবণ কর।

ত্রেতাযুগে ভগবান্ নারায়ণ অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের পুত্র রূপে আবির্ভূত হইয়া সহচারিণী সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে আগমন করিবেন—দুরাত্মা রাবণ ঐ বন মধ্যে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বিহীন আশ্রম হইতে জনক নন্দিনী সীতাকে চোরের ন্যায় হরণ করিয়া লঙ্কাপুরীতে সংস্থা

আগমিষ্যন্তি জলধেস্তীরং তত্র সমাগমঃ।
ত্বয়া তৈঃ কারণবশাদ্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
তদা সীতাস্থিতিং তেভ্যঃ কথয়স্ব যথার্থতঃ।
তদৈব তব পক্ষৌ দ্বাবুৎপৎস্যেতে পুনর্নবৌ ॥ ৫২ ॥

সম্পাতিরুবাচ

বোধয়ামাস মাং চন্দ্রনামা মুনিকুলেশ্বরঃ।
পশ্যন্তু পক্ষৌ মে জাতৌ নূতনাবতিকোমলৌ ॥ ৫৩ ॥
স্বস্তি বোঽস্তু গমিষ্যামি সীতাং দ্রক্ষ্যথ নিশ্চয়ম্
যত্নং কুরুধ্বং দুর্লঙ্ঘ্যসমুদ্রস্য বিলঙ্ঘনে ॥ ৫৪ ॥

যন্নামস্মৃতিমাত্রতোঽপরি-
মিতং সংসারবারাংনিধিং
তীর্ত্বা গচ্ছতি দুর্জনোঽপি
পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তস্যৈব স্থিতিকারিণস্ত্রিজগতাং
রামস্য ভক্তাঃ প্রিয়াঃ
যূয়ং কিং ন সমুদ্রমাত্রতরণে
শক্তাঃ কথং ? বানরাঃ ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পন করিবে। অনন্তর সুগ্রীবের আদিষ্ট হইয়া বানরগণেরা সীতার অন্বেষণার্থ সমুদ্র তীরে সমাগত হইলে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তৎকালে জনকনন্দিনী সীতার বাসস্থান বানরগণকে জানাইবা মাত্র তোমার নূতন পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন হইবে। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১।

সম্পাতি কহিল—মুনিবর চন্দ্রমা আমাকে এইরূপ বাক্য কহিয়াছিলেন। হে বানরগণ! তোমরা দেখ ঐ মুনির বাক্যানুসারে সম্প্রতি আমার নূতন, অতি কোমল পক্ষদ্বয় সমুৎপন্ন হইয়াছে, এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক, আমি এস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলাম। তোমরা এই দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘনে চেষ্টা করত জলধি সমুত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে নিশ্চয়ই দর্শন করিবে। যে শ্রীরামের নাম স্মরণ করিবা মাত্র সংসার সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া পাপাত্মাও সনাতন বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে, হে বানরগণ! ঐ ত্রিজগৎ পালক শ্রীরামের প্রিয়তম ভক্ত হইয়াও কি এই ক্ষুদ্র জলধি অবতরণে সক্ষম হইবে না ? । ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

গতে বিহায়সা গৃধ্ররাজে বানরপুঙ্গবাঃ।
হর্ষেণ মহতা বিষ্টাঃ সীতাদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥
ঊচুঃ সমুদ্রং পশ্যন্তো নক্রচক্রভয়ঙ্করম্।
তরঙ্গাদিভিরুন্নদ্ধমাকাশমিব দুর্গ্রহম্ ॥ ২ ॥
পরস্পরমবোচন্বৈ কথমেনং তরামহে।
উবাচ চাঙ্গদস্তত্র শৃণুধ্বং বানরোত্তমাঃ ! ॥ ৩।
ভবন্তোঽত্যন্তবলিনঃ শূরাশ্চ কৃতবিক্রমাঃ।
কো বাত্র বারিধিং তীর্ত্বা রাজকার্য্যং করিষ্যতি ?
এতেষাং বানরাণাং সঃ প্রাণদাতা ন সংশয়ঃ।
অতোত্তিষ্ঠতু মে শীঘ্রং পুরতো যো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥
বানরাণাং চ সর্ব্বেষাং রামসুগ্রীবয়োরপি।
স এব পালকো ভূয়ান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৬ ॥
ইত্যুক্তে যুবরাজেন তূষ্ণীং বানরসৈনিকাঃ।
আসন্নোচুঃ কিঞ্চিদপি পরস্পরবিলোকিনঃ ॥ ৭ ॥

পক্ষিরাজ সম্পাতি বিমান মার্গে গমন করিলে সীতা-দর্শন মানসা বানরগণ হৃষ্ট চিত্ত হইল এবং নক্রাদি নানা জলচরা-কীর্ণ ভয়ানক ও আকাশের ন্যায় অপার দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র দর্শন করিয়া বানরগণ পরস্পর কহিল—আমরা কি প্রকারে এই দুর্লঙ্ঘ্য মহাসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইব। যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন, হে বানরগণ! শ্রবণ কর—মহাবল পরাক্রম তোমাদিগের মধ্যে কোন্ বীর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সীতা-দর্শনরূপ রাজ কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবে? অতএব যে বীর আমার সম্মুখে শীঘ্র উপস্থিত হইবে, সেই এই সমস্ত বানর-দিগের নিশ্চয় প্রাণ রক্ষা করিবে, এবং প্রাণ প্রিয়তমা

অঙ্গদ উবাচ।

উচ্যতাং বৈ বলং সর্ব্বৈঃ প্রত্যেকং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
কেন বা সাধ্যতে কার্য্যং জানীমস্তদনন্তরম্ ॥ ৮ ॥
অঙ্গদস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্বীরা বলং পৃথক্।
যোজনানাং দশারভ্য দশোত্তরগুণং জগুঃ ॥ ৯ ॥
শতাদর্ব্বাগ্জাম্ববাংস্তু প্রাহ মধ্যে বনৌকসাম্।
পুরা ত্রিবিক্রমে দেবে পাদং ভূমানলক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
ত্রিঃসপ্তকৃত্বোঽহমগাং প্রদক্ষিণবিধানতঃ।
ইদানীং বার্দ্ধকগ্রস্তো ন শক্নোমি বিলঙ্ঘিতুম্ ॥ ১১

জানকীর বিরহানল-পরিতপ্ত-হৃদয় শ্রীরামের ও তৎসখা সুগ্রীবের প্রাণ রক্ষক হইবে। বানরগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরস্পর মুখাবলোকন করত বাক্য শূন্য হইয়া উপবিষ্ট হইল। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।

বানরগণকে বাক্য রহিত দর্শন করিয়া অঙ্গদ পুনর্ব্বার কহিলেন—হে বানরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে কোন্ বীরের কতিপয় যোজন উল্লঙ্ঘনে সামর্থ্য তাহা প্রকাশ কর। কপিগণ যুবরাজ অঙ্গদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক বানর স্ব স্ব সামর্থ্য প্রকাশ করত কেহ দশ যোজন, কেহ বিংশতি যোজন, কেহ ত্রিংশৎ যোজন লঙ্ঘনে সামর্থ্য প্রকাশ করিল; এইরূপ ক্রমে দশ যোজনাধিক লঙ্ঘনে সামর্থ্য প্রকাশ করত নবতি যোজন পর্য্যন্ত লঙ্ঘনে সামর্থ্য প্রকাশ করিল, তন্মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত জাম্বুবান্ কহিল—হে অঙ্গদ পূর্ব্বকালে দৈত্যরাজ বলিকে ছল করিবার জন্য ভগবান্ পুরুষোত্তম পৃথিবী পরিমিত চরণ বিস্তৃত করিয়াছিলেন, ঐ সময় আমি পৃথিবীকে একবিংশতি বার প্রদক্ষিণ কর

সুন্দরাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শতযোজনবিস্তীর্ণং সমুদ্রং মকরালয়ম্।
লিলঙ্ঘয়িষুরানন্দসন্দোহো মারুতাত্মজঃ॥ ১॥
ধ্যাত্বা রাম পরাত্মানমিদং বচনমব্রবীৎ।
পশ্যন্তু বানরাঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তং মাং বিহায়সা॥ ২॥
অমোঘং রামনির্ম্মুক্তং মহাবাণমিবাখিলাঃ।
পশ্যাম্যদ্যৈব রামস্য পত্নীং জনকনন্দিনীম্॥ ৩॥
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং পুনঃ পশ্যামি রাঘবম্।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে যস্য নাম সকৃৎ স্মরন্॥ ৪॥
নরস্তীর্ত্বা ভবাম্ভোধিমপারং যাতি তৎপদম্।
কিং পুনস্তস্য দূতোঽহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ॥ ৫॥
তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্পবারিধিম্।
ইত্যুক্ত্বা হনুমান্ বাহূ প্রসার্য্যায়তবালধিঃ॥ ৬॥
ঋজুগ্রীবোর্দ্ধদৃষ্টিঃ সন্নাকুঞ্চিতপদদ্বয়ঃ।
দক্ষিণাভিমুখস্তূর্ণং পুপ্লুবেঽনিলবিক্রমঃ॥ ৭॥
আকাশাত্ত্বরিতং দেবৈর্বীক্ষ্যমাণো জগাম সঃ।
দৃষ্ট্বাঽনিলসুতং দেবা গচ্ছন্তং বায়ুবেগতঃ॥ ৮॥
পরীক্ষণার্থং সত্ত্বস্য বানরস্যেদমব্রুবন্।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো বানরো বায়ুবিক্রমঃ॥ ৯॥
লঙ্কাং প্রবেষ্টুং শক্তো বা ন বা জানীমহে বলম্।
এবং বিচার্য্য নাগানাং মাতরং সুরসাভিধাম্॥ ১০॥
অব্রবীদ্দেবতাবৃন্দঃ কৌতূহলসমন্বিতঃ।
গচ্ছ ত্বং বানরেন্দ্রস্য কিঞ্চিদ্বিঘ্নং সমাচর॥ ১১॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে কহিলেন—শতযোজন বিস্তীর্ণ জলধি সমুল্লঙ্ঘনে অভিলাষ করিয়া পবন তনয় পরমাত্মা শ্রীরামকে চিন্তা করত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ কহিল—হে বানরগণ! আমি অব্যর্থ শ্রীরাম বাণ স্বরূপ আকাশ পথগামী হইয়াছি অবলোকন কর, আমি অদ্যই জনক নন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্ব্বক জীবনকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, যে রামের নাম একবার মাত্র স্মরণ করিলে প্রাণ প্রয়াণ সময়ে পাপাত্মাও অপার ভবসমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইয়া তৎপাদপদ্ম পরিপ্রাপ্ত হয়—সেই ভগবান্ চন্দ্রের করাঙ্গুরীয়ক যুক্ত এ দাস তৎপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া এই কিঞ্চিৎকর বারিধি উল্লঙ্ঘনে কি অসমর্থ হইবে? অনীল বিক্রম, পবন তনয় এই বাক্য বলিয়া প্রসারিত বাহু যুগল, সুদীর্ঘ লাঙ্গূল ঊর্দ্ধদেশে সঞ্চালন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধ দৃষ্টে ও আকুঞ্চিত পাদ যুগলে দক্ষিণাভিমুখী হইয়া উল্লম্ফন করিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। অনন্তর মহাবল পরাক্রম বায়ু তনয়কে আকাশ পথে বায়ুবেগে গমন করিতে অবলোকন করিয়া, দেবগণ নাগমাতা সুরসাকে কহিলেন—ঐ নিবিড় মেঘ সদৃশ বানর প্রাচির বেষ্টিতা ও সহস্র সহস্র বীরগণ পরিরক্ষিতা লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার

জ্ঞাত্বা তস্য বলং বুদ্ধিং পুনরেহি ত্বরান্বিতা।
ইত্যুক্তা সা যযৌ শীঘ্রং হনুমদ্বিঘ্নকারণাৎ ॥ ১২ ॥
আবৃত্য মার্গং পুরতঃ স্থিত্বা বানরমব্রবীৎ।
এহি মে বদনং শীঘ্রং প্রবিশস্ব মহামতে ! ॥ ১৩॥
দেবৈস্ত্বং কল্পিতো ভক্ষঃ ক্ষুধাসম্পীড়িতাত্মনঃ।
তামাহ হনুমান্মাতরহং রামস্য শাসনাৎ ॥ ১৪ ॥
গচ্ছামি জানকীং দ্রষ্টুং পুনরাগম্য সত্বরঃ।
রামায় কুশলং তস্যাঃ কথয়িত্বা ত্বদাননম্ ॥ ১৫ ॥
নিবেক্ষ্যে দেহি মে মার্গং সুরসায়ৈ নমোঽস্তু তে।
ইত্যুক্তা পুনরেবাহ সুরসা ক্ষুধিতাস্ম্যহম্ ॥ ১৬ ॥
প্রবিশ্য গচ্ছ মে বক্ত্রং নোচেত্ত্বাং ভক্ষয়াম্যহম্।
ইত্যুক্তো হনূমানাহ মুখং শীঘ্রং বিদারয় ॥ ১৭ ॥
প্রবিশ্য বদনং তেঽহন্তু গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা যোজনায়ামদেহো ভূত্বা পুরঃস্থিতঃ ॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বা হনূমতো রূপং সুরসা পঞ্চযোজনম্।
মুখং চকার হনুমান্ দ্বিগুণং রূপমাদধৎ ॥ ১৯ ॥
ততশ্চকার সুরসা যোজনানাং চ বিংশতিম্।
বক্ত্রং চকার হনুমাংস্ত্রিংশদ্যোজনসম্মিতম্ ॥ ২০ ॥
ততশ্চকার সুরসা পঞ্চাশদ্যোজনায়তম।
বক্ত্রং তদা হনুমাংস্তু বভূবাঙ্গুষ্ঠসন্নিভঃ ॥ ২১ ॥
প্রবিশ্য বদনং তস্যাঃ পুনরেত্য পুরঃস্থিতঃ।
প্রবিষ্টো নির্গতোঽহং তে বদনং দেবি ! তে নমঃ॥
এবং বদন্তং দৃষ্ট্বা সা হনুমন্তমথাঽব্রবীৎ।
গচ্ছ সাধয় রামস্য কার্য্যং বুদ্ধিমতাম্বর ! ॥ ২৩ ॥

জন্য তুমি কিঞ্চিদ্বিঘ্ন সমাচরণ কর। ৮। ৯। ১০। ১১। ঐ বানরের বল বুদ্ধি ও পরাক্রম জ্ঞাত হইয়া অবিলম্বে পুনরাগমন করিবে; সুরসা দেব বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতির আকাশ পথ সংরুদ্ধ করত অবস্থান করিয়া হনূমানকে কহিল—হে মহামতে ! আমার বিস্তীর্ণ মুখ বিবরে শীঘ্র প্রবেশ কর, দেবগণ তোমাকে ক্ষুধা পীড়িত জনের ভক্ষ দ্রব্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মারুতি সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে মাতঃ ! আমি জগৎ পিতা শ্রীরামের আদিষ্ট হইয়া জানকী সন্দর্শনার্থ গমন করিতেছি, সত্বর প্রত্যাগমন করত দাশরথিকে জানকীর মঙ্গল বার্ত্তা অবগত করাইয়া তোমার মুখ বিবরে প্রবেশ করিব; সম্প্রতি আমার পথ সম্বরণ নির্ম্মুক্ত করুন, আপনাকে প্রণাম করি। মারুতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার সুরসা কহিল—হে হনূমন্ ! আমি অত্যন্ত ক্ষুধাপীড়িতা—আমার মুখ মধ্যে প্রবেশ করিয়া লঙ্কাপুরী গমন কর, তাহা না করিলে নিশ্চয় তোমাকে ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধানল নির্ব্বাপন করিব। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

বীরবর সুরসার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে সুরসে ! আপনি মুখ প্রসারণ করুন আমি সত্বর মুখ প্রবেশ করিয়া লঙ্কাপুরী গমন করিব। অনন্তর সুরসা কপিবরের শরীর পরিমাণ দর্শন করিয়া পঞ্চ যোজন পরিমাণ মুখ প্রসারণ করিলেন, বীরবর হনূমান্‌ও তদ্দর্শনে দশ যোজন বিস্তীর্ণ শরীর ধারণ করিল, সুরসা বিংশতি যোজন মুখ বিস্তার করিলে মহাবীর পবন কুমার ত্রিংশ যোজন পরিমিত শরীর ধারণ করিল। অনন্তর সুরসা পঞ্চ যোজন মুখ বিস্তীর্ণ করিলে কুশাগ্রৈক বুদ্ধি সুচতুর পবন তনয় হনূমান অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করত সুরসার অনির্ব্বচনীয় মুখ বিবরে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নির্গত ও সুরসার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। অনন্তর সুরসা কপিবরের বল ও চতুরতা অবগত হইয়া সহর্ষে কহিলেন—হে সুবুদ্ধে ! তুমি সত্বর গমন করিয়া অচির কালেই রাম কার্য্য সম্পাদন কর। হে

দেবৈঃ সম্প্রেষিতাহং তে বলং জিজ্ঞাসুভিঃ কপে
দৃষ্ট্বা সীতাং পুনর্গত্বা রামং দ্রক্ষ্যসি গচ্ছ ভো ! ॥
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ দেবলোকং বায়ুসুতঃ পুনঃ।
জগাম বায়ুমার্গেণ গরুত্মানিব পক্ষিরাট্॥ ২৫ ॥
সমুদ্রোঽপ্যাহ মৈনাকং মণিকাঞ্চনপর্ব্বতম্।
গচ্ছত্যেষ মহাসত্ত্বো হনূমান্মারুতাত্মজঃ ॥ ২৬ ॥
রামস্য কার্য্যসিদ্ধার্থং তস্য ত্বং সচিবো ভব।
সগরৈর্ব্বর্দ্ধিতো যস্মাৎ পুরাঽহং সাগরোঽভবম্ ॥২৭
তস্যান্বয়ে বভূবাসৌ রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ।
তস্য কার্য্যানুসিদ্ধ্যর্থং গচ্ছত্যেষ মহাকপিঃ ॥ ২৮
ত্বমুত্তিষ্ঠ জলাত্তূর্ণং ত্বয়ি বিশ্রাম্য গচ্ছতু।
স তথেতি প্রাদুরভূজ্জলমধ্যান্মহোন্নতঃ ॥ ২৯ ॥
নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈস্তস্যোপরি নরাকৃতিঃ।
প্রাহ যান্তং হনূমন্তং মৈনাকোঽহং মহাকপে ! ॥
সমুদ্রেণ সমাদিষ্টস্ত্বদ্বিশ্রামায় মারুতে !।
আগচ্ছামৃতকল্পানি জগ্ধ্বা পক্কফলানি মে ॥ ৩১ ॥
বিশ্রাম্যাত্র ক্ষণং পশ্চাদ্ গমিষ্যসি যথাসুখম্।
এবমুক্তোঽথ তং প্রাহ হনূমান্মারুতাত্মজঃ ॥৩২॥
গচ্ছতো রামকার্য্যার্থং ভক্ষণং মে কথং ভবেৎ ?।
বিশ্রামো বা কথং মে স্যাদ্ ? গন্তব্যং ত্বরিতং ময়া ॥
ইত্যুক্ত্বা স্পৃষ্টশিখরঃ করাগ্রেণ যযৌ কপিঃ।
কিঞ্চিদ্দূরং গতস্যাস্য ছায়াং ছায়াগ্রহোঽগ্রহীৎ ॥
সিংহিকা নাম সা ঘোরা জলমধ্যে স্থিতা সদা।
আকাশগামিনাং ছায়ামাক্রম্যাকৃষ্য ভক্ষয়েৎ ॥৩৫

কপিবর ! তোমার বল বীর্য্য পরীক্ষার্থ আমি দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া আগমন করিয়াছি, তোমার বিঘ্নাচরণ করিবার জন্য সমাগতা হই নাই। তুমি জগন্মাতা সীতাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করত শ্রীরামকে দর্শন করিবে। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। সুরসা এই বাক্য বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন, অনন্তর মহাবল সম্পন্ন হনূমান্ খগপতি গরুড়ের ন্যায় আকাশ পথে গমন করিল। পরে পথিমধ্যে আকাশ পথগামী মারুতিকে দর্শন করিয়া সরিৎ-পতি মণি কাঞ্চনময় মৈনাকের প্রতি কহিলেন—হে গিরিবর মৈনাক ! সগর বংশ সমুৎপন্ন রঘুপতির কার্য্য সিদ্ধার্থ বায়ুতনয় লঙ্কাপুরী গমন করিতেছেন, আমিও ঐ সগর রাজ কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়াছি। ২৫। ২৬। ২৭। অতএব তুমি অতি সত্বর মহাসত্ত্ব মারুতির বিশ্রামার্থ সমুত্থিত হও, মারুতি তোমার উপরিভাগে বিশ্রাম পূর্ব্বক গমন করুন। গিরিবর জলধির আজ্ঞা বহন করত জলমধ্য হইতে নানা মণিময়শৃঙ্গ সুশোভিত সমুত্থিত হইয়া ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে নর রূপ ধারণ পূর্ব্বক আকাশ পথে দ্রুতগামী মারুতিকে কহিল, হে কপিবর আমি মৈনাক জলধি কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তোমার বিশ্রামার্থ জল হইতে উত্থিত হইয়াছি, তুমি এস্থানে আগমন করিয়া অমৃত ময় ফল মূলাদি ভোজন করত কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিয়া যথা সুখে গমন কর। বায়ু তনয় মৈনাকের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে গিরিবর ! আমি রাম কার্য্য সম্পাদনার্থ আগত হইয়াছি, কৃতকার্য্য না হইয়া আমার ভক্ষণ ও বিশ্রাম কোন প্রকার উপযুক্ত নহে ; এই বলিয়া গিরিবরের সম্মান রক্ষার্থ হস্ত দ্বারা মৈনাক স্পর্শ করত মারুতি গমন করিল। অনন্তর কিয়দ্দূর গমন করিলে জলধি নিবাসিনী সিংহিকা রাক্ষসী আকাশগামী মারুতির ছায়া আকর্ষণ করত ভক্ষণে উদ্যতা হইল। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। অনন্তর মহাবল হনূমান্ ঐ সিংহিকা কর্ত্তৃক আকর্ষিত হইয়া সবিস্ময়ে মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল যে, কোন বিঘ্ন

তয়া গৃহীতো হনুমাংশ্চিন্তয়ামাস বীর্য্যবান্।
কেনেদং মে কৃতং বেগরোধনং বিঘ্নকারিণা ॥ ৩৬
দৃশ্যতে নৈব কোঽপ্যত্র বিস্ময়ো মে প্রজায়তে।
এবং বিচিন্ত্য হনুমানধোদৃষ্টিং প্রসারয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
তত্র দৃষ্ট্বা মহাকায়াং সিংহিকাং ঘোররূপিণীম্।
পপাত সলিলে তূর্ণং পদ্ভ্যামেবাহনদ্রুষা ॥ ৩৮ ॥
পুনরুৎপ্লুত্য হনুমান্ দক্ষিণাভিমুখো যযৌ
ততো দক্ষিণমাসাদ্য কূলং নানাফলদ্রুমম্ ॥ ৩৯ ॥
নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণং নানাপুষ্পলতাবৃতম্।
ততো দদর্শ নগরং ত্রিকূটাচলমূর্দ্ধনি ॥ ৪০ ॥
প্রাকারৈর্ব্বহুভির্যুক্তং পরিখাভিশ্চ সর্ব্বতঃ।
প্রবেক্ষ্যামি কথং লঙ্কাং? ইতি চিন্তাপরোঽভবৎ
রাত্রৌ বেক্ষ্যামি সূক্ষ্মোঽহং লঙ্কাং রাবণপালিতাম্
এবং বিচিন্ত্য তত্রৈব স্থিত্বা লঙ্কাং জগাম সঃ ॥৪২॥
ধৃত্বা সূক্ষ্মং বপুর্দ্বারং প্রবিবেশ প্রতাপবান্।
তত্র লঙ্কাপুরীং সাক্ষাদ্রাক্ষসীবেশধারিণী ॥ ৪৩ ॥
প্রবিশন্তং হনুমান্তং দৃষ্ট্বা লঙ্কা ব্যতর্জ্জয়ৎ।
কস্ত্বং বানররূপেণ মামনাদৃত্য লঙ্কিনীম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রবিশ্য চোরবদ্রাত্রৌ কিং ভবান্ কর্ত্তুমিচ্ছতি ?
ইত্যুক্ত্বা রোষতাম্রাক্ষী পাদেনাভিজঘান তম্ ॥৪৫
হনুমানপি তাং বামমুষ্টিনাবজ্ঞয়াহনৎ।
তদৈব পতিতা ভূমৌ রক্তমুদ্বমতী ভৃশম্ ॥ ৪৬॥
উত্থায় প্রাহ সা লঙ্কা হনুমন্তং মহাবলম্।
হনুমন্! গচ্ছ ভদ্রং তে জিতা লঙ্কা ত্বয়ানঘ! ॥৪৭॥
পুরাহং ব্রহ্মণা প্রোক্তা হ্যষ্টাবিংশতিপর্যয়ে।
ত্রেতাযুগে দাশরথী রামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥৪৮॥

কারী গমন পথ অবরুদ্ধ করিল, কই এখানেত কাহাকেও অবলোকন করিতেছি না! অনন্তর অধোভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল পর্ব্বতাকার সদৃশী—ঘোর রূপিণী সিংহিকা নাম্নী এক রাক্ষসী তাহার গতি রোধ করিয়াছে, অতঃপর ত্বরিত পদে সাগর সলিল মধ্যে পতিত হইয়া মহাবীর্য্য হনুমান্ দৃঢ় পদাঘাতে ঐ রাক্ষসীকে শমন ভবনে প্রেরণ করিল। পরে হনূমান সমুদ্র পারে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ সুপক্ক ফল-ভারাবনত পাদপ ও নানা বিহঙ্গম সমাকীর্ণ ও শ্বেত পীত লোহিতাদি বর্ণ বিশোভিত লতাগুল্মাদি পরিবেষ্টিত তীর সম্প্রাপ্ত হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বত-শৃঙ্গোপরি একটী নগরী সন্দর্শন করিল এবং বহুবিধ দুর্গ ও পরিখা সমাযুক্তা লঙ্কাপুরী মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ করিব—এই রূপ চিন্তা করণানন্তর স্থির করিল যে, সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ করিয়া রাবণ পালিত লঙ্কা মধ্যে রজনী যোগে প্রবেশ করিব এই রূপ স্থির করিয়া প্রতাপশালী অনিল তনয় বৃহদাকার আকুঞ্চিত করণানন্তর লঙ্কার দ্বারে প্রবেশ করিল। সেই লঙ্কাপুরী সাক্ষাৎ রাক্ষসী বেশ ধারিণী—তথায় হনুমানকে প্রবেশ করিতে অবলোকন করিয়া লঙ্কেণী নাম্নী রাক্ষসী তাহাকে কহিল, তুমি বানররূপ ধারণ করিয়া আমাকে অবমাননা করত চৌরের ন্যায় রজনী যোগে এখানে আসিয়াছ—এই বলিয়া রোষবশা লঙ্কেণী হনূমানকে দৃঢ়তর পদাঘাত করিল অনন্তর হনুমানও ঐ লঙ্কেণীর বক্ষঃ প্রদেশে বাম হস্ত দ্বারা মুষ্ট্যাঘাত করিল, ব্যথিতহৃদয়া লঙ্কেণী রুধির বমন করিতে করিতে ভূতলে পতিতা হইল। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অনন্তর লঙ্কেণী সমুত্থিতা হইয়া মহাবল মারুতিকে কহিল—হে হনুমান্! তোমার মঙ্গল হউক তুমি লঙ্কাপুরী জয় করিতে সমর্থ হইবে গমন কর। ৪৭

পূর্ব্বকালে জগৎ স্রষ্টা ব্রহ্মা আমাকে কহিয়া ছিলেন. সনাতন নারায়ণ পৃথিবীর ভারাবতরণের জন্য আমা কর্ত্তৃক

জনিষ্যতে যোগমায়া সীতা জনকবেশ্মনি।
ভূভারহরণার্থায় প্রার্থিতোঽহং ময়া কচিৎ ॥৪৯॥
সভার্য্যো রাঘবো ভ্রাত্রা গমিষ্যতি মহাবনম্।
তত্র সীতাং মহামায়াং রাবণোঽপহরিষ্যতি ॥৫০॥
পশ্চাদ্রামেণ সাচিব্যং সুগ্রীবস্য ভবিষ্যতি।
সুগ্রীবো জানকীং দ্রষ্টুং বানরান্ প্রেষয়িষ্যতি ॥৫১
তত্রৈকো বানরো রাত্রাবাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম।
ত্বয়া চ ভৎর্সিতঃ সোঽপি ত্বাং হনিষ্যতি মুষ্টিনা ॥
তেনাহতা ত্বং ব্যথিতা ভবিষ্যসি যদানঘে!।
তদৈব রাবণস্যান্তো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাত্ত্বয়া জিতা লঙ্কা জিতং সর্ব্বং ত্বয়ানঘ!।
রাবণান্তঃপুরবরে ক্রীড়াকাননমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥
তন্মধ্যেঽশোকবনিকা দিব্যপাদপসঙ্কুলা
অস্তি তস্যাং মহাবৃক্ষঃ শিংশপা নাম মধ্যগঃ ॥৫৫॥

তত্রাস্তে জানকী ঘোররাক্ষসীভিঃ সুরক্ষিতা।
দৃষ্ট্বৈব গচ্ছ ত্বরিতং রাঘবায় নিবেদয় ॥ ৫৬ ॥
ধন্যাহমপ্যদ্য চিরায় রাঘব-
স্মৃতির্মমাসীদ্ভবপাশমোচনী।
তদ্ভক্তসঙ্গোঽপ্যতিদুর্লভো মম
প্রসীদতাং দাশরথিঃ সদা হৃদি ॥৫৭॥
উল্লঙ্ঘিতেঽব্ধৌ পবনাত্মজেন
ধরাসুতায়াশ্চ দশাননস্য।
পুস্ফোর বামাক্ষিভুজশ্চ তীব্রং
রামস্য দক্ষাঙ্গমতীন্দ্রিয়স্য ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রার্থিত হইয়া, ত্রেতা যুগে অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং যোগমায়া ভগবতী, রাজা জনক গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। দাশরথি শ্রীরাম ভার্য্যা জনকনন্দিনী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত মহারণ্যে আগমন করিলে, রাবণ মহামায়া সীতাকে অপহরণ করিবে। পরে বানরেন্দ্র সুগ্রীবের সহিত পরমাত্মা শ্রীরামের মিত্রতা হইবে, সুগ্রীব জগন্মাতা সীতাকে অন্বেষণ করিবার জন্য বানরগণকে প্রেরণ করিবেন। ৪৮।৪৯।৫০।৫১। ঐ বানরগণ মধ্যে কোন এক বানর রজনীযোগে তোমার সমীপে আগমন করিলে, তোমা কর্তৃক ভৎর্সিত হইবামাত্র তোমার বক্ষঃস্থলে বাম হস্ত দ্বারা মুষ্টি প্রদান করিবে। হে অনঘে! যে সময় তুমি ঐ মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা ব্যথিতাত্মা হইবে সে সময় দশানন নিশ্চয়ই যম শদনে গমন করিবে। হে বীরবর! এক্ষণে তোমার মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা আমি ব্যথিতাত্মা হইয়াছি, অতএব এই লঙ্কাপুরী ও অন্য সমস্ত তোমা কর্তৃক নিশ্চয়ই পরাভূত হইয়াছে। হে কপিবর! রাবণের অন্তঃপুরস্থ ক্রীড়া কানন মধ্যে নানা বৃক্ষ পরিশোভিত অশোক বন আছে ঐ বনে শিংশপা নামক মহাতরুর মূল দেশে রাক্ষসীগণ কর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া রাম প্রাণাধিকা জগন্মাতা জানকী অবস্থান করিতেছেন তুমি সীতা দর্শন করিয়া শ্রীরাম সমীপে সত্বর গমন করত তাঁহার কুশল বার্ত্তা নিবেদন কর।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬। ভববন্ধন নাশক শ্রীরামস্মরণ করিয়া অদ্য আমি জীবনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং তুমিও শ্রীরামের পরম ভক্ত, তোমাকে স্পর্শ করিয়া অতি দুর্লভ বস্তু লাভ করিলাম; অতএব পরমাত্মা শ্রীরাম প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদিপদ্মে বিরাজ করুন। ।৫৭। মহাবল পরাক্রমশালী পবন তনয় কর্তৃক দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র উল্লঙ্ঘিত হইলে জানকী ও দশাননের বাম নেত্র ও বামাঙ্গ এবং অতীন্দ্রিয় শ্রীরামের দক্ষিণ ভুজ ও দক্ষিণ নেত্র অতিশয় স্পন্দিত হইল। ৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ততো জগাম হনুমান্ লঙ্কাং পরমশোভনাম্।
রাত্রৌ সূক্ষ্মতনুর্ভূত্বা বভ্রাম পরিতঃ পুরীম্॥ ১॥
সীতান্বেষণকার্য্যার্থী প্রবিবেশ নৃপালয়ম্।
তত্র সর্ব্বপ্রদেশেষু বিবিচ্য হনুমান্ কপিঃ॥ ২॥
নাপশ্যজ্জানকীং স্মৃত্বা ততো লঙ্কাভিভাষিতম্।
জগাম হনুমান্ শীঘ্রমশোকবনিকাং শুভাম্॥ ৩॥
সুরপাদপসম্বাধাং রত্নসোপানবাপিকাম্।
নানাপক্ষিমৃগাকীর্ণাং স্বর্ণপ্রাসাদশোভিতাম্।৪।
ফলৈরানম্রশাখাগ্রপাদপৈঃ পরিবারিতাম্।
বিচিন্বন্ জানকীং তত্র প্রতিবৃক্ষং মরুৎসুতঃ। ৫।
দদর্শাভ্রংলিহং তত্র চৈত্যপ্রাসাদমুত্তমম্
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো মণিস্তম্ভশতান্বিতম্। ৬।
সমতীত্য পুনর্গত্বা কিঞ্চিদ্দূরং স মারুতিঃ।
দদর্শ শিংশপাবৃক্ষমত্যন্তনিবিড়চ্ছদম্। ৭।
অদৃষ্টাতপমাকীর্ণং স্বর্ণবর্ণবিহঙ্গমম্।
তন্মূলে রাক্ষসীমধ্যে স্থিতাং জনকনন্দিনীম্। ৮।
দদর্শ হনুমান্ বীরো দেবতামিব ভূতলে।
একবেণীং কৃশাং দীনাং মলিনাম্বরধারিণীম্। ৯।
ভূমৌ শয়ানাং শোচন্তীং রামরামেতিভাষিণীম্।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তীমুপবাসকৃশাং শুভাম্। ১০।
শাখান্তচ্ছদমধ্যস্থো দদর্শ কপিকুঞ্জরঃ।
কৃতার্থোঽহং কৃতার্থোঽহং দৃষ্ট্বা জনকনন্দিনীম্।১১
ময়ৈব সাধিতং কার্য্যং রামস্য পরমাত্মনঃ।
ততঃ কিলকিলাশব্দো বভূবান্তঃপুরাদ্বহিঃ। ১২

অনন্তর যামিনী যোগে সূক্ষ্ম শরীর পরিগ্রহ পূর্ব্বক মারুতি লঙ্কাপুরীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সীতার অন্বেষণ মানসে রাবণের ভবন মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কোন স্থানে জগন্মাতা সীতাকে দর্শন না পাইয়া লঙ্কেশী পরিভাষিত সীতার অবস্থা স্মরণ কল্প বৃক্ষ পরিবৃত রত্ন সোপান ন্যস্ত সরোবর সুশোভিত, নানা প্রকার পক্ষী ও মৃগ গণ সমাকীর্ণ, সুপক্ক ফল ভারাবনত অগ্র বৃক্ষাদি বেষ্টিত ও সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাসাদাদি পরিশোভিত অশোক বন মধ্যে গমন করিল; অনন্তর এক এক করিয়া সমস্ত বৃক্ষের মূলদেশে সীতাকে অন্বেষণ করিতে করিতে মণি নির্ম্মিত স্তম্ভ শত সংযুক্ত আশ্চর্য্য এক প্রাসাদ দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। ১।২।৩।৪।৫।৬। পরে ঐ প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, রবিকর নিবারক নিবিড়তর পত্রাবৃত শিংশপা নামক এক বৃক্ষ দর্শন করিল, ঐ বৃক্ষ মূলে রাক্ষসীগণ মধ্যবর্ত্তিনী দীনভাবাপন্না মলিন বসনা উপবাসকৃশা "হা রাম! হা রাম!" ইত্যাকার শব্দায়মানা সীতাকে পৃথিবী মণ্ডল সমাগত দেবতার প্রায় পত্র মধ্যে লুকায়িত মারুতি দর্শন করিয়া হর্ষ পূর্ব্বক কহিল, আমি অদ্য জগল্লক্ষ্মী জানকী সন্দর্শনে কৃতার্থ হইলাম ও পরমাত্মা শ্রীরামের কার্য্য সাধন করিলাম। অনন্তর রাবণের অন্তঃপুর বহির্দ্দেশে রাক্ষস গণের অব্যক্ত নানাবিধ শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে

কিমেতদিতি সল্লীনো বৃক্ষপত্রেষু মারুতিঃ ।
আয়ান্তং রাবণং তত্র স্ত্রীজনৈঃ পরিবারিতম্ ।১৩।
দশাস্যং বিংশতিভুজং নীলাঞ্জনচয়োপমম্ ।
দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাপন্নো পত্রখণ্ডেষ্বলীয়ত । ১৪ ।
রাবণো রাঘবেণাশু মরণং মে কথং ভবেৎ ।
সীতার্থমপি নায়াতি রামঃ কিং কারণং ভবেৎ ?।।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্নিত্যং রামমেব সদা হৃদি ।
তস্মিন্ দিনে পররাত্রৌ রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ।১৬
স্বপ্নে রামেণ সন্দিষ্টঃ কশ্চিদাগত্য বানরঃ ।
কামরূপধরঃ সূক্ষ্মো বৃক্ষাগ্রস্থোঽনুপশ্যতি । ১৭ ।
ইতি দৃষ্ট্বাদ্ভুতং স্বপ্নং স্বাত্মন্যেবানুচিন্ত্য সঃ ।
স্বপ্নঃ কদাচিৎসত্যঃ স্যাদেবং তত্র করোম্যহম্ ।১৮
জানকীং বাক্শরৈর্বিদ্ধা দুঃখিতাং নিতরামহম্ ।
করোমি দৃষ্ট্বা রামায় নিবেদয়তু বানরঃ । ১৯ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ সীতাসমীপমগমদ্দ্রুতম্ ।
নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাং শ্রুত্বা সিঞ্জিতমঙ্গনা । ২০ ।
সীতা ভীতা লীয়মানা স্বাত্মন্যেব সুমধ্যমা ।
অধোমুখ্যশ্রুনয়না স্থিতরামার্পিতান্তরা । ২১ ।
রাবণোঽপি তদা সীতামালোক্যাহ সুমধ্যমে ! ।
মাং দৃষ্ট্বা কিং বৃথা সুভ্রু ! স্বাত্মন্যেব বিলীয়সে ? ।
রামো বনচরাণাং হি মধ্যে তিষ্ঠতি সানুজঃ
কদাচিদ্দৃশ্যতে কৈশ্চিৎকদাচিন্নৈব দৃশ্যতে । ২৩ ।
ময়া তু বহুধা লোকাঃ প্রেষিতাস্তস্য দর্শনে ।
ন পশ্যন্তি প্রযত্নেন বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ । ২৪ ।
কিং করিষ্যসি রামেণ ? নিস্পৃহেণ সদা ত্বয়ি ।
ত্বয়া সদালিঙ্গিতোঽপি সমীপস্থোঽপি সর্ব্বদা ।২৫

আশ্চর্য্য বোধ করিলেন, পরে রাক্ষসী বৃন্দ পরিবেষ্টিত, নীল পর্ব্বত সদৃশ কলেবর বিংশতি ভুজ দশাস্য রাবণকে সমাগত অবলোকন করিয়া মারুতি বিস্ময়াপন্ন হইল এবং পত্র খণ্ডে অতি সূক্ষ্মরূপে লীন হইয়া রহিল । ৭ । ৮।৯।১০। ।১১। ।১২ । ১৩ । ১৪ ।

অনন্তর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র হইতে কি প্রকার আমার নিধন হইবে এবং পরমাত্মা—সীতার অন্বেষণ করিবার জন্য কি কারণ এস্থানে সমাগত হইলেন না; দশানন হৃদিপদ্মে এই প্রকার সর্ব্বদা শ্রীরামকে চিন্তা করত এক দিবস রাত্রি শেষে স্বপ্ন দেখিলেন যে, অনির্ব্বচনীয় স্বেচ্ছাধীন রূপ ধারণে সমর্থ—রাম প্রেরিত এক বানর এই লঙ্কাপুরী সমাগত হইয়া সূক্ষ্ম রূপ ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষাগ্রদেশে লুক্কায়িত হইয়া জনকনন্দিনী সীতাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। রাবণ এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া—স্বপ্ন কোন সময় সত্য হয়, অতএব অশোক বন মধ্যে গমন করিয়া রাম বিরহ দুঃখিতা সীতাকে দুর্ব্বাক্য রূপ বাণ দ্বারা তাড়না করিলে অত্যন্ত দুঃখিতা দেখিয়া ঐ বানর শ্রীরামকে জানাইবে। দশানন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাক্ষসীগণের সহিত সীতার সমীপে সত্বর গমন করিল, ঐ সময় রাক্ষসীগণের নূপুর ও কিঙ্কিণীর শব্দ শ্রবণ করিলে দুরাত্মা সুমধ্যমা, ভীতমানসা, অশ্রুনয়না, অধোবদনা জানকী পরমাত্মা শ্রীরামে মানসার্পণ করিয়া অবস্থিতা হইলেন । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । ২১ । রাবণ সীতাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল—হে সুমধ্যমে! তুমি আমাকে দেখিয়া বৃথা কেন সঙ্কুচিতা হইয়া রহিলে—শ্রীরাম বনচর জন্তু মধ্যে লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছে ; কখন জন সমাজে উপস্থিত হয়, কখন বা অদৃশ্য হইয়া থাকে। ২২ ।২৩। শ্রীরামকে দর্শন করিবার জন্য আমি বহুবিধ চর ও অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে যত্ন পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছি তাহারা চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিয়াছে শ্রীরামকে দেখিতে পায় নাই। হে শুভ্রু ! রাম তোমাতে স্পৃহা শূন্য অতএব তুমি কি প্রকারে

হৃদয়েঽস্য ন চ স্নেহত্ত্বয়ি রামস্য জায়তে।
ত্বৎকৃতান্ সর্ব্বভোগাংশ্চ ত্বদ্‌গুণানপি রাঘবঃ ॥২৬
ভুঞ্জানোঽপি ন জানাতি কৃতঘ্নো নির্গুণোঽধমঃ।
ত্বমানীতা ময়া সাধ্বী দুঃখশোকসমাকুলা ॥ ২৭ ॥
ইদানীমপি নায়াতি ভক্তিহীনঃ কথং ব্রজেৎ ?।
নিঃসত্ত্বো নির্ম্মমো মানী মূঢ়ঃ পণ্ডিতমানবান্ ॥ ২৮॥
নরাধমং ত্বদ্বিমুখং কিং করিষ্যসি ? ভামিনি !।
ত্বয্যতীব সমাসক্তং মাং ভজস্বাসুরোত্তমম্ ॥ ২৯ ॥
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং যক্ষকিন্নরয়োষিতাম্।
ভবিষ্যসি নিযোক্ত্রী ত্বং যদি মাং প্রতিপদ্যসে ॥

তদ্দ্বারা সুখসম্ভোগ করিবে? দেখ যে শ্রীরামকে তুমি সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিয়াছ এবং যে সর্ব্বদাই তোমার সমীপে অবস্থান করিয়াছে, এক্ষণে তোমার জন্য সেই রামের স্নেহ মাত্র সমুৎপন্ন হয় না। হে সুভ্রু ! দেখ রাম তোমা কর্ত্তৃক নানা বিধ ভোগ্য দ্রব্য এবং তোমার গুণ উপভোগ করিয়াও তোমাকে স্মরণ করে না অতএব সেই নরাধম, কৃতঘ্ন পামর ও নির্গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তুমি আমাকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া অবধি দুঃখ ও শোক সন্তপ্তে অবস্থান করিতেছ; যে হীন বীর্য্য অদ্যাপি তোমাকে অন্বেষণ করিতে অসমর্থ সে তোমাকে কি প্রকার উপভোগ করিবে ? হে ভামিনি ! দেখ বলবান, মায়াবী ও মানী পুরুষকেই কামিনী পতি বলিয়া বরণ করিয়া থাকে কিন্তু ঐ রামের সামর্থ্য, মায়া ও সম্মান মাত্রও নাই, অতএব ঐ নরাধম তোমার প্রতি বিমুখ তাহাকে পাইয়া কি সুখ সম্ভোগ করিতে? দেখ আমি অসুর জাতির শিরোমণি, তোমাতে সাতিশয় আসক্ত হইয়াছি; অতএব আমাকে ভজনা করিলে দেব, গন্ধর্ব্ব, নাগ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নরগণের বরাঙ্গনা সকল তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইবে। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা সীতামর্ষসমন্বিতা।
উবাচাধোমুখী ভূত্বা নিধায় তৃণমন্তরে ॥ ৩১ ॥
রাঘবাদ্বিভ্যতা নূনং ভিক্ষুরূপং ত্বয়া ধৃতম্।
রহিতে রাঘবাভ্যাং ত্বং শুনীব হবিরধ্বরে ॥ ৩২ ॥
হৃতবানসি মাং নীচ! তৎ ফলং প্রাপ্স্যসেঽচিরাৎ।
যদা রামশরাঘাতবিদারিতবপুর্ভবান্ ॥ ৩৩ ॥
জ্ঞাস্যসে মানুষং রামং গমিষ্যসি যমান্তিকম্।
সমুদ্রং শোষয়িত্বা বা শরৈর্ব্বদ্ধাথ বারিধিম্ ॥ ৩৪
হন্তুং ত্বাং সমরে রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
আগমিষ্যত্যসন্দেহো দ্রক্ষ্যসে রাক্ষসাধম ! ॥ ৩৫ ॥
ত্বাং সপুত্রং সহবলং হত্বা নেষ্যতি মাং পুরম্।
শ্রুত্বা রক্ষঃপতিঃ ক্রুদ্ধো জানক্যাঃ পরুষাক্ষরম্ ॥৩৬
বাক্যং ক্রোধসমাবিষ্টঃ খড়্গমুদ্যম্য সত্বরঃ।
হন্তুং জনকরাজস্য তনয়াং তাম্রলোচনঃ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর রাবণের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিঃসহায়া অধোবদনা জানকী তৃণ মাত্র সহায় করিয়া কহিলেন, রে দুরাত্মন্ ! তুই ভীত হইয়া ভিক্ষুক বেশ ধারণ করত শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের অসমক্ষে, কুকুরে যে প্রকার যজ্ঞ স্থলীয় দেব ভোগ্য সংগোপনে ভোজন করে, সেই রূপ আমাকে হরণ করিয়াছিস। রে পামর ! তুই অচির কালেই ইহার সমুচিত ফল পাইবি, রে রাক্ষসাধম ! রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সমরে বিনাশ করিবার মানসে অনুজ লক্ষ্মণের সহিত আগমন পূর্ব্বক মহানিধি শোষণ অথবা শর দ্বারা পরিবর্দ্ধন করত তোকে সপুত্র বিনাশ করিয়া আমাকে স্বপুর মধ্যে লইয়া যাইবেন সেই সময় রাম কি রূপ মনুষ্য তাহা জ্ঞাত হইবি। জানকীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীম পরাক্রম দশানন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিল—রে পাপীয়সি জানকি! তোকে এই খড়্গাঘাত দ্বারা রাম দর্শনের বাসনা পূর্ণ করিব এই বলিয়া খড়্গ

মন্দোদরী নিবার্য্যাহ পতিং পতিহিতে রতা।
ত্যজৈনাং মানুষীং দীনাং দুঃখিতাং কৃপণাং কৃশাম্।
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং বহ্বঃ সন্তি বরাঙ্গনাঃ॥ ৩৮॥
ত্বামেব বরয়ন্ত্যচ্চৈর্মদমত্তবিলোচনাঃ॥ ৩৯॥
ততোঽব্রবীদ্দশগ্রীবো রাক্ষসীর্ব্বিকৃতাননাঃ।
যথা মে বশগা সীতা ভবিষ্যতি সকামনা।
তথা যতধ্বং ত্বরিতং তর্জ্জনাদরণাদিভিঃ॥ ৪০॥
দ্বিমাসাভ্যন্তরে সীতা যদি মে বশগা ভবেৎ।
তদা সর্ব্বসুখোপেতা রাজ্যং ভোক্ষ্যতি সা ময়া॥
যদি মাসদ্বয়াদূর্দ্ধং মচ্ছয্যাং নাভিনন্দতি।
তদা মে প্রাতরাশায় হত্বা কুরুত মানুষীম্॥ ৪২॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ স্ত্রীভী রাবণোঽন্তঃপুরালয়ম্।
রাক্ষস্যো জানকীমেত্য ভীষয়ন্ত্যঃ স্বতর্জ্জনৈঃ॥৪৩॥
তত্রৈকা জানকীমাহ যৌবনং তে বৃথা গতম্।
রাবণেন সমাসাদ্য সফলং তু ভবিষ্যতি॥ ৪৪॥
অপরা চাহ কোপেন কিং বিলম্বেন? জানকীম্।
ইদানীং ছেদ্যতামঙ্গং বিভজ্য চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৪৫॥
অন্যা তু খড়্গমুদ্যম্য জানকীং হন্তুমুদ্যতা।
অন্যা করালবদনা বিদার্য্যাস্যমভীষয়ৎ॥ ৪৬॥
এবং তাং ভীষয়ন্তীস্তা রাক্ষসীর্ব্বিকৃতাননাঃ।
নিবার্য ত্রিজটা বৃদ্ধা রাক্ষসী বাক্যমব্রবীৎ॥ ৪৭॥
শৃণুধ্বং দুষ্টরাক্ষস্যো মদ্বাক্যং বো হিতং ভবেৎ॥৪৮

প্রহার করিতে উদ্যত হইল, মন্দোদরী ক্রোধ কম্পিত কলেবর রাবণকে শান্তনা করত কহিতে লাগিলেন—হে স্বামিন্! রাম-প্রাণাধিকা জানকী দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিতেন, রাম-বিরহ কাতরা, দীন ভাবাপন্না, কৃশাঙ্গী, দেবগণ সেব্যা সেই জগল্লক্ষ্মী এই কণ্টকময় শিংশপা বৃক্ষের নিম্নদেশে ভূমি শায়িনী হইয়া বাস করিতেছেন। হে প্রিয়ম্বদ! তুমি মদনোন্মত্তা দেব গন্ধর্ব্ব নাগ বরাঙ্গনা কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়াও নারী জনকনন্দিনীকে স্পৃহা করিতেছ। দুরাত্মা রাবণ মন্দোদরীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকট বদন রাক্ষসী গণকে কহিল।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯। রে রাক্ষসীগণ! যাহাতে জনকনন্দিনী স্বেচ্ছাধীনা হইয়া আমার বশীভূতা হয়, ভয় প্রদর্শন ও সমাদরাদি দ্বারা সেই প্রকার সত্বর চেষ্টা কর।৪০। যদি মাস দ্বয় মধ্যে সীতা আমার বশবর্ত্তিনী হয়, তবে আমার সহিত পরমসুখে রাজ্য সম্ভোগ করিবে।৪১। এবং যদি মাসদ্বয় মধ্যে আমাকে ভজনা না করে তবে ঐ মানুষী সীতাকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়া আমার প্রাতঃকালীন ভোজনার্থ কল্পনা করিব। রাবণ এইরূপ আদেশ করিয়া স্ত্রীবৃন্দের সহিত অন্তঃপুরে গমন করিল। অনন্তর রাক্ষসীগণ রাবণ কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া সীতার সমীপে আগমন করিয়া নানা প্রকার ভর্ৎসনা দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, তন্মধ্যে কোন রাক্ষসী সীতাকে কহিল—হে চার্ব্বাঙ্গি! তোমার এ যৌবন বৃথা গত হইল, কিন্তু রাজা দশানন তোমাকে সম্ভোগ করিলে ঐ যৌবন সফল হইবে—অন্য এক রাক্ষসী ক্রোধ পূর্ব্বক কহিল—হে জানকি! যদি সত্বর রাবণকে ভজনা না কর তবে এখনই তোমার সমস্ত শরীর বিভাগ করিয়া ভক্ষণ করিব—অপরা রাক্ষসী খড়্গ ধারণ করিয়া জানকীকে বধ করিবার জন্য উদ্যতা হইল। অন্য এক রাক্ষসী ভয়ানক মুখব্যাদান পূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন করিল।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।

এই প্রকার সীতার ভয়প্রদর্শনী ক্রুদ্ধা রাক্ষসীগণকে ত্রিজটা নাম্নী এক বৃদ্ধা রাক্ষসী কহিল—রে দুষ্টা রাক্ষসিগণ! তোমাদিগের হিত বাক্য শ্রবণ কর—জগজ্জননী সীতাকে

ন ভীষয়ধ্বং রুদতীং নমস্কুরুত জানকীম্।
ইদানীমেব মে স্বপ্নে রামঃ কমললোচনঃ॥ ৪৯॥
আরুহ্যৈরাবতং শুভ্রং লক্ষ্মণেন সমাগতঃ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং সর্ব্বাং হত্বা রাবণমাহবে॥ ৫০
আরোপ্য জানকীং স্বাঙ্কে স্থিতো দৃষ্টোঽগমূর্দ্ধনি
রাবণো গোময়হ্রদে তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ॥ ৫১॥
আগাহৎপুত্রপৌত্রৈশ্চ কৃত্বা বদনমালিকাম্।
বিভীষণস্তু রামস্য সন্নিধৌ হৃষ্টমানসঃ॥ ৫২॥
সেবাং করোতি রামস্য পাদয়োর্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বথা রাবণং রামো হত্বা সকুলমঞ্জসা॥ ৫৩॥
বিভীষণায়াধিপত্যং দত্ত্বা সীতাং শুভাননাম্।
অঙ্কে নিধায় স্বপুরীং গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫৪
ত্রিজটায়া বচঃ শ্রুত্বা ভীতাস্তা রাক্ষসস্ত্রিয়ঃ।
তূষ্ণীমাসংস্তত্র তত্র নিদ্রাবশমুপাগতাঃ॥ ৫৫॥
তর্জ্জিতা রাক্ষসীভিঃ সা সীতা ভীতাতিবিহ্বলা।
ত্রাতারং নাধিগচ্ছন্তী দুঃখেন পরিমূর্চ্ছিতা॥ ৫৬॥
অশ্রুভিঃ পূর্ণনয়না চিন্তয়ন্তীদমব্রবীৎ।
প্রভাতে ভক্ষয়িষ্যন্তি রাক্ষস্যো মাং ন সংশয়ঃ।
ইদানীমেব মরণং কেনোপায়েন মে ভবেৎ। ৫৭
এবং সুদুঃখেন পরিপ্লুতা সা।
বিমুক্তকণ্ঠং রুদতী চিরায়।
আলম্ব্য শাখাং কৃতনিশ্চয়া মৃতৌ
ন জানতি কঞ্চিদুপায়মঙ্গনা॥ ৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভর্ৎ]সনা করিও না, প্রণাম কর; অদ্য এইরূপ আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, "পরমাত্মা কমললোচন শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত ঐরাবত অশ্বারোহণ করিয়া আগমন করত সমস্ত লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করিয়া রণভূমিতে সবংশ রাবণকে বিনাশ করিলেন এবং শ্রীরাম সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করত পর্ব্বতো-[প]রি পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। পুত্রাদি বন্ধুগণের সহিত বিবসন তৈলাক্ত রাবণ স্বীয় স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া গোময়পূর্ণ গর্ত্ত মধ্যে অবগাহন করিতেছে, বিভীষণ হর্ষ চিত্তে ভক্তি পুরঃসর শ্রীরামের পাদ সেবা করিতেছে। শ্রীরাম সত্বর সবংশ রাবণকে বিনাশ করিয়া বিভীষণকে সমস্ত রাজ্যাধি-পত্য প্রদান করত সীতাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অযোধ্যা পুরী গমন করিলেন। ত্রিজটার এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণে ভীতমানসা হইয়া সমস্ত রাক্ষস পত্নী নিদ্রা প্রাপ্তা হইল। এ সময় জানকী রাক্ষসীগণের তর্জ্জন বাক্যে ভয়ব্যাকুলা হইয়া ছিলেন এবং কাহাকেও দুঃখবিমোচনকারী না দেখিয়া সজল নয়নে স্বগত কহিলেন, হা বিধাতঃ! এই রাত্রি প্রভাত হইলে ভয়ানকা রাক্ষসী সকল নিশ্চয়ই আমাকে ভক্ষণ করিবে, সম্প্রতি এই রাত্রি মধ্যে কি প্রকারে আমার মরণ হইবে—এই প্রকার উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দ্যমানা অতি দুঃখিতা জানকী মরণের অন্য উপায় না দেখিয়া শিংশপাবৃক্ষের শাখাবলম্বন পূর্ব্বক মরণে কৃতনিশ্চয়া হইলেন।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১। ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

উদ্বন্ধনেন বা মোক্ষ্যে শরীরং রাঘবং বিনা।
জীবিতেন ফলং কিং স্যান্মম রক্ষোঽধিমধ্যতঃ। ১
দীর্ঘা বেণী মমাত্যর্থমুদ্বন্ধায় ভবিষ্যতি।
এবং নিশ্চিতবুদ্ধিং তাং মরণায়াথ জানকীম্। ২।
বিলোক্য হনুমান্ কিঞ্চিদ্বিচার্য্যৈতদভাষত।
শনৈঃ শনৈঃ সূক্ষ্মরূপো জানক্যাঃ শ্রোত্রগং বচঃ ৩
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতো রাজা দশরথো মহান্।
অযোধ্যাধিপতিস্তস্য চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ। ৪।
পুত্রা দেবসমাঃ সর্ব্বৈঃ লক্ষণৈরুপলক্ষিতাঃ।
রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চৈব ভরতশ্চৈব শত্রুহা॥ ৫ ।
জ্যেষ্ঠো রামঃ পিতুর্বাক্যাদ্দণ্ডকারণ্যমাগতঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাতা সীতয়া ভার্য্যয়া সহ। ৬।

উবাস গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাং মহামনাঃ।
তত্র নীতা মহাভাগা সীতা জনকনন্দিনী। ৭।
রহিতে রামচন্দ্রেণ রাবণেন দুরাত্মনা।
ততো রামোঽতিদুঃখার্ত্তো মার্গমাণোঽথ জানকীম্
জটায়ুষং পক্ষিরাজমপশ্যৎ পতিতং ভুবিঃ।
তস্মৈ দত্ত্বা দিবং শীঘ্রং ঋষ্যমূকমুপাগতম্। ৯।
সুগ্রীবেণ কৃতা মৈত্রী রামস্য বিদিতাত্মনঃ।
তস্ভার্য্যাহারিণং হত্বা বালিনং রঘুনন্দনঃ। ১০।
রাজ্যেঽভিষেচ্য সুগ্রীবং মিত্রকার্য্যং চকার সঃ।
সুগ্রীবস্তু সমানায্য বানরান্ বানরপ্রভুঃ। ১১।
প্রেসয়ামাস পরিতো বানরান্ পরিমার্গণে।
সীতায়াস্তত্র চৈকোঽহং সুগ্রীবসচিবো হরিঃ ১২

প্রাণাধিক শ্রীরাম বিরহে রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া আমার জীবন ধারণ বিফল, অতএব আমার সুদীর্ঘ বেণী উদ্বন্ধনের জন্য কল্পিত হইবে, আমি উদ্বন্ধন দ্বারা নিশ্চয় এ জীবন পরিত্যাগ করিব। জানকী এই প্রকার মরণে কৃতনিশ্চয়া হইলে সুবুদ্ধি হনুমান সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করত তাঁহার কর্ণ মূলে কহিল—প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকু বংশোৎপন্ন রাজা দশরথ সর্ব্ব লক্ষণ সম্পন্ন দেব সদৃশ পুত্র চতুষ্টয় উৎপাদন করিলেন এবং কিয়ৎ কাল রাজ্য শাসন করত সত্য পাশে বদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠ তনয় রামচন্দ্রকে বন গমনে আদেশ করিলেন, ধর্ম্মপরায়ণ রঘুনাথ পিত্রাজ্ঞা পালন করত অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত গৌতমী নদীর তীরে পঞ্চবটী মধ্যে বাস করিয়াছেন। অনন্তর রামও লক্ষ্মণ মৃগয়ার্থ গমন করিলে দুরাত্মা রাবণ সীতাকে অপহরণ করিল; অনন্তর সীতা-বিরহ-সন্তপ্ত শ্রীরাম অনুজের সহিত ভার্য্যার অন্বেষণ করিতে করিতে বনমধ্যে পক্ষ বিহীন মৃত প্রায় জটায়ুকে দেখিলেন। অনন্তর জটায়ুকে মুক্তি প্রদান করিয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন। ১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯। ভগবান রঘুনাথ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা সম্পাদন করিয়া ভ্রাতৃদারাপহারী দুরাত্মা বালিকে নিধন পূর্ব্বক সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, কপিরাজ সুগ্রীব ও বানরগণকে সীতার অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিলেন, তন্মধ্যে আমি রাজ শাসন প্রতিপালনের নিমিত্ত

সম্পাতিবচনাচ্ছীঘ্রমুল্লঙ্ঘ্য শতযোজনম্ ।
সমুদ্রং নগরীং লঙ্কাং বিচিন্বন্ জানকীং শুভাম্ ॥
শনৈরশোকবনিকাং বিচিন্বন্ শিংশপাতরুম্ ।
অদ্রাক্ষং জানকীমত্র শোচন্তীং দুঃখসংপ্লুতাম্ ॥১৪
রামস্য মহিষীং দেবীং কৃতকৃত্যোঽহমাগতঃ ।
ইত্যুক্ত্বোপররামাথ মারুতির্বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ১৫ ॥
সীতা ক্রমেণ তৎসর্ব্বং শ্রুত্বা বিস্ময়মাযযৌ ।
কিমিদং মে শ্রুতং ব্যোম্নি বায়ুনা সমুদীরিতম্ ॥১৬
স্বপ্নো বা মে মনোভ্রান্তির্যদি বা সত্যমেব তৎ ।
নিদ্রা মে নাস্তি দুঃখেন জানাম্যেতৎ কুতো ভ্রমঃ ? ।
যেন মে কর্ণপীযূষং বচনং সমুদীরিতম্ ।
স দৃশ্যতাং মহাভাগঃ প্রিয়বাদী মমাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

শত যোজন সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া এই লঙ্কাপুরীর অভ্যন্তরে জগন্মাতা সীতাকে অন্বেষণ করত ক্রমে ক্রমে এই অশোক বন মধ্যে শিংশপা তরুমূলে অত্যন্ত দুঃখ ভাগিনী রাম-মহিষী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম, এই বলিয়া বুদ্ধিমান মারুতি নিবৃত্ত হইল, জানকী বানর ভাষিত এই বাক্য শ্রবণ করত বিস্ময়াবিষ্টা হইয়া কহিলেন, আমি আকাশ পথে কি বায়ুর শব্দ শ্রবণ করিলাম, কি স্বপ্ন দর্শন করিলাম, কি আমার ভ্রান্তি উপস্থিত হইল, রাম বিরহানলে সন্তপ্তা হইয়া আমি নয়ন পথে নিদ্রা দেবীকেও স্থান প্রদান করিতেছি না, তবে স্বপ্নের সম্ভব কি—ভ্রান্তিরও কোন কারণ দেখিতেছি না, যে জন অদৃশ্য ভাবে আমার কর্ণ বিবরে মধুময় বাক্য বর্ষণ করিলে, সেই প্রিয়ম্বদ দৃশ্য ভাবে আমার অগ্রস্থিত হও। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। শিংশপা বৃক্ষের পত্র খণ্ডে সংলীন হইয়া হনুমান জানকীর এই রূপ দুঃখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চটক পক্ষীর তুল্য রক্ত বর্ণ বদন ও পীত বর্ণ শরীর

শ্রুত্বা তজ্জানকীবাক্যং হনুমান্ পত্রখণ্ডতঃ ।
অবতীর্য্য শনৈঃ সীতাপুরতঃ সমবস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
কলবিঙ্কপ্রমাণাঙ্গো রক্তাস্যঃ পীতবানরঃ ।
ননাম শনকৈঃ সীতাং প্রাঞ্জলিঃ পুরতঃ স্থিতঃ । ২০।
দৃষ্ট্বা তং জানকী ভীতা রাবণোঽয়মুপাগতঃ ।
মাং মোহয়িতুমায়াতো মায়য়া বানরাকৃতিঃ ॥ ২১ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা তূষ্ণীমাসীদধোমুখী ।
পুনরপ্যাহ তাং সীতাং দেবি ! যত্ত্বং বিশঙ্কসে ॥২২
নাহং তথাবিধো মাতস্ত্যজ শঙ্কাং ময়ি স্থিতাম্ ।
দাসোঽহং কোশলেন্দ্রস্য রামস্য পরমাত্মনঃ ॥২৩॥
সচিবোঽহং হরীন্দ্রস্য সুগ্রীবস্য শুভপ্রদে ! ।
বায়োঃ পুত্রোঽহমখিলপ্রাণভূতস্য শোভনে ! ॥২৪॥
তচ্ছ্রুত্বা জানকী প্রাহ হনুমন্তং কৃতাঞ্জলিম্ ।
বানরাণাং মনুষ্যাণাং সাঙ্গতির্ঘটতে কথম্ ? ॥ ২৫

ধারণ করত ঐ পত্র খণ্ড হইতে নির্গত হইয়া জগন্মাতা জানকীর সম্মুখে অবস্থিতি করত কৃতাঞ্জলি হইয়া বারম্বার প্রণাম করিল, জানকী মারুতিকে দর্শন করিয়া ভীতান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, দুরাত্মা রাবণ আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য মায়া দ্বারা বানর শরীর ধারণ করত সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া অধোবদনা ও বাক্য রহিতা হইলেন; পুনর্ব্বার হনুমান কহিল—হে মাতঃ! আপনি আমার আকৃতিকে মায়াবী রাবণ বলিয়া যে শঙ্কা করিতেছেন ঐ শঙ্কা পরিত্যাগ করুন, আমি রাবণ নহি। হে শুভদে! আমি পরমাত্মা শ্রীরামের দাস—জগতের প্রাণ স্বরূপ বায়ু—তাঁহার তনয় হনুমান, আমি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত হইয়াছি।

জানকী হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মারুতে! তুমি বানর জাতি, তোমার সহিত মনুষ্য জাতি শ্রীরামের সংসর্গ

যথা ত্বং রামচন্দ্রস্য দাসোঽহমিতি জানকে ?।
তামাহ মারুতিঃ প্রীতো জানকীং পুরতঃ স্থিতঃ॥২৬
ঋষ্যমূকমগাদ্রামঃ শবর্য্যা নোদিতঃ সুধীঃ।
সুগ্রীবো ঋষ্যমূকস্থো দৃষ্টবান্ রামলক্ষ্মণৌ॥ ২৭॥
ভীতো মাং প্রেষয়ামাস জ্ঞাতুং রামস্য হৃদ্‌গতম্।
ব্রহ্মচারিবপুর্ধৃত্বা গতোঽহং রামসন্নিধিম্॥ ২৮॥
জ্ঞাত্বা রামস্য সদ্ভাবং স্কন্ধোপরি নিধায় তৌ।
নীত্বা সুগ্রীবসামীপ্যং সখ্যং চাকরবন্তয়োঃ॥ ২৯॥
সুগ্রীবস্য হৃতা ভার্য্যা বালিনা তং রঘূত্তমঃ।
হত্বৈকেন বাণেন ততো রাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ॥ ৩০।
সুগ্রীবং বানরাণাং সঃ প্রেষয়ামাস বানরান্। ৩১।
দিগ্‌ভ্যো মহাবলান্ বীরান্ ভবত্যাঃ পরিমার্গণে।
গচ্ছন্তং রাঘবো দৃষ্ট্বা মামভাষত সাদরম্॥ ৩২॥
ত্বয়ি কার্য্যমশেষং মে স্থিতং মারুতনন্দন!।
ব্রূহি মে কুশলং সর্ব্বং সীতায়ৈ লক্ষ্মণস্য চ॥ ৩৩
অঙ্গুলীয়কমেতন্মে পরিজ্ঞানার্থমুত্তমম্।
সীতায়ৈ দীয়তাং সাধু মন্নামাক্ষরমুদ্রিতম্॥ ৩৪॥
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ মহ্যং করাগ্রাদঙ্গুলীয়কম্।
প্রযত্নেন ময়া নীতং দেবি! পশ্যাঙ্গুলীয়কম্। ৩৫।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ দেব্যৈ মুদ্রিকাং মারুতাত্মজঃ।
নমস্কৃত্য স্থিতো দূরাদ্বদ্ধাঞ্জলিপুটো হরিঃ॥ ৩৬॥
দৃষ্ট্বা সীতা প্রমুদিতা রামনামাঙ্কিতাং তদা।
মুদ্রিকাং শিরসা ধৃত্বা স্রবদানন্দনেত্রজা। ৩৭।
কপে! মে প্রাণদাতা ত্বং বুদ্ধিমানসি রাঘবে।
ভক্তোঽসি প্রিয়কারী ত্বং বিশ্বাসোঽস্তি তবৈব হি

কি প্রকার সংঘটন হইল। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। অনন্তর হৃষ্টমানস মারুতি জানকীকে কহিল, হে রামপরায়ণে! শ্রীরাম ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে লক্ষ্মণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, অনন্তর ঐ পর্ব্বতস্থ সুগ্রীব, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করত ভীত হইয়া শ্রীরামের মানসিক ভাব অবগত হইবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ব্রহ্মচারীর বেশে শ্রীরাম সমীপে গমন করত তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে স্কন্ধোপরি স্থাপন পূর্ব্বক সুগ্রীব সন্নিধানে আনয়ন করিয়াছিলাম। অনন্তর সুগ্রীব ও রামের সহিত যথাবিধি মিত্রতা সম্পাদিত হইলে রঘুবর শ্রীরাম সুগ্রীবের ভার্য্যাপহারী বালিকে এক মাত্র বাণ দ্বারা যম সদনে প্রেরণ করিয়া সুগ্রীবকে বানর রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বানর রাজ সুগ্রীব আপনার অন্বেষণার্থ মহাবল পরাক্রম বানরগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিলেন, ঐ সময় শ্রীরাম আদর পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন—হে পবন তনয়! তোমাদ্বারা অনেক কার্য্য সম্পাদিত হইবে আমার কুশল বার্ত্তা সীতাকে জানাইবে, তোমাকে রাম প্রেরিত দূত বলিয়া জানিবার জন্য আমার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক প্রাণাধিকা সীতাকে প্রদান করিবে—এইরূপ কহিয়া আমাকে করাগ্র হইতে অঙ্গুরীয়ক সমর্পণ করেন। হে দেবি! ঐ অঙ্গুরীয়ক যত্ন পূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছি অবলোকন করুন—এই বলিয়া কপিবর মারুতি সীতাকে অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিল, পরে সীতাকে প্রণাম করত কিয়দ্দূরে কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান হইল। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

ঐ রাম নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দর্শনে জানকী প্রহৃষ্টমনা হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মারুতিকে কহিলেন—হে কপিবর! তুমি বুদ্ধিমান্, রামের ভক্ত ও প্রিয়কারী

নোচেন্মৎসন্নিধিং চান্যং পুরুষং প্রেষয়েৎ কথম্?
হনূমন্! দৃষ্টমখিলং মম দুঃখাদিকং ত্বয়া। ৩৯।
সর্ব্বং কথয় রামায় যথা মে জায়তে দয়া।
মাসদ্বয়াবধিপ্রাণাঃ স্থাস্যন্তি মম সত্তম!। ৪০।
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো ভক্ষয়িষ্যতি মাং খলঃ।
অতঃ শীঘ্রং কপীন্দ্রেণ সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ। ৪১।
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে।
সপুত্রং সবলং রামো যদি মাং মোচয়েৎ প্রভুঃ॥
তত্তস্য সদৃশং বীর্য্যং বীর! বর্ণয় বর্ণিতম্।
যথা মাং তারয়েদ্রামো হত্বা শীঘ্রং দশাননম্। ৪৩।
তথা যতস্ব হনূমন্! বাচা ধর্ম্মমবাপ্নুহি।
হনূমানপি তামাহ দেবি! দৃষ্টো যথা ময়া। ৪৪।
রামঃ সলক্ষ্মণঃ শীঘ্রমাগমিষ্যতি সায়ুধঃ।
সুগ্রীবেণ সসৈন্যেন হত্বা দশমুখং বলাৎ। ৪৫।
সমানেষ্যতি দেবি! ত্বামযোধ্যাং নাত্র সংশয়ঃ।
তমাহ জানকী রামঃ কথং বারিধিমাততম্। ৪৬।
তীর্ত্বায়াস্যত্যমেয়াত্মা বানরানীকপৈঃ সহ?।
হনূমানাহ মে স্কন্ধাবারুহ্য পুরুষর্ষভৌ। ৪৭।
আয়াস্যতঃ সসৈন্যশ্চ সুগ্রীবো বানরেশ্বরঃ।
বিহায়সা ক্ষণেনৈব তীর্ত্বা বারিধিমাততম্। ৪৮।
নির্দহিষ্যতি রক্ষৌঘাংস্ত্বৎকৃতে নাত্র সংশয়ঃ।
অনুজ্ঞাং দেহি মে দেবি! গচ্ছামি ত্বরয়ান্বিতঃ। ৪৯
দ্রষ্টুং রামং সহ ভ্রাত্রা ত্বরয়ামি তবান্তিকম্।
দেবি! কিঞ্চিদভিজ্ঞানং দেহি মে যেন রাঘবঃ। ৫০।

বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, নচেৎ শ্রীরাম অন্য পুরুষকে কেন আমার নিকট প্রেরণ করিবেন? হে হনূমন্! আমার সমস্ত দুঃখই অবগত হইয়াছ—আমার প্রতি দয়া করিয়া শ্রীরামকে সমস্ত দুঃখ জানাইবে। প্রাণাধিক শ্রীরাম মাসদ্বয় মধ্যে আগমন না করিলে রাক্ষসগণ নিশ্চয় আমাকে ভক্ষণ করিবে। অতএব সুগ্রীব ও সমস্ত বানরকুলের সহিত শ্রীরাম যদি সবংশ রাবণকে রণ ভূমিতে বিনাশ করিয়া আমাকে মোচন করেন তবে বীরগণও তাঁহার বল পরাক্রম বর্ণন করিবে। হে হনূমন্! রঘুপতি শ্রীরাম যে কোন উপায়ে সবংশ রাবণকে বিনাশ করিয়া সত্বর আমাকে পরিত্রাণ করিতে পারেন সেই উপায়ই কহিবে—তদ্দ্বারা তোমার পুণ্য হইবে।

অনন্তর হনূমান্ সীতাকে কহিল—হে দেবি! আমি শ্রীরাম সমীপে গমন করিলেই লক্ষ্মণ ও সসৈন্য সুগ্রীবের সহিত শ্রীরাম ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আগমন পূর্ব্বক সবংশ রাবণকে নিধন করিয়া অচির কাল মধ্যে তোমাকে অযোধ্যাপুরী লইয়া যাইবেন—তাহাতে তিলমাত্র সংশয় নাই।

জানকী কহিলেন—হে মারুতে! অমেয়াত্মা শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ বানরকুলের সহিত কি প্রকারে এই শত যোজন বিস্তীর্ণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বারিধি সন্তরণ করিয়া আগমন করিবেন।

হনূমান্ কহিল—হে মাতঃ! পুরুষোত্তম রঘুনাথ ও লক্ষ্মণ আমার স্কন্ধারূঢ় হইয়া আগমন করিবেন এবং সসৈন্য কপীশ্বর সুগ্রীব আকাশ পথে ক্ষণকাল মধ্যে এই বারিধি উত্তীর্ণ হইয়া নিশ্চয়ই রক্ষকুল ধ্বংশ করিবেন। হে দেবি! আমাকে আদেশ করুন—আমি বিরহানল-সন্তপ্ত সানুজ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া শীঘ্রই আপনার সমীপে প্রত্যাগমন করিব। হে মাতঃ! এক্ষণে শ্রীরামের বিশ্বাস যোগ্য কোন দ্রব্য আমাকে প্রদান করুন।

বিশ্বাসেস্মাৎ প্রযত্নেন ততো গন্তা সমুৎসুকঃ।
তত কিঞ্চিদ্বিচার্য্যাথ সীতা কমললোচনা। ৫১।
বিমুচ্য কেশপাশান্তে স্থিতং চূড়ামণিং দদৌ।
অনেন বিশ্বসেদ্রামস্ত্বাং কপীন্দ্র! সলক্ষ্মণঃ। ৫২॥
অভিজ্ঞানার্থমন্যচ্চ বদামি তব সুব্রত!।
চিত্রকূটগিরৌ পূর্ব্বমেকদা রহসি স্থিতঃ।
মদঙ্কে শির আধায় নিদ্রাতি রঘুনন্দনঃ। ৫৩।
ঐন্দ্রঃ কাকস্তদাগত্য নখৈস্তুণ্ডেন চাসকৃৎ।
মৎপাদাঙ্গুষ্ঠমারক্তং বিদদারামিষাশয়া। ৫৪।
ততো রামঃ প্রবুধ্যাথ দৃষ্ট্বা পাদং কৃতব্রণম্।
কেন ভদ্রে! কৃতং চৈতদ্বিপ্রিয়ং মে দুরাত্মনা। ৫৫।
ইত্যুক্ত্বা পুরতো পশ্যদ্বায়সন্তং পুনঃ পুনঃ।
অভিদ্রবন্তং রক্তাস্যং নখতুণ্ডং চুকোপহ। ৫৬
তৃণমেকমুপাদায় দিব্যাস্ত্রেণাভিযোজ্য তৎ।
চিক্ষেপ লীলয়া রামো বায়সোপরি তজ্জ্বলম্। ৫৭
অভ্যদ্রবদ্বায়সশ্চ ভীতো লোকান্ ভ্রমৎপুনঃ।
ইন্দ্রব্রহ্মাদিভিশ্চাপি ন শক্যো রক্ষিতুং তদা। ৫৮
রামস্য পাদয়োরগ্রেঽপতদ্ভীত্যা দয়ানিধেঃ।
শরণাগতমালোক্য রামস্তমিদমব্রবীৎ। ৫৯।
অমোঘমেতদস্ত্রং মে দত্ত্বৈকাক্ষমিতো ব্রজ।
সব্যং দত্ত্বা ততঃ কাক এবং পৌরুষবানপি। ৬০।
উপেক্ষতে কিমর্থং মামিদানীং সোঽপি রাঘবঃ?।
হনুমানপি তামাহ শ্রুত্বা সীতানুভাষিতম। ৬১।
দেবি! ত্বাং যদি জানাতি স্থিতামত্র রঘূত্তমঃ।
করিষ্যতি ক্ষণাদ্ভস্ম লঙ্কাং রাক্ষসমণ্ডিতাম্॥ ৬২॥

অনন্তর কমলাক্ষী জানকী কেশপাশ হইতে চূড়ামণি মোচন করিয়া মারুতিকে প্রদান করত কহিলেন—হে কপীন্দ্র! শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এই শিরোরত্ন দর্শনে তোমাকে বিশ্বাস করিবেন। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

হে সুব্রত! বিশ্বাসোৎপাদন জন্য তোমাকে অন্য কোন বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর—"একদা চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি সময়ে রঘুনন্দন মদীয় অঙ্কে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতে ছিলেন, ইতি মধ্যে ইন্দ্র পুত্র বায়স রূপ ধারণ পূর্ব্বক নখ তুণ্ড দ্বারা আমার পাদাঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। অনন্তর রঘুপতি আমার ব্রণসংযুক্ত পাদ সন্দর্শন করিয়া কহিয়া ছিলেন, হে ভদ্রে! কোন দুরাত্মা আমার এই বিপ্রিয় কার্য্য করিল! ইত্যবসরে রক্তাক্ত বায়সকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কোপাবিষ্ট হইলেন। এবং দিব্য তৃণাস্ত্র সংযোজন করিয়া তাহার উপরে পরিত্যাগ করিলেন। বায়স রাম বাণ দর্শনে ভীত হইয়া ইন্দ্র লোক গমন করিলেও ইন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে অনন্য উপায় হইয়া কাক করুণা সিন্ধু রামের পাদাগ্রে পতিত হইল, শ্রীরাম বায়সকে শরণাগত অবলোকন করিয়া কহিলেন—আমার এই অস্ত্র অমোঘ, অতএব তুমি একটী চক্ষু প্রদান করিয়া প্রস্থান কর, অনন্তর কাক দক্ষিণ চক্ষু বিহীন হইয়া গমন করিল।" হে মহাসত্ত্ব! এক্ষণে রঘুপতি আমাকে কি কারণে উপেক্ষা করিতেছেন! ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

হনূমান্ সীতা ভাষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে দেবি! আপনি এখানে অবস্থিতি করিতেছেন যদি রঘূত্তম জানিতে পারেন তাহা হইলে রাক্ষস মণ্ডিতা লঙ্কা পুরী ক্ষণ

জানকী প্রাহ তং বৎস! কথং ত্বং যোৎস্যসেঽসুরৈঃ?
অতিসূক্ষ্মবপুঃ সর্ব্বে বানরাশ্চ ভবাদৃশাঃ ॥ ৬৩ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেব্যৈ পূর্ব্বরূপমদর্শয়ৎ ।
মেরুমন্দরসঙ্কাশং রক্ষোগণবিভীষণম্ ॥ ৬৪ ॥
দৃষ্ট্বা সীতা হনুমন্তং মহাপর্ব্বতসন্নিভম্ ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা প্রাহ তং কপিকুঞ্জরম্ ॥ ৬৫ ॥
সমর্থোঽসি মহাসত্ত্ব ! দ্রক্ষ্যন্তি ত্বাং মহাবলম্ ।
রাক্ষস্যস্তে শুভঃ পন্থা গচ্ছ রামান্তিকং দ্রুতম্ ।
বুভুক্ষিতঃ কপিঃ প্রাহ দর্শনাৎপারণং মম ।
ভবিষ্যতি ফলৈঃ সর্ব্বৈস্তব দৃষ্টৌ স্থিতৈর্হি মে ॥৬৭
তথেত্যুক্তঃ স জানক্যা ভক্ষয়িত্বা ফলং কপিঃ ।
ততঃ প্রস্থাপিতোঽগচ্ছজ্জানকীং প্রণিপত্য সঃ ।
কিঞ্চিদ্দূরমথো গত্বা স্বাত্মন্যেবান্বচিন্তয়ৎ ॥ ৬৮ ॥
কার্য্যার্থমাগতো দূতঃ স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ ।
অন্যৎকিঞ্চিদসম্পাদ্য গচ্ছত্যধম এব সঃ । ৬৯ ।
অতোঽহং কিঞ্চিদন্যচ্চ কৃত্বা দৃষ্ট্বাথ রাবণম্ ।
সম্ভাষ্য চ ততো রামদর্শনার্থং ব্রজাম্যহম্ । ৭০ ।
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বৃক্ষখণ্ডান্ মহাবলঃ ।
উৎপাট্যাশোকবনিকাং নির্ব্বৃক্ষামকরোৎ ক্ষণাৎ ৭১
সীতাশ্রয়নগস্ত্যক্ত্বা বনং শূন্যং চকার সঃ ।
উৎপাটয়ন্তং বিপিনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসয়োষিতঃ ॥৭২॥
অপৃচ্ছন্ জানকীং কোঽসৌ বানরাকৃতিরুদ্ভটঃ ॥

জানক্যুবাচ ।

ভবত্য এব জানন্তি মায়াং রাক্ষসনির্ম্মিতাম্ ।
নাহমেনং বিজানামি দুঃখশোকসমাকুলা । ৭৪ ।

কাল মধ্যে ভস্মসাৎ করিবেন ; তচ্ছ্রবণে জানকী কহিলেন হে বৎস ! বানরগণ তোমার ন্যায় অতি সূক্ষ্ম কায়, অতএব তুমি অসুরদিগের সহিত কি রূপে যুদ্ধ করিবে ? হনূমান সীতা দেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া রক্ষগণ ভয়দর্শী মেরুমন্দর সদৃশ পূর্ব্ব রূপ প্রদর্শন করিল, সীতা হনূমানের মহাপর্ব্বত সন্নিভ শরীর সন্দর্শনে অত্যন্ত হর্ষাবিষ্টা হইয়া কপি-কুঞ্জরকে কহিলেন—হে মহাসত্ত্ব ! তোমাকে মহাবল দেখিয়া বুঝিলাম তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে । এক্ষণে তুমি সত্বর রাম সমীপে গমন কর, পথি মধ্যে তোমার মঙ্গল হইবে । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ ।৬৬। অনন্তর অনিল তনয় জানকীকে কহিল আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি উপবাসী প্রযুক্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, এক্ষণে পারণ করিব । হে দেবি ! আপনার সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত ফল আমার পারণোপযোগী হইবে । পরে সীতা ঐ ফল ভক্ষণে আদেশ করিলে হনুমান্ নানা বিধ ফল ভক্ষণ করিয়া সীতাকে প্রণাম করত প্রস্থান করিল, পরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—যে দূত স্বামি কার্য্যার্থ সমাগত হইয়া ঐ কার্য্য অবিরোধে সম্পাদন পূর্ব্বক যদি অন্য কোন কার্য্য না করিয়া গমন করে, তবে ঐ দূত অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । অতএব অন্য এক অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদনানন্তর রাবণকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিয়াই শ্রীরাম দর্শনে গমন করিব । মহাবল পরাক্রম মারুতি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বৃক্ষ সকল উৎপাটন করত ক্ষণ কাল মধ্যে সীতার নিকটস্থ বন ভিন্ন সমস্ত বন বৃক্ষ শূন্য করিল । ঐ সময় রাক্ষসীগণ হনুমানকে দেখিয়া কহিল, হে জানকি ! বানরের ন্যায় অদ্ভুতরূপ কে এই অশোক-বন উৎপাটন করিতেছে ? ।৬৭। ৬৮ । ৬৯ । ৭০ । ৭১ । ৭২ ।

জানকী কহিলেন, হে রাক্ষসীগণ ! রাক্ষসের মায়া প্রভাব তোমরাই জানিতে পার—আমি শোক দুঃখ পরিতপ্তা হইয়া

ইত্যুক্তাস্ত্বরিতং গত্বা রাক্ষস্যো ভয়পীড়িতাঃ।
হনুমতা কৃতং সর্ব্বং রাবণায় ন্যবেদয়ন্। ৭৫।
দেব! কশ্চিন্মহাসত্ত্বো বানরাকৃতিদেহভৃৎ।
সীতয়া সহ সম্ভাষ্য হ্যশোকবনিকাঙ্ক্ষণাৎ।
উৎপাট্য চৈত্যপ্রাসাদং বভঞ্জামিতবিক্রমঃ॥ ৭৬
প্রাসাদরক্ষিণঃ সর্ব্বান্ হত্বা তত্রৈব তস্থিবান্।
তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থায় বনভঙ্গং মহাপ্রিয়ম্॥ ৭৭॥
কিঙ্করান্ প্রেষয়ামাস নিযুতং রাক্ষসাধিপঃ।
নির্ভগ্নচৈত্যপ্রাসাদপ্রথমান্তরসংস্থিতঃ॥ ৭৮॥
হনুমান্ পর্ব্বতাকারো লোহস্তম্ভকৃতায়ুধঃ।
কিঞ্চিল্লাঙ্গূলচলনো রক্তাস্যো ভীষণাকৃতি॥ ৭৯॥
আপতন্তং মহাসঙ্ঘং রাক্ষসানাং দদর্শ সঃ।
চকার সিংহনাদং চ শ্রুত্বা তে মুমুহুর্ভৃশম্॥ ৮০॥

হনুমন্তোমথো দৃষ্ট্বা রাক্ষসা ভীষণাকৃতিম্।
নির্জঘ্নুর্বিবিধাস্ত্রৌঘৈঃ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনম্। ৮১।
তত উত্থায় হনুমান্ মুদ্গরেণ সমন্ততঃ।
নিষ্পিপেষ ক্ষণাদেব মশকানিব যূথপঃ॥ ৮২॥
নিহতান্ কিঙ্করান্ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
পঞ্চসেনাপতীংস্তত্র প্রেষয়ামাস দুর্ম্মদান্॥ ৮৩॥
হনুমানপি তান্ সর্ব্বান্ লোহস্তম্ভেন চাহনৎ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মন্ত্রিসুতান্ প্রেষয়ামাস সপ্ত সঃ॥ ৮৪
আগতানপি তান্ সর্ব্বান্ পূর্ব্ববদ্বানরেশ্বরঃ।
ক্ষণান্নিঃশেষতো হত্বা লোহস্তম্ভেন মারুতিঃ॥ ৮৫
পূর্ব্বস্থানমুপাশ্রিত্য প্রতীক্ষন্ রাক্ষসান্ স্থিতঃ।
ততো জগাম বলবান্ কুমারোঽক্ষঃ প্রতাপবান্॥ ৮৬

আছি অতএব এই বানরকে কি প্রকার জানিব। অনন্তর ভয়ব্যাকুলা রাক্ষসীগণ রাবণ সমীপে সত্বর গমন করিয়া মারুতি কৃত সমস্ত কার্য্যই নিবেদন করিল। হে রাক্ষসাধিপ! মহাবল পরাক্রম বানর-দেহধারী এক বীর সীতার সহিত পরস্পর সম্ভাষণ করত ক্ষণকাল মধ্যে অশোক-বন উৎপাটন করিয়া চৈত্য প্রাসাদ চূর্ণায়মান করিয়াছে এবং ঐ প্রাসাদ রক্ষক রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া নির্ভিন্ন প্রাসাদের প্রথম খণ্ড মধ্যে অবস্থান করিতেছে। অনন্তর দুর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত মহাবল রাক্ষসাধিপ দশানন অত্যন্ত অপ্রিয় বন-ভঙ্গ বৃত্তান্ত শ্রবণ করত উত্থিত হইয়া নিযুত সংখ্যক কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিল। পরে পর্ব্বতাকার লৌহ স্তম্ভ স্বরূপ আয়ুধধারী ভয়ানকাকৃতি রক্তাস্য হনুমান্ অল্প অল্প লাঙ্গুল সঞ্চালন করিতেছিল ইত্যবসরে সমাগত রাক্ষস সৈন্য সমূহ দর্শন করিয়া ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিল, কিঙ্করগণ ঐ ভয়ানক নিনাদ শ্রবণ করিয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত কিঙ্করগণ রাক্ষস ধ্বংসকারী ভয়ানকাকৃতি মারুতিকে দেখিয়া নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। পরে কপিবর উত্থিত হইয়া যেমন যূথপ মশককে নিষ্পেষণ করে সেই প্রকার মারুতি গদা দ্বারা রাক্ষসগণকে নিষ্পেষণ করিল। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ।৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। পরে দশানন কিঙ্করগণের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধ মূর্চ্ছিত হইয়া মত্ততাপন্ন পঞ্চসেনাপতি প্রেরণ করিল, হনুমান্ লৌহগদা দ্বারা ঐ সেনাপতিগণকে যম সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রাবণ সাত জন মন্ত্রিতনয়কে প্রেরণ করিল, বানরেশ্বর পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে আসিতে অবলোকন করিয়া লৌহ দণ্ড দ্বারা ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে বিনাশ পূর্ব্বক রাক্ষস বৃন্দ নিরীক্ষণ করত পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করিল। অনন্তর মহাবল পরাক্রম রাবণতনয় অক্ষকুমারকে সমাগত দেখিয়া মারুতি আকাশ পথে উল্লম্ফন করত ঐ রাক্ষসের মস্তকোপরি মুদ্গর দ্বারা তাড়ন করিল, পরে ঐ মুদ্গরাঘাতে

তমুৎপপাত হনুমান্ দৃষ্ট্বাকাশে সমুদ্গরঃ
গগনাত্ত্বরিতো মূৰ্দ্ধ্নি মুদ্গরেণ ব্যতাড়য়ৎ ॥ ৮৭ ॥
হত্বা তমক্ষং নিঃশেষং বলং সর্ব্বং চকার সঃ ॥৮৮॥
ততঃ শ্রুত্বা কুমারস্য বধং রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্ট ইন্দ্রজেতারমব্রবীৎ ॥ ৮৯ ॥
পুত্র! গচ্ছাম্যহং তত্র যত্রাস্তে পুত্রহা রিপুঃ।
হত্বা তমথবা বদ্ধা আনয়িষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ৯০॥
ইন্দ্রজিৎপিতরং প্রাহ ত্যজ শোকং মহামতে।।
ময়ি স্থিতে কিমর্থং ত্বং ভাষসে দুঃখিতং বচঃ?।
বদ্ধানেষ্যে দ্রুতং তাত! বানরং ব্রহ্মপাশতঃ।
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য রাক্ষসৈর্ব্বহুভির্বৃতঃ। ৯২।
জগাম বায়ুপুত্রস্য সমীপং বীরবিক্রমঃ।
ততোঽতিগর্জ্জিতং শ্রুত্বা স্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্।৯৩
উৎপপাত নভোদেশং গরুত্মানিব মারুতিঃ।
ততো ভ্রমন্তং নভসি হনূমন্তং শিলীমুখৈঃ। ৯৪।
বিদ্ধ্বা তস্য শিরোভাগং ইষুভিশ্চাষ্টভিঃ পুনঃ।
হৃদয়ং পাদযুগলং ষড়্ভিরেকেন বালধিম্।৯৫।
ভেদয়িত্বা ততো ঘোরং সিংহনাদমথাকরোৎ।
ততোঽতিহর্ষাদ্ধনুমাংস্তম্ভমুদ্যম্য বীর্য্যবান্। ৯৬।
জঘান সারথিং সাশ্বং রথং চাচূর্ণয়ৎ ক্ষণাৎ।
ততোঽন্যং রথমাদায় মেঘনাদো মহাবলঃ। ৯৭।
শীঘ্রং ব্রহ্মাস্ত্রমাদায় বদ্ধা বানরপুঙ্গবম্।
নিনায় নিকটং রাজ্ঞো রাবণস্য মহাবলঃ। ৯৮।

যস্য নাম সততং জপন্তি যে-
হজ্ঞানকর্ম্মকৃতবন্ধনং ক্ষণাৎ।
সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং
যান্তি কোটিরবিভাসুরং শিবম্।৯৯।

মূর্চ্ছিত হইয়া অক্ষকুমার ক্ষণকাল মধ্যে ধরণীতলে পতিত হইল, মহাবল মারুতি অক্ষকুমার ও সমস্ত রাক্ষস সৈন্যগণকে বিনাশ করিলে দশানন কুমারের নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রজিৎকে কহিল—হে পুত্র! যে স্থানে প্রাণাধিক কুমারের নিধনকারি মহারিপু অবস্থিত আছে, আমি ঐ স্থানে গমন করত ঐ শত্রুকে নিধন করিয়া অথবা বন্ধু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার সম্মুখে আনয়ন করিব। ইন্দ্রজিৎ কহিল—হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন, আমি জীবিত থাকিতে কি নিমিত্ত দুঃখিত হইতেছেন?—হে তাত! ঐ বানরকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া সত্বরই আপনার সমীপে আনয়ন করিব। মহাবল ইন্দ্রজিৎ দশাননকে এইরূপ কহিয়া বহুতর রাক্ষসগণের সহিত রথারোহণ করত মারুতির সমীপে গমন করিল।৮৩। ৮৪ ৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১।৯২।

মহাবল মারুতি ইন্দ্রজিতের গর্জ্জন শব্দ শ্রবণ করিয়া মুদ্গার ধারণ পূর্ব্বক পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল ঐ সময় ইন্দ্রজিৎ শিলী মুখ পাশ দ্বারা হনুমানকে বন্ধন করিয়া অষ্ট বাণ দ্বারা মস্তক, ছয় বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থল, এক বাণ দ্বারা পাদযুগল বিদ্ধ করিয়া অতি ঘোরতর সিংহনাদ করিল। পরে হনুমান্ সহর্ষে মুদ্গার দ্বারা অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণায়মান করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে যম সদনে প্রেরণ করিল। অনন্তর মহাবীর্য্য মেঘনাদ রথান্তর আরোহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা মারুতিকে বন্ধন পূর্ব্বক রাক্ষসাধিপ দশাননের সমীপে গমন করিল। যে শ্রীরামের নাম নিরন্তর স্মরণ করিলে লোকে অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া ঐ পরমাত্মা শ্রীরামের পাদপদ্ম লাভ করিয়া থাকে, মারুতি সেই শ্রীরামের পাদপদ্ম সর্ব্বদা হৃৎপদ্মে সংস্থাপন

তবৈব রামস্য পদাম্বুজং সদা
হৃৎপদ্মমধ্যে সুনিধায় মারুতিঃ।

সদৈব নির্ম্মুক্তসমস্তবন্ধনঃ
কিন্তস্য পাশৈরিতরৈশ্চ বন্ধনৈঃ ? ॥ ১০০

করিয়া সর্ব্বদা সমস্ত বন্ধনে নির্ম্মুক্ত আছে, অতএব সামান্য পাশ দ্বারা তাহাকে বন্ধন করা বিফল। ৯৩। ৯৪। ৯৫।৯৬।৯৭। ।৯৮। ৯৯। ১০০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
সুন্দরাকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

যান্তং কপীন্দ্রং ধৃতপাশবন্ধনং
বিলোকয়ন্তং নগরং বিভীতবৎ।
অতাড়য়ন্মুষ্টিতলৈঃ সুকোপনাঃ
পৌরাঃ সমন্তাদনুজাত্ত ঈক্ষিতুম্। ১।
ব্রহ্মাস্ত্রমেনং ক্ষণমাত্রসঙ্গমং
কৃত্বা গতং ব্রহ্মবরেণ সত্বরম্।
জ্ঞাত্বা হনূমানপি ফল্গুরজ্জুভি-
র্ধৃতো যযৌ কার্য্যবিশেষগৌরবাৎ ২

সভান্তরস্থস্য চ রাবণস্য তং
পুরো নিধায়াহ বলারিজিত্তদা।
বদ্ধো ময়া ব্রহ্মবরেণ বানরঃ
সমাগতোঽনেন হতা মহাসুরাঃ ॥ ৩ ॥
যদ্যুক্তমত্রার্য্য ! বিচার্য্য মন্ত্রিভি-
র্বিধীয়তামেষ ন লৌকিকো হরিঃ।
ততো বিলোক্যাহ স রাক্ষসেশ্বরঃ
প্রহস্তমগ্রে স্থিতমঞ্জনাদ্রিভম্। ৪।

মহাদেব কহিলেন।—মেঘনাদ কর্ত্তৃক ব্রহ্মপাশ নিবদ্ধ হইয়া মারুতি লঙ্কাপুরী দেখিতে দেখিতে ভীত জনের ন্যায় গমন করিতে লাগিল, ঐ সময় পুরবাসী রাক্ষসগণ মারুতিকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া মুষ্টি দ্বারা তাড়ন করিতে লাগিল। ব্রহ্মপাশ ব্রহ্মদত্ত বর নিবন্ধন ক্ষণ কাল মারুতিকে স্পর্শ করত সত্বরই অন্তর্হিত হইল। হনুমান্ ব্রহ্মপাশ অন্তর্হিত হইয়াছে জানিয়াও রাবণকে দেখিবার জন্য বজ্জু বদ্ধ প্রায় গমন করিল। ইন্দ্রজিৎ মারুতিকে সভা মধ্যস্থ রাবণের সমীপে আনয়ন করিয়া কহিল, হে আর্য্য! আমি এই হনুমানকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া আনয়ন করিয়াছি—মহাসুর রাক্ষসগণ এই মারুতি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, অতএব মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যে যুক্তি হয় বিধান করুন, কিন্তু এই বানরকে সামান্য বলিয়া গণ্য করিবেন না। অনন্তর রাক্ষসাধিপ সম্মুখস্থ প্রহস্তকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে প্রহস্ত ! এই বানরকে জিজ্ঞাসা কর, কি কারণ—কোন স্থান হইতে সমাগত হইয়াছে, এবং কি কারণে বল দ্বারা বন সমূহ ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছে।

প্রহস্ত পৃচ্ছৈনমসৌ কিমাগতঃ ।
কিমত্র কার্য্যং কুত এব বানরঃ ।
বনং কিমর্থং সকলং বিনাশিতং
হতাঃ কিমর্থং মম রাক্ষসা বলাৎ ।৫
ততঃ প্রহস্তো হনুমন্তমাদরাৎ
পপ্রচ্ছ কেন প্রহিতোহসি ? বানর ! ।
ভয়ং চ তে মাস্তু বিমোক্ষ্যসে ময়া
সত্যং বদস্বাখিলরাজসন্নিধৌ । ৬ ।
ততোহতিহর্ষাৎ পবনাত্মজো রিপুং
নিরীক্ষ্য লোকত্রয়কণ্টকাসুরম্ ।
বক্তুং প্রচক্রে রঘুনাথসৎকথাং
ক্রমেণ রামং মনসা স্মরন্মুহুঃ ॥ ৭ ॥
শৃণু স্ফুটং দেবগণাদ্যমিত্র হে
রামস্য দূতোহহমশেষহৃৎস্থিতেঃ ।
যস্যাখিলেশস্য হৃতাধুনা ত্বয়া
ভার্য্যা স্বনাশায় শুনেব সদ্ধবিঃ ॥ ৮ ॥
স রাঘবোহভ্যেত্য মতঙ্গপর্ব্বতং
সুগ্রীবমৈত্রীমনলস্য সন্নিধৌ ।
কৃত্বৈকবাণেন নিহত্য বালিনং
সুগ্রীবমেবাধিপতিং চকার তম্ । ৯ ।
স বানরাণামধিপো মহাবলী
মহাবলৈর্ব্বানরযূথকোটিভিঃ ।
রামেণ সার্দ্ধং সহ লক্ষ্মণেন ভো
প্রবর্ষণেহপর্বযুতোহবতিষ্ঠতে ॥ ১০ ॥
সঞ্চোদিতাস্তেন মহাহরীশ্বরা
ধরাসুতাং মার্গয়িতুং দিশো দশ ।
তত্রাহমেকঃ পবনাত্মজঃ কপিঃ
সীতাং বিচিন্বন্ শনকৈঃ সমাগতঃ । ১১ ।
দৃষ্টা ময়া পদ্মপলাশলোচনা
সীতা কপিত্বাদ্বিপিনং বিনাশিতম্ ।
দৃষ্ট্বা ততোহহং রভসা সমাগতান্
মাং হন্তুকামান্ ধৃতচাপসায়কান্ ॥ ১২ ॥
ময়া হতাস্তে পরিরক্ষিতুং বপুঃ
প্রিয়ো হি দেহোহখিলদেহিনাং প্রভো ! ।

অনন্তর প্রহস্ত মারুতিকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিল—হে বানর ! তুমি কোন্ জন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, নির্ভয় হইয়া নিখিল রাজ্যাধিপতি দশাননের সমীপে সত্য বাক্যে প্রকাশ কর—তোমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিব । ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ ।

অনন্তর হনুমান্ ত্রিভুবনের কণ্টক স্বরূপ রাবণকে দর্শন করিয়া বারম্বার শ্রীরামকে মনে মনে স্মরণ করত শ্রীরামের সৎকথা কহিতে আরম্ভ করিল—হে দেবামিত্র ! যে জগদীশ্বর শ্রীরামের ভার্য্যা জগজ্জননী সীতা কুকুর কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় হবি প্রায় তোমা কর্ত্তৃক আত্মবিনাশার্থ অপহৃতা হইয়াছেন, আমি সেই শ্রীরাম প্রেরিত দূত। ঐ রঘুবর পর্ব্বতোপরি আগমন করিয়া সুগ্রীবের সহিত অনল সমক্ষে মিত্রতা করত এক মাত্র বাণ দ্বারা বালিকে নিধন করিয়া ঐ সুগ্রীবকে রাজ্যাধিপতি করিয়াছেন । বানরগণের অধিপতি মহাবল পরাক্রম সুগ্রীব মহাবল সম্পন্ন কোটি বানর যূথ ও শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিত হইয়া ধরাত্মজা সীতার অন্বেষণার্থ মহা প্রতাপশালী কপিগণকে নানা দিকে প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমি পবন তনয় এক বানর সীতার অন্বেষণার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছি । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ ।

অনন্তর আমি পদ্মপলাশলোচনা জনক দুহিতা জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়া বনচর বানরের স্বভাব বশতঃ বন সমূহ নষ্ট করিয়াছি, অসুরগণ ঐ বিনাশিত বন সমূহ দর্শন করিয়া

ব্রহ্মাস্ত্রপাশেন নিবধ্য মাং ততঃ
সমাগমন্মেঘনিনাদনামকঃ ॥ ১৩ ॥
স্পৃষ্টৈব মাং ব্রহ্মবরপ্রভাবত-
স্ত্যক্ত্বা গতং সর্ব্বমবৈমি রাবণ ! ।
তথাপ্যহং বদ্ধ ইবাগতো হিতং
প্রবক্তুকামঃ করুণারসার্দ্রধীঃ ॥ ১৪ ॥
বিচার্য্য লোকস্য বিবেকতো গতিং
ন রাক্ষসীং বুদ্ধিমুপৈহি রাবণ ! ।
দৈবীং গতিং সংসৃতিমোক্ষহেতুকীং
সমাশ্রয়াত্যন্তহিতায় দেহিনঃ । ১৫ ।
ত্বং ব্রহ্মণো হ্যুত্তমবংশসম্ভবঃ ।
পৌলস্ত্যপুত্রোঽসি কুবেরবান্ধবঃ ।
দেহাত্মবুদ্ধ্যাপি চ পশ্য রাক্ষসো
নাস্ত্যাত্মবুদ্ধ্যা কিমু রাক্ষসো নহি ॥ ১৬ ॥
শরীরবুদ্ধীন্দ্রিয়দুঃখসন্ততি-
র্ন তে ন চ ত্বং তব নির্ব্বিকারতঃ ।
অজ্ঞানহেতোশ্চ তথৈব সন্ততে-
রসত্ত্বমস্যাঃ স্বপতো হি দৃশ্যবৎ ॥ ১৭ ॥
ইদং তু সত্যং তব নাস্তি বিক্রিয়া
বিকারহেতুর্ন চ তেঽদ্বয়ত্বতঃ ।
যথা নভঃ সর্ব্বগতং ন লিপ্যতে
তথা ভবান্ দেহগতোঽপি সূক্ষ্মকঃ ।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণশরীরসঙ্গত-
স্ত্বাত্মেতি বুদ্ধ্বাখিলবন্ধভাগ্ভবেৎ ॥ ১৮ ॥

ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে বিনাশ করিবার জন্য বিদ্যুতের ন্যায় সত্বর সমাগত হইলে আমি স্বকীয় শরীর সংরক্ষণার্থ তাহাদিগকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছি, কারণ সমস্ত জীবেরই দেহ অতিশয় প্রিয়তম। পরে মেঘনাদ আমাকে ব্রহ্মপাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া এস্থানে আনয়ন করিয়াছে। হে দশানন! ঐ ব্রহ্মপাশ ব্রহ্ম দত্ত বরাতিভূত হেতু আমাকে স্পর্শ করিয়াই অন্তর্হিত হইল, তাহা জানিয়াও আমি তোমাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া পাশবদ্ধ প্রায় তোমার নিকট সমাগত হইয়াছি, হে মহারাজ! তুমি বিবেক বুদ্ধি দ্বারা পরমার্থ বিচার করত অনর্থহেতু রাক্ষস বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া জীবের মুক্তির হেতুভূতা দৈবী গতি সমাশ্রয় কর—হে দশানন! দেহই আত্মা এইরূপ অভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা রাক্ষসত্ব প্রযুক্ত এই মুক্তিমার্গে আমার অধিকার হইতে পারে না একথাও বক্তব্য হইতে পারে না, যে হেতু তুমি উত্তম বংশ সম্ভূত—মুনিবর পুলস্ত্য-তনয় ও কুবের বান্ধব, ব্রাহ্মণ, অতএব ব্রাহ্মণের সর্ব্বথাই মুক্তি মার্গে অধিকার বিদ্যমান আছে। দেহ হইতে আত্মা অতিরিক্ত এরূপ ভেদ বুদ্ধি করিলেও তুমি রাক্ষস নহ কিন্তু ব্রাহ্মণ জন্য শরীর বিশিষ্ট আত্মাও ব্রাহ্মণ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইবে, অতএব তুমি নির্ব্বিকার জ্ঞানময় আত্মা স্বরূপই নিশ্চিত হইলে শরীর, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দুঃখ সমূহের সম্বন্ধী নহে এবং শরীরাদিও তোমার নহে এবং নিদ্রিত জনের স্বপ্ন দৃষ্ট মণি রত্নাদি প্রায় অজ্ঞানের কারণীভূত পুত্র দারাদিও সৎপদার্থ নহে, হে দশানন! বিকার ও বিকারের কারণ কিছুমাত্রই তোমাতে লক্ষিত হইতেছে না, এই যথার্থ কহিলাম। যে প্রকার আকাশ ক্ষিত্যাদি সমস্ত পদার্থ সঙ্গত হইয়াও কোন এক পদার্থে সংলিপ্ত নহে, সেই প্রকার তুমি সূক্ষ্ম রূপে দেহগত হইয়াও ঐ দেহে সংলিপ্ত নহ, দেহই আমি এই রূপ অভেদ জ্ঞানী পুরুষই এই অপার ভব সংসারে নিবদ্ধ হইয়া থাকে জ্ঞানময় অজন্য অনশ্বর আনন্দস্বরূপ, এইরূপ দেহ ভিন্ন জ্ঞানবান্ হইলেই জীবাত্মা ঐ ভববন্ধন হইতে

চিন্মাত্রমেবাহমজোহহমক্ষরো
হ্যানন্দভাবোহহমিতি প্রমুচ্যতে ॥
দেহোহপ্যনাত্মা পৃথিবীবিকারজো
ন প্রাণ আত্মানিল এষ এব সঃ ॥ ১৯ ॥
মনোহপ্যহঙ্কারবিকার এব নো
ন চাপি বুদ্ধিঃ প্রকৃতের্বিকারজা ।
আত্মা চিদানন্দময়োহবিকারবান্
দেহাদিসঙ্ঘাদ্ব্যতিরিক্ত ঈশ্বরঃ ॥ ২০ ॥
নিরঞ্জনো মুক্ত উপাধিতঃ সদা
জ্ঞাত্বৈবমাত্মানমিতো বিমুচ্যতে ।
অতোহহমাত্যন্তিকমোক্ষসাধনং
বক্ষ্যে শৃণুষ্বাবহিতো মহামতে ! ॥ ২১ ॥
বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়-
স্ততো ভবেজ্জ্ঞানমতীব নির্ম্মলম্ ।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবো ভবেত্ততঃ
সম্যগ্বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ ॥ ২২ ॥

অতো ভজস্বাদ্য হরিং রমাপতিং
রামং পুরাণং প্রকৃতেঃ পরং বিভুম্ ।
বিসৃজ্য মৌর্খ্যং হৃদি শত্রুভাবনাং
ভজস্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্ ।
সীতাং পুরস্কৃত্য সপুত্রবান্ধবো
রামং নমস্কৃত্য বিমুচ্যসে ভয়াৎ ॥ ২৩ ॥
রামং পরাত্মানমভাবয়ন্ জনো
ভক্ত্যা হৃদিস্থং সুখরূপমদ্বয়ম্ ।
কথং পরং তীরমবাপ্নুয়াজ্জনো
ভবাম্বুধের্দুঃখতরঙ্গমালিনঃ ? ॥ ২৪ ॥
নো চেত্ত্বমজ্ঞানময়েন বহ্নিনা
জ্বলন্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ ।

মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দেহ পৃথিবীর বিকার জন্য আত্মা হইতে ভিন্ন বায়ু স্বরূপ—প্রাণও আত্মা হইতে ভিন্ন, অহঙ্কারের বিকার স্বরূপ মনও আত্মা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির, বিকার জন্য বুদ্ধিও আত্মা হইতে ভিন্ন, কিন্তু আত্মাকে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিলেই জীব ভব বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। অতএব, হে মহামতে ! তোমাকে অত্যন্ত মুক্তি সাধন উপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর—পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণুতে ভক্তি হইলেই বুদ্ধি সংশোধন হয়। পরে অত্যন্ত নির্ম্মল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় অনন্তর বিশুদ্ধ তত্ত্বানুভব হয়, পরে সম্যক তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া জীবাত্মা পরমব্রহ্ম পদে সংলীন হয়—হে দশানন ! অদ্য মূর্খতা ও শত্রু ভাব পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তম রমাপতি শরণাগত-প্রিয় শ্রীরামকে ভজনা কর এবং পুত্র বান্ধব-গণের সহিত মিলিত হইয়া জানকীর সহিত শ্রীরামকে নমস্কার করিয়া সমস্ত ভীতি হইতে মুক্তি লাভ কর, হে রাক্ষসা-ধিপ ! যে জন পরমাত্মা সুখ স্বরূপ শ্রীরামকে হৃৎপদ্মে ভাবনা করেনা—ঐ দুরাত্মা জড়মতি—কি প্রকারে দুঃখ স্বরূপ তরঙ্গমালা বিশিষ্ট এই ভবাম্বুধি সমুত্তীর্ণ হইতে পারিবে ? যদি ঐ শরণাগত-প্রিয় শ্রীরামকে ভজনা না কর তবে অজ্ঞান স্বরূপ অগ্নি দ্বারা দহ্যমান জীবাত্মা-সহায় হীন শত্রু প্রায় নিহত হইবে, যাহার জ্ঞান সমুৎপন্ন না হয় তাহার রক্ষক

নরকেষথোগ্রেষু বহুকালং পাতকৈ-
র্বিমোক্ষশঙ্কা ন তে ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
শ্রুত্বামৃতাস্বাদসমানভাষিতং
তদ্বায়ুসূনোর্দশকন্ধরোঽসুরঃ।
অমৃষ্যমাণোঽতিরুষা কপীশ্বরং
জগাদ রক্তান্তবিলোচনো জ্বলন্ ॥ ২৬ ॥
কথং মমাগ্রে বিলপস্যভীতবৎ ?
প্লবঙ্গমানামধমোঽসি দুষ্টধীঃ।
ক এষ রামঃ কতমো বনেচরো ?
নিহন্মি সুগ্রীবযুতং নরাধমম্। ২৭।
ত্বাং চাদ্য হত্বা জনকাত্মজাং ততো
নিহন্মি রামং সহলক্ষ্মণং ততঃ।
সুগ্রীবমগ্রে বলিনং কপীশ্বরং
সবানরৈর্হন্ম্যচিরেণ বানর !।

শ্রুত্বা দশগ্রীববচঃ স মারুতি-
র্বিরূঢ়কোপেন দহন্নিবাসুরম্ ॥ ২৮ ॥
ন মে সমা রাবণকোটয়োঽধমা
রামস্য দাসোঽহমপারবিক্রমঃ।
শ্রুত্বাতিকোপেন হনূমতো বচো
দশাননো রাক্ষসমেকমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥
পার্শ্বে স্থিতঃ মারয় খণ্ডশঃ কপিং
পশ্যন্তু সর্ব্বেঽসুরমিত্রবান্ধবাঃ।
নিবারয়ামাস ততো বিভীষণো
মহাসুরং সায়ুধমুদ্যতং বধে। ৩০।
রাজন্ বধার্হো ন ভবেৎকথঞ্চন !
প্রতাপযুক্তৈঃ পররাজবানরঃ।
হতেঽস্মিন্ বানরে দূতে বার্ত্তাং কো বা নিবেদয়েৎ
রামায় ত্বং যমুদ্দিশ্য বধায় সমুপস্থিতঃ। ৩১।

পাতক হইতে বিমুক্তি শঙ্কাও হইতে পারিবে না। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

দেবতা বিরোধী দুরাত্মা দশানন মারুতির এই অমৃত কল্প হিতকর বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধে জলদগ্নি প্রায় হইয়া আরক্তিম নয়নে মারুতিকে কহিল—রে দুষ্ট বুদ্ধে! তুমি বানরাধম হইয়া আমার নিকট নির্ভয়ে প্রলাপ করিতেছ, সেই রাম কে? বনচারী—তুমিই বা কে? অদ্যই তোমাকে যম সদনে প্রেরণ করিয়া জনক-তনয়া সীতাকে বিনাশ করিব, পরে রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণের সহিত কপীশ্বর সুগ্রীবকে অচির কাল মধ্যে বিনাশ করিব। অনন্তর মারুতি দশস্কন্ধ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপানলে তাহাকে ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়া কহিল, রে রাবণ! আমি ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীরামের বিক্রমশালী দাস বটে, কিন্তু তোমার মত কোটি রাবণও আমার তুল্য হইতে পারে না। দশানন মারুতির বাক্য শ্রবণে অতি কোপান্বিত হইয়া পার্শ্বস্থ এক রাক্ষসকে কহিল, হে রাক্ষস! এই বানরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া যম সদনে প্রেরণ কর। দেবতাগণ, মিত্রগণ ও বান্ধবগণ অবলোকন করুক। অনন্তর মারুতির নিধনে সমুদ্যত মহাবল রাবণকে নিবারণ করত বিভীষণ কহিল—হে রাজন্! পররাজ্য হইতে সমাগত বিক্রমশালী বানর কদাচ বধার্হ হয় না, এই রাম-দূত বানর নিহত হইলে যে শ্রীরামকে উদ্দেশ করিয়া বানর বধে সমুদ্যত

অতো বধসমং কিঞ্চিদন্যচ্চিন্তয় বানরৈঃ।
সচিহ্নো গচ্ছতু হরির্যং দৃষ্ট্বা যাস্যতি দ্রুতম্॥
রামঃ সুগ্রীবসহিতস্ততো যুদ্ধং ভবেত্তব।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রাবণোঽপ্যেতদব্রবীৎ॥ ৩৩॥
বানরাণাং হি লাঙ্গুলে মহামানো ভবেৎকিল।
অতো বস্ত্রাদিভিঃ পুচ্ছং বেষ্টয়িত্বা প্রযত্নতঃ॥৩৪॥
বহ্নিনা যোজয়িত্বৈনং ভ্রাময়িত্বা পুরেঽভিতঃ।
বিসর্জ্জয়ত পশ্যন্তু সর্ব্বে বানরযূথপাঃ॥ ৩৫॥
তথেতি শণপট্টৈশ্চ বস্ত্রৈরন্যৈরনেকশঃ।
তৈলাক্তৈর্ব্বেষ্টয়ামাসুর্লাঙ্গূলং মারুতের্দৃঢ়ম্॥৩৬॥
পুচ্ছাগ্রে কিঞ্চিদনলং দীপয়িত্বাথ রাক্ষসাঃ।
রজ্জুভিঃ সুদৃঢ়ং বদ্ধা ধৃত্বা তং বলিনোঽসুরাঃ॥৩৭॥
সমন্তাদ্ভ্রাময়ামাসুশ্চোরোঽয়মিতি বাদিনঃ।
তূর্যঘোষৈর্ঘোষয়ন্তস্তাড়য়ন্তো মুহুর্মুহুঃ॥ ৩৮॥
হনূমতাপি তৎসর্ব্বং সোঢ়ং কিঞ্চিচ্চিকীর্ষুণা।
গত্বা তু পশ্চিমদ্বারসমীপং তত্র মারুতিঃ॥ ৩৯॥
সূক্ষ্মো বভুব বন্ধেভ্যো নিঃসৃতঃ পুনরপ্যসৌ।
বভুব পর্ব্বতাকারস্তত উৎপ্লুত্য গোপুরম্॥ ৪০॥
তত্রৈকং স্তম্ভমাদায় হত্বা তান্ রক্ষিণঃ ক্ষণাৎ।
বিচার্য্য কার্য্যশেষং সঃ প্রাসাদাগ্রাদ্ গৃহাদ্ গৃহম্॥
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য সন্দীপ্তপুচ্ছেন মহতা কপিঃ।
দদাহ লঙ্কামখিলাং সাট্টপ্রাসাদতোরণাম্॥ ৪২॥

হইয়াছ ঐ রামকে সীতার বার্ত্তাইবা কে বিজ্ঞাপন করিবে? অতএব বানরকে বধ অপেক্ষা কোন এক চিহ্নে চিহ্নিত করাই কর্ত্তব্য, বানর এইরূপ চিহ্নিত হইয়া রাম সমীপে গমন করুক; যেরূপ চিহ্ন দর্শন করিয়া শ্রীরাম সুগ্রীবের সহিত সত্বর আগমন করিলে তাহার সহিত তোমার যুদ্ধ হইবে, রাবণ বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাক্ষসগণ! বানরেরা লাঙ্গুলে অত্যন্ত অভিমান করিয়া থাকে অতএব ঘৃতাক্ত বস্ত্র দ্বারা লাঙ্গুল বেষ্টিত করিয়া অগ্নি প্রজ্বালন করত পুরমধ্যে চতুর্দ্দিগে ঘূর্ণিত করিয়া পরিত্যাগ কর. বানরগণ দর্শন করিবে। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

মহাবল অসুরগণ তাহাই কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া ঘৃতাক্ত শণ বস্ত্র পট্ট বস্ত্র ও অন্যান্য নানাপ্রকার বস্ত্র দ্বারা মারুতির লাঙ্গল দৃঢ়রূপে বেষ্টিত করিয়া তদগ্রভাগে কিঞ্চিদ্বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। পরে রজ্জু দ্বারা মারুতিকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া "এই বানর চৌর" এই কথা কহিতে কহিতে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করাইতে লাগিল, এবং নানাবিধ বাদ্যোদম করত পুনঃপুনঃ তাড়ন করিতে আরম্ভ করিল। হনুমান রাবণের কিঞ্চিৎ অনিষ্ট করিবার বাসনায় রাক্ষসের দুঃসহ ব্যাপারও কিঞ্চিৎ কাল সহ্য করিল। পরে পুরীর পশ্চিম দ্বারে গমন করিয়া সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করত রজ্জু বন্ধন হইতে নিঃসৃত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতাকার শরীর ধারণ করিল, অনন্তর পুরদ্বারের উপরিভাগে উল্লম্ফন করিয়া একস্তম্ভ গ্রহণ করত ক্ষণকাল মধ্যে রাক্ষসগণকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল। বুদ্ধিমান মারুতি অপর কি কর্ত্তব্য এইটি বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া প্রাসাদের উপরি ভাগ হইতে প্রতি গৃহে ক্রমশ উল্লম্ফন করত প্রজ্বলিত মহালাঙ্গুলি দ্বারা অট্টালিকা ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী

হা তাত! পুত্র! নাথেতি ক্রন্দমানাঃ সমন্ততঃ।
ব্যাপ্তাঃ প্রাসাদশিখরেঽপ্যারূঢ়া দৈত্যযোষিতঃ॥
দেবতা ইব দৃশ্যন্তে পতন্ত্যঃ পাবকেঽখিলাঃ।
বিভীষণগৃহং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং ভস্মীকৃতং পুরম্। ৪৪।
তত উৎপ্লুত্য জলধৌ হনুমান্মারুতাত্মজঃ।
লাঙ্গূলং মজ্জয়িত্বান্তঃ স্বস্থচিত্তো বভূব সঃ। ৪৫।
বায়োঃ প্রিয়সখিত্বাচ্চ সীতয়া প্রার্থিতোঽনলঃ।
ন দদাহ হরেঃ পুচ্ছং বভূবাত্যন্তশীতলঃ। ৪৬।
যন্নামসংস্মরণধূতসমস্তপাপা-
স্তাপত্রয়ানলমপীহ তরন্তি সদ্যঃ।
তস্যৈব কিং রঘুবরস্য বিশিষ্টদূতঃ
সন্তপ্যতে কথমসৌ প্রকৃতানলেন? । ৪৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

ভস্মসাৎ করিল। বহ্নি পরিব্যাপ্ত হইলে সমস্ত পুরবাসী রাক্ষসগণ হা তাত! হা পুত্র! হা নাথ! ইত্যাকার শব্দ করত চতুর্দ্দিকে রোদন করিতে লাগিল। প্রাসাদ শৃঙ্গোপরি সমারূঢ়া রাক্ষসীগণ অগ্নি মধ্যে নিপতিত হইয়া দেবতা প্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, বিভীষণের গৃহ ব্যতীত সমস্ত লঙ্কাপুরী ভস্মীভূতা হইল। অনন্তর হনুমান মারুতি উল্লম্ফন করিয়া জল মধ্যে লাঙ্গূল নিমগ্ন করত সুস্থ চিত্তানুভব করিল। হনুমান্ বহ্নির প্রিয় সখা প্রযুক্ত বিশেষতঃ সীতা দেবীর প্রার্থনা হেতু অনল মারুতির লাঙ্গূল দহন করে নাই অতএব অত্যন্ত শীতল হইল। যাঁহার নাম স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ নির্ম্মুক্ত হইয়া তৎক্ষনাৎ তাপত্রয়ানল অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ভৌতিক ও দৈবী অনল, সন্তরণ করিতে পারে ঐ রামের প্রধান দূত মারুতি সাধারণ বহ্নি দ্বারা কেন পরিতপ্যমান হইবে? ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ততঃ সীতাং নমস্কৃত্য হনূমানব্রবীদ্বচঃ।
আজ্ঞাপয়তু মাং দেবি! ভবতী রামসন্নিধিম্ ॥১
গচ্ছামি রামস্ত্বাং দ্রষ্টুমাগমিষ্যতি সানুজঃ।
ইত্যুক্ত্বা ত্রিঃ পরিক্রম্য জানকীং মারুতাত্মজঃ ॥২॥
প্রণম্য প্রস্থিতো গন্তুং ইদং বচনমব্রবীৎ।
দেবি! গচ্ছামি ভদ্রং তে তূর্ণং দ্রক্ষ্যসি রাঘবম্ ॥৩
লক্ষ্মণং চ সসুগ্রীবং বানরাযুতকোটিভিঃ।
ততঃ প্রাহ হনূমন্তং জানকী দুঃখকর্শিতা ॥ ৪ ॥
ত্বাং দৃষ্ট্বা বিস্মৃতং দুঃখমিদানীং ত্বং গমিষ্যসি।
ইতঃ পরং কথং বর্ত্তে রামবার্ত্তাশ্রুতিং বিনা? ॥৫

মহাদেব কহিতেছেন।—এই প্রকারে লঙ্কাপুরী ভস্মীকৃতা হইলে মারুতি জগন্মাতা জানকীকে প্রণাম করিয়া কহিল—হে দেবি! আমি শ্রীরাম সন্নিধানে গমন করি আমাকে আজ্ঞা করুন—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে আপনাকে দেখিবার জন্য সত্বর এই স্থানে আগমন করিবেন। এই বলিয়া পবন তনয় সীতাকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিল—হে দেবি! আমি এস্থান হইতে গমন করি, আপনার মনের বাসনা পূর্ণ হইবে, অচির কাল মধ্যেই রাম, লক্ষ্মণ ও অযুত কোটি বানরগণের সহিত সুগ্রীবকে দর্শন করিবেন। অনন্তর জানকী মারুতিকে কহিলেন—হে হনুমন্! আমি তোমাকে দেখিয়া অবধি সমস্ত দুঃখই বিস্মৃত হইয়াছি, এক্ষণে শ্রীরাম সন্নিধানে গমন কর, কিন্তু ইহার পরে জগতের জীবন স্বরূপ শ্রীরামের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিব?। ১। ২। ৩। ৪। ৫।

মারুতিরুবাচ।

যদ্যেবং দেবি! মে স্কন্ধমারোহ ক্ষণমাত্রতঃ।
রামেণ যোজয়িষ্যামি মন্যেসে যদি জানকি!। ৬।
রামঃ সাগরমাশোষ্য বদ্ধা বা শরপঞ্জরৈঃ।

সীতোবাচ।

আগত্য বানরৈঃ সার্দ্ধং হত্বা রাবণমাহবে ॥ ৭ ॥
মাং নয়েদ্যদি রামস্য কীর্ত্তির্ভবতি শাশ্বতী।
অতো গচ্ছ কথং চাপি প্রাণান্ সন্ধারয়াম্যহম্॥
ইতি প্রস্থাপিতো বীরঃ সীতয়া প্রণিপত্য তাম।
জগাম পর্ব্বতস্যাগ্রে গন্তুং পারং মহোদধেঃ ॥ ৯ ॥

মারুতি কহিল—হে দেবি! যদি রাম বিরহে এই প্রকার শোক ব্যাকুলা হয়েন, তবে আমার স্কন্ধোপরি আরোহণ করুন ক্ষণকাল মধ্যেই আপনাকে রামের সহিত মিলন করাইয়া শোকানল নির্ব্বাণ করিব।

সীতা কহিলেন—হে পবনাত্মজ! যদি তোমার স্কন্ধারোহণ পূর্ব্বক রাম সন্নিধানে গমন করি তাহা হইলে রামের অন্তঃকরণ আমার প্রতি কুৎসা প্রবর্ত্তমানা হইবে—শ্রীরাম কহিবেন যে অবলা জানকী স্ত্রী হইয়া বানরের স্কন্ধারোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছে—হে ভ্রাতঃ! স্ত্রী জাতির দৌরাত্ম্য দর্শন কর—হে বানরসত্তম! তোমার স্কন্ধারোহণ করিয়া গমন না করিবার জন্য কারণও কহিতেছি শ্রবণ কর। যদি শ্রীরাম এই মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়া বানরগণের সহিত এস্থানে আগমন পূর্ব্বক শর সমূহ

তত্র গত্বা মহাসত্ত্বঃ পাদাভ্যাং পীড়য়ন্ গিরিম্।
জগাম বায়ুবেগেন পর্ব্বতশ্চ মহীতলম্। ১০।
ততো মহীসমানত্বং ত্রিংশদ্যোজনমুচ্ছ্রিতঃ।
মারুতির্গগনাস্তস্থো মহাশব্দং চকার সঃ। ১১ ॥
তং শ্রুত্বা বানরাঃ সর্ব্বে জ্ঞাত্বা মারুতিমাগতম্।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টাঃ শব্দং চক্রুর্মহাস্বনম্। ১২।
শব্দেনৈব বিজানীমঃ কৃতকার্য্যঃ সমাগতঃ।
হনুমানেব পশ্যধ্বং বানরা বানরর্ষভম্ ॥ ১৩ ॥
এবং ব্রুবৎসু বীরেষু বানরেষু স মারুতিঃ।
অবতীর্য্য গিরের্মূর্দ্ধ্নি বানরানিদমব্রবীৎ। ১৪।
দৃষ্ট্বা সীতা ময়া লঙ্কা ধর্ষিতা চ সকাননা।
সম্ভাষিতো দশগ্রীবস্ততোঽহং পুনরাগতঃ ॥ ১৫ ॥
ইদানীমেব গচ্ছামো রামসুগ্রীবসন্নিধিম্।
ইত্যুক্ত্বা বানরাঃ সর্ব্বে হর্ষেণালিঙ্গ্য মারুতিম্। ১৬।
কেচিচ্চুচুম্বুর্লাঙ্গুলং ননৃতুঃ কেচিদুৎসুকাঃ।
হনুমতা সমেতাস্তে জগ্মুঃ প্রস্রবণং গিরিম্। ১৭।
গচ্ছন্তো দদৃশুর্ব্বীরা বনং সুগ্রীবরক্ষিতম্।
মধুসংজ্ঞং তদা প্রাহুরঙ্গদং বানরর্ষভাঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষুধিতাঃ স্মো বয়ং বীর! দেহ্যনুজ্ঞাং মহামতে!
ভক্ষয়ামঃ ফলান্যদ্য পিবামোঽমৃতবন্মধু। ১৯।
সন্তুষ্টা রাঘবং দ্রষ্টুং গচ্ছামোঽদ্যৈব সানুজম্। ২০

দ্বারা যুদ্ধ করিয়া সবংশ দশাননকে বিনাশ করিয়া আমাকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে ত্রিভুবনে রামের চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইবে। অতএব হে কপিবর! তুমি রামের নিকট গমন কর কোন রূপে ক্লেশের সহিত জীবন ধারণ করিব। এই প্রকার সীতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া হনুমান্ সীতাকে প্রণিপাত করিয়া সমুদ্রের উত্তর পারে গমন করিবার জন্য পর্ব্বতের অগ্রভাগে গমন করিল, মহাবল মারুতি ঐ পর্ব্বতে গমন করত পাদ দ্বারা পর্ব্বতকে পীড়িত করিয়া উল্লম্ফন করত বায়ুবেগে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া গমন করিল, ঐ সময় ত্রিংশৎ যোজন সমুন্নত পর্ব্বত মারুতির পাদভরে নত হইয়া পৃথ্বীতলের সমভাবাপন্ন হইল। মারুতি আকাশপথে উত্থিত হইয়া ঘোরতর নিনাদ করিল, ঐ নিনাদ ধ্বনি শ্রবণে মারুতি সমাগত হইতেছে নিশ্চয় করিয়া বানরগণ অতিশয় হৃষ্ট চিত্তে প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—আমরা ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া কৃতকার্য্য মারুতি সমাগত হইয়াছে নিশ্চয় করিতেছি, হে বানরগণ এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে দর্শন কর, ইত্যবসরে মারুতি পর্ব্বতোপরিভাগে আনন্দিত চিত্তে এই প্রকার ভাষ্যমান্ বানরগণ মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে কহিল—হে কপিগণ! আমি জনকনন্দিনী সীতাকে দর্শন করিয়া আসিয়াছি এবং কাননের সহিত লঙ্কাপুরী ভস্মীভূতা হইয়াছে, পরে দশাননকে সম্ভাষণ করিয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা সকলে মিলিত হইয়া শ্রীরাম ও সুগ্রীবের সন্নিধানে গমন করিব, বানরগণ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ মানসে মারুতিকে আলিঙ্গন করিয়া লাঙ্গুলে চুম্বন করিতে লাগিল, কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিল। পরে মারুতির সহিত বানরগণ প্রস্রবণ পর্ব্বতে গমন করত কপিরাজ সুগ্রীব সংরক্ষিত মধু বন দর্শন করিয়া যুবরাজ অঙ্গদকে কহিল—হে বীর! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধা পীড়িত হইয়াছি—আজ্ঞা করুন অদ্য নানা প্রকার ফল ভক্ষণ ও মধু পান করিয়া সন্তোষ চিত্তে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার জন্য গমন করি। ।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২। ১৩। ১৪।১৫। ১৬। ।১৭।১৮।১৯।২০।

অঙ্গদ উবাচ।

হনূমান্ কৃতকার্য্যোঽয়ং পিবন্তেতৎপ্রসাদতঃ।
ভক্ষধ্বং ফলমূলানি ত্বরিতং হরিসত্তমাঃ। ২১।
ততঃ প্রবিশ্য হরয়ঃ পাতুমারেভিরে মধু।
রক্ষিণস্তাননাদৃত্য দধিবক্ত্রেণ নোদিতান্। ২২।
পিবতস্তাড়য়ামাসুর্ব্বানরান্ বানরর্ষভাঃ।
ততস্তাম্ মুষ্টিভিঃ পাদৈশ্চূর্ণয়িত্বা পপুর্মধু। ২৩।
বানরান্ রুরুধুঃ সর্ব্বান্ নিজঘ্নুশ্চাপি ভূরুহৈঃ।
ততঃ সর্ব্বে মহৌজস্কা ধৃত্বাদধিমুখং কপি। ২৪।
ব্যপোথয়ন্ ধরণ্যাং বৈ দধিবক্ত্রস্যচাননম্।
চপেটৈর্মুষ্টিভিশ্চাপি ভৃশং জঘ্নুঃ কপীশ্বরাঃ॥ ২৫
ততঃ কৃচ্ছাৎ সমুত্থায় কপি পোথিত বক্ত্রকঃ।
ততো দধিমুখঃ ক্রুদ্ধঃ সুগ্রীবস্য স মাতুলঃ।
জগাম রক্ষিভিঃ সার্দ্ধং যত্র রাজা কপীশ্বরঃ॥ ২৬॥
গত্বা তমব্রবীদ্দেব! চিরকালাভিরক্ষিতম্।
নষ্টং মধুবনং তেঽদ্য কুমারেণ হনুমতা॥ ২৭॥
শ্রুত্বা দধিমুখেনোক্তং সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ।
দৃষ্টা গতো ন সন্দেহঃ সীতাং পবননন্দনঃ॥ ২৮॥
নো চেন্মধুবনং দ্রষ্টুং সমর্থঃ কো ভবেন্মম।
তত্রাপি বায়ুপুত্রেণ কৃতং কার্য্যং ন সংশয়ঃ। ২৯।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং হৃষ্টো রামস্তমব্রবীৎ।
কিমুচ্যতে ত্বয়া রাজন্! বচঃ সীতা কথান্বিতম্?॥
সুগ্রীবস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং দেব! দৃষ্টাবনীসুতা।
হনুমৎপ্রমুখাঃ সর্ব্বে প্রবিষ্টা মধুকাননম্। ৩১।

অনন্তর যুবরাজ অঙ্গদ কহিলেন—হে হরিসত্তমগণ! হনুমান্ সীতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া সমাগত হইয়াছে এক্ষণে সেই জন্য অমৃতোপম মধুপান এবং নানা প্রকার সুপক্ক ফল মূল ভক্ষণ কর। অনন্তর বানরগণ বন-রক্ষক বানরগণকে অনাদর পূর্ব্বক বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া অমৃতোপম মধু পান করিতে আরম্ভ করিল, ঐ সময় বন-রক্ষক বানরগণ দধিমুখের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মধুপায়ী বানরগণকে তাড়ন করিতে লাগিল। পরে তাড়িত বানরেরা মুষ্টি ও পদাঘাত দ্বারা রক্ষকগণকে চূর্ণায়মান করিয়া ঐ মধুপান করিতে লাগিল। অনন্তর দধিমুখ ও অন্যান্য রক্ষকগণ দ্রুত বেগে গমন করিয়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত মধুপায়ী বানরগণকে রোষ পূর্ব্বক বৃক্ষ দ্বারা তাড়ন করিতে লাগিল। পরে মহাবল মারুতি প্রভৃতি বানরগণ দধিমুখকে ধারণ করিয়া ধরণীতলে তাহার মুখ নিষ্পেষণ করিল। অনন্তর পীড়িত বক্ত্র দধিমুখ ক্লেশ ক্রমে ধরণী হইতে সমুত্থিত হইয়া অতিশয় ক্রোধ পূর্ব্বক রক্ষকগণের সহিত কপিরাজ সুগ্রীব সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল—হে দেব! যুবরাজ অঙ্গদ ও মারুতি কর্ত্তৃক চিররক্ষিত মধুবন বিনাশিত হইয়াছে। দধিমুখের বাক্য শ্রবণে কপিরাজ প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিল—মারুতি নিশ্চয়ই সীতাকে সন্দর্শন করিয়া সমাগত হইয়াছে, নতুবা আমার মধুবন বিনাশ করিতে কোন্ জন সমর্থ হইবে? দূতাগ্রগণ্য বায়ুতনয় নিশ্চয়ই সীতাপহারকের অনিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

শ্রীরাম সুগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাহ্লাদচিত্তে কহিলেন—হে রাজন্! আমার প্রাণাধিকা সীতার কথা কি কহিতেছিলেন? সুগ্রীব কহিল—হে দেব! সীতাকে দর্শন পূর্ব্বক মারুতি প্রভৃতি প্রত্যাগত বানরগণ মধুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বনরক্ষক বানরগণকে তাড়ন করত ফল মূল সমস্ত ভক্ষণ

ভক্ষয়ন্তি স্ম সকলং তাড়য়ন্তি স্ম রক্ষিণঃ।
অকৃত্বা দেব! কার্য্যং তে ভ্রষ্টুং মধুবনং মম। ৩২॥
ন সমর্থাস্ততো দেবী দৃষ্টা সীতেতি নিশ্চিতম্।
রক্ষিণো বো দ্রুতং যান্তু গত্বা ব্রুত মমাজ্ঞয়া। ৩৩।
বানরানঙ্গদমুখানানয়ধ্বং মমান্তিকম্।
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং গত্বা তে বায়ুবেগতঃ। ৩৪।
হনুমৎপ্রমুখানূচুর্গচ্ছতেশ্বরশাসনাৎ।
দ্রষ্টুমিচ্ছতি সুগ্রীবঃ স রামো লক্ষ্মণান্বিতঃ। ৩৫।
যুষ্মানতীব হৃষ্টাস্তে ত্বরয়ন্তি মহাবলাঃ।
তথেত্যম্বরমাসাদ্য যযুস্তে বানরোত্তমাঃ॥ ৩৬॥
হনূমন্তং পুরস্কৃত্য যুবরাজং তথাঙ্গদম্।
রামসুগ্রীবয়োরগ্রে নিপেতুর্ভুবি সত্বরম্। ৩৭।

হনূমান্ রাঘবং প্রাহ দৃষ্টা সীতা নিরাময়া।
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্যাগ্রে রামং পশ্চাদ্ধরীশ্বরম্। ৩৮
কুশলং প্রাহ রাজেন্দ্র! জানকী ত্বাং শুচান্বিতা।
অশোকবনিকামধ্যে শিংশপামূলমাশ্রিতা॥ ৩৯॥
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা নিরাহারা কৃশা প্রভো!।
হা রাম! রামরামেতি শোচন্তী মলিনাম্বরা। ৪০।
একবেণী ময়া দৃষ্টা শনৈরাশ্বাসিতা শুভা।
বৃক্ষশাখান্তরে স্থিত্বা সূক্ষ্মরূপেণ তে কথাম্॥ ৪১॥
জন্মারভ্য তবাত্যর্থং দণ্ডকাগমনং তথা।
দশাননেন হরণং জানক্যা রহিতে ত্বয়ি॥ ৪২॥
সুগ্রীবেণ যথা মৈত্রী কৃত্বা বালিনিবর্হণম্।
মার্গণার্থং চ বৈদেহ্যাঃ সুগ্রীবেণ বিসর্জিতাঃ॥ ৪৩॥
মহাবলা মহাসত্ত্বা হরয়ো জিতকাশিনঃ।
গতাঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বে বৈ তত্রৈকোঽহমিহাগতঃ॥ ৪৪।

করিয়াছে, যেহেতু কপিগণ আপনার কার্য্য সম্পাদন না করিয়া মধুবন বিনাশ করিতে কখনই সমর্থ হয় না, অতএব কপিগণ সীতাকে নিশ্চয়ই সন্দর্শন করিয়াছে। পরে সুগ্রীব রক্ষকগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল—হে রক্ষকগণ! তোমরা নির্ভয়ে গমন করিয়া অঙ্গদপ্রভৃতি বানরগণকে আমার সন্নিধানে আনয়ন কর—কপিরাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া রক্ষকগণ বায়ুবেগে গমন পূর্ব্বক বানরগণকে কহিল—হে বানরগণ! কপীশ্বর সুগ্রীবের আদেশানুসারে রাজ সন্নিধানে গমন কর, সুগ্রীব শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ তোমাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন ও তোমাদিগকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। পরে বানরগণ মারুতি ও অঙ্গদকে অগ্রেসর করিয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে গমন পূর্ব্বক শ্রীরাম ও সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হইল। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

অনন্তর মারুতি শ্রীরাম ও সুগ্রীবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিল—আমি নিরাময়া সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছি হে রাজেন্দ্র! শোকান্বিতা জানকী আপনাকে কুশল বার্ত্তা কহিয়াছেন, হে প্রভো! অশোক বন মধ্যে শিংশপাবৃক্ষের মূলবর্ত্তিনী রাক্ষসী পরিবৃতা, নিরাহারা, কৃশা হা রাম! হা রাম! ইত্যাকার শব্দায়মানা, মলিন বসনা, কোন কোন রাক্ষসী কর্ত্তৃক আশ্বাসিতা সীতাকে দেখিয়া সূক্ষ্ম রূপ ধারণ পূর্ব্বক বৃক্ষের শাখা মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া জন্মাবধি রাম বৃত্তান্ত, রামের দণ্ডকারণ্যে সমাগমন ও রাম বিহীন বন হইতে দশানন কর্ত্তৃক জানকীর হরণ বৃত্তান্ত, সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা পূর্ব্বক রাম কর্ত্তৃক বালীর নিধন বার্ত্তা, সীতার অন্বেষনার্থ সুগ্রীব কর্ত্তৃক মহাবল বানরগণকে নানা দেশে প্রেরণ বার্ত্তা, ঐ বানরগণ মধ্যে সুগ্রীবের মন্ত্রী

অহং সুগ্রীবসচিবো দাসোঽহং রাঘবস্য হি।
দৃষ্ট্বা যজ্জানকী ভাগ্যাৎপ্রয়াসঃ ফলিতোঽদ্য মে॥
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য সীতা বিস্ফারিতেক্ষণা।
কেন বা কর্ণপীযূষং শ্রাবিতং মে শুভাক্ষরম্ ॥৪৬॥
যদি সত্যং তদা যাতু মদ্দর্শনপথং তু সঃ।
ততোঽহং বানরাকারঃ সূক্ষ্মরূপেণ জানকীম্ ।৪৭।
প্রণম্য প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দূরাদেব স্থিতঃ প্রভো!।
পৃষ্টোঽহং সীতয়া কস্ত্বমিত্যাদিমহ্যবিস্তরম্ ॥ ৪৮ ॥
ময়া সর্ব্বং ক্রমেণৈব বিজ্ঞাপিতমরিন্দম!।
পশ্চান্ময়ার্পিতং দেব্যৈ ভবদ্দত্তাঙ্গুলীয়কম্। ৪৯
তেন সামতিবিশ্বস্তা বচনং চেদমব্রবীৎ।
যথা দৃষ্টাস্মি হনুমন্! পীড্যমানা দিবানিশম্ ॥ ৫০
রাক্ষসীনাং তর্জ্জনৈস্তৎসর্ব্বং কথয় রাঘবে।
ময়োক্তং দেবি! রামোঽপি ত্বচ্চিন্তাপরিনিষ্ঠিতঃ॥
পরিশোচত্যহোরাত্রং ত্বদ্বার্ত্তাং নাধিগম্য সঃ।
ইদানীমেব গত্বাহং স্থিতিং রামায় তে ব্রুবে ॥ ৫২
রামঃ শ্রবণমাত্রেণ সুগ্রীবেণ সলক্ষ্মণঃ।
বানরানীকপৈঃ সার্দ্ধমাগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্ । ৫৩
রাবণং সকুলং হত্বা নেষ্যতি ত্বাং স্বকম্পুরম্
অভিজ্ঞাং দেহি মে দেবি! যথা মাং বিশ্বসেদ্বিভুঃ
ইত্যুক্তা সা শিরোরত্নং চূড়াপাশে স্থিতং প্রিয়ম্।
দত্ত্বা কাকেন যদ্বৃত্তং চিত্রকূটগিরৌ পুরা। ৫৫।

শ্রীরামের দাস আমি এক বানর এই লঙ্কাপুরীতে সমাগত হইয়াছি, যেহেতু ভাগ্য বশতঃ সীতাকে দেখিয়াছি এবং অদ্য ভাগ্যবশতঃ আপনাকে দেখিয়া আমার আগমন সফল হইয়াছে, এই রূপ বাক্যাবলী কহিয়াছিলাম। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

চঞ্চল নয়না জানকী মারুতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—কর্ণপীযুষ স্বরূপ রাম নামান্বিত এই শুভ বাক্য কে আমাকে শ্রবণ করাইল? যদি সত্যই শ্রীরামের বর্ত্তাবহ কোন বানর সমাগত হইয়া থাকে তবে আমার দৃষ্টি পথে সমাগত হইয়া অবস্থিতি করুক। হে প্রভো! পরে ক্ষুদ্র বানররূপ ধারণ করিয়া সীতার দৃষ্টিগোচর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থিত রহিলাম। অনন্তর তুমি কে, কোথা হইতে সমাগত হইয়াছ এইরূপে জানকী আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিলেন। হে অরিন্দম! পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃত্তান্ত সীতাকে বিজ্ঞাপন করিয়া ঐ রাম নামাঙ্কিত সুবর্ণাঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলাম। অনন্তর অতিশয় বিশ্বাস পূর্ব্বক জানকী আমাকে কহিলেন—হে হনুমন্! দিবারাত্র রাক্ষসী কর্ত্তৃক ভর্ৎসিতা হইয়া আমি যে প্রকারে কালাতিপাত করিতেছি তাহা শ্রীরামের নিকট সমস্ত জানাইবে। আমি কহিলাম—হে দেবি! তোমার চিন্তাপরায়ণ শ্রীরামচন্দ্রও আপনার সংবাদ প্রাপ্ত না হইয়া দিবা রাত্র শোক ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছেন অতএব অদ্যই আমি গমন করিয়া আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীরামের নিকট অবগত করিব। রামচন্দ্র শ্রবণ মাত্রই লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও অন্যান্য বীরগণের সহিত তৎ সন্নিধানে আগমন করিয়া সবংশ রাবণকে বিনাশ করত আপনাকে স্বকীয় পুরে লইয়া যাইবেন। হে দেবি! প্রভু শ্রীরাম যদ্দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বাস করিতে পারেন এইরূপ একটি চিহ্ন আমাকে প্রদান করুন। পরে চূড়া পার্শ্বস্থ অতি মনোহর শিরোরত্ন আমাকে প্রদান করিলেন—সজল নয়না জানকী চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরিভাগের কাকের বৃত্তান্তও

তদপ্যাহাশ্রুপূর্ণাক্ষী কুশলং ব্রূহি রাঘবম্।
লক্ষ্মণং ব্রূহি মে কিঞ্চিদ্দুরুক্তং ভাষিতং পুরা ॥৫৬
তৎ ক্ষমস্বাজ্ঞভাবেন ভাষিতং কুলনন্দন !।
তারয়েন্মাং যথা রামস্তথা কুরু কৃপান্বিতঃ। ৫৭।
ইত্যুক্ত্বা রুদতী সীতা দুঃখেন মহতাবৃতা।
ময়াপ্যাশ্বাসিতা রাম ! বদতা সর্ব্বমেব তে ॥ ৫৮
ততঃ প্রস্থাপিতো রাম ! ত্বৎসমীপমিহাগতঃ।
তদাগমনবেলায়াং অশোকবনিকাং প্রিয়াম্ ॥৫৯॥
উৎপাট্য রাক্ষসাংস্তত্র বহূন্ হত্বা ক্ষণাদহম্।
রাবণস্য সুতং হত্বা রাবণেনাভিভাষ্য চ ॥ ৬০ ॥
লঙ্কামশেষতো দগ্ধ্বা পুনরপ্যাগমং ক্ষণাৎ।
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামোঽত্যন্তপ্রহৃষ্টধীঃ ॥৬১
হনুমংস্তে কৃতং কার্য্যং দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
উপকারং ন পশ্যামি তব প্রত্যুপকারিণঃ ॥ ৬২ ॥
ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বস্বং মম মারুতে !।
ইত্যালিঙ্গ্য সমাকৃষ্য গাঢ়ং বানরপুঙ্গবম্ ॥ ৬৩ ॥
সার্দ্রনেত্রো রঘুশ্রেষ্ঠঃ পরাং প্রীতিমবাপ সঃ।
হনুমন্তমুবাচেদং রাঘবো ভক্তবৎসলঃ ॥ ৬৪ ॥
পরিরম্ভো হি মে লোকে দুর্লভঃ পরমাত্মন।
অতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি প্রিয়োঽসি হরিপুঙ্গবঃ! ৬৫

যৎপাদপদ্মযুগলং তুলসীদলাদ্যৈঃ
সম্পূজ্য বিষ্ণুপদবীমতুলাং প্রয়ান্তি।
তেনৈব কিং পুনরসৌ পরিরব্ধমূর্ত্তী
রামেণ বায়ুতনয়ঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ ? ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোধ্যায়ঃ।

বলিয়া কহিলেন—হে মারুতে ! শ্রীরামকে আমার মঙ্গল বিজ্ঞাপন করিবে এবং কুলনন্দন লক্ষ্মণকে কহিবে—আমি পূর্ব্বে অজ্ঞানত্ব বশতঃ যে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি তাহা ক্ষমা করেন এবং দয়াময় রামচন্দ্র যে প্রকারে হউক সত্বর আমাকে এই দুঃখার্ণব হইতে মুক্ত করেন আমার এই নিবেদন জানাইবে। হে রঘুত্তম ! অতি দুঃখিতা জনকনন্দিনী আমাকে এইরূপ কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমি নানা প্রকার বাক্য দ্বারা সীতাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিবার সময় রাবণের প্রিয়তম অশোক বন উৎপাটন পূর্ব্বক রাবণ তনয় অক্ষকুমার ও অন্যান্য রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া রাবণের সহিত আলাপ করনানন্তর সমস্ত লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে সমাগত হইয়াছি। মারুতির এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রামচন্দ্র কহিলেন—হে মারুতে ! তুমি দেবতাদিগেরও দুঃসাধ্য সমুদ্র লঙ্ঘনাদি নানা প্রকার উপকার করিয়াছ, এক্ষণে কোন বস্তু দ্বারা তোমার প্রত্যুপকার করিব? তোমাকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিলাম। পরে কপিবর মারুতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সজল নয়ন রঘুবর অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন—হে বানরোত্তম ! তুমি আমার প্রিয়তম ভক্ত হইয়াছ সেই কারণে পরমাত্মা স্বরূপ আমার দুর্লভ আলিঙ্গন লাভ করিয়াছ। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

অনন্তর মহাদেব কহিলেন—যাঁহার পদাম্বুজ দ্বয় তুলসী, পুষ্প, চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া মুনিগণ বিষ্ণুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেই রাম কর্ত্তৃক কি কৃতপুণ্যরাশি এই বায়ুতনয় সমালিঙ্গিত হইল। ৬৪। ৬৫। ৬৬।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
সুন্দরাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে সুন্দরাকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ

যুদ্ধকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যথাবদ্ভাষিতং বাক্যং শ্রুত্বা রামো হনূমতঃ।
উবাচানন্তরং বাক্যং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ ॥ ১ ॥
কার্য্যং কৃতং হনূমতা দেবৈরপি সুদুষ্করম্।
মনসাপি যদন্যেন স্মর্ত্তুং শক্যং ন ভূতলে ॥ ২ ॥
শতযোজনবিস্তীর্ণং লঙ্ঘয়েৎকঃ পয়োনিধিম্।
লঙ্কাঞ্চ রাক্ষসৈর্গুপ্তাং কো বা ধর্ষয়িতুং ক্ষমঃ ॥৩॥
ভৃত্যকার্য্যং হনূমতা কৃতং সর্ব্বমশেষতঃ।
সুগ্রীবস্যেদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৪।
অহং চ রঘুবংশশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কপীশ্বরঃ।
জানক্যা দর্শনেনাদ্য রক্ষিতাং স্মো হনূমতা ॥ ৫ ॥
সর্ব্বথা সুকৃতং কার্য্যং জানক্যাঃ পরিমার্গণম্।
সমুদ্রং মনসা স্মৃত্বা সীদতীব মনো মম। ৬ ॥
কথং নক্রঝষাকীর্ণং সমুদ্রং শতযোজনম্।
লঙ্ঘয়িত্বা রিপুং হন্যাং কথং দ্রক্ষ্যামি জানকীম্ ? ॥ ৭
শ্রুত্বা তু রামবচনং সুগ্রীবঃ প্রাহ রাঘবম্।
সমুদ্রং লঙ্ঘয়িষ্যামো মহানক্রঝষাকুলম্॥ ৮ ॥
লঙ্কাঞ্চ বিধমিষ্যামো হনিষ্যামোঽদ্য রাবণম্।
চিন্তাস্ত্যজ রঘুশ্রেষ্ঠ ! চিন্তা কার্য্যবিনাশিনী ॥ ৯ ॥

মহাদেব কহিলেন—শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর যার পর নাই হর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন—দেবতারা যে কার্য্য মহা কষ্টে সম্পাদন করিতে পারেন, অদ্য সেই কার্য্য মারুতি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে, ধরণীমণ্ডলে অপর কেহ মনে মনেও চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না. কোন্ ব্যক্তি এই শত যোজন পরিমিত মহাসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কা ও রাক্ষস সমূহ ধ্বংশ করিতে সমর্থ হইত ? পবন-তনয় সর্ব্ব বিধায়ে ভৃত্যের কার্য্য সমাধা করিয়াছে—অতএব ইহলোকে সুগ্রীবের ন্যায় ভৃত্য কাহার কখন হয় নাই এবং কখন হইবেও না। অদ্য হনুমান্ জানকী দর্শন করিয়া আমাকে রঘুবংশ, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে রক্ষা করিয়াছে। আপাততঃ জানকী দর্শন কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু আমার মন সমুদ্র স্মরণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইতেছে, শত যোজন বিস্তৃত ও নক্রাদি সমাকীর্ণ এই সমুদ্র কিরূপে উত্তীর্ণ হইয়া বসুন্ধরা-কন্যা জানকীকে বা কি প্রকারে দর্শন করিব ? কপীশ্বর সুগ্রীব শ্রীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি মহানক্রাদি পূর্ণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিব, হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করুন—কারণ চিন্তা কার্য্য বিনাশিনী,

এতান্ পশ্য মহাসত্ত্বান্ শূরান্ বানরপুঙ্গবান্।
ত্বৎপ্রিয়ার্থং সমুদ্যুক্তান্ প্রবেষ্টুমপি পাবকম্ ॥১০
সমুদ্রতরণে বুদ্ধিং কুরুষ্ব প্রথমং ততঃ।
দৃষ্ট্বা লঙ্কাং দশগ্রীবো হত ইত্যেব মন্মহে। ১১।
নহি পশ্যাম্যহং কঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু রাঘব!।
গৃহীতধনুষো যস্তে তিষ্ঠেদভিমুখো রণে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বথা নো জয়ো রাম! ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি তথাভূতানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৩ ॥
সুগ্রীববচনং শ্রুত্বা ভক্তিবীর্য্যসমন্বিতম্।
অঙ্গীকৃত্যাব্রবীদ্রামো হনূমন্তং পুরঃস্থিতম্। ১৪।
যেন কেন প্রকারেণ লঙ্ঘয়ামো মহার্ণবম্।
লঙ্কাস্বরূপং মে ব্রূহি দুঃসাধ্যং দেবদানবৈঃ ॥১৫॥
জ্ঞাত্বা তস্য প্রতীকারং করিষ্যামি কপীশ্বর!।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং হনূমান্ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১৬ ॥
উবাচ প্রাঞ্জলির্দেব। যথাদৃষ্টং ব্রবীমি তে।
লঙ্কা দিব্যা পুরী দেব! ত্রিকূটশিখরে স্থিতা ॥ ১৭
স্বর্ণপ্রাকারসহিতা স্বর্ণাট্টালকসংযুতা।
পরিখাভিঃ পরিবৃতা পূর্ণাভির্নির্ম্মলোদকৈঃ ॥ ১৮ ॥
নানোপবনশোভাঢ্যা দিব্যবাপীভিরাবৃতা।
গৃহৈর্ব্বিচিত্রশোভাঢ্যৈর্মণিস্তম্ভময়ৈঃ শুভৈঃ। ১৯!
পশ্চিমদ্বারমাসাদ্য গজবাহাঃ সহস্রশঃ।
উত্তরে দ্বারি তিষ্ঠন্তি সাশ্ববাহাঃ সপত্তয়ঃ ॥ ২০ ॥
তিষ্ঠন্ত্যর্ব্বুদসংখ্যাকাঃ প্রাচ্যামপি তথৈব চ।
রক্ষিণো রাক্ষসা বীরা দ্বারং দক্ষিণমাশ্রিতাঃ ॥ ২১

আমি লঙ্কা বিধ্বংস করিয়া রাবণকে বিনাশ করিব—দেখুন এই সমস্ত মহাসত্ত্ব অমিত তেজা বানর শ্রেষ্ঠ আপনার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য জলন্ত পাবক মধ্যে প্রবেশ করিতেও সমুদ্যত আছে—হে মহামতে! প্রথমতঃ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য উপায় দেখুন—পরে লঙ্কা পরিদর্শন করিয়া দশগ্রীবকে বিনাশ করিব ইহা আমরা নিশ্চয় করিয়াছি। ১। ২। ৩। । ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

হে রাঘব! স্বর্গ, মর্ত্ত পাতাল এই ত্রিভুবন মধ্যে কোন জনই ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া আপনার সহিত সমরে অগ্রবর্ত্তী হইবে এরূপ নয়ন গোচর হয় না। হে রামচন্দ্র! আমি সকল বিষয়েই মঙ্গল দেখিতেছি—আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে জয় লাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র ভক্তি ও বীর্য্য পূর্ণ সুগ্রীব-বচন শ্রবণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী হনুমান্ সমক্ষে অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন—মহার্ণব শোষণ করিয়াই হউক—বা সেতু বন্ধন করিয়াই হউক—বা দেব দানবগণ সহ দুঃসাধ্য যুদ্ধে প্রবেশ করিয়াই হউক—যে কোন উপায়ে মহাসমুদ্র উত্তীর্ণ হইব। অতএব এক্ষণে লঙ্কার স্বরূপ তত্ত্ব বর্ণন কর—হে কপীশ্বর! ঐ সমস্ত অবগত হইয়া আমি প্রতিবিধান করিব। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬

হনুমান্ শ্রীরাম বাক্য শ্রবণ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনয় সহকারে কহিল—হে দেব! আমি যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই বর্ণন করিব, লঙ্কা স্বর্গ তুল্য পুরী, ত্রিকূট পর্ব্বত-শিখরে অবস্থিতা, সুবর্ণ নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিতা, স্বর্ণাট্টালিকায় পরিপূর্ণা, নির্ম্মল সলিলপূর্ণা পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিতা, নানা উপবন পরিশোভিতা, উত্তম সোপানযুক্ত দিব্যবাপী পরিবৃতা মণিময় স্তম্ভ বিশিষ্ট গৃহ সমূহের বিচিত্র শোভায় সুশোভিতা হে দেব! লঙ্কার পশ্চিম দ্বারে সহস্র সংখ্যক হস্তী, উত্তর দ্বারে ঘোটক, পূর্ব্বদ্বারে অর্ব্বুদ সংখ্যক হয় হস্তী এবং দক্ষিণ দ্বারে

মধ্যকক্ষেঽপ্যসংখ্যাতা গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
রক্ষয়ন্তি সদা লঙ্কাং নানাস্ত্রকুশলাঃ প্রভো! ।২২।
সংক্রমৈর্ব্বিবিধৈর্লঙ্কা শতঘ্নীভিশ্চ সংবৃতা।
এবং স্থিতেঽপি দেবেশ! শৃণু মে তত্র চেষ্টিতম্॥
দশাননবলৌঘস্য চতুর্থাংশো ময়া হতঃ।
দগ্ধ্বা লঙ্কাং পুরীং স্বর্ণপ্রাসাদো ধর্ষিতো ময়া ॥২৪
শতঘ্ন্যঃ সংক্রমাশ্চৈব নাশিতা মে রঘূত্তম!।
দেব! ত্বদ্দর্শনাদেব লঙ্কা ভস্মীকৃতা ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
প্রস্থানং কুরু দেবেশ! গচ্ছামো লবণাম্বুধেঃ।
তীরং সহ মহাবীরৈর্ব্বানরৌঘৈঃ সমন্ততঃ ॥ ২৬ ॥
শ্রুত্বা হনূমতো বাক্যমুবাচ রঘুনন্দনঃ।
সুগ্রীব সৈনিকান্ সর্ব্বান্ প্রস্থানায়াভিনোদয় ॥ ২৭।
ইদানীমেব বিজয়ো মুহূর্ত্তঃ পরিবর্ত্ততে।
অস্মিন্মুহূর্ত্তে গত্বাহং লঙ্কাং রাক্ষসসঙ্কুলাম্॥ ২৮॥
সপ্রাকারাং সুদুর্ধর্ষাং নাশয়ামি সরাবণাম্।
আনেষ্যামি চ সীতাং মে দক্ষিণাক্ষি স্ফুরত্যধঃ॥
প্রয়াতু বাহিনী সর্ব্বা বানরাণাস্তরস্বিনাম্।
রক্ষন্তু যূথপাঃ সেনামগ্রে পৃষ্ঠে চ পার্শ্বয়োঃ ॥ ৩০॥
হনূমন্তমথারুহ্য গচ্ছাম্যগ্রেঽঙ্গদং ততঃ।
আরুহ্য লক্ষ্মণো যাতু সুগ্রীব! ত্বং ময়া সহ ॥ ৩১॥
গজো গবাক্ষো গবয়ো মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।
নলো নীলঃ সুষেণশ্চ জাম্ববাংশ্চ তথাপরে ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বে গচ্ছন্তু সর্ব্বত্র সেনাপাঃ শত্রুঘাতিনঃ।
ইত্যাজ্ঞাপ্য হরীন্ রামঃ প্রতস্থে সহলক্ষ্মণঃ ॥ ৩৩

মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থিত হইয়া লঙ্কাপুরী সতত রক্ষা করিতেছে। হে প্রভো! পুরীর কক্ষ মধ্যে নানাস্ত্র কুশলী, অসংখ্য গজাশ্ব, রথী, পদাতী সর্ব্বদাই লঙ্কা রক্ষা করিতেছে। হে দেবেশ! বিবিধ শতঘ্নী সংযুক্ত থাকিলেও আমি লঙ্কা মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। ১৭। ১৮। ।১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩

আমি দশাননের চতুর্থাংশ বল বিনাশ করিয়াছি এবং লঙ্কা দগ্ধ করিয়া স্বর্ণাট্টালিকা উৎপাটন করিয়াছি, হে রঘূত্তম! শতঘ্ন সম্বলিত সিংহ দ্বার আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। হে দেব! আপনি দর্শন করিবা মাত্র লঙ্কা ভস্মীভূতা হইবে, অতএব গমনোদ্যম করুন, আমরাও মহাবলশালী বানরগণ সমভিব্যাহারে লবণ সমুদ্র তীরে গমন করি। রঘুনন্দন হনুমান বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে হনুমন্! সুগ্রীব-সৈন্য সমূহকে লঙ্কা গমনের নিমিত্ত আহ্বান কর, এখনই বিজয় লাভ হইবে—রাক্ষসপূর্ণ প্রাকার বেষ্টিত লঙ্কাপুরীতে মুহূর্ত্ত মধ্যে গমন করিয়া সবংশ রাবণকে বিনাশ করণানন্তর আমার সীতাকে আনয়ন করিব, যেহেতু আমার দক্ষিণাক্ষি ও অধঃ স্ফুরিত হইতেছে। বানর সৈন্য সমস্ত লঙ্কাপুরী গমন করুক এবং জম্বুবান সদৃশ সেনাপতিগণ সৈন্যের অগ্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করুক—অনন্তর আমি হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অগ্রে গমন করি, পরে লক্ষ্মণ অঙ্গদ স্কন্ধে গমন করুক, কিন্তু হে সুগ্রীব! তুমি আমার সহিত গমন কর; অবশেষে গয়, গবাক্ষ, গবয়, মৈন্দ, নল, নীল, সুষেণ, জাম্বুবান প্রভৃতি শত্রুঘাতী সেনাপালগণ গমন করুক। শ্রীরামচন্দ্র বানরগণকে এই রূপ আদেশ করিয়া লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

সুগ্রীবসহিতো হর্ষাৎ সেনামধ্যগতো বিভুঃ।
বারণেন্দ্রনিভাঃ সর্ব্বে বানরাঃ কামরূপিণঃ। ৩৪।
ক্ষ্বেলন্তঃ পরিগর্জ্জন্তো জগ্মুস্তে দক্ষিণাং দিশম্।
ভক্ষয়ন্তো যযুঃ সর্ব্বে ফলানি চ মধূনি চ॥ ৩৫॥
ব্রুবন্তো রাঘবস্যাগ্রে হনিষ্যামোহদ্য রাবণম্।
এবং তে বানরশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্ত্যতুলবিক্রমাঃ॥ ৩৬॥
হরিভ্যামুহ্যমানৌ তৌ শুশুভাতে রঘূত্তমৌ।
নক্ষত্রৈঃ সেবিতৌ যদ্বচ্চন্দ্রসূর্য্যাবিবাম্বরে। ৩৭।
আবৃত্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং জগাম মহতী চমূঃ।
প্রস্ফোটয়ন্তঃ পুচ্ছাগ্রান্ উদ্বহন্তশ্চ পাদপান্।৩৮।
শৈলানারোহয়ন্তশ্চ জগ্মুর্মারুতবেগতঃ।
অসঙ্খ্যাতাশ্চ সর্ব্বত্র বানরাঃ পরিপূরিতাঃ। ৩৯।
হৃষ্টাস্তে জগ্মুরত্যর্থং রামেণ পরিপালিতাঃ।
গতা চমূর্দিবারাত্রং কচিন্নাসজ্জত ক্ষণম্। ৪০।

কাননানি বিচিত্রাণি পশ্যন্মলয়সহ্যয়োঃ।
তে সহ্যং সমতিক্রম্য মলয়ং চ তথা গিরিম্। ৪১।
আযযুশ্চানুপূর্ব্যেণ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।
অবতীর্য্য হনুমস্তং রামঃ সুগ্রীবসংযুতঃ॥ ৪২॥
সলিলাভ্যাশমাসাদ্য রামো বচনমব্রবীৎ।
আগতাঃ স্মো বয়ং সর্ব্বে সমুদ্রং মকরালয়ম্। ৪৩
ইতো গন্তুমশক্যং নো নিরুপায়েন বানরাঃ।
অত্র সেনানিবেশোহস্তু মন্ত্রয়ামোহস্য তারণে। ৪৪।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং সুগ্রীবঃ সাগরান্তিকে।
সেনাং ন্যবেশয়ৎ ক্ষিপ্রং রক্ষিতাং কপিকুঞ্জরৈঃ॥
তে পশ্যন্তো বিষেদুস্তং সাগরং ভীমদর্শনম্।
মহোন্নততরঙ্গাঢ্যং ভীমনক্রভয়ঙ্করম্। ৪৬।

শ্রীরামচন্দ্র হর্ষাবিষ্ট হইয়া সুগ্রীব সহ সৈন্যের মধ্যবর্ত্তী হইলেন এবং গজেন্দ্র সদৃশ কামরূপী অতুল বিক্রমশালী বানর সমস্ত মহা গর্জ্জন, ফল ভক্ষণ ও মধুপান করিতে করিতে যুদ্ধগতিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং শ্রীরাম সন্নিধানে কহিল আমরা অদ্যই রাবণকে বিনাশ করিব।

অনন্তর শ্রীরাম বেগে মারুতি স্কন্ধে ও লক্ষ্মণ অঙ্গদ স্কন্ধে আরুহ্যমান হইলে গগন মার্গস্থ চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং অন্যান্য বানরগণ নক্ষত্র সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। অসংখ্য বানর সেনা পৃথিবী ব্যাপৃত করিয়া গমন করিল। অসংখ্য বানর সর্ব্বত্র পরিপূরিত হইয়া বায়ু-কোণে পর্ব্বভারোহণ করিতে লাগিল। রাম কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া বানর চমূ হৃষ্টান্তঃকরণে দিবারাত্র অবিরল ভাবে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে বিচিত্র কানন অবলোকন করিতে করিতে সহ্য পর্ব্বত ও মলয় গিরি সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম-গর্জ্জন সমুদ্র তীরে উপস্থিত হইল, অনন্তর শ্রীরাম ও সুগ্রীব অবতরণ করিলে শ্রীরামচন্দ্র সলিল সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, আমরা এক্ষণে মকরালয় সমুদ্র নিকটে সমাগত হইয়াছি এবং বানরগণ এখান হইতে গমন করিতে অক্ষম হইয়াছে সুতরাং আপাততঃ এখানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সমুদ্র তারণ জন্য পরামর্শ করা যাউক। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরতীরে কপি কুঞ্জরদ্বারা সুরক্ষিতা শিবির সন্নিবেশিত করিলেন।

অগাধং গগণাকারং সাগরং বীক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
তরিষ্যামঃ কথং ঘোরং সাগরং বরুণালয়ম্?॥৪৭
হন্তব্যোঽস্মাভিরচ্চৈব রাবণো রাক্ষসাধমঃ।
ইতিচিন্তাকুলাঃ সর্ব্বে রামপার্শ্বে ব্যবস্থিতাঃ॥৪৮
রামঃ সীতামনুস্মৃত্য দুঃখেন মহতাবৃতঃ।
বিলপ্য জানকীং সীতাং বহুধা কার্য্যমানুষঃ। ৪৯।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মৈকঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
যস্তু জানাতি রামস্য স্বরূপং তত্ত্বতো জনঃ॥ ৫০॥
তম্নঃ স্পৃশতি দুঃখাদি কিমুতানন্দমব্যয়ম্?।
দুঃখ শোক ভয়ক্রোধলোভমোহ মদাদয়ঃ॥ ৫১॥
অজ্ঞানলিঙ্গান্যেতানি কুতঃ সন্তি চিদাত্মনি?।
দেহাভিমানিনো দুঃখং নাদেহস্য চিদাত্মনঃ।৫২।
সম্প্রসাদে দ্বয়াভাবাৎ সুখমাত্রং হি দৃশ্যতে।
বুদ্ধ্যাদ্যভাবাৎ সংশুদ্ধে দুঃখং তত্র ন বিদ্যতে।
অতো দুঃখাদিকং সর্ব্বং বুদ্ধেরেব ন সংশয়ঃ॥ ৫৩।
রামঃ পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো
নিত্যোদিতো নিত্যসুখো নিরীহঃ।
তথাপি মায়াগুণসঙ্গতোঽসৌ
সুখীব দুঃখীব বিভাব্যতে বুধৈঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমোধ্যায়ঃ।

—

সেনাগণ অত্যুচ্চ তরঙ্গময় নক্রাদিপূর্ণ অতলস্পর্শ ভয়ানক সমুদ্র নিরীক্ষণে দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে এই ভয়ানক সমুদ্র সন্তরণ করিয়া অদ্যই রাক্ষসাধম দশাননকে বিনাশ করিব—এই রূপ চিন্তাকুল হইয়া শ্রীরামের পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিল। শ্রীরাম সাতিশয় দুঃখ সন্তপ্ত হইয়া সীতাকে স্মরণ করত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মনুষ্য না হইয়াও মনুষ্যের ন্যায় বহুবিধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯।

যে জন অদ্বিতীয় চিদানন্দ সনাতন পরমাত্মা স্বরূপ শ্রীরামকে পরম তত্ত্ব স্বরূপে চিন্তা করে তাহার দুঃখাদি স্পর্শ হয় না, আনন্দ ও অব্যয় জ্ঞান স্বরূপ শ্রীরামের অজ্ঞানের চিহ্ন স্বরূপ দুঃখ, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি কি হেতু সমুৎপন্ন হইবে? কারণ দেহাভিমানির অর্থাৎ দেহই আমি ইত্যাকার জ্ঞানী জনেরই দুঃখাদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, অদেহ পরমাত্মার দুঃখাদি সমুৎপন্ন হয় না পরমাত্মার দ্বন্দ্বাভাব বশত সুখমাত্রই দৃষ্ট হইতেছে। সংশুদ্ধ পরমাত্মার দুঃখ হেতু ভ্রমাদি বিরহ নিবন্ধন দুঃখ দৃষ্ট হয় না, অতএব দুঃখ, মোহাদি সমস্তই ভ্রম জন্য ইহাতে সংশয় নাই, যদিচ শ্রীরাম পরমাত্মা, নিত্যসুখ, নিশ্চেষ্টই যথার্থ বটে তথাপি পণ্ডিত জনেরা শ্রীরামকে মায়া সংসর্গ বশত সুখী ও দুঃখী প্রায় পরিগণিত করিয়া থাকেন। ৫০। ৫১। ৫২।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

লঙ্কায়াং রাবণো দৃষ্ট্বা কৃতং কর্ম্ম হনূমতা।
দুষ্করং দৈবতৈর্বাপি হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখঃ। ১।
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
হনূমতা কৃতং কর্ম্ম ভবদ্ভির্দৃষ্টমেব তম্॥ ২॥
প্রবিশ্য লঙ্কাং দুর্দ্ধর্ষাং দৃষ্ট্বা সীতাং দুরাসদাম্।
হত্বা চ রাক্ষসান্ বীরানক্ষং মন্দোদরীসুতম্॥ ৩॥
দগ্ধ্বা লঙ্কামেশষেণ লঙ্ঘয়িত্বা চ সাগরম্।
যুষ্মান্ সর্বানতিক্রম্য স্বস্থোঽগাৎপুনরেব সঃ॥৪॥
কিং কর্ত্তব্যমিতোঽস্মাভির্যূয়ং মন্ত্রবিশারদাঃ।
মন্ত্রয়ধ্বং প্রযত্নেন যৎ কৃতং মে হিতং ভবেৎ॥ ৫॥
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা রাক্ষসাস্তমথাব্রুবন্।
দেব! শঙ্কা কুতো রামাত্তব লোকজিতো রণে? ॥৬
ইন্দ্রস্তু বদ্ধ্বা নিক্ষিপ্তঃ পুত্রেণ তব পত্তনে।
জিত্বা কুবেরমানীয় পুষ্পকং ভুজ্যতে ত্বয়া॥ ৭॥
যমো জিতঃ কালদণ্ডাদ্ভয়ং নাভূত্তব প্রভো!।
বরুণো হুঙ্কৃতেনৈব জিতঃ সর্ব্বেঽপি রাক্ষসাঃ। ৮।
ময়ো মহাসুরো ভীত্যা কন্যাং দত্ত্বা স্বয়ং তব।
ত্বদ্বশে বর্ত্ততেঽদ্যাপি কিমুতান্যে মহাসুরাঃ? ॥ ৯
হনূমদ্ধর্ষণং যত্তু তদবজ্ঞাকৃতং চ নঃ।
বানরোঽয়ং কিমস্মাকমস্মিন পৌরুষদর্শনে॥ ১০॥

মহাদেব কহিলেন—দশানন লঙ্কাপুরীতে মারুতি কর্ত্তৃক দেবতাদিগের দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন দর্শনে লজ্জিত হইয়া অধোবদনে সমস্ত মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া কহিল—হে মন্ত্রিগণ! হনুমান্ যে সকল কার্য্য করিয়াছে তাহা তোমরা দর্শন করিয়াছ—মারুতি দুরাক্রম্য লঙ্কাপুরী প্রবেশ করিয়া সীতা দর্শন পূর্ব্বক মহাবল রাক্ষসগণ ও মন্দোদরী তনয় অক্ষকুমারকে বিনাশ করিয়া সমস্ত লঙ্কাপুরী ভস্মসাৎ করত সুস্থ শরীরে পুনর্ব্বার সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গমন করিয়াছে, এক্ষণে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য তাহার মন্ত্রণা কর—রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ কহিল—হে দেব! আপনি ভুবনবিজয়ী, কি জন্য রামকে শঙ্কা করিতেছেন? আপনার পুত্র মেঘনাদ দেবরাজ ইন্দ্রকে পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিল এবং ধনাধিপ কুবেরকে পরাজয় করিয়া পুষ্পক রথ আনয়ন করিয়াছে, তাহা আপনি উপভোগ করিতেছেন। হে প্রভো! আপনা কর্ত্তৃক যমও পরাজিত হইয়াছে, অতএব কালদণ্ড হইতেও আপনার ভয় নাই, জলপতি বরুণ আপনার হুঙ্কার ধ্বনিতেই পরাজিত হইয়াছে, ভুবন জয়ী ময়দানব পরাজিত হইয়া আপনাকে কন্যা দান করিয়া অদ্যাপি আপনার বশীভূত হইয়া আছে, নিশ্চয়ই অন্যান্য অসুরগণ আপনা কর্ত্তৃক পরাভব হইবে—যে হনুমান্ লঙ্কাপুরী পরাভব করিয়াছে, ঐ সামান্য বানরকে বিনাশ করিলে পৌরুষ মাত্রই লক্ষিত হয় না—এইরূপ বিবেচনা করাতেই সে আমাদিগের রক্ষিত লঙ্কাপুরী ধর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক গমন করিয়াছে, আমরা প্রমত্ত হইলে কি ঐ বানর লঙ্কাপুরীকে পরাভব করিতে

ইত্যুপেক্ষিতমস্মাভির্ধর্ষণং তেন কিং ভবেৎ।
বয়ং প্রমত্তাঃ কিং তেন বঞ্চিতাঃ স্মো হনূমতা ?॥
জানীমো যদি তং সর্ব্বে কথং জীবন্ গমিষ্যতি ?
আজ্ঞাপয় জগৎকৃৎস্নমবানরমমানুষম্। ১২।
কৃত্বা যাস্যামহে সর্ব্বে প্রত্যেকং বা নিয়োজয়।
কুম্ভকর্ণস্তদা প্রাহ রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্। ১৩॥
আরব্ধং যত্ত্বয়া কর্ম্ম স্বাত্মনাশায় কেবলম্।
ন দৃষ্টোঽসি তদা ভাগ্যাত্তং রামেণ মহাত্মনা। ১৪
যদি পশ্যতি রামস্ত্বাং জীবন্নায়াসি রাবণ !।
রামো ন মানুষো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ॥১৫
সীতা ভগবতী লক্ষ্মী রামপত্নী যশস্বিনী।
রাক্ষসানাং বিনাশায় ত্বয়ানীতা সুমধ্যমা। ১৬।
বিষপিণ্ডমিবাগীর্য মহামীনো যথা তথা।
আনীতা জানকী পশ্চাত্ত্বয়া কিং বা ভবিষ্যতি। ১৭
যদ্যপ্যনুচিতং কর্ম্ম ত্বয়া কৃতমজানতা।
সর্ব্বং সমং করিষ্যামি স্বস্থচিত্তো ভব প্রভো !।১৮
কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা বাক্যমিন্দ্রজিদব্রবীৎ।
দেহি দেব ! মমানুজ্ঞাং হত্বা রামং স লক্ষ্মণম্।
সুগ্রীবং বানরাংশ্চৈব পুনরায়াস্য তেঽন্তিকম্॥ ১৯

তত্রাগতো ভাগবতপ্রধানো
বিভীষণো বুদ্ধিমতাম্বরিষ্ঠঃ।
শ্রীরামপাদদ্বয়একতানঃ
প্রণম্য দেবারি মুপোপবিষ্টঃ॥ ২০॥
বিলোক্য কুম্ভশ্রবণাদিদৈত্যান্
মত্তপ্রমত্তানতিবিস্ময়েন।

সমর্থ হইত ? এবং আমরা সকলে ঐ বানরকে বিদিত হইলেই কি জীবন ধারণ করিয়া গমন করিতে পারিত ? হে রাজন্ ! আদেশ করুন, আমরা সমস্ত রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া নিখিল জগতের বানর ও মনুষ্য সমস্ত বিনাশ করিয়া প্রত্যাগমন করিব, আমাদিগের এক এক রাক্ষসকে নিযুক্ত করিলেই সমস্ত বানর ও মনুষ্যগণ বিনাশিত হইবে। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাক্ষসেশ্বর রাবণকে কহিল—হে আর্য্য ! আপনি যে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা কেবল আত্মবিনাশার্থই পরিকল্পিত হইয়াছে—ভাগ্য বশত রামচন্দ্র আপনাকে দেখিতে পান নাই, মহাত্মা রাম আপনাকে দর্শন করিলে জীবন ধারণ পূর্ব্বক আপনাকে আর প্রত্যাগমন করিতে হইত না—হে দশানন ! রামচন্দ্র মনুষ্য নহেন—অনাদি স্বয়ং নারায়ণ দেব মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ভগবতী লক্ষ্মী স্বয়ং সীতা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে প্রকার মহামীন আত্মবিনাশার্থ বিষমিশ্রিত মাংসপিণ্ড ভক্ষণ করিয়া থাকে, সেই প্রকার আপনি রাক্ষস কুলের বিনাশার্থ সুমধ্যমা রাম-পত্নী সীতাকে আনয়ন করিয়াছেন এক্ষণে কি হইবে তাহাও নিশ্চয় করা যায় না—যদ্যপিও না জানিয়া অনুচিত কর্ম্ম করা হইয়াছে তথাপি আমি সেসমুদায়ের প্রতিকার করিতে প্রস্তুত আছি—হে প্রভো ! আপনি সুস্থ মানসে অবস্থিতি করুন। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রজিৎ কহিল—হে দেব আদেশ করুণ আমি লক্ষ্মণের সহিত রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে নিধন করিয়া অল্পকাল মধ্যে আপনার সমীপে আগমন করিব। ঐ সময় শ্রীরাম পদার্পিত মানস, সুবুদ্ধি বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ বিভীষণ

বিলোক্য কামাতুরমপ্রমত্তো
দশাননং প্রাহ বিশুদ্ধবুদ্ধিঃ ॥ ২১ ॥
ন কুম্ভকর্ণেন্দ্রজিতৌ চ রাজন্!
তথা মহাপার্শ্বমহোদরৌ তৌ।
নিকুম্ভকুম্ভৌ চ তথাতিকায়ঃ
স্থাতুং ন শক্তা যুধি রাঘবস্য ॥ ২২ ॥
সীতাভিধানেন মহাগ্রহেণ
গ্রস্তোঽসি রাজন্! ন চ তে বিমোক্ষঃ।
তামেব সৎকৃত্য মহাধনেন
দত্ত্বাভিরামায় সুখী ভব ত্বম্ ॥ ২৩ ॥
যাবন্ন রামস্য সীতাঃ শিলীমুখা
লঙ্কামভিব্যাপ্য শিরাংসি রক্ষসাম্।
ছিন্দন্তি তা দ্রঘুনায়কস্য তো।
তাং জানকীং ত্বং প্রতিদাতুমর্হসি। ২৪

যাবন্নগাভাঃ কপয়ো মহাবলা
হরীন্দ্রতুল্যা নখদংষ্ট্রয়োধিনঃ।
লঙ্কাং সমাক্রম্য বিনাশয়ন্তি নো
তাবদ্দ্রুতং দেহি রঘূত্তমায় তাম্। ২৫।
যাবন্ন রামেণ বিমোক্ষসে ত্বং
গুপ্তঃ সুরৈরিন্দ্রেরপি শঙ্করেণ।
ন দেবরাজাঙ্কগতো ন মৃত্যোঃ
পাতাললোকানপি সংপ্রবিষ্টঃ। ২৬।
শুভং হিতং পবিত্রং চ বিভীষণবচঃ খলঃ।
প্রতিজগ্রাহ নৈবাসৌ ম্রিয়মাণ ইবৌষধম্। ২৭।
কালেন নোদিতো দৈত্যো বিভীষণমথাঽব্রবীৎ।
মদন্নভোগৈঃ পুষ্টাঙ্গো মৎসমীপে বসন্নপি। ২৮

রাবণকে প্রণাম পূর্ব্বক উপবেশন করিল এবং কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি দৈত্যগণকে অতিশয় প্রমত্ত দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হওত নিশুদ্ধ বুদ্ধি কামাতুর দশাননকে কহিল হে দেবারে! কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিৎ এবং মহাপার্শ্ব মহোদর নিকুম্ভ কুম্ভ ও অতিকায় প্রভৃতি মহাবল রাক্ষসগণ যুদ্ধ মধ্যে রাম সম্মুখে অবস্থিতি করিতে কেহই সমর্থ হইবে না হে রাজন! সীতা নামক মহা-গ্রহ অর্থাৎ রাহু তোমাকে গ্রাস করিয়াছে—ঐ গ্রাস হইতে তোমার মুক্তিহইবে না; অতএব মহাবল রামচন্দ্রের সৎকার পূর্ব্বক সীতা সমর্পণ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর, যাবৎ কাল রাম-নিক্ষিপ্ত শিলী মুখ বাণ লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া রাক্ষসগণের মস্তক সমূহ বিচ্ছিন্ন না করিবে সেই পর্য্যন্ত জানকী সমর্পণে তোমার অধিকার থাকিবেক. যে পর্য্যন্ত সিংহ তুল্য নখদন্ত যোদ্ধা পর্ব্বতাকার কপিগণ লঙ্কাপুরী আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে বিনাশ না করে তাবৎকাল মধ্যে রঘুবরে সীতা সমর্পণ কর, ঐ মনোভিরাম শ্রীরামে সীতা সমর্পণ না করিলে, মহাদেব ও অন্যান্য সমস্ত দেবতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে—কি দেবরাজ ইন্দ্রের ও প্রলয়কারি যমরাজের ক্রোড়গত হইলে—কি পাতাললোকে প্রবেশ করিলেও শ্রীরাম হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না। যে প্রকার মুমূর্ষু জন যম কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে রোগ নাশক ঔষধী সেবনে বিরত হইয়া থাকে, সেই প্রকার পাপাত্মা দশানন বিভীষণের হিতকর ও পবিত্রতম বাক্য উপেক্ষা করিয়া কহিল, এই বিভীষণ আমার অন্ন ভোজন দ্বারা পুষ্টাঙ্গ হইয়া এবং আমার সমীপে

প্রতীপমাচরত্যেষ মমৈব হিতকারিণঃ।
মিত্রভাবেন শত্রুর্মে জাতো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।২৯।
অনার্য্যেণ কৃতঘ্নেন সঙ্গতির্মে ন যুজ্যতে।
বিনাশমভিকাঙ্ক্ষন্তি জ্ঞাতীনাং জ্ঞাতয়ঃ সদা।৩০
যোঽন্যস্ত্বেবম্বিধং ব্রূয়াদ্বাক্যমেকং নিশাচরঃ।
হন্মি তস্মিন্ ক্ষণে এব ধিক্ ত্বাং রক্ষঃকুলাধমম্॥
রাবণেনৈব মুক্তঃ সন্ পরুষং স বিভীষণঃ।
উৎপপাত সভামধ্যাৎ গদাপাণির্মহাবলঃ॥ ৩২॥
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গগনস্থোঽব্রবীদ্বচঃ।
ক্রোধেন মহতাবিষ্টো রাবণং দশকন্ধরম্।
মা বিনাশমুপৈহি ত্বং প্রিয়বাদিনমেব মাম্॥৩৩
ধিক্করোষি তথাপি ত্বং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা পিতুঃ সমঃ
কালো রাঘবরূপেণ জাতো দশরথালয়ে॥ ৩৪॥
কালী সীতাভিধানেন জাতা জনকনন্দিনী।
তাবুভাবাগতাবত্র ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে॥ ৩৫॥
তেনৈব প্রেরিতস্ত্বং তু ন শৃণোষি হিতং মম।
শ্রীরামঃ প্রকৃতেঃ সাক্ষাৎপরস্তাৎ সর্ব্বদা স্থিতঃ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং সমঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতঃ।
নামরূপাদিভেদেন তত্তন্ময় ইবামলঃ॥ ৩৭॥
যথা নানাপ্রকারেষু বৃক্ষেষ্বেকো মহানলঃ।
তত্তদাকৃতিভেদেন ভিদ্যতে জ্ঞানচক্ষুষাম্॥ ৩৮॥
পঞ্চকোষাদিমেদেন তত্তন্ময় ইবাবভৌ।
নীলপীতাদিযোগেন নির্ম্মলঃ স্ফটিকো যথা॥ ৩৯

অবস্থিতি করিয়াও অহিতকারি রামের অনুকূলতাচরণ করিতেছে,' দুরাত্মা আমার মিত্রতা প্রকাশ পূর্ব্বক শত্রু হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে সংশয় মাত্র নাই, অতএব এ মূর্খ কৃতঘ্নকে আমার সংসর্গ রাখা যুক্তিসিদ্ধ নহে, জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিগণের বিনাশ ইচ্ছা করিয়াই থাকে, কিন্তু নিশাচর মধ্যে অন্য যে কোন জন আমার নিকট এই রূপ বাক্য কহিবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিব। হে বিভীষণ! তুমি রাক্ষস কুলের অধম—তোমাকে ধিক্।২৯।৩০।৩১।

রাবণ এইরূপ কটু বাক্য কহিলে মহাবল বিভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রি চতুষ্টয়ের সহিত সভা হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিল এবং গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করত অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দশাননকে কহিল—হে রাবণ! তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না, আমি তোমার প্রিয় বাক্য কহিয়াছি, তথাপি আমাকে ধিক্কার করিতেছ—তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃ তুল্য তোমাকে আর অধিক কি কহিব—অন্তকারী কাল রাজা দশরথের গৃহে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অন্তকারিণী কালী সীতা রূপে জনক গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন, তুমি ঐ কাল প্রেরিত হইয়া আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিতেছ না। শ্রীরাম প্রকৃতির সাক্ষাৎ পরম পুরুষ—সর্ব্ব ভূতের বহির্দ্দেশে ও অন্তঃকরণে সমভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও ভিন্ন আকৃতি বশত একমাত্র নির্ম্মল পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হইতেছে—যেমন নানাবিধ বৃক্ষ সমূহ মধ্যে প্রজ্বলিত মহাগ্নি বৃক্ষ সমস্তের আকৃতি ভেদ বশত অজ্ঞান চক্ষু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্য হইয়া থাকে সেই প্রকার ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক দেহের ভেদ বশত ঐ দেহাবস্থিত অদ্বিতীয় পরমপুরুষও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হন, যেরূপ এক মাত্র স্ফটিক-পিণ্ড নীল পীতাদি

স এব নিত্যমুক্তোঽপি স্বমায়াগুণবিম্বিতঃ।
কালঃ প্রধানং পুরুষোঽব্যক্তং চেতি চতুর্ব্বিধঃ॥
প্রধানপুরুষাভ্যাং স জগৎ কৃৎস্নং সৃজত্যজঃ।
কালরূপেণ কলনাং জগতঃ কুরুতেঽব্যয়ঃ॥ ৪১॥
কালরূপী স ভগবান্ রামরূপেণ মায়য়া॥ ৪২॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতো দেবস্ত্বদ্বধার্থমিহাগতঃ।
তদন্যথা কথং কুর্য্যাৎ? সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ॥৪৩॥
হনিষ্যতি ত্বাং রামস্তু সপুত্রবলবাহনম্।
হন্যমানং ন শক্নোমি দ্রষ্টুং রামেণ রাবণ! ॥ ৪৪
ত্বাং রাক্ষসকুলং কৃৎস্নং ততো গচ্ছামি রাঘবং।
ময়ি যাতে সুখী ভূত্বা রমস্ব ভবনে চিরম্॥ ৪৫॥
বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ
বিসৃজ্য সর্ব্বং সপরিচ্ছদং গৃহং।
জগাম রামস্য পদারবিন্দয়োঃ
সেবাভিকাঙ্ক্ষী পরিপূর্ণমানসঃ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নানা বর্ণের ছায়াগত হইলে নীল স্ফটিক, পীত স্ফটিক ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই প্রকার নিত্যযুক্ত নির্ম্মল পরমাত্মা স্বকীয় মায়া গুণ দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া কাল প্রধান পুরুষ অব্যক্ত এই চতুর্ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান ও পুরুষ শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করেন। কাল স্বরূপ ভগবান্ পরমেশ্বর বিরিঞ্চি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বকীয় মায়া দ্বারা রাম শরীর ধারণ পূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য এই পৃথিবী মণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন, সত্য-সঙ্কল্প পরমেশ্বর কি প্রকারে তাহার অন্যথা করিবেন—হে রাবণ! শ্রীরাম আসিয়া পুত্র সৈন্যাদির সহিত তোমাকে ও সমস্ত রাক্ষসকুল যে বিনাশ করিবেন তাহা দর্শন করিতে আমি সমর্থ হইব না, অতএব আমি শ্রীরাম সমীপে গমন করিলে তুমি স্বকীয় ভবনে পরম সুখে কাল যাপন কর। অনন্তর বিভীষণ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গৃহাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরাম পাদ সেবাভিলাষী হইয়া সাহ্লাদচিত্তে গমন করিল। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিভীষণো মহাভাগশ্চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সহ।
আগত্য গগনে রামসম্মুখে সমবস্থিতঃ॥ ১॥
উচ্চৈরুবাচ ভো স্বামিন্! রাম! রাজীবলোচন
রাবণস্যানুজোঽহং তে দারহর্তুর্বিভীষণঃ॥ ২॥
নাম্না ভ্রাতা নিরস্তোঽহং ত্বামেব শরণং গতঃ।
হিতমুক্তং ময়া দেব! তস্য চাবিদিতাত্মনঃ॥৩॥
সীতাং রামায় বৈদেহীং প্রেষয়েতি পুনঃ পুনঃ।
উক্তোঽপি ন শৃণোত্যেষঃ কালপাশবশং গতঃ॥৪
হন্তুং মাং খড়্গমাদায় প্রাদ্রবদ্রাক্ষসাধমঃ।
ততো চিরেণ সচিবৈশ্চতুর্ভিঃ সহিতো ভয়াৎ॥ ৫
ত্বামেব ভবমোক্ষায় মুমুক্ষুঃ শরণং গতঃ।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা সুগ্রীবো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৬॥
বিশ্বাসার্হো ন তে রাম! মায়াবী রাক্ষসাধমঃ।
সীতাহর্তুর্বিশেষেণ রাবণস্যানুজো বলী॥ ৭॥
মন্ত্রিভিঃ সায়ুধৈরস্মান্ বিবরে নিহনিষ্যতি॥ ৮॥
তদাজ্ঞাপয় মে দেব! বানরৈর্হন্যতাময়ম্।
মমৈবং ভাতি তে রাম! বুদ্ধ্যা কিং নিশ্চিতং বদ
শ্রুত্বা সুগ্রীববচনং রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ॥ ৯॥
যদীচ্ছামি কপিশ্রেষ্ঠ! লোকান্ সর্ব্বান্ মহেশ্বরান
নিমিষার্দ্ধেন সংহন্যাং সৃজামি নিমিষার্ধতঃ॥১০॥
অতো ময়াভয়ং দত্তং শীঘ্রমানয় রাক্ষসম॥১১॥

মহাদেব কহিলেন—মহামতি বিভীষণ মন্ত্রি চতুষ্টয়ের সহিত গগন মণ্ডলে রাম সম্মুখে অবস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—হে স্বামিন্! আমি আপনার ভার্য্যাপহারী দশাননের অনুজ বিভীষণ নামা রাক্ষস ভ্রাতৃ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম, হে দেব! আমি দুরাত্মা রাবণের এই রূপ হিতকর বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিয়াছি যে, হে দশানন! তুমি জগদীশ্বর শ্রীরামে সীতা সমর্পণ কর, রাক্ষসাধম দুরাত্মা কাল পাশের বশতাপন্ন হইয়া ঐ হিতকর বাক্য উপেক্ষা করিয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে নিধন করিতে সমাগত হইয়াছিল, অনন্তর ভীত হইয়া মন্ত্রি চতুষ্টয়ের সহিত এই অপার ভবসংসার সন্তরণ পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবার আশয়ে আপনার শরণাগত হইয়াছি। সুগ্রীব বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে শ্রীরাম! এই মায়াবী রাক্ষসাধম বিশ্বাস যোগ্য হইতে পারে না, কারণ দুরাত্মা রাবণের কনিষ্ঠও অত্যন্ত বলবান্, ঐ অস্ত্রধারী মন্ত্রিগণ দ্বারা আমাদিগকে পর্ব্বত গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করত বিনাশ করিবে। হে দেব! আদেশ করুন বানরগণ বিভীষণকে যম সদনে প্রেরণ করুক—হে রাম! আমার এইরূপ অনুমান হইতেছে আপনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা প্রকাশ করুন। পরে সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম হাস্য বদনে কহিলেন—হে কপিবর! আমি ইচ্ছা করিলে ঈশ্বরের সহিত এই ত্রিভুবন নিমেষার্দ্ধ মধ্যে বিনাশ ও সৃজন করিতে পারি

[illegible]

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥ ১২ ॥

রামস্য বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবো হৃষ্টমানসঃ ।

বিভীষণমথানায্য দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥ ১৩ ॥

বিভীষণস্তু সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য রঘূত্তমম্ ।

হর্ষগদ্গদয়া বাচা ভক্ত্যা চ পরয়ান্বিতঃ ॥ ১৪ ॥

রামং শ্যামং বিশালাক্ষং প্রসন্নমুখপঙ্কজং ।

ধনুর্ব্বাণধরং শান্তং লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ॥ ১৫ ॥

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥১৬॥

বিভীষণ উবাচ ।

নমস্তে রাম ! রাজেন্দ্র ! নমঃ সীতামনোরম !

নমস্তে চণ্ডকোদণ্ড ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥ ১৭ ।

নমোঽনন্তায় শান্তায় রামায়ামিততেজসে ।

সুগ্রীবমিত্রায় চ তে রঘূণাং পতয়ে নমঃ ॥ ১৮ ।

জগদুৎপত্তিনাশানাং কারণায় মহাত্মনে ।

ত্রৈলোক্যগুরবেঽনাদিগৃহস্থায় নমো নমঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বমাদির্জ্জগতাং রাম ! ত্বমেব স্থিতিকারণম্ ।

ত্বমন্তে নিধনস্থানং স্বেচ্ছাচারস্ত্বমেব হি । ২০ ।

চরাচরাণাং ভূতানাং বহিরন্তশ্চ রাঘব ! ।

ব্যাপ্যব্যাপকরূপেণ ভবান্ ভাতি জগন্ময়ঃ । ২১ ।

ত্বন্মায়য়া হৃতজ্ঞানা নষ্টাত্মানো বিচেতসঃ ।

গতাগতং প্রপদ্যন্তে পাপপুণ্যবশাৎসদা । ২২ ।

অতএব তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম তুমি শীঘ্র ঐ নিশাচরকে আনয়ন কর, যে জন 'আমি আপনার শরণাগত হইলাম' এইরূপ প্রার্থনা করিবে আমি তাহাকে অভয় প্রদান করিব, আমার এইরূপ সঙ্কল্পিত ব্রত বিদ্যমান রহিয়াছে । ১ । ২ । । ৩ । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ ।

রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণে সুগ্রীব হর্ষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিভীষণকে আনয়ন করিয়া শ্রীরামকে দর্শন করাইল, বিভীষণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গদগদ বচনে ভক্তি সহকারে প্রসন্নবদন ধনুর্ব্বাণধারী শ্রীরামকে স্তব করিতে আরম্ভ করিল । ১৩ । ১৪ । ১৫ । ১৬ ।

হে রাম ! হে রাজেন্দ্র ! তোমাকে প্রণাম করি—তুমি প্রচণ্ড ধনুর্ধারণ করিয়াছ, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি ভক্ত জনে বাৎসল্য বিতরণ করিতেছ অতএব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি সাক্ষাৎ অনন্তদেব ও শান্ত মূর্ত্তি তোমাকে প্রণাম করি—তুমি সর্ব্ব সাধারণের মনোরম্য ও অপরিমিত তেজশালী তোমাকে প্রণাম করি—তুমি কপিরাজ সুগ্রীবের অতিশয় প্রিয় মিত্র তোমাকে প্রণাম করি—তুমি রঘুকুলের কর্ত্তা তোমাকে প্রণাম করি—তুমি জগৎ সংসারের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ স্বরূপ তোমাকে প্রণাম করি—তুমি স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ত্রিভুবনের গুরুদেব তোমাকে প্রণাম করি—তুমি অনাদি গৃহস্থ তোমাকে প্রণাম করি—হে রাম তুমি জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির কারণ ও অন্তকালে নিধন স্থান, তোমাকে প্রণাম করি—তুমি স্বেচ্ছা বশত সমস্ত কার্য্য করিতেছ, হে রাঘব ! তুমি চর ও অচর ভূতদিগের বহির্দ্দেশে ও অন্তঃকরণে ব্যাপ্য ও ব্যাপক রূপে জগন্ময় অর্থাৎ নশ্বর পদার্থের প্রায় প্রকাশিত হইয়াছ। জীবাত্মা তোমার মায়া দ্বারা হৃত জ্ঞান ও বিনষ্ট চিত্ত হইয়া পাপ পুণ্য বশতঃ অনবরত জন্ম ও মরণ প্রাপ্ত হইবে, যেমন ভ্রম বশত শুক্তি (অর্থাৎ ঝিনুক) রজতরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে ঐ রূপ মিথ্যা বিনশ্বর এই জগৎ সংসার সত্যরূপে প্রতীয়মান হইবে । ১৭ । ১৮ । ১৯ । ২০ । । ২১ । ২২ ।

তাবৎসত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকারজতং যথা।
যাবন্ন জায়তে জ্ঞানচেতসা নান্যগামিনা ॥২৩॥
ত্বদজ্ঞানাৎসদা যুক্তাঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
রমন্তে বিষয়ান্ সর্ব্বানন্তে দুঃখপ্রদান্ বিভো! ॥ ২৪
ত্বমিন্দ্রোঽগ্নির্যমো রক্ষো বরুণশ্চ তথানিলঃ।
কুবেরশ্চ তথা রুদ্রস্ত্বমেব পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৫ ॥
ত্বমণোরণীয়াংশ্চ স্থূলাৎ স্থূলতরঃ প্রভো!
ত্বং পিতা সর্ব্বলোকানাং মাতা ধাতা ত্বমেব হি ॥
আদিমধ্যান্তরহিতঃ পরিপূর্ণোঽচ্যুতোঽব্যয়ঃ।
ত্বং পাণিপাদরহিতশ্চক্ষুঃশ্রোত্রবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৭ ॥
শ্রোতা দ্রষ্টা গৃহীতা চ জবনস্ত্বং খরান্তকঃ।
কোশেভ্যো ব্যতিরিক্তস্ত্বং নির্গুণো নিরুপাশ্রয়ঃ ॥
নির্ব্বিকল্পো নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরীশ্বরঃ।
ষড়্ভাবরহিতোঽনাদিঃ পুরুষ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ২৯।
মায়য়া গৃহ্যমাণস্ত্বং মনুষ্য ইব ভাব্যসে।
জ্ঞাত্বা ত্বাং নির্গুণমজং বৈষ্ণবা মোক্ষগামিনঃ ॥৩০
অহং ত্বৎপাদসদ্ভক্তিনিশ্রেণীং প্রাপ্য রাঘব!।
ইচ্ছামি জ্ঞানযোগাখ্যং সৌধমারোঢুমীশ্বর! ॥ ৩১
নমঃ সীতাপতে! রাম! নমঃ কারুণিকোত্তম!।
রাবণারে! নমস্তুভ্যং ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ ॥ ৩২
ততঃ প্রসন্নঃ প্রোবাচ শ্রীরামো ভক্তবৎসলঃ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রস্তে বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥

বিভীষণ উবাচ।

ধন্যোঽস্মি কৃতকৃত্যোঽস্মি কৃতকার্য্যোঽস্মি রাঘব
ত্বৎপাদদর্শনাদেব বিমুক্তোঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪

হে প্রভো! তোমাকে না জানিয়াই মূঢ় জনেরা পুত্র, দারা, গৃহাদিতে আসক্ত হইয়া দুঃখদায়ক সমস্ত বিষয়ে রমণ করিয়া থাকে। বাস্তবিক দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নি, যম, রক্ষ, বরুণ, বায়ু, কুবের, পুরুষোত্তম নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণই তোমার অংশ গ্রহণ করিয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং তুমি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর ও স্থূল হইতেও স্থূলতর এবং সমস্ত লোকের মাতা পিতা ও ধাতা অর্থাৎ সমুদায় জীবকে সম ভাবে পালন করিতেছেন। হে রাম! তুমি আদি, মধ্য ও অন্তরহিত অব্যয় ও অচ্যুত, তুমি হস্ত, পদ, চক্ষু ও কর্ণ বিহীন অথচ সকল বিষয়ই শ্রবণ করিতেছ—দর্শন করিতেছ—গ্রহণ করিতেছ এবং অন্নময়, প্রাণময়, মনময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় পঞ্চ কোশ ব্যতিরিক্ত নির্গুণ ও আধারান্তর রহিত। হে রাম! তুমি নির্ব্বিকল্প, বিকারশূন্য, নিরাকার, নিরীশ্বর ও প্রকৃতির ষড় ভাব রহিত, অনাদি পরম পুরুষ, তুমি মায়া দ্বারা গৃহ্যমাণ হইয়া মনুষ্য তুল্য ভাবনা করিয়া থাক, কিন্তু বৈষ্ণবেরা তোমাকে নির্গুণময় জানিতে পারিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। হে রাঘব! আমি তোমার পাদপদ্মে ভক্তিরূপী আরোহিণী প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান যোগরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিতে বাসনা করি। হে রাম! তুমি সীতাপতি—তোমাকে নমস্কার করি—তুমি করুণাময় তোমাকে নমস্কার করি—হে রাবণ শত্রো! তোমাকে নমস্কার করি—আমাকে ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ কর। ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণের বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—তোমার মঙ্গল হউক—এক্ষণে তোমার বাঞ্ছিত বর, গ্রহণ কর যেহেতু আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ।৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

বিভীষণ কহিল—হে রাঘব! তোমার পাদপদ্ম দর্শনে

নাস্তি মৎসদৃশো ধন্যো নাস্তি মৎসদৃশঃ শুচিঃ।
নাস্তি মৎসদৃশো লোকে রাম! ত্বন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ॥
কর্ম্মবন্ধবিনাশায় ত্বজ্জ্ঞানং ভক্তিলক্ষণম্।
ত্বদ্ধ্যানং পরমার্থং চ দেহি মে রঘুনন্দন!॥ ৩৬॥
ন যাচে রাম! রাজেন্দ্র! সুখং বিষয়সংভবম্।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে॥ ৩৭॥
প্রমিত্যুক্ত্বা পুনঃ প্রীতো রামঃ প্রোবাচ রাক্ষসম্।
শৃণু বক্ষ্যামি তে ভদ্র! রহস্যং মম নিশ্চিতম্॥
মদ্ভক্তানাং প্রশান্তানাং যোগিনাং বীতরাগিণাম্।
হৃদয়ে সীতয়া নিত্যং বসাম্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ৩৯॥
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বদা শান্তঃ সর্ব্বকল্মষবর্জ্জিতঃ।
মাং ধ্যাত্বা মোক্ষসে নিত্যং ঘোরসংসারসাগরাৎ॥
স্তোত্রমেতৎপঠেদ্যস্তু লিখেদ্যঃ শৃণুয়াদপি।
মৎপ্রীতয়ে মমাভীষ্টং সারূপ্যং সমবাপ্নুয়াৎ॥৪১॥
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ শ্রীরামো ভক্তভক্তিমান্।
পশ্যত্বিদানীমেবৈষ মম সন্দর্শনে ফলম্॥ ৪২॥
লঙ্কারাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামি জলমানয় সাগরাৎ।
যাবচ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী॥ ৪৩॥
যাবন্মম কথা লোকে তাবদ্রাজ্যং করোত্বসৌ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেবাম্বু হ্যানায্য কলশেন তম্॥ ৪৪॥
লঙ্কারাজ্যাধিপত্যার্থমভিষেকং রমাপতিঃ।
কারয়ামাস সচিবৈর্লক্ষ্মণেন বিশেষতঃ॥ ৪৫॥
সাধু সাধ্বিতি তে সর্ব্বে বানরাস্তুষ্টুবুর্ভৃশম্।
সুগ্রীবোঽপি পরিষজ্যবিভীষণমথাব্রবীৎ॥ ৪৬॥

আমি ধন্য হইলাম—কৃতকৃত্য হইলাম আমার মনোরথ পূর্ণ হইল—এবং আমি বিমুক্ত হইলাম তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে রাম! তোমায় মূর্ত্তি দর্শনে এই ত্রিভুবন মধ্যে আমা সদৃশ ধন্য নাই—আমা সদৃশ শুচি নাই এবং আমাতুল্য লোকও নাই। হে রঘুনন্দন! সংসার-বন্ধ বিনাশ হেতু আমাকে ভক্তি লক্ষণ বিজ্ঞান ও তোমার পরমার্থ ধ্যান প্রদান কর। হে রাম, রাজেন্দ্র! আমি বিষয় সম্বলিত সুখ প্রত্যাশা করিনা কেবল তোমার পাদাম্বুজে আমার ভক্তি যেন সর্ব্বদাই ন্যস্ত থাকে। শ্রীরাম তাহার এই বাক্য শুনিয়া প্রীতান্তঃকরণে রাক্ষসকে কহিলেন।—হে ভদ্র! আমরা রহস্য কহিতেছি শ্রবণ কর। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

আমি মদ্ভক্ত শান্ত বীতরাগী যোগীদিগের হৃদয় মধ্যে সীতার সহিত সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, সেই নিমিত্ত তুমি সর্ব্ব পাপ শূন্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে ধ্যান করিয়া ঘোর সংসার সাগর হইতে মোক্ষ লাভ করিতেছ—যে ব্যক্তি আমার স্তোত্র পাঠ করে, লিখে অথবা শ্রবণ করে সে আমার প্রীতি হেতু মমাভিলষিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভক্তবৎসল শ্রীরাম এই প্রকার কহিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন—এই বিভীষণ আমাকে সন্দর্শন করিয়াছে অতএব ইহার ঐহিক ফল দর্শন কর। এক্ষণে সাগর হইতে জলানয়ন কর আমি ইহাকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষেক করিব—যাবৎ কাল পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবী দেদীপ্যমান্ থাকিবে এবং আমার কথা প্রচার থাকিবে তাবৎ কালাবধি বিভীষণ রাজ্য ভোগ করুক। অনন্তর লক্ষ্মণ কলশ পূর্ণ জল আনয়ন করিলে লক্ষ্মীপতি রাম মহাত্মা লক্ষ্মণের সহিত একত্রিত হইয়া সসচিব বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বানর সমস্ত পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব তাহাকে কহিল—হে বিভীষণ!

বিভীষণ! বয়ং সর্ব্বে রামস্য পরমাত্মনঃ।
কিঙ্করাস্তত্র মুখ্যস্ত্বং ভক্ত্যা রামপরিগ্রহাৎ। ৪৭
রাবণস্য বিনাশে ত্বং সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি।

বিভীষণ উবাচ।

অহং কিয়ান্ সহায়ত্বে রামস্য পরমাত্মনঃ।
কিন্তু দাস্যং করিষ্যেঽহং ভক্ত্যা শক্ত্যা ত্বমায়য়া॥ ৪৮
দশগ্রীবেণ সন্দিষ্টঃ শুকো নাম মহাসুরঃ।
সংস্থিতো হ্যম্বরে বাক্যং সুগ্রীবমিদমব্রবীৎ॥ ৪৯॥
ত্বামাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং রাক্ষসাধিপঃ।
মহাকুলপ্রসূতস্ত্বং রাজাসি বনচারিণাম্॥ ৫০॥
মম ভ্রাতৃসমানস্ত্বং তব নাস্ত্যর্থবিপ্লবঃ।
অহং যদহরং ভার্য্যাং রাজপুত্রস্য কিন্তব?॥ ৫১।
কিষ্কিন্ধ্যাং যাহি হরিভির্লঙ্কা শক্যা ন দৈবতৈঃ।
প্রাপ্তুং কিং মানবৈরল্পসত্ত্বৈর্ব্বানরযুথপৈঃ?॥ ৫২
তং প্রাপয়ন্তং বচনং তূর্ণমুৎপ্লুত্য বানরাঃ।
প্রাপেদ্যন্তু তদা ক্ষিপ্রং নিহন্তুং দৃঢ়মুষ্টিভিঃ॥৫৩॥
বানরৈর্হন্যমানস্তু শুকো রামমথাব্রবীৎ।
ন দূতান্ ঘ্নন্তি রাজেন্দ্র! বানরান্ বারয় প্রভো;।
রামঃ শ্রুত্বা তদা বাক্যং শুকস্য পরিদেবিতম্।
মাবধিষ্টেতি রামস্তান্ বারয়ামাস বানরান্॥ ৫৫॥
পুনরম্বরমাসাদ্য শুকঃ সুগ্রীবমব্রবীৎ।
ব্রূহি রাজন্! দশগ্রীবং কিং বক্ষ্যামি? ব্রজাম্যহম্

সুগ্রীব উবাচ।

যথা বালী মম ভ্রাতা তথা ত্বং রাক্ষসাধম!।
হন্তব্যস্ত্বং ময়া যত্নাৎ সপুত্রবলবাহনঃ। ৫৭।

আমরা সকলেই পরমাত্মা শ্রীরামের কিঙ্কর, তন্মধ্যে তুমি প্রধান রূপে শ্রীরাম কর্ত্তৃক পরিগৃহিত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে রাবণ বিনাশের সাহায্য করা উচিত হইতেছে। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

বিভীষণ কহিলেন—আমি পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের কি সাহায্য করিব? কেবল যথা ভক্তি ও শক্তি দ্বারা অকপটরূপে তাহার দাসাবৃত্তি করিব। ইত্যবসরে শুক নামক মহাসুর দশানন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আকাশ পথে অবস্থান পূর্ব্বক সুগ্রীবকে কহিতে লাগিল—রাক্ষসাধিপতি রাবণ তোমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি মহদ্বংশ সম্ভূত বানরদিগের রাজা, আমার ভ্রাতৃ তুল্য, আমা কর্ত্তৃক তোমার অর্থনাশ নাই, তবে আমি যে রাজপুত্রের ভার্য্যাপহরণ করিয়াছি তাহাতে তোমার কি হইয়াছে? তুমি বানরদিগের সহিত কিষ্কিন্ধায় প্রত্যাগমন কর। কারণ দেবতারাও লঙ্কা জয় করিতে সক্ষম নহে তবে অত্যল্প বল-যুক্ত-বানর-যূথপ সহ একত্র হইয়া মানব কি প্রকারে লঙ্কা জয় করিবে? শুকের বচন শ্রবণ করিয়া বানর সকল উল্লম্ফন পূর্ব্বক মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর শুক বানরগণ দ্বারা বিনষ্ট হইতে দেখিয়া রামকে বলিল—হে রাজেন্দ্র! দূত অবধ্য, অতএব প্রভো! বানরগণকে নিবারণ করুন। শ্রীরামচন্দ্র তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া উদ্যত-স্বভাব বানর সকলকে নিবৃত্ত করিলেন, শুক আকাশ পথে পুনরায় গমন করিয়া সুগ্রীবকে কহিল—হে রাজন্! আমি এখনই গমন করিব, অতএব দশাননকে কি বলিব? ।৪৮।৪৯।৫০।৫১! ৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।

সুগ্রীব ব্যঙ্গছলে কহিল—হে রাক্ষসাধম্! যেমন বালী আমার ভ্রাতা তুমিও সেইরূপ—এবং আমাকর্ত্তৃক তুমি ও সপুত্র

ব্রূহি মে রামচন্দ্রস্য ভার্য্যাং হৃত্বা ক যাস্যসি ?
ততো রামাজ্ঞয়া ধৃত্বা শুকং বদ্ধাম্বরক্ষয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
শার্দ্দূলোঽপি ততঃ পূর্ব্বং দৃষ্ট্বা কপিবলং মহৎ।
যথাবৎকথয়ামাস রাবণায় স রাক্ষসঃ॥ ৫৯ ॥
দীর্ঘচিন্তাপরো ভূত্বা নিঃশ্বসন্নাস মন্দিরে।
ততঃ সমুদ্রমাবেক্ষ্য রামো রক্তান্তলোচনঃ। ৬০।
পশ্য লক্ষ্মণ ! দুষ্টোঽসৌ বারিধির্ম্মামুপাগতম্।
নাভিনন্দতি দুষ্টাত্মা দর্শনার্থং মমানঘ ! । ৬১।
জানাতি মানুষোঽয়ং মে কিং করিষ্যতি বানরৈঃ ?
অদ্য পশ্য মহাবাহো ! শোষয়িষ্যামি বারিধিম্॥
পাদেনৈব গমিষ্যন্তি বানরা বিগতজ্বরাঃ।
ইত্যুক্ত্বা ক্রোধতাম্রাক্ষ আরোপিতধনুর্দ্ধরঃ ॥ ৬৩
তূণীরাদ্বাণমাদায় কালাগ্নিসদৃশপ্রভম্।
সন্ধায় চাপমাকৃষ্য রামো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬৪ ॥
পশ্যন্তু সর্ব্বভূতানি রামস্য শরবিক্রমম্।
ইদানীং ভস্মসাৎকুর্য্যাং সমুদ্রং সরিতাম্পতিম্ ।৬৫
এবং ব্রুবতি রামে তু স শৈলবনকাননা।
চচাল বসুধাদৌশ্চ দিশশ্চ তমসাবৃতাঃ ॥ ৬৬ ॥
চুক্ষুভে সাগরো বেলাং ভয়াদ্যোজনমত্যগাৎ।
তিমিনক্রঝষা মীনাঃ প্রতপ্তাঃ পরিতত্রসুঃ। ৬৭।
এতস্মিন্নন্তরে সাক্ষাৎসাগরো দিব্যরূপধৃক্।
দিব্যাভরণসম্পন্নঃ স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বান্তস্থদিব্যরত্নানি করাভ্যাং পরিগৃহ্য সঃ।
পাদয়োঃ পুরতঃ ক্ষিপ্ত্বা রামস্যোপায়নং বহু। ৬৯
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ রামং রক্তান্তলোচনম্।
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ ! রাম ! ত্রৈলোক্যরক্ষক ! ।৭০
জড়োঽহং রাম ! তে সৃষ্টঃ সৃজতা নিখিলং জগৎ।
স্বভাবমন্যথা কর্ত্তুং কঃ শক্তো ? দেবনির্ম্মিতম্ ॥

দশগ্রীব বিনাশ যোগ্য—হে শুক, তুমি রামচন্দ্রের ভার্য্যাপহরণ করিয়া কোথায় যাইবে। অনন্তর শ্রীরামের আদেশ অনুযায়ী সুগ্রীব বানরদিগের দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিলেন। অনন্তর শার্দ্দূলও বহুতর কপি সৈন্য দর্শন করিয়া রাবণকে যথাযথ বলিয়া যায় পর নাই চিন্তাপরতন্ত্র হইল। ৫৭। ৫৮।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রাবলোকন করিয়া আরক্তলোচনে লক্ষ্মণকে বলিলেন—দেখ লক্ষ্মণ, ঐ দুষ্টাত্মা, পাপিষ্ঠ বারিধি মদ্দর্শনার্থ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াও আমার অভিনন্দন করিতেছে না যেহেতু সে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে যে ঐ মানব বানর সহিত মিলিত হইয়া আমার কি করিতে পারিবে ? হে মহাবাহো ! আমি অদ্য বারিধি শোষণ করিব এবং বানরগণ পদব্রজেই লঙ্কায় গমন করিবে, ইহা বলিয়া শ্রীরাম ক্রোধে লোহিত লোচন হইয়া কালাগ্নিমূর্ত্তি পরিগ্রহণানন্তর তূণীর হইতে বাণ গ্রহণ করিয়া ধনুকে জ্যারোপ করিয়া কহিলেন—সমস্ত জীব রামের শর বিক্রম দর্শন করুক আজ সরিৎপতি সমুদ্রকে ভস্মসাৎ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্র এইরূপ বলিয়া শরসন্ধানজন্য চাপাকর্ষন করিলেন বন, পর্ব্বত, স্বর্গ ও মর্ত্ত কম্পমান এবং দশদিক তমসাচ্ছন্ন হইল—সাগর ভয়প্রযুক্ত যোজনপর্য্যন্ত শুষ্ক হইলে তিমি নক্রাদি মৎস্য সমস্ত পরিতপ্ত হইয়া জল হইতে বহির্গত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সাগর স্বয়ং দিব্য রূপধারী দিব্যাভরণ ভূষিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের জন্য নানাবিধ রত্নাদি উত্তোলনপূর্ব্বক স্বহস্তে গ্রহণ করণানন্তর ক্রোধারুণলোচন রামচন্দ্রকে প্রণিপাত করিয়া কহিল—ত্রিলোক রক্ষক রাম ! পরিত্রাণ করুন, হে রামচন্দ্র ! এই নিখিল জগৎ তোমারই সৃষ্টবস্তু, সুতরাং আমি জড়পদার্থ অতএব দেবনির্ম্মিত স্বভাব অন্যথা করিতে কে সমর্থ হইতে পারে ? পঞ্চভূত বিনিশ্চল-

স্থূলানি পঞ্চভূতানি জড়ান্যেব স্বভাবতঃ।
সৃষ্টানি ভবতৈতানি ত্বদাজ্ঞাং লঙ্ঘয়ন্তি ন ॥ ৭২ ।
তামসাদহমো রাম! ভূতানি প্রভবন্তি হি।
কারণানুগমাত্তেষাং জড়ত্বং তামসং স্বতঃ॥ ৭৩ ।
নির্গুণস্ত্বং নিরাকারো যদা মায়াগুণান্ প্রভো!।
লীলয়াঙ্গীকরোষি ত্বং তদা বৈরাজনামবান্ । ৭৪
গুণাত্মনো বিরাজশ্চ সত্ত্বাদ্দেবা বভূবিরে।
রজোগুণাৎ প্রজেশাদ্যা মন্যোর্ভূতপতিস্তব ॥৭৫॥
ত্বামহং মায়য়া চ্ছন্নং লীলয়া মানুষাকৃতিম্। ৭৬।
জড়বুদ্ধির্জড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নির্গুণম্?।
দণ্ড এব হি মূর্খাণাং সন্মার্গপ্রাপকঃ প্রভো! ॥ ৭৭
ভূতানামমরশ্রেষ্ঠ! পশূনাং লগুড়ো যথা।
শরণং তে ব্রজামীশ! শরণ্যং ভক্তবৎসল!।
অভয়ং দেহি মে রাম! লঙ্কামার্গং দদামি তে ॥৭৮

পদার্থ সমস্ত স্বাভাবিকই জড়, অতএব তোমার সৃষ্টিসমূহ তোমার জড়ত্ব রূপ আজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন করে না—হে রাম! পদার্থ নিচয় প্রথমতঃ তামসাবৃত থাকিয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হয় সুতরাং কার্য্যগুণানুরোধে জড়ত্বরূপ অহঙ্কার স্বভাবতই উৎপন্ন হয়—হে প্রভো! তুমি নির্গুণ ও নিরাকার হইয়া লীলা দ্বারা মায়া গুণসমস্ত প্রকাশ করিয়াছ—তোমার সত্ত্বগুণ হইতে দেবতা সকল, রজগুণ হইতে সনকাদি প্রজেশ সমস্ত এবং তম হইতে সংহার কর্ত্তা রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন—আমি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন এবং তুমি লীলা প্রযুক্ত মানবরূপী হইয়াছ, আমি জড়বুদ্ধি—মূর্খ, তুমি নির্গুণ, আমি তোমাকে কিরূপে জানিব—হে প্রভো! সৎ পথ প্রদর্শক—তুমি মূর্খদিগের দণ্ড স্বরূপ—হে সর্ব্ব প্রাণি ও অমরগণশ্রেষ্ঠ, জগদীশ্বর রাম।

শ্রীরাম উবাচ।

অমোঘোঽয়ং মহাবাণঃ কস্মিন্দেশে নিপাত্যতাম।
লক্ষং দর্শয় মে শীঘ্রং বাণস্যামোঘপাতিনঃ ॥ ৭৯॥
রামস্য বচনং শ্রুত্বা করে দৃষ্ট্বা মহাশরম্।
মহোদধির্মহাতেজা রাঘবং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৮০ ॥
রামোত্তরপ্রদেশে তু দ্রুমকুল্য ইতি শ্রুতঃ।
প্রদেশস্তত্র বহবঃ পাপাত্মানো দিবানিশম্ ॥৮১॥
বাধন্তে মাং রঘুশ্রেষ্ঠ! তত্র তে পাত্যতাং শরঃ।
রামেণ সৃষ্টো বাণস্তু ক্ষণাদাভীরমণ্ডলম্ ॥৮২॥
হত্বা পুনঃ সমাগত্য তূণীরে পূর্ব্ববৎ স্থিতঃ।
ততোঽব্রবীদ্রঘুশ্রেষ্ঠং সাগরো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৮৩॥

তুমি পশুদিগের যষ্টি স্বরূপ—হে ভক্তবৎসল! তুমি ভক্তের আশ্রয় দাতা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হইলাম—হে শ্রীরাম! আমাকে অভয় দান কর—তোমার লঙ্কা প্রবেশের পথ প্রদর্শন করাইতেছি। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। । ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬ । ৭৭। ৭৮।

শ্রীরাম কহিলেন—আমার এই মহাবাণ অব্যর্থ, অতএব শীঘ্র লক্ষ্য দর্শন কর—ইহা কোন্ দেশে নিপতিত হইয়া ইহার অমোঘ বল প্রকাশ করিবে? মহাতেজা বারিধি শ্রীরাম বাক্য শ্রবণানন্তর রাম হস্তে মহাশর দর্শন করিয়া কহিল—হে রাম! উত্তর দেশে দ্রুমকুল্য নামক প্রদেশ আছে সেখানে অনেক পাপাত্মা আমাকে ক্লেশ প্রদান করে অতএব হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি শর সেই দিকে পরিত্যাগ কর।

অনন্তর রামশর আভির মণ্ডল সমস্ত বিনাশ করিয়া পুনরাগমন পূর্ব্বক তূণীর মধ্যে পূর্ব্ববৎ অবস্থিত হইল। অনন্তর সাগর

নলঃ সেতুং করোত্বস্মিন্ জলে মে বিশ্বকর্ম্মণঃ।
সুতো ধীমান্ সমর্থোঽস্মিন্ কার্য্যে লব্ধবরো হরিঃ॥
কীর্ত্তিং জানন্তু তে লোকাঃ সর্ব্বলোকমলাপহাম্।
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং নত্বা যযৌ সিন্ধুরদৃশ্যতাম্॥ ৮৫
ততো রামস্তু সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ
নলমাজ্ঞাপয়চ্ছীঘ্রং বানরৈঃ সেতুবন্ধনে॥ ৮৬॥
ততোঽতিহৃষ্টঃ প্লবগেন্দ্রযূথপৈ-
র্মহানগেন্দ্রপ্রতিমৈর্যুতোঽনলঃ।
ববন্ধ সেতুং শতযোজনায়তং
সুবিস্তৃতং পর্ব্বতপাদপৈর্দৃঢ়ম্॥ ৮৭॥

ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

বিনয়াবনত হইয়া রাঘবকে কহিল—বিশ্বকর্ম্মার ধীশক্তি সম্পন্ন পুত্র ব্রহ্মার বর দ্বারা সেতু বন্ধন কার্য্যে দক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব সে আমার এই জলে সেতু বন্ধন করুক, লোক সমস্ত তোমার সর্ব্বলোক পাপহারিণী কীর্ত্তি অবগত হউক, সিন্ধু এইরূপ বলিয়া শ্রীরামকে প্রণাম করত অন্তর্দ্ধান হইলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব সমন্বিত হইয়া নলকে কহিলেন তুমি বানর সঙ্গে মিলিত হইয়া সেতু বন্ধন কর। তৎশ্রবণে বানরেন্দ্র নল সাতিশয় তুষ্টান্তঃকরণ হইয়া মহাপর্ব্বতাভিমুখে গমন করিয়া পর্ব্বতস্থ পাদপ সমূহের সহিত বন্ধন পূর্ব্বক সুবিস্তৃত শতযোজনায়ত সেতু বন্ধন করিল। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সেতুমারভমাণস্তু তত্র রামেশ্বরং শিবম্।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ॥ ১॥
প্রণমেৎ সেতুবন্ধং যো দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং শিবম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো মুচ্যতে মদনুগ্রহাৎ॥ ২॥

সেতু বন্ধন কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বলোক হিত কামনায় রামেশ্বর শিব সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা করিয়া বলিলেন যে ব্যক্তি সেতুবন্ধ রামেশ্বর শিবকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিবে সে আমার অনুগ্রহ হেতু ব্রহ্ম হত্যা পাপ

সেতুবন্ধে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা রামেশ্বরং হরম্
সঙ্কল্পনিয়তো ভূত্বা গত্বা বারাণসীং নরঃ ॥ ৩ ॥
আনীয় গঙ্গাসলিলং রামেশমভিষিচ্য চ ।
সমুদ্রে ক্ষিপ্তসম্ভারো ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৪
কৃতানি প্রথমেনাহ্না যোজনানি চতুর্দ্দশ ।
দ্বিতীয়েন তথা চাহ্না যোজনানি তু বিংশতিঃ ।
তৃতীয়েন তথা চাহ্না যোজনান্যেকবিংশতিঃ ॥৫॥
চতুর্থেন তথা চাহ্না দ্বাবিংশতিরিতি শ্রুতম্ ॥ ৬ ॥
পঞ্চমেন ত্রয়োবিংশদ্যোজনানি সমন্ততঃ ।
ববন্ধ সাগরে সেতুং নলো বানরসত্তমঃ ॥ ৭ ॥
তেনৈব জগ্মুঃ কপয়ো যোজনানাং শতং দ্রুতম্ ।
অসংখ্যাতাঃ সুবেলাদ্রিং রুরুধুঃ প্লবগোত্তমাঃ ॥৮ ॥
আরুহ্য মারুতিং রামো লক্ষ্মণোঽপ্যঙ্গদং তথা ।
দিদৃক্ষু রাঘবো লঙ্কামারুরোহাচলং মহৎ ॥ ৯ ॥

দৃষ্ট্বা লঙ্কাং সুবিস্তীর্ণাং নানাচিত্রধ্বজাকুলাম্ ।
চিত্রপ্রাসাদসম্বাধাং স্বর্ণপ্রাকারতোরণাম্ ॥ ১০ ॥
পরিখাভিঃ শতঘ্নীভিঃ সংক্রমৈশ্চ বিরাজিতাম্ ।
প্রাসাদোপরি বিস্তীর্ণপ্রদেশে দশকন্ধরঃ ॥ ১১ ॥
মন্ত্রিভিঃ সহিতো বীরৈঃ কিরীটদশকোজ্জ্বলঃ ।
নীলাদ্রিশিখরাকারঃ কালমেঘসমপ্রভঃ ॥ ১২ ॥
রত্নদণ্ডৈঃ সিতচ্ছত্রৈরনেকৈঃ পরিশোভিতঃ ।
এতস্মিন্নন্তরে বদ্ধো মুক্তো রামেণ বৈ শুকঃ ॥ ১৩
বানরৈস্তাড়িতঃ সম্যক্ দশাননমুপাগতঃ ।
প্রহসন্ রাবণঃ প্রাহ পীড়িতঃ কিম্পরৈঃ ? শুকঃ ! ১৪॥
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা শুকো বচনমব্রবীৎ ।
সাগরস্যোত্তরে তীরেঽব্রুবন্তে বচনং যথা ।
তত উৎপ্লুত্য কপয়ো গৃহীত্বা মাং ক্ষণান্ততঃ ॥ ১৫

হইতেও মোচন হইবে। যে নর সেতুবন্ধে স্নান করিয়া রামেশ্বর শিবকে দর্শন করে এবং স্থির চিত্ত [illegible] বারাণসী গমন পূর্ব্বক গঙ্গাজল আনয়ন করত রামেশ্বর[illegible] অভিষেক করিবে সে নিশ্চয়ই পরম ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবে ।১।২।৩ ৪।

বানর সত্তম নল. প্রথম দিবসে চতুর্দ্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিবসে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিবসে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিবসে দ্বাবিংশতি যোজন. পঞ্চম দিবসে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিল। কপিগণ তাহাদ্বারা শত যোজন গমন করিল এবং অসংখ্য বানরশ্রেষ্ঠ ত্রিকূট পর্ব্বত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ৫।৬।৭।৮।

অনন্তর শ্রীরাম মারুতি স্কন্ধে এবং [illegible] অঙ্গদোপরি আরোহণ পূর্ব্বক মহাচলে অধিরূঢ় হইয়া লঙ্কাপুরী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন—বহু বিস্তৃতা, নানাবিধ চিত্র বিচিত্র ধ্বজা পতাকা উড্ডীয়মানা, বিবিধ চিত্রিত প্রাসাদ ও স্বর্ণ প্রাকার যুক্ত সিংহ দ্বার সম্বলিতা, পরিখা, শতঘ্নী ও সোপান বিরাজিতা লঙ্কাপুরী অবলোকন করণানন্তর দেখিলেন যে, অতি বিস্তৃত প্রাসাদ প্রদেশে নীলাদ্রি শিখরাকার, ঘোর কাদম্বিনী প্রভ নিকষানন্দন দশানন দশ মস্তকে উজ্জ্বল কিরীট পরিধান করত রত্ন দণ্ড ও অনেক শ্বেতছত্র দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মহাবীর মন্ত্রিসহ উপবেশন করিয়া আছে। ইত্যবসরে রাম-মুক্ত শুক বানর তাড়িত হইয়া বদ্ধাঞ্জলী পূর্ব্বক উপনীত হইলে দশানন হাসিতে হাসিতে কহিল—হে শুক! কেহ কি তোমাকে পীড়ন করিয়াছে? ।৯।১০।১১।১২। ।১৩।১৪।

শুক রাবণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—সাগরের উত্তর তীরে

মুষ্টিভির্নখদন্তৈশ্চ হন্তুং লোপ্তুং প্রচক্রমুঃ।
ততো মাং রাম! রক্ষেতি ক্রোশন্তং রঘুপুঙ্গবঃ ॥১৬
বিসৃজ্যতামিতি প্রাহ বিসৃষ্টোঽহং কপীশ্বরৈঃ।
ততোঽহমাগতো ভীত্যা দৃষ্ট্বা তদ্বানরং বলম্ ॥ ১৭
রাক্ষসানাং বলৌঘস্য বানরেন্দ্রবলস্য চ।
নৈতয়োর্বিদ্যতে সন্ধির্দেবদানবয়োরিব ॥ ১৮ ॥
পুরপ্রাকারমায়াতি ক্ষিপ্রমেকতরং কুরু।
সীতাং বাস্মৈ প্রযচ্ছাশু যুদ্ধং বা দীয়তাং প্রভো!
মামাহ রামস্ত্বং ব্রূহি রাবণং মদ্বচঃ শুক!।
যদ্বলং চ সমাশ্রিত্য সীতাং মে হৃতবানসি ॥ ২০ ॥
তদ্দর্শয় যথাকামং সসৈন্যঃ সহ বান্ধবৈঃ।
শ্বঃকালে নগরীং লঙ্কাং সপ্রাকারাং সতোরণাম্।
রাক্ষসং চ বলং পশ্য শরৈর্বিধ্বংসিতং ময়া।
ঘোররোষমহং মোক্ষ্যে বলং ধারয় রাবণ! ॥ ২২

ইত্যুক্ত্বোপররামাথ রামঃ কমললোচনঃ।
একস্থানগতা যত্র চত্বারঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥ ২৩ ॥
শ্রীরামো লক্ষ্মণশ্চৈব সুগ্রীবশ্চ বিভীষণঃ
এত এব সমর্থাস্তে লঙ্কাং নাশয়িতুং প্রভো! ॥ ২৪
উৎপাট্য ভস্মীকরণে সর্বে তিষ্ঠন্তু বানরাঃ।
তস্য যাদৃগ্‌বলং দৃষ্টং রূপং প্রহরণানি চ ॥ ২৫
বধিষ্যতি পুরং সর্ব্বং একস্তিষ্ঠন্তু তে ত্রয়ঃ।
পশ্য বানরসেনাং তামসংখ্যাতাং প্রপূরিতাম্ ।২৬
গর্জ্জন্তি বানরাস্তত্র পশ্য পর্ব্বতসন্নিভাঃ।
ন শক্যাস্তে গণয়িতুং প্রাধান্যেন ব্রবীমি তে ॥ ২৭
এষ যোঽভিমুখো লঙ্কাং নদন্ তিষ্ঠতি বানরঃ।
যূথপানাং সহস্রাণাং শতেন পরিবারিতঃ। ২৮
সুগ্রীবসেনাধিপতির্নীলো নামাগ্নিনন্দনঃ।
এষ পর্ব্বতশৃঙ্গাভঃ পদ্মকিঞ্জল্কসন্নিভঃ। ২৯।

উপস্থিত হইয়া কথা কহিবামাত্র কপিগণ উল্লম্ফন পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে আমাকে আক্রমণ করত মুষ্টি ও নখ দন্ত দ্বারা হনন করিতে উপক্রম করিল—অনন্তর আমি হা রাম, হা রঘুনন্দন বলিয়া চীৎকার করিলে। শ্রীরাম আমাকে বিমোচন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন কপিগণ আমাকে মুক্ত করিয়া দিল—পরে সেই সমস্ত বানর সৈন্য অবলোকন করিয়া ভীতান্তঃকরণে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাক্ষস ও বানর সৈন্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলাম যে, যেমন দেব ও দানবদিগের সন্ধি কখনই নাই সেই রূপ ইহাদিগের মধ্যে সন্ধি কখনই হইতে পারে না। রাম সসৈন্যে পূর্ব্ব প্রাকার সমীপবর্ত্তী হইতেছেন অতএব যত শীঘ্র পারেন যুদ্ধ সজ্জা করুন, না হয় রামকে সীতা সমর্পণ করুন—রাম আমাকে বলিয়াছেন যে, হে শুক! তুমি রাবণকে বলিও যে, তুমি যে সৈন্যাশ্রয় করিয়া আমার সীতাকে হরণ করিয়াছ যথেচ্ছুক হইয়া সৈন্য ও বান্ধব সহিত তাহা সন্দর্শন করাও—হে রাবণ! দেখ আমি ঘোর রাগ পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে তীর ও প্রাচীর বেষ্টিত লঙ্কা নগরী এবং রাক্ষস বল বিনাশ করিব, রাম এই বলিয়া নিবৃত্তি হইলেন। হে প্রভো! শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব ও বিভীষণ এই চারি পুরুষ সিংহ যখন একত্রিত হইয়াছে তখন তাহারা লঙ্কা বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে—এবং শ্রীরামের যেরূপ বল ও প্রহরী দর্শন করিলাম তাহাতে বানরগণ লঙ্কা উৎপাটন করিয়া দগ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়া আছে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫

তাহারা তিন জনে একত্র হইয়া থাকুক তাহা হইলে সমস্তই কার্য্য সফল হইবে। এক্ষণে অগণ্য বানর সৈন্যে পরিপূর্ণ

স্ফোটয়ত্যভিসংরব্ধো লাঙ্গূলং চ পুনঃ পুনঃ।
যুবরাজোঽঙ্গদো নাম বালিপুত্ত্রোঽতিবীর্য্যবান্ ॥৩০
যেন দৃষ্ট্বা জনকজা রামস্যাতীব বল্লভা।
হনূমানেব বিখ্যাতো হতো যেন তবাত্মজঃ॥ ৩১
শ্বেতো রজতসঙ্কাশো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ।
তূর্ণং সুগ্রীবমাগম্য পুনর্গচ্ছতি বানরঃ॥ ৩২॥
যস্ত্বেষ সিংহসঙ্কাশঃ পশ্যত্যতুলবিক্রমঃ।
রম্ভো নাম মহাসত্ত্বো লঙ্কাং নাশয়িতুং ক্ষমঃ॥৩৩
এষ পশ্যতি বৈ লঙ্কাং দিধক্ষন্নিব বানরঃ।
শরভো নাম রাজেন্দ্র! কোটিযূথপনায়কঃ॥ ৩৪॥
পনসশ্চ মহাবীর্য্যো মৈন্দশ্চ দ্বিবিদস্তথা।
নলশ্চ সেতুকর্ত্তাসৌ বিশ্বকর্ম্মসুতো বলী। ৩৫
বানরাণাং বর্ণনে বা সংখ্যানে বা ক ঈশ্বরঃ।
শূরাঃ সর্ব্বে মহাকায়াঃ সর্ব্বে যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ।৩৬
শক্তাঃ সর্ব্বে চূর্ণয়িতুং লঙ্কাং রক্ষোগণৈঃ সহ।
এতেষাং বলসংখ্যানং প্রত্যেকং বচ্মি তে শৃণু॥
এষাং কোটিসহস্রাণি নব পঞ্চ চ সপ্ত চ।
তথা শঙ্খসহস্রাণি তথার্ব্বুদশতানি চ॥ ৩৮॥
সুগ্রীবসচিবানাং তে বলমেতৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
অন্যেষাং তু বলং নাহং বক্তুং শক্তোঽস্মি রাবণ
রামো ন মানুষঃ সাক্ষাদাদিনারায়ণঃ পরঃ।
সীতা সাক্ষাজ্জগদ্ধেতুশ্চিচ্ছক্তির্জ্জগদাত্মিকা॥ ৪০॥
তাভ্যামেব সমুৎপন্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
তস্মাদ্রামশ্চ সীতা চ জগতস্তস্থুষশ্চ তৌ॥ ৪১॥
পিতরৌ পৃথিবীপাল! তয়োর্ব্বৈরী কথং ভবেৎ?
অজানতা ত্বয়া নীতা জগন্মাতৈব জানকী। ৪২।
ক্ষণনাশিনি সংসারে শরীরে ক্ষণভঙ্গুরে।
পঞ্চভূতাত্মকে রাজন! চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে। ৪৩।

হইয়াছে অবলোকন কর—দেখ ঐ পর্ব্বত সন্নিহিত বানর সমূহ গর্জ্জন করিতেছে, আমি বলিতেছি তোমার কেহই সেখানে যাইতে সক্ষম নহে; পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ উচ্চ ও পদ্ম-কিঞ্জল্ক-প্রভ ঐ সুগ্রীব সেনাধিপতি মহাবলশালী যুবরাজ অঙ্গদ বারম্বার ভূপৃষ্ঠে লাঙ্গুল আঘাত করিতেছে—ঐ দেখ মহাধীশক্তি সম্পন্ন অতুল বিক্রমশালী যে বানর সুগ্রীব সমীপে শীঘ্র আসিয়াই পুনর্ব্বার গমন করিতেছে উহার নাম শ্বেত, দেখ দেখ ঐ যে সিংহ সদৃশ মহাবলশালী বানর সমস্ত অব-লোকন করিতেছ ও সর্ব্বপ্রধান লঙ্কা বিনাশ করিতেও সক্ষম উহার নাম রম্ভ—ঐ দেখ যে বানর দিক সমস্ত দগ্ধ করিতেছে ও কোটী যূথপের নায়ক উহার নাম শরভ—মহাবলশালী পনশ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, এবং মহাবলী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল প্রভৃতি বানরদিগের বল বর্ণন করিতে বা সংখ্যা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে—তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাশূর যুদ্ধ করিতে অভিলাষী, লঙ্কা ও রাক্ষসগণকে চূর্ণ করিতে সক্ষম—এক্ষণে তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর—ইহা-দিগের কোটি সহস্র নব, পঞ্চ, সপ্ত, শঙ্খ ও অর্ব্বুদ সহস্র সেনা বল আছে সুগ্রীব সচিবদিগের সৈন্য বল কহিলাম, কিন্তু হে রাবণ! অন্য সমস্তের বল অগণ্য অতএব বলিতে অসক্ষম শ্রীরামচন্দ্র মানুষ নহেন তিনি সাক্ষাৎ পরম পুরুষ আদি নারা-য়ণ—সীতা জগৎ স্বরূপা সাক্ষাৎ আদ্যাশক্তি—তদ্বারাই স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সংসার সমুৎপন্ন হইয়াছে; হে পৃথিবীপাল! সেই মাতা পিতার কিরূপে শত্রু হইবে? তুমি না জানিয়াই জগন্মাতা জানকীকে আনয়ন করিয়াছ—হে রাজন্! এই ক্ষণ-বিধ্বংশি সংসারে ও ক্ষণভঙ্গুর দেহ মধ্যে মূল প্রকৃতি মহৎ অহঙ্কার মনঃ পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চমহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার তত্ত্ব অবস্থিত আছে,

মলমাংসাস্থিদুর্গন্ধভূয়িষ্ঠেঽহঙ্কৃতালয়ে।
কৈবাস্থা ব্যতিরিক্তস্ত কায়ে তব জড়াত্মকে ?। ৪৪

যৎকৃতে ব্রহ্মহত্যাদিপাতকানি কৃতানি তে।
ভোগভোক্তা তু যো দেহঃ স দেহোঽত্র পতিষ্যতি

পুণ্যপাপে সমায়াতো জীবেন সুখদুঃখয়োঃ।
কারণে দেহযোগাদিনাত্মনঃ কুরুতোঽনিশম্। ৪৬॥

যাবদ্দেহোঽস্মি কর্ত্তাস্মীত্যাত্মাহং কুরুতেঽবশঃ।
অধ্যাসাত্তাবদেব স্যাজ্জন্মনাশাদিসম্ভবঃ॥ ৪৭॥

তস্মাত্ত্বং ত্যজ দেহাদাবভিমানং মহামতে !।
আত্মাতিনির্ম্মলঃ শুদ্ধো বিজ্ঞানাত্মাচলোঽব্যয়ঃ।৪৮

স্বাজ্ঞানবশতো বন্ধং প্রতিপদ্য বিমুহ্যতি।
তস্মাত্ং শুদ্ধভাবেন জ্ঞাত্বাত্মানং সদা স্মর।৪৯।

বিরতিং ভজ সর্ব্বত্র পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিরয়েষ্বপি ভোগঃ স্যাচ্ছুকরতনাবপি। ৫০।

দেহং লবধ্বা বিবেকাঢ্যং দ্বিজত্বং চ বিশেষতঃ।
তত্রাপি ভারতে বর্ষে কর্ম্মভূমৌ সুদুর্লভম্। ৫১।

কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা দেহং ভোগানুগো ভবেৎ
অতস্ত্বং ব্রাহ্মণো ভূত্বা পৌলস্ত্যতনয়শ্চ সন্। ৫২।

অজ্ঞানীব সদা ভোগাননুধাবসি কিং মুধা ?।
ইতঃ পরং বা ত্যক্ত্বা ত্বং সর্ব্বসঙ্গং সমাশ্রয়। ৫৩।

রামমেব পরাত্মানং ভক্তিভাবেন সর্ব্বদা।
সীতাং সমর্প্য রামায় তৎপাদানুচরো ভব॥ ৫৪

বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং প্রয়াস্যসি।
নো চেদ্‌গমিষ্যসেঽধোঽধঃ পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতঃ।

অঙ্গীকুরুষ মদ্বাক্যং হিতমেব বদামি তে। ৫৫।

তোমার জড়াত্মক দেহে মল মাংস অস্থি প্রভৃত দুর্গন্ধ ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থ আছে ? যে দেহ ব্রহ্ম হত্যাদি কার্য্য করিয়াছে—যে দেহ স্বয়ং ভোগ ভক্ষক এরূপ স্থলে দেহ পতন হয়। সুখ দুঃখাদির কারণ হেতু পুণ্য ও পাপ জীবের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয় সুতরাং পুণ্য ও পাপে দেহ যোগাদির সহিত আপনার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যাবৎকাল দেহ আমার ও আমি কর্ত্তা এবং আত্মাকে বশীভূত করি তাবৎকাল অহঙ্কার হেতু জন্ম নাশাদির সম্পূর্ণ সম্ভব। হে মহামাতঃ ! সেই নিমিত্ত দেহাভিমান পরিত্যাগ কর—আত্মা অতি বিমল ও শুদ্ধ হউক, আপনার অজ্ঞানতা বশত শরীরাদি সম্বন্ধ হইয়াও পুনঃ পুনঃ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, সেই হেতু তুমি বিশুদ্ধ ভাবে পরমাত্মাকে জানিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই স্মরণ কর—পুত্র স্ত্রী গৃহাদি সুখ ভোগে ও নরকের কষ্ট ভোগে বিরত হও—দেখ এই কষ্ম ভূমি ভারতবর্ষে সুদুর্লভ আঢ্য যোগ্য দেহ বিশেষতঃ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ বিদ্বজ্জন দেহকে আত্মাধীন করিয়া দেহভোগানুবর্ত্তী হয় ? অতএব তুমি পুলস্ত্যতনয় ব্রাহ্মণ হইয়া অজ্ঞানীর ন্যায় সর্ব্বদাই বৃথা ভোগানুরক্ত হইতেছ ? এক্ষণে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ কর—সর্ব্বদা ভক্তিভাব দ্বারা পরমাত্মা শ্রীরামকে সীতা সমর্পণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মের অনুচর হও, তাহা হইলে তুমি সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে নচেৎ উত্তমলোক হইতে বর্জ্জিত হইয়া অধঃ পতিত হইবে—এক্ষণে আমার বচনে অঙ্গীকার কর কারণ তোমার হিত বাক্য কহিতেছি। সৎসঙ্গ গ্রহণ

সৎসঙ্গতিং কুরু ভজস্ব হরিং শরণ্যং
শ্রীরাঘবং মরকতোপলকান্তিকান্তম্।
সীতাসমেতমনিশং ধৃতচাপবাণং
সুগ্রীবলক্ষ্মণবিভীষণসেবিতাঙ্ঘ্রিম্। ৫৬

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া মরকত মণির তুল্য শ্যাম কায় শ্রীহরি রামচন্দ্রের শরণ লও এবং সুগ্রীব লক্ষ্মণ বিভীষণ যাহার চরণ সেবা করিতেছে তুমি সেই ধনুর্ব্বাণধারী সসীতা শ্রীরামচন্দ্রের চরণ শীঘ্র সেবা কর ।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বা শুকমুখোদ্গীতং বাক্যমজ্ঞাননাশনম্।
রাবণঃ ক্রোধতাম্রাক্ষো দহন্নিব তমব্রবীৎ। ১।
অনুজীবন্ দুর্ব্বুদ্ধে! গুরুবদ্ভাষসে কথম্?।
শাসিতাহং ত্রিজগতাং ত্বং মাং শিক্ষন্ন লজ্জসে?।
ইদানীমেব হন্মি ত্বাং কিন্তু পূর্ব্বকৃতং তব।
স্মরামি তেন রক্ষামি ত্বাং যদ্যপি বধোচিতম্। ৩
ইতো গচ্ছ বিমূঢ়! ত্বমেবং শ্রোতুং ন মে ক্ষমম।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা বেপমানো গৃহং যযৌ। ৪।

রাবণ শুক মুখে অজ্ঞান নাশক বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধ কষায় লোচনে তাহাকে কহিল—রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুই আমার সেবক হইয়া কি রূপে গুরুর ন্যায় আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিস্? আমি ত্রিজগৎ শাসন করি তুই আমাকে শিক্ষা দিতেছিস্ ইহাতে কি তোর লজ্জা করে না? এখনি তোরে বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোর পূর্ব্বজন্ম কৃত কার্য্য স্মরণ করিয়া তুই বধ্য হইলেও তোকে রক্ষা করিলাম। রে মূঢ়! তুই এ স্থান হইতে পলায়ন কর তোর বাক্য শুনিতে আর ইচ্ছা হয় না, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া শুক গৃহে গমন

শুকোঽপি ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
বানপ্রস্থবিধানেন বনে তিষ্ঠন্ স্বকর্ম্মকৃৎ। ৫।
দেবানামভিবৃদ্ধ্যর্থং বিনাশায় সুরদ্বিষাম্।
চকার যজ্ঞবিততিমবিচ্ছিন্নাং মহামতিঃ। ৬।
রাক্ষসানাং বিরোধোঽভূচ্ছুকো দেবহিতোদ্যতঃ।
বজ্রদংষ্ট্র ইতি খ্যাতস্তত্রৈকো রাক্ষসো মহান্। ৭।
অন্তরং প্রেপ্সুরাতিষ্ঠচ্ছুকাপকরণোদ্যতঃ।
কদাচিদাগতোঽগস্ত্যস্তস্যাশ্রমপদং মুনেঃ। ৮।
তেন সংপূজিতোঽগস্ত্যো ভোজনার্থং নিমন্ত্রিতঃ।
গতে স্নাতুং মুনৌ কুম্ভসম্ভবে প্রাপ্য চান্তরম্। ৯।
অগস্ত্যরূপধৃক্ সোঽপি রাক্ষসঃ শুকমব্রবীৎ।
যদি দাস্যসি মে ব্রহ্মন্! ভোজনং দেহি সামিষম্।।
বহুকালং ন ভুক্তং মে মাংসং ছাগাঙ্গসম্ভবম্।
তথেতি কারয়ামাস মাংসভোজ্যং সবিস্তরম্। ১১

উপবিষ্টে মুনৌ ভোক্তুং রাক্ষসোঽতীব সুন্দরম্।
শুকভার্য্যাবপুর্ধৃত্বা তাং চান্তর্মোহয়ন্ খলঃ। ১২।
নরমাংসং দদৌ তস্মৈ সুপক্কং বহুবিস্তরম্।
দত্ত্বৈবান্তর্দধে রক্ষস্ততো দৃষ্ট্বা চুকোপ সঃ। ১৩।
অমেধ্যং মানুষং মাংসমগস্ত্যঃ শুকমব্রবীৎ।
অভক্ষ্যং মানুষং মাংসং দত্তবানসি দুর্ম্মতে! ॥১৪
মহ্যং ত্বং রাক্ষসো ভূত্বা তিষ্ঠ ত্বং মানুষাশনঃ।
ইতি শপ্তঃ পুরো ভীত্যা প্রাহাগস্ত্যং মুনে! ত্বয়া।
ইদানীং ভাষিতং মেঽদ্য মাংসং দেহীতি বিস্তরম্।
তথৈব দত্তং মে দেব! কিং মে শাপং প্রদাস্যসি?।
শ্রুত্বা শুকস্য বচনং মুহূর্ত্তং ধ্যানমাস্থিতঃ।
জ্ঞাত্বা রক্ষঃকৃতং সর্ব্বং ততঃ প্রাহ শুকং সুধীঃ।১৭
তবাপকারিণা সর্ব্বং রাক্ষসেন কৃতং ত্বিদম্।
অবিচার্য্যৈব মে দত্তঃ শাপস্তে মুনিসত্তম!। ১৮।

করিল। শুক ও পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বাণপ্রস্থ বিধানানুসারে স্বকর্ম্ম হেতু বনে অবস্থিতি করিয়া সুরবিদ্বেষীর বিনাশ এবং দেবতাদিগের বৃদ্ধির জন্য বিস্তর যজ্ঞ করিয়া ছিলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

দেবাহিতরত শুকের প্রতি রাক্ষস দিগের বিশেষ দ্বেষ বুদ্ধি থাকায়, বজ্রদংষ্ট্র নামে ত্রৈলোক্য বিখ্যাত এক রাক্ষস শুকের অপকারে উদ্যত ছিল। এক দিন অগস্ত্য ঐ মুনির আশ্রমে সমাগত হইলে তৎকর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া ভোজনের নিমিত্ত অগস্ত্যকে নিমন্ত্রণ করিল। কুম্ভ যোগে অবসর ক্রমে স্নান করিয়া অগস্ত্য রূপ ধারণ পূর্ব্বক ঐ রাক্ষস শুককে কহিল। হে ব্রহ্মন্! যদি আমাকে ভোজন করান তবে সামিষ ভোজন করিব। আমি বহুকাল হইল ছাগাদির মাংস ভোজন করি নাই অতএব আমাকে প্রচুর পরিমাণে মাংস ভোজন করাও।

মুনি ভোজন করিতে উপবেশন করিলে, রাক্ষস অতীব সুন্দর শুক ভার্য্যার শরীর আক্রমণ করত তাহাকে পাকশালা হইতে বাহির করিয়া প্রস্থান করিল। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে নর মাংস প্রদান করিয়াছিল। অনন্তর রাক্ষস দর্শন করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়াছিল, অগস্ত্য অমেধ্য মানুষ মাংস দেখিয়া শুককে কহিল—রে দুর্ম্মতে! তুই আমাকে অভক্ষ্য মনুষ্য মাংস দিলি অতএব তুই মনুষ্য ভোজী রাক্ষস হইয়া অবস্থান কর। এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া সে কহিল—হে মুনে! অদ্য আমাকে প্রচুর পরিমাণে মাংস প্রদান কর, সুতরাং আমি তোমাকে মাংস দিয়াছি, অতএব আমাকে কেন অভিশাপ দিলেন। শুকের বাক্য শ্রবণ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ধ্যান অবলম্বন পূর্ব্বক রাক্ষসকৃত এই সমস্ত জ্ঞাত হইয়া সুবুদ্ধি অগস্ত্য শুককে কহিল। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

হে মুনিসত্তম্! তোমার অপকারি রাক্ষস কর্ত্তৃক এই

তথাপি মে বচোঽমোঘমেবমেব ভবিষ্যতি।
রাক্ষসং বপুরাস্থায় রাবণস্য সহায়কৃৎ। ১৯।
তিষ্ঠ তাবদ্যদা রামো দশাননবধায় হি।
আগমিষ্যতি লঙ্কায়াঃ সমীপং বানরৈঃ সহ ॥ ২০॥
প্রেষিতো রাবণেন ত্বং চারো ভূত্বা রঘূত্তমম্।
দৃষ্ট্বা শাপাদ্বিনির্মুক্তো বোধয়িত্বা চ রাবণম্ ॥ ২১ ॥
তত্ত্বজ্ঞানং ততো মুক্তঃ পরং পদমবাপ্স্যসি।
ইত্যুক্তোঽগস্ত্যমুনিনা শুকো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥২২॥
বভুব রাক্ষসঃ সদ্যো রাবণং প্রাপ্য সংস্থিতঃ।
ইদানীং চাররূপেণ দৃষ্ট্বা রামং সহানুজম্ ॥ ২৩॥
রাবণং তত্ত্ববিজ্ঞানং বোধয়িত্বা পুনর্দ্রুতম্।
পূর্ব্ববদ্ব্রাহ্মণো ভূত্বা স্থিতো বৈখানসৈঃ সহ ॥ ২৪ ॥
ততঃ সমাগমদ্বৃদ্ধো মাল্যবান্ রাক্ষসো মহান্।
বুদ্ধিমান্নীতিনিপুণো রাজ্ঞো মাতুঃ প্রিয়ঃ পিতা ॥২৫
প্রাহ তং রাক্ষসং বীরং প্রশান্তেনান্তরাত্মনা;
শৃণু রাজন্! বচো মেঽদ্য শ্রুত্বা কুরু যথেপ্সিতম্।
যদা প্রবিষ্টা নগরী জানকী রামবল্লভা।
তদাদি পুর্য্যাং দৃশ্যন্তে নিমিত্তানি দশানন।। ২৭
ঘোরাণি নাশহেতুনি তানি মে বদতঃ শৃণু।
খরস্তনিতনির্ঘোষা মেঘা অতিভয়ঙ্করাঃ ॥ ২৮ ॥
শোণিতেনাভিবর্ষন্তি লঙ্কামুষ্ণেন সর্ব্বদা।
রুদন্তি দেবলিঙ্গানি স্বিদ্যন্তি প্রচলন্তি চ ॥ ২৯ ॥
কালিকাঃ পাণ্ডুরৈর্দন্তৈঃ প্রহসন্ত্যগ্রতঃ স্থিতা।

সমস্ত কার্য্য করা হইয়াছে এবং আমিও অবিচার পূর্ব্বক তোমাকে শাপ প্রদান করিলেও আমার বচন অমোঘ হইবে সুতরাং রাবণের সহায় সম্পন্ন হইয়া তুমি রাক্ষস শরীর প্রাপ্ত হইয়া দশানন বিনাশের নিমিত্ত শ্রীরাম চন্দ্র বানরগণ সমভিব্যাহারে যত দিন পর্য্যন্ত লঙ্কাপুরী মধ্যে আগমন না করিবেন তাবৎকাল তুমি ঐ অবস্থায় অবস্থান কর পরে তুমি বানর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন পূর্ব্বক রাবণকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করিলে শাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। অনন্তর মুক্ত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণসত্তম শুক অগস্ত্য কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে, তখনই রাক্ষসরূপ হইল এবং রাবনের নিকট অবস্থিতি করিল অধুনা সহানুজ শ্রীরামচন্দ্রকে চার রূপে দর্শন করিয়া রাবণকে পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিজ্ঞানানন্তর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ হইয়া বান-প্রস্থ অবস্থায় অবস্থান করিল। অনন্তর নীতিনিপুণ বুদ্ধিমান রাজমাতার প্রিয় পিতা বৃদ্ধ মাল্যবান্ মহারাক্ষস আগমন করিয়া প্রশান্তচিত্তে রাক্ষসবিত্তকে কহিলেন– হে রাজন্! শ্রবণ কর—অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাভিলষিত কার্য্য কর। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬

হে দশানন! যে দিনে রাম বল্লভা জানকী নগরীতে প্রবেশ করেন সেই দিনাবধি আমি পুরীমধ্যে ঘোরতর উৎ-পাত সমূহ দেখিতেছি। অতএব ইহা কেবল সর্ব্বনাশের মূল নিশ্চয় বলিতেছি আপনি শ্রবণ করুন। সুগম্ভীর ভীষণ ঘনাবলি কঠোর গর্জ্জনে বজ্র পতন শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও নিরন্তর উষ্ণশোণিত অভিবর্ষণ করিতেছে। আরও দেখুন দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি সকল বিলাপ পরিতাপ করত সচঞ্চল হইতেছে। প্রত্যেক রাক্ষসদিগের পুরবর্ত্তিণী কালিকা পাণ্ডু-বর্ণ দন্ত বিকসিত করিয়া সমুদায় রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিব বলিয়া হাস্য করিতেছেন। আর বিড়াল ও নকুলের সঙ্গিত

খরা গোষু প্রজায়ন্তে মূষকা নকুলৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥
মার্জারেণ তু যুধ্যন্তি পন্নগা গরুড়েন তু।
করালো বিকটো মুণ্ডঃ পুরুষঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥ ৩১ ॥
কালো গৃহাণি সর্ব্বেষাং কালে কালে ত্ববেক্ষতে।
এতান্যন্যানি দৃশ্যন্তে নিমিত্তান্যুদ্ভবন্তি চ। ৩২।
অতঃ কুলস্য রক্ষার্থং শান্তিং কুরু দশানন!।
সীতাং সৎকৃত্য সধনাং রামায়াশু প্রযচ্ছ ভো!।৩৩
রামং নারায়ণং বিদ্ধি বিদ্বেষং ত্যজ রাঘবে।
যৎপাদপোতমাশ্রিত্য জ্ঞানিনো ভবসাগরম্ ॥৩৪
তরন্তি ভক্তিপূতাত্মা ততো রামো ন মানুষঃ।
ভজস্ব ভক্তিভাবেন রামং সর্ব্বহৃদালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
যদ্যপি ত্বং দুরাচারো ভক্ত্যা পূতো ভবিষ্যসি।
মদ্বাক্যং কুরু রাজেন্দ্র! কুলকৌশলহেতবে ॥ ৩৬
তত্ত্ব মাল্যবতো বাক্যং হিতমুক্তং দশাননঃ।
ন মর্ষয়তি দুষ্টাত্মা কালস্য বশমাগতঃ ॥ ৩৭ ॥
মানবং কৃপণং রামং একং শাখামৃগাশ্রয়ম্।
সমর্থং মন্যসে কেন? হীনং পিত্রা মুনিপ্রিয়ম্।
রামেণ প্রেষিতো নূনং ভাষসে ত্বমনর্গলম্
গচ্ছ বৃদ্ধোঽসি বন্ধুস্ত্বং সোঢ়ং সর্ব্বং ত্বয়োদিতম্ ॥
ইতো মৎকর্ণপদবীং দহত্যেতদ্বচস্তব।
ইত্যুক্ত্বা সর্ব্বসচিবৈঃ সহিতঃ প্রস্থিতস্তদা ॥ ৪০ ॥
প্রাসাদাগ্রে সমাসীনঃ পশ্যন্ বানরসৈনিকান্।
যুদ্ধায়াযোজয়ৎসর্ব্বরাক্ষসান্ সমুপস্থিতান্। ৪১।
রামোঽপি ধনুরাদায় লক্ষ্মণেন সমাহৃতম্।

মূষিকদিগের কলহ, গরুড়ের সহিত সর্পের বিবাদ, ভয়ানক বিকটাকৃতি পিঙ্গলবর্ণ কালস্বরূপ এক পুরুষ সায়ং প্রাতঃ এই উভয় সময়েই প্রত্যেক গৃহেতে আবির্ভূত হইতেছে। এই প্রকার বিবিধ নিমিত্ত সমূহ সমুদ্ভূত হইয়াছে অবলোকন করিলাম। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।

হে দশানন! এই কারণবশতঃ কুলের হিতসাধনার্থ শান্তি বিধান করুন। আর এই দীনা সীতাদেবীকে সবিনয়ে প্রত্যার্পণ করুন। আপনি রামচন্দ্রকে নারায়ণ বলিয়া জানিবেন অতএব রাঘবে বিদ্বেষ পরিত্যাগ করুন কারণ ভক্তি-পূতাত্মা জ্ঞানীগণ যাঁহার শ্রীপদ নৌকা আশ্রয় করিয়া ভব-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন—সেই রাম তিনি মানব নহেন: তিনি সর্ব্বান্তর্যামী অতএব তাঁহাকে ভক্তিভাবে ভজনা করুন। হে রাজেন্দ্র! কুলের মঙ্গলসাধনার্থ আমার বাক্য রক্ষা করুন। যদিও আপনি আচার ভ্রষ্ট, তথাপি আপনার দেহ ভক্তিসহকারে পবিত্র হইবে। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

দুষ্টাত্মা দশানন কালের বশতাপন্ন হইয়া মাল্যবান কথিত হিতবাক্যে অভিনন্দন করিলেন না। অধিকন্তু কহিলেন— সামান্য বানরাশ্রিত দুর্ব্বল মানবমাত্র: কোন ব্যক্তি তাহাকে সমর্থ গণনা করে? আর নিশ্চয় জানিলাম যে, সেই রামের প্রেরিত হইয়া তুমি যে সমস্ত কথা বলিলে, ইহা কেবল বন্ধু ও বৃদ্ধ বলিয়া সহ্য করিলাম এক্ষণে এস্থান হইতে গমন কর। কারণ তোমার বদন বিনিঃসৃত বচনাবলী আমাকে দহন করিতেছে। এই বলিয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০।

অনন্তর রাজা প্রাসাদে বানরগণ উপবেশন করিয়াছে দেখিয়া সম্মুখস্থিত সমস্ত রাক্ষস দিগকে যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। ক্রোধ পরিপূর্ণ হৃদয়ে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ

দৃষ্ট্বা রাবণমাসীনং কোপেন কলুষীকৃতঃ ॥ ৪২ ॥
কিরীটিনং সমাসীনং মন্ত্রিভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
শশাঙ্কার্দ্ধনিভেনৈব বাণেনৈকেন রাঘবঃ ॥ ৪৩ ॥
শ্বেতচ্ছত্রসহস্রাণি কিরীটদশকং তথা
চিচ্ছেদ নিমিষার্দ্ধেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৪৪ ॥
লজ্জিতো রাবণস্তূর্ণং বিবেশ ভবনং স্বকম্।
আহূয় রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ প্রহস্তপ্রমুখান্ খলঃ ॥ ৪৫
বানরৈঃ সহ যুদ্ধায় নোদয়ামাস সত্বরঃ।
ততো ভেরীমৃদঙ্গাদ্যৈঃ পণবানকগোমুখৈঃ ॥ ৪৬ ॥
মহিষোষ্ট্রৈঃ খরৈঃ সিংহৈর্দ্বীপিভিঃ কৃতবাহনাঃ।
খড়্গশূলধনুঃপাশযষ্টিতোমরশক্তিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
লক্ষিতাঃ সর্ব্বতো লঙ্কাং প্রতিদ্বারমুপাযযুঃ।
তৎপূর্ব্বমেব রামেণ নোদিতা বানরর্ষভাঃ ॥ ৪৮ ॥
উদ্যম্য গিরিশৃঙ্গাণি শিখরাণি মহান্তি চ।
তরুংশ্চোৎপাট্য বিবিধান্ যুদ্ধায় হরিযূথপাঃ ॥ ৪৯
প্রেক্ষমাণা রাবণস্য তান্যনীকানি ভাগশঃ।
রাঘবপ্রিয়কামার্থং লঙ্কামারুরুহুস্তদা ॥ ৫০ ॥
তে দ্রুমৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ মুষ্টিভিশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
ততঃ সহস্রযূথাশ্চ কোটিযূথাশ্চ যূথপাঃ ॥ ৫১ ॥
কোটীশতযুতাশ্চান্যে রুরুধুর্নগরং ভৃশম্।
আপ্লবন্তঃ প্লবন্তশ্চ গর্জ্জন্তশ্চ প্লবঙ্গমাঃ ॥ ৫২ ॥
রামো জয়ত্যতিবলো লক্ষ্মণশ্চ মহাবলঃ।
রাজা জয়তি সুগ্রীবো রাঘবেণানুপালিতঃ ॥ ৫৩ ॥
ইত্যেবং ঘোষয়ন্তশ্চ সমং যুযুধিরে হরিভিঃ।
হনুমানঙ্গদশ্চৈব কুমুদো নীল এব চ ॥ ৫৪ ॥
নলশ্চ শরভশ্চৈব মৈন্দো দ্বিবিদ এব চ।

সহিত ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত মুকুটধারী রাবণকে অবলোকন করিয়া শশাঙ্কনিভ একমাত্র শরাঘাতে শ্বেতচ্ছত্র শোভিত মস্তকভূষিত দশমুকুট নিমেষার্দ্ধ মধ্যেই খণ্ড খণ্ড করিলেন কিন্তু তৎকালে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪।

প্রহস্ত প্রমুখ সমস্ত রাক্ষসদিগকে আহ্বান করত ক্রূরমতি রাবণ লজ্জিত হইয়া সত্বর স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে পণব, আনক, গোমুখ, ভেরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যোদ্যমে সম্প্লুবিত হইয়া বানরগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিলেন। মহিষ, উষ্ট্র, খর, সিংহ, শার্দ্দূল আদি বাহনে আরূঢ় হইয়া যোদ্ধাগণ খড়্গ, শেল, শূল, ধনু পাশ, যষ্টি, তোমর, শক্তি প্রভৃতি অস্ত্রে ভূষিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন করত লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইল। কিন্তু বানরগণ তৎপূর্ব্বেই রামের আদেশানুসারে প্রেরিত হইয়া বিপুল গিরিশৃঙ্গ সকল উত্তোলন ও বিবিধ বৃক্ষসমূহ উৎপাটন করত রাবণের তৎপ্রদেশস্থ সেই সৈন্যদল অবলোকন করিয়া তৎকালে রাঘবের হিতসাধনার্থ লঙ্কা পুরীতে আরোহণ করিয়াছিল। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

তদনন্তর ঊর্দ্ধাধঃ লম্ফপ্রদান ও ভজন গর্জ্জন করত সেই বানরগণ বিপুল পর্ব্বতশৃঙ্গ ও বৃক্ষসমূহ উপলক্ষিত মাত্রেই প্রগাঢ় রূপে সহস্র সহস্র কোটী কোটী দলবদ্ধ হইয়া নগরকে অবরোধ করিল। অতি বীর্য্যবান রামচন্দ্র, মহাবল লক্ষ্মণ ও জয়যুক্ত হউন এবং মহাবল সুগ্রীব রাঘবানুপালিত হইয়া জয়লাভ করুন। এই প্রকারে চতুর্দিক ঘোষণা করত পরম

জাম্ববান্ দধিবক্ত্রশ্চ কেশরী তার এব চ ॥ ৫৫ ॥
অন্যে চ বলিনঃ সর্ব্বে যূথপাশ্চ প্লবঙ্গমাঃ।
দ্বারাণ্যুৎপ্লুত্য লঙ্কায়াঃ সর্ব্বতো রুরুধুর্ভৃশম্।
তদা বৃক্ষৈর্মহাকায়াঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ ॥ ৫৬ ॥
নিজঘ্নুস্তানি রক্ষাংসি নখৈর্দ্দন্তৈশ্চ বেগিতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ তদা ভীমা দ্বারেভ্যঃ সর্ব্বতো রুষা ॥ ৫৭
নির্গত্য ভিণ্ডিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ শূলৈঃ পরশ্বধৈঃ।
নিজঘ্নুর্ব্বানরানীকং মহাকায়া মহাবলাঃ ॥ ৫৮ ॥
রাক্ষসাংশ্চ তথা জঘ্নুর্ব্বানরাজিতকাশিনঃ।
তথা বভুব সমরো মাংসশোণিতকর্দমঃ ॥ ৫৯ ॥
রক্ষসাং বানরাণাং চ সম্বভূবাদ্ভুতোপমঃ।
তে হয়ৈশ্চ গজৈশ্চৈব রথৈঃ কাঞ্চনসন্নিভৈঃ। ৬০।
রক্ষোব্যাঘ্রা যুযুধিরে নাদয়ন্তো দিশো দশ।
রাক্ষসাশ্চ কপীন্দ্রাশ্চ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥ ৬১ ॥
রাক্ষসান্ বানরা জঘ্নুর্ব্বানরাংশ্চৈব রাক্ষসাঃ।
রামেণ বিষ্ণুনা দৃষ্টা হরয়ো দিবিজাংশজাঃ। ৬২
বভুবুর্ব্বলিনো হৃষ্টাস্তদা পীতামৃতা ইব।
সীতাভিমর্ষপাপেন রাবণেনাভিপালিতান্। ৬৩।
হতশ্রীকান্ হতবলান্ রাক্ষসান্ জঘ্নুরোজসা।
চতুর্থাংশাবশেষেণ নিহতং রাক্ষসং বলম্। ৬৪।
স্বসৈন্যং নিহতং দৃষ্ট্বা মেঘনাদোঽথ দুষ্টধীঃ।
ব্রহ্মদত্তবরঃ শ্রীমানন্তর্ধানং গতোঽম্বরঃ। ৬৫।
সর্ব্বাস্ত্রকুশলো ব্যোম্নি ব্রহ্মাস্ত্রেণ সমন্ততঃ।
নানাবিধানি শস্ত্রাণি বানরানীকমর্দ্দয়ন্। ৬৬।

শক্র রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তৎকালে হনুমান, অঙ্গদ, কুমুদ, নীল, নল; শরভ, মৈন্দী, দ্বিবিদ, জাম্ববান, প্রভৃতি মহাকায় বলবান বানরগণ বৃক্ষ ও পর্ব্বতাদি দ্বারা লঙ্কাদ্বারে উপস্থিত হইয়া নিবীড় রূপে সর্ব্বতোভাবে প্রতিরোধ করিল। এবং নখ ও দন্তদ্বারা প্রবলবেগে ভীমাকৃতি রাক্ষসদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। তদ্দর্শনে মহাকায় মহাবলবান রাক্ষসগণ দ্বারদেশ বিনির্গত হইয়া রোষপরবশে ভিণ্ডিপাল, পাশ, পরশু খড়্গা, প্রভৃতিদ্বারা কতিপয় বানর সৈন্য সংহার করিল। এবং বানরগণও পরাস্ত হইয়া পুনরায় আক্রমণ করিল এই প্রকারে সমর ভূমি মাংস ও শোণিতদ্বারা কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল। অতএব রাক্ষস ও বানর এই উভয় দলমধ্যে অতি আশ্চর্য্য উপমা সম্ভূত হইয়াছিল. এইরূপে পরস্পর জয়াভিলাষী বানর ও রাক্ষস দল সুবর্ণসদৃশ রথ, গজ, অশ্ব, প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ও দশদিক প্রমদিত হওত রণাভিমুখে উদযোগ করিল। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১

দেবাংশজাত বানরগণ রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিলে রাক্ষসগণও তাহাদিগকে সংহার করিল। ইহা রামচন্দ্র অবলোকন করিবামাত্রেই তৎকালে হীনবীর্য্যবানরগণ তেজস্বী হইয়া যেন অমৃত পান করিয়াছে এইরূপ হৃষ্টচিত্তে সীতাদেবীর গাত্রস্পর্শজন্য সংজাত পাপপূর্ণ কলেবর রাবণের প্রতিপালিত রাক্ষসগণ শ্রীভ্রষ্ট ও হীনবীর্য্য হওয়াতে তাহাদিগকে চতুর্থাংশের অবশিষ্টাংশ বলদ্বারা সমস্ত রাক্ষসদল নিহত হইল। ৬২। ৬৩। ৬৪।

ইত্যবসরে মেঘনাদ দুষ্টমতি সমুদায় আত্মসৈন্য নিহত দেখিয়া ব্রহ্মদত্ত বরপ্রাপ্তে অন্তর্দ্ধান হইলেন। নানাবিধ শাস্ত্র সুশিক্ষিত হইয়া নভোমণ্ডলে ব্রহ্মাস্ত্রদ্বারা নানাপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগ করত বানর কটক সম্যকরূপে উৎপীড়িত হওয়াতে

ববর্ষ শরজালানি তদদ্ভুতমিবাভবৎ।
রামোঽপি মানয়ন্ ব্রাহ্মমস্ত্রমস্ত্রবিদাম্বরঃ॥ ৬৭ ॥
ক্ষণং তুষ্ণীমুবাসাথ দদর্শ পতিতং বলম্।
বানরাণাং রঘুশ্রেষ্ঠশ্চুকোপানলসন্নিভঃ। ৬৮।
চাপমানয় সৌমিত্রে! ব্রহ্মাস্ত্রেণাসুরং ক্ষণাৎ।
ভস্মীকরোমি মে পশ্য বলমদ্য রঘূত্তম!। ৬৯।
মেঘনাদোঽপি তচ্ছ্রুত্বা রামবাক্যমতন্দ্রিতঃ।
তূর্ণং জগাম নগরং মায়য়া মায়িকোঽসুরঃ॥ ৭০
পতিতং বানরানীকং দৃষ্ট্বা রামোঽতিদুঃখিতঃ।
উবাচ মারুতিং শীঘ্রং গত্বা ক্ষীরমহোদধিম্। ৭১।
তত্র দ্রোণগিরির্নাম দিব্যৌষধিসমুদ্ভবঃ।
তমানয় দ্রুতং গত্বা সঞ্জীবয় মহামতে!॥ ৭২ ॥
বানরৌঘান্ মহাসত্ত্বান্ কীর্ত্তিস্তে সুস্থিরা ভবেৎ।
আজ্ঞাপ্যমাণমিত্যুক্ত্বা জগামানিলনন্দনঃ॥ ৭৩ ॥
আনীয় চ গিরিং সর্বান্ বানরান্ বানরর্ষভঃ।
জীবয়িত্বা পুনস্তত্র স্থাপয়িত্বা যযৌ দ্রুতম্॥৭৪॥
পূর্ববদ্ভৈরবং নাদং বানরাণাং বলৌঘতঃ।
শ্রুত্বা বিস্ময়মাপন্নো রাবণো বাক্যমব্রবীৎ॥ ৭৫ ॥
রাঘবো মে মহান্ শত্রুঃ প্রাপ্তো দেববিনির্ম্মিতঃ।
হন্তুং তং সমরে শীঘ্রং গচ্ছন্তু মম যূথপাঃ॥ ৭৬ ॥
মন্ত্রিণো বান্ধবাঃ শূরা যে চ মৎপ্রিয়কাঙ্ক্ষিণঃ।
সর্ব্বে গচ্ছন্তু যুদ্ধায় ত্বরিতং মম শাসনাৎ॥৭৭॥
যে ন গচ্ছন্তি যুদ্ধায় ভীরবঃ প্রাণবিপ্লবাৎ।
তান্ হনিষ্যাম্যহং সর্বান্ মচ্ছাসনপরাঙ্মুখান্॥৭৮
তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তা নির্জগ্মূ রণকোবিদাঃ।
অতিকায়ঃ প্রহস্তশ্চ মহানাদমহোদরৌ। ৭৯।

শরজাল বিস্তার করিলেন। অনন্তর সমর প্রবীন অস্ত্রবিসারদ ক্রোধোজ্বলিত দ্বিতীয় অনলরূপধারী। রঘুবীর রামচন্দ্র ও ব্রাহ্ম অস্ত্রকে স্মরণ করত ক্ষণকালজন্য তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন পরে সৈন্যসমূহ নিপতিত অবস্থা অবলোকন করিলেন।৬৫।৬৬ ৬৭।৬৮।৬৯ ৭০

রামচন্দ্র অতি দুঃখিত চিত্তে বানর সৈন্যসমূহ নিপতিত দেখিয়া ক্ষীরসমুদ্রতটে শীঘ্র গমন করিয়া পবন পুত্র হনুমানকে বলিলেন। দিব্য ঔষধিসমুদ্ভূত দ্রোণ নামক এক পর্ব্বত আছে। হে মহামতে! তথায় সত্বর গমনপূর্ব্বক সেই ঔষধি আনয়ন করিয়া জীবন রক্ষা কর। ইহাতে তুমি অবিচলিত কীর্ত্তিলাভ করিবে। তদনন্তর অনিলনন্দন যে আজ্ঞা এই কথা বলিয়া গমন করিল। তৎপরে ঐ পর্ব্বত আনয়ন করিয়া সমস্ত বানরগণের জীবন পুনর্জ্জীবিত করাইয়া পুনরায় সেই স্থানে সেই পর্ব্বত সংস্থাপন করত সত্বর প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণ পূর্ব্ববৎ বানরদিগের ভৈরব নাদ শ্রবণ করত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন। আমার প্রবল শত্রু এই রাঘবকে বিনাশ করিবার জন্য তোমরা শীঘ্র দলবদ্ধ হইয়া সমরে গমন কর। যাহারা হিতাভিলাষী বীর্য্যবান বান্ধব ও মন্ত্রী তাহারা সকলে আমার শাসন বশতঃ সত্বর যুদ্ধার্থ গমন কর। যাহারা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন না করিবে তাহারা আমার শাসন বিমুখ হইলেও সকলকেই বিনাশ করিব।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।

এক্ষণে অতিকায়, প্রহস্ত. মহানাদ দেবশত্রু, নিকুম্ভ, দেবা-

দেবশত্রুর্নিকুম্ভশ্চ দেবান্তকনরান্তকৌ।
অপরে বলিনঃ সর্বে যুযুধুর্ব্বানরৈঃ। ৮০।
এতে চান্যে চ বহবঃ শূরাঃ শতসহস্রশঃ।
প্রবিশ্য বানরং সৈন্যং মমন্থুর্বলদর্পিতাঃ। ৮১।
ভুশুণ্ডৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ বাণৈঃ খড়্গৈঃ পরশ্বধৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজঘ্নুর্হরিযূথপান্। ৮২।
তে পাদপৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈর্নখদংষ্ট্রৈশ্চ মুষ্টিভিঃ।
প্রাণৈর্বিমোচয়ামাসুঃ সর্ব্বরাক্ষসযূথপান্। ৮২।
রামেণ নিহতাঃ কেচিৎ সুগ্রীবেণ তথাপরে।
হনুমতা চাঙ্গদেন লক্ষ্মণেন মহাত্মনা। ৮৪।
যূথপৈর্বানরাণাং তে নিহতাঃ সর্বরাক্ষসাঃ।
রামতেজঃ সমাবিশ্য বানরা বলিনোঽভবৎ। ৮৭
রামশক্তিবিহীনানামেবং শক্তি কুতো ভবেৎ। ৮৬

সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বময়ো বিধাতা
মায়ামনুষ্যত্ববিড়ম্বনেন।
সদা চিদানন্দময়োঽপি রামো
যুদ্ধাদিলীলাং বিতনোতি মায়াম্। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ন্তক, নরান্তক, অন্যান্য বলবান রাক্ষসগণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরদিগের সহিত সমরাভিমুখে গমন করিল। ৭৯।৮০।

অন্যান্য শত সহস্র বহুসংখ্যক বীর্য্যবান রাক্ষসসমূহ বানর সৈন্য দলে প্রবেশ করিয়া প্রচণ্ড প্রবল প্রতাপ মন্থন করিতে লাগিল। ভুশণ্ড, ভিণ্ডিপাল, পরশু, খড়্গ, প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র দ্বারা সিংহ সমতুল্য যূথপতি বানরগণকে সংহার করিল। কিন্তু সেই বানরগণ বৃক্ষ, পর্ব্বত, নখ, দন্ত, প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত রাক্ষসদিগের প্রাণ সমূহ বিমোচিত করাইল। ইত্যবসরে রামচন্দ্র কতকগুলিকে নিহত করিলেন। সুগ্রীব, হনুমান, অঙ্গদ, মহাত্মা লক্ষ্মণ, অপর কতিপয় বিনাশ করিলেন। বানরগণ দলবদ্ধ হইয়া সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে সংহার করিলে, রামশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সকলেই অবনীল হইল ৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।

সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেশ্বর বিধাতা রামচন্দ্র তিনি সচ্চিদানন্দরূপী হইলেও মনুষ্যদিগের অনুকরণ করিবার জন্য মায়াদ্বারা সমর প্রভৃতি কম্পিত ক্রীড়া বিস্তার করিতেছেন। ৮৭

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডেপঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রুত্বা যুদ্ধে বলং নষ্টমতিকায়মুখং মহৎ।
রাবণো দুঃখসন্তপ্তঃ ক্রোধেন মহতাবৃতঃ। ১।
নিধায়েন্দ্রজিতং লঙ্কারক্ষণার্থং মহাদ্যুতিঃ।
স্বয়ং জগাম যুদ্ধায় রামেণ সহ রাক্ষসঃ। ২।
দিব্যং স্যন্দনমারুহ্য সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রসংযুতম্।
রামমেবাভিদুদ্রাব রাক্ষসেন্দ্রো মহাবলঃ। ৩।
বানরান্ বহুশো হত্বা বাণৈরাশীবিষোপমৈঃ।
পাতয়ামাস সুগ্রীবপ্রমুখান্ যূথনায়কান্। ৪।
গদাপাণিং মহাসত্ত্বং তত্র দৃষ্ট্বা বিভীষণম্।
উৎসসর্জ মহাশক্তিং ময়দত্তাং বিভীষণে। ৫।

তামাপতন্তীমালোক্য বিভীষণবিঘাতিনীম্।
দত্তাভয়োঽস্বয়ং রামেণ বধার্হো নায়মাসুরঃ। ৬।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণো ভীমং চাপমাদায় বীর্য্যবান্।
বিভীষণস্য পুরতঃ স্থিতোঽকম্প ইবাচলঃ। ৭।
সা শক্তির্লক্ষ্মণতনুং বিবেশামোঘশক্তিতঃ।
যাবন্ত্যঃ শক্তয়ো লোকে মায়ায়াঃ সম্ভবন্তি হি।৮।
তাসামাধারভূতস্য লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ
মায়াশক্ত্যা ভবেৎ কিং বা? শেষাংশস্য হরেস্তনো
তথাপি মানুষং ভাবমাপন্নস্তদনুব্রতঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ তমাদাতুং দশাননঃ।১০।

রাবণ যুদ্ধে বহুসেনা এবং মহাবল মহাকায় অতিকায় নিধন হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, দুঃখ শোকে সন্তপ্ত ও অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন। ইন্দ্রজিতকে লঙ্কারক্ষার্থে আদেশ করণানন্তর স্বয়ং সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সংযুত দিব্য রথে আরোহণ করিয়া, রাম সহ যুদ্ধার্থে গমন করিলেন। অতঃপর রাম কটক সন্নিধানে উপনীত হইয়া, সর্প সদৃশ বিবিধ বাণদ্বারা অগ্রে অশেষ বানরগণ বিনাশ করত, সুতীক্ষ্ণশরে যূথপতি সুগ্রীবকে ভূমিতলে নিপাতিত করিলেন, অমনি সম্মুখে গদাপাণি বিভীষণকে অবলোকন করত ক্রোধান্ধ হইয়া তাহার নিধন সাধনে ময়দানবদত্ত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। বিভীষণও সেই জীবননাশী শর স্বীয় নিধন সাধনে সমাগত দেখিয়া, ভয়ে রাম লক্ষ্মণ সন্নিধানে গমন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই বিভীষণকে অভয় প্রদান করিয়া লক্ষ্মণ, ধনুর্দ্ধারণ করত বিভীষণের অগ্রে অচলের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। সেই অমোঘশক্তি লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবেশ করিল। অমনি লক্ষ্মণ ও সেই শক্তির আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতে নিপতিত হইলেন। আহা! জগদীশ্বরের কি মহিমা; যিনি স্বয়ং অনন্তদেব, সর্ব্ব জীবের শক্তিধর হইয়াও সামান্য শক্তির আঘাতে বিচেতন প্রায় হইলেন। কেবল কাল মাহাত্ম্যে সাধারণ মনুষ্য ভাব ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই এরূপ ঘটিল; নতুবা সকলের মূলস্বরূপ সাক্ষাৎ অনন্তদেবকে কে বিদ্ধ করিয়া ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হয়? ।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।

হস্তৈস্তোলয়িতুং শক্তো ন বভূবাতিবিস্মিতঃ।
সর্ব্বস্য জগতঃ সারং বিরাজং পরমেশ্বরং। ১১।
কথং লোকাশ্রয়ং বিষ্ণুং তোলয়েল্লঘু রাক্ষসঃ?
গ্রহীতকামং সৌমিত্রিং রাবণং বীক্ষ্য মারুতিঃ।১২
আজঘানোরসি ক্রুদ্ধো বজ্রকল্পেন মুষ্টিনা!
তেন মুষ্টিপ্রহারেণ জানুভ্যামপতদ্ভুবি। ১৩।
আস্যৈশ্চ নেত্রশ্রবণৈরুদ্বমন্ রুধিরং বহু।
বিঘূর্ণমাননয়নো রথোপস্থ উপাবিশৎ। ১৪।
অথ লক্ষ্মণমাদায় হনুমান্ রাবণার্দ্দিতম্।
আনয়দ্রামসামীপ্যং বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য তম্। ১৫
হনূমতঃ সুহৃত্ত্বেন ভক্ত্যা চ পরমেশ্বরঃ।
লঘুত্বমগমদ্দেবো গুরূণাং গুরুরপ্যজঃ। ১৬।

দশানন লক্ষ্মণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া তাঁহাকে হস্তদ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তুলিতে অসক্ষম হইয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন। আহা! যিনি সমস্ত জগতের সার পরমেশ্বর,—রাক্ষস হইয়া সেই সর্ব্বলোকের আশ্রয় অনন্তদেবকে উত্তোলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইবে? মারুততনয় রাবণকে সুমিত্রানন্দন গ্রহণে ইচ্ছুক সন্দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে বজ্রসদৃশ এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। রাবণ হনুমানের মুষ্টি প্রহারে ভূপতিত হইলেন। অনন্তর মুখনেত্র ও শ্রবণ মধ্য হইতে বহুপরিমাণে রুধির বমন করিতে করিতে ও বিঘূর্ণিত নয়নে রথোপরি উপবেশন করিলেন; ইত্যবসরে হনুমান্ ভক্তিপূর্ব্বক রাবণার্দ্দিত লক্ষ্মণ দেবকে উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল। ১১।১২।১৩।১৪।

অনন্তর রাবণ, কিঞ্চিত সুস্থ হইয়া, ক্রোধে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, রাম সন্নিধানে গমন করিল। তদ্দর্শনে রাম ও অত্যন্ত রোষান্বিত হইয়া, কোদণ্ডনামক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক

সা শক্তিরপি তং ত্যক্ত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণাংশজম্।
রাবণস্য রথং প্রাগাদ্রাবণোঽপি শনৈস্ততঃ।১৭।
সংজ্ঞামবাপ্য জগ্রাহ বাণাসনমথো রুষা।
রামমেবাভিদুদ্রাব দৃষ্ট্বা রামোঽপি তং ক্রুধা।১৮
আরুহ্য জগতাং নাথো হনূমন্তং মহাবলম্।
রথস্থং রাবণং দৃষ্ট্বা অভিদুদ্রাব রাঘবঃ॥ ১৯॥
জ্যাশব্দমকরোত্তীব্রং বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরম্।
রামো গম্ভীরয়া বাচা রাক্ষসেন্দ্রমুবাচ হ। ২০।
রাক্ষসাধম! তিষ্ঠাদ্য ক্ক গমিষ্যসি মে পুরঃ?।
কৃত্বাপরাধমেবং মে সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ। ২১।
যেন বাণেন নিহতা রাক্ষসাস্তে জনালয়ে।
তেনৈব ত্বাং হনিষ্যামি তিষ্ঠাদ্য মম গোচরে। ২২
শ্রীরামস্য বচঃশ্রুত্বা রাবণো মারুতাত্মজম্।
বহুস্তং রাঘবং সংখ্যে শরৈস্তীক্ষ্ণৈরতাড়য়ৎ। ২৩
হতস্যাপি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ব্বায়ুসূনোঃ স্বতেজসা।
ব্যবর্দ্ধত পুনস্তেজো ননর্দ চ মহাকপিঃ। ২৪।

হনূমানের স্কন্ধে আরোহণ করত, বজ্রসম জ্যা শব্দে জগৎ পূর্ণ করিলেন। তাহাতে প্রাণীমাত্রেই কম্পিত কলেবরে বিস্মিত হইতে লাগিল।১৫।১৬।১৭।১৮।১৮।১৯

অনন্তর রাম গম্ভীর বাক্যে রাবণকে বলিতে লাগিলেন, ওরে রাক্ষসাধম! তুই ক্ষণেক আমার সম্মুখে থাক, তোকে শীঘ্রই শমনালয়ে প্রেরণ করিতেছি। রাবণ, শ্রীরামের এইরূপ সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্রোধে সুতীক্ষ্ণ শরজালে পবন পুত্রকে বিদ্ধ করত তাড়না করিতে লাগিল। অমনি হনূমান ও নিমেষমধ্যে স্বীয় শরীর বর্দ্ধিত করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল।

ততো দৃষ্ট্বা হনুমন্তং সব্রণং রঘুসত্তমঃ।
ক্রোধমাহারয়ামাস কালরুদ্র ইবাপরঃ। ২৫।
সাশ্বং রথং ধ্বজং সূতং শস্ত্রৌঘং ধনুরঞ্জসা।
ছত্রং পতাকাস্তরসা চিচ্ছেদ শিতসায়কৈঃ। ২৬।
ততো মহাশরেণাশু রাবণং রঘুসত্তমঃ।
বিব্যাধ বজ্রকল্পেন পাকারিরিব পর্ব্বতম্। ২৭।
রামবাণহতো বীরশ্চচাল চ মুমোহ চ।
হস্তান্নিপতিতশ্চাপস্তং সমীক্ষ্য রঘূত্তমঃ। ২৮।
অর্দ্ধচন্দ্রেণ চিচ্ছেদ তৎকিরীটং রবিপ্রভম্।
অনুজানামি গচ্ছত্বমিদানীং বাণপীড়িতঃ। ২৯।
প্রবিশ্য লঙ্কামাশ্বাস্য শ্বঃ পশ্যসি বলং মম।
রামবাণেন সংবিদ্ধো হৃতদর্পোঽথ রাবণঃ॥ ৩০॥
মহত্যা লজ্জয়া যুক্তো লঙ্কাং প্রাবিশদাতুরঃ।
রামোঽপি লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছিতং পতিতং ভুবি॥
মানুষত্বমুপাশ্রিত্য লীলয়ানুশুশোচ হ।
ততঃ প্রাহ হনুমন্তং বৎস! জীবয় লক্ষ্মণম্॥ ৩২॥
মহৌষধীঃ সমানীয় পূর্ব্ববৎ বানরানপি।
তথেতি রাঘবেণোক্তো জগামাশু মহাকপিঃ॥ ৩৩
হনুমান্ বায়ুবেগেন ক্ষণাত্তীর্ত্ত্বা মহোদধিম্।
এতস্মিন্নন্তরে চারা রাবণায় ন্যবেদয়ন্॥ ৩৪॥
রামেণ প্রেষিতো দেব! হনুমান্ ক্ষীরসাগরম্।
গতো নেতুং লক্ষ্মণস্য জীবনার্থং মহৌষধীঃ॥ ৩৫॥
শ্রুত্বা তচ্চারবচনং রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ।
জগাম রাত্রাবেকাকী কালনেমিগৃহং ক্ষণাৎ॥ ৩৬॥

কিন্তু ক্ষতদেহ মারুতিকে দর্শন করিয়া, রাম রোষ পরবশ হইয়া, তীক্ষ্ণশরে রাবণের অশ্ব, রথ, ধ্বজ, সূত, ধনুঃ, শর, ছত্র ও পতাকা ছেদ করিয়া, তখনই অশনিসদৃশ বিবিধ বাণে বৈরী শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন।২০।২১।২২।২৩।।২৪।২৫।২৬।

অনন্তর ইন্দ্র যেমন অচলকে ভেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাম, রাবণকে বিদ্ধ করিলে, বিভীষণাগ্রজ, বিচল হইয়া স্বীয় স্যন্দনোপরে ক্ষণকাল মোহ প্রাপ্ত হইল। অমনি তাহার হস্ত হইতে শরাসন নিপতিত দর্শনে রাম, অর্দ্ধচন্দ্র বাণে—রাবণের শরাসন ও সূর্য্যসম প্রভা বিশিষ্ট কিরীট, খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। আর বলিতে লাগিলেন; ওরে দুষ্টদশানন! তুই এক্ষণে আমার শরজালে প্রপীড়িত হইয়াছিস্; আজ্ঞা করিতেছি, অদ্য গৃহে গমন কর। কল্য সুস্থ হইয়া আবার আমার বল দেখিস্। অমনি বিক্ষতাঙ্গ হতদর্প রাক্ষসপতি লজ্জায় বিনম্রবদনে, অতিসত্বর লঙ্কার রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন।২৭।২৮।২৯।৩০।

অনন্তর, রঘুবর, লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত ও ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া, কালবশে নরভাবপ্রযুক্ত বহুশোক করিতে লাগিলেন এবং হনুমানকে আহ্বান করত কহিলেন। বৎস হনূমান্! শীঘ্র মহৌষধি আনিয়া, লক্ষ্মণের ও যুদ্ধাহত কপিকুলের প্রাণরক্ষা কর। পবনাত্মজও যে আজ্ঞা বলিয়া, ক্ষণকালের মধ্যে বায়ুবেগে মহাসমুদ্রের পর পারে উত্তীর্ণ হইল। ইতিমধ্যেই রাবণের চর, লক্ষ্মণের প্রাণদানের নিমিত্ত মহৌষধি আনিতে সমুদ্র পারে হনূমান, গমন করিতেছে; এই সমস্ত কথা রাবণ-সন্নিধানে নিবেদন করিলে; দশানন, চিন্তাযুক্ত হইলেন।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।

অনন্তর নিশীথ সময়ে রাবণ, একাকী কালনেমি গৃহে গমন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত সমুদায় কথা কালনেমি সন্নিধানে বর্ণন করিলে; কালনেমি, অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৩৬।

গৃহাগতং সমালোক্য রাবণং বিস্ময়ান্বিতঃ।
কালনেমিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্ভয়বিহ্বলঃ।
অর্ঘ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা রাবণস্যাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥ ৩৭
কিন্তে করোমি ? রাজেন্দ্র ! কিমাগমনকারণম্ ?।
কালনেমিমুবাচেদং রাবণো দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৩৮ ॥
মমাপি কালবশতঃ কষ্টমেতদুপস্থিতম্।
ময়া শক্ত্যা হতো বীরো লক্ষ্মণঃ পতিতো ভুবি ॥
তং জীবয়িতুমানেতুমোষধীর্হনুমান্ গতঃ।
যথা তস্য ভবেদ্বিঘ্নং তথা কুরু মহামতে ! ॥ ৪০ ॥
মায়য়া মুনিবেশেণ মোহয়স্ব মহাকপিম্।
কালাত্যয়ো যথা ভূয়াৎ তথা কুর্ব্বেহি মন্দিরে ॥৪১॥
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কালনেমিরুবাচ তম্।
রাবণেশ ! বচো মেহদ্য শৃণু ধারয় তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রিয়ং তে করবাণ্যেব ন প্রাণান্ ধারয়াম্যহম্।
মারীচস্য যথারণ্যে পুরাভূন্মৃগরূপিণঃ ॥ ৪৩ ॥
তথৈব মে ন সন্দেহো ভবিষ্যতি দশানন !
হতাঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা রাক্ষসাশ্চ তে ॥৪৪
ঘাতয়িত্বাহসুরকুলং জীবিতেনাপি কিন্তব ?
রাজ্যেন বা সীতয়া বা কিন্দেহেন জড়াত্মনা ? ॥ ৪৫
সীতাং প্রযচ্ছ রামায় রাজ্যং দেহি বিভীষণে।
বনং যাহি মহাবাহো ! রম্যং মুনিগণাশ্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
স্নাত্বা প্রাতঃ শুভজলে কৃত্বা সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
তত একান্তমাশ্রিত্য সুখাসনপরিগ্রহঃ ॥ ৪৭ ॥
বিসৃজ্য সর্ব্বতঃ সঙ্গমিতরান্বিষয়ান্ বহিঃ।
বহিঃ প্রবৃত্তাক্ষগণং শনৈঃ প্রত্যক্ প্রবাহয় ॥ ৪৮ ॥

হে রাজন্ ! আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে এবং এরূপ নিশীথ সময়ে আপনার আগমনেরই বা কারণ কি ? তখন লঙ্কাধিপতি রাবণ দুঃখানলে দগ্ধ-হৃদয় হইয়া, কালনেমিকে কহিতে লাগিল। দেখ মাতুল ! কালমাহাত্ম্য-গুণে আমার এই সমস্ত মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে; মহাবীর লক্ষ্মণ, আমার শক্তিশেল দ্বারা আহত হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইয়াছে; প্রধান কপি হনুমান্ তাহার জীবন রক্ষার নিমিত্ত, ঔষধী আনয়ন করিতে গন্ধমাদনে গমন করিয়াছে। এক্ষণে হে মহামতে ! যাহাতে তাহার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সেই যত্ন করিতে হইবে। অতএব তুমি মুনি-বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক, সেই মহাকপিকে মোহিত করিয়া, যাহাতে কাল বিলম্ব হয়, সেইরূপ করিও ।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।

অনন্তর রাবণের বাক্যাবসানে, কালনেমি কহিতে লাগিল—হে কর্ব্বুরপতে ! অদ্য আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহা রক্ষা কর। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি; তোমার প্রিয় কার্য্য না করিয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। হে রাজন্ ! পূর্ব্বে মৃগরূপধারী মারীচ যেরূপ হইয়াছিল আমারও শরীর সেইরূপ হইবে। কিন্তু দেখ- পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি রাক্ষসকুল নির্মূল হইলে, তোমার জীবনে আর প্রয়োজন কি ? আর তুচ্ছ রাজ্য বলে কিম্বা পরবধূ সীতা লইয়া কি ফলোদয় আছে ? অতএব হে মহাবাহো ! আমার পরামর্শে, শ্রীরামকে সীতা, এবং বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং একাকী মুনিগণের মনোহর আশ্রমপদে গমন কর ও, প্রতিদিন প্রাতঃকালে নির্ম্মল সলিলে স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি দ্বারা দেহ পবিত্র কর। তৎপরে ইতর বাহ্য বিষয় ও সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, একান্তে সুখাসনে আসীন হইয়া, শরীর সংযত কর। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭।

অতঃপর পাপবিহীন কলেবরে বাহ্য বিষয় হইতে অক্ষিচয়কে ফিরাইয়া, সংযত অন্তঃকরণে আত্মাকে প্রকৃতির

প্রকৃতের্ভিন্নমাত্মানং বিচারয় সদানঘ।
চরাচরং জগৎ কৃৎস্নং দেহবুদ্ধীন্দ্রিয়াদিকম্ ॥ ৪৯ ॥
আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ।
সৈষা প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্তিতা ॥ ৫০ ॥
সর্গস্থিতিবিনাশানাং জগদ্বৃক্ষস্য কারণম্
লোহিতশ্বেতকৃষ্ণাদিপ্রজাঃ সৃজতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥
কামক্রোধাদিপুত্রাদ্যান্ হিংসাতৃষ্ণাদিকন্যকাঃ।
মোহয়ত্যনিশং দেবমাত্মনং স্বৈর্গুণৈর্ব্বিভুম্ ॥ ৫২
কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখান্ স্বগুণানাত্মনীশ্বরে।
আরোপ্য স্ববশং কৃত্বা তেন ক্রীড়তি সর্ব্বদা ॥ ৫৩ ॥
শুদ্ধোঽপ্যাত্মা যয়া যুক্তো পশ্যতীব সদা বহিঃ।
বিস্মৃত্য চ স্বমাত্মানং মায়াগুণবিমোহিতঃ। ৫৪ ।
যদা সদ্গুরুণা যুক্তো বোধ্যতে বোধরূপিণা।
নিবৃত্তদৃষ্টিরাত্মানং পশ্যত্যেব সদা স্ফুটম্। ৫৫ ।
জীবন্মুক্তঃ সদা দেহী মুচ্যতে প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ।
ত্বমপ্যেবং সদাত্মানং বিচার্য্য নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। ৫৬ ।
প্রকৃতেরন্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবিষ্যসি।
ধ্যাতুং যদ্যসমর্থোঽসি সগুণং দেবমাশ্রয় ॥ ৫৭
হৃৎপদ্মকর্ণিকে স্বর্ণপীঠে মণিগণান্বিতে।
মৃদুশ্লক্ষ্ণতরে তত্র জানক্যা সহ সংস্থিতম্। ৫৮
বীরাসনং বিশালাক্ষং বিদ্যুৎপুঞ্জনিভাম্বরম্।
কিরীটহারকেয়ূরকৌস্তুভাদিভিরন্বিতম্ ॥ ৫৯ ॥
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতং তথৈব বনমালয়া।
লক্ষ্মণেন ধনুর্দ্ধন্দ্বকরেণ পরিসেবিতম্। ৬০।
এবং ধ্যাত্বা সদাত্মানং রামং সর্ব্বহৃদিস্থিতম্।
ভক্ত্যা পরময়া যুক্তো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬১
শৃণু বৈ চরিতং তস্য ভক্তৈর্নিত্যমনন্যধীঃ।
এবং চেৎকৃতপূর্ব্বাণি পাপানি চ মহান্ত্যপি।
ক্ষণাদেব বিনশ্যন্তি যথাঽগ্নেস্তূলরাশয়ঃ ॥ ৬২ ॥

বিভিন্ন ভাব প্রাপ্ত করাও। এই সমুদায় চরাচর জগৎ, দেহ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি এবং আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত যাহা কিছু অবলোকন করিতেছ বা শ্রবণ করিতেছ; সেই সমুদায়কে প্রকৃতি বলে। আবার বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা, সেই প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সেই মহামায়া, সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের এবং জগৎরূপ বৃক্ষের মূল স্বরূপ। তিনিই শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত প্রভৃতি বিবিধ বর্ণের জীব সমূহ সৃষ্টি করিতেছেন। কাম ক্রোধাদি রিপুগণ তাঁহার কন্যা। সেই মায়া, নিজগুণে অহর্নিশি আত্মদেবকে মুগ্ধ করিতেছেন। এবং কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি স্বকীয় এবং স্বীয় গুণ সমূহ, আত্মারূপী ঈশ্বরে আরোপ করিয়া, আর উক্ত সকলকে নিজ বশে রাখিয়া সর্ব্বদা সেই আত্মা দেবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। অতএব তুমি সর্ব্বদা জ্ঞানবান গুরু দ্বারা উপদেশ লইয়া, কার্য্য কর তাহা হইলে অচিরে জীবন্মুক্ত হইয়া উদ্ধার পাইবে, নতুবা এ পাপ দেহে আর ফল নাই। দেখ আপনার হৃৎপদ্মে সেই জানকীর সহিত বীরাসনে সংস্থিত; ধনুর্ব্বাণ করে লক্ষ্মণদ্বারা পরিসেবিত দূর্ব্বাদল শ্যামলবর্ণ, কিরীট, হার, কেয়ূর কৌস্তুভাদিদ্বারা অলঙ্কৃত,

তজস্ব রামং পরিপূর্ণমেকং
বিহায় বৈরং নিজভক্তিযুক্তঃ।
হৃদা সদা ভাবিতভাবরূপ-
মনামরূপং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৬৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বনমালা—বিরাজিত রামরূপ চিন্তা করিয়া, আত্মাকে শুদ্ধ কর তাহা হইলে, তুমি ইহকালে ও পরকালে উদ্ধার পাইবে। ৪৮। ।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭।৫৮ ৫৯ ৬০।৬১।৬২।৬৩

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

কালনেমিবচঃ শ্রুত্বা রাবণোঽমৃতসন্নিভম্।
জজ্বাল ক্রোধতাম্রাক্ষঃ সর্পিরদ্ভিরিবাগ্নিমত ॥ ১ ॥
নিহন্মি ত্বাং দুরাত্মানং মচ্ছাসনপরাঙ্মুখম্।
পরৈঃ কিঞ্চিৎ গৃহীত্বা ত্বং ভাষসে রামকিঙ্করঃ ॥
কালনেমিরুবাচেদং রাবণং দেব! কিং ক্রুধা?।
ন রোচতে মে বচনং যদি? গত্বা করোমি তৎ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ শীঘ্রং কালনেমির্মহাসুরঃ।
নোদিতো রাবণেনৈব হনুমদ্বিঘ্নকারণাৎ ॥ ৪ ॥
স গত্বা হিমবৎপার্শ্বং তপোবনমকল্পয়ৎ।
তত্র শিষ্যৈঃ পরিবৃতো মুনিবেশধরঃ খলঃ ॥ ৫ ॥
গচ্ছতো মার্গমাসাদ্য বায়ুসূনোর্মহাত্মন
ততো গত্বা দদর্শাথ হনুমানাশ্রমং শুভম্। ৬।

অনন্তর রাবণ, কালনেমির এতাদৃশ অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করত ধৃতাক্ত হুতাসনের ন্যায় ক্রোধে চক্ষুদ্বয় তাম্রবর্ণ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন—তুই রাম কিঙ্করের ন্যায় আমাকে সম্ভাষণ করিতেছিস্, বুঝিলাম তুই আমার শাসনের বিপরিত কার্য্য করিতেছিস্ অতএব তুই দুরাচার তোকে এক্ষণই বিনাশ করিব। কালনেমি রাবণকে কহিল—হে, দেব! তোমার ক্রোধে আবশ্যক কি? যদি আমার বাক্যে তোমার মনোমত না হয় তবে তুমি যাহা বলিতেছ,আমি তাহাই করিব। অনন্তর মহাসুর কালনেমি পবননন্দনের বিঘ্ন সাধন মানসে অতি ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিলে, এবং হিমাদ্রির পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হওয়ানন্তর মুনিবেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তপোবন কল্পনা করিয়া লইলে মহাত্মা পবন তনয়ের গন্তব্য পথ প্রাপ্ত হইল। অনন্তর পবনাত্মজ মুনিমণ্ডলাকীর্ণ অদ্ভুব আশ্রম পদ সন্দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে

চিন্তয়ামাস মনসা শ্রীমান্ পবননন্দনঃ।
পুরা ন দৃষ্টমেতন্মে মুনিমণ্ডলমুত্তমম্॥ ৭॥
মার্গো বিভ্রংশিতো বা মে ভ্রমো বা চিত্তসম্ভবঃ।
যদ্বাবিশ্যাশ্রমপদং দৃষ্ট্বা মুনিমশেষতঃ। ৮।
পীত্বা জলং ততো যামি দ্রোণাচলমনুত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা প্রবিবেশাথ সর্ব্বতো যোজনায়ম্। ৯।
আশ্রমং কদলীশালখর্জ্জুরপনসাদিভিঃ।
সমাবৃতং পক্কফলৈর্নম্রশাখৈশ্চ পাদপৈঃ॥ ১০॥
বৈরভাববিনির্ম্মুক্তং শুদ্ধং নির্মললক্ষণম্।
তস্মিন্মহাশ্রমে রম্যে কালনেমিঃ স রাক্ষসঃ॥ ১১
ইন্দ্রযোগং সমাস্থায় চকার শিবপূজনম্।
হনুমানভিবাদ্যাহ গৌরবেণ মহাসুরম্॥ ১২॥
ভগবন্! রামদূতোঽহং হনুমান্নাম নামতঃ।
রামকার্য্যেণ মহতা ক্ষীরাব্ধিং গন্তুমুদ্যতঃ॥ ১৩॥
তৃষা মাং বাধতে ব্রহ্মন্! উদকং কুত্র বিদ্যতে।
যথেচ্ছং পাতুমিচ্ছামি কথ্যতাং মে মুনীশ্বর!॥১৪
তচ্ছ্রুত্বা মারুতের্ব্বাক্যং কালনেমিস্তমব্রবীৎ।
কমণ্ডলুগতং তোয়ং মম ত্বং পাতুমর্হসি॥ ১৫॥
ভুংক্ষ্ব চেমানি পক্কানি ফলানি তদনন্তরম্।
নিবসস্ব সুখেনাত্র নিদ্রামেহি ত্বরাস্তু মা॥ ১৬॥
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ জানামি তপসা স্বয়ম্।
উত্থিতো লক্ষ্মণঃ সর্ব্বে বানরা রামবীক্ষিতাঃ॥ ১৭
তচ্ছ্রুত্বা হনুমানাহ কমণ্ডলুজলেন মে।
ন শাম্যত্যধিকা তৃষ্ণা ততো দর্শয় মে জলম্ ১৮
তথেত্যাজ্ঞাপয়ামাস বটুং মায়াবিকল্পিতম্।

লাগিল যে, আমার গমন পথের ভ্রংশ ও চিত্ত বৈকল্য হইবার সম্ভব, অতএব এই মুনির দিব্য আশ্রমপদে গমন করিয়া তথায় জল পান করতঃ হিমাদ্রি গমন করিব এই ভাবিয়া যোজন বিস্তৃত আশ্রম পদে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল যে আশ্রমটী কদলী, শাল খর্জুর, পনস, আম্র প্রভৃতি বিবিধ সুপক্ক ফল ভারাবনত বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং বৈরভাব বিনির্মুক্ত ও সর্ব্বথা শুদ্ধ ও নির্ম্মল—তথায় মায়াবেশধারী কালনেমি, রাক্ষসগণ পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রজাল বিস্তার করতঃ শিবপূজা করিতেছিল, হনুমান সেই মহাসুরকে অভিবাদন করিয়া কহিল—হে ভগবন্! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দূত, আমার নাম হনুমান্, আমি রাম কার্য্য সাধনে গমন করিতেছি; কিন্তু এক্ষণে আমি তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছি; হে মুনীশ্বর! কোন স্থানে সলিল আছে, আমাকে বলিয়া দিন, আমি তাহা পান করিয়া সুস্থ হই।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।

অনন্তর কালনেমি পবন তনয়ের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল। আমার এই কমণ্ডলু মধ্যে জল আছে, যত ইচ্ছা হয় পান করিয়া পরে এই সমস্ত ফল ভক্ষণ কর। পরে সুস্থ হইয়া আমার আশ্রমে বাস করত সুখে নিদ্রা যাও। আমি তপস্যার বলে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানি। বোধ করি এতক্ষণ মহাবীর লক্ষ্মণ ও যুদ্ধাহত বানরগণ জীবিত হইয়া শ্রীরামকে দর্শন করিতেছে। হনুমান, কালনেমির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিতে লাগিল—মুনিবর! আমার সমধিক তৃষ্ণা হইয়াছে, আপনার কমণ্ডলু জলে এতৃষ্ণা নিবারণ হইবে না। অতএব একটী ব্রাহ্মণ তনয়কে আজ্ঞা করুন আমাকে জলাশয় দেখাইয়া দেয়। অমনি বটুবেশধারী জনৈক রাক্ষস,

বটো ! দর্শয় বিস্তীর্ণং বায়ুসূনোর্জলাশয়ম্ ।১৯।
নিমীল্য চাক্ষিণী তোয়ং পীত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্।
উপদেক্ষ্যামি তে মন্ত্রং যেন দ্রক্ষ্যসি চৌষধীঃ ॥ ২০
তথেতি দর্শিতং শীঘ্রম্বটুনা সলিলাশয়ম্।
প্রবিশ্য হনুমান্ তোয়মপিবন্মীলিতেক্ষণঃ ॥ ২১
ততশ্চাগত্য মকরী মহামায়া মহাকপিম্।
অগ্রসত্তং মহাবেগাৎ মারুতিং ঘোররূপিণী ॥ ২২
ততো দদর্শ হনূমান্ গ্রসন্তীং মকরীং রুষা।
দারয়ামাস হস্তাভ্যাং বদনং সা মমার হ। ২৩ ॥
ততোঽন্তরীক্ষে দদৃশে দিব্যরূপধরাঙ্গনা।
ধান্যমালীতি বিখ্যাতা হনুমন্তমথাব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং শাপাদ্বিমুক্তাস্মি কপীশ্বর ! ।
শপ্তাহং মুনিনা পূর্ব্বমপ্সরা কারণান্তরে ॥ ২৫ ।
আশ্রমে যস্তু তে দৃষ্টঃ কালনেমির্ম্মহাসুরঃ।
রাবণপ্রহিতো মার্গে বিঘ্নং কর্ত্তুং তবানঘ ! ॥ ২৬
মুনিবেশধরো নাসৌ মুনির্দ্বিপ্রবিহিংসকঃ।
জহি দুষ্টং গচ্ছ শীঘ্রং দ্রোণাচলমনুত্তমম্। ২৭।
গচ্ছাম্যহং ব্রহ্মলোকং ত্বৎস্পর্শাদ্ধূতকল্মষা।
ইত্যুক্ত্বা সা যযৌ স্বর্গং হনুমানপ্যথাশ্রমম্। ২৮
আগতং তং সমালোক্য কালনেমিরভাষত।
কিং বিলম্বেন মহতা তব ? বানরসত্তম ! ॥ ২৯।
গৃহাণ মত্তো মন্ত্রাংস্ত্বং দেহি মে গুরুদক্ষিণাম্।
ইত্যুক্তো হনুমান্মুষ্টিং দৃঢ়ং বদ্ধাহ রাক্ষসম্। ৩০।

কালনেমির আজ্ঞায় বায়ুপুত্রকে সন্নিহিত বৃহৎ জলাশয় দেখাইয়া বলিল—হনূমন্! তুমি জলপান করিয়া অতি সত্বর আইস, কারণ মন্ত্র শিক্ষা করিয়া ঔষধী অন্বেষণ করিয়া লইবে। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

অনন্তর তৃষ্ণাতুর মহাবীর পবনপুত্র বটুদর্শিত জলাশয়ের জলে প্রবেশ করিবামাত্র, ভীমরূপিণী মকরী তাঁহার পদ গ্রাস করিল। তদ্দর্শনে হনুমান্ রাগান্বিত হইয়া, স্বীয় পদগ্রাসিনী ঘোররূপিনী মকরীকে হস্ত দ্বারা ধারণ করিয়া বদন বিদারণ পূর্ব্বক শমন সদনে প্রেরণ করিবামাত্র অন্তরীক্ষে পরমরূপ লাবণ্যবতী এক কামিনী দর্শন করিল, পরে সেই দিব্যাঙ্গনা, ক্ষণকাল আকাশ মার্গে অবস্থিতি করিয়া হনুমানকে আত্ম-পরিচয়াদি সমস্ত বিষয় বর্ণন করিতে লাগিল—হে কপীশ্বর ! পূর্ব্বে আমি ধান্যমালী নাম্নী অপ্সরা ছিলাম, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ অভিশপ্তা হইয়া এই জল মধ্যে বাস করিতে ছিলাম। অদ্য আপনার প্রসাদে সেই শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম ; কিন্তু হে অনঘ ! তুমি যাহার আশ্রমে আসিয়াছ, সে মহাসুর কালনেমি; তোমার বিঘ্ন করিবার মানসে রাবণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মুনিবেশ ধারণ করত এই কল্পিত আশ্রমে বাস করিতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি ত্বরিত পদে গমন করিয়া ঐ দুষ্টাশয় কালনেমিকে শীঘ্র বিনাশ কর। আমিও তোমার সংস্পর্শে বিগত পাপা হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করি, এই বলিয়া দিব্য রূপধারিণী কামিনী স্বর্গে গমন করিল। হনুমানও সেই আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল, কালনেমি তাহাকে কহিতে লাগিল—হে বানর সত্তম ! তোমার এত অধিক বিলম্বের কারণ কি ? এক্ষণে আমার নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া গুরু দক্ষিণা প্রদান কর। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

গৃহাণ দক্ষিণামেতামিত্যুক্ত্বা নিজঘান তম্।
বিসৃজ্য মুনিবেশং সঃ কালনেমির্মহাসুরঃ। ৩১।
যুযুধে বায়ুপুত্রেণ নানামায়াবিধানতঃ।
মহামায়িকদূতোহসৌ হনুমান্মায়িনাং রিপুঃ॥৩২।
জঘান মুষ্টিনা শীঘ্রং ভগ্নমূর্দ্ধা মমার সঃ।
ততঃ ক্ষীরনিধিং গত্বা দৃষ্ট্বা দ্রোণং মহাগিরিম্।
অদৃষ্ট্বা চৌষধীস্তত্র গিরিমুৎপাট্য সত্বরঃ।
গৃহীত্বা বায়ুবেগেন গত্বা রামস্য সন্নিধিম্। ৩৪।
উবাচ হনুমান্ রামমানীতোহয়ং মহাগিরিঃ।
যদ্যুক্তং কুরু দেবেশ! বিলম্বো নাত্র যুজ্যতে॥ ৩৫
শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং রামঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
গৃহীত্বা চৌষধীঃ শীঘ্রং সুষেণেন মহামতিঃ। ৩৬।
চিকিৎসাং কারয়ামাস লক্ষ্মণায় মহাত্মনে।
ততঃ সুপ্তোত্থিত ইব বুদ্ধ্বা প্রোবাচ লক্ষ্মণঃ। ৩৭
তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক গন্তাসি হন্মীদানীং দশানন!।
ইতি ব্রুবন্ তমালোক্য মূর্দ্ধ্যবঘ্রায় রাঘবঃ। ৩৮।
মারুতিং প্রাহ বৎসাদ্য ত্বৎপ্রসাদান্ মহাকপে?
নিরাময়ং প্রপশ্যামি লক্ষ্মণং ভ্রাতরং মম। ৩৯।
ইত্যুক্ত্বা বানরৈঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবেণ সমন্বিতঃ।
বিভীষণমতেনৈব যুদ্ধায় সমবস্থিতঃ॥ ৪০॥
পাষাণৈঃ পাদপৈশ্চৈব পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বানরাঃ।
যুদ্ধায়াভিমুখা ভূত্বা যযুঃ সর্ব্বে যুযুৎসবঃ॥ ৪১॥
রাবণো বিব্যথে রামবাণৈর্ব্বিদ্ধো মহাসুরঃ।

কালনেমির এই কথা শ্রবণ করতঃ মহাবীর হনুমান দৃঢ় রূপে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া 'এই তোমার গুরু দক্ষিণা লও' বলিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে বিচলিত করিয়া ফেলিল। মহাসুর কালনেমিও বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিয়া বায়ুপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মায়াবী-শত্রু মহামায়িক হনুমান আর এক মুষ্ট্যাঘাতে কালনেমির মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিল, কালনেমিও মুহূর্ত্ত মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মহাসুর হনুমান ক্ষীর সমুদ্র তীরে গমন করিয়া দ্রোণ গিরি সন্দর্শন করিল। তথায় ঔষধী অদর্শনে গিরি উৎপাটন পূর্ব্বক মস্তকে ধারণ করিয়া বায়ুবেগে রাম সন্নিধানে গমন করিল; এবং কহিল—হে রঘুনাথ! আমি এই মহাগিরি আনয়ন করিয়াছি, এক্ষণে যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই করুন, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।৩০।৩১।৩২।৩৩,৩৪।৩৫।

শ্রীরামচন্দ্র হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন। পরে সুষেণ দ্বারা ঔষধী গ্রহণ করত মহাত্মা লক্ষ্মণের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ্মণ বীর জীবন প্রাপ্ত হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উত্থিত হইলেন, এবং কহিলেন—ওরে দশানন! তুই কোথায় যাস্? ক্ষণকাল অবস্থান কর্, আমি তোরে শীঘ্রই যমালয়ে প্রেরণ করিতেছি লক্ষ্মণ এই কথা বলিতেছেন—ইত্যবসরে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র, বায়ুপুত্রকে বলিয়াছিলেন; বৎস হনুমান্! অদ্য তোমার প্রসাদে আমার ভ্রাতা নির্ব্যাধি হইল; অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমিও সুস্থ থাক। পবন নন্দনকে এই কথা বলিয়া, রঘুবংশাবতংস শ্রীরাম, বিভীষণের পরামর্শে সুগ্রীব সহ কপিকুল সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করিতে রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। অমনি প্রভু আজ্ঞায় পাষাণ, পাদপ ও পর্ব্বতাগ্র হস্তে ধারণ করিয়া বিবিধ বানর নিকর, সর্ব্বাগ্রে

মাতঙ্গ ইব সিংহেন গরুড়েনেব পন্নগঃ। ৪২।
অভিভূতোঽগমল্লঙ্কাং রাঘবেণ মহাত্মনা।
সিংহাসনে সমাবিশ্য রাক্ষসানিদমব্রবীৎ ॥ ৪৩ ॥
মানুষেণৈব মে মৃত্যুমাহ পূর্ব্বং পিতামহঃ।
মানুষো হি ন মাং হন্তুং শক্তোঽস্তি ভুবি কশ্চন।
ততো নারায়ণঃ সাক্ষান্মানুষোঽভূন্ন সংশয়ঃ।
রামো দাশরথির্ভূত্বা মাং হন্তুং সমুপস্থিতঃ। ৪৫।
অনরণ্যেন যৎপূর্ব্বং শপ্তোঽহং রাক্ষসেশ্বর।।
উৎপৎস্যতে চ মদ্বংশে পরমাত্মা সনাতনঃ। ৪৬।
তেন ত্বং পুত্রপৌত্রৈশ্চ বান্ধবৈশ্চ সমন্বিতঃ।
হনিষ্যসে ন সন্দেহ ইত্যুক্ত্বা মাং দিবং গতঃ ॥৪৭।
স এব রামঃ সঞ্জাতো মদর্থে মাং হনিষ্যতি।
কুম্ভকর্ণস্তু মূঢ়াত্মা সদা নিদ্রাবশংগতঃ ॥ ৪৮।
তং বিবোধ্য মহাসত্ত্বমানয়ন্তু মমান্তিকম্।
ইত্যুক্তাস্তে মহাকায়াস্তূর্ণং গত্বা তু যত্নতঃ। ৪৯।
বিবোধ্য কুম্ভশ্রবণং নিন্যূ রাবণসন্নিধিম্।
নমস্কৃত্য স রাজানমাসনোপরি সংস্থিতঃ। ৫০।
তমাহ রাবণো রাজা ভ্রাতরং দীনয়া গিরা।
কুম্ভকর্ণ ! নিবোধ ত্বং মহৎকষ্টমুপস্থিতম্। ৫১।
রামেণ নিহতাঃ শূরাঃ পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ বান্ধবাঃ।
কিং কর্ত্তব্যমিদানীং মে ? মৃত্যুকাল উপস্থিতে।৫২

গমন করত, রাক্ষসগণ সঙ্গে সমর আরম্ভ করিল। যেমন মাতঙ্গ সিংহ কর্ত্তৃক, এবং পন্নগ গরুড় কর্ত্তৃক আক্রমিত হয়; সেইরূপ মহাসুর লঙ্কাধিপতি রাবণ, রাম কর্ত্তৃক আক্রমিত ও ও রাম শরে জর্জ্জরিত হইয়া, প্রাণ ভয়ে স্বীয় ভবনে প্রবিষ্ট হইল। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২।

তদনন্তর দশানন, রত্ন খচিত সুচিত্র সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সভাস্থ রাক্ষসদিগকে এই বলিয়াছিল; দেখ সভাস্থ পারিষদগণ! পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন। যে, 'মনুষ্য হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে। আর ও পূর্ব্বে সূর্য্য বংশীয় জনৈক ভূপতি, কোন বিশেষ কারণে আমাকে অভিশম্পাৎ করেন যে, ওহে রাক্ষসেশ্বর! আমি নিশ্চয় বলিতেছি জানিবে—সাক্ষাৎ পরমাত্মা সনাতন আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, তোমাকে পুত্র, পৌত্র এবং বান্ধবাদির সহিত, যুদ্ধে নিঃসন্দেহ নিহত করিবেন। পিতামহ আমাকে এই সমস্ত কথা বলিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। আমিও বোধ করি সেই পরমাত্মা, আমার জন্য রঘুকুলে দশরথের ঔরসে রামরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সময়ে আমাকে সমূলে নির্ম্মূল করিবেন। নতুবা এই ভূমণ্ডলে এমন কোন নর দেখিতে পাইনা যে যুদ্ধে আমাকে সবংশে বিনাশ করে। সে যাহা হউক এক্ষণে হে রাক্ষস নিকর! মূঢ়াত্মা কুম্ভকর্ণ সর্ব্বদাই নিদ্রাভিভূত আছে তাহাকে বোধ প্রদান করিয়া, আমার নিকটে আনয়ন কর। ৪৩। ৪৪ ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮।

রাক্ষস পতি রাবণ, এই আজ্ঞা করিবামাত্র, রাক্ষস গণ ত্বরিত পদে গমন করত নিদ্রা ভঙ্গ করাইয়া কুম্ভকর্ণকে রাবণ সন্নিধানে আনয়ন করিল কুম্ভকর্ণও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণতি পুরঃসর, তদাজ্ঞা ক্রমে এক অপূর্ব্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাবণ, ভ্রাতাকে দীন বচনে কহিতে লাগিল। দেখ, কুম্ভকর্ণ! তোমার অসময়ে নিদ্রা ভঙ্গ করিবার কারণ এই, আমার অত্যন্ত দুঃখের সময় উপস্থিত হইয়াছে; সূর্য্যো-বংশোদ্ভব দশরথ তনয় রাম, পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধবাদি বহু রাক্ষসদিগকে রণে নিহত করিয়াছেন; তাহাতে লঙ্কা একে

এষ দাশরথী রামঃ সুগ্রীবসহিতো বলী।
সমুদ্রং সবলস্তীর্ত্বা মূলং নঃ পরিকৃন্ততি। ৫৩।
যে রাক্ষসা মুখ্যতমাস্তে হতা বানরৈর্যুধি।
বানরাণাং ক্ষয়ং যুদ্ধে ন পশ্যামি কদাচন। ৫৪॥
নাশয়স্ব মহাবাহো! যদর্থং পরিবোধিতঃ।
ভ্রাতুরর্থে মহাসত্ত্ব! কুরু কর্ম্ম সুদুষ্করম্। ৫৫।
শ্রুত্বা তদ্রাবণেন্দ্রস্য বচনং পরিদেবিতম্।
কুম্ভকর্ণো জহাসোচ্চৈর্ব্বচনং চেদমব্রবীৎ। ৫৬।
পুরা মন্ত্রবিচারে তে গদিতং যন্ময়া নৃপ!।
তদদ্য ত্বামুপগতং ফলং পাপস্য কর্ম্মণঃ। ৫৭।
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তো রামো নারায়ণঃ পরঃ।
সীতা চ যোগমায়েতি বোধিতোঽপি ন বুধ্যসে। ৫৮
একদাহং বনে সানৌ বিশালায়াং স্থিতো নিশি।
দৃষ্টো ময়া মুনিঃ সাক্ষান্নারদো দিব্যদর্শনঃ। ৫৯।
তমব্রুবং মহাভাগ। কুতো গন্তাসি মে বদ।
ইত্যুক্তো নারদঃ প্রাহ দেবানাং মন্ত্রণে স্থিতঃ॥
তত্রোৎপন্নমুদন্তং তে বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ।
যুবাভ্যাং পীড়িতা দেবাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুমুপাগতাঃ॥
উচুস্তে দেবদেবেশং স্তুত্বা ভক্ত্যা সমাহিতাঃ।
জহি রাবণমক্ষোভ্যং দেব! ত্রৈলোক্যকণ্টকম॥৬২

পুরেই রাক্ষস ও বীর শূন্য হইয়াছে। এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আমার মৃত্যু কালও সমাগত হইয়াছে, কারণ সেই দাশরথি রাম, বীরবর কপিকুল-তিলক সুগ্রীবের সহিত মিলন করত সসৈন্যে মহা সমুদ্র পার হইয়া, লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক, আমাকে সমূলে নির্ম্মূল করিতেছেন। যে যে প্রধান প্রধান রাক্ষস ছিল, তাহারা যুদ্ধে বানর দ্বারা শমন সদনে গমন করিয়াছে। কিন্তু এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, রণে বানরের ক্ষয় নাই। অতএব, হে মহাবাহো! কপিকুল ক্ষয় করত বৈরী বিনাশরূপ, দুষ্কর কার্য্য সিদ্ধ কর, তাহা হইলে আমি পরম পরিতোষ লাভ করিব।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত এই কথা বলিয়াছিল। মহারাজ পূর্ব্বে মন্ত্র বিচারে আমি আপনাকে যে কথা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে আমার সেই বাক্য সফল হইল পাপের ফল উপগত হইয়াছে; পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম—রাম মানুষ নয় সাক্ষাৎ নারায়ণ: আর সীতাও মানবী নয় সাক্ষাৎ যোগমায়া, ইহা আপনি জানিয়াও বুঝিলেন না। এক দিন নিশীথ সময়ে আমি মহারণ্য মধ্যে পর্ব্বত শিখরস্থ এক বৃহৎ শিলার উপরে বাস করিতেছিলাম, এমৎ কালে নারদ মুনিকে সেই স্থান দিয়া গমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: হে মহাভাগ! এমন সময়ে আপনি কোথায় গমন করিতে-ছেন আমাকে বলুন? ।৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪ ।৫৫। ।৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯।

অতঃপর কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ মুনি কহিতে লাগিলেন—হে রাবণানুজ! আমি তোমায় বলিতেছি শ্রবণ কর—তোমাদের দ্বারা সকল দেবতারা নিপীড়িত হইয়া বিষ্ণুকে অগ্রগামী করত দেবেশের নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং সকলে সমাহিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ স্তব করত বলিয়াছেন—হে দেব! দেবতা ও ত্রিলোক কণ্টক দশাননকে

মানুষেণ মৃতিস্তস্য কল্পিতা ব্রহ্মণা পুরা।
অতস্ত্বং মানুষো ভূত্বা জহি রাবণকণ্টকম্। ৬৩।
তথেত্যাহ মহাবিষ্ণুঃ সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
জাতো রঘুকুলে দেবো রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ। ৬৪
স হনিষ্যতি বঃ সর্ব্বানিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ মুনিঃ।
অতো জানীহি রামং ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্। ৬৫
ত্যজ বৈরং ভজস্বাদ্য মায়ামানুষরূপিণম্।
ভজতো ভক্তিভাবেন প্রসীদতি রঘূত্তমঃ। ৬৬।
ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎকিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্বমসৎসমম্। ৬৭
অবতারাঃ সুবহবো বিষ্ণোর্লীলানুকারিণঃ।
তেষাং সহস্রসদৃশো রামো জ্ঞানময়ঃ শিবঃ। ৬৮।
রামং ভজন্তি নিপুণা মনসা বচসানিশম্।
অনায়াসেন সংসারং তীর্ত্বা যান্তি হরেঃ পদম্। ৬৯
যে রামমেব সততং ভুবি শুদ্ধসত্ত্বা
ধ্যায়ন্তি তস্য চরিতানি পঠন্তি সন্তঃ।
মুক্তাস্ত এব ভবভোগমহাহিপাশৈঃ
সীতাপতেঃ পদমনন্তসুখং প্রয়ান্তি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

বিনাশ করুন। পুরা ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন যে, রাবণ মনুষ্য হস্তে বিনষ্ট হইবে। অতএব আপনি মনুষ্যমূর্ত্তি হইয়া এই জগতের কণ্টক বিনাশ করুন। তখন সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর মহাবিষ্ণু 'তথাস্তু' বলিয়া বিরত হইলে, দেবতা সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ত্রিলোকনাথ মহাবিষ্ণু রঘুবংশে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাম নামে খ্যাত হওয়া, কোন বিশেষ কারণে সত্বর আসিয়া অবতীর্ণ তোমাদিগকে বিনাশ করিবেন, এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলেন।—অতএব তুমি শ্রীরামকে পরম ব্রহ্ম সনাতন জানিয়া, সুতরাং বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া সেই মায়া মানুষরূপী রামকে অদ্যই ভজনা করুন। এবং ভক্তিভাবে শরণাপন্ন হইলে রঘুশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম প্রসন্ন হইবেন, কারণ ভক্তিই জ্ঞানের জন্ম প্রদায়িনী ও ভক্তিই মোক্ষ প্রদায়িনী জানিবেন; তবে ভক্তি হীন হইয়া যে কোন কার্য্য করা যায় সে সমস্তই অসতের সমান। বিষ্ণু স্বীয় লীলাবশতঃ নানারূপে অবতার হইয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র সহস্রাংশে জ্ঞান ধারণ করিয়া থাকেন সেই জন্য জ্ঞানী ব্যক্তিরা মন ও বাক্যদ্বারা দিবানিশি শ্রীরামকে ভজনা করিয়া অনায়াসে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়। যে সকল ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া শ্রীরামকে ধ্যান করে এবং তাঁহার চরিত্র পাঠ করে তাহারা সংসার ভোগরূপ মহাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া সীতাপতির পদ অনন্তরূপ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কুম্ভকর্ণবচঃ শ্রুত্বা ভ্রূকুটীবিকটাননঃ।
দশগ্রীবো জগাদেদমাসনাদুৎপতন্নিব ॥ ১ ॥
ত্বমানীতো ন মে জ্ঞানবোধনায় সুবুদ্ধিমান্।
ময়া কৃতং সমীকৃত্য যুদ্ধস্ব যদি রোচতে? ॥ ২ ॥
নো চেদ্গচ্ছ সুষুপ্ত্যর্থং নিদ্রা ত্বাং বাধতেঽধুনা।
রাবণস্য বচঃ শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণো মহাবলঃ।
ক্রুদ্ধোঽয়মিতি বিজ্ঞায় তূর্ণং যুদ্ধায় নির্যযৌ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং মহাপর্ব্বতসন্নিভঃ। ৪।
নির্যযৌ নগরাত্তূর্ণং ভীষয়ন্ করিসৈনিকান্।
স ননাদ মহানাদং সমুদ্রমভিনাদয়ন্ ॥ ৫ ॥
বানরান্ কালয়ামাস বাহুভ্যাং ভক্ষয়ন্ রুষা।
। কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা সপক্ষমিব পর্ব্বতম্ ॥ ৬ ॥
দুদ্রুবুর্বানরাঃ সর্ব্বে কালান্তকমিবাখিলাঃ।
ভ্রমন্তং হরিবাহিন্যাং মুদ্গরেণ মহাবলম্। ৭।
কালয়ন্তং হরীন্ বেগাৎ ভক্ষয়ন্তং সমন্ততঃ।
চূর্ণয়ন্তং মুদ্গরেণ পাণিপাদৈরনেকধা ॥ ৮ ॥
কুম্ভকর্ণং তদা দৃষ্ট্বা গদাপাণির্বিভীষণঃ
ননাম চরণৌ তস্য ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৯ ॥
বিভীষণোঽহং ভ্রাতর্মে দয়াং কুরু মহামতে!।
রাবণস্তু ময়া ভ্রাতর্যত্নতো পরিবোধিতঃ ॥ ১০ ॥
সীতাং দেহীতি রামায় রামঃ সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ।
ন শৃণোতি চ মাং ক্রুদ্ধঃ খড়্গমুদ্যম্য চোক্তবান্ ॥ ১১

মহাদেব কহিয়াছেন—বিকটানন দশানন কুম্ভকর্ণের বাক্য শ্রবণ শুনিয়া ভ্রূভঙ্গে যেন জগৎ বিদগ্ধ করিবার জন্য উত্থিত হইয়া বলিলেন—তুমি সুবুদ্ধি হইয়া আমাকে জ্ঞান প্রদান করিবে বলিয়া তোমাকে আনয়ন করি নাই, মৎকৃত যুদ্ধ করিতে যদি তোমার অভিরুচি হয় তবে যুদ্ধযাত্রা কর, নচেৎ তুমি নিদ্রা যাও, কারণ এক্ষণে নিদ্রা তোমাকে কষ্ট দিতেছে। মহাবীর ও পর্ব্বতকায় কুম্ভকর্ণ রাবণবাক্য শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, জ্যেষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। অনন্তর ত্বরিত পদে প্রাকার উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল; বানর সৈন্যগণকে বিভীষিকা প্রদর্শন ও স্বকীয় মহানাদে সমুদ্রের প্রতিধ্বনি উত্থিত করিতে করিতে সত্বর নগর হইতে নির্গত হইল; অনন্তর ক্রোধপরবশ হইয়া বানরদিগকে ধারণ করতঃ ভক্ষণ করিতে লাগিল। পরে বানরগণ পর্ব্বত সদৃশ কুম্ভকর্ণকে কালান্তকের ন্যায় বানর সৈন্য মধ্যে বিচরণ করিতে অবলোকন করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গদাপাণী বিভীষণ সম্মুখে কুম্ভকর্ণকে সন্দর্শন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণযুগলে প্রণতি পুরঃসর কহিতে লাগিলেন; হে ভ্রাত মহামতে! আমি বিভীষণ, আমাকে কৃপা করুন। আর পূর্ব্বে আমাদিগের উভয়ের জ্যেষ্ঠ লঙ্কাপতিকে বলিয়াছিলাম—ভ্রাত শ্রীরামকে সীতা সমর্পণ করুন, কারণ তিনি সাক্ষাৎ গোলকপতি জনার্দ্দন। জ্যেষ্ঠ আমার এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধাগ্নিতে যেন প্রজ্বলিত হইয়া তীক্ষ্ণ অসি ধারণ করতঃ আমাকে

ধিক্ ত্বাং গচ্ছেতি মাং হত্বা সদা পাপিভিরাবৃতঃ
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং রামং শরণমাগতঃ ॥ ১২।
তচ্ছ্রুত্বা কুম্ভকর্ণোঽপি জ্ঞাত্বা ভ্রাতরমাগতম্।
সমালিঙ্গ্য চ বৎস! ত্বং জীব রামপদাশ্রয়ঃ ॥ ১৩ ॥
কুলসংরক্ষণার্থায় রাক্ষসানাং হিতায় চ।
মহাভাগবতোঽসি ত্বং পুরা মে নারদাচ্ছ্রুতম্।
গচ্ছ তাত! মমেদানীং দৃশ্যতে ন চ কিঞ্চন।
মদীয়ো বা পরো বাপি মদমত্তবিলোচনঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্তোঽশ্রুমুখো ভ্রাতুশ্চরণাবভিবন্দ্য সঃ।
রামপার্শ্বমুপাগত্য চিন্তাপর উপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
কুম্ভকর্ণোঽপি হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং পেষয়ন্ হরীন্
চচার বানরীং সেনাং কালয়ন্ গজরাড়িব ॥ ১৭ ॥
দৃষ্ট্বা তং রাঘবঃ ক্রুদ্ধো বায়ব্যং শস্ত্রমাদরাৎ।
চিক্ষেপ কুম্ভকর্ণায় তেন চিচ্ছেদ রক্ষসঃ ॥ ১৮ ॥
সমুদ্গরং দক্ষহস্তং তেন ঘোরং ননাদ সঃ।
স হস্তঃ পতিতো ভূমাবনেকানর্দ্দয়ন্ কপীন্ ॥ ১৯ ॥
পর্য্যন্তমাশ্রিতাঃ সর্ব্বে বানরা ভয়বেপিতাঃ।
রামরাক্ষসয়োর্যুদ্ধং পশ্যন্তঃ পর্য্যবস্থিতাঃ ॥ ২০ ॥
কুম্ভকর্ণশ্ছিন্নহস্তঃ শালমুদ্যম্য বেগতঃ।
সমরে রাঘবং হন্তুং দুদ্রাব তমথোচ্ছিনৎ ॥ ২১ ॥
শালেন সহিতং বামহস্তমৈন্দ্রেণ রাঘবঃ।
ছিন্নবাহুমথায়াতং নর্দ্দন্তং বীক্ষ্য রাঘবঃ ॥ ২২ ॥

প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, এবং কহিলেন—ওরে মূঢমতে রাক্ষসাধম! তোরে ধিক্, তুই এক্ষণেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পাপাত্মা চারিজন মন্ত্রীর সহিত রামের শরণাগত হ, নতুবা আমার হস্তে তোর পরিত্রাণ নাই। এই বাক্যশ্রবণে কুম্ভকর্ণ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়াছে জানিয়া সম্যক প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান করতঃ কহিতে লাগিলেন। বৎস! তুমি রাম পদাশ্রয়ী হইয়া, প্রাণ রক্ষা কর। পূর্ব্বে আমি নারদ মুখে শুনিয়াছিলাম; তুমিই বংশ রক্ষার্থে এবং রাক্ষসের হিতের নিমিত্ত দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইয়া, মহাভাগ্যধর হইবে। অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ, মহাকায় মহাবীর কুম্ভকর্ণের এইরূপ অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল; হে ভ্রাতঃ! তবে এক্ষণে আপনি গমন করুন; আমি আপনার কি অপরের মঙ্গল দেখিতেছি না। এই বলিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে মধ্যম সহোদরের চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক, রামপার্শ্বে উপনীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

এদিকে ভীষণাকৃতি কুম্ভকর্ণ, হস্তপদদ্বারা বানরগণকে পেষণপূর্ব্বক, বানরীসেনার মধ্য দিয়া বিচরণ করতঃ, বনবনে মত্তমাতঙ্গের ন্যায়, বজ্রপাত সদৃশ, বারম্বার হুহুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাম মহাক্রুদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ বায়ব্য অস্ত্রদ্বারা কুম্ভকর্ণের মুদ্গর বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। সেই সমস্ত শরীর খণ্ড, উভয় পক্ষীয় বহু সেনাসহ ধরাশায়ী হইল। তদ্দর্শনে অমনি ভয়কম্পিত বানরগণ, সমুদ্রতীরস্থ প্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া রাম রাক্ষসের তুমুল সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। ১৭। ১৮। ১৯। ২০।

এমৎকালে মহাবীর ছিন্নৈকহস্ত কুম্ভকর্ণ, অতি প্রকাণ্ড এক শালবৃক্ষ বাম হস্তে ধারণ করিয়া রঘুনাথকে প্রহার করিতে, তৎসন্নিধানে বেগে গমন করিলে, শ্রীরাম, বিবিধাস্ত্র প্রয়োগ-

দ্বাবর্দ্ধচন্দ্রৌ নিশিতাবাদায়াস্য পদদ্বয়ম।
চিচ্ছেদ পতিতৌ পাদৌ লঙ্কাদ্বারি মহাস্বনৌ ॥২৩
নিকৃত্তপাণিপাদোঽপি কুম্ভকর্ণোঽতিভীষণঃ।
বড়বামুখবদ্বক্তুং ব্যাদায় রঘুনন্দনম্ ॥ ২৪ ॥
অভিদুদ্রাব নিনদন রাহুশ্চন্দ্রমসং যথা।
অপূরয়ৎ সিতাগ্রৈশ্চ সায়কৈস্তদ্রঘূত্তমঃ ॥ ২৫ ॥
শরপূরিতবক্ত্রোঽসৌ চুক্রোশাতিভয়ঙ্করঃ।
অথ সূর্য্যপ্রতীকাশমৈন্দ্রং শরমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
বজ্রাশনিসমং রামশ্চিক্ষেপাসুরমৃত্যবে।
স তৎপর্ব্বতসঙ্কাশং স্ফুরৎকুণ্ডলদংষ্ট্রকম্ ॥ ২৭ ।
চকর্ত্ত রক্ষোধিপতেঃ শিরো বৃত্রমিবাশনিঃ।
তচ্ছিরঃ পতিতং লঙ্কাদ্বারি কায়ো মহোদধৌ ॥ ২৮
শিরোঽস্য রোধয়দ্দ্বারং কায়ো নক্রাদ্যচূর্ণয়ৎ।
ততো দেবাঃ স ঋষয়ো গন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাঃ খগাঃ ॥ ২৯
সিদ্ধা যক্ষা গুহ্যকাশ্চ অপ্সরোভিশ্চ রাঘবম্।
ঈড়িরে কুসুমাসারৈর্ব্বর্ষন্তশ্চাভিনন্দিতাঃ ॥ ৩০
আজগাম তদা রামং দ্রষ্টুং দেবমুনীশ্বরঃ।
নারদো গগনাত্তূর্ণং স্বভাসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ৩১
রামমিন্দীবরশ্যামমুদারাঙ্গধনুর্দ্ধরম্।
ঈষত্তাম্রবিশালাক্ষমৈন্দ্রাস্ত্রাঞ্চিতবাহুকম্ ॥ ৩২।
দয়ার্দ্রদৃষ্ট্যা পশ্যন্তং বানরান্ শরপীড়িতান্।
দৃষ্ট্বা গদ্গদয়া বাচা ভক্ত্যা স্তোতুং প্রচক্রমে।৩৩

নারদ উবাচ।

দেবদেব! জগন্নাথ! পরমাত্মন্! সনাতন!।

দ্বারা, শাল-তরু সহ তাহার বাম হস্তও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। পরে কর বিহীন কুম্ভকর্ণ, পদ দ্বারা বানরী সেনাদিগকে পেষণ করিতে লাগিল। তখনি রামচন্দ্র দুই নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাহার পদদ্বয় ছেদন করিয়া, মহাশব্দে লঙ্কার তোরণ দ্বারে নিক্ষেপ করিলেন, তথাচ কর পদ শূন্য ভীষণাকার কুম্ভকর্ণ, বাড়বানল সদৃশ বিকটাকার বদন ব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর চীৎকার ধ্বনি করতঃ সুধাংশু গ্রাসেচ্ছুক রাহুর ন্যায়, রঘুনন্দনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া বায়ুবেগে তৎসন্নিধানে আগমন করিলে, রঘূত্তম, সূর্য্যপ্রতিভা সদৃশ ভয়ানক ঐন্দ্র বাণ ধারণ পূর্ব্বক, অশনি নিনাদে ক্ষেপণ করিয়া, তাহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিলেন। কতকগুলি প্রভান্বিত শর, কুম্ভকর্ণের দন্তপংক্তি মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করতঃ লঙ্কার দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিল, এবং দেহ সমুদ্র মধ্যে পতিত হইয়া, সাগর গর্ভস্থ নক্রাদিকে পঙ্কে প্রোথিত করিল। ২১। ।২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮।

অনন্তর দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, গুহ্যক, সিদ্ধ, এবং অপ্সরাগণ প্রভৃতি সকলেই মহা আনন্দিত হইয়া শূন্যমার্গ হইতে শ্রীরামের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আর কুম্ভকর্ণ রণে নিধন হইল দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সহ যত দেবগণ, গগন মার্গে আগমন পূর্ব্বক, কোদণ্ডধারী, ঈষত্তাম্রবর্ণ বিশালাক্ষ, উদার চরিত, ইন্দীবর শ্যামকলেবর, বল্কলাম্বর, জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রকে শর নিপীড়িত বানরগণের উপর সদয় চিত্ত দেখিয়া, ভক্তি সহকারে গদগদবচনে স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।

অগ্রে নারদ বলিতে লাগিলেন; হে দেবদেব জগন্নাথ!

নারায়ণাখিলাধার ! বিশ্বসাক্ষিন্নমোঽস্তু তে ॥৩৪
বিশুদ্ধজ্ঞানরূপোঽপি ত্বং লোকানতিবঞ্চয়ন্।
মায়য়া মনুজাকারঃ সুখদুঃখাদিমানিব ॥ ৩৫ ॥
ত্বং মায়য়া গুহ্যমানঃ সর্ব্বেষাং হৃদি সংস্থিতঃ।
স্বয়ং জ্যোতিঃস্বভাবস্ত্বং ব্যক্ত এবামলাত্মনাম্ ॥৩৬
উন্মীলয়ন্ সৃজস্যেতন্নেত্রে রাম ! জগত্ত্রয়ম্।
উপসংক্রিয়তে সর্ব্বং ত্বয়া চক্ষুর্নিমীলনাৎ ॥ ৩৭ ।
যস্মিন্ সর্ব্বমিদং ভাতি যতশ্চৈতচ্চরাচরম্।
যস্মান্ন কিঞ্চিল্লোকেঽস্মিন্ তস্মৈ তে ব্রহ্মণে নমঃ।
প্রকৃতিং পুরুষং কালং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণম্।
যং জানন্তি মুনিশ্রেষ্ঠাস্তস্মৈ রামায় তে নমঃ।৩৯।
বিকাররহিতং শুদ্ধং জ্ঞানরূপং শ্রুতির্জ্জগৌ।
ত্বাং সর্ব্বজগদাকারমূর্ত্তিং চাপ্যাহ সা শ্রুতিঃ ॥ ৪০
বিরোধো দৃশ্যতে দেব ! বৈদিকো বেদবাদিনাম্।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি ত্বৎপ্রসাদং বিনা বুধাঃ। ৪১।
মায়য়া ক্রীড়তো দেব ! ন বিরোধো মনাগপি।
রশ্মিজালং রবের্যদ্বদ্দৃশ্যতে জলবদ্ভ্রমাৎ ॥ ৪২ ॥
ভ্রান্তিজ্ঞানাত্তথা রাম ! ত্বয়ি সর্ব্বং প্রকল্প্যতে।
মনসো বিষয়ো দেব ! রূপং তে নির্গুণং পরম ॥
কথং দৃশ্যং ভবেদ্দেব ! দৃশ্যাভাবে ভজেৎ কথম্ ?
অতস্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি ॥ ৪৪ ॥
ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্।
কামক্রোধাদয়স্তত্র বহবঃ পরিপন্থিনঃ ॥ ৪৫ ॥

তুমিই পরমাত্মা সনাতন সাক্ষান্নারায়ণ, নিখিল জগতের আধার ভূত, এবং বিশ্বসংসারের সাক্ষিস্বরূপ—অতএব তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া সদা সমস্ত লোকের অভিবাঞ্ছনীয়—কেবল মায়া দ্বারা মনুষ্য দেহী হইয়া, সুখ দুঃখভোগী হইয়াছ। তুমিই মায়াদ্বারা অতি গোপনে সকলের হৃদয়ে বাস করিতেছ; আর তুমিই নির্ম্মলাত্মাদিগের নিকট স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া, প্রকাশিত আছ। তুমি চক্ষু উন্মীলন করিয়া, ত্রিভুবন সৃজনপূর্ব্বক পালন করিতেছ; আবার আপনিই চক্ষুনিমীলন করিয়া, জগত্রয় সংহার করিতেছ। এবং যাঁহাতে এই চরাচর বিশ্ব, প্রকাশ পাইতেছে, সেই ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মাকে বারম্বার নমস্কার করি।

মুনিগণ, যাঁহাকে প্রকৃতি, পুরুষ, কাল এবং ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপ বলিয়া জানেন; বিকার শূন্য, নির্ম্মল জ্ঞানরূপী, সর্ব্ব জগতাকার, বেদাদি বিবিধ শাস্ত্রময়, মূর্ত্তিমান সেই ব্রহ্মকে আমি বারম্বার নমস্কার করি।

হে দেব ! বেদবাদীর বৈদিক বিষয়ে অর্থাৎ বেদমধ্যে বিরোধ লক্ষিত হয়, কিন্তু আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত পণ্ডিতেরা তাহা হইতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। আপনার মায়া প্রযুক্তই দেবতারা সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন; বস্তুত তাঁহারা মন মধ্যেও কোন বিরোধ উপস্থিত করেন না। সূর্য্যের রশ্মিজালে যেমন ভ্রম হেতু জগৎকে জলবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে সেইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান বশতঃ তোমাতেই সমস্ত পরিকল্পিত হয়। মন মধ্যে মনের বিষয় পরম নির্গুণময় যে তোমার রামরূপ কি প্রকারে দৃশ্য হয়? এবং দৃশ্যমান না হইলেইবা লোকে আপনাকে কিরূপে ভজনা করিতে সক্ষম হয়? অতএব আপনি এই ধরাধামে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া

ভীষয়ন্তি সদা চেতো মার্জ্জারা মুষকং যথা।
ত্বন্নাম স্মরতাং নিত্যং ত্বদ্রূপমপি মানসে ॥ ৪৬ ॥
ত্বৎপূজানিরতানাং তে কথামৃতপরাত্মনাম্।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গিনাং রাম! সংসারো গোষ্পদায়তে ॥ ৪৭।
অতস্তে সগুণং রূপং ধ্যাত্বাহং সর্ব্বদা হৃদি।
মুক্তশ্চরামি লোকেষু পূজ্যোঽহং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥
রাম! ত্বয়া মহৎকার্য্যং কৃতং দেবহিতেচ্ছয়া।
কুম্ভকর্ণবধেনাদ্য ভূভারোঽয়ং গতঃ প্রভো! ॥৪৯
শ্বো হনিষ্যতি সৌমিত্রিরিন্দ্রজেতারমাহবে।
হনিষ্যসেঽথ রামস্ত্বং পরশ্বো দশকন্ধরম্। ৫০।
পশ্যামি সর্ব্বং দেবেশ! সিদ্ধৈঃ সহ নভো গতঃ।
অনুগৃহ্লীষ্ব মাং দেব! গমিষ্যামি সুরালয়ম্। ৫১।
ইত্যুক্ত্বা রামমামন্ত্র্য নারদো ভগবান্ ঋষিঃ।
যযৌ দেবৈঃ পূজ্যমানো ব্রহ্মলোকমকল্মষম্ ॥৫২
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
রাবণঃ শোকসন্তপ্তো রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥ ৫৩ ॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমাবুত্থায় বিললাপ হ।
পিতৃব্যং নিহতং শ্রুত্বা পিতরং চাতিবিহ্বলম্ ॥ ৫৪
ইন্দ্রজিৎ প্রাহ শোকার্ত্তং ত্যজ শোকং মহামতে!
ময়ি জীবতি রাজেন্দ্র! মেঘনাদে মহাবলে ॥ ৫৫

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সেই নবমেঘ সদৃশ তোমার রূপ, মন মধ্যে চিন্তা করতঃ, এই দুস্তর ভবসাগর অক্লেশেই উত্তীর্ণ হইতেছে। মার্জ্জার মূষিকদিগকে ভয় প্রদর্শন করিলে, তাহারা যেমন দূরে পলায়ন করে সেইরূপ মন মধ্যে আপনার নাম স্মরণ, কিম্বা আপনার নিরুপম রূপ চিন্তা করিলে, তৎক্ষণাৎ কাম ক্রোধাদি রিপুসমূহ স্থানান্তরিত হয়। অতএব মনুষ্যগণ, মানসে তোমার সেই সুধাময় নাম স্মরণ, তোমার সেই অনুপম রূপ চিন্তা করতঃ তোমার পূজায় নিরন্তর নিরত থাকিয়া, এবং তোমার অমৃত তুল্য কথা শ্রবণ করিয়া, এই দুস্তর ভবসাগরকে গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করে। হে দেব! এই জন্য আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে তোমার সেই সগুণ রূপ চিন্তা করতঃ দেবগণের পূজ্য হইয়া ত্রিলোকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। হে প্রভো! অদ্য আপনি সমরে কুম্ভকর্ণকে নিহত করিয়া, দেবতাদিগের কি মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ করিয়াছেন! এক্ষণে আমি বলিতেছি—কল্য যুদ্ধে মহাবীর সৌমিত্রি ইন্দ্রজিৎকে এবং পরশ্ব আপনি দশাননকে নিধন করিবেন; নভোগত সিদ্ধ সহ দেবলোক তাহা সন্দর্শন পূর্ব্বক সানন্দে জয়ধ্বনি করতঃ তবোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিবেন। হে ভূভারহর! এক্ষণে আপনি সুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করুন; আমি সুরালয়ে গমন করিব। এই বলিয়া দেব ঋষি নারদ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

অনন্তর দশানন রণে রঘুনাথ দ্বারা মহাবল কুম্ভকর্ণ ভ্রাতা নিহত হইয়াছে শ্রবণ পূর্ব্বক, শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক, বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। এমৎ কালে ইন্দ্রজিৎ, পিতৃব্য নিহত হইয়াছে শ্রবণ পূর্ব্বক পিতাকে শোকে বিহ্বল অবলোকন করতঃ, পিতৃ সমীপে কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিল। হে মহামতে! শোক পরিত্যাগ করুন; দেবান্তক, মহাবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ জীবিত থাকিতে আপনার আর দুঃখের অবসর কোথায়? অতএব আপনি

দুঃখস্যাবসরঃ কুত্র দেবান্তক ! মহামতে !
ব্যেতু তে দুঃখমখিলং স্বস্থো ভব মহীপতেঃ। ৫৬।
সর্ব্বং সমীকরিষ্যামি হনিষ্যামি চ বৈ রিপূন্!
গত্বা নিকুম্ভিলাং সদ্যস্তর্পয়িত্বা হুতাশনম্। ৫৭।
লব্ধ্বা রথাদিকং তস্মাদজেয়োঽহং ভবাম্যরেঃ।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নির্দ্দিষ্টং হবনস্থলম্। ৫৮।
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ।
নিকুম্ভিলাস্থলে মৌনী হবনায়োপচক্রমে।
বিভীষণোঽথ তচ্ছ্রুত্বা মেঘনাদস্যচেষ্টিতম্। ৫৯।
প্রাহ রামায় সকলং হোমারম্ভং দুরাত্মনঃ।
সমাপ্যতে চেদ্ধোমোঽয়ং মেঘনাদস্য দুর্ম্মতেঃ।
তদাঽজেয়ো ভবেদ্রাম ! মেঘনাদঃ সুরাসুরৈঃ।৬০
অতঃ শীঘ্রং লক্ষ্মণেন ঘাতয়িষ্যামি রাবণিম্।
আজ্ঞাপয় ময়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণং বলিনাং বরম্।
হনিষ্যতি ন সন্দেহো মেঘনাদং তবানুজঃ॥ ৬১।

শ্রীরামচন্দ্র উবাচ।

অহমেব গমিষ্যামি হন্তুমিন্দ্রজিতং রিপুম্।
অগ্নেয়েন মহাস্ত্রেণ সর্ব্বরাক্ষসঘাতিনা। ৬২।
বিভীষণোঽপি তং প্রাহ নাসাবন্যৈর্নিহন্যতে।
যস্তু দ্বাদশবর্ষাণি নিদ্রাহারবিবর্জ্জিতঃ। ৬৩।
তেনৈব মৃত্যুর্নির্দিষ্টো ব্রহ্মণাস্য দুরাত্মনঃ।
লক্ষ্মণস্তু অযোধ্যায়া নির্গম্যায়াত্ত্বয়া সহ। ৬৪।
তদাদি নিদ্রাহারাদীন্ন জানাতি রঘূত্তম !।
সেবার্থং তব রাজেন্দ্র ! জ্ঞাতং সর্ব্বমিদং ময়া। ৬৫

এই সমস্ত মিথ্যা শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুস্থ হউন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; আপনার সমস্ত রিপু বিনাশ করিয়া, অবিলম্বেই লঙ্কাস্থ সমস্ত কর্ব্বুর কুলকে সুস্থ করিব এক্ষণেই রথাদি গ্রহণ পূর্ব্বক নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গমন করতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সন্তোষ করিব। তাহা হইলেই তিনি আমাকে সমরে অরাতি অজেয় বর প্রদান করিবেন। এই বলিয়া মেঘনাদ রক্তাম্বর রক্তমাল্য ধর হইয়া সর্ব্বাঙ্গে রক্ত চন্দন অনুলেপন করতঃ সত্বর নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক, মৌন ভাবে যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিল। এ দিকে বিভীষণও মেঘনাদের চেষ্টিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীরাম সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক দুরাত্মা ইন্দ্রজিতের অভিপ্রেত সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিতে লাগিল। হে প্রভো রঘুনাথ ! অদ্য ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যজ্ঞ সমাপন করিলে, সুরাসুর কেহই তাহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবেন না। অতএব আমার সহিত বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণকে যাইতে আজ্ঞা করুন; আমরা উভয়ে নিকুম্ভিলায় গমন পূর্ব্বক, যে রূপে হউক রাবণী নিধন সাধন করতঃ পুনরায় এই স্থানে আগমন করিব। আপনার অনুজ নিঃসন্দেহই মেঘনাদকে বিনাশ করিবেন। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ।৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১।

অনন্তর শ্রীরাম তাহাকে বলিলেন, দেখ সখে বিভীষণ ! আমিই নিকুম্ভিলায় গমন করিয়া সর্ব্বরাক্ষসঘাতী আগ্নেয় নামক মহাস্ত্র দ্বারা পরম শত্রু ইন্দ্রজিতের নিধন সাধন করিব। শ্রীরামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অমনি বিভীষণও তাঁহাকে বলিলেন প্রভো ! দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ অন্যের বধ্য নয়; যে ব্যক্তি দ্বাদশবর্ষ নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়াছে; সেই জন, মহাবল ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিতে পারিবে; পূর্ব্বে সৃষ্টিকর্ত্তা

তদাজ্ঞাপয় দেবেশ! লক্ষ্মণং ত্বরয়া ময়া।
হনিষ্যতি ন সন্দেহঃ শেষঃ সাক্ষাদ্ধরাধরঃ। ৬৬।
ত্বমেব সাক্ষাজ্জগতামধীশো
নারায়ণো লক্ষ্মণ এব শেষঃ।
যুবাং ধরাভারনিবারণার্থং
জাতৌ জগন্নাটকসূত্রধারৌ॥ ৬৭॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। হে রঘূত্তম! যে সময়ে মহাবীর লক্ষ্মণ, আপনার সমভিব্যাহারে অযোধ্যা হইতে নির্গত হন, সেই দিবস হইতেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করতঃ, আপনার আজ্ঞাবহ হইয়া দিনযামিনী অতিবাহিত করিয়াছেন, আমি তাহা বিশেষরূপে অবগত আছি। যিনি সাক্ষাৎ অনন্ত দেব, তাঁহার কি না সাধ্য হইতে পারে? অতএব আজ্ঞা করুন, আমরা উভয়ে শীঘ্র তথায় গমন করিয়া, প্রবল রিপু ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করি। আপনি সাক্ষাৎ জগতের একাধীপ নারায়ণ এবং লক্ষ্মণ ঠাকুর সাক্ষাৎ অনন্তদেব; ইহা কি একবারও মনোমধ্যে বিবেচনা করেন না? কেবল মাত্র ভূভারহরণ জন্য, আপনারা দুই জনে, জগৎরূপ রঙ্গভূমির সূত্রধার স্বরূপ হইয়া, ইহ সংসারে নরদেহ ধারণ করতঃ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ৬২। ৬৩। ৬৪।৬৫।৬৬।৬৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
যুদ্ধকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ।
জানামি তস্য রৌদ্রস্য মায়াং কৃৎস্নাং বিভীষণ!
স হি ব্রহ্মাস্ত্রবিচ্ছূরো মায়াবী চ মহাবলঃ।
জানামি লক্ষ্মণস্যাপি স্বরূপং মম সেবনম্। ২।

অনন্তর শ্রীরাম, বিভীষণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন; দেখ সখে বিভীষণ! আমিত একবার মহাবল ইন্দ্রজিতের মায়া দর্শন করিয়াছি; সে নিশ্চয় ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। এবং কেবল আমার স্বরূপ মহাবীর লক্ষ্মণের ক্ষমতা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি; কিন্তু ভবিষ্যতে সেই মায়াবী কোন বিশেষ বিঘ্ন না ঘটায়; এই চিন্তায়

জ্ঞাত্বৈবাসমহং তুষ্ণীং ভবিষ্যৎকার্য্যগৌরবাৎ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং প্রাহ রামো জ্ঞানবতাম্বরঃ॥ ৩
গচ্ছ লক্ষ্মণ! সৈন্যেন মহতা জহি রাবণিম্।
হনূমৎপ্রমুখৈঃ সর্ব্বৈর্যূথপৈঃ সহ লক্ষ্মণ!। ৪।
জাম্ববানৃক্ষরাজোঽয়ং সহ সৈন্যেন সংবৃতঃ।
বিভীষণশ্চ সচিবৈঃ সহ ত্বামভিযাস্যতি। ৫।
অভিজ্ঞস্তস্য দেশস্য জানাতি বিবরাণি সঃ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ সবিভীষণঃ। ৬।
জগ্রাহ কার্ম্মুকং শ্রেষ্ঠমন্যন্তীমপরাক্রমঃ
রামপাদাম্বুজং স্পৃশ্য হৃষ্টঃ সৌমিত্রিরব্রবীৎ।৭।
অদ্য মৎকার্ম্মুকান্মুক্তাঃ শরা নির্ভিদ্য রাবণিম্।
গমিষ্যন্তি হি পাতালং স্নাতুং ভোগবতীজলে।৮।
এবমুক্ত্বা স সৌমিত্রিঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্
ইন্দ্রজিন্নিধনাকাঙ্ক্ষী যযৌ ত্বরিতবিক্রমঃ॥ ৯॥
বানরৈর্ব্বহুসাহস্রৈর্হনূমান্ পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ।
বিভীষণশ্চ সহিতো মন্ত্রিভিস্ত্বরিতং যযৌ॥ ১০॥
জাম্ববৎপ্রমুখা ঋক্ষাঃ সৌমিত্রেং ত্বরয়ান্বগুঃ।
গত্বা নিকুম্ভিলাদেশং লক্ষ্মণো বানরৈঃ সহ॥ ১১॥
অপশ্যদ্বলসংঙ্ঘাতং দূরাদ্রাক্ষসসঙ্কুলম্।
ধনুরায়ম্য সৌমিত্রির্যত্তোঽভুদ্ভুরিবিক্রমঃ॥ ১২॥
অঙ্গদেন চ বীরেণ জাম্ববান্ রাক্ষসাধিপঃ।
তদা বিভীষণঃ প্রাহ সৌমিত্রিং পশ্য রাক্ষসান্॥১৩
যদেতদ্রাক্ষসানীকং মেঘশ্যামং বিলোক্যতে।
অস্যানীকস্য মহতো ভেদনে যত্নবান্ ভব। ১৪।

ক্ষণকাল স্থির হইয়াছিলাম। এই বলিয়া, শ্রীরাম, তৎক্ষণাৎ বীরচুড়ামণি লক্ষ্মণকে আজ্ঞা করিলেন—লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, রাবণীকে বিনাশ কর। ।১। ২। ৩।

অনন্তর লক্ষ্মণ, মহাবীর হনুমান্ প্রমুখ অশেষ বানরীসেনা এবং ঋক্ষপতি প্রমুখ বিবিধ ঋক্ষসেনা, সমভিব্যাহারে করিয়া মেঘনাদ সহ যুদ্ধ জন্য, গমন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি বিভীষণও মন্ত্রীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কার্ম্মুক লইয়া, লক্ষ্মণ, অগ্রে শ্রীরামের যুগলচরণ গ্রহণ করতঃ, প্রফুল্ল হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন—হে দেব! অদ্য আমার কার্ম্মুক নির্ম্মুক্ত শর সমূহ রাবণিকে ভেদ করিয়া, রসাতলে ভোগবতীর পবিত্র জলে, স্নান করিবার জন্য গমন করিবে। লক্ষ্মণ, শ্রীরামকে এই বলিয়া, প্রণতি পুরঃসর প্রদক্ষিণ করতঃ ত্বরিতপদে ইন্দ্রজিন্নিধনাশায় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অমনি বহুপ্রকার বানর নিকর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল, অমাত্যচয় সমভিব্যাহারে বিভীষণ, এবং ঋক্ষগণ পরিবেষ্টিত জাম্বুবান্ ত্বরান্বিত হইয়া, সৌমিত্রির অনুগামী হইল। ক্রমে লক্ষ্মণ, অমাত্য, ঋক্ষ এবং বানরীসেনা সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলা দেশ প্রাপ্ত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন বহুসংখ্যক রাক্ষস একত্র সমবেত হইয়া রহিয়াছে। তখন বাহুবিক্রমশালী সৌমিত্রি কার্ম্মুক গ্রহণ পুর্ব্বক জ্যা আরোপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অঙ্গদবীর, জাম্বুবান্ এবং বিভীষণকে বলিয়াছিল; দেখুন, যদি মহাবীর লক্ষ্মণ, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন তবে আমাদের আর বিলম্বের আবশ্যক কি? যেহেতু নিবিড় মেঘাকার রাক্ষসসৈন্য সুসজ্জিত হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এক্ষণে অতিশীঘ্র ভেদ করিতে যত্নবান্ হও,

রাক্ষসেন্দ্রসুতোপ্যস্মিন্ ভিন্নে দৃশ্যো ভবিষ্যতি।
অভিদ্রবাশু যাবদ্বৈ নৈতৎকর্ম্ম সমাপ্যতে॥ ১৫ ॥
জহি বীর! দুরাত্মানং হিংসাপরমধার্ম্মিকম্।
বিভীষণবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ শুভলক্ষণঃ। ১৬।
ববর্ষ শরবর্ষাণি রাক্ষসেন্দ্রসুতং প্রতি।
পাষাণৈঃ পর্ব্বতাগ্রৈশ্চ বৃক্ষৈশ্চ হরিযুথপাঃ॥ ১৭॥
নির্জ্জঘ্নুঃ সর্ব্বতো দৈত্যান্ তেঽপি বানরযূথপান্।
পরশ্বধৈঃ সিতৈর্ব্বাণৈরসিভির্যষ্টিতোমরৈঃ॥ ১৮ ॥
নির্জ্জঘ্নুর্ব্বানরানীকং তদা শব্দো মহানভূৎ।
স সংপ্রহারস্তুমুলঃ সঞ্জজ্ঞে হরিরক্ষসাম্। ১৯।
ইন্দ্রজিতৎ স্ববলং সর্বমর্দ্দ্যমানং বিলোক্য সঃ।
নিকুম্ভিলাঞ্চ হোমঞ্চ ত্যক্ত্বা শীঘ্রং বিনির্গতঃ। ২০
রথমারুহ্য সধনুঃ ক্রোধেন মহতাগমৎ।
সমাহ্বয়িত্বা সৌমিত্রিং যুদ্ধায় রণমূর্দ্ধনি। ২১।
সৌমিত্রে! মেঘনাদোঽহং ময়া জীবন্ন মোক্ষ্যসে।
তত্র দৃষ্ট্বা পিতৃব্যং স প্রাহ নিষ্ঠুরভাষণম্॥ ২২
ইহৈব জাতঃ সংবৃদ্ধঃ সাক্ষাদ্ভ্রাতা পিতুর্মম।
যস্ত্বং স্বজনমুৎসৃজ্য পরভৃত্যত্বমাগতঃ॥ ২৩॥
কথং দ্রুহ্যসি পুত্রায়? পাপীয়ানসি দুর্ম্মতিঃ।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণং দৃষ্ট্বা হনূমৎপৃষ্ঠতঃ স্থিতম্॥ ২৪
উদ্যদায়ুধনিস্ত্রিংশে রথে মহতি সংস্থিতঃ।
মহাপ্রমাণমুদ্যম্য ঘোরং বিস্ফারয়ন্ ধনুঃ॥ ২৫ ॥

তাহা হইলে, হিংসাপর অতি অধার্ম্মিক দুরাত্মা রাবণ পুত্র, লক্ষ্মণের লক্ষ্য হইয়া, অতি সত্বর বধ্য হইবে। নতুবা সে অনলে পূর্ণাহুতি প্রদান করিলে, কেহই তাহাকে নষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না। এস আমরা সকলেই, দুষ্টমতির বিনাশায় সত্বর সমরে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ পরামর্শের পর, সকলেই প্রাণপণে, পাষাণ, পাদপ ও পর্ব্বতাগ্র হস্তে ধারণ করিয়া, রাক্ষস সেনাগণ সমভিব্যাহারে যুগপৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহাতে মেঘনাদের সমস্ত সৈন্যই শমন সদনে গমন করিল। ।৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। । ১৫। ।১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

অনন্তর মহাবল ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, স্বীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট ও যজ্ঞের বহু বিঘ্ন উপস্থিত অবলোকনে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া, হোম পরিত্যাগ করতঃ, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগার হইতে বেগে বহির্গত হইল; এবং আপনার সুসজ্জিত স্যন্দনে আরোহণ পূর্ব্বক, ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া সৌমিত্রিকে যুদ্ধে আহ্বান করতঃ সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইল এবং কহিতে লাগিল—হে সৌমিত্রে; সমরে মায়াজীবী মেঘনাদ উপস্থিত হইয়াছে, ক্ষণেক স্থির হও এক্ষণেই যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিতেছি। ইত্যবসরে, পিতৃব্য বিভীষণকে সম্মুখে উপস্থিত অবলোকন করিয়া অতি নিষ্ঠুর বচনে বলিতে লাগিল—হে দুর্ম্মতে! পরান্নভোগী! তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, অতএব এক্ষণেই আমার সম্মুখ হইতে পলায়ন কর, যেহেতু তুমি মহারাজ লঙ্কাধিপতি রাবণের কনিষ্ঠ হইয়া, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যের দাসত্ব স্বীকার করতঃ পুত্রের অনিষ্টাচরণে উদ্যত হইয়াছ, এই কারণ আমি আর কখনই তোমার মুখ দর্শন করিব না। পিতৃব্য বিভীষণকে এইরূপ বাক্য প্রয়োগানন্তর দুরাত্মা মেঘনাদ, মহাবীর লক্ষ্মণকে হনুমান স্কন্ধস্থিত সন্দর্শন করতঃ, আপনার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ পূর্ব্বক, সুতীক্ষ্ণায়ুধ এবং অসি হস্তে ধারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার

অদ্য বো মামকা বাণাঃ প্রাণান্ পাস্যন্তি বানরাঃ ।
ততঃ শরং দাশরথিঃ সন্ধায়ামিত্রকর্ষণঃ । ২৬ ।
সসর্জ্জ রাক্ষসেন্দ্রায় ক্রুদ্ধঃ সর্প ইব শ্বসন্ ।
ইন্দ্রজিদ্রক্তনয়নো লক্ষ্মণং সমুদৈক্ষত ॥ ২৭ ॥
শক্রাশনিসমস্পর্শৈর্লক্ষ্মণেনাহতঃ শরৈঃ ।
মুহূর্ত্তমভবন্মূঢ়ঃ পুনঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৮ ॥
দদর্শাবস্থিতং বীরং বীরো দশরথাত্মজম্ ।
সোঽভিচক্রাম সৌমিত্রিং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ২৯
শরান্ ধনুষি সন্ধায় লক্ষ্মণং চেদমব্রবীৎ ।
যদি তে প্রথমে যুদ্ধে ন দৃষ্টো মে পরাক্রমঃ ॥ ৩০
অদ্য ত্বাং দর্শয়িষ্যামি তিষ্ঠেদানীং ব্যবস্থিতঃ ।
ইত্যুক্ত্বা সপ্তভির্বাণৈরভিবিব্যাধ লক্ষ্মণম্ । ৩১ ।
দশভিশ্চ হনূমন্তং তীক্ষ্ণধারৈঃ শরোত্তমৈঃ ।
ততঃ শরশতেনৈব সংপ্রযুক্তেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩২ ॥
ক্রোধদ্বিগুণসংরব্ধো নির্ব্বিভেদ বিভীষণম্ ।
লক্ষ্মণোঽপি তথা শত্রুং শরবর্ষৈরবাকিরৎ । ৩৩ ।
তস্য বাণৈঃ সুসংবিদ্ধং কবচং কাঞ্চনপ্রভম্ ।
ব্যশীর্যত রথোপস্থে তিলশঃ পতিতং ভুবি ॥ ৩৪ ॥
ততঃ শরসহস্রেণ সংক্রুদ্ধো রাবণাত্মজঃ ।
বিভেদ সমরে বীরং লক্ষ্মণং ভীমবিক্রমম্ । ৩৫ ।
ব্যশীর্য্যতাপতদ্দিব্যং কবচং লক্ষ্মণস্য চ ।
কৃতপ্রতিকৃতান্যোঽন্যং বভূবতুরভিদ্রুতৌ ॥ ৩৬ ॥
অভীক্ষ্ণং নিশ্বসন্তৌ তৌ যুদ্ধে তাংতুমুলং পুনঃ ।
শরসংবৃতসর্ব্বাঙ্গৌ সর্ব্বতো রুধিরোক্ষিতৌ । ৩৭
সুদীর্ঘকালং তৌ বীরাবন্যোন্যং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অযুধ্যেতাং মহাসত্ত্বৌ জয়াজয়বিবর্জ্জিতৌ । ৩৮

করিতে উদ্যত হইলে রঘুবংশাবতংস লক্ষ্মণ, ক্রোধান্বিত ভুজঙ্গের ন্যায়, স্বীয় শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহা নিবারণ করিতে যত্নবান্ হইলেন এবং মেঘনাদকে বলিতে লাগিলেন—রে দুরাত্মন্! অদ্য আমার শর সমূহের শক্তি সন্দর্শন কর, বিপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর দিগকে রক্ষা করিবে। । ২০ । ২১। । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ ।

এই কথা বলিয়া অরাতিমর্দ্দন দাশরথি লক্ষ্মণ, সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে মেঘনাদের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। সেই অশনি সম শরাঘাতে ইন্দ্রজিৎ, ক্রোধে নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ ও ঘূর্ণায়মান করতঃ ক্ষণেক স্থির হইয়া রহিল, পরে স্বীয় শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, মহাবীর লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল, ওহে রামানুজ! যদি তুমি প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল এই স্থানে স্থির হও, আমি শীঘ্রই দেখাইতেছি। এই বলিয়া মেঘনাদ অগ্রে শাণিত সপ্তবাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনূমানকে এবং শত শরে পিতৃব্য বিভীষণকে বিদ্ধ করিয়া, অশেষাস্ত্রদ্বারা কপিকুলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

তদ্দর্শনে বীরকুলরবি লক্ষ্মণ, মহাক্রুদ্ধ হইয়া, সুশাণিত বিবিধ বাণ দ্বারা, মেঘনাদের কাঞ্চন-প্রভ-কবচ খণ্ড খণ্ড করিয়া স্যন্দন হইতে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে রাবণাত্মজ, দণ্ডাহত বিষধরের ন্যায় মহাক্রুদ্ধ হইয়া, সহস্র শরদ্বারা লক্ষ্মণের দিব্য কবচ খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণাগ্রে সর্ব্ব শরীর রুধিরাপ্লুত করিয়া ফেলিল; এইরূপে বীরদ্বয়ের তুমুলতর সংগ্রামে মেদিনী মুহুর্মুহু চঞ্চলা হইতে লাগিল ।৩৩। ৩৪ । । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ ।

এমৎকালে লঘুহস্ত মহাবীর লক্ষ্মণ, সুতীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ দ্বারা রাবণির সারথি, অশ্বদ্বয়, রথ এবং কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলি-

এতস্মিন্নন্তরে বীরো লক্ষ্মণঃ পঞ্চভিঃ শরৈঃ।।
রাবণেঃ সারথিং সাশ্বং রথং চ সমচূর্ণয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
চিচ্ছেদ কার্ম্মুকং তস্য দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্।
সোহন্যত্তু কার্ম্মুকং ভদ্রং সজ্যং চক্রে ত্বরান্বিতঃ।
তচ্চাপমপি চিচ্ছেদ লক্ষ্মণস্ত্রিভিরাশুগৈঃ।
তমেব ছিন্নধন্বানং বিব্যাধানেকসায়কৈঃ। ৪১।
পুনরন্যৎ সমাদায় কার্ম্মুকং ভীমবিক্রমঃ।
ইন্দ্রজিল্লক্ষ্মণং বাণৈঃ শতৈরাদিত্যসন্নিভৈঃ। ৪২।
বিভেদ বানরান্ সর্ব্বান্ বাণৈরাপূরয়ন্ দিশঃ।
তত ঐন্দ্রং সমাদায় লক্ষ্মণো রাবণিং প্রতি ॥৪৩॥
সন্ধায়াকৃষ্য কর্ণান্তং কার্ম্মুকং দৃঢ়নিষ্ঠুরম্।
উবাচ লক্ষ্মণো বীরঃ স্মরন্ রামপদাম্বুজম্। ৪৪ ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যদি।
ত্রিলোক্যামপ্রতিদ্বন্দ্বস্তদেনং জহি রাবণিম্ ॥ ৪৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা বাণমাকর্ণাদ্বিকৃষ্য তমজিহ্মগম্।
লক্ষ্মণঃ সমরে বীরঃ সসর্জ্জেন্দ্রজিতং প্রতি ॥ ৪৬ ॥
সশরঃ সশিরস্ত্রাণং শ্রীমজ্জ্বলিতকুণ্ডলম্।
প্রমথ্যেন্দ্রজিতঃ কায়াৎ পাতয়ামাস ভূতলে ॥৪৭
ততঃ প্রমুদিতা দেবাঃ কীর্ত্তয়ন্তো রঘূত্তমম্।
ববর্ষুঃ পুষ্পবর্ষাণি স্তুবন্তশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৮ ॥
জহর্ষ শক্রো ভগবান্ সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ।
আকাশেহপি চ দেবানাং শুশ্রুবে দুন্দুভিস্বনঃ।৪৯
বিমলং গগণং চাসীৎ স্থিরাভূদ্বিশ্বধারিণী।
নিহতং রাবণিং দৃষ্ট্বা জয়জল্পসমন্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
গতশ্রমঃ স সৌমিত্রিঃ শঙ্খমাপূরয়দ্রণে।
সিংহনাদং ততঃ কৃত্বা জ্যাশব্দমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫১ ॥
তেন নাদেন সংহৃষ্টা বানরাশ্চ গতশ্রমাঃ।
বানরেন্দ্রৈশ্চ সহিতঃ স্তুবদ্ভির্হৃষ্টমানসৈঃ ॥ ৫২ ॥

লেন। তখনি মেঘনাদ অন্য শরাসন গ্রহণ করিলে, রামানুজ তাহাও তদ্দণ্ডে খণ্ড খণ্ড করিয়া, বাণ দ্বারা, মেঘনাদকে রথাশ্ব ধনুর্ব্বিহীন এবং লঘুহস্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন; মেঘনাদও তৎক্ষণাৎ কার্ম্মুক গ্রহণ করিবামাত্র লক্ষ্মণ দেবও শীঘ্র হস্তে তিনটী শর দ্বারা তাহাও খণ্ড খণ্ড করিলেন। অনন্তর মহাবল রাবণ অন্য চাপ ধারণ পূর্ব্বক শত সূর্য্য প্রভা সমন্বিত বাণ দ্বারা লক্ষ্মণকে এবং বাণ সমূহ দ্বারা দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়া বানরগণকে বিদ্ধ করিল। অনন্তর লক্ষ্মণদেব ঐন্দ্রবাণ গ্রহণ করিয়া তাহা সন্ধান করিবার আশায় সুদৃঢ় কার্ম্মুক আকর্ণ সমাকর্ষণ পূর্ব্বক, তাহাকে কহিলেন, রে পামর! তুই শীঘ্র রাম-পাদ-পদ্ম ধ্যান করিয়া নে, নতুবা এখনেই তোরে শমন সদনে প্রেরণ করিতেছি। বীর চূড়ামণি লক্ষ্মণ, এই বলিয়া, ঐ আদিত্য সন্নিভ এক বাণদ্বারা, মেঘনাদের শরীর হইতে দীপ্যমান কুণ্ডল বিশিষ্ট উষ্ণীষ বদ্ধ মস্তক ছেদন করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে দেবতারা আনন্দে দুন্দুভিধ্বনি করত, লক্ষ্মণের উপরে মুহুর্মুহুঃ পুষ্পবর্ষণ পূর্ব্বক স্তব আরম্ভ করিলেন। অন্য দিকে দেবতা সকল মহর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ভগবান্ ইন্দ্র, কুসুম বিকীরণ সহ আনন্দে লক্ষ্মণের যশঃকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এদিকে রাবণি নিহত দর্শনে, গগণ নির্ম্মল ভাব এবং বসুমতী স্থিরভাব ধারণ করিল। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০।

অনন্তর লক্ষ্মণ স্বীয়হস্তে মেঘনাদ বিনষ্ট হইল দেখিয়া, আনন্দিতান্তঃকরণে শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করতঃ কার্ম্মুকে টঙ্কার

লক্ষ্মণঃ পরিতুষ্টাত্মা দদর্শাভ্যেত্য রাঘবম্।
হনুমদ্রাক্ষসাভ্যাং চ সহিতো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩
ববন্দে ভ্রাতরং রামং জ্যেষ্ঠং নারায়ণং বিভুম্।
ত্বৎপ্রসাদাদ্রঘুশ্রেষ্ঠ! হতো রাবণিরাহবে ॥ ৫৪ ॥
শ্রুত্বা তল্লক্ষ্মণাদ্ভক্ত্যা তমালিঙ্গ্য রঘূত্তমঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় মুদিতঃ সস্নেহমিদমব্রবীৎ ॥ ৫৫ ॥
সাধু লক্ষ্মণ! তুষ্টোঽস্মি কর্ম্ম তে দুষ্করং কৃতম্।
মেঘনাদস্য নিধনে জিতং সর্ব্বমরিন্দম! ॥ ৫৬ ॥
অহোরাত্রৈস্ত্রিভির্বীরঃ কথংচিদ্বিনিপাতিতঃ।
নিঃসপত্নঃ কৃতোঽস্ম্যদ্য নির্য্যাস্যতি হি রাবণঃ ॥৫৭
পুত্রশোকান্ময়া যোদ্ধুং তং হনিষ্যামি রাবণম্।
মেঘনাদং হতং শ্রুত্বা লক্ষ্মণেন মহাবলম্। ৫৮।
রাবণঃ পতিতো ভূমৌ মূর্চ্ছিতঃ পুনরুত্থিতঃ।
বিললাপাতিদীনাত্মা পুত্রশোকেন রাবণঃ ॥ ৫৯ ॥
পুত্রস্য গুণকর্ম্মাণি সংস্মরন্ পর্য্যদেবয়ৎ।
অদ্য দেবগণাঃ সর্ব্বে লোকপালা মহর্ষয়ঃ ॥ ৬০ ॥
হতমিন্দ্রজিতং জ্ঞাত্বা সুখং স্বপ্স্যন্তি নির্ভয়াঃ।
ইত্যাদিবহুশঃ পুত্রলালসো বিললাপ হ।
ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
উবাচ রাক্ষসান্ সর্ব্বান্ নিনাশয়িষুরাহবে ॥ ৬২ ॥
স পুত্রবধসন্তপ্তঃ শূরঃ ক্রোধবশং গতঃ।
সমীক্ষ্য রাবণো বুদ্ধ্যা হন্তুং সীতাং প্রদুদ্রুবে ॥ ৬৩

প্রদান করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর আনন্দ সূচক শব্দে, বানরগণ গতশ্রম হইয়া, লক্ষ্মণের চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করতঃ আহ্লাদে জয় জয় ধ্বনি আরম্ভ করিল। অতঃপর সৌমিত্রি, বিভীষণ, জাম্বুবান, এবং কপিকুলকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠের চরণদ্বয় বন্দনা করতঃ কহিতে লাগিলেন; হে রঘুনাথ! আমি আপনার প্রসাদে অদ্য ইন্দ্রজিৎকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছি। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।

এই কথা শুনিবামাত্র রঘুবর রাম, অনুজকে সানন্দে সম্যক প্রকারে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক, মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করতঃ বলিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি সাধু! আমি তোমার এতরূপ দুষ্কর কার্য্য দর্শনে, অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি; হে অরিন্দম! এক্ষণে জানিলাম যে, অবিলম্বেই অজেয় রাবণ আমাদিগের হস্তে নিঃসন্দেহ নিধন প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু বলিতেছি যখন রাবণ পুত্রশোকে কাতর হইয়া, আগমন করিবে, সেই সময় অতি সাবধানে যুদ্ধ করিও; কারণ সে যেন অনর্থ না ঘটায়। ৫৫। ৫৬। ৫৭।

এদিকে লঙ্কাধিপতি রাবণ, মহাবল মেঘনাদ রণে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করতঃ, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া, শোকাকুলিত চিত্তে বহুবিলাপ ও পুত্রের গুণ কর্ম্মাদি স্মরণ করতঃ বিস্তর পরিতাপ করিতে লাগিল। আর বলিল—অদ্য যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, মহর্ষিগণ দেবগণ ও লোকপাল সকলে নিশ্চয়ই অন্তরে আনন্দ অনুভব করতঃ জয় ধ্বনিতে জগৎ পূর্ণ করিবে ইত্যাদি বহু বিলাপের পর পরম ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসেশ্বর রাবণ, সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে বলিল—ওহে রাক্ষসগণ! তোমরা আমার সঙ্গে চল; অদ্য অগ্রে সীতাকে বিনাশ করিয়া, পুত্র শোক নিবারণ করিব। এই বলিয়া তীক্ষ্ণ ধার অতি বৃহৎ এক অসি হস্তে ধারণ করত দ্রুত পদে সীতা সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩।

খড়্গপাণিমথায়ান্তং ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা দশাননম্।
রাক্ষসীমধ্যগা সীতা ভয়শোকাকুলাভবৎ ॥ ৬৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তস্য সচিবো বুদ্ধিমান্ শুচিঃ।
সুপার্শ্বো নাম মেধাবী রাবণং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৬৫
ননু নাম দশগ্রীব! সাক্ষাদ্বৈশ্রবণানুজঃ।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ সকর্ম্মপরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৬৬ ॥
অনেকগুণসম্পন্নঃ কথং স্ত্রীবধমিচ্ছসি?।
অস্মাভিঃ সহিতো যুদ্ধে হত্বা রামং চ লক্ষ্মণম্।
প্রাপ্স্যসে জানকীং শীঘ্রমিত্যুক্তঃ স ন্যবর্ত্তত ॥ ৬৭
ততো দুরাত্মা সুহৃদা নিবেদিতং
বচঃ সুধর্ম্মং প্রতিগৃহ্য রাবণঃ।
গৃহং জগামাশু শুচা বিমূঢ়ধীঃ
পুনঃ সভাং চ প্রযযৌ সুহৃদ্বৃতঃ। ৬৮

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

এদিকে রাক্ষসী পরিবেষ্টিতা সীতা দশাননকে খড়্গহস্তে কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতেছে, দর্শন করিয়া ভয়-ব্যাকুলিত চিত্তে কম্পান্বিতা কলেবরা হইলেন। ইত্যবসরে সুপার্শ্ব নামা রাবণের জনৈক বুদ্ধিসম্পন্ন কৃপাবান্ মন্ত্রী, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিল; হে লঙ্কাধিপ দশগ্রীব! আপনি ব্রহ্মকুলে জন্ম গ্রহণ করতঃ, বেদজ্ঞ, নিষ্ঠাপর, বুদ্ধিমান্ এবং বহুগুণ বিশিষ্ট হইয়া কি জন্য স্ত্রী বধে উদ্যত হইয়াছেন? অন্যের কথা দূরে থাক, দেখুন আপনি ত্রিদশদিগকেও পরাজিত করতঃ স্ববশে রাখিয়া, যশে ত্রৈলোক্য পূর্ণ করিয়াছেন; তবে কি জন্য স্ত্রী বধে অভিলাষী হইতেছেন? অতএব বলিতেছি, অতি ত্বরায় রণসজ্জা করুন; যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, অবিলম্বেই নির্ব্বিঘ্নে জানকীর সঙ্গ সুখ অনুভব করিবেন। এই বলিয়া সে ক্ষান্ত হইলে; মূঢ়মতি দুরাত্মা রাবণ, স্বধর্ম্ম বাক্য প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক তদ্দণ্ডে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; আবার তৎক্ষণাৎ শোকে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় সভায় আগমন পূর্ব্বক প্রধান প্রধান সুহৃদ সচীবদিগকে আহ্বান করতঃ রাজাসনের উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিতে আদেশ করিল। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
যুদ্ধকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

অধ্যাত্মরামায়ণম্।

আদিকাণ্ডঃ।

অনুক্রমণিকাধ্যায়ঃ।

সূত-উবাচ।

কদাচিন্নারদো-যোগী পরানুগ্রহবাঞ্ছয়া।
পর্য্যটন্ সকলান্ লোকান্ ব্রহ্মলোকমুপাগমৎ॥ ১॥
তত্র দৃষ্ট্বা মূর্ত্তিমদ্ভিশ্ছন্দোভিঃ পরিবেষ্টিতম্।
বালার্কপ্রভয়া সম্যগ্-ভাসয়ন্তং সভাগৃহম্ ॥ ২ ॥
মার্কণ্ডেয়াদিমুনিভিঃ স্তূয়মানং প্রজাপতিম্।
সর্ব্বাত্মগোচরজ্ঞানং সরস্বত্যা সমন্বিতম্॥ ৩ ॥
চতুর্মুখং জগন্নাথং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তুষ্টাব মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৪ ॥

সন্তুষ্টস্তং মুনিং প্রাহ স্বয়ম্ভু-র্বৈষ্ণবোত্তমম্।
কিংপ্রষ্টুকামস্ত্বমসি তদ্বদিষ্যামি তে মুনে ॥ ৫ ॥
ইত্যাকর্ণ্য মুনিশ্রেষ্ঠো বাক্যং ব্রহ্মাণমব্রবীৎ।

নারদ উবাচ ॥ ৬ ॥

ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া সর্ব্বং পূর্ব্বমেব শুভাশুভম্।
ইদানীমেকমেবাস্তি শ্রোতব্যং সুরসত্তম ॥ ৭ ॥
তদ্রহস্যমপি ব্রূহি যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি ॥ ৮ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবর্জ্জিতাঃ।
দুরাচাররতাঃ সর্ব্বে সত্যবার্ত্তাপরাঙ্মুখাঃ ॥ ৯ ॥

সূত কহিলেন,—কোন সময়ে ভুবনহিতৈষী, মহাযোগীন্দ্র ভগবান্ নারদ ঋষি, সমস্ত লোক পর্য্যটনকরতঃ, ব্রহ্মলোক গমন করিলেন (১)। তথায় দেখিলেন,—মূর্ত্তিমান্ বেদসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া, প্রজাপতি নবোদিতসূর্য্যতুল্য প্রভাদ্বারা সভাগৃহ উদ্ভাসিত করিতেছেন (২) এবং ব্রহ্মতেজঃসমপ্রভ তপোবীর্য্য-প্রদীপ্তদেহ মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণকর্ত্তৃক, সর্ব্বাত্মগোচর সর্ব্বান্তর্যামী প্রজাপতি ব্রহ্মা, বাগ্দেবী ভারতীর সহিত, স্তূয়মান হইতেছেন (৩)। সেই ভক্তজনাভীষ্টফলপ্রদ, চতুর্মুখ জগন্নাথকে, সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, মুনিপুঙ্গব নারদ স্তবকরিলেন (৪)।

অনন্তর স্বয়ম্ভূ প্রজাপতি ব্রহ্মা, বৈষ্ণবচূড়ামণি নারদের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, কহিলেন, বৎস! স্বাভিপ্রায় প্রকাশকর; তোমার প্রার্থনানুরূপ অভিলষিত সমস্তই অকপটে কহিব (৫)।

ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্যাবসানে নারদ স্বাভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া, কহিলেন (৬),—হে সুরসত্তম! পূর্ব্বে ত্বদীয়-মুখবিনির্গত শুভাশুভসমস্ততত্ত্ববার্ত্তা শ্রবণকরিয়াছি, এক্ষণে অপর একটি শ্রোতব্য আছে (৭), তাহা নির্জ্জনে অনুকম্পাপ্রকাশপূর্ব্বক ব্যক্ত করিলে, কৃতার্থ হই (৮)। ভয়ানক কলিযুগ উপস্থিত হইলে, সমস্ত লোক পুণ্যজনক ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক দুরাচারে রত এবং সত্যবার্ত্তায় পরাঙ্মুখ, পরাপবাদে

পরাপবাদনিরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিণঃ।
পরস্ত্রীসক্তমনসঃ পরহিংসাপরায়ণাঃ॥ ১০॥
দেহাত্মদৃষ্টয়ো-মূঢ়া নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ।
মাতৃপিতৃকৃতদ্বেষাঃ স্ত্রীদেবাঃ কামকিঙ্করাঃ॥ ১১॥
বিপ্রা-লোভগ্রহগ্রস্তা-বেদবিক্রয়জীবিনঃ।
ধনার্জ্জনার্থমভ্যস্তবিদ্যামদবিমোহিতাঃ॥ ১২॥
ত্যক্তস্বজাতিকর্ম্মাণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ।
ক্ষত্রিয়াশ্চ তথা বৈশ্যাঃ স্বধর্ম্মত্যাগশীলিনঃ॥ ১৩॥
তদ্বচ্ছূদ্রাশ্চ যে কেচিৎ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ।
স্ত্রিয়শ্চ প্রায়শো ভ্রষ্টা-ভর্ত্রবজ্ঞানির্ভরাঃ॥ ১৪॥
শ্বশুরদ্রোহকারিণ্যো-ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
এতেষাং নষ্টবুদ্ধীনাং পরলোকঃ কথং ভবেৎ॥ ১৫॥
ইতি চিন্তাকুলং চিত্তং জায়তে মম সন্ততম্।
লঘূপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতি-র্ভবেৎ॥ ১৬॥
তমুপায়মুপাখ্যাহি সর্ব্বং বেত্তি যতো-ভবান্।
ইত্যৃষের্ব্বাক্যমাকর্ণ্য প্রত্যুবাচাম্বুজাসনঃ॥ ১৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

সাধু পৃষ্টং ত্বয়া সাধো বক্ষ্যে তচ্ছৃণু সাদরম্।
পুরা ত্রিপুরহন্তারং পার্ব্বতী ভক্তবৎসলম্॥ ১৮॥
শ্রীরামতত্ত্বং জিজ্ঞাসুঃ পপ্রচ্ছ বিনয়ান্বিতা।
প্রিয়ায়ৈ-গিরিশস্তস্যৈ গূঢ়ং ব্যাখ্যাতবান্ স্বয়ম্॥ ১৯॥
পুরাণোত্তম-মধ্যাত্মরামায়ণ-মিতি স্মৃতম্।
তৎ পার্ব্বতী জগদ্ধাত্রী পূজয়িত্বা দিবানিশম্॥ ২০॥
আলোচয়ন্তী স্বানন্দমগ্না তিষ্ঠতি সাম্প্রতম্।
প্রচরিষ্যতি তল্লোকে প্রাণ্যদৃষ্টবশাদ্-যদি॥ ২১॥
তস্যাধ্যয়নমাত্রেণ জনা-যাস্যন্তি সদ্গতিম্।
তাবদ্বিজৃম্ভতে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্॥ ২২॥

নিরত, পরদ্রব্যে অভিলাষী, পরস্ত্রীতে আসক্তচিত্ত, পরহিংসাপরায়ণ (৯) (১০), নিজদেহকে আত্মা জানিয়া তৎপ্রতিপালনে তৎপর, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচারবিমূঢ়, পশুবুদ্ধি, জনকজননীর প্রতি ভক্তিহীন, প্রত্যুত রুষ্টভাবে গুরুজনসম্ভাষণকারী, স্ত্রীবশীভূত, কামাতুর (১১); ব্রাহ্মণগণ সদা অসৎপ্রতিগ্রহপ্রভৃতিতে লোলুপ, ভয়বিহ্বল, বেদবিক্রয়োপজীবী অর্থাৎ গ্রন্থবিক্রয় ও অধ্যাপনালব্ধ বেতনাদিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, অর্থকরী-বিদ্যাভ্যাসগর্ব্বে বিমোহিত (১২), স্বজাতিকর্ম্মত্যাগী এবং অত্যন্তপরপ্রতারণাপরায়ণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণও স্বধর্ম্মত্যাগশীল (১৩); তদ্রূপ শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাচারতৎপর; স্ত্রীজাতি অত্যন্ত ভ্রষ্টাচারিণী, ভর্ত্তার প্রতি অবজ্ঞাকারিণী (১৪) ও শ্বশুরপ্রভৃতি গুরুজনের অনিষ্টকারিণী হইবে, সন্দেহ নাই। এই সমস্ত নষ্টমতি জনগণের পরকালে মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? (১৫) এই চিন্তায় আমার চিত্ত সতত আকুল হইতেছে। যে সামান্য উপায়ে উক্ত জনগণের পরলোকে গতি হয় (১৬), আপনি সেই উপায় ব্যক্ত করুন, যেহেতু আপনি সর্ব্বজ্ঞ। ঋষির এই বাক্য শ্রবণকরিয়া অম্বুজাসন ব্রহ্মা প্রত্যুত্তরে প্রবৃত্ত হইলেন (১৭)।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে সাধো! তুমি অত্যুৎকৃষ্ট প্রশ্নকরিয়াছ। আমি ত্বদীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, তুমি সাদরে শ্রবণ কর। পুরাকালে ত্রিপুরাসুরনাশক ভক্তবৎসল (মহাদেবকে) পার্ব্বতী (১৮), বিনয়বচনে শ্রীরামতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে, স্বয়ং গিরিশ প্রিয়ার নিকট (অধ্যাত্মরামায়ণরূপ) নিগূঢ় (বিষয়) ব্যাখ্যাকরিয়াছিলেন (১৯)। জগদ্ধাত্রী পার্ব্বতী পুরাণপ্রধান সেই অধ্যাত্মরামায়ণ দিবানিশি অর্চ্চন ও আলোচন করতঃ সানন্দচিত্তে অবস্থিতিকরিতেছেন। এক্ষণে প্রাণিগণের শুভাদৃষ্টবশতঃ তাহাই লোকে প্রচারিত হইবে (২০) (২১)। তাহার অধ্যয়নমাত্রেই জনগণ সদ্গতি লাভ করিবে। যাবৎ জগৎসংসারে অধ্যাত্মরামায়ণের আবির্ভাব না হইবে, তাবৎ ব্রহ্মহত্যাপ্রভৃতি মহাপাপের প্রাদুর্ভাব থাকিবে এবং সমস্ত শাস্ত্র পরস্পর বিবদ-

যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি।
তাবৎ সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণি বিবদন্তে পরস্পরম্ ॥ ২৩ ॥
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি।
তাবৎ স্বরূপং রামস্য দুর্ব্বোধং মহতামপি ॥ ২৪ ॥
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণমুদেষ্যতি।
তাবৎ সর্ব্বপুরাণানি প্রবর্ত্তন্তে মহীতলে ॥ ২৫ ॥
যাবজ্জগতি নাধ্যাত্মরামায়ণ-মুদেষ্যতি।
তাবৎ কলির্মহোৎসাহঃ সঞ্চরিষ্যতি নির্ভয়ঃ ॥ ২৬॥
অধ্যাত্মরামায়ণসংকীর্ত্তনশ্রবণাদিজম্।
ফলং বক্তুং ন-শক্নোমি কাৎস্নে্যন মুনিসত্তম ॥ ২৭॥
তথাপি তস্য মাহাত্ম্যং বক্ষ্যে কিঞ্চি-ত্তবানঘ।
শৃণু চিত্তং সমাধায় শিবেনোক্তং পুরা মম ॥ ২৮ ॥
অধ্যাত্মরামায়ণতঃ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকমেব বা।
যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুক্তঃ স-পাপান্মুচ্যতে ক্ষণাৎ ॥২৯॥
যস্ত্ব প্রত্যহ-মধ্যাত্ম-রামায়ণ-মনন্যধীঃ।
যথাশক্তি পঠেদ্ভক্ত্যা স জীবন্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩০ ॥
যো-ভক্ত্যার্চ্চয়তেঽধ্যাত্মরামায়ণ-মতন্দ্রিতঃ।
দিনে দিনেঽশ্বমেধস্য ফলং তস্য ভবেন্মুনে ॥ ৩১ ॥
যদৃচ্ছয়াপি যোঽধ্যাত্মরামায়ণ-মনাদরাৎ।
অন্যতঃশৃণুয়ান্মর্ত্ত্যঃ সোঽপি মুচ্যেত পাতকাৎ ॥ ৩২ ॥
নমস্করোতি যোঽধ্যাত্মরামায়ণ-মদূরতঃ।
সর্ব্বদেবার্চ্চনফলং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
লিখিত্বা পুস্তকেঽধ্যাত্মরামায়ণমশেষতঃ।
যো-দদ্যাদ্রামভক্তেভ্য-স্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৩৪ ॥
অধীতেষু চ বেদেষু শাস্ত্রেষু ব্যাহৃতেষু চ।
যৎ ফলং দুর্ল্লভং লোকে তৎফলং তস্য সংভবেৎ ॥৩৫॥
একাদশীদিনেঽধ্যাত্মরামায়ণ-মুপোষিতঃ।
যো-রামভক্তঃ সদসি ব্যাকরোতি নরোত্তমঃ॥ ৩৬॥
তস্য পুণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণু বৈষ্ণবসত্তম।
প্রত্যক্ষরস্তু গায়ত্রীপুরশ্চর্য্যাফলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥

মান হইবে (২২) (২৩)। যাবৎ জগতে অধ্যাত্মরামায়ণ না উদিত হইবে, তাবৎ মহৎ ব্যক্তিরাও শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপপরিজ্ঞানে অসমর্থ থাকিবে (২৪)। যত দিন না পৃথিবীতে অধ্যাত্মরামায়ণ প্রকাশিত হইবে, তাবৎ সমস্ত পুরাণ শাস্ত্র অপ্রবর্ত্তিত থাকিবে (২৫)। যত দিন না সংসারে অধ্যাত্মরামায়ণ প্রাদুর্ভূত হইতেছে, তত দিন কলিযুগ মহোৎসাহসহকারে নির্ভয়চিত্তে বিচরণ-করিবে (২৬)। হে মুনিসত্তম! যদিও আমি অধ্যাত্মরামায়ণের সংকীর্ত্তন ও শ্রবণাদিজনিত পুণ্যফল সম্পূর্ণরূপে বর্ণনকরিতে অসমর্থ (২৭), তথাপি, হে অনঘ! যাহা আমি পূর্ব্বে মহাদেবের নিকট শ্রবণকরিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণনকরিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর (২৮)। যে ব্যক্তি অধ্যাত্মরামায়ণের একটি শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ ভক্তিসহকারে পাঠ করেন, তিনি সমস্ত পাপরাশিকে ক্ষণকালমাত্রে ভস্মসাৎ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন (২৯)। যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিদিবস যথাশক্তি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত হইতে পারেন (৩০)। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক নিরালস্য হইয়া অধ্যাত্মরামায়ণ পুস্তক পূজা করেন, তিনি দিন দিন অশ্বমেধযজ্ঞীয় ফল লাভ করিতে পারেন (৩১)। যে নর যদৃচ্ছাক্রমে অনাদরে যে কোন ব্যক্তিহইতে অধ্যাত্মরামায়ণ শ্রবণকরেন, তিনি পাতক-হইতে মুক্ত হয়েন (৩২)। যিনি অদূরতঃ অধ্যাত্মরামায়ণকে প্রণাম করেন, তিনি সর্ব্বদেবের অর্চ্চনফল লাভ করিতে পারেন, তাহার সংশয় নাই (৩৩)। (হে নারদ!) যিনি কৃৎস্ন অধ্যাত্মরামায়ণ পুস্তক লিখিয়া রামভক্ত জনে প্রদান করেন, তাঁহার পুণ্যফল শ্রবণ কর (৩৪)। নিখিল বেদ অধ্যয়নকরিলে বা সমস্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যাকরিলে, যে ফল হয় আর ত্রৈলোক্যে যে ফল দুর্লভ, তাঁহার সেই সমস্ত ফল লাভহয় (৩৫)। একাদশীদিনে যে রামভক্ত নরোত্তম উপোষিত হইয়া সভামণ্ডলীতে অধ্যাত্মরামায়ণ ব্যাখ্যাকরেন (৩৬), হে বৈষ্ণবসত্তম নারদ! তাঁহার পুণ্যফল কীর্ত্তনকরি শ্রবণ কর। (উক্ত ব্যক্তি) গায়ত্রীপুরশ্চরণের প্রতি অক্ষরের ফল লাভ করেন (৩৭)। শ্রীরামনবমীদিনে

উপবাসব্রতং কৃত্বা শ্রীরামনবমীদিনে।
রাত্রৌ জাগরিতোঽধ্যাত্মরামায়ণ-মনন্যধীঃ।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ৩৮॥
কুরুক্ষেত্রাদিনিখিলপুণ্যতীর্থেষ্বনেকশঃ।
আত্মতুল্যং ধনং সূর্য্যগ্রহণে সর্ব্বতোমুখে ॥ ৩৯ ॥
বিপ্রেভ্যো-ব্যাসমুখ্যেভ্যো-দত্ত্বা যৎ ফল-মশ্নুতে।
তৎফলং সম্ভবেৎ তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥৪০॥
যো-গায়তে মুদা-ধ্যাত্মরামায়ণ-মহর্নিশম্।
আজ্ঞাং তস্য প্রতীক্ষন্তে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ ॥৪১॥
পঠন্ প্রত্যহমধ্যাত্মরামায়ণমতন্দ্রিতঃ।
যদ্যৎ করোতি তৎকর্ম্ম তত্তৎকোটিগুণংভবেৎ॥৪২॥
তত্র শ্রীরামহৃদয়ং যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
সব্রহ্মঘ্নোঽপি পূতাত্মা ত্রিভিরেব দিনৈর্ভবেৎ ॥৪৩॥
শ্রীরামহৃদয়ং য-স্তু হনুমৎপ্রতিমান্তিকে।
ত্রিঃপঠেৎপ্রত্যহংমৌনী স সর্ব্বেপ্সিতভাগ্ভবেৎ॥৪৪
পঠন্ শ্রীরামহৃদয়ং তুলস্যশ্বথয়োর্যদি।
প্রদক্ষিণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহত্যা নিবর্ত্ততে ॥ ৪৫ ॥
শ্রীরামগীতামাহাত্ম্যং সর্ব্বং জানাতি শঙ্করঃ।
তদর্দ্ধং গিরিজা বেত্তি তদর্দ্ধং বেদ্ম্যহং মুনে ॥ ৪৬ ॥
তত্তে কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি কৃৎস্নং বক্তুং নশক্যতে।
যজ্জ্ঞাত্বা তৎক্ষণাল্লোকশ্চিত্তশুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥৪৭ ॥
শ্রীরামগীতা যৎ পাপং ন নাশয়তি নারদ।
তন্ন পশ্যাম্যহং লোকে মার্গমাণোঽপি সর্ব্বদা॥৪৮॥
রামেণোপনিষৎসিন্ধুমুন্মথ্যোৎপাদিতাং পুরা।
রামলক্ষ্মণয়োর্গীতাং সুধাং পীত্বামরো ভবেৎ ॥৪৯॥
যমদগ্নিসুতঃ পূর্ব্বং কার্ত্তবীর্য্যবধেপ্সয়া।
ধনুর্ব্বিদ্যামভ্যসিতুং মহেশস্যান্তিকে বসন্ ॥ ৫০ ॥
অধীয়মানাং পার্ব্বত্যা রামগীতাং প্রযত্নতঃ।
শ্রুত্বা গৃহীত্বা সুপঠন্ নারায়ণকলামগাৎ ॥ ৫১ ॥

নিরাহার জাগরিত ও অনন্যচিত্ত হইয়া যিনি অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি (৩৮)। বারংবার কুরুক্ষেত্রপ্রভৃতি নিখিল পুণ্যতীর্থ পর্য্যটনকরিলে বা সর্ব্বগ্রাস-চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণকালে বেদব্যাসসম বিপ্রসকলকে নিজবিভবানুসারে ধন দানকরিলে, যে ফল হয়, উক্ত মহাত্মার সেই ফল হয়, ইহার সত্যতাবিষয়ে সংশয় নাই (৩৯) (৪০)। যে জন হৃষ্টচিত্তে দিবা-রাত্রি অধ্যাত্মরামায়ণ গানকরেন, ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষাকরেন (৪১)। নিরালস্য ব্যক্তি প্রত্যহ অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠকরিয়া যে ধর্ম্মকর্ম্ম করেন, তাঁহার সে সমস্তই কোটিগুণ হয় (৪২)। যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অধ্যাত্মরামায়-ণের অন্তর্গত শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি ব্রহ্মঘ্ন হইলেও, দিবসত্রয়মধ্যে পবিত্র হয়েন (৪৩)। যে ব্যক্তি মৌনী হইয়া হনুমৎপ্রতিমানিকটে প্রতিদিন বারত্রয় শ্রীরামহৃদয় পাঠ করেন, তিনি বাঞ্ছনীয় ফললাভ করিতে পারেন (৪৪)। যিনি তুলসী বা অশ্বথ বৃক্ষ প্রদক্ষিণপুরঃসর শ্রীরামহৃদয় আবৃত্তি করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যাপাপহইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন (৪৫)। হে নারদ! শ্রীরামগীতামাহাত্ম্য শঙ্কর মহাদেব সমস্তই বিদিত আছেন, তদর্দ্ধ গিরিজা জানেন এবং তদর্দ্ধ আমি জানি (৪৬), অতএব তোমার নিকট সমস্ত কীর্ত্তনকরিতে অসমর্থ হইলেও আমি তাহার কিঞ্চিন্মাত্র কহিতেছি, যাহা বিদিত হইলে মুহূর্ত্তমধ্যে লোকের চিত্ত নির্ম্মল হইতে পারে (৪৭)। হে নারদ! সর্ব্বদা ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে অন্বেষণকরিয়াও আমি এমন পাপ দেখিতে পাই না, শ্রীরামগীতা যাহা ধ্বংসকরিতে অসমর্থ (৪৮)। পূর্ব্বে শ্রীরাম সাগর মন্থন করিয়া রামলক্ষ্মণের গীতারূপ যে সুধা উৎপন্ন করিয়াছিলেন, উক্ত সুধাপানে সমস্ত বেদ অমর হইয়াছেন (৪৯)।

পূর্ব্বে যমদগ্নিতনয় পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যবধাভিলাষী হইয়া ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাসকরিবার নিমিত্ত মহাদেবের নিকট অবস্থিতি-করতঃ (৫০) পার্ব্বতীকর্ত্তৃক অধীয়মানা রামগীতা যত্নসহকারে শ্রবণ, গ্রহণ ও পঠন-পূর্ব্বক নারায়ণাংশ লাভকরিয়াছেন (৫১)।

ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং নিষ্কৃতিং যদি বাঞ্ছতি।
রামগীতাং মাসমাত্রং পঠিত্বা মুচ্যতে নরঃ ॥ ৫২ ॥
দুষ্প্রতিগ্রহদুর্ভোজ্যদুরালাপাদিসম্ভবম্।
পাপং সকৃৎকীর্ত্তনেন রামগীতা বিনাশয়েৎ ॥ ৫৩ ॥
শালগ্রামশিলাগ্রে চ তুলস্যশ্বত্থসন্নিধৌ।
যতীনাং পুরত-স্তদ্ব-দ্রামগীতাং পঠেত্তু যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি যদ্বাচোঽপি ন গোচরম্ ॥৫৪॥
রামগীতাং পঠন্ ভক্ত্যা যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্দ্বিজান্।
তস্য তেপিতরঃ সর্ব্বে যান্তি বিষ্ণোঃপরংপদম্॥৫৫॥
একাদশ্যাং নিরাহারো-নিয়তো-দ্বাদশীদিনে।
স্থিত্বাগস্ত্যতরোর্মূলে রামগীতাং পঠেত্তু যঃ।
স-এব রাঘবঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজ্যতে ॥ ৫৬ ॥
বিনা দানং বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থাবগাহনম্।
রামগীতাং নরোঽধীত্য তদনন্তরফলং লভেৎ ॥ ৫৭ ॥
বহুনা কি-মিহোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসাগমশতানি চ।
নার্হন্তি নাল্পা-মধ্যাত্মরামায়ণকলা-মপি ॥ ৫৮ ॥
অধ্যাত্মরামচরিতস্য মুনীশ্বরায়
মাহাত্ম্য-মেতদুদিতং কমলাসনেন।
যঃ শ্রদ্ধয়া পঠতি বা শৃণুয়াৎ স মর্ত্ত্যঃ
প্রাপ্নোতি বিষ্ণুপদবীং সুরপূজ্যমানঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উমামহেশ্বরসংবাদে উত্তরখণ্ডে একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যে নর ব্রহ্মহত্যাদি নানাবিধ পাপহইতে নিষ্কৃতি বাঞ্ছাকরিবেন, তিনি মাসমাত্র রামগীতা আবৃত্তিকরিলেই মুক্ত হইতে পারিবেন (৫২)। একবারমাত্র রামগীতাকীর্ত্তনকারির নিন্দিতপ্রতিগ্রহ, অভোজ্যভোজন, অসৎ আলাপন প্রভৃতি-জনিত সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় (৫৩)। শালগ্রামশিলা, তুলসী, অশ্বত্থ বৃক্ষ বা যতিদিগের পুরতঃ যে ব্যক্তি রামগীতা পাঠকরেন, তিনি বাক্যের অতীত ফল লাভকরিতে পারেন (৫৪)। যিনি পার্ব্বণাদি সাংবৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধদিবসে ব্রাহ্মণভোজনসময়ে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামগীতা পাঠকরেন, তাঁহার সমস্ত পিতৃলোক বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন (৫৫)। একাদশীদিনে নিরাহার ও দ্বাদশীদিনে (অর্থাৎ পারণদিবসে) নিয়ত হইয়া যিনি অগস্ত্যতরুমূলে রামগীতা পাঠকরেন, তিনি সাক্ষাৎ রাঘবস্বরূপ এবং সর্ব্বদেবপূজ্য হন (৫৬)। দান, ধ্যান ও তীর্থাবগাহন-ব্যতিরেকেও মনুষ্য রামগীতা অধ্যয়নকরিলেই অসীম ফল লাভকরিতে পারেন (৫৭)। হে নারদ! এ বিষয়ে তোমায় আর অধিক কি কহিব; শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস ও আগমশত আবৃত্তিকরিলেও অধ্যাত্মরামায়ণের এক কলার তুল্য ফললাভ হয় না (৫৮)। কমলাসন ব্রহ্মা মুনীশ্বর নারদকে যে অধ্যাত্মরামায়ণমাহাত্ম্য কহিয়াছিলেন, মানবগণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে তাহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে দেবগণকর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া বিষ্ণুপদবী প্রাপ্ত হয়েন (৫৯)।

এই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উমা ও মহেশ্বরের কথোপকথনে উত্তরখণ্ডে একষষ্টিতম অধ্যায় উক্ত হইল।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবজৈঃ সংপ্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বা রাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাদ্-ব্রহ্মত্বমাদ্যাং স্থিরাম্
কীর্ত্তিংপাপহরাংবিধায়জগতাংতংজানকীশংভজে॥১॥

বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়াদিষু হেতুমেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি॥ ২॥

পঠন্তি যে নিত্যমনন্যচেতসঃ
শৃণ্বন্তি চাধ্যাত্মকসংজ্ঞিতং শুভম্।
রামায়ণং সর্ব্বপুরাণসম্মতং
বিধূতপাপা-হরিমেব যান্তি॥ ৩॥

অধ্যাত্মরামায়ণমেব নিত্যং
পঠেদ্-যদীচ্ছেদ্ভববন্ধমুক্তিম্।
গবাং সহস্রাযুতকোটিদানজং
ফলং লভেদ্-যঃ শৃণুয়াৎ স নিত্যম্॥ ৪॥

পুরারিগিরিসম্ভূতা শ্রীরামার্ণবসংজ্ঞিতা।
অধ্যাত্মরামগঙ্গেয়ং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ৫॥
কৈলাশাগ্রে কদাচিদ্রবিশতবিমলে মন্দিরে রত্নপীঠে
সংবিষ্টংধ্যাননিষ্ঠংত্রিনয়নমভয়ংসেবিতংসিদ্ধসংঘৈঃ।
দেবী বামাঙ্গসংস্থা গিরিবরতনয়া পার্ব্বতী ভক্তিনম্রা
প্রাহেদংদেবমীশংসকলমলহরংবাক্যমানন্দকন্দম্॥৬॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

নমোঽস্তু তে দেব জগন্নিবাস
সর্ব্বাত্মদৃক্ ত্বং পরমেশ্বরোঽসি।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! যিনি চিন্ময়, অব্যয়, ভূভার-হরণার্থ সুরগণ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া, ভূতলে ভাস্করকুলে মায়া-মনুষ্যভাবে জগৎসংসারের পাপহরা অচলা কীর্ত্তি বিধানকরিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশাননবধানন্তর পুনর্ব্বার ব্রহ্মসাযুজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঈদৃশ জানকীশ রামচন্দ্রকে ভজনাকরি (১)। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের মুখ্য কারণ, মায়ার আধার অথচ মায়াবিরহিত, অচিন্তনীয়মূর্ত্তি, আনন্দরসময়, নির্ম্মলজ্ঞান-স্বরূপ, নিজবোধরূপ, বিদিতসমস্ততত্ত্ব; সেই সীতাপতিকে প্রণাম করি (২)।

যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া প্রতিদিন সর্ব্বপুরাণসম্মত অধ্যাত্ম-রামায়ণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিধূতপাপ হইয়া বৈকুণ্ঠ-ভবনে গমন করেন (৩)। যিনি ভববন্ধনহইতে মুক্তি লাভ করিতে বাসনা করিবেন, তিনি প্রতিদিবস অধ্যাত্মরামায়ণ পাঠ করিবেন এবং যিনি নিত্য উক্ত রামায়ণ শ্রবণকরেন, তিনি কোটিসহস্রাযুত সবৎসা ধেনুদানের ফল লাভ করেন (৪)। হিমগিরিসম্ভবা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথীর ন্যায় কৈলাশশিখর-সম্ভূতা শ্রীরাম-সাগর-সঙ্গতা অধ্যাত্মরামায়ণগঙ্গা ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন (৫)। একদা কৈলাশাগ্রে মহাদেবের বামোরু-তলবাসিনী ভক্তিনম্রা গিরিবরতনয়া পার্ব্বতী শতসূর্য্যতুল্যবিমল মন্দিরে রত্নময়পীঠোপরি উপবিষ্ট ধ্যাননিষ্ঠ সিদ্ধসমূহসেবিত অভয় ত্রিনয়ন দেবদেব মহাদেবকে আনন্দরসপূর্ণ কলুষবিনাশক বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন(৬),—হে দেব জগন্নিবাস! আপনাকে

পৃচ্ছামি তত্ত্বং পুরুষোত্তমস্য
সনাতনত্বঞ্চ সনাতনোঽসি ॥ ৭ ॥
গোপ্যং যদত্যন্তমনন্যবাক্যং
বদন্তি ভক্তেষু মহানুভাবাঃ।
তদপ্যহোঽহং তব দেব ভক্ত্যা
প্রিয়োঽসি মে ত্বং বদ যত্তু পৃষ্টম্ ॥ ৮ ॥
জ্ঞানং সবিজ্ঞানমথানুভক্তি-
বৈরাগ্যযুক্তঞ্চ মিতং বিভাস্বন্।
জানাম্যহং যোষিদপি ত্বদুক্তং
যথা তথা ব্রূহি তরন্তি যেন ॥ ৯ ॥
পৃচ্ছামি চান্যচ্চ পরং রহস্যং
তদেব চাগ্রে বদ বারিজাক্ষ।

শ্রীরামচন্দ্রেঽখিলতত্ত্বসারে
ভক্তির্দৃঢ়া নৌ ভবতি প্রসিদ্ধা ॥ ১০ ॥
ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়
নান্যত্ততঃ সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।
তথাপি হৃৎসংশয়বন্ধনং মে
বিভেত্তুমর্হস্যনয়োক্তিভিস্ত্বম্ ॥ ১১ ॥
বদন্তি রামং পরমেকমাদ্যং
নিরস্তমায়াগুণসংপ্রবাহম্।
ভজন্তি চাহর্নিশমপ্রমত্তাঃ
পরং পদং যান্তি তথৈব সিদ্ধাঃ ॥ ১২ ॥
বদন্তি কেচিৎ পরমোঽপি রামঃ
স্বাবিদ্যয়া সংবৃতমানসঃ স্বম্।
জানাতি নাত্মানমতোঽপরেণ
সংবোধিতো-বেদপরাত্মতত্ত্বম্ ॥ ১৩ ॥
যদি প্রজানাতি কুতো-বিলাপঃ
সীতা হৃতা তেন কৃতঃ পরেণ।

নমস্কার, আপনি সর্ব্বাত্মদৃক্ ও পরমেশ্বর; আপনাকে পুরুষোত্তমের তত্ত্ব ও সনাতনত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু আপনিও সনাতন (৭)। যদিও শিববাক্য অতিশয় গোপনীয়, তথাপি মহানুভব ব্যক্তিরা ভক্তজনে বিতরণ করিয়া থাকেন, কারণ আমিও আপনার অতিভক্তিপ্রিয়া, অতএব হে ভক্তিপ্রিয়! আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার সর্ব্বতোভাবে বিধেয় (৮)। হে বিভাস্বন্! যদিও আপনি আমায় পূর্ব্বে জ্ঞানযোগ, বিজ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও বৈরাগ্যযোগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং যদিও আমি উক্ত যোগচতুষ্টয় জানি, তথাপি যোষিদ্ধিধায় আমাকে পুনর্ব্বার কহিতে অনুমতি হয় (অর্থাৎ সময়ানুসারে সকল কথা সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হয় না; শ্রুতিরূপা ভবদীয় বাণী শ্রবণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, কারণ শ্রুতি ও স্মৃতির পরস্পর বিরোধ হইলে শ্রুতিই বলবতী হয়), অতএব মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা যেরূপে উদ্ধার হইতে পারে, তদ্রূপ বলিতে আজ্ঞা হয় (৯)। আমি আপনার সমীপে আর একটি যে রহস্য কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হে বারিজাক্ষ! আপনি আমায় তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। অখিলতত্ত্বসার শ্রীরামে কিরূপে আমাদিগের অনপায়িনী অসাধারণী প্রসিদ্ধা ভক্তি জন্মিতে পারে (১০)। ভক্তিই ভবমোচনের নিমিত্ত প্রসিদ্ধা, তদপেক্ষা অন্য কোন সাধন নাই, তথাপি আপনি আমার মানসসংশয়বন্ধন ছেদন করিবার উপযুক্ত পাত্র (১১)। অপ্রমত্ত সিদ্ধ ব্যক্তিরা শ্রীরামকে শ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয়, আদ্য ও মায়াগুণপ্রবাহরহিত জানিয়া দিবারাত্র ভজনা করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন (১২)। নিজ বিদ্যাদ্বারা আচ্ছন্নচিত্ত কোন কোন ব্যক্তিরা শ্রীরামকে পরম বলিয়া বিদিত আছেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজ আত্মতত্ত্ব বোধ না থাকায়, অপরবোধিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক সুবোধিত হইয়া, বেদপরাত্মতত্ত্ব জানিয়া থাকেন (১৩)।

সীতা শত্রুহস্ত-গৃহীতা হইবেন এইটি যদি জানেন তবে শ্রীরাম কি হেতু বিলাপ করিবেন, আর যদি এ বিষয় অবিজ্ঞাত

জানাতি নৈবং যদি কেন সেব্যঃ
সমো হি সর্ব্বৈরপি জীবজাতৈঃ ॥ ১৪ ॥
অত্রোত্তরং কিং বিদিতং ভবন্তি-
স্তব হি মে সংশয়ভেদি বাক্যম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ।

ধন্যাসি ভক্তাসি পরাত্মনস্ত্বং
যজ্জ্ঞাতুমীহা তব রামতত্ত্বম্।
পুরা ন কেনাপ্যভিনোদিতোঽহং
বক্তুং রহস্যং পরমং নিগূঢ়ম্ ॥ ১৬ ॥
ত্বয়াদ্য ভক্ত্যা পরিণোদিতোঽহং
বক্ষ্যে নমস্কৃত্য রঘূত্তমন্তে।
রামঃ পরাত্মা প্রকৃতেরনাদি-
রানন্দ-একঃ পুরুষোত্তমো-হি ॥ ১৭ ॥
স্বমায়য়া কৃৎস্নমিদং হি সৃষ্ট্বা
নভোবদন্তর্ব্বহিরাস্থিতো যঃ।
সর্ব্বান্তরস্থো-হি নিগূঢ়-আত্মা
স্বমায়য়া সৃষ্টমিদং বিচষ্টে ॥ ১৮ ॥
জগন্তি নিত্যং পরিতো ভ্রমন্তি
যৎসন্নিধৌ চুম্বকলোহবদ্ধি।
এতন্ন জানন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ
স্ববিদ্যয়া সংবৃতমানসন্তে ॥ ১৯ ॥
স্বাজ্ঞানমপ্যাত্মনি শুদ্ধবোধে
স্বারোপয়ন্তীহ নিরস্তমায়ে।
সংসারমেবানুসরন্তি যে বৈ
পুত্রাদিসক্তাঃ পুরকর্ম্মযুক্তাঃ ॥ ২০ ॥
জানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ
চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্ঞাঃ ॥ ২১ ॥
যথা প্রকাশো-নতু বিদ্যতে রবৌ
জ্যোতিঃস্বভাবাৎ পরমেশ্বরে তথা।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনে রঘূত্তমে-
ঽবিদ্যা কথং স্যাৎ পরতঃ পরাত্মনি ॥ ২২ ॥

ছিলেন, তাহা হইলে সমস্ত জীবের জনকতুল্য হইয়া শ্রীরাম কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বা সেব্য হইবেন (১৪)? ইহার প্রত্যুত্তর কি, সংশয়ভেদি বাক্যদ্বারা সবিস্তরে ব্যক্ত করুন (১৫)।

শ্রীমহাদেব কহিলেন,—হে পার্ব্বতি! তুমি ধন্যা ও পরমাত্মার পরমভক্তা, যেহেতু শ্রীরামতত্ত্ব জানিতে তোমার সমুচিত চেষ্টা হইয়াছে; পূর্ব্বে এরূপ নিগূঢ় পরম রহস্য বলিবার নিমিত্ত কেহই আমাকে অনুরোধ করে নাই (১৬)। অদ্য আমি তোমার ভক্তিপ্রেমে বশীভূত হইয়া রঘূত্তম শ্রীরামচরণারবিন্দে প্রণতিপূর্ব্বক ত্বদীয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলাম। রাম পরমাত্মা প্রকৃতির অনাদি সদানন্দময় অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম (১৭)। যিনি নিজমায়াপ্রভাবে এই চরাচর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া নভোমণ্ডলের ন্যায় অভ্যন্তরে ও বাহ্যে স্বপ্রকাশ সর্ব্বান্তর্যামী নিগূঢ় আত্মা-রূপে অবস্থিত করিতেছেন (১৮)। এই সমস্ত জগৎ চুম্বক ও লৌহের ন্যায় নিয়ত যাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে; (অর্থাৎ চুম্বকপ্রস্তরের সান্নিধ্যবশতঃ যেরূপ অচৈতন্য জড়পদার্থ লৌহাদি বস্তুর চলনশক্তি জন্মিয়া থাকে, তদ্রূপ অসামান্যমায়াশক্তিবিশিষ্ট বিশ্বভাবন পরমাত্মা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে এই দেহাদি অচৈতন্য জড়পদার্থের চৈতন্য জন্মিয়া থাকে।) ইহা মুগ্ধান্তঃকরণ নিজমায়াচ্ছন্নচিত্ত ব্যক্তিরা জানিতে পারে না (১৯), বরং সচ্চিদানন্দ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন নির্ম্মলবোধ পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রতি নিজের অজ্ঞানতারূপ দোষারোপণ করতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগবশতঃ পুত্রাদি বিষয়ে আসক্তচিত্ত হইয়া ঘোরতর সংসারের অনুসরণ করিয়া থাকে (২০)। অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন কণ্ঠস্থিত চামীকর জানিতে পারে না, তদ্রূপ সর্ব্বভূতহৃদয়স্থিত ঈশ্বরকে সামান্য লোকে কিরূপে জানিতে পারিবে (২১)। জ্যোতিঃস্বভাবহেতু যেরূপ সূর্য্যবিষয়ক জ্ঞান বোধ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের কার্য্যপ্রকাশহেতু ঈশ্বরকারণজ্ঞান প্রকাশিত হয়, অতএব পরাৎপর পরমাত্মা বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘন রঘূত্তম রামচন্দ্রে অবিদ্যার সম্ভাবনা কোথায়? (২২)

যথা হি চাক্ষো-ভ্র'মতো-গৃহাদিকং
বিনষ্টদৃষ্টে-ভ্র'মতীব দৃশ্যতে।
তথৈব দেহেন্দ্রিয়কর্ত্তু রাত্মনঃ
কৃতং পরো-ঽস্য জনো-বিমুহ্যতি ॥ ২৩ ॥
নাহো-ন রাত্রিঃ সবিতু-র্যথা ভবেৎ
প্রকাশরূপো-ব্যভিচারতঃ ক্বচিৎ।
জ্ঞানং তথাজ্ঞানমিদং দ্বয়ং হরৌ
রামে কথং স্থাস্যতি শুদ্ধচিদ্ঘনে ॥ ২৪ ॥
তস্মাৎ পরানন্দময়ে রঘূত্তমে
বিজ্ঞানরূপো হি ন বিদ্যতে তমঃ।
অজ্ঞানসাক্ষিণ্যরবিন্দলোচনে
মায়াশ্রয়ত্বান্ন বিমোহকারণম্ ॥ ২৫ ॥
তত্র তে কথয়িষ্যামি রহস্যমপি দুর্ল্লভম্।
সীতারামমরুৎসূনুসংবাদং মোক্ষসাধনম্ ॥ ২৬ ॥

পুরা রামায়ণে রামো-রাবণং দেবকণ্টকম্।
হত্বা রণে রণশ্লাঘী সপুত্রবলবাহনম্ ॥ ২৭ ॥
সীতয়া সহ সুগ্রীবলক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
অযোধ্যামগমদ্রামো-হনূমৎপ্রমুখৈ-র্বৃতঃ ॥ ২৮ ॥
অভিষিক্তপরিবৃতো-বশিষ্ঠাদ্যৈ-র্মহাত্মভিঃ।
সিংহাসনে সমাসীনঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা তদা হনূমন্তং প্রাঞ্জলিং পুরতঃ স্থিতম্।
কৃতকার্য্যং নিরাকাঙ্ক্ষং জ্ঞানাপেক্ষং মহামতিম্॥৩০॥
রামঃ সীতা-মুবাচেদং ব্রূহি তত্ত্বং হনূমতে।
নিষ্কল্মষোঽয়ং জ্ঞানস্যপাত্রং নৌ নিত্যভক্তিমান্॥৩১॥
তথেতি জানকী প্রাহ তত্ত্বং রামবিনিশ্চিতম্।
হনূমতে প্রপন্নায় সীতা লোকবিমোহিনী ॥ ৩২ ॥

কিংবা নয়নদ্বয়ের ভ্রমবশতঃ গৃহাদি বস্তুসকল যেমন দর্শনে অগোচর হয়, পরে ভ্রমের অন্যথা হইলে পুনর্ব্বার উহা দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহেন্দ্রিয়কর্ত্তা পরমেশ্বরের কর্ত্তৃক এইরূপ সমস্ত ঘটনা ঘটিতে পারে। ইহাতে সাধারণ জনের মুগ্ধ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা (২৩)। অথবা সূর্য্যদেব যেরূপ দিবা ও রাত্রি-বিধানের কারণ নহেন, জ্যোতিঃস্বভাবত্বে কখন প্রকাশমান ও কখন অপ্রকাশ থাকেন, তদ্রূপ জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটী উক্ত শুদ্ধচিত্ত সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা শ্রীরামে কিরূপে থাকিতে পারে? (২৪) অতএব পরানন্দময় বিজ্ঞান-কারণ (অর্থাৎ বিজ্ঞানগুণ অবিরত শ্রীরামে বিদ্যমান রহিয়াছে), রঘূত্তম রামচন্দ্রে তমোগুণ নাই এবং মায়াশ্রয়ত্বপ্রযুক্ত অজ্ঞান-সাক্ষী অরবিন্দলোচন সেই রামে কেন মোহের কারণ উপস্থিত হইবে? (২৫) অতএব, হে পার্ব্বতি! আমি তোমার নিকট সীতা, রাম ও হনূমান্-সংক্রান্ত মোক্ষসাধন সুদুর্লভ রহস্য কীর্ত্তন করিতেছি, (তুমি অবহিতা হইয়া শ্রবণকর) (২৬)।

পূর্ব্বে রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র, সপুত্রবলবাহন দেবকণ্টক রাবণকে রণে বিনাশপূর্ব্বক রণশ্লাঘী হইয়া (২৭) সীতা, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত এবং হনূমৎপ্রমুখ বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ রাজধানী অযোধ্যাপুরী গমনকরিয়াছিলেন (২৮)। পরে তিনি বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণকর্ত্তৃক পরিবৃত ও রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কোটিসূর্য্যতুল্য দীপ্তি ধারণকরিয়াছিলেন (২৯), তখন তিনি সম্মুখবর্ত্তী বদ্ধাঞ্জলি কৃতকার্য্য নিরাকাঙ্ক্ষ জ্ঞানাপেক্ষী মহামতি হনূমান্‌কে অবলোকনকরিয়া (৩০) (প্রিয়ংবদা জনকনন্দিনী) সীতাকে (ইঙ্গিতদ্বারা) কহিলেন,—হে প্রিয়ে! জগৎপ্রাণকুমারকে কিঞ্চিৎ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বল, এ ব্যক্তি নিষ্কল্মষ, জ্ঞানের ভাজন এবং আমাদের প্রতি সতত ভক্তিমান্ (৩১)। সর্ব্বলোক-বিমোহিনী জনকনন্দিনী যে আজ্ঞা বলিয়া প্রতিবশংবদ শরণাগত সমীরণসূনুকে রামবিনিশ্চিত তত্ত্বকথা বর্ণনকরিতে সমুদ্যতা হইলেন (৩২)। সীতা কহিলেন,—হে পবনতনয়! তুমি শ্রীরাম-

সীতোবাচ।

রামং বিদ্ধি পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-মদ্বয়ম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সত্তামাত্রমগোচরম্ ॥ ৩৩ ॥
আনন্দং নির্ম্মলং শান্তং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং স্বপ্রকাশ-মকল্মষম্ ॥ ৩৪ ॥
মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্।
তস্য সন্নিধিমাত্রেণ সৃজামীদমতন্দ্রিতা ॥ ৩৫ ॥
তৎসান্নিধ্যান্ময়া সৃষ্টং তস্মিন্নারোপ্যতে বুধৈঃ ॥৩৬॥
অযোধ্যানগরে জন্ম রঘুবংশেঽতিনির্ম্মলে।
বিশ্বামিত্রসহায়ত্বং মখসংরক্ষণং ততঃ ॥ ৩৭ ॥
অহল্যাপাপশমনং চাপভঙ্গো-মহেশিতুঃ।
মৎপাণিগ্রহণং পশ্চাদ্ভার্গবস্য মদক্ষয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
অযোধ্যানগরে বাসো-ময়া দ্বাদশবার্ষিকঃ।
দণ্ডকারণ্যগমনং বিরাধবধ-এব চ ॥ ৩৯ ॥
মায়ামারীচমরণং ছায়াসীতাহৃতিস্তথা।
জটায়ুষো-মোক্ষলাভঃ কবন্ধস্য তথৈব চ ॥ ৪০ ॥
শবর্য্যাঃ পূজনং পশ্চাৎ সুগ্রীবেণ সমাগমঃ।
বালিনশ্চ বধঃ পশ্চাৎ সীতান্বেষণমেব চ ॥ ৪১ ॥
সেতুবন্ধশ্চ জলধৌ লঙ্কায়াশ্চ নিরোধনম্।
রাবণস্য বধো-যুদ্ধে সপুত্রস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৪২ ॥
বিভীষণে রাজ্যদানং পুষ্পকেণ ময়া সহ।
অযোধ্যাগমনং পশ্চাদ্রাজ্যেরামাভিষেচনম্ ॥ ৪৩ ॥
এবমাদীনি চান্যানি ময়ৈবাচরিতান্যপি।
আরোপয়ন্তিরামেঽস্মিন্ নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি॥৪৪॥
রামো-ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি নানুশোচ-
ত্যাকাঙ্ক্ষতে ত্যজতি নো ন করোতি কিঞ্চিৎ।
আনন্দমূর্ত্তি-রচলঃ পরিণামহীনো-
মায়াগুণাননুগতো-হি তথা বিভাতি ॥ ৪৫ ॥

চন্দ্রকে পরমব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বোপাধিবিরহিত, সত্তামাত্র, অগোচর, নির্ম্মল, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, শান্তস্বভাব, সর্ব্বব্যাপী, স্বপ্রকাশ, বিধৌতপাপ বলিয়া জানিবে (৩৩) (৩৪) এবং আমাকে মূলপ্রকৃতি ও সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী বলিয়া জান। আমি অতন্দ্রিতা হইয়া রামচন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছি (৩৫)। রামসহযোগে আমি যাহা সৃষ্টি করিয়াছি, পণ্ডিতগণ তাহাই শ্রীরামে আরোপিত করিয়া থাকেন (৩৬)। বিশেষতঃ অযোধ্যানগরে অতিপবিত্র রঘুবংশে শ্রীরামের জন্ম, ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষির সহায়তা এবং ঋষিগণের যজ্ঞরক্ষা; (৩৭) পরে অহল্যার শাপমোচন, মিথিলানগরে মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ, আমার পাণিগ্রহণ এবং ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ ভার্গব রামদগ্ন্যের দর্পক্ষয়, (৩৮); তৎপরে আমার সহিত দ্বাদশবর্ষব্যাপী অযোধ্যানগরবাস, দণ্ডকারণ্যগমন এবং বিরাধাখ্য-রাক্ষস-বধ (৩৯); অনন্তর মায়ামারীচমারণ, ছায়াসীতাহরণ, জটায়ুর মুক্তিলাভ এবং কবন্ধের মোক্ষপ্রাপ্তি (৪০); তদনন্তর শবরীহইতে পূজাগ্রহণ, সুগ্রীবের সহিত সমাগম, বালিবধ এবং সীতার অন্বেষণ (৪১); পশ্চাৎ জলধিতে সেতুবন্ধন, লঙ্কানিরোধন এবং যুদ্ধে সপুত্র দুরাত্মা রাবণের বধ (৪২); তৎপশ্চাৎ বিভীষণে রাজ্যদান, পুষ্পকরথারোহণে আমার সহিত অযোধ্যাগমন এবং রাজ্যে রামাভিষেচন (৪৩); ইত্যাদি ও অন্যান্য নানা কার্য্য আমাকর্ত্তৃক আচরিত হইলেও নির্ব্বিকার অখিলাত্মা সেই রামে আরোপিত হইয়া থাকে (৪৪)। শ্রীরামচন্দ্র গমন, স্থিতি, শোক, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি কিছুই করেন না, কেবল সানন্দমূর্ত্তি, অচল, পরিণামহীন ও মায়াগুণানুগত হইয়া দীপ্তি পাইয়া থাকেন (৪৫)।

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ।

ততো-রামঃ স্বয়ং প্রাহ হনূমন্তমুপস্থিতম্।
শৃণু তত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি হ্যাত্মানাত্মপরাত্মনাম্॥ ৪৬
আকাশস্য যথা ভেদস্ত্রিবিধো-দৃশ্যতে মহান্।
জলাশয়ে মহাকাশস্তদবচ্ছিন্ন-এব হি॥ ৪৭॥
প্রতিবিম্বাখ্যমপরং দৃশ্যতে ত্রিবিধং নভঃ।
বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যমেকং পূর্ণং তথাপরম্॥ ৪৮॥
আভাসস্ত্বপরং বিম্বভূতমেবং ত্রিধা চিতিঃ।
আভাসবুদ্ধেঃ কর্ত্তৃত্বমবিচ্ছিন্নেঽবিকারিণি॥ ৪৯॥
সাক্ষিণ্যারোপ্যতে ভ্রান্ত্যা জীবত্বঞ্চ তথা বুধৈঃ।
আভাসস্তু মৃষা বুদ্ধিরবিদ্যাকার্য্য-মুচ্যতে॥ ৫০॥

সীতা হনুমান্‌কে ইত্যাদি সমস্ত কীর্ত্তনকরিলে সম্মুখে দণ্ডায়মান মহামতি বায়ুপুত্রকে রঘুনাথ স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞানের কথা কহিতে উদ্যত হইলেন। এই কথা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী জগজ্জননী পার্ব্বতীকে দেবাদিদেব মহাদেব শ্রবণকরাইতেছেন। হে বায়ুপুত্র! যদ্রূপ ত্রিবিধ আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব ও অনাত্মতত্ত্ব এবং পরমাত্মতত্ত্ব ত্রিবিধ কীর্ত্তনকরি, শ্রবণ কর (৪৬)। সোপাধিক, নিরুপাধিক ও প্রতিবিম্বাখ্য এই ত্রিবিধ আকাশের মধ্যে জলশূন্য জলাশয়ে বা ঘটাদিতে যে আকাশ দৃষ্ট হয় তাহাকে সোপাধিক কহে, আর নিরুপাধিক যে নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হয় তাহাকে মহাকাশ কহে, এবং দর্পণাদিতে যে আকাশ তাহাকে প্রতিবিম্বাখ্য আকাশ বলা যায়। উক্ত ত্রিবিধ আকাশকে প্রথম বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য, দ্বিতীয় পূর্ণ অর্থাৎ মহাকাশ, তৃতীয় বিম্বভূত আভাসরূপ এই ত্রিবিধ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। জ্ঞান ভ্রমপ্রমাসাধারণহেতু দ্বিবিধ,—ভ্রমাত্মক ও প্রমাত্মক; তাহাতে আমি করি বা করিতেছি ও করিব ইত্যাদি আত্মার আভাসবুদ্ধির কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বাদি যে জ্ঞান তাহাকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায়, এবং ভ্রমবশতঃ অবিচ্ছিন্ন অবিকারী অজ্ঞানসাক্ষী যে আত্মা তাহাতে বুধগণ জীবত্ব আরোপিত করিয়া থাকেন, কিন্তু আভাসবুদ্ধি মিথ্যা অবিদ্যাকার্য্য অর্থাৎ মায়ার কার্য্য (৪৭) (৪৮) (৪৯) (৫০)। বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য তিনিই ব্রহ্মপদ-

অবিচ্ছিন্নস্তু তদ্‌ব্রহ্ম বিচ্ছেদস্তু বিকল্পিতঃ।
অবিচ্ছিন্নস্তু পূর্ণেন একত্বং প্রতিপদ্যতে॥ ৫১॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈশ্চ সাভাসস্য মহস্তথা।
ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ॥৫২।
তদা বিদ্যা স্বকার্য্যৈশ্চ নশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ।
এবং বিজ্ঞায় মদ্ভক্তো-মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ৫৩॥
মদ্ভক্তিবিমুখানাং হি শাস্ত্রমাত্রেষু মুহ্যতাম্।
ন জ্ঞানং ন চ মোক্ষঃ স্যাৎ তেষাং জন্মশতৈরপি॥৫৪॥

ইদং রহস্যং হৃদয়ং মমাত্মনো-
ময়ৈব সাক্ষাৎ কথিতং তবানঘে।
মদ্ভক্তিহীনায় শঠায় ন ত্বয়া
দাতব্যমৈন্দ্রাদপি রাজ্যতোঽধিকম্॥ ৫৫॥

বাচ্য, কারণ বিচ্ছেদজ্ঞান বিকল্পিত, অর্থাৎ কখন ব্রহ্মপদবাচ্য বা কখন জীবপদবাচ্য, পরন্তু এবং বাচ্যবাচকভাবহেতু বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য পূর্ণজ্ঞানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎ ত্বম্ অসি, তৎ জীবাত্মা, ত্বং পরমাত্মা, অসি একত্বজ্ঞান অর্থাৎ সেই তুমি ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা সাভাসবুদ্ধির তেজঃ প্রকাশ হয়, তবে উক্ত মহাবাক্যদ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ের যৎকালে ঐক্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তৎকালে আত্মকার্য্যদ্বারা অবিদ্যারূপে নিজ নিজ মায়া বিনষ্টা হইতে পারে তদ্বিষয়ের সংশয় নাই, অতএব বায়ুপুত্র এবংপ্রকারে মদ্ভক্ত জাবলোক বিজ্ঞাপিত হইলে মদীয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন (৫১) (৫২) (৫৩)। আমাতে ভক্তিবিমুখ ব্যক্তিরা শাস্ত্রমাত্রেই মুগ্ধ হইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের শতবার জন্ম হইলেও জ্ঞান বা মুক্তিলাভ হয় না (৫৪)। হে অনঘে হে নির্ম্মলে! আমার আত্মার অর্থাৎ শ্রীরামের এই রহস্যহৃদয় তোমার নিকট কহিলাম, যদি দেবরাজ ইন্দ্র হইতেও অধিক রাজ্য প্রাপ্ত হয় তাহা হইলেও মদ্ভক্তিহীন বা শঠতাচারিকে কদাচ দিবে না (৫৫); কারণ যে শ্রীরামহৃদয় কাঞ্চন

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ।

এতত্তেঽভিহিতং দেবি শ্রীরামহৃদয়ং ময়া।
অতিগুহ্যতমং হৃদ্যং পবিত্রং পাপশাতনম্ ॥ ৫৬ ॥
সাক্ষাদ্রামেণ কথিতং সর্ব্ববেদান্তসংগ্রহম্।
যঃ পঠেৎ সততং ভক্ত্যা স মুক্তো-নাত্র সংশয়ঃ ॥৫৭॥
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বহুজন্মার্জ্জিতান্যপি।
নশ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো-রামস্য বচনং যথা ॥ ৫৮ ॥
জাতিভ্রষ্টো-ঽতিপাপী পরধনপরদা-
রেষু নিত্যোদ্যতো-বা
স্তেয়ী ব্রহ্মঘ্নো-মাতাপিতৃবধনিরতো-
যোগিবৃন্দাপকারী।
যঃ সংপূজ্যাভিরামং পঠতি চ হৃদয়ং
রামচন্দ্রস্য ভক্ত্যা
যোগীন্দ্রৈ-রপ্যলভ্যং পদ-মিহ লভতে
সর্ব্বদেবৈঃ স পূজ্যঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমা-
মহেশ্বরসংবাদে আদিকাণ্ডে
শ্রীরামহৃদয়ং নাম প্রথ-
মোঽধ্যায়ঃ ॥৬০॥১॥

করিলাম, ইহা অতিগুপ্ততম ও হৃদ্য, পরম পবিত্র এবং পাপনাশন (৫৬)। সাক্ষাৎ শ্রীরাম কহিয়াছেন, এই সর্ব্ববেদান্তসংগ্রহ রামহৃদয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক পাঠকরিবেন, তিনি মুক্ত হইবেন তাহার সংশয় নাই (৫৭), প্রত্যুত রামবাক্যানুসারে বহুজন্মার্জ্জিত যে ব্রহ্মহত্যাদি পাপনাশ হইবে তাহারও অনুমাত্র সংশয় নাই (৫৮)। বিশেষ জাতিভ্রষ্ট, অতিপাতকী, পরধন ও পরদারে নিত্য উদ্যত, স্তেয়ী, ব্রহ্মঘ্ন, জনকজননীবধে নিরত, যোগিগণের অপকারী ইত্যাদি পাপাচরণ করিলেও যিনি শ্রীরামকে পূজনকরিয়া ভক্তিযোগসহকারে উক্ত রামহৃদয় পাঠকরেন, তিনি সর্ব্বদেবপূজ্য অন্তে যোগীন্দ্রগণের অলভ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইবেন (৫৯)।

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে আদিকাণ্ডের রামহৃদয়নামে প্রথমঅধ্যায়
উক্ত হইল ॥ ৬০ । ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বত্যুবাচ

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগৎপ্রভো।
বিচ্ছিন্নো-মেঽতিসন্দেহগ্রন্থি-র্ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ১ ॥
ত্বন্মুখাদ্‌গলিতং রামতত্ত্বামৃতরসায়নম্।
পিবন্ত্যা-মে মনো-দেব ন তৃপ্যতি ভবাপহম্ ॥ ২ ॥
শ্রীরামস্য কথাতত্ত্বং শ্রুতং সংক্ষেপতো ময়া।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি বিস্তরেণ স্ফুটাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং মহৎ।
অধ্যাত্মরামচরিতং রামেণোক্তং পুরা মম ॥ ৪ ॥
তদদ্য কথয়িষ্যামি শৃণু তাপত্রয়াপহম্।
যচ্ছ্রুত্বা মুচ্যতে জন্তু-রজ্ঞানাদ্বা মহাভয়াৎ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্নোতি পরমামৃদ্ধিং দীর্ঘায়ুঃ পুত্রসন্ততিম্ ॥ ৬ ॥
ভূমি-র্ভারেণ মগ্না দশবদনমুখাশেষরক্ষোগণানাং
ধৃত্বা গোরূপমাদৌ দিবিজমুনিগণৈঃ সাকমজাসনস্থ।
গত্বা লোকং রুদন্তী ব্যসনমুপগতং ব্রহ্মণেঽপ্যাহ সর্ব্বং
ব্রহ্মাধ্যাত্বামুহূর্ত্তংসকলমপিহৃদাবেদশেষাত্মতত্ত্বান্।৭।
তস্মাৎ ক্ষীরসমুদ্রতীর-মগম-দ্ব্রহ্মাথ দেবৈ-র্বৃতো-
দেব্যা চাখিললোকহৃৎস্থমজরং সর্ব্বজ্ঞমীশং হরিম্।
অস্তৌষীচ্ছ্রুতিশুদ্ধনির্ম্মলপদৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণোদ্ভবৈ-
র্ভক্ত্যা গদ্‌গদয়াগিরেতিবিমলৈরানন্দবাষ্পৈর্বৃতঃ॥৮॥
ততঃ স্ফুরৎসহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভঃ।
আবিরাসীৎ হরিঃ প্রাচ্যাং দিশাং ব্যপনয়ংস্তমঃ ॥৯॥
কথঞ্চিদ্দৃষ্টবান্ ব্রহ্মা দুর্দ্দর্শমকৃতাত্মনাম্ ॥ ১০॥

পার্ব্বতী কহিতেছেন,—হে জগৎপ্রভো! আপনাকর্ত্তৃক অনুগৃহীতা, ধন্যা ও কৃতার্থা হইলাম; যেহেতু ভবদীয় অসাধারণ অনুগ্রহবলে অদ্য আমার চিত্তদোষের অপনোদন হইল (১)। হে দেব! সংক্ষেপতঃ অপুনর্ভক ভবদীয়মুখারবিন্দগলিত শ্রীরামতত্ত্বপীযূষরসায়নসুস্বাদুপানে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে না (২)। ইদানীং সবিস্তর অমৃতাক্ষর শ্রীরামচরিত্রশ্রবণে অধিনীর যথোচিত বলবতী মনোঽভিলষিত-ফল-সন্ধায়িনী কুসুমবতী আশালতার তাদৃক্ ফল বিতরণে তূর্ণ কামনা পূর্ণ করুন্(৩)। পরে পার্ব্বতীর পূর্ব্বপক্ষের দার্ঢ্যতা জানিয়া শ্রীমহেশ্বরসিদ্ধান্তানুকূল তর্কবিন্যাসবিতরণে সক্ষম হইতেছেন। হে দেবি পার্ব্বতি! আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই তাপত্রয়নাশক এবং গুপ্ত হইতেও গুপ্ততম যে মহৎ অধ্যাত্মরামচরিত্র পূর্ব্বে আমার নিকট শ্রীরাম কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্য সবিস্তর কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণকর। যাহা শ্রবণকরিলে জীবলোক অজ্ঞান বা মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমসম্পত্তি ও দীর্ঘজীবী পুত্র সন্তান লাভ করিতে পারে (৪)(৫)(৬)। দশানন-প্রভৃতি নিখিল অশেষ রজনীচরনিকর চরণচার ভারবহনাসহমানা গোরূপধরা ধরিত্রী অমর মুনিগণের সহিত কমলাসনের সমীপে ব্যসন বিজ্ঞাপনপুরঃসর রোরুদ্যমানা হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা মুহূর্ত্তকালমধ্যে অশেষ আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে গমনকরিলেন (৭)। অনন্তর ব্রহ্মা বসুমতী-প্রভৃতি দেবগণসমভিব্যাহারে ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে, বাষ্পাকুললোচনে শ্রুতিশুদ্ধ, বিমলপদযুক্ত ও নানাপুরাণোদ্ভব স্তুতিদ্বারা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ ও অজর ঈশ্বর হরিকে স্তবকরিতে লাগিলেন (৮)। পরে দীপ্তিবিশিষ্ট সহস্রাংশুসহস্রসদৃশপ্রভ হরি পূর্ব্বদিক্ নিজ প্রখরকরকদম্বদ্বারা ঘোরতর তিমির দূরীকরণপূর্ব্বক আবির্ভূত হইলে, দর্শনোৎসুক বিশ্বকর্ত্তা বিধাতা সাধারণের দুর্দ্দর্শ জগৎপাতা হরিকে কথঞ্চিৎ কষ্টে দৃষ্টি করিলেন (৯) (১০)। ইন্দ্রনীল-

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূর্য্যবংশে-ঽভবদ্রাজা দিলীপ-ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্য পুত্রোঽভবন্নাম্না অজ-ইত্যভিবিশ্রুতঃ ॥ ১ ॥
তস্য পুত্রো-দশরথো-মহাবলপরাক্রমঃ।
য-শ্চক্রে হয়মেধানাং শত-মিন্দ্রসমপ্রভঃ ॥ ২ ॥
অথ রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
অযোধ্যাধিপতি-র্বীরঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ৩ ॥
অনপত্যত্বদুঃখেন পীড়িতো-গুরুমেকদা।
বশিষ্ঠং মুনিশার্দূল-মভিবাদ্যেদ-মব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

প্রথমতঃ সূর্য্যবংশীয় দিলীপনামক এক সম্রাট্ ছিলেন। পরে তস্য পুত্র অজনামক মহারাজ বিখ্যাত ছিলেন। তদনন্তর তস্য পুত্র মহাবলপরাক্রান্ত শ্রীমান্ দশরথনামধেয় নরপতি শত-অশ্বমেধ-যাগান্তে পৃথিবীতলে পুরন্দরসম-দীপ্ত ও সত্যপরাক্রম অযোধ্যাপতি বীর সর্ব্বলোকে প্রথিত ছিলেন (১) (২) (৩)। তাঁহার কি অভূতপূর্ব্ব রাজকার্য্য, কিবা শৌর্য্যবীর্য্যো-দার্য্যগুণ, কিবা ঔরসপুত্রবৎ প্রজাপালন, কিবা দানাধ্যয়ন, দেবপূজন, অতিথিসেবন, নিত্যহোমী-গুরুদেব-মুনিবিপ্রপিতৃ-মাতৃভক্তিপরায়ণতা, কি সুন্দর শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়াচরণ, সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি রাজধর্ম্ম, দানধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, দাম্পত্য-ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তবিষয়েই মহারাজ কি আশ্চর্য্য পারদর্শী ছিলেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়। মহারাজের কতই গুণ! বোধ হয়, প্রাক্তনসংস্কার তত্তৎকালে আবির্ভূত হইত। মহারাজের ঐশ্বর্য্যের ইয়ত্তা নাই; কেবল অনপত্যদুঃখে দুঃখিত। একদিবস নৃপতি মুনিপুঙ্গব কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ গুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গপ্রণতিপূর্ব্বকরূপ অভিবাদনান্তে জিজ্ঞাসা করিলেন (৪)।

স্বামিন্ পুত্রাঃ কথং মে স্যুঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতাঃ।
পুত্রহীনস্য মে রাজ্যং সর্ব্বং দুঃখায় কল্পতে ॥ ৫ ॥
নানপত্যস্য লোকোঽস্তি শ্রুতি-রেষা সনাতনী ॥৬॥
অপুত্রস্য ধনং ব্যর্থং অপুত্রস্য ফলং যশঃ।
অধোগতি-রপুত্রস্য ভবতীত্যনুশুশ্রুমঃ ॥ ৭ ॥
ধিগ্‌জন্ম তেষাং যোগীশ যেষাং গেহেঽনপত্যতা।
নিরাশাঃ পিতরো-যান্তি হ্যনপত্যস্য নিত্যশঃ ॥ ৮ ॥
অতো-ঽব্রবীদ্বশিষ্ঠ-স্তং ভবিষ্যন্তি সুতা-স্তব।
চত্বারঃ সত্ত্বসম্পন্না-লোকপালা-ইবাপরে ॥ ৯ ॥
শান্তাভর্ত্তার-মানীয় ঋষ্যশৃঙ্গং তপোধনং।
অস্মাভিঃ সহিতঃ পুত্রকামেষ্টিং শীঘ্র-মাচর ॥ ১০ ॥

স্বামিন্! সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত পুত্রমুখসন্দর্শনসম্পত্তি কোথায়? কারণ পুত্রহীন রাজার সমস্তরাজ্য দুঃখভোজ্য, পুত্রহীন জনের পরলোক নাই, বিশেষ অপুত্রের ধন, ফল, যশ ও যাহা কিছু বৈদিক বা পৌরাণিক, পারলৌকিক কার্য্য সমস্তই ব্যর্থ, অন্তে অধোগতি, ইহা আপনকার নিকট বিলক্ষণ শ্রুত আছি। হে যোগীশ! সেই সকল পুরুষের ধিক্ জন্ম, যাহাদিগের সন্তান নাই! প্রত্যুত পিতৃলোকের পিণ্ডলোপ, ইত্যাদি রাজা দশরথের বহুবিধ বিলাপ শ্রবণকরিয়া ব্যাকুলিতচিত্ত কুলপুরোহিত বশিষ্ঠমুনি তপোবলে বলিতেছেন (৫) (৬) (৭) (৮)। মহারাজ দ্বিতীয়লোকপালসম ও মহাসত্ত্বসম্পন্ন আপনকার চারিটি পুত্র-সন্তান জন্মিবে (৯)।

সম্প্রতি শান্তাপতি তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়নকরিয়া আমাদিগের সহিত শীঘ্র পুত্রেষ্টিযাগানুষ্ঠান করুন্ (১০)। একদা

একদা স ত্বনাবৃষ্টিকারণাৎ সুমহাতপাঃ ।
আনীতো-লোমপাদেন অনাবৃষ্টিনিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥
শান্তাং কন্যাং দদৌ তস্মৈ দক্ষিণার্থে মহীপতিঃ।
ইতি শ্রুত্বা দশরথঃ পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমং ॥ ১২ ॥
কো-বা কস্য সুতঃ কীদৃক্ প্রভাব-স্তস্য তদ্বদ ।
ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য মুনিঃ প্রোবাচ সাদরং ॥ ১৩ ॥
বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষে-স্তপসা ভাবিতাত্মনঃ ।
অমোঘবীর্য্যস্য সুতঃ প্রজাপতিসমদ্যুতিঃ ॥ ১৪ ॥
শৃণু পুত্রো-যথা জাত-ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্ ।
মহার্হঃ স মহাতেজাঃ বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥
মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপ-স্তপসি স্থিতঃ ।
দীর্ঘকালপরিশ্রান্ত-ঋষি-র্দ্দেবর্ষিসত্তমঃ ॥ ১৬ ॥

অনাবৃষ্টিকারণবশতঃ লোমপাদ মহারাজকর্ত্তৃক আনীত হইয়া সুমহাতপা মুনিপুঙ্গব ঋষ্যশৃঙ্গ অনাবৃষ্টিদোষশান্তিজন্য সর্ব্বাঙ্গোপেত সপ্তত্ত্ব নির্ব্বিঘ্নে সমাপনকরিলে, পূর্ণমনোরথ নরপতি লোমপাদ মহারাজ কর্ম্মসাঙ্গতার্থ বাচংযম মুনিকে শান্তানাম্নী কন্যা দানকরিয়াছিলেন। এইরূপ বশিষ্ঠবাক্য শ্রবণকরিয়া মহারাজ দশরথ মুনিসত্তম বশিষ্ঠ মহাশয়কে স্বাভিপ্রায় প্রকাশকরিতেছেন্ (১১)(১২)। ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গনামক তপোধন কে এবং কোন্ মহাত্মার তনয়, কীদৃক্প্রভাব, কিহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ নাম, এই সমস্ত জানিতে বাসনাকরি, প্রকাশকরিয়া কিঙ্করের চিন্তা দূর করুন। এইরূপ দশরথের বাক্য শ্রবণকরিয়া মহানুভব বশিষ্ঠ মুনি ঋষ্যশৃঙ্গের তাবৎ বিবরণ কথনে সাদরে সক্ষম হইলেন্ (১৩)। নরনাথ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি কোন্ মহাত্মার তনয়, তাহা প্রকাশ করি, শ্রবণকরুন্। তপোবলপ্রভাবে সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ববিভাবিত অমোঘবীর্য্য বিভাণ্ডক বিপ্র ঋষির পুত্র, তিনি প্রজাপতিসম প্রভ (১৪)।

পরে উক্ত মুনির কিরূপ প্রভাব ও কিপ্রকারে জন্ম, পুত্রস্বরূপ ব্যাখ্যানকরি, শ্রবণ কর। অসীমতেজা অসাধারণপ্রতাপ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বালক হইলেও বৃদ্ধসম্মত (১৫)। মহারাজ একদিবস মহাহ্রদমধ্যে সমাধিস্থ দেবর্ষিসত্তম কশ্যপপুত্র বিভাণ্ডক মুনির

তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীং ।
অপ্সু পস্পৃশতো-রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবত্তদা ॥ ১৭ ॥
সহ তোয়েন তৃষিতা গুর্ব্বিণী সাভবত্ততঃ ।
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ॥ ১৮ ॥
দেবকন্যে মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে ।
অমোঘত্বাদৃষেশ্চৈব ভাবিত্বাদ্দৈবনির্ম্মিতেঃ ॥ ১৯ ॥
তস্যাং মৃগ্যাং সমভবত্তস্য পুত্রো-মহানৃষিঃ ।
ঋষ্যশৃঙ্গ-স্তপোনিষ্ঠো-বন-এবাভ্যবর্দ্ধত ॥ ২০ ॥
তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজ-ন্নাসী-ন্মহাত্মনঃ ।
তেনর্ষ্যশৃঙ্গ-ইত্যেব সদা স প্রথিতোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ন তেন দৃষ্টঃ পূর্ব্বোঽন্যঃ পিতু-রন্যত্র মানুষঃ ।
তস্মাত্তস্য মনো-নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপ ॥ ২২ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু সখা তব মহামতে ।
তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্যেতি ন শ্রুতং ॥২৩॥

দীর্ঘকাল পরিশ্রান্তিবশতঃ (১৬) উর্ব্বশীনাম্নী অপ্সরাবলোকনে জলমধ্যে রেতঃপাত হয়। পরে তৃষ্ণাতুরা মৃগী সেই জলপান করিয়া গর্ব্ভবতী হইয়াছিল। মহারাজ ঐ মৃগীকে পূর্ব্বে দেবকন্যাবস্থায় সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ ব্রহ্মা কোন অপরাধে অভিসম্পাত করেন্ (১৭)(১৮)। হে দেবকন্যে! তুমি মৃগী হইয়া মুনিপুত্র প্রসবকরিলে, অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। অব্যর্থ বীর্য্যহেতু ও দৈবনির্ব্বন্ধবশতঃ সেই মৃগীর গর্ব্ভহইতে বিভাণ্ডকমুনিকুমার মহান্ ঋষি তাপসকুঞ্জর ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি সমুদ্ভূত হইয়া বনমধ্যে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হন্ (১৯)(২০)। অনন্তর প্রজানাথ মুনিজননী মৃগীর মস্তকে শৃঙ্গ বিদ্যমানে মুনিমস্তকেও অবশ্যই শৃঙ্গোৎপত্তি সম্ভাবনা হয়, এই কারণ ঋষ্যশৃঙ্গনামধেয় ভূতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন্ (২১)। পরে উক্ত মুনি জনকভিন্ন অন্যমানব আর নিরীক্ষণ করেন্ নাই, এই হেতু ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির চিত্ত সর্ব্বদাই ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানে থাকিত (২২)।

ইত্যবসরে, হে মহামতে! তব সখা লোমপাদনামা নৃপতি ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় কোন বস্তুবিচারে জ্ঞানকৃত মিথ্যা করিয়াছিলেন

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—oo—

শ্রীমহেশ্বর-উবাচ।

সা তু স্থিত্বা কিয়-দ্দূরং সংস্থাপ্যা-শ্রম-মুত্তমং।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব রাঘব ॥ ১ ॥
নানাপুষ্পফলৈ-র্ব্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈ-রুপশোভিতং।
কৃত্বা নাব্যাশ্রমং রম্যং অদ্ভুতং সৌম্যদর্শনং ॥ ২ ॥
ততো-নিরূপ্যতাং নাব-মদূরে কাশ্যপাশ্রয়াৎ।
বাহয়ামাস পুরুষৈ-র্বিহারং তস্য বৈ মুনেঃ ॥ ৩ ॥
ততো-দুহিতরং বেশ্যাং সমাধায়েতি কর্ত্তৃতাং।
দৃষ্ট্বান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদ্বুদ্ধিসম্মতাং ॥ ৪ ॥
সা তত্র গত্বা কুশলী তপোনিষ্ঠস্য সন্নিধৌ।
আশ্রম-স্তু সমাসাদ্য দদর্শ ত-মৃষেঃ সুতং।
উবাচ মধুরং বাক্যং শ্লক্ষ্ণং মধুরয়া গিরা ॥ ৫ ॥

কচ্চি-ন্মুনে কুশলং তাপসানাং
পিতা চ তে কচ্চি-দহীনতেজাঃ।
কচ্চিৎ প্রিয়া ন রমতে চাশ্রমেঽস্মিন্
ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতং চাগতোঽস্মি ॥ ৬ ॥

তচ্চিত্তপো-বর্দ্ধতে তাপসানাং
কচ্চিত্তরোর্ম্মূলফলং প্রভূতং।
কচ্চিত্ত্বয়া পীয়তে চৈব বিপ্র
কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্ষ্যশৃঙ্গ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য মুনিবেশধরস্য হি।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞাং মুনিবেশবিধারিণীং ॥ ৮ ॥

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতি-রিব প্রকাশতে
মন্যে চাহং ত্বা-মভিবাদনীয়ং।
পাদ্যং বৈ সংপ্রদাস্যামি যথা
সিধ্যেৎ কর্ম্মফলানি চৈব ॥ ৯ ॥

কৌশ্যাং বৃষ্যামাস যথোপবেশং
কৃষ্ণাজিনে নাবৃতায়াং সুখায়াং।
ক চাশ্রম-স্তব কিং নাম চেদং
ব্রাহ্ম্যং ভাতি তদেব ব্যক্তং ॥ ১০ ॥

প্রথমতঃ প্রধানা বারনারী মুনিকুমারাশ্রমসমীপবর্ত্তী কিয়দ্দূরে থাকিয়া লোমপাদমহারাজের আদেশানুসারে এবং নিজবুদ্ধিপ্রাখর্য্যবশতঃ কৃত্রিম নানাপুষ্পফলবৃক্ষপত্রাদিদ্বারা মুনিবিস্ময়জনক নাব্যাশ্রম অতিরমণীয় নির্ম্মাণ করিয়া মুনির অন্তরঙ্গ অভিপ্রায় জানিবার বাসনায় মুনিবেশধারিণী একটী বেশ্যা গুপ্তচাঞ্চল্যভাবা মন্দগতিদ্বারা ক্রমশঃ মুনির নিকটে যাইয়া অতিমধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছে (১) (২) (৩) (৪) (৫),—মুনে! কুশলী তাপসগণমধ্যে ভবৎপিতা অতিতেজস্বী। এ আশ্রমে আপনকার রমণী আপনার সহিত রমণ করেন্ ত? আমি আপনকার প্রিয়াকে দেখিবার কারণ সম্প্রতি আসিয়াছি (৬)। ভবদীয় তপস্যা বর্দ্ধমানা হইতেছে? অনুপ্তিম ফলমূল ভোজন করেন্ ত? নিত্যহোম ও বেদবেদাঙ্গ পাঠ হয় তো (৭)? এইরূপ মুনিবেশধারিণীর অতিমনোহর বাক্য শ্রবণে মুনি মুনিবেশধারিণী-বেশ্যাকে সাক্ষাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ দেখিয়া কহিয়াছিলেন্ (৮),—আমি প্রণাম করি; পাদ প্রক্ষালনকরুন্; অদ্য আমার তপস্যার ফল সুসিদ্ধ হইল (৯); কুশাস্তরণে বা কৃষ্ণাজিনে যথাসুখ উপবেশন করুন্; আপনকার আশ্রম কোথায়? কি নাম? বোধ হয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব বিরাজমান (১০)।

ততো-বেশ্যা প্রত্যুবাচ দ্বিজেন্দ্রং
শঙ্কাযুক্তা কাশ্যপস্যাগমে তু।
মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-
স্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ ॥ ১১ ॥
তত্র স্বধর্ম্মোঽনভিবাদনং মে
ন চোদকং পাদ্য-মুপস্পৃশামি ॥ ১২ ॥
ভবতা নাভিবাদ্যোঽহ-মভিবাদ্যো-ভবান্ময়া।
ব্রত-মেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষ্বজ্যো-ভবান্ময়া ॥১৩॥
ইতি শ্রুত্বা বচ-স্তস্য পুন-রাহ তপোধনঃ।
ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহম্
ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব।
করূষকানীঙ্গুদকানি তাবৎ
যথোপযোষং ফলমত্র ভুঙ্ক্ষ্ব ॥ ১৪ ॥
সা তানি সর্ব্বাণি বিবর্জ্জয়িত্বা
ভক্ষ্যং মহার্হং প্রদদৌ ততোঽস্য।
তান্যৃষ্যশৃঙ্গস্য মহারসানি
ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দদু-র্হি ॥ ১৫ ॥
দদৌ চ মাল্যানি সুগন্ধিবন্তি
চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি।
পানানি চাগ্র্যাণি ততো-গৃহীত্বা
মুমোদ চিক্রীড় জহাস চোচ্চৈঃ ॥ ১৬ ॥
তদা চুচুম্বামলগণ্ডমূলে
বিলজ্জমানা ফলিতা লতেব।
গাত্রৈ-শ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা
সমাশ্লিষ-চ্চাসক্ত-দৃষ্যশৃঙ্গং ॥ ১৭ ॥
বিলজ্জমানেব মলাভিভূতা
প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ।
অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং নিরীক্ষ্য
পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্য।
অবেক্ষ্যমাণা শনকৈ-র্জগাম
কৃতাগ্নিহোত্রস্য তদাপদেশং ॥ ১৮ ॥

মুনি ইত্যাদিরূপ পরিচয়গ্রহণে প্রার্থিত হইলে, বিভাণ্ডক ঋষির আগমনে অতিশয়শঙ্কাকুলচিত্তা মুনিবেশধারিণী বারনারী কহিতেছে, হে কাশ্যপপুত্র! আমার আশ্রম অতিরমণীয়; এই পর্ব্বতহইতে তিন যোজন পথ দূরগামী (১১)। তাহাতে আমার অনভিবাদন নিজধর্ম্ম, অর্থাৎ আমরা কাহাকেও প্রণাম করি নাই এবং কাহারও পাদ্যজল স্পর্শকরি না (১২)।

আপনকার আমি অনভিবাদ্য ও আপনি আমার অভিবাদ্য। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমার এই ব্রত, যাহাতে আপনি আমাকে আলিঙ্গন করেন্ (১৩)। এই কথা কহিলে, তপোধন মুনিবেশধারিণী বারনারীকে পুনর্ব্বার কহিতেছেন,—বন্য ফল মূল প্রদানকরি, ভক্ষণ কর। বিশেষ ভল্লাতক, হরীতকী, আমলকী, করূষ, ইঙ্গুদ, নাগরঙ্গ, জম্বীর, নীবার, কলায়, কঙ্গু, তিল, মুদ্গ,যব, গোধূম, হৈমন্তিক মূলক, কেমুক, নারিকেল, শ্রীফল, কদলী, লবণী, লকুচ, পনস, আম্র, মরীচ ইত্যাদি সমস্ত ফলমূল অত্যুত্তম, ভোজনে অতিসুস্বাদু। মুনি এই বলিয়া বারাঙ্গণাকে ফল দান করিলে,(১৪) মুনিবেশধারিণী বারনারী মুনিদত্ত তাবৎ ফল পরিত্যাগকরিয়া নিজসঞ্চিত শোভিত উত্তমরসাস্বাদিত নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও সুগন্ধমাল্য, বিচিত্র বসন, কর্পূর, বাসিততাম্বূলাদিদ্বারা মুনিকে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত করিয়া মুনির সহিত হাস্যপরিহাস্যআমোদপ্রমোদরূপ কিয়ৎকাল বিহার করিলে, বিলজ্জমানা ফলিতা লতা যদ্রূপ বৃক্ষকে বারম্বার পরিবেষ্টন করে, তদ্রূপ বৃক্ষরূপ মুনিকে লতারূপা বারনারী বারম্বার মুখচুম্বন গাত্রস্পর্শনালিঙ্গন পুনঃ পুনঃ কায়পীড়নাদিকরতঃ মুনিকে পরমাহ্লাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া বিভাণ্ডকের আগমনে ব্যাকুলচিত্তা বারনারী নৌকাশ্রমে পলায়ন করিল (১৫) (১৬) (১৭) (১৮)।

ইচ্ছাম্যহং চরিতং তেন সার্দ্ধং
যথা তপঃ স চরত্যুগ্রকর্ম্মা ॥ ৩৬ ॥
ইত্যেব বাক্যং মুনি-রাত্মজস্য
শ্রুত্বা মহাবাক্যবিশারদোঽসৌ।
উবাচ বাক্যং পরিশান্তয়ন্ হি
বিভাণ্ডক-স্তপসা জ্ঞাততত্ত্বঃ ॥ ৩৭ ॥
রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন।
অতুল্যবীর্য্যাণ্য-তিরূপবন্তি
বিঘ্নং সদা তপস-শ্চিন্তয়ন্তি ॥ ৩৮ ॥
ন তানি সেবেত মুনি-র্যতাত্মা
ফলানি পেয়ানি মধূনি তানি।
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
গ্রাহ্যাণি চিত্রোৎপলগন্ধবন্তি ॥ ৩৯ ॥
রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং
বিভাণ্ডক-স্তপসে নির্জ্জগাম।
যদা পুনঃ কাশ্যপো-নির্জ্জগাম
ফলানি হর্ত্তুং বিধিনা বনা-ন্তি ॥ ৪০ ॥
তদা পুন-র্লোভয়িতুং জগাম
সা বারযোষা মুনি-মৃষ্যশৃঙ্গং।
দৃষ্ট্বৈব তা-মৃষ্যশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ
সংভ্রান্তরূপো-ঽপ্যপত-ত্তদানীং ॥ ৪১ ॥
প্রোবাচ চৈনাং ভবদা-শ্রমায়
গচ্ছামি যাব-ন্ন পিতা মমেতি।
ততো-বেশ্যা কাশ্যপস্যৈকপুত্রং
প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবং ॥ ৪২ ॥
প্রমোদয়ন্ত্যো-বিবিধৈ-রুপায়ৈ-
রাজগ্মু-রঙ্গাধিপরাজধানীং।

নাম? ব্রহ্মচারির সহিত এই ব্রতাচরণ করিতে আমি বিলক্ষণ বাসনা করি; যেহেতু সেই ব্রহ্মচারী এই ব্রতাচরণ করিয়া উগ্রকর্ম্মা হইয়াছেন্ (৩৬)। অনন্তর মহাবাক্যবিশারদ, তপসাজ্ঞাতসমস্ততত্ত্ব বিভাণ্ডক মুনি আত্মজের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া নানাবিধ হিতবাক্যরূপ-জলসেকদ্বারা কামবাণানলদগ্ধচিত্ত তনয়কে সান্ত্বনাকরতঃ কহিয়াছিলেন (৩৭),—পুত্র! আশ্চর্য্যদর্শনহেতু মন্মতে বিবেচনা হয় যে, এস্থানে সেই সমস্ত রাক্ষসগণ বিচরণে আসিয়া থাকিবে; কেন না, তাহাদিগের শোয্য বীর্য্য ঔদার্য্য রূপ গুণের তুলনা নাই। স্বাভাবিক তাহারা তপস্যার বিঘ্নাচরণ সর্ব্বদা করিয়া থাকে (৩৮)। সংযতাত্মা মুনিগণ তাহাদিগের সহিত একত্র কখন বাস করেন নাই এবং অস্মদ্দত্ত ফল মূল ও মধুপান করেন্ নাই, তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশেষ নিষেধ আছে, আর বিশেষ চিত্রোৎপলগন্ধযুক্ত মালা মুনিগণের অগ্রাহ্য (৩৯)। পরে সেই সমস্ত রাক্ষস বলিয়া সাতিশয়স্নেহবশতঃ মত্তমাতঙ্গবৎ ধৈর্য্যগুণাবলম্বনে অনতমান পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে বারম্বার নিবারণক্ষম পিতা কাশ্যপ বিভাণ্ডকমুনি বিধিবোধিত তপস্যার নিমিত্ত কাননহইতে ফলকুসুমসমিধ্ সঞ্চয়নবাসনায় যৎকালে আশ্রমান্তর প্রস্থান করেন্, তৎকালে ব্রহ্মচারিরূপধারিণী বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গমুনির নিকট পুনরায় উপস্থিতা হইল (৪০)।

অশেষলোভদর্শনলালসায় যৎকালে বারনারী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নিকট উপস্থিতা হইল। তৎকালে প্রহৃষ্টচিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ বারনারীকে দৃষ্টমাত্রেই সসংভ্রান্তরূপে গাত্রোত্থান (৪১) করিয়া বারনারীকে কহিলেন যে, যাবৎকাল আমার পিতা এ আশ্রমে না আসিবেন, তাবৎকাল ভবদীয় আশ্রমে আমি শুভাগমন করিব। পরে বারনারী মুনির নিকট এই কথা শ্রবণমাত্র কোন যোগবলে পর্ণশালায় প্রবেশ করিয়া কাশ্যপের শ্রেষ্ঠপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে সর্ব্ববিষয় অনাশক্ত জীবাত্মপরমাত্মতত্ত্বের অভেদচিন্তনরূপ সমাধি ভঙ্গকরিয়া তরণীমধ্যে অবরোহণ করাইল (৪২)। পশ্চাৎ অশেষ উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গমুনি-

অন্তঃপুরে তস্য নিবেশ্য রাজা
বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রং ॥ ৪৩ ॥
দদর্শ দৈবং সহসা প্রবৃষ্ট-
মাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন।
স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
সুতাং দদৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় শান্তাং ॥ ৪৪ ॥
ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে
গা-শ্চৈব মার্গেষু চ কর্ষকাণি।
বিভাণ্ডকস্যাব্রজতঃ স রাজা
পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্ ॥ ৪৫ ॥
সমাদিশৎ পুত্রমার্গী মহর্ষি-
র্বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্-যদা বঃ।
স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভি-র্ভবদ্ভিঃ
পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষকঞ্চ ॥ ৪৬ ॥

অথোপযাতঃ স মুনি-শ্চুকোপ
স্বমাশ্রমং ফলমূলং গৃহীত্বা।
অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
দদর্শ চুক্রোধ ততো-ভৃশং সঃ ॥ ৪৭ ॥
ততঃ স কোপেন বিদীর্য্যমাণ-
আশঙ্কমানো-নৃপতে-র্বিধানং।
জগাম চম্পাং প্রতিবীক্ষ্যমাণ-
স্ত-মঙ্গরাজং সপুরং সরাষ্ট্রং ॥ ৪৮ ॥
স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপ-স্তান্
ঘোষান্ দেশান্ সাদিচরান্ সমৃদ্ধান্।
গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো-
রাজেব তাং রাত্রি-মুবাস তত্র ॥ ৪৯ ॥
অবাপ সৎকার-মতীব তস্য
প্রোবাচ কস্য প্রহিতাঃ স্থ গোপাঃ।

সমভিব্যাহারে সাতিশয় প্রমোদমান বারাঙ্গণাগণ অঙ্গাধিপ-রাজধানী সমুপস্থিত হইলে, বারাঙ্গণাত্রঃসমভিব্যাহারে কাশ্যপ বিভাণ্ডকপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনি রাজধানী আসিয়াছেন, এই কথা দূতমুখাৎ শ্রবনমাত্রে সাতিশয়আনন্দচিত্ত লোমপাদনামা নৃপতি অন্তঃপুরমধ্যে মুনিকে প্রবেশ করাইবামাত্র (৪৩) দৈব অমৃতবর্ষণকরতঃ জগৎসংসার পরিপূরন করিলেন্। এই অলৌকিক ব্যাপারদর্শনে পূর্ণমনস্কাম লোমপাদনরপতি ঋষ্য-শৃঙ্গমুনিকে শান্তানাম্নী কন্যাপ্রদান করিলেন (৪৪)। অনন্তর আত্মজের অন্বেষণার্থ রাজ্যে অবশ্যই শুভাগমনকারী বিভাণ্ডক-মুনির ক্রোধপ্রতিকারকর কতিপয় সবৎসা ধেনু ও কর্ষকগণ প্রভৃত পশু এবং বীরপশুপসকল পথিমধ্যে নরপতি লোমপাদ স্থানে স্থানে নিয়োজিত করিয়া (৪৫) তাহাদিগকে লোমপাদ নরপতি এই অনুমতি করিলেন্ যে, পুত্রমার্গী মহর্ষি বিভা-ণ্ডকমুনি এপর্য্যন্ত আসিয়া, এই সকল পশু ও পশুপাল কোন্ রাজার? এই কথা যখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অতিবিনীতভাবে কহিবে যে, এই সমস্ত পশু ও কর্ষকগণ মহাশয়ের পুত্রের (৪৬)। অনন্তর বহুক্ষণ পুত্রদর্শনলালসায় সাতিশয়োৎসুক ফলমূলহস্ত অগ্নিহোত্র-পরায়ণ বিভাণ্ডকমুনি অবিলম্বে আশ্রমপদপ্রাপ্তে স্বাশ্রমে পুত্রকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণকরতঃ নিতান্ত ক্রোধ-পরবশ হইলেন্ (৪৭)। পশ্চাৎ ক্রোধাগ্নিবিদীর্য্যমাণ মুনি লোমপাদনরপতির চরিত্রের চাতুর্য্যতা আশঙ্কাকরিয়া দ্রুবিক্ষেপে সপুর সরাষ্ট্র অঙ্গরাজ অবলোকনকরতঃ চাম্পানগরী প্রতি ধাব-মান হইয়া (৪৮) কিয়দ্দূরে আসিয়া পথিমধ্যে শ্রান্ত ও ক্ষুধিত কাশ্যপ ঘোষ দেশ প্রভৃতি প্রচুর পশ্বাদিবিভূষিত বিলক্ষণ-সম্পত্তিযুক্ত নগর দেখিয়া তত্রস্থ গোপগোপিকা গোপবালক-কর্তৃক রাজবৎ যথাবিধি পূজ্যমান মুনি একরজনীকাল অতি-বাহিত করিয়া (৪৯), অতিসৎকারপ্রাপ্ত মুনি তত্রস্থ পশুপালক গোপগণকেজিজ্ঞাসা করিলেন্ যে, ওহে বাপু গোপগণ! তোমরা কাহাকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছ? এই কথা শ্রবণমাত্র অতিবিনীত তাবৎ গোপগণ মুনির নিকট কৃতাঞ্জলিভাবে আসিয়া "এই

ঊচু-স্তত-স্তেঽভ্যুপগম্য সর্ব্বে
ধনং তবেদং বিহিতং সুতস্ত ॥ ৫০ ॥
এবং সদেশেষভিপূজ্যমান-
স্তাং-শ্চৈব শৃণ্বন্ মধুরপ্রলাপান্।
প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
সমাসসাদাঙ্গপতিং পুরস্থং ॥ ৫১ ॥
স পূজিত-স্তেন নরর্ষভেণ
দদর্শ পুত্রং দিবি দেব-মিন্দ্রং।
শান্তাং স্নুষাং চৈব দদর্শ তত্র
সৌদামিনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥ ৫২ ॥
গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ সুতস্ত দৃষ্ট্বা
শান্তাশ্চ শান্তস্ত পরঃ সকোপঃ।
চকার তস্মৈ চ পরং প্রসাদং
বিভাণ্ডকো-ভূমিপতের্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৩ ॥
স তত্র নিঃক্ষিপ্য সুতং মহর্ষি-
রুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ।
জাতে তু পুত্রে বনমাব্রজেথা
রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্ব্বাণি কৃত্বা ॥ ৫৪ ॥
স তদ্বচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো
যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব।
শান্তা চৈনং পর্য্যচরদ্‌যথা বৈ
খে রোহিণী সোম-মেবং তথা সা ॥ ৫৫ ॥
অরুন্ধতী বা সুভগা বশিষ্ঠং
লোপামুদ্রা বাপি তথা হ্যগস্ত্যং।
তথা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্থং
প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥
ইতি তে সর্ব্বমাখ্যাতং ঋষ্যশৃঙ্গপরাক্রমং।
তমানয় মহারাজ যস্তে যজ্ঞং করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
তথেতি মুনিমানীয় মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
যজ্ঞকর্ম্ম সমারেভে মুনিভির্বীতকল্মষৈঃ ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত ধন আপনকার পুত্রের" এই কথা গোপগণ নিবেদন করিল (৫০)। পরে সেই দেশে এইরূপ সর্ব্বতোভাবে পূজ্যমান এবং পশুরব ও পশুপালক গোপগোপিকাদিগের মধুবালাপ-শ্রবণে প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজা প্রহৃষ্টাত্মা কাশ্যপ পুরস্থ অঙ্গপতিকে ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইলেন্ (৫১)।

অনন্তর, নরশার্দ্দূল লোমপাদনৃপতিপূজিত মুনি যেন দেবালয়ে দেবরাজইন্দ্রসমতনয় এবং অলোকিকরূপদেদীপ্যমানা সৌদামিনীসদৃশী শান্তানাম্নী পুত্রবধূমুখসমবলোকনে সুস্থচিত্ত পুত্রের পূর্ব্বোক্ত গ্রামপশুঘোষবর্গ প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া বিভাণ্ডক প্রচণ্ড হইলেও ভূমিপতির প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন্ (৫২) (৫৩)। তৎপরে লোমপাদনৃপতি-বাক্যে পুত্র ও পুত্রবধূ রাখিয়া সূর্য্যঅগ্নিসমপ্রভ মহর্ষি মহাত্মা-জার সমস্ত প্রিয়কর্ম্ম সম্পাদনান্তে ও তোমার পুত্রোৎপত্তি হইলে বানপ্রস্থাশ্রমগমন করিবে (৫৪), পুত্রকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে অতিবিনীত ঋষ্যশৃঙ্গ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতৃবাক্য প্রতিপালনে তৎপর হইলে, বিভাণ্ডক স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন (৫৫)। পরে বশিষ্ঠসমীপে সুভগা অরুন্ধতী ও অগস্ত্যমুনিসমীপে রাজকন্যা লোপামুদ্রা, ইঁহারা যদ্রূপ পতি-সেবানুষ্ঠানে আশক্তা ছিলেন, তদ্রূপ গগণমণ্ডলে রোহিণীসমা শান্তা শশধরসদৃশ বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গপতিশুশ্রূষাপরায়ণা ছিলেন (৫৬)। তৎকালে বশিষ্ঠমুনি রাজা দশরথের নিকট এইরূপ সমস্ত ঋষ্যশৃঙ্গের পরাক্রম নিবেদনকরিয়া কহিলেন যে, মহারাজ! যিনি আপনকার যজ্ঞ করিবেন, সেই ঋষ্যশৃঙ্গমুনির আনয়নে যত্নবান্ হউন (৫৭)।

অনন্তর অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ দশরথ কৃতাঞ্জলিভাবে কুলপুরোহিত গুরু বশিষ্ঠ-বাক্যশ্রবণে সচিবসহিত পরামর্শ সমাপনান্তে অঙ্গাধিপরাজধানী চম্পানগরীহইতে যত্নসহকারে মহর্ষি বিভাণ্ডকমুনিকুমার মহাতপা তপোধন ঋষ্যশৃঙ্গমুনি স্বপুরে সমানীত হইলে পরমপবিত্রভাবে নিত্যকৃত্যনির্ব্বাহে বীতকল্মষ উক্ত মুনিগণের সহিত যথাবিধি পুত্রেষ্টিযজ্ঞ কর্ম্ম

শ্রদ্ধয়াহূয়মানেঽগ্নৌ তপ্তজাম্বূনদপ্রভঃ।
পায়সং স্বর্ণপাত্রস্থং গৃহীত্বোবাচ হব্যরাট্ ॥ ৫৯ ॥
গৃহাণ পায়সং দিব্যং পুত্রার্থং দেবনির্ম্মিতং।
লপ্স্যসে পরমাত্মানং পুত্রত্বেন ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥
ইত্যুক্ত্বা পায়সং দত্ত্বা রাজ্ঞে সোঽন্তর্দধেঽনলঃ।
ববন্দে মুনিশার্দূলৌ রাজা লব্ধমনোরথঃ ॥ ৬১ ॥
বশিষ্ঠ-ঋষ্যশৃঙ্গাভ্যামনুজ্ঞাতোদদৌ হবিঃ।
কৌশল্যায়ৈ সকেকয্যৈ হর্দ্ধমর্দ্ধং বিভজ্য সঃ ॥৬২॥
ততঃ সুমিত্রা সংপ্রাপ্তা জগৃহে পৈষ্টিকং চরুং।
কৌশল্যা তু স্বভাগার্দ্ধং দদৌ তস্যৈ মুদান্বিতা ॥৬৩॥
কৈকয়ী চ স্বভাগার্দ্ধং দদৌ প্রীতিসমন্বিতা।
উপভুজ্য চরুং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ো-গর্ব্ভসমন্বিতাঃ ॥ ৬৪ ॥
দেবতা-ইব তা-রেজুঃ স্বভাসারাজমন্দিরে ॥ ৬৫ ॥

আরম্ভ করিলেন্ (৫৮)। পরে অতিশ্রদ্ধাভক্তিসহকৃত প্রবৃদ্ধ যজ্ঞায় হুতাশন ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকর্তৃক আহূয়মান হইলে, তপ্তজাম্বূনদপ্রভ হব্যরাট্ স্বর্ণপাত্রস্থ পায়স গ্রহণকরিয়া মহারাজকে কহিলেন্ যে, (৫৯) মহারাজ! এই পুত্রার্থ দেবনির্ম্মিত দিব্যপায়স গ্রহণ করুন্। ইহাতে পরমাত্মা পুত্রলাভ করিতে পারিবেন, তাহার সংশয় নাই; (৬০) এই বলিয়া রাজাদশরথকে পায়স প্রদানান্তে পূর্ণাহুতি হবনদানে অতিসুসন্তুষ্ট অনল অন্তর্হিত হইলে, লব্ধমনোরথ রাজা দশরথ মুনিপুঙ্গব বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিগণের শ্রীচরণারবিন্দযুগলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন (৬১)। অনন্তর অবনিপাল বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হবি দুই অংশে বিভক্ত করিয়া, একাংশ কৌশল্যাকে অপরাংশ কৈকেয়ীকে প্রদান করিলেন্ (৬২)। পরে হর্ষযুক্তা কৌশল্যা নিজাংশের অর্দ্ধাংশ পৈষ্টিকচরু সুমিত্রাকে প্রদান করেন আর প্রীতিভাবাপন্না কৈকেয়ীও নিজাংশের অর্দ্ধাংশ চরু সুমিত্রাকে সমর্পণ করিলে, একত্র তিন রাজমহিষী পায়সচরু ভোজনান্তে সকলেই গর্ব্ভলক্ষণ ধারণকরতঃ রূপগুণ ও দিব্যালঙ্কার বস্ত্রাদিবিভূষণের সমুজ্জ্বলতার অধিকতাহেতু দেবতাসমা রাজভবনে বিরাজ করিতে লাগিল (৬৩) (৬৪) (৬৫)।

দশমে মাসি কৌশল্যা সুষুবে পুত্রমব্যয়ং।
মধুমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে ॥৬৬॥
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসহিতে উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে।
মেষং পূষণি সংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টিসমাকুলে ॥ ৬৭ ॥
আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
নীলোৎপলদলশ্যামঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৬৮ ॥
জলজারুণনেত্রান্তঃ স্ফুরৎকুণ্ডলমণ্ডিতঃ।
সহস্রার্কপ্রতীকাশঃ কিরীটী কুঞ্চিতালকঃ ॥ ৬৯ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিতঃ।
অনুগ্রহাখ্যহৃৎস্থেন্দুসূচকঃ স্মিতচন্দ্রিকঃ ॥ ৭০ ॥
করুণারসসংপূর্ণোবিশালোৎপললোচনঃ।
শ্রীবৎসহারকেয়ূরনূপুরাদিবিভূষণঃ ॥ ৭১ ॥
দৃষ্ট্বা তং পরমাত্মানং কৌশল্যা বিস্ময়াকুলা।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না নত্বা প্রাঞ্জলি-রব্রবীৎ ॥ ৭২ ॥

অনন্তর কৌশল্যা সম্পূর্ণদশমমাসপ্রাপ্তাবস্থায় সূর্য্যদেব মেষরাশি গমন করিলে, অর্থাৎ চান্দ্র-চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতিথিতে কর্কটলগ্নে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে গ্রহপঞ্চক উচ্চপদস্থ হইলে, মধ্যাহ্নকালে অক্ষয়পুত্র প্রসব করিবার সময়ে অমরগণ কুসুমবর্ষণে ব্যাকুলিত হইলে, পরমাত্মা সনাতন জগন্নাথ আবির্ভূত হইলেন (৬৬) (৬৭) *। নীলোৎপলদলশ্যাম, পীতবসন, চতুর্ভুজ, কোকনদবৎ অরুণবর্ণ নয়নান্ত, দীপ্তিবিশিষ্টকর্ণকুণ্ডলশোভিত, সহস্রসূর্য্যসদৃশমুকুটালঙ্কার, কুঞ্চিত-অলকতিলকাবলি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মবনমালাবিরাজিত, সানুগ্রহহৃদয়, চন্দ্রসূচক ঈষদ্ধাস্যমুখচন্দ্রিক, করুণারসসংপূর্ণ, পদ্মপলাশলোচন, শ্রীবৎসহারকেয়ূরনূপুরাদিবিভূষণ, হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়না বিস্ময়াকুলা কৃতাঞ্জলি কৌশল্যা ঈদৃশ পরমাত্মারূপ পুত্র

*৬৬—৬৭। উক্ত মূলে যদ্যপি মধ্যাহ্নকাল নাই, তথাপি অতিকেন্দ্রপুঞ্জ সূর্য্যবংশীয় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মকালীন সমস্ত অন্ধকার পলায়ন করিয়াছিল, এইকারণ অনুবাদে লেখা হইল যেহেতু পুরাণান্তরে মধ্যাহ্নকাল বিশেষ বর্ণিত আছে, "দিবা মধ্যাহ্নে জন্ম ভাবয়েৎ" ইতি তিথিতত্ত্বে স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লিখিত আছে, অতএব অনুবাদ অত্যন্ত নীরস ভাবহেতু অধুনা মধ্যাহ্নকাল উল্লেখ হইল।

কৌশল্যোবাচ।

দেবদেব নমস্তুভ্যং শঙ্খচক্রগদাধর।
পরমাত্মাচ্যুতোঽনন্তঃ পূর্ণস্ত্বং পুরুষোত্তম ॥ ৭৩ ॥
বদন্ত্যগোচরং বাচাং বুদ্ধ্যাদীনামতীন্দ্রিয়ং।
ত্বাং বাদিবেদিনঃ সত্তামাত্রং জ্ঞানৈকবিগ্রহং ॥৭৪॥
ত্বমেব মায়য়া বিশ্বং সৃজস্যবসি হংসি চ।
সত্ত্বাদিগুণসংযুক্তঃ সূর্য্যএবামলঃ সদা ॥ ৭৫ ॥
করোষীব ন কর্ত্তা ত্বং গচ্ছসীব ন গচ্ছসি।
ন শৃণোষি শৃণোষীব পশ্যসীব ন পশ্যসি ॥ ৭৬ ॥
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র-ইত্যাদি শ্রুতিরব্রবীৎ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্নপি ন লক্ষ্যসে ॥ ৭৭ ॥
অজ্ঞানধ্বান্তচিত্তানাং ব্যক্ত-এব সুমেধসাং।
জঠরে তব দৃশ্যন্তে ব্রহ্মাণ্ডাঃ পরমাণবঃ ॥ ৭৮ ॥
ত্বং মমোদরসংভূত-ইতি লোকান্ বিড়ম্বসে।
ভক্তেষু পারবশ্যন্তে দৃষ্টং মেঽদ্য রঘূদ্বহ ॥ ৭৯ ॥
সংসারসাগরে মগ্না পতিপুত্রধনাদিষু।
ভ্রমামি মায়য়া তেঽদ্য পাদমূলমুপাগতা ॥ ৮০
দেব ত্বদ্রূপমেতন্মে সদা তিষ্ঠতু মানসে।
আবৃণোতু ন মাং মায়া তব বিশ্ববিমোহিনী ॥ ৮১ ॥
উপসংহর বিশ্বাত্মন্নেতদ্রূপমলৌকিকং।
দর্শয়স্ব মহানন্দং বালভাবং সুকোমলং।
ললিতালিঙ্গনালাপৈ স্তরিষ্যাম্যুৎকটং তমঃ ॥৮২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

যদ্যদিষ্টং তবাস্ত্যম্ব তত্তদ্ভবতু নান্যথা ॥ ৮৩ ॥
অহন্তু ব্রহ্মণা পূর্ব্বং ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে।
প্রার্থিতোরাবণং হন্তুং মানুষত্বমুপাগতঃ ॥ ৮৪ ॥
ত্বয়া দশরথেনাহং তপসারাধিতঃ পুরা।

সন্দর্শনে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন (৬৮) (৬৯) (৭০) (৭১) (৭২)।

হে দেবদেব! তুভ্যং নমামি, হে শঙ্খচক্রগদাধর! ত্বং পরমাত্মা, ও অচ্যুত, অর্থাৎ পতন না থাকায় অচ্যুত, অন্ত না থাকায় অনন্ত, অংশ না থাকায় পূর্ণ, অবকৃষ্টতা না থাকায় পুরুষোত্তম(৭৩), তুমি বাক্যের অগোচর, বুদ্ধ্যাদির অতীন্দ্রিয়,ভগবদ্বাদিবেদিগণ আপনাকে জ্ঞানময়মাত্র শরীর, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সত্তামাত্র বলিয়া বিদিত আছেন (৭৪)। তুমি মায়াদ্বারা সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়করণের মুখ্য কর্ত্তা; সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তবপুঃ, সাক্ষাৎজ্যোতিঃপদার্থ, সুতরাং নির্ম্মল (৭৫); তুমি কর্ম্ম কর, কিন্তু কর্ম্মের কর্ত্তা নও; তুমি গমন কর, কিন্তু গমনের কর্ত্তা নও; তুমি শ্রবণকর, কিন্তু শুন নাই; তুমি দেখেও দেখ নাই (৭৬); তুমি অপ্রাণ, অমন, নিত্যশুভ্র ইত্যাদি শ্রুতি কহেন। তুমি সর্ব্বপ্রাণিতে সমভাব অবলম্বন করিলেও কাহাকর্ত্তৃক লক্ষিত হও নাই (৭৭); তুমি অজ্ঞানির জ্ঞানদাতা, অব্যক্তজনের ব্যক্তরূপ; তব জঠরে পরমাণুরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইতেছে (৭৮)। তুমি এই হতভাগ্যার উদরে উৎপন্ন হইয়া কি সমস্তলোক বিড়ম্বনা করিতেছ?

হে রঘুকুলোদ্বহ! অদ্য ভবদীয় ভক্তের প্রতি পারবশ্যতা আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইল (৭৯)। ভগবদ্বিশ্ববিমোহিনী মায়া বাধ্যবশতঃ পতিপুত্রধনাদিরূপসংসারসাগরতাপতরঙ্গকল্লোলে অনবরত ভ্রমণকরিয়া অদ্য ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মমূল প্রাপ্ত হইলাম (৮০)। হে দেব! তোমার এই রূপ মম মানসে যেন সর্ব্বদাই থাকে, তাহাতে তব বিশ্ববিমোহিনী মায়া আমায় যেন আবরণ না করিতে পারে (৮১)। হে বিশ্বাত্মন্! এই অলৌকিকরূপলাবণ্য সম্বরণকরিয়া সম্প্রতি মহানন্দজনক বালভাব অতিসুকোমলরূপনয়নপথে আনিয়া আলিঙ্গন ও আলাপনসম্ভাষণাদিদ্বারা উৎকটতমোরাশিকে বিনাশকরিয়া ভবযন্ত্রণাহইতে পরিত্রাণ পাই (৮২)।

অনন্তর কৌশল্যার এবংপ্রকারে স্তবে পরিতুষ্ট ভগবান্ কৌশল্যাকে কহিয়াছিলেন, হে মাতঃ! তোমার যাহা যাহা অভীষ্ট আছে, তাহা তাহাই সিদ্ধ হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না (৮৩)। আমি ভূভারহরণ করিবার বাসনায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশানন বধ করিবার নিমিত্ত মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি (৮৪)। হে অনিন্দিতে! পূর্ব্বে আমায় পুত্রেচ্ছাকরতঃ দশরথ

মৎপুত্রত্বাভিকাঙ্ক্ষিণ্যা তথা কৃতমনিন্দিতে ॥৮৫॥
রূপমেতত্ত্বয়া দৃষ্টং প্রাক্তনং তপসঃ ফলং।
মদ্দর্শনং বিমোক্ষায় কল্পতে হ্যন্যদুর্লভং॥ ৮৬॥
সম্বাদমাবয়োর্যস্তু পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ॥৮৭॥
ইত্যুক্ত্বা মাতরং রামোবালোভূত্বা রুরোদ হ॥৮৮॥
বালোমহেন্দ্রনীলাভো-বিশালাক্ষোঽতিসুন্দরঃ।
বালারুণপ্রতীকাশোলালিতাখিললোকপঃ॥৮৯॥
অথ রাজা দশরথঃ শ্রুত্বা পুত্রভবোৎসবং।
আনন্দার্ণবমগ্নোঽসাবাযযৌ গুরুণা সহ॥ ৯০॥
রামং রাজীবপত্রাক্ষং দৃষ্ট্বা হর্ষাশ্রুসংপ্লুতঃ।
গুরুণা জাতকর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি চকার সঃ॥ ৯১॥
কৈকেয়ী চাথ ভরতমসূত কমলেক্ষণং।
সুমিত্রায়াং সমৌ জাতৌ পূর্ণেন্দুসদৃশাননৌ॥৯২॥
তদা গ্রামসহস্রাণি ব্রাহ্মণেভ্যো-মুদা দদৌ।
সুবর্ণানি চ রত্নানি বাসাংসি সুরভীঃ শুভাঃ॥৯৩॥
যস্মিন্রমন্তে মুনয়ো-বিদ্যয়া জ্ঞানবিপ্লবে।
তং গুরুঃপ্রাহরামেতি রমণাদ্রাম-ইত্যপি॥ ৯৪॥
ভরণাদ্ভরতোনাম লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতং।
শত্রুঘ্নং শত্রুহন্তারং এবং গুরুরভাষত॥ ৯৫॥
লক্ষ্মণো রামচন্দ্রেণ শত্রুঘ্নো-ভরতেন চ।
দ্বন্দ্বীভূয় চরন্তৌ তৌ পায়সাংশানুসারতঃ॥ ৯৬॥
রামস্তু লক্ষ্মণেনাথ বিচরন্ বাললীলয়া।
রময়ামাস পিতরৌ চেষ্টিতৈর্মুগ্ধভাষিতৈঃ॥ ৯৭॥
ভালে স্বর্ণময়াশ্বত্থপর্ণং মুক্তাফলপ্রভং।
কণ্ঠে লগ্নমণিব্রাতং মধ্যে দ্বীপিনখাঞ্চিতং॥ ৯৮॥

ও তোমাকর্ত্তৃক অতিকঠোর তপস্যাচরণ করিলে, আমি উক্ত তপস্যায় আরাধিত হইয়া পুত্রত্বভাব অঙ্গীকার করি। এক্ষণে সেই প্রাক্তনতপস্যার ফলবশতঃ আমার এই অলৌকিকরূপ তুমি দর্শন করিলে, অন্যের সুদুর্লভ আমার এই রূপদর্শন কেবল তোমার মুক্তিনিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে (৮৫) (৮৬)। যে জন আমাদিগের দুই জনের কথোপকথনরূপ সম্বাদ পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা আমার সারূপ্যরূপপদপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকালে আমার নামস্মরণ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন (৮৭)। শ্রীরাম মাতাকে এই বলিয়া বাল-ভাবপ্রাপ্তে রোদন করিতে বাসনা করিলেন (৮৮)। উক্ত বালক মহেন্দ্রনীলপর্ব্বতের ন্যায় নীলবর্ণ, বিশালচক্ষু, অতি-সুগঠন-হেতু সুন্দর, প্রাতঃকালের অরুণসদৃশপদতল, যাহার পালনে সমস্ত লোক প্রতিপালন হয়(৮৯)। অনন্তর পুত্রোৎপত্তিজন্য মহামহোৎ-সবশ্রবণে আনন্দার্ণবে মগ্ন রাজা শ্রীমান্ দশরথ পুত্রমুখ সমব-লোকনার্থ গুরু বশিষ্ঠ মুনির সহিত সূতিকাবাসে গমন করিয়াছিলেন (৯০)।

পরে পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামমুখদর্শনে, পরমহর্ষসাগরো-খিত নয়নধারাভিষিক্ত দশরথ কুলগুরুবশিষ্ঠমুনিকর্ত্তৃক কর্ত্তব্য জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলে(৯১), কৈকেয়ী ভরতকে ও সুমিত্রা পূর্ণেন্দুসদৃশানন লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন দুই পুত্র প্রসব করিলেন(৯২)। অনন্তর গ্রামসহস্র ও সুবর্ণাদি নানারত্ন সবস্ত্র ধেনু ব্রাহ্মণদিগের রাজা প্রদান করিতে লাগিলেন (৯৩)। পশ্চাৎ যে জ্ঞানসাগরে মুনিগণ বিদ্যাহেতু রমণ করেন, তাহাকে রাম বলিয়া গুরু বশিষ্ঠ সম্ভাষণ করিলেন, অথবা রমণাৎ রাম রমণ-হেতু রামনাম প্রকাশ করিলেন (৯৪)। পরে গুরু ভরণ-হেতু ভরত, লক্ষণযুক্ত দেখিয়া লক্ষ্মণ, শত্রুবিনাশে সক্ষম দেখিয়া শত্রুঘ্ন নাম রাখিলেন (৯৫)। এইরূপে পুত্রচতুষ্টয়ের নামকরণ নিষ্পত্তি হইলে, রামের সহচর লক্ষ্মণ, ভরতের সহচর শত্রুঘ্ন, এইরূপ দ্বন্দ্বীভাবে পায়সাংশানুসারে বিচরণকরিতে লাগিল (৯৬)। অনন্তর শ্রীরাম বাল্যাবস্থায় লক্ষ্ম-ণের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণকরতঃ কোমল অস্পষ্টাক্ষর বাক্য আর অন্যোন্য চরিত্রের সুশীলতাচরণদ্বারা জনকজননীকে কি পর্য্যন্ত আনন্দচিত্তে রাখিতেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়(৯৭)। শ্রীরামের বাল্যা-বস্থায় কি কি বেশভূষণ ছিল, গ্রন্থকার তাহা বর্ণন করিতেছেন। কপালে সুবর্ণময় অশ্বত্থপত্র আর মুক্তাফলের ন্যায় রূপে দেদীপ্য-মান কণ্ঠে মণিময় হার, তাহার মধ্যস্থিত ব্যাঘ্রনখশোভিত বক্ষঃ-

লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা তব শ্রেয়ো-ভবিষ্যতি।
বশিষ্ঠেন সহামন্ত্র্য দীয়তাং যদি রোচতে ॥ ৮ ॥
পপ্রচ্ছ গুরুমেকান্তে রাজা চিন্তাপরায়ণঃ।
কিং করোমি গুরো রামং ত্যক্তুং নোৎসহতে মনঃ ॥৯॥
বহুবর্ষসহস্রান্তে কষ্টেনোৎপাদিতাঃ সুতাঃ।
চত্বারো-মম তুল্যাস্তে তেষাং রামোঽতিবল্লভঃ ॥১০॥
রামো-যদা গচ্ছতি চেন্ন জীবামি কথঞ্চন।
প্রত্যাখ্যাতোযদি মুনিঃ শাপং দাস্যত্যসংশয়ম্ ॥১১॥
কথং শ্রেয়োভবেন্মহ্য-মসত্যঞ্চাপি ন স্পৃশেৎ ॥১২॥

বশিষ্ঠ-উবাচ।

শৃণু রাজন্ দেবগুহ্যং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ।
রামো-ন মানুষোজাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ১৩॥
ভূমের্ভারাবতারায় ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা।
স-এব জাতোভগবান্ কৌশল্যায়াং তবানঘ ॥১৪॥
ত্বন্তু প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং কশ্যপোব্রহ্মণঃ সুতঃ।
কৌশল্যা চাদিতিঃ পূর্ব্বং দেবমাতা যশস্বিনী ॥১৫
ভবন্তৌ তপ উগ্রং বৈ তেপাতে বহুবৎসরং।
অগ্রাম্যবিষয়ৌ বিষ্ণুপূজাধ্যানৈকতৎপরৌ ॥ ১৬॥
তদা প্রসন্নো-ভগবান্ বরদোভক্তবৎসলঃ।
বৃণীষ্ব বরমিত্যুক্তৌ ত্বং মে পুত্রো ভবানঘ ॥ ১৭ ॥
ইতি ত্বয়া যাচিতো-বৈ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
তথেত্যুক্ত্বাদ্যপুত্রাস্তে জাতোরামঃ স-এব হি ॥১৮॥
শেষস্তু লক্ষ্মণো রাজন্ রামমেবান্বপদ্যত।
জাতৌ ভরতশত্রুঘ্নৌ শঙ্খচক্রে গদাভৃতঃ ॥ ১৯ ॥
যোগমায়া তু সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
বিশ্বামিত্রোঽপি রামায় তাং যোজয়িতু-মাগতঃ ॥২০॥
এতদ্গুহ্যতমং রাজন্ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ২১ ॥

মঙ্গল হইবে, সে বিষয় বশিষ্ঠমুনির সহিত সৎপরামর্শ করিয়া যদি ভবতের অভিপ্রেত হয়, তবে দাতব্য করুন (৮)। পরে চিন্তাপরায়ণ রাজা দশরথ নির্জ্জনে গুরু বশিষ্ঠমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, গুরো! এক্ষণে আমি কি করি, রামকে নয়ন পথের অতিবাহিত করিতে কোনমতে চিত্ত উৎসাহী হয় না (৯), কারণ বহুবর্ষসহস্রান্তে অতিকষ্টে মম তুল্য চারি তনয় উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার মধ্যে রাম আমার অতিপ্রিয় পাত্র (১০)। রাম যদি মুনির সহিত গমন করেন, তবে তো আমি কখনই জীবিত থাকিবো না, আর মুনি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়েন, তবে নিশ্চয় আমায় অভিশপ্ত করিবেন (১১), তবে কিরূপে আমার মঙ্গল হইবে, আর কিরূপেই বা সত্যকথা প্রতিপালন করিব, উপায় কি? (১২)।

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণকরুন্। এই দেবতাদিগের গুপ্তকথা যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে। রাম সামান্য মানব নহেন, সাক্ষাৎ সনাতন পরমাত্মা (১৩), ইনি ভূভারহরণেচ্ছায় পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া কৌশল্যার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন (১৪)। তুমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র কশ্যপ প্রজাপতি ছিলে এবং যশস্বিনী কৌশল্যাও পূর্ব্বে দেবমাতা অদিতি ছিলেন (১৫)। তাহাতে বহুবৎসর অতিকঠোর তপস্যায় আশক্তবিধায় অন্য রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্যে অভিলাষ না থাকায় কেবল সেই পরাৎপর পরমাত্মা বিষ্ণুর পূজন ও চিন্তনাদিতেই একাগ্রচিত্ত ছিল (১৬)। পরে অতিদয়ার্দ্রচিত্ত ভক্তবৎসল ভগবান্ সুপ্রসন্নবদনে বরদানে ধাবিত হইলে, তোমরা দম্পতী ভগবান্‌কে পুত্রভাবরূপ বর যাচ্ঞা করিলে (১৭), সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ গোলোকবিহারী হরি তথাস্তু বলিয়া স্বীকৃত ছিলেন। একারণ অদ্য তব পুত্রত্বভাবে রামনামক রঘুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন (১৮)। আর শ্রীরামের সেবা করিবার বাসনায় স্বয়ং অনন্তদেব লক্ষ্মণনামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং গদাধরের শঙ্খচক্রস্বরূপ ভরত ও শত্রুঘ্ন নাম-ধারণ করিয়াছেন (১৯), আর যোগমায়া সীতানাম্নী কন্যা জনক-রাজভবনে জন্মিয়াছেন, সেই কন্যার সহিত বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে বিশ্বামিত্রমুনি শ্রীরামকে লইতে আসিয়াছেন (২০)। যাহা হউক, হে রাজন্! এই গুপ্ততম বাক্য কাহারও নিকটে কদাচ প্রকাশ করিবে না (২১)। এক্ষণে হৃষ্টান্তঃকরণে মুনিকে

ঃ প্রীতেন মনসা পূজয়িত্বাথ কৌশিকং ।
রয়স্ব রমানাথং রামঞ্চ সহলক্ষ্মণং ॥ ২২ ॥
শিষ্ঠেনৈব-মুক্ত-স্তু রাজা দশরথ-স্তদা ।
কৃতকৃত্য-মিবাত্মানং মেনে প্রমুদিতান্তরঃ ॥ ২৩ ॥
আহূয় রামরামেতি লক্ষ্মণেতি চ সাদরং ।
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় কৌশিকায় সমর্পয়েৎ ॥ ২৪ ॥
ততোঽতিহৃষ্টো-ভগবান্ বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ।
আশীর্ভি-রভিনন্দ্যাথ রাজানং রামলক্ষ্মণৌ ॥ ২৫ ॥
গৃহীত্বা চাপতূণীরবাণখড়্গধরৌ শুভৌ ।
কঞ্চিদ্দেশ-মতিক্রম্য রাম-মাহূয় ভক্তিতঃ ॥ ২৬ ॥
দদৌ বলাঞ্চাতিবলাং বিদ্যে দ্বে দেবনির্ম্মিতে ।
যয়োগ্রহণমাত্রেণ ক্ষুৎপিপাসা ন জায়তে ॥ ২৭ ॥
তত-উত্তার্য্য গঙ্গাং তে তাড়কাবনমাগমন্ ।
বিশ্বামিত্রস্তদা প্রাহ রামং সত্যপরাক্রমং ॥ ২৮ ॥
অত্রাস্তে তাড়কা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী ।
বাধতে লোকমখিলং জহি তামবিচারয়ন্ ॥ ২৯ ॥
তথেতি ধনু-রাদায় সগুণং রঘুনন্দনঃ ।
টঙ্কারমকরোত্তেন শব্দেনাপূরয়ন্ বনং ॥ ৩০ ॥
তচ্ছব্দমসহমানা সা তাড়কা ঘোররূপিণী ।
ক্রোধসংমূর্চ্ছিতা রামমভিদুদ্রাব মেঘবৎ ॥ ৩১ ॥
তাড়কাং তাড়য়ামাস শরেণৈকেন বক্ষসি ।
পপাত বিপিনে ঘোরা বমন্তী রুধিরং মুহুঃ ॥৩২॥
ততোঽতিসুন্দরী যক্ষী সর্ব্বাভরণভূষিতা ।
শাপাৎ পিশাচতাং প্রাপ্তা মুক্তা রামপ্রসাদতঃ ॥৩৩॥
নত্বা রামং পরিক্রম্য গতা-রামাজ্ঞয়া দিবং ॥ ৩৪ ॥
ততোঽতিহৃষ্টঃ পরিরভ্য রামং
মূর্দ্ধান-মাঘ্রায় বিচিন্ত্য কিঞ্চিৎ ।
সর্ব্বাস্ত্রজালং সরহস্যমন্ত্রং
প্রীত্যাভিরামায় দদৌ মুনীন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রেণ সহ বনগমন-
তাড়কাবধো-নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

যথাবিধি পূজাকরিয়া সলক্ষ্মণরমানাথ রামকে প্রেরণকরুন্ (২২)। পরে এইরূপ বশিষ্ঠবাক্যশ্রবণে প্রহৃষ্টাত্মা দশরথ আত্মাকে কৃতকৃত্য মানিয়া (২৩), রাম রাম ! লক্ষ্মণ ! এইরূপ সাদরে সানুজ রামকে আহ্বান করিয়া আলিঙ্গন মস্তকাঘ্রাণে জীবনের সার্থকতা করিয়া কুশিককুমার বিশ্বামিত্রমুনির হস্তে অকাতরে সমর্পণ করিলেন (২৪)।

অনন্তর অতিহৃষ্টাত্মা প্রতাপশালী ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষি পরমশুভাশীর্ব্বাদবাক্যদ্বারা রাজাকে পরমানন্দে রাখিয়া চাপ-তূণীরবাণখড়্গধর রামলক্ষ্মণসমভিব্যাহারে কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিলে, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামকে সমাহ্বান করিয়া (২৫) (২৬), যে বিদ্যাগ্রহণমাত্রে ক্ষুৎপিপাসা জন্মাইতে পারে না, এমত দেব-নির্ম্মিত বলা আর অতিবলা-নাম্নী দুই বিদ্যা প্রদান করিয়া(২৭), গঙ্গার পরকূলবর্ত্তী বিশ্বঘাতিনী তাড়কানাম্নী নিশাচরীর আশ্রমস্থ বনগমন করিলেন। পশ্চাৎ অমিত ও সত্যপরাক্রম রামকে মুনি কহিলেন যে (২৮), এই বনমধ্যে তাড়কানাম্নী কামরূপিণী একা রাক্ষসী সমস্তলোক বাধিত করিয়া আছে ; তাহাকে অবিচারে বিনাশ করুন (২৯)। মুনি এই কহিলে, ''তথাস্তু'' বলিয়া রঘুনন্দন ধনুর্জ্যারোপণের টঙ্কারশব্দে বনমধ্যপরিপূরণনিনাদ-অসহমানা ঘোররূপিণী তাড়কা ক্রোধভরে মূর্চ্ছিতা হইয়া মেঘবৎ রামের প্রতি ধাবমানা হইল। পরে শ্রীরাম তাড়কার বক্ষঃস্থলে এক শর নিঃক্ষেপকরিয়া বনমধ্যে পতিতা ভয়ানকা নক্তঞ্চরী বারম্বার রুধির বমনকরিলে (৩০)(৩১)(৩২), সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা অতিসুন্দরী যক্ষকন্যা শাপাধীন পিশাচতা-প্রাপ্ত হইলেও শ্রীরামপ্রসাদাৎ নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত শ্রীরামচরণে প্রণামপ্রদক্ষিণাবসানে রামানুজ্ঞয়া স্বর্লোকগমন করিল (৩৩) (৩৪)। তদনন্তর পরমহৃষ্ট বিশ্বামিত্র মুনিপুঙ্গব শ্রীরামকে ক্রোড়ে আনিয়া মস্তকাঘ্রাণে সবিশেষ তৃপ্তিলাভ করিবার মানসে কিয়ৎকাল চিন্তাকরিয়া শ্রীরামকে সরহস্য সমন্ত্রক সমস্ত অস্ত্রজাল প্রদানকরিলেন (৩৫)।

এই শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বরকথোপকথনে
আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রসহায়তা ও তাড়কাবধনামে
পঞ্চম অধ্যায় উক্ত হইল ॥ ৫ ॥৫০০॥

দৃষ্ট্বাহল্যাং বেপমানাং প্রাঞ্জলিং গৌতমোঽব্রবীৎ।
দুষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুর্ব্বৃত্তে শিলায়ামাশ্রমে মম ॥২৬॥
নিরাহারা দিবারাত্রং তপঃ পরমমাস্থিতা ॥ ২৭ ॥
আতপানিলবর্ষাদিসহিষ্ণুঃ পরমেশ্বরং।
ধ্যায়ন্তী রামরামেতি মনসা হৃদি সংস্থিতং ॥ ২৮ ॥
নানাজন্তুবিহীনোঽয়মাশ্রমো-মে ভবিষ্যতি ॥ ২৯ ॥
এবং বর্ষসহস্রেষু বনেষূপবনেষু চ।
রামো-দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সানুজঃ ॥ ৩০ ॥
যদা ত্বদাশ্রমশিলাং পদাভ্যা-মাক্রমিষ্যতি।
তদৈব ধূতপাপা ত্বং রামং সংপূজ্য ভক্তিতঃ ॥৩১॥
পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তুত্বা শাপা-দ্বিমোক্ষ্যসে।
পূর্ব্ববন্মম শুশ্রূষাং করিষ্যসি যথাসুখং ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বা গৌতমঃ প্রাগাদ্ধিমবন্তং নগোত্তমং।
তদা হ্যহল্যা ভূতানা-মদৃশ্যা স্বাশ্রমে শুভে ॥ ৩৩ ॥
তব পাদরজঃস্পর্শং কাঙ্ক্ষন্তী পাপনাশনং।
আস্তেঽদ্যাপি রঘুশ্রেষ্ঠ তপো-দুষ্কর মাস্থিতা ॥৩৪॥
পাবয়স্ব মুনে-র্ভার্য্যা-মহল্যাং ব্রহ্মণঃ সুতাং ॥ ৩৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা রাঘবং হস্তে গৃহীত্বা মুনিপুঙ্গবঃ।
দর্শয়ামাস চাহল্যা-মুগ্রেণ তপসা স্থিতাং ॥ ৩৬ ॥
রামঃ শিলাং পদা স্পৃষ্ট্বা তাং-চাপশ্যৎ-তপোধনাং।
ননাম রাঘবোঽহল্যাং রামোঽহমিতি চাব্রবীৎ ॥৩৭॥
ততো-দৃষ্ট্বা রঘুশ্রেষ্ঠং পীতকৌষেয়বাসসং।
ধনুর্ব্বাণধরং রামং লক্ষ্মণেন সমন্বিতং ॥ ৩৮ ॥
স্মিতবক্ত্রং পদ্মনেত্রং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসং।
নীলমাণিক্যসঙ্কাশং দ্যোতয়ন্তং দিশো দশ ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং হর্ষবিস্ফুরিতেক্ষণা।
গৌতমস্য বচঃ স্মৃত্বা জ্ঞাত্বা নারায়ণং পরং ॥ ৪০ ॥
সংপূজ্য বিধিব-দ্রাম-মর্ঘ্যাদিভি-রনিন্দিতা।
হর্ষাশ্রুজলনেত্রান্তা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য সা ॥ ৪১ ॥
উত্থায় চ পুন-র্দৃষ্ট্বা রামং রাজীবলোচনং।

অহল্যাকে দেখিয়া কহিলেন, দুষ্টে! দুশ্চরিত্রে! আমার এই আশ্রমশিলাতে দিবারাত্র অনাহারে পরমতপস্যাচরণকরিয়া থাক (২৬) (২৭)।

শীতগ্রীষ্মবর্ষাদি সর্ব্বকাল সহ্য করিয়া কেবল হৃদিস্থিত রাম-নাম পরমেশ্বর চিন্তা করিয়া ধ্যানযোগে কালক্ষয়ে পাপক্ষয় কর আর অদ্যাবধি এই আশ্রম নানাজন্তুবিহীন হইবে (২৮) (২৯)। এইরূপে সহস্রবর্ষকাল সমতীত হইলে, বনে ও উপবনে সানুজ দাশরথি শ্রীরাম আসিয়া (৩০), যৎকালে তব আশ্রমশিলাতে পদরজ প্রদান করিবেন্, তৎকালে দুষ্কৃতিহইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভক্তিযোগসহকারে শ্রীরামের পূজনস্তবনপ্রণাম-প্রদক্ষিণাদিক্রিয়া করিলে, শাপহইতে মুক্তি পাইবে, পরে পূর্ব্ববৎ যথাসুখ মম শুশ্রূষা করিবে (৩১) (৩২), এইকথা কহিয়া গৌতম যদবধি নগাধিরাজ হিমাচলে গমনকরিয়াছেন, তদবধি অহল্যা সর্ব্ব-পাপক্ষয়কর ভবদীয় পদারবিন্দরজঃকণাস্পর্শনলালসায় স্বাশ্রমে সর্ব্বভূতের অদৃশ্য ভাবে অদ্যাপি, হে রঘুবংশাবতংস! দুষ্কর-তপোযোগাবলম্বনে আছেন (৩৩) (৩৪)। এক্ষণে তপোধন গৌতম মুনির ভার্য্যা বিশ্বস্রষ্টৃবিরিঞ্চিতনয়া অহল্যাকে অবি-লম্বে পরিত্রাণকরুন (৩৫), এই বলিয়া মুনিপুঙ্গব বিশ্বামিত্র শ্রীরামের হস্তদ্বয় অবলম্বনকরিয়া উগ্রতপোযোগে একাগ্রচিত্তা পাষাণময়ী অহল্যাশিলা দৃষ্টিকরাইলে (৩৬), শ্রীরাম সুস্নিগ্ধমূর্ত্তি সুশীতলবিমলশিলার উপরি শ্রীচরণারবিন্দবিন্যাসমাত্রে তপো-ধনা অহল্যাকে দৃষ্টিকরিয়া প্রণিপাতক্রিয়াবসানে কহিলেন, ‘‘আমি শ্রীরাম’’ (৩৭)। অনন্তর পীতবরণ কৌষেয়বসনবিরাজিত সানুজ ধনুর্ব্বাণধর ঈষদ্ধাস্য যুক্ত বদন, তাহে পদ্মপলাশবৎ লোচন, বক্ষঃস্থলবিরাজমানশ্রীবৎসপদচিহ্নিত নীলমাণিক্যবৎ রূপে দিক্‌বিদিক দেদীপ্যমান (৩৮)(৩৯), ঈদৃশ রঘুশ্রেষ্ঠ রমানাথ শ্রীরামসন্দর্শনে নয়ন পবিত্র করিয়া হর্ষবিস্ফুরিতলোচনা অহল্যা অমোঘবাক্য পতিবাক্য স্মরণকরিয়া পরমনারায়ণজ্ঞানে যথা-বিধি অর্ঘ্যাদিদ্বারা দুরারাধ্য রামের পূজাবসানে বিধৌতপাপা সজলনয়নান্তা অহল্যা দণ্ডবৎপ্রণামাভিবাদনান্তে গাত্রোত্থান

পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গা গিরা গদ্‌গদয়েড়য়ৎ ॥ ৪২ ॥

অহল্যোবাচ।

অহো কৃতার্থাস্মি জগন্নিবাস তে
পদাব্জসংলগ্নরজঃকণানহং।
স্পৃশামি যৎ পঙ্কজশঙ্করাদিভি-
র্বিমৃগ্যতে রঞ্জিতমানসৈঃ সদা ॥ ৪৩ ॥
অহো বিচিত্রং তব রাম চেষ্টিতং
মনুষ্যভাবেন বিমোহয়ন্ জগৎ।
চলস্যজস্রং চরণাদিবর্জ্জিতঃ
সম্পূর্ণ আনন্দময়োঽপি মায়িকঃ ॥ ৪৪ ॥

করিয়া পুনরায় রাজীবলোচন রাম-মুখ নিরীক্ষণে হর্ষরোমাঞ্চিত শরীরে ভক্তি গদ্‌গদ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন্। যথা—

হে মধুসূদন! তব পাদতল পরাজিত শত শত বালারুণ কিরণ নিকর পদ্মাবতী যুত পাদারবিন্দ মকরন্দ মধুর রস পানানন্দিত শত শত ষট্‌পদসেবিত পরম পবিত্র শিব বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত নানা নির্ভয় নির্জ্জরগণ শুক্রশিষ্যগণ গন্ধর্ব্বাপ্সর কিন্নর নর নাগ যক্ষ রক্ষোকুল প্রভৃতি শত সহস্র শাণ্ডিল্য কৌণ্ডিন্য মাণ্ডব্য জৈগীষব্য ধৌম্য শৌনকাদি সনক সনন্দ সনাতন কপিলাদি মনুমরীচ্যত্রি পরাশর ব্যাস বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনো অঙ্গির যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন শাকটায়ন বৃহস্পতি শঙ্খ লিখিত দক্ষ শাতাতপ বশিষ্ঠ জমদগ্নি ~~কাশ্যপ ভরদ্বাজ~~ বিশ্বামিত্র গোতমাগস্ত্য পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতাদি, চেদিরাজ বসুগণ, মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ, নারদাদি ঋষিগণ, অগ্নিস্বাত্তাদি হব্য কব্য বাহনাদি পিতৃগণ, গঙ্গা গোপতি গোমতী গণপতি গন্ধর্ব্ব গঙ্গাধর গোগণ গোতম গালব গগণ গোলোক গোবর্দ্ধন গোষ্ঠ গন্ধবহ গদাধর গয়া গম্ভীর গোদাবরী গায়ত্রী গ্রহগোপ গোকুল কুল সঙ্কুল, রব্যাদি সপ্ত বার, অমাদি পঞ্চদশ তিথি, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগ, ববাদি একাদশ করণ, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, রাশি কাল বারবেলাদি সময়, গঙ্গাদি নদী, শোণাদি নদ, তক্ষকাদি নাগ, সুমের্ব্বাদি সর্ব্ব পর্ব্বত, জলচর স্থলচর খচর চরাচর স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদর, দামোদর, ক্ষীরসাগর সুতাধর সুধারস পান চিত্তবিনোদন, কশিপু প্রভৃতি প্রবল রিপুদল দমন, দিবাকর সুত কর কিরণ বিদ্রাবণ ধ্বান্ত বিধ্বংসন ভবদীয় চরণ দর্শন হৃদয় সরোজ বিকাশন সর সজাসন বিশেষ শেষ শয়ন বিসর কমঠ বরাহ নৃসিংহ বামন ক্ষত্রকুল-সংহর পরশুরাম রাম বলরাম কৃষ্ণ কল্কীত্যাদি দশাবতার রূপধর, মমচিত্তভবন সতত বাস কর, শোক তাপ হর, তব চরণ পতিত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা বৈশেষিক বেদান্ত বেদাঙ্গ বেদ তর্কশাস্ত্র সমূহ শোভিত, রাজরাজেশ্বরী প্রভৃতি দেবীগণ শক্তিসাধ্য অসাধ্য সাধকগণ মনোভীষ্ট দায়ক, পদতলোপরি নখরস্থিত দশাংশ শত শত শারদীয় সুধাংশু সদৃশ সুসৌন্দর্য্য সমুজ্জ্বল শত শত মরকত মণিময় প্রবাল বাস বৈদূর্য্য বজ্র হীরক নানারত্ন জড়িত খচিত সুশোভিত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাঙ্কিত মণিময় সুভগ নূপুর পুরন্দরাদি জনগণ সুন্দর শ্রুতিসুখজনক সুখসারণ ত্রিলোকপাবন অশেষ পাতকীগণ নিস্তারণ, হে ভবতারণ! তদঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি নির্গত নির্ম্মল মর্ম্ম পাবক ঘর্ম্ম জল হিল্লোল সুশীতল সমুজ্জ্বল তুলসীদল গুণরাশি সুশোভিত সুচারু গুল্ফ জানু জঙ্ঘ মনোহর ঊরু কটিতট বেষ্টিত কিঙ্কিনী জাল বসন ধনুর্ব্বাণধর দ্বিভুজ আজানুলম্বিতবাহু নব, নিন্দিত নীল নীরদ নব দূর্ব্বাদল শ্যাম রাম নীলকমলোপমলোচন শ্রুতিযুগল কুণ্ডল নাসিকা তিলকাভরণ মণ্ডিত হার কেয়ূর কিরীট কটকাদ্যলঙ্কৃত কণ্ঠচ্ছদ প্রচ্ছদ বনমালা বিরাজিত ওষ্ঠাধর ধর, জিত দাড়িমদন্তপংক্তি পলায়িত তর্কপংক্তি সমুজ্জ্বল হাস্য পরিহাস্য বদন, সিতচন্দন, চর্চিত শ্রীবৎস শুভ কৌস্তুভ শোভিত বক্ষঃস্থল, তিলকাবলি ভাল বিভূষিত, কেশচয় কেশবিন্যাস হৃষীকেশ, মাধব জগন্নিবাস দিবাকর কুল চূড়ামণি ধন্যৈকধাম, গুণধাম রঘুবংশোদ্ভব দশরথ তনয়, জয়২ বীজাঙ্কুর প্ররোহ, হে জানকী জীবন, কেশিনিসূদন, যদুনন্দন, জগদনুরঞ্জন, নিত্যরঞ্জন, কলিকলুষ-নাশন, দুরন্ত কৃতান্ত বিধ্বংসন, পরম কৃপাময়, হে অনাথ নাথ! ॥ ৪২ ॥

অহল্যা আরও কহিলেন—হে জগন্নিবাস। রঞ্জিতমানস পঙ্কজ শঙ্করাদির অনিশ অন্বেষ্যমাণ আপনকার যাহা পদাব্জসংলগ্ন রজঃকণা তাহা স্পর্শ করিয়া অদ্য কৃতার্থা হইলাম (৪৩)। হে রাম! তব কি চিত্র চরিত্র, যেহেতু মানব দেহে এই অসার সংসারকে অনবরত অনন্ত মায়াজালে মোহিত করিয়া আবার চরণাদি বিহীনে কিরূপে নিরন্তর গমনাগমন করেন এবং আনন্দময়

যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রগাত্রা
ভাগীরথী ভববিরিঞ্চিমুখান্ পুনাতি ।
সাক্ষাৎ স এব মম দৃগ্বিষয়ো যদাস্তে
কিং বর্ণ্যতে মম পুরাকৃতভাগধেয়ম্ ॥ ৪৫ ॥
মর্ত্যাবতারে মনুজাকৃতিং হরিং
রামাভিধেয়ং রমণীয়দেহিনম্ ।
ধনুর্ধরং পদ্মবিশাললোচনং
ভজামি নিত্যং ন পরান্ ভজিষ্যে ॥ ৪৬ ॥
যৎপাদপঙ্কজরজঃশ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥ ৪৭ ॥
যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৪৮ ॥
সোঽয়ং পরাত্মা পুরুষঃ পুরাণ
এষঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
মায়াতনুং লোকবিমোহিনীং যো
ধত্তে পরানুগ্রহ এষ রামঃ ॥ ৪৯ ॥
অয়ং হি বিশ্বোদ্ভবসংযমানা
মেকঃ স্বমায়াগুণবিম্বিতোয়ঃ ।
বিরিঞ্চিবিষ্ণ্বীশ্বর নামভেদান্
ধত্তে স্বতন্ত্রঃ পরিপূর্ণ আত্মা ॥ ৫০ ॥
নমোঽস্তু হে রাম তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
শ্রিয়া ধৃতং বক্ষসি লালিতং প্রিয়াৎ ।
আক্রান্তমেকেন জগত্রয়ং পুরা
ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈরভিমানবর্জ্জিতৈঃ ॥ ৫১ ॥
জগতামাদিভূতস্ত্বং জগত্ত্বং জগদাশ্রয়ঃ ।
সর্ব্বভূতেষু সংসক্ত একো ভাতি ভবান্ পরঃ ॥ ৫২ ॥
ওঁকার বাচ্যস্ত্বং রাম বাচামবিষয়ঃ পুমান্ ।
বাচ্যবাচকভেদেন ভবানেব জগন্ময়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বফলসাধনভেদতঃ ।
একো বিভাসি রাম ত্বং মায়য়া বহুরূপয়া ॥ ৫৪ ॥
ত্বন্মায়ামোহিতধিয়স্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।

হইলেও পূর্ণমায়িক বলিয়া ভুবনে বিখ্যাত (৪৪)। আর পাদপদ্ম-পরাগ স্পর্শমাত্রে পবিত্রগাত্রা ত্রিপথগা ও শিব বিরিঞ্চি প্রভৃতি গীর্ব্বাণগণকে যিনি পবিত্র করিয়াছেন্ সেই সনাতন পরমেশ্বর আমার নয়নপথ গোচরের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন। আহা পূর্ব্বজন্মকৃত ভাগ্যের কথা কি বর্ণিব (৪৫) বিশেষ মর্ত্ত্যাবতারে মনুজাকৃতি ধনুর্ব্বাণধর পদ্মবিশাললোচন রমণীয় দেহ রাম নামক হরি ভিন্ন অন্য ভজিবার আর আবশ্যকতা নাই (৪৬)। আর যাহার পাদপদ্মরজ শ্রুতি অন্বেষণ করেন এবং যাহার নাভিপদ্ম হইতে কমলাসনের উদ্ভব ও যাহার নাম স্মরণে ভগবান্ ত্রিপুরারি রসিক, ঈদৃশ শ্রীরামচন্দ্রকে অনুক্ষণ চিন্তা করি (৪৭)। আর যে রাম চরিত্র নারদ প্রভৃতি শিব বিরিঞ্চি দেবগণ ব্রহ্মলোকে গান করেন্ এবং আনন্দ রস পরিপূর্ণ হেতু নয়ন বারিধারা পরিষিক্ত কুচাগ্র সীমা ব্রহ্মাণী, ঈদৃশ রামের শরণাগত হই (৪৮) এবং যিনি স্বয়ং পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ স্বরূপ অনাদি অনন্ত, তিনিই লোক বিমোহিনী মায়ামূর্ত্তি ধারণে পরানুগ্রহ বিতরণে অকাতর (৪৯)। যিনি নিজমায়া গুণাবলম্বনে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ হইয়া বিরিঞ্চি বিষ্ণু মহেশ্বর পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণে সক্ষম (৫০)। হে রাম! যে পাদপদ্ম লক্ষ্মী বক্ষঃস্থলে রাখিয়া অঙ্গভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছেন্ এবং যে পাদপদ্ম জগত্রয় আক্রমণ করিয়াছেন্ এবং অভিমান-শূন্য মুনিগণের সতত চিন্তনীয় যে পাদপদ্ম, সেই পাদপদ্মে প্রণাম হই (৫১)।

এবং তুমি জগতের আদিকারণ ও জগন্ময় জগদাশ্রয় সর্ব্বভূতে সংসক্তরূপে একমাত্রই দীপ্তি পাইতেছ অতএব আপনকার পর আর কে আছে। (৫২) হে রাম! তুমি প্রণব পদ বাচ্য এবং বাক্যের অগোচর পুরুষ এবং বাচ্য বাচক ভাব-বিশেষে ভবান্মাত্রই জগন্ময় ও কার্য্যকারণ ভাবহেতু কর্তৃত্ব ফল সাধনে সক্ষম; বহুরূপ মায়াহেতু হে রাম! একমাত্র জগতে দীপ্তি পাইতেছ (৫৩,৫৪); ভবদীয় মায়া মোহিত বুদ্ধি ব্যক্তি সমস্ত আপনাকে যথার্থভাবে না জানিয়া কেবল পরমেশ্বর

মানুষং ত্বাভিমন্যন্তে মায়িনং পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৫ ॥
আকাশবত্ত্বং সর্ব্বত্র বহিরন্তর্গতোঽমলঃ ।
অসঙ্গোঽহ্যচলোনিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সদাদ্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥
যোষিন্মূঢাহমজ্ঞাতে তত্ত্বং জানে কথং বিভো ।
তস্মাত্তে শতশোরাম নমস্কুর্য্যা মনন্যধীঃ ॥ ৫৭ ॥
দেবমে যত্র কুত্রাপি স্থিতায়া অপি সর্ব্বদা ।
ত্বৎপাদকমলে সক্তা ভক্তিরেব সদাস্তু মে ॥ ৫৮ ॥
নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ নমস্তে ভক্তবৎসল ।
নমস্তেঽস্তু হৃষীকেশ নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥৫৯॥
ভবভয়হরমেকং ভানুকোটিপ্রকাশম্,
করধৃতশরচাপং কালমেঘাবভাসম্ ।
কনকরুচিরবস্ত্রং রত্নবৎকুণ্ডলাঢ্যং,
কমলবিশদনেত্রং সানুজং রামমীড়ে ॥ ৬০ ॥
স্তুত্বৈবং পুরুষং সাক্ষাৎ রাঘবং পুরতঃ স্থিতং ।
পরিক্রম্য প্রণম্যাশু সানুজ্ঞাতা যযৌ সতী ॥৬১॥
অহল্যয়া কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ ।
স মুচ্যতেঽখিলৈঃ পাপৈঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৬২
পুত্রাদ্যর্থে পঠেদ্ভক্ত্যা রামং হৃদি নিধায় চ ।
সংবৎসরেণ লভতে বন্ধ্যায়ামপি পুত্রকম্ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি রামচন্দ্রপ্রসাদতঃ ॥ ৬৪ ॥
ব্রহ্মঘ্নোগুরুতল্পগোঽপি পুরুষঃ
স্তেয়ী সুরাপোঽপিবা,
মাতৃ-ভ্রাতৃ-বিহিংসকোপি সততং
ভোগৈকবাঞ্ছাতুরঃ ।
নিত্যং স্তোত্রমিদং জপন্ রঘুপতিং
ভক্ত্যা হৃদা সংস্মরন্
ধ্যায়ন্ মুক্তি মুপৈপতি কিং পুনরসৌ
স্বাচারযুক্তোনরঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে সসৈন্য-মারীচ-সুবাহু নিধন-
বিবরণং অহল্যাশাপবিমোচনং তৎকৃতঃ
শ্রীরামস্তোত্রকথনঞ্চ ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

মায়া গুণাবলম্বী মানব বলিয়া অভিমান্ করে কিন্তু বহিরন্তর্গত সর্ব্বত্র নির্ম্মল আকাশ-স্বরূপ ও অসঙ্গ, অচল, নিত্য, শুদ্ধঃ, বুদ্ধঃ, অথচ সদা অদ্বয় (৫৬)। অতএব যোষিৎ বিধায় মূঢ়া হেতু হে প্রভো তব তত্ত্ব কিরূপে জানিতে পারিব ? হে বিভো তব চরণে অধিনীর শতশত প্রণাম (৫৭) হে দেব! যেখানে সেখানে অবস্থিতি করিলেও যেন তব পাদপদ্মে মদীয় ভক্তি অনপায়িনী হয় (৫৮)। হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে ভক্তবৎসল হৃষীকেশ হে নারায়ণ তুভ্যং নমঃ (৫৯)। ভব ভয় হরণের একমাত্র কারন, কোটি সূর্য্য সমরূপে জাজ্বল্যমান, করে ধৃত বাণ ও ধনু, কালমেঘ সম বরণ, কল্ধৌত সুবর্ণবৎ বসন, রত্নবিশিষ্ট কুণ্ডল যুক্ত, পদ্মপত্রের ন্যায় শুক্লবর্ণ নেত্র, এই রূপ সানুজ শ্রীরামকে স্তব করি (৬০)। পুরতঃ স্থিত সাক্ষাৎ রাঘব পুরুষকে এইরূপে স্তব করিয়া প্রণাম প্রদক্ষিণাবসানে সানুজ্ঞাতা অহল্যা সতী হিমাচলস্থ গৌতম পতির পূর্ব্ববৎ সেবাকরিবার মানসে গমন করিলেন (৬১)।

যে ব্যক্তি অহল্যাকৃত শ্রীরামের স্তব ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিবেন্ তিনি যে কেবল অশেষ পাতক হইতে মুক্ত হইবেন্ এমৎ নহে পরম ব্রহ্মপদও প্রাপ্ত হইতে পারিবেন (৬২)। আর শ্রীরামকে হৃদয়ে ভাবনা করিয়া ভক্তিযোগ সহকারে বন্ধ্যা যদি পুত্রাদি নিমিত্ত এই স্তব পাঠ করেন্ তাহা হইলে সম্বৎসর মধ্যে পুত্র লাভ করিতে পারিবেন। বিশেষ শ্রীরাম প্রসাদাৎ সমস্ত কামনাই সিদ্ধি হইতে পারে(৬৩) পরন্তু ব্রহ্মঘ্ন গুরুদারগামী ব্রাহ্মণের অশীতি রত্তিকা সুবর্ণ চৌর্য্যকারী সুরাপানে রত মাতৃ ভ্রাতৃ বিহিংসক ও সতত ভোগ বাঞ্ছাতুর ইহারাও যদি রঘুপতি রামকে ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ বা চিন্তা করিয়া প্রতি দিবস স্তোত্র পাঠ করে, অন্তে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্তি হইতে পারে ; সদাচার নরের কথা কি কহিবো (৬৩)।

এই শ্রীঅধ্যাত্ম রামায়ণে উমা মহেশ্বর কথোপকথনে
আদিকাণ্ডে সসৈন্য মারীচ সুবাহু নিধন বিবরণ
অহল্যার শাপমোচন এবং অহল্যাকৃত
শ্রীরামের স্তব কথন ষষ্ঠ অধ্যায়
উক্ত হইল ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিশ্বামিত্রোঽপি তং প্রাহ রাঘবং সহলক্ষ্মণং।
গচ্ছামো বৎস মিথিলাং জনকেনাভিপালিতাম্ ॥ ১
দৃষ্ট্বা ক্রতুবরং পশ্চাদযোধ্যাং গন্তুমর্হসি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ গঙ্গা মুত্তীর্য্য সহরাঘবঃ ॥ ২ ॥
বিদেহস্য পুরং প্রাতর্ঋষিরাজঃ সমাবিশৎ।
প্রাপ্তং কৌশিক মাকর্ণ্য জনকোঽপি মুদান্বিতঃ ॥৩॥
পূজাদ্রব্যাণি সংগৃহ্য সোপাধ্যায়ঃ সমাযযৌ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাথ পূজয়ামাস কৌশিকম্ ॥ ৪ ॥
পপ্রচ্ছ রাঘবৌ দৃষ্ট্বা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতৌ।
দ্যোতয়ন্তৌ দিশঃ সর্ব্বাশ্চন্দ্রসূর্য্যাবিবাপরৌ ॥ ৫ ॥
কস্যৈতৌ নরশার্দূলৌ পুত্রৌ দেবসুতোপমৌ।
মনঃপ্রীতিকরৌ মে হদ্য নরনারায়ণাবিব ॥ ৬ ॥
প্রত্যুবাচ মুনিঃ প্রীতোহর্ষয়ন্ জনকং তদা।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ ॥ ৭ ॥
মখরক্ষণার্থায় ময়ানীতৌ পিতুঃ পুরাৎ।
আগচ্ছন্ রাঘবোমার্গে তাড়কাং বিশ্বঘাতিনীম্ ॥৮॥
শরেণৈকেন হতবাংশ্চোদিতো মিতবিক্রমঃ।
ততো মমাশ্রমং গত্বা মম যজ্ঞবিহিংসকান্ ॥ ৯ ॥
সুবাহুপ্রমুখান্ হত্বা মারীচং সাগরে ক্ষিপৎ।
ততো গঙ্গাতটে পুণ্যে গৌতমস্যাশ্রমে শুভে ॥১০॥
দৃষ্টাহহল্যা নমস্কৃত্য তয়া সম্যক্ প্রপূজিতঃ।
পাদাম্বুজরজঃস্পর্শাৎ সাপি শাপাদ্বিমোচিতা ॥১১॥

অনন্তর বিশ্বামিত্রঋষি সলক্ষ্মণ রাঘবকে কহিয়াছিলেন বৎস জনকপালিতা মিথিলা রাজধানী গমন করিয়া তত্রস্থ মহাযজ্ঞ দর্শনান্তে অযোধ্যাপুরী গমন করিবেন এই পরামর্শ করিয়া সরাঘব ঋষিরাট্ গঙ্গার পরকূলবর্ত্তি বিদেহপুর প্রাতঃকালে প্রবেশ করিলেন্ পরে জনক রাজা দূতমুখাৎ রাজ্যে কৌশিক-মহাশয়ের শুভাগমন বার্ত্তাশ্রবণ হর্ষে নিজপুরোহিত শ্রীযুক্ত-শতানন্দ সোপাধ্যায় সমভিব্যাহারে ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষির যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া রাজর্ষি জনক কৌশিক মহাশয়ের নিকট বালকদ্বয়ের পরিচয়লাভে সম্যক্ যত্নবান্ হইয়া কি আশ্চর্য্য সর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত রূপে দিক্ বিদিক্ দেদীপ্যমান্ দেবসুতোপম যেন সাক্ষাৎ নরনারায়ণ বা অশ্বিনীকুমার কিম্বা দ্বিতীয় চন্দ্রসূর্য্য এই দুই বালক দেখিয়া অদ্য আমার সাতিশয় মনঃপ্রীতি হইয়াছে ভগবান কোন মহাত্মার এই নরশার্দূল দুই পুত্র? এইকথা জনক বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎকালে প্রহৃষ্ট বিশ্বামিত্র জনক রাজর্ষিকে প্রত্যুত্তর প্রদানে সাহসী হইলেন। মহারাজ এই পুত্রদ্বয় অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের, রামলক্ষ্মণ নামক দুই ভাই, ঋষিদিগের যজ্ঞ রক্ষণার্থ আমাকর্ত্তৃক আনীত হইয়া অমিতবিক্রম শ্রীরাম পথিস্থিতা বিশ্বঘাতিনী তাড়কানাম্নী নিশাচরী বধানন্তর সিদ্ধাশ্রমপদ প্রাপ্তে যজ্ঞবিহিংসক সসৈন্য সুবাহু প্রভৃতি ঘোরতর নিশাচর নিধনান্তে একবাণে মারীচকে সাগরপারে নিঃক্ষেপ করিয়াছেন পরে সুরধুনীতীরসমীপবর্ত্তি অতি পুণ্যদ গৌতমাশ্রমে আসিয়া কৃতাপরাধিকা অহল্যাকে পাদাম্বুজ রজঃস্পর্শ দানে শাপ হইতে সদ্গতি প্রদান করিয়াছেন। ১১।

ইদানীং দ্রষ্টুকামস্তে গৃহে মাহেশ্বরং ধনুঃ।
পূজিতং রাজভিঃ সর্ব্বৈদ্রষ্টুমিত্যনুশুশ্রুমঃ॥১২॥
অতো দর্শয় রাজেন্দ্র শৈবং চাপমনুত্তমং।
দৃষ্ট্বাযোধ্যাং জিগমিষুঃ পিতরং দ্রষ্টুমিচ্ছতি॥১৩॥
ইত্যুক্তো মুনিনা রাজা পূজার্হৌ বহ্বপূজয়ৎ।
পূজয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা॥ ১৪ ॥
ততঃ সংপ্রেষয়ামাস মন্ত্রিণং বুদ্ধিমত্তরং।
শীঘ্রমানয় বিশ্বেশচাপং রামায় দর্শয়॥ ১৫ ॥
ততো গতে মন্ত্রিবরে রাজা কৌশিকমব্রবীৎ।
যদি রামো ধনুর্ধৃত্বা কোট্যামারোপয়েদ্‌গুণম্‌॥১৬॥
তদা মমাত্মজা সীতা দীয়তে রাঘবায় হি।
তথেতি কৌশিকঃ প্রাহ রামমুদ্বীক্ষ্য সস্মিতম্‌॥১৭॥
শীঘ্রং দর্শয় চাপাগ্র্যং রামায়ামিততেজসে।
এবং বদতি মৌনীশে আগতাশ্চাপবাহকাঃ॥১৮॥

চাপং গৃহীত্বা বলিনঃ পঞ্চসাহস্রসংখ্যকাঃ।
ঘণ্টাশতসমাযুক্তং স্বর্ণপট্টৈর্ব্বিভূষিতম্‌॥ ১৯ ॥
দর্শয়ামাস রামায় মন্ত্রী মন্ত্রবিদাংবরঃ।
দৃষ্ট্বা রামঃ প্রহৃষ্টাত্মা বদ্ধা পরিকরং দৃঢ়ম্‌॥২০॥
গৃহীত্বা বামহস্তেন লীলয়া তোলয়দ্ধনুঃ।
আরোপয়ামাস গুণং পশ্যৎস্বখিলরাজসু॥ ২১ ॥
ঈষদাকর্ষয়ামাস পাণিনা দক্ষিণেন সঃ।
বভঞ্জাখিলহৃৎসারো দিশঃ শব্দেন পূরয়ন্‌॥২২॥
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব স্বর্গংমর্ত্তং রসাতলম্‌।
তদদ্ভুতমভূত্তত্র দেবানাং দিবি পশ্যতাম্‌॥ ২৩ ॥
আচ্ছাদয়ন্তঃ কুসুমৈর্দেবাস্তুতিভিরীড়িরে।
দেবদুন্দুভয়োনেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ॥ ২৪ ॥
দ্বিধাভগ্নং ধনুর্দৃষ্ট্বা রাজালিঙ্গ্য রঘূদ্বহম্‌।
বিস্ময়ং লেভিরে সন্তোমাতরোঽন্তঃপুরাজিরে॥২৫॥

হে রাজেন্দ্র! রাম নিখিল রাজগণপূজিত মাহেশ্বর-ধনু-দর্শন মানসায় এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন (১২)। অতএব এক্ষণে অনুত্তম হরধনু প্রদর্শন করুন। রাম লক্ষ্মণ হরকোদণ্ড দর্শন করিয়া অযোধ্যা যাইতে বাসনা করিতেছেন, কারণ বহু দিবস হইল ইহাঁরা পিতাকে দর্শন করেন নাই (১৩)। এই মুনিবাক্যের পর্য্যবসানে বিবিধ পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ জনক রাজা বিধিদৃষ্ট কর্ম্ম দ্বারা পূজার্হদ্বয় রঘুনন্দনের পূজা করিয়া (১৪) রাম লক্ষ্মণের অবলোকনার্থ বিশ্বেশশরাসন আনিবার জন্য শীঘ্র বুদ্ধিমত্তর মন্ত্রিকে প্রেরণ করিলেন (১৫)।

তদনন্তর হরকোদণ্ড আনয়ন করিবার জন্য মন্ত্রিবর অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলে পর রাজা কৌশিকমহাশয়কে কহিলেন, যদি রাম ধনু ধারণ করিয়া প্রান্তভাগে জ্যারোপণ করিতে সমর্থ হন (১৬) তাহা হইলে রাঘবকে মদীয়াত্মজা সীতা সম্প্রদান করিব। তথাস্তবলিয়া ঈষদ্ধাস্যযুক্ত রামমুখ নিরীক্ষণ করত কৌশিক কহিলেন (১৭) অমিতবিক্রম শ্রীরামকে সত্বর শিবধনু দর্শন করাও। এই বলিয়া মুনি মৌনভাবাবলম্বনে অবস্থিতি করিলে (১৮) মহাবলপরাক্রান্ত পঞ্চ সহস্র সংখ্যক বাহক শতঘণ্টাযোজিত এবং সুবর্ণপট্টবিভূষিত (১৯) কোদণ্ড লইয়া সমাগত হইলে মন্ত্রবিদ্বর মন্ত্রী অসীমতেজা রামের নয়নগোচর করাইলে উক্ত কোদণ্ড দর্শনে প্রহৃষ্টাত্মা রাম গাত্রীয় কবজাদি পরিকর দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া (২০) অবলীলাক্রমে বামহস্তে পূর্ব্বোক্ত গুরুতর সত্বসম্পন্ন ধূর্জ্জটীধনু উত্তোলন করিলেন; সেই আশ্চর্য্য দর্শনে সমস্ত রাজগণের দৃষ্টি সমভাবে স্থির হইলে (২১) দক্ষিণ হস্তদ্বারা ঈষৎ আকর্ষণপূর্ব্বক জ্যারোপণ করিলেন অমনি নিখিলহৃৎসার শ্রীরাম কর্ত্তৃক ধনুর্দ্বিধা ভগ্ন হইল (২২); তৎকালে ধনুর শব্দে দিক বিদিক ও স্বর্গমর্ত্তরসাতল পরিপূর্ণ হইল, এবং ত্রিদিবস্থ দর্শনকারী দেবতাদিগের উহাতে আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল (২৩)।

সুরগণ শ্রীরামের উপর পুষ্প-বৃষ্টি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন এবং দেব দুন্দুভি বাদ্য সহকারে অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে নিযুক্ত হইল (২৪)। পরে রাজর্ষি জনক হর কোদণ্ড দ্বিধা ভগ্ন দেখিয়া রঘুকুলোদ্বহ শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং পণ্ডিতগণ ও অন্তঃপুরস্থিত রাজমহিষীগণ পরম বিস্ময় লাভ করিলেন (২৫)। তদনন্তর ঈষদ্ধাস্যবদনা স্বর্ণ

সীতা স্বর্ণময়ীং মালাং গৃহীত্বা দক্ষিণে করে।
স্মিতবক্ত্রা স্বর্ণবর্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ২৬ ॥
মুক্তাহারৈঃ কর্ণপত্রৈঃ কণচ্চলিতনূপুরা।
দুকূলপরিসম্বীতা বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনী ॥ ২৭ ॥
রামস্যোপরি নিক্ষিপ্য স্ময়মানা মুদং যযৌ।
ততোমুমুদিরে সর্ব্বে রাজদারাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥২৮॥
গবাক্ষজালরন্ধ্রেভ্যোদৃষ্ট্বা লোকবিমোহিনীম্।
ততোহব্রবীন্মুনিং রাজা পত্রং প্রেষয় সত্বরং ॥২৯॥
রাজা দশরথঃ শীঘ্রমাগচ্ছতু সপুত্রকঃ।
বিবাহার্থং কুমারাণাং সদারঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥৩০॥
তথেতি প্রেষয়ামাস দূতাংস্ত্বরিতবিক্রমান্।
তে গত্বা নরশার্দূলং রামশ্রেয়োন্যবেদয়ন্ ॥ ৩১ ॥
শ্রুত্বা রামকৃতং রাজা হর্ষেণ মহতাপ্লুতঃ।
মিথিলাগমনার্থায় ত্বরয়ামাস মন্ত্রিণম্ ॥ ৩২ ॥
গচ্ছন্তু মিথিলাং সর্ব্বে গজাশ্বরথপত্তয়ঃ।
রথমানয় মে শীঘ্রং গচ্ছাম্যদ্যৈব মাচিরং ॥ ৩৩ ॥
বশিষ্ঠস্ত্বগ্রতোযাতু সদারঃ সহিতোঽগ্নিভিঃ।
রামমাতরমাদায় মুনির্মে ভগবান্ গুরুঃ ॥ ৩৪ ॥
এবং প্রস্থাপ্য সকলং রাজর্ষির্বিপুলং রথং।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমারুহ্য ত্বরিতোযযৌ ॥ ৩৫ ॥
আগতং রাঘবং শ্রুত্বা রাজা হর্ষসমাকুলঃ।
প্রত্যুজ্জগাম জনকঃ শতানন্দপুরোধসা ॥ ৩৬ ॥
যথোক্তং পূজয়া পূজ্যং পূজয়ামাস সৎকৃতং।
রামস্তু লক্ষ্মণেনাশু ববন্দে চরণৌ পিতুঃ ॥ ৩৭ ॥
ততোহৃষ্টোদশরথো রামং বচনমব্রবীৎ।
দিষ্ট্যা পশ্যামি তে রাম মুখং ফুল্লাম্বুজোপমং ॥৩৮॥
মুনেরনুগ্রহাৎ সর্ব্বং সম্পন্নং মম শোভনং ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বাঘ্রায় মূর্দ্ধানমালিঙ্গ্য চ পুনঃ পুনঃ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো ব্রহ্মানন্দং গতো যথা ॥ ৪০ ॥

বর্ণা সর্ব্বাভরণভূষিতা (২৬) মুক্তাহারে উজ্জ্বলিতকণ্ঠী, কর্ণপত্রস্থশোভনা, শব্দায়মানচলিতনূপুরা, ক্ষৌমবস্ত্রপরীধানা, বস্ত্রমধ্য হইতে প্রকাশিতস্তনী (২৭) সীতা দক্ষিণ হস্তে স্বর্ণময়ী মালা গ্রহণ করিয়া শ্রীরামের উপর নিঃক্ষেপ করত লজ্জিতা ও আনন্দিতা হইলেন। স্বলঙ্কৃতা রাজমহিষীরা (২৮) গবাক্ষজালরন্ধ্র হইতে লোকবিমোহিনী সীতাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। পরে রাজর্ষি জনক বিশ্বামিত্র ঋষিকে কহিলেন (২৯), কুমারদিগের বিবাহার্থ সদার সামাত্য সপুত্রক রাজা দশরথের মদীয় ভবনে শীঘ্র শুভাগমন জন্য মহাশয় অযোধ্যা রাজধানীতে অবিলম্বে পত্র প্রেরণ করুন (৩০)।

অনন্তর মহামতি বিশ্বামিত্র তথাস্তু বলিয়া কতকগুলি ত্বরিতবিক্রম দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ কোশলাধিপতির নিকট উপস্থিত হইয়া রামের মঙ্গল নিবেদন করিল (৩১)। রাজা দশরথ শ্রীরামকৃত পূর্ব্বাপর তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া মিথিলা গমন জন্য মন্ত্রীকে সত্বর হইতে আদেশ করিলেন (৩২)। কহিলেন, গজ, অশ্ব, রথ ও পত্তি সমস্ত মিথিলা গমন করুক। শীঘ্র আমার রথ আনয়ন কর; অদ্যই গমন করিব; বিলম্বে প্রয়োজন নাই (৩৩)। গুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনি অগ্নিচতুষ্টয় ও রামমাতাকে লইয়া সস্ত্রীক সর্ব্বাগ্রে যাত্রা করুন (৩৪)।

রাজর্ষি এইরূপে সকলকে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বৃহৎরথে আরোহণপূর্ব্বক মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন (৩৫)।

অনন্তর, রাজা দশরথ আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, হর্ষ সমাকুল জনক রাজা শতানন্দ পুরোহিত সহ অগ্রবর্ত্তী হইয়া (৩৬) যথাযোগ্য বিধানে মাননীয় রাজার সম্মান রক্ষা করিলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে পিতৃচরণে অভিবাদন করিলেন (৩৭)। তদনন্তর প্রহৃষ্টাত্মা দশরথ শ্রীরামকে কহিলেন, রাম আমার ভাগ্য বশতঃ তোমার প্রফুল্ল কমলোপম মুখ দর্শন করিলাম (৩৮) সে সমস্তই বিশ্বামিত্র মুনির অনুগ্রহ বশতঃ সুসম্পন্ন হইয়াছে (৩৯)। এই বলিয়া মস্তকাঘ্রাণে পুনঃ পুনঃ ক্রোড়ে লইয়া যেন ব্রহ্মানন্দে পরমানন্দিত হইলেন (৪০)। পরে জনক রাজ কর্ত্তৃক আবাসে

তততো জনকরাজেন মন্দিরে সংনিবেশিতঃ।
শোভনে সর্ব্বভোগাঢ্যে সদারঃ সংস্থিতঃ সুখী॥৪১॥
ততঃ শুভে দিনে লগ্নে সুমুহূর্ত্তে রঘূত্তমং।
আনয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞঃ সভ্রাতৃপিতৃকং তথা॥ ৪২॥
রত্নস্তম্ভে সুবিস্তারে সুবিতানে সুতোরণে।
মণ্ডপে সর্ব্বভোগাঢ্যে মুক্তাপুষ্পফলান্বিতে॥৪৩॥
বেদবিদ্ভিঃ সুসংবাসে ব্রাহ্মণৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ।
সুবাসিনীভিঃ পরিতো নিষ্ককণ্ঠীভিরাবৃতে॥ ৪৪॥
ভেরীদুন্দুভিনির্ঘোষে নৃত্যগীতসমাকুলে।
দিব্যরত্নাঞ্চিতে স্বর্ণপীঠে রামং ন্যবেশয়ৎ॥ ৪৫॥
বশিষ্ঠং কৌশিকঞ্চৈব শতানন্দপুরোহিতঃ।
যথাক্রমং পূজয়িত্বা রামস্যোভয়পার্শ্বয়োঃ॥ ৪৬॥
স্থাপয়িত্বা স তত্রাগ্নিং জ্বালয়িত্বা যথাবিধি।
সীতামানীয় শোভাঢ্যাং নানারত্নবিভূষিতাং॥৪৭॥

সভার্য্যোজনকঃ প্রাদাৎ রামং রাজীবলোচনম্।
পাদৌ প্রক্ষাল্য বিধিবদপোমূর্দ্ধ্ন্যধারয়ৎ॥ ৪৮॥
যা ধৃতামূর্দ্ধ্নি সর্ব্বেণ ব্রহ্মণা মুনিভিঃ সদা॥ ৪৯॥
ততঃ সীতাং করে ধৃত্বা সাক্ষতোদকপূর্ব্বকম্।
রামায় প্রদদৌ প্রীত্যা পাণিগ্রহবিধানতঃ॥ ৫০॥
সীতা কমলপত্রাক্ষী স্বর্ণমুক্তাবিভূষিতা।
দীয়তে মেসুতা তুভ্যং প্রীতোভব রঘূত্তম॥ ৫১॥
ইতি প্রীতেন মনসা সীতাং রামকরেঽর্পয়ৎ।
মুমোদ জনকো লক্ষ্মীং ক্ষীরাব্ধিরিব বিষ্ণবে॥৫২॥
উর্ম্মিলাঞ্চৌরসীং কন্যাং লক্ষ্মণায় তদা দদৌ।
তথৈব শ্রুতকীর্ত্তিঞ্চ মাণ্ডবীং ভ্রাতৃকন্যকাম্।
ভরতায় দদাবেকাং শত্রুঘ্নায়াপরাং দদৌ॥ ৫৩॥
চত্বারোদারসম্পন্না ভ্রাতরঃ শুভলক্ষণাঃ।
বিরেজুঃ প্রভয়া সর্ব্বে লোকপালাইবাপরে॥ ৫৪॥

...বেশিত সদার সপুত্র দশরথ সুশোভনীয় সর্ব্বভোগাঢ্য রাজ-...ন্দিরে সংস্থিত হইয়া সুখী হইলেন (৪১)। পশ্চাৎ শুভদিনে ...বাহিক লগ্ন মুহূর্ত্তে ধর্ম্মজ্ঞ জনক রাজা সভ্রাতৃপিতৃক রঘূত্তম ...রামকে আবাসস্থান হইতে আনিয়া (৪২) বৃহৎ রত্নস্তম্ভ-...ক্ত তোরণ চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত ছায়ামণ্ডপে মুক্তাপুষ্পফলান্বিত (৪৩) ...র্ব্বভোগাঢ্যস্থানে সুবর্ণভূষিত বেদবিদ্ব্রাহ্মণগণবেষ্টিত নিষ্ককণ্ঠী-...বাসিনী-প্রমদা-বিরাজিত (৪৪) ভেরী দুন্দুভি বাদ্যশব্দে নৃত্য...ত সমাকুল উত্তম রত্ন পূজিত সুবর্ণ পীঠোপরি উপবেশন করা-...লেন (৪৫)। পরে শতানন্দ পুরোহিত জনকরাজা শ্রীরামের উভয় ...র্শ্বস্থিত বশিষ্ঠ আর কৌশিককে ক্রমাণ্বয়ে পূজা করিয়া (৪৬) ...বিধি প্রজ্বলিত বহ্নি স্থাপনান্তে নানারত্ন বিভূষিতা শোভাঢ্যা ...তাকে ছায়ামণ্ডপে আনিয়া (৪৭)।

সভার্য্য জনক রাজীবলোচন রামের যথাবিধি পাদ প্রক্ষালন করাইয়া, শিব বিরিঞ্চি মুনিগণ যে চরণামৃত মস্তকে ধা... করেন, সেই চরণামৃত নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন (৪৮। ৪৯) পরে পাণি গ্রহণ বিধানে সীতাকে করে ধরিয়া মনঃ প্রীতি সহকারে সাক্ষত উদকদানপূর্ব্বক শ্রীরামকে সম্প্রদান করিয়া কহিলেন (৫০) স্বর্ণমুক্তাবিভূষিতা কমলপত্রাক্ষী মদীয় সুতা সীতা তোমায় প্রদান করিলাম, হে রঘূত্তম! তুমি সন্তুষ্ট হও; (৫১) এই বলিয়া তৃপ্ত-মনা জনক রামকরে সীতা সমর্পণ করিয়া, ক্ষীর সাগর বিষ্ণুকে লক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া যদ্রূপ হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তৃপ্তি লাভ করি-লেন। (৫২) পশ্চাৎ লক্ষ্মণকে উর্ম্মিলা নাম্নী ঔরসী কন্যা সম্প্রদান করিলেন; তৎপর ভরতকে শ্রুতকীর্ত্তি, আর শত্রুঘ্নকে মাণ্ডবী নাম্নী ভ্রাতৃকন্যা প্রদান করিলেন, (৫৩) এই রূপ শুভলক্ষণাক্রান্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয় দারসম্পন্ন হইলে দ্বিতীয় লোকপালসম উজ্জ্বলতায় বিরা-জিত হইলেন। (৫৪) অনন্তর মিথিলাধিপতি বশিষ্ঠ এবং বিশ্বা-

ততোঽব্রবীদ্বশিষ্ঠায় বিশ্বামিত্রায় মৈথিলঃ।
স্বসুতায়া যথোদন্তং নারদেনাভিভাষিতম্॥ ৫৫॥
যজ্ঞভূমিবিশুদ্ধ্যর্থং কৃষ্যতোলাঙ্গলস্য মে।
সীরখাতসমুৎপন্না কন্যকা শুভলক্ষণা॥ ৫৬॥
তামেবৈক্ষমহং প্রীত্যা পুত্রিকাভাবভাবিতা।
অর্পিতা প্রিয়ভার্য্যায়ৈ শরচ্চন্দ্রনিভাননা॥ ৫৭॥
একদা নারদোপ্যাগাৎ বিবিক্তে ময়ি সংস্থিতে।
রণয়ন্মহতীং বীণাং গায়ন্নারায়ণং বিভুম্॥ ৫৮॥
পূজিতঃ সুখমাসীনো মামুবাচ মুদান্বিতঃ॥ ৫৯॥
নারদ উবাচ॥ ৬০॥
শৃণুষ্ব বচনং গুহ্যং তবাভ্যুদয়কারণং।
পরমাত্মা হৃষীকেশো ভক্তানুগ্রহকাম্যয়া॥ ৬১॥
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং রাবণস্য বধায়চ।
জাতোরাম ইতিখ্যাতো মায়ামানুষরূপধৃক্॥ ৬২॥
আস্তে দাশরথির্ভূত্বা চতুর্দ্ধা পরমেশ্বরঃ।
যোগমায়াপি সীতেতিজাতা বৈ তব বেশ্মনি॥৬৩॥
অতস্ত্বং রাঘবায়ৈব দেহি সীতাং প্রযত্নতঃ।
নান্যেভ্যঃ পূর্ব্বভার্য্যৈষা রামস্য পরমাত্মনঃ॥ ৬৪॥
ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ দেবগতিং দেবমুনিস্তদা।
তদারভ্য ময়া সীতা বিষ্ণোর্লক্ষ্মীতি ভাব্যতে॥ ৬৫॥
কথং ময়া রাঘবায় জানকী দীয়তে শুভা।
ইতিচিন্তাসমাবিষ্টঃ কার্য্যমেকমচিন্তয়ম্॥ ৬৬॥
মৎপিতামহগেহেষু ন্যাসভূতমিদং ধনুঃ।
ঈশ্বরেণ পুরা ক্ষিপ্তং পুরদাহাদনন্তরম্॥ ৬৭॥
ধনুরেতৎ প[illegible] কার্য্যমিতি চিন্ত্য তথাকৃতম্।
সীতাপাণিগ্রহার্থায় সর্ব্বেষাং মাননাশনং॥ ৬৮॥
ত্বৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ রামো রাজীবলোচনঃ।
আনীতোঽত্রধনুর্দ্রষ্টুং ফলিতোমে মনোরথঃ॥৬৯॥

মিত্রকে নারদকথিত স্বসুতা সীতার বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন; (৫৫) যজ্ঞভূমি শোধন করিবার জন্য আমি লাঙ্গলকর্ষণ করিতেছিলাম; ঐ সময় সীরাখাত হইতে শুভলক্ষণা কন্যা উৎথিত হইল; (৫৬) আমি শরচ্চন্দ্রনিভাননা কন্যাকে পুত্রিকাভাবে গ্রহণ করিয়া প্রীতি সহকারে প্রিয় মহিষীকে অর্পণ করিলাম। (৫৭) অনন্তর একদা একাকী উপবেশন করিয়া আছি এমন সময় নারদ মহতী বীণাবাদনপূর্ব্বক বিভু নারায়ণের গুণগান করিতে করিতে আগমন করিলেন; (৫৮) আমি তাঁহার পূজা করিলাম। তিনি আসনে উপবেশনপূর্ব্বক শ্রান্তি দূর করত তুষ্ট হইয়া আমাকে কহিলেন, (৫৯। ৬০) আমি তোমার মঙ্গলের জন্য এক গোপনীয় কথা কহিতেছি শ্রবণ কর; পরমাত্মা হৃষীকেশ ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ, (৬১) দেবকার্য্য সাধন ও রাবণ বধ করিবার জন্য মায়ামানুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিয়া রামনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (৬২) পরমেশ্বর চারি অংশে দশরথের চারি পুত্র হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন। আর যোগমায়া সীতা নামে তোমার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (৬৩) অতএব তুমি যত্ন করিয়া রাঘবকেই সীতা সম্প্রদান করিবে, অন্য কাহাকেও দান করিবে না; কারণ ইনি পরমাত্মা রামের পূর্ব্বভার্য্যা। (৬৪) এই কথা বলিয়া দেবমুনি আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি আমি সীতাকে বিষ্ণুর লক্ষ্মী মনে করিয়া আসিতেছি। (৬৫) রামকে কি প্রকারে শুভলক্ষণা সীতা সম্প্রদান করিব এই বিষয়ে বহু চিন্তা করিয়া এক কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলাম। (৬৬) পূর্ব্বকালে পুরদাহের পর মহাদেব আমার পিতামহের নিকট ন্যাস স্বরূপ এই ধনু রক্ষা করিয়া যান। (৬৭) সীতার বিবাহের জন্য এই ধনু পণ রাখিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহাই করিয়াছিলাম; ইহাতে সকল রাজার মান হানি হইয়াছে। (৬৮) হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রসন্ন হইয়া ধনুর্দর্শন করিবার জন্য রাজীবলোচন রামকে এইস্থানে আনয়ন করিলেন; আমার মনোরথ সফল হইল। (৬৯) রাম! আজ

অদ্য মে সফলং জন্ম রাম ত্বাং সীতয়া সহ।
একাসনস্থং পশ্যামি ভ্রাজমানং রবিং যথা ॥ ৭০ ॥
ত্বৎপাদাম্বুধরো ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রপ্রবর্ত্তকঃ।
বলিস্ত্বৎপাদসলিলং ধৃত্বাভূদ্দিতিজাধিপঃ ॥ ৭১ ॥
ত্বৎপাদপাংশুসংস্পর্শাদহল্যা ভর্ত্তৃশাপতঃ।
সদ্যএব বিনির্মুক্তা কোঽন্যস্ত্বত্তোঽধিরক্ষিতা ॥৭২॥
তৎপাদপঙ্কজপরাগসরাগিযোগি-
বৃন্দৈর্জিতং ভবভয়ং জিতকালচক্রৈঃ।
যন্নামকীর্ত্তনপরাজিতদুঃখশোকা
দেবাস্তমেব শরণং সততং প্রপদ্যে ॥ ৭৩ ॥
ইতি স্তুত্বা নৃপঃপ্রাদাৎ রাঘবায় মহাত্মনে।
দাসাদীনাং কোটিশতং রথানামযুতং তথা ॥৭৪॥
অশ্বানাং নিযুতং প্রাদাদ্গজানাময়ুতং তথা।
পত্তীনাং লক্ষমেকঞ্চ দাসীনাং ত্রিশতং দদৌ ॥৭৫॥
দিব্যাম্বরাণি হারাংশ্চ মুক্তারত্নময়োজ্বলান্।
সীতায়ৈ জনকঃ প্রাদাৎ প্রীত্যা দুহিতৃবৎসলঃ ॥৭৬॥

আমার জন্ম সফল হইল; আমি সীতার সহিত তোমাকে একাসনে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে দর্শন করিলাম (৭০)।

ভবদায় শ্রীচরণামৃত ধারণ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টিচক্রের প্রবর্ত্তক এবং বলিরাজা দনুজাধিপ হইয়াছেন। (৭১) তোমার শ্রীচরণারবিন্দ-রেণু সম্পর্কে অহল্যা অনায়াসে পতিশাপ হইতে মুক্তি পাইয়াছেন; অতএব তোমা ভিন্ন আর কে রক্ষা কর্ত্তা আছে? (৭২) ভবদায় পাদপদ্মে সবিশেষ মনোযোগি যোগিগণ কালচক্র জয় করিয়া সমস্ত ভবভয় পরাজয় করিয়াছেন্। আর তোমার পরম পবিত্র নামগুণ কীর্ত্তনে দেবগণের সমস্ত দুঃখ ও শোক দূর হয়। অতএব তোমার পাদপদ্মেই সতত শরণাগত হই। (৭৩) জনক রাজা এই বলিয়া মহাত্মা রাঘবকে শত কোটি দাস ও অযুত সংখ্যক রথ, (৭৪) নিযুত অশ্ব, অযুত মাতঙ্গ, একলক্ষ পদাতি, ও ত্রিশত সংখ্যক দাসী প্রদান করিয়া (৭৫) দুহিতৃবাৎসল্যপরায়ণ জনক দিব্য বসন ও মুক্তা রত্ন ময়োজ্জ্বল হার সীতাকে দান করিলেন (৭৬) পরে বশিষ্ঠাদির

বশিষ্ঠাদীন্ সুসংপূজ্য ভরতং লক্ষ্মণং তথা।
পূজয়িত্বা যথা ন্যায়ং তথা দশরথং নৃপম্ ॥ ৭৭ ॥
প্রস্থাপয়ামাস নৃপো রাজানং রঘুসত্তমম্।
সীতামালিঙ্গ্য রুদতীং মাতরঃ সাশ্রুলোচনাঃ ॥৭৮॥
অব্রুবন্ গদ্গদং ধীরামৃজন্ত্যো দুহিতুর্মুখম্।
শ্বশ্রূশুশ্রূষণরতা নিত্যং রামমনুব্রতা ॥ ৭৯ ॥
পাতিব্রত্যমুপালম্ব্য তিষ্ঠ বৎসে যথা সুখম্ ॥৮০॥
প্রয়াণকালে রঘুনন্দনস্য
ভেরীমৃদঙ্গানকতূর্য্যঘোষঃ।
স্বর্ব্বাসিভেরীঘনতূর্য্যশব্দ-
সংমূর্চ্ছিতো ভূতভয়ঙ্করোঽভূৎ ॥ ৮১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গ রামাদীনাং বিবাহো
নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

ও ভরত লক্ষ্মণ প্রভৃতির এবং রাজা দশরথের যথাবিধি যথাক্রমে পূজা করিয়া (৭৭) জনক রাজা রঘুকুলতিলক শ্রীরামকে অযোধ্যা ভবন প্রস্থান করাইলেন। অন্তঃপুরবাসিনী জননীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে রোরুদ্যমানা সীতাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মুখ মুছাইয়া দিয়া গদ্গদ স্বরে ধীর ভাবে কহিলেন, বৎসে! শ্বশ্রূর শুশ্রূষণে পরায়ণা হইবে। আর নিত্য শ্রীরামের অনুগত থাকিয়া পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বনে কালক্ষয় করিবে। (৭৮। ৭৯। ৮০)

রঘুনন্দনের অযোধ্যাপুরী যাত্রাকালীন ভেরী, মৃদঙ্গ, আনক, তূর্য্য প্রভৃতির শব্দ দেবতাদিগের ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যরবে সংমূর্চ্ছিত হইয়া ভূতগণের অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। (৮১)

এই শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে
আদিকাণ্ডে হরধনুর্ভঙ্গে রামাদির বিবাহ
নাম সপ্তম অধ্যায় ॥ ০ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ গচ্ছতি শ্রীরামে মৈথিলাদ্যো জনত্রয়ম্।
নিমিত্তান্যতিঘোরানি দদর্শ নৃপসত্তমঃ ॥ ১ ॥
নত্বা বশিষ্ঠং পপ্রচ্ছ কিমিদং মুনিপুঙ্গব।
বশিষ্ঠস্তমথপ্রাহ ভয়মাগামি সূচ্যতে ॥ ২ ॥
পুনরপ্যভয়স্তেঽদ্য শীঘ্রমেব ভবিষ্যতি।
মৃগাঃ প্রদক্ষিণং যান্তি ত্ববশ্যং শুভসূচকাঃ ॥ ৩ ॥
ইত্যেবং বদতস্তস্য ববৌ ঘোরতরোঽনিলঃ।
মুষ্ণংশ্চক্ষূংষি সর্ব্বেষাং পাংশুবৃষ্টিভিরর্দ্দয়ন্ ॥ ৪ ॥
ততোদদৃশে ভগবান্ যামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
নীলমেঘনিভপ্রাংশু র্জটামন্দলমণ্ডিতঃ ॥ ৫ ॥
ধনুঃপরশুপাণিশ্চ সাক্ষাৎকাল ইবান্তকঃ।
কার্ত্তবীর্য্যান্তকোরামোভৃগুঃ ক্ষত্রিয়মর্দ্দনঃ ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তো দশরথস্যাগ্রে কালমৃত্যুরিবাপরঃ।
তং দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তো রাজাদশরথস্তদা ॥ ৭ ॥
অর্ঘ্যাদি পূজাং বিস্মৃত্য ত্রাহি ত্রাহী তিচাব্রবীৎ।
দণ্ডবৎ প্রণিপত্যাহ পুত্রপ্রাণান্ প্রযচ্ছ মে ॥ ৮ ॥
ইতি ব্রুবাণং রাজানমনাদৃত্য রঘূত্তমং।
উবাচ নিষ্ঠুরং বাক্যং ক্রোধাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৯॥

যামদগ্ন্য উবাচ।

ত্বং রাম ইতি নাম্নাচ চরসি ক্ষত্রিয়াধম।
দ্বন্দযুদ্ধং প্রযচ্ছাশু যদি ত্বং ক্ষত্রিয়োঽসি মে॥১০॥
পুরাণং জর্জ্জরং চাপং ভঙ্‌ক্ত্বা ত্বং কত্থসে মৃষা।
ইদন্তু বৈষ্ণবং চাপমারোপযসি চেদ্ গুণম্ ॥ ১১ ॥

শ্রীরাম মিথিলা হইতে তিন যোজন পথ আসিলে পথিমধ্যে সহসা উপস্থিত ভয়ানক নিমিত্ত সকল দেখিয়া (১) রাজা দশরথ বশিষ্ঠ মুনির শ্রীচরণারবিন্দে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিপুঙ্গব! একি? এই বলিলে সর্ব্ব তত্ত্ববিৎ বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! হঠাৎ ভয়ের কারণ বটে, (২) কিন্তু অদ্য অবিলম্বেই নির্ভয় হইবে; যে হেতু মৃগগণ আমাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে, তাহাতে অবশ্যই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে। (৩) এই কথা বলিবামাত্র ঘোরতর বায়ু ধূলি রাশি বর্ষণে তত্রস্থ সমস্ত লোকের দৃষ্টি হরণ ও পীড়ন করিয়া বহিতে আরম্ভ করিল। (৪) পর ক্ষণেই প্রতাপশালী কার্ত্তবীর্য্যান্তকর ক্ষত্রিয়মর্দ্দন সাক্ষাৎ অন্তক সদৃশ ভৃগুবংশীয় ভগবান্ যমদগ্নিতনয় রাম দৃষ্টিগোচর হইলেন। উঁহার হস্তে ধনু ও পরশু; মস্তক নীল মেঘ সন্নিভ অত্যুন্নত জটাভারে মণ্ডিত। (৫।৬) ভার্গব এই বেশে দ্বিতীয় মৃত্যুর ন্যায় দশরথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। রাজা দশরথ তাঁহাকে দর্শন করত ভয়ে বিহ্বল হইয়া (৭) অর্ঘ্যাদি পূজা প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন, ত্রাণ করুন, ত্রাণ করুন; আমার পুত্রের প্রাণদান করুন। (৮)

রাজা এই কথা কহিলে যামদগ্ন্য তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া ক্রোধ হেতু বিচলিতেন্দ্রিয় হইয়া রঘূত্তম রামকে নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, (৯) অরে ক্ষত্রিয়কুলাধম! রাম নাম ধারণ করিয়া ভূতলে বৃথা পর্য্যটন করিতেছিস্। যদি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকিস্, তবে শীঘ্র আমাকে দ্বন্দ যুদ্ধ প্রদান কর। (১০) পুরাতন, বহু দিবস এক স্থানে অবস্থিতি হেতু কীট নিষ্কুষিত জর্জ্জর ধনুভঙ্গ করিয়া বৃথা অভিমানী হইয়াছিস্। এই বৈষ্ণব শরাসনে যদি জ্যারোপণ করিতে পারিস্, (১১) তবে হে রঘুবংশজ! তোর সহিত

তদাযুদ্ধং তয়াসার্দ্ধং করোমি রঘুবংশজ।
নোচেৎ সর্ব্বান্‌হনিষ্যামি ক্ষত্রিয়ান্তকরোস্ম্যহং ॥১২॥
ইতি ব্রুবতি বৈ তস্মিংশ্চচার বসুধা ভৃশং।
অন্ধকারো বভূবাথ সর্ব্বেষামপি চক্ষুষাং ॥ ১৩ ॥
রামোদাশরথির্বীরো বীক্ষ্য তং ভার্গবং রুষা।
ধনুরাচিত্য তদ্ধস্তাদারোপ্য গুণমঞ্জসা ॥ ১৪ ॥
তূণীরাদ্বাণমাদায় সন্ধায়াকৃষ্য বীর্য্যবান্।
উবাচ ভার্গবং রামং ব্রহ্মন্ শৃণু বচোমম ॥ ১৫ ॥
লক্ষং দর্শয় বাণস্য হ্যমোঘো রামশায়কঃ।
লোকান্ পদযুগংবাপি বদ শীঘ্রং মমাজ্ঞয়া ॥১৬॥
এবং বদতি শ্রীরামে ভার্গবো বিকৃতাননঃ।
সংস্মরন্ পূর্ব্ববৃত্তান্তমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥

যামদগ্ন্য উবাচ।

রাম রাম মহাবাহো জানে ত্বাং পরমেশ্বরং।
পুরাণপুরুষং বিষ্ণুং জগৎস্বর্গলয়োদ্ভবম্ ॥ ১৮ ॥
বাল্যেঽহং তপসা বিষ্ণু মারাধয়িতু মঞ্জসা।
চক্রতীর্থং শুভংগত্বা তপসা বিষ্ণু মন্বহম্ ॥ ১৯ ॥
স্তুতোষয়ং মহাত্মানং নারায়ণ মনন্যধীঃ।
ততঃ প্রসন্নোদেবেশঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
উবাচমাং রঘুশ্রেষ্ঠ প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

উত্তিষ্ঠতপসো ব্রহ্মন্ ফলিতস্তে তপোমহৎ ॥২১॥
মচ্চিদংশেন যুক্তস্ত্বং জহি হৈহয় পুঙ্গবম্।
কার্ত্তবীর্য্যং পিতৃহনং যদর্থং তপসঃ শ্রমঃ ॥ ২২ ॥
ততস্ত্রি সপ্তকৃত্বস্ত্বং হত্বা ক্ষত্রিয় মণ্ডলং।
কৃৎস্নাং ভূমিং কশ্যপায়দত্বা শান্তি মবাপহ ॥২৩॥
ত্রেতাযুগে দাশরথি র্ভূত্বারামোঽহমব্যয়ঃ।
উৎপৎসে পরয়াশক্ত্যা তদাদ্রক্ষ্যসিমাং পুনঃ ॥২৪॥
মত্তেজঃ পুনরাদাস্যেত্বয়িদত্তং ময়াপুরা।
তদাতপশ্চরন্‌লোকে তিষ্ঠত্বং ব্রহ্মণো দিতম্ ॥২৫॥

আমি যুদ্ধ করিব, নতুবা সমস্তই বিনাশ করিব; আমি ক্ষত্রিয়-কুলের অন্তকর। (১২) পরশুরাম রামের প্রতি এই প্রকার কহিলে মেদিনী অতিশয় কম্পমানা ও সমস্তলোকের চক্ষু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল (১৩)।

অনন্তর অসাধারণ বীর দাশরথি রাম ক্রোধ দৃষ্টিতে ভৃগুনন্দনকে দর্শন করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ধনু আকর্ষণ করত জ্যারোপণ করিয়া (১৪) তূণীর হইতে বাণ লইয়া সন্ধানপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য শ্রবণ কর (১৫) এই রামশায়ক অব্যর্থ; ইহার লক্ষ্য কোথায় দেখাও; ত্রিভুবন বা ভবদীয় পদারবিন্দদ্বয় ভেদ করিব, আমার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র বল। (১৬) শ্রীরামের এই প্রগল্ভ বাক্য শ্রবণে শুষ্কবদন ভৃগুনন্দন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন। (১৭) হে রাম রাম! হে মহাবাহো! তুমি পরমেশ্বর; আমি জানি তুমি সনাতন পুরুষ ও বিষ্ণু, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক মাত্র কারণ। (১৮) আমি বাল্যাবস্থায় তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা নিমিত্ত শুভ চক্রতীর্থে গমন করিয়া তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুকে প্রতি দিন স্তব করিতাম। (১৯) পরে অনন্য চিত্তের স্তবে পরিতুষ্ট মহাত্মা শঙ্খচক্র গদাধর দেবেশ নারায়ণ প্রসন্ন হইলেন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! সেই প্রসন্নমুখপঙ্কজ ভগবান্ আমাকে কহিয়াছিলেন, (২০) হে ব্রহ্মন! তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার মহত্তপস্যার ফল ফলিয়াছে। (২১) মচ্চিদংশ প্রাপ্ত হইয়া হৈহয়-পুঙ্গব পিতৃহন্তা কার্ত্তবীর্য্যকে বিনাশ কর, যন্নিমিত্ত তোমার তপস্যার পরিশ্রম। (২২) তদনন্তর একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়মণ্ডল বিনাশ করিয়া সমস্ত ভূমি কশ্যপকে প্রদান করিয়া শান্তি পাও। (২৩) ত্রেতাযুগে অক্ষয় আমি দাশরথি রামনামে পরম শক্তি সহকারে উৎপন্ন হইব; তখন পুনর্ব্বার আমাকে দেখিতে পাইবে (২৪) এখন যে তেজঃপুঞ্জ তবাধীন করিলাম, তৎকালে সেই সমস্তই পুনর্ব্বার অস্মৎ শরীরে প্রবেশ করিবে; পরে ব্রহ্ম বাক্যানুসারে তপস্যাচরণে অবস্থিতি-পূর্ব্বক কালযাপন করিবে। (২৫)

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবস্তথাসর্ব্বং কৃতং ময়া।
সত্ত্বব বিষ্ণুস্ত্বং রাম জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ॥২৬॥
ময়ি স্থিতন্তু তত্তেজ স্ত্বয়ৈব পু নরাহৃতম্।
অদ্য মে সফলং জন্ম প্রতীতোঽসি মম প্রভো॥২৭॥
ব্রহ্মাদিভিরলভ্যস্ত্বং প্রকৃতেঃ পারগোমতঃ।
ত্বয়ি জন্মাদিষড়্ভাবা ন সন্ত্যজ্ঞানসম্ভবাঃ॥২৮॥
নির্বিকারোঽসি পূর্ণস্ত্বং গমনাদিবিবর্জ্জিতঃ।
যথাজলে ফেণজালো ধূমোবহ্নৌ তথা ত্বয়ি॥ ২৯॥
ত্বদাধারা ত্বদ্বিষয়া মায়া কার্য্যং সৃজত্যহো।
যাবন্মায়াবৃতালোকা তাবত্ত্বাং নবিজানতে॥ ৩০॥
অবিচারিতসিদ্ধৈষা বিদ্যাবিদ্যাবিরোধিনী॥ ৩১॥
অবিদ্যাকৃতদেহাদিসংঘাতে প্রতিবিম্বিতা।
চিচ্ছক্তি র্জীবলোকেঽস্মিন্ জীব ইত্যভিধীয়তে॥৩২॥

যাবদ্দেহ মনঃ প্রাণ বুদ্ধ্যাদিষ্বভিমানবান্।
তাবৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখ দুঃখাদি ভাগভবেৎ॥৩৩॥
আত্মনঃ সংসৃতির্নাস্তি বুদ্ধে র্জ্ঞানং নজাত্বিতি।
অবিবেকাত্ত্বয়ং যুক্তো সংসারীতি প্রবর্ত্ততে॥৩৪॥
জড়স্যচিৎ সমাযোগা চিত্তংভূয়াচ্চিতে স্তথা।
জড়সঙ্গা জ্জড়ত্বংহি জলাগ্ন্যো র্মেলনং যথা।৩৫॥
যাবত্ত্বৎ পাদভক্তানাং সঙ্গসৌখ্যং নবিন্দতি।
তাবৎ সংসার দুঃখৌঘান্ননিবর্ত্তেন্নরঃ সদা॥ ৩৬॥
সৎসঙ্গলব্ধয়াভক্ত্যা যদাত্বাং সমুপাসতে।
তদামায়া শনৈর্যাতি ত্বামেবং প্রতিপদ্যতে॥ ৩৭॥
ততস্ত্বজ্জ্ঞানসম্পন্নঃ সদগুরুস্তস্যলভ্যতে।
বাক্যজ্ঞানং গুরোর্লব্ধ্বা ত্বৎপ্রসাদাদ্বিমুচ্যতে॥৩৮॥
তস্মাত্ত্বদ্ভক্তি হীনানাং কল্পকোটি শতৈরপি।
নমুক্তিশঙ্কাবিজ্ঞানশঙ্কানৈব সুখং তথা॥ ৩৯॥

এই কথা কহিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলাম। অতএব হে রাম! সেই বিষ্ণু তুমি; হিরণ্যগর্ভের প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছ (২৬) আমাতে ভবদ্দত্ত যে সমস্ত তেজঃপুঞ্জ ছিল, সে সকলই সংহার করিলে। হে প্রভো! অদ্য আমার জন্ম সফল। আজ আমি তোমাকে চিনিতে পারিলাম। (২৭) আপনি ব্রহ্মাদির অলভ্য এবং প্রকৃতি শক্তির পারগ; অজ্ঞানজাত জন্মাদি ছয় অবস্থা আপনাতে বিদ্যমান নাই। (২৮) আপনি অনন্ত জ্ঞানসম্ভব নির্বিকার পূর্ণ গমনাদিরহিত। যদ্রূপ জলে ফেণজাল ও অনলে ধূমজাল তদ্রূপ তোমাতে আশ্রয়কারিণী এবং তোমার বিষয় (২৯) মায়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছেন যাবৎকাল লোক সমস্ত ভবদীয় মায়ায় মুগ্ধ থাকে, তাবৎকাল আপনাকে কেহ জানিতে পারে না। (৩০) অবিচারিত অর্থাৎ স্বাভাবিক বিদ্যা আর অবিদ্যাকৃত দুই প্রকার সিদ্ধি আছে তাহাতে অবিদ্যাকৃত দেহাদি সমূহে প্রতিবিম্বিতারূপে চিৎশক্তি জীবলোকে, থাকিলে জীব বলিয়া ব্যবহৃত হয়। (৩১। ৩২) যাবৎকাল দেহ, মন প্রাণ ও বুদ্ধ্যাদিতে অভিমান থাকে, তাবৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রূপ অশেষ সুখ দুঃখাদির বিলক্ষণ ভাগী হইয়া আত্মার স্মরণ ও বুদ্ধি জ্ঞানাদি হইতে পরিভ্রংশপূর্ব্বক অবিবেকসংযোগে সংসারী বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন। (৩৩। ৩৪) জ্ঞানের সহিত জড়ের সংযোগ হইলে জড়েরও জ্ঞানত্ব জন্মে, আবার জড়ের সহিত সংযোগ হইলে জ্ঞানেরও জড়ত্ব উৎপন্ন হয়, যেমন জল আর অগ্নির মিলন। (৩৫) মনুষ্য যতদিন তোমার চরণভক্ত সাধুদিগের সঙ্গসুখ লাভ না করে, ততদিন সংসারদুঃখরাশি হইতে নিবৃত্তি পায় না। (৩৬) যখন মানব সৎসঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তি সহকারে আপনাকে ভজনা করে, তখন অবিদ্যা-রূপ মায়া ক্রমশ দূর হয়; এই প্রকারে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (৩৭) অনন্তর তাহার ভগবদ্ভক্তজ্ঞানসম্পন্ন সদগুরু সঙ্গতিও লাভ হয়, পরে সদ্গুরু হইতে বাক্যজ্ঞান লাভ করিলেই ভবৎ প্রসাদাৎ মুক্ত হয়। (৩৮) অতএব ভগবদ্ভক্তি বিহীন জনের কোটিশত কল্পেও মুক্তি বা বিজ্ঞান ও সুখ লাভ হইতে পারে না। (৩৯)

অতস্ত্বৎ পাদযুগলে ভক্তির্মে জন্মজন্মনি ।
স্যাৎত্বদ্ভক্তিমতাং সঙ্গোঽবিদ্যাযাভাং বিনশ্যতি॥৪০
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বদ্ধর্ম্মামৃতবর্ষিণঃ ।
পুনন্তি লোকমখিলং কিং পুনঃ স্বকুলোদ্ভবান্॥৪১॥
নমোঽস্তু জগতাং নাথ নমস্তে ভক্তিভাবন ।
নমঃ কারুণিকানন্ত রামচন্দ্র নমোঽস্তু তে ॥৪২॥
দেব যদ্যৎ কৃতং পুণ্যং ময়া লোকজিগীষয়া ।
তৎসর্ব্বং তব বাণায় ভূয়াদ্রাম নমোঽস্তুতে ॥৪৩॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ শ্রীরামঃ করুণাকরঃ ।
প্রসন্নোঽস্মি তব ব্রহ্মন্ যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥৪৪॥
দাস্যে তদখিলং কামং মাকুরুষাত্র সংশয়ম্ ।
ততঃ প্রীতেন মনসা ভার্গবো রামমব্রবীৎ ॥৪৫॥
যদি মেঽনুগ্রহো রাম তবাস্তি মধুসূদন ।
ত্বদ্ভক্তসঙ্গস্ত্বৎপাদপদ্মভক্তিঃ সদাস্তু মে ॥ ৪৬ ॥

স্তোত্রমেতৎ পঠেদ্যস্তু ভক্তিহীনোঽপি সর্ব্বদা ।
ত্বদ্ভক্তিস্তস্য বিজ্ঞানং ভূয়াদন্তে স্মৃতিস্তব ॥৪৭॥
তথেতি রামেণৈবোক্তঃ পরিক্রম্য প্রণম্য তম্ ।
পূজিতস্তদনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রাচলমন্বগাৎ ॥ ৪৮ ॥
রাজা দশরথো হৃষ্টো রামং মৃতমিবাগতম্ ।
আলিঙ্গ্যালিঙ্গ্য হর্ষেণ নেত্রাভ্যাং জলমুৎসৃজৎ॥৪৯॥
ততঃ প্রীতেন মনসা স্বস্থচিত্তঃ পুরং যযৌ ॥৫০॥
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্নভরতা দেবসম্মিতাঃ ।
স্বাং স্বাং ভার্য্যামুপাদায় রেমিরে স্বস্বমন্দিরে॥৫১॥
মাতাপিতৃভ্যাং সংহৃষ্টো রামঃ সীতাসমন্বিতঃ ।
রেমে বৈকুণ্ঠভবনে শ্রিয়া সহ যথাহরিঃ ॥ ৫২ ॥
যুধাজিন্নাম কৈকেয়ীভ্রাতা ভরতমাতুলঃ ।
ভরতং নেতুমাগচ্ছৎ স্বরাজ্যং প্রীতিসংযুতঃ॥৫৩॥

অতএব ভবদীয় পদারবিন্দযুগলে যেন প্রতি জন্মেই আমার ভক্তি অচলা থাকে এবং ভগবদ্ভক্তিতৎপর ব্যক্তিদেগের সহিত সঙ্গম হয়; এই উভয়ই অবিদ্যা বিনাশ করে। (৪০) জীবলোকে ঈশ্বর ভক্তিনিরত ব্যক্তিরা ভগবানের ধর্ম্ম কর্ম্মরূপ অমৃত বর্ষণ করত তাবৎলোক পবিত্র করিতেছেন, স্বকুলোদ্ভব ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব। (৪১) হে জগন্নাথ! হে ভক্তিভাবন! হে কারুণিক! হে অনন্ত। হে রামচন্দ্র! তোমাকে নমস্কার। (৪২) হে দেব! লোকজিগীষাবশতঃ আমি যাহা যাহা পুণ্য কর্ম্ম করিয়াছি, সে সমস্তই তোমার বাণ দ্বারা নষ্ট হউক। হে রাম! তোমাকে প্রণাম করি। (৪৩) পরে করুণাসাগর ভগবান্ শ্রীরাম প্রসন্নবদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা মনোভিলাষ প্রার্থনা করিবে তাহা সমস্তই প্রদান করিব সন্দেহ নাই। অনন্তর প্রীতমনা ভৃগুনন্দন পরশুরাম শ্রীরামকে কহিলেন। (৪৪ । ৪৫) হে রাম! হে মধুসূদন! যদি আমার প্রতি আপনকার অনুকম্পা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যেন ভবদ্ভক্তসঙ্গ ও ভবদীয় পদারবিন্দে আমার ভক্তি থাকে। (৪৬) আর ভক্তি বিহীন ব্যক্তিও যদি এই স্তবপাঠ করে, তবে ভগবদ্ভক্তি ও বিজ্ঞান লাভ করিয়া মৃত্যুকালে তোমার নাম স্মরণ করিতে পারে। (৪৭) পরে শ্রীরাম তথাস্তু বলিলে রামানুজ্ঞাত রাম প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। (৪৮)

রাজা দশরথ আনন্দিত হইয়া, যেন মৃত্যু মুখ হইতে প্রত্যাগত রামকে বারম্বার আলিঙ্গন করিয়া উভয় নেত্রে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে সুস্থচিত্ত হইয়া প্রীতমনে অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। (৪৯ । ৫০) অনন্তর দেবোপম রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন স্ব স্ব ভার্য্যা সমভিব্যাহারে স্ব স্ব ভবনে পরম সুখে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। (৫১) বৈকুণ্ঠভবনে কমলালয়ার সহিত হরি যদ্রূপ আনন্দে কালযাপন করেন, তদ্রূপ পিতা মাতাকে আহ্লাদচিত্তে রাখিয়া সীতা সহ শ্রীরাম সদানন্দে কালক্ষয় করিতে লাগিলেন। (৫২) এই রূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে যুধাজিন্নামক ভরতমাতুল কেকয়নন্দিনী-ভ্রাতা প্রীতিভাবে নিজরাজধানীতে ভরতকে লইবার জন্য সমাগত

প্রেষয়ামাস ভরতং রাজা স্নেহসমন্বিতঃ।
শত্রুঘ্নঞ্চাপি সংযুজ্য যুধাজিতমরিন্দমঃ ॥ ৫৪ ॥
কৌশল্যা শুশুভে দেবী রামেণ সহ সীতয়া।
দেবমাতেব পৌলম্যা শচ্যা শক্রেণ শোভনা ॥৫৫॥
সাকেতে লোকনাথ-প্রথিতগুণ গণোলোক
সংগীতকীর্ত্তিঃ।
শ্রীরামঃ সীতয়াস্তেঽখিল সুরনিকরানন্দসন্দোহ
মূর্ত্তিঃ।
নিত্যশ্রীর্নির্ব্বিকারো নিরবধিবিভবো নিত্যমায়া
নিরাসো মায়াকার্য্যানুসারী মনুজইব সদা ভাতি
দেবোঽখিলেশঃ ॥ ৫৬ ॥

হইলো। (৫৩) অরিন্দম রাজা দশরথ স্নেহ সহকারে শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে মাতুলসহিত ভরতকে প্রেরণ করিলেন। (৫৪) পৌলোমী শচী ও শক্রের সহিত দেবমাতা যদ্রূপ শোভমানা হন, রাম ও সীতার সহিত কৌশল্যাদেবীও তদ্রূপ শোভা পাইয়াছিলেন। (৫৫) দেখ কি আশ্চর্য্য, লোকনাথ প্রসিদ্ধ-গুণগণ সমস্তলোকে সংগীতকীর্ত্তি নিখিলদেবের আনন্দমূর্ত্তি নিত্যশ্রী, নির্ব্বিকার অতুল-বিভবশালী নিত্যমায়ানিরাসকারী অখিলেশ্বর দেবমায়া কার্য্যানুসারী হইয়া মনুষ্যের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। (৫৬)

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
আদিকাণ্ডে পরশুরামস্য পরাজয়বিবরণে
রামাদীনামযোধ্যায়ামধিবাসো নামা-
ষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ০ ॥

সমাপ্তঞ্চেদমাদিকাণ্ডম্ ॥ ০ ॥

এই অধ্যাত্মরামায়ণের উমামহেশ্বর কথোপকথনে আদিকাণ্ডে পরশুরামের পরাজয় বিবরণে রামাদির অযোধ্যায় অধিবাস-নামক অষ্টম অধ্যায়।

আদিকাণ্ড সমাপ্ত।

অযোধ্যাকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

একদা সুখমাসীনং রামং স্বান্তঃপুরাজিরে।
সর্ব্বাভরণসম্পন্নং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥ ১ ॥
নীলোৎপলদলশ্যামং কৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
সীতয়া রত্নদণ্ডেন চামরেণাথ বীজিতম্ ॥ ২ ॥
বিনোদয়ন্তং তাম্বূলচর্ব্বণাদিভিরাদরাৎ।
নারদোঽবাতরৎ দ্রষ্টুমম্বরাদ্যত্র রাঘবঃ ॥ ৩ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসংকাশঃ শরচ্চন্দ্র ইবামলঃ।
অতর্কিতমুপায়াতো নারদো দিব্যদর্শনঃ ॥ ৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাঞ্জলিঃ।
ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥ ৫ ॥
উবাচ নারদং রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ।
সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ দুর্ল্লভং তব দর্শনম্ ॥ ৬ ॥
অস্মাকং বিষয়াসক্তচেতসাং নিতরাং মুনে।
অবাপ্তং মে পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ।
সংসারিণাপি হি মুনে লভ্যতে সৎসমাগমঃ ॥৭॥
অতস্তদ্দর্শনাদেব কৃতার্থোঽস্মি মুনীশ্বর।
কিং কার্য্যং তে ময়াকার্য্যং ব্রূহি তৎ করবাণি ভো ॥৮॥
অথ তং নারদোঽপ্যাহ রাঘবং ভক্তবৎসলম্।
কিং মোহয়সি মাং রাম বাক্যৈর্লোকানুসারিভিঃ ॥৯॥

একদা নীলোৎপলদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র কৌস্তুভমণি প্রভৃতি নানাবিধ রত্নাভরণে বিভূষিত হইয়া নিজ অন্তঃপুর মধ্যে রত্ন সিংহাসনোপরি সুগন্ধি তাম্বূল প্রভৃতি রাজভোগ্য ভোগ দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিতেছেন; সীতাদেবী পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া রত্নদণ্ডশোভিত চামর দ্বারা বীজন করিতেছেন, এমন সময়ে পরম ভাগবত মহর্ষি নারদ ভগবদ্দর্শনার্থ সেই স্থানে আকাশ পথ হইতে অবতরণ করিলেন। (১।২।৩) শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালীন শশধরের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক মণিসদৃশ সমুজ্জ্বল ও সুদৃশ্য মহর্ষি নারদের সহসা অসম্ভাবিত সমাগমনাবলোকনে সচকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন, এবং পরম প্রীতি ও ভক্তি সহকারে কৃতাঞ্জলি হইয়া সীতাদেবীর সহিত প্রণাম করিলেন (৪।৫) এবং সাদরে কহিলেন, ভগবন্! সাধারণ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ভবাদৃশ মহাত্মপুরুষদর্শন দুর্ল্লভ। বিশেষতঃ বিষয়াসক্তচিত্ত মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব; কারণ নিরবকাশ বশতঃ ধর্ম্ম চিন্তা আমাদিগের হৃদয় হইতে একবারে তিরোহিত হইয়াছে। বোধ করি অদ্য পূর্ব্বকৃত পুণ্যবলেই আপনার দর্শনসুখলাভ করিলাম। যাহা হউক অদ্য আমি আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। এক্ষণে অনুমতি করুন আপনার অভিলষিত কোন কার্য্যানুষ্ঠানে ব্যাপৃত করিয়া এই পঞ্চভূতময় দেহকে পবিত্র করিব (৬। ৭। ৮) পরম জ্ঞানী নারদ শ্রীরামের এইরূপ মনুষ্যবদ্ব্যবহার দেখিয়া কহিলেন, ভগবন্! লৌকিক বাক্য দ্বারা আমাকে কি মুগ্ধ করিতেছেন। আপনার প্রসাদে আমার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনি যে আপনাকে সংসারী করিতেছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কারণ ত্রিলোকস্বরূপ গৃহ মধ্যে আপনি প্রধান গৃহস্থ, এবং সমস্ত জগতের আদি কারণ মহামায়া আপনার গৃহিণী। সেই মহামায়াস্বরূপা প্রকৃতির সহিত আপনার সংসর্গ হওয়ায় ব্রহ্মা প্রভৃতি সন্তানগণ উৎপন্ন হইয়াছেন। সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী ভবদধীনা মহামায়া জননীর গুণানুসারে বিষ্ণু সত্ত্বগুণ, ব্রহ্মা রজোগুণ,

সংসার্য্যহমিতি প্রোক্তং সত্যমেতত্ত্বয়া বিভো।
জগতামাদিভূতা যা সা মায়া গৃহিণী তব ॥ ১০ ॥
ত্বৎসন্নিকর্ষাজ্জায়ন্তে তস্যাং ব্রহ্মাদয়ঃ প্রজাঃ।
ত্বদাশ্রয়া সদা ভাতি মায়া যা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ১১ ॥
সূতেঽজস্রং শুক্লকৃষ্ণলোহিতাঃ সর্ব্বদা প্রজাঃ।
লোকত্রয়মহাগেহে গৃহস্থস্ত্বমুদাহৃতঃ ॥ ১২ ॥
ত্বং বিষ্ণুর্জানকী লক্ষ্মীঃ শিবস্ত্বং জানকী শিবা।
ব্রহ্মা ত্বং জানকী বাণী সূর্য্যস্ত্বং জানকী প্রভা ॥১৩॥
ভবান্ শশাঙ্কঃ সীতাতু রোহিণী শুভলক্ষণা।
শক্রস্ত্বমেব পৌলোমী সীতা স্বাহানলো ভবান্ ॥১৪॥
যমস্ত্বং কালরূপশ্চ সীতা সংযমনী প্রভো।
নির্ঋতিস্ত্বং জগন্নাথ তামসী জানকী শুভা ॥১৫॥
রামস্ত্বমেব বরুণো ভার্গবী জানকী শুভা।
বায়ুস্ত্বং রাম সীতা তু সদাগতিরিতীরিতা ॥ ১৬ ॥
কুবেরস্ত্বং রাম সীতা সর্ব্বসম্পৎ প্রকীর্ত্তিতা।
রুদ্রাণী জানকী প্রোক্তা রুদ্রস্ত্বং লোকনাশকৃৎ ॥১৭॥

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবত্তৎ সর্ব্বং ত্বং হি রাঘব ॥১৮॥
তস্মাল্লোকত্রয়ে দেব যুবাভ্যাং নাস্তি কিঞ্চন ॥১৯॥
ত্বদাভাসোদিতাজ্ঞানমব্যাকৃতমিতীর্য্যতে।
তস্মান্মহাংস্ততঃ সূত্রং লিঙ্গং সর্ব্বাত্মকং ততঃ ॥২০॥
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ পঞ্চপ্রাণেন্দ্রিয়াণিচ।
লিঙ্গমিত্যুচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্জন্মমৃত্যুসুখাদিমৎ ॥২১॥
স এব জীবসংজ্ঞশ্চ লোকে ভাতি জগন্ময়ঃ।
অবাচ্যানাদ্যবিদ্যৈব কারণোপাধিরুচ্যতে ॥২২।
স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্ব্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ ॥২৩॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা সংসৃতির্যা প্রবর্ত্ততে।
তথা বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রস্ত্বং রঘূত্তম ॥ ২৪ ॥

ও শিব তমোগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। (৯। ১০। ১১। ১২) হে সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্! আপনি বিশুদ্ধ পুরুষ, সীতাদেবী পরমা প্রকৃতি। প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। আপনি বিষ্ণু, সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; আপনি শিব, সীতা সাক্ষাৎ ভগবতী; আপনি ব্রহ্মা, জনকনন্দিনী সরস্বতী; আপনি জগৎপ্রকাশ আদিত্য, সীতা প্রভা; আপনি চন্দ্র, সীতা রোহিণী; আপনি ইন্দ্র, সীতা শচী; আপনি অগ্নি, সীতা স্বাহা। হে জগদীশ্বর! আপনি সমস্ত ভূতের কালরূপী যম, সীতা সংযমনী। আপনি নির্ঋতি, সীতাদেবী তামসী। আপনি বরুণদেব, সীতা ভার্গবী। আপনি পবনদেব, সীতা সদাগতি। আপনি যক্ষপতি কুবের, সীতা সর্ব্বসম্পৎ স্বরূপা। আপনি সাক্ষাৎ রুদ্রদেব, সীতা রুদ্রাণী। (১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭) অধিক কি বলিব, এই জগতে স্ত্রীবাচক যাবৎ শব্দই জানকীকে ও পুরুষবাচক শব্দ মাত্রই আপনাকে বোধ করাইতেছে; অতএব হে দেবদেব! এই ত্রিলোক মধ্যে আপনারা দুই জন ভিন্ন অন্য পদার্থই নাই। হে পরমাত্মন্! আপনার সংসর্গাধীন জগৎসৃজনোন্মুখী প্রকৃতি অজ্ঞান রূপে পরিণত হয়। ঐ প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি তত্ত্ব, বুদ্ধি তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে অহঙ্কার বুদ্ধি পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় এই সর্ব্বময় লিঙ্গ শরীর উৎপন্ন হয়। ঐ লিঙ্গ শরীরকে জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঐ জীব জন্ম মৃত্যু ও সুখাদি ভোগ করিয়া থাকে। ঐ জীবও আপনা হইতে পৃথক নহে, কারণ অজ্ঞান পরিণত প্রকৃতির নাম অবিদ্যা ঐ ব্রহ্মের উপাধি। আপনি যখন উপাধির সহিত মিলিত হন, তখন আপনার জীবসংজ্ঞা হয়, আবার অবিদ্যা মুক্ত হইলে শুদ্ধ পরমেশ্বর বলিয়া প্রতীতি হয়। (১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩) হে সর্ব্বসাক্ষিন্! এই সমস্ত জগতে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্ত্যবস্থাতে সমস্ত প্রাণী যে যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি সকল কার্য্যের অন্য-

ত্বত্তএব জগজ্জাতং ত্বয়িসর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ত্বয্যেব লীয়তে কৃতস্নং তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বকারণম্ ॥২৫॥
রজ্জাবহিমিবাত্মানং জীবং জ্ঞাত্বাভয়ং ভবেৎ ।
পরাত্মাহমিতিজ্ঞাত্বা ভয়দুঃখৈর্বিমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
চিন্মাত্রজ্যোতিষা সর্ব্বাঃ সর্ব্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ ।
ত্বয়াযস্মাৎ প্রকাশ্যন্তে সর্ব্বস্যাত্মা ততোভবান্ ॥২৭॥
অজ্ঞানান্নস্যতে সর্ব্বং ত্বয়িরজ্জৌভুজঙ্গবৎ ।
ত্বজ্জ্ঞানাল্লীয়তে সর্ব্বং তস্মাৎ জ্ঞানং সদাভ্যসেৎ ॥২৮
ত্বৎপাদভক্তিযুক্তানাং বিজ্ঞানং ভবতি ক্রমাৎ ।
তস্মাৎ ত্বদ্ভক্তিযুক্তা যে মুক্তিভাজস্ত এবহি ॥২৯॥

অহং ত্বদ্ভক্ত ভক্তানাং তদ্ভক্তানাঞ্চ কিংকরঃ ।
অতোমামনুগৃহ্নীষ্ব মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥৩০॥
ত্বন্নাভিকমলোৎপন্নো ব্রহ্মা মে জনকঃ প্রভো ।
অতস্তবাহং পৌত্রোঽস্মি ভক্তং মাং পাহি রাঘব ॥৩১॥
ইত্যুক্ত্বা বহুশোনত্বা স্বানন্দাশ্রুপরিপ্লুতঃ ।
উবাচ বচনং রাম ব্রহ্মণা নোদিতোঽস্ম্যহম্ ॥৩২॥
রাবণস্য বধার্থায় জাতোঽসি রঘুসত্তম ।
ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতাত্বামভিষেক্ষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
যদি রাজ্যাভিসংসক্তো রাবণং ন হনিষ্যসি ।
প্রতিজ্ঞা তে কৃতারাম ভূভারহরণায় বৈ ॥৩৪॥
তৎ সত্যং কুরুরাজেন্দ্র সত্যসন্ধ ত্বমেবহি ।
শ্রুত্বৈতদ্গদিতং রামো নারদং প্রাহ সুস্মিতম্ ॥ ৩৫॥

...স্ম সাক্ষী ও ফলদাতা। (২৪) হে প্রভো! আপনা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়া আপনাতেই অধিষ্ঠান করিতেছে, এবং সময়ানুসারে আপনাতেই লীন হইতেছে। হে অনন্ত! আপনি এই সকল প্রাণীতে অবস্থিতি করিয়া সকল কার্য্যে তাঁহাদিগকে নিয়োজিত করিতেছেন। দেহীরা ভ্রান্ত হইয়া যাবৎকাল-পর্য্যন্ত রজ্জুতে সর্প বুদ্ধির ন্যায় দেহস্থ আত্মাতে জীবের আরোপ করবে, তাবৎকাল মোহান্ধকারে পতিত হইয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। সেই আত্মাতে পরমাত্ম বুদ্ধি হইলে তাহাদিগের পরমপদ লাভ হইবে। হে সর্ব্বভূতেশ্বর। আপনি নিজ জ্ঞানময় জ্যোতি-দ্বারা সকল দেহে অন্তঃকরণবৃত্তি প্রকাশিত করিতেছেন; অতএব সকলের অন্তরাত্মা আপনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই; মূঢ়েরা অজ্ঞানবশতঃ আপনাতে কতই আরোপ করিয়া থাকে, সে কেবল রজ্জুতে ভুজঙ্গারোপ মাত্র। আপনাকে যথার্থ জানিলে দেহীর সকল অজ্ঞান দূরীভূত হয়, সেই হেতু সর্ব্বদা জ্ঞানাভ্যাসে যত্ন করা বিধেয়। হে জগদীশ্বর! সেই জ্ঞানা-ভ্যাসের অন্য উপায় নাই, কেবল আপনার পাদপদ্মে একান্ত ভক্তি থাকিলে জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, জ্ঞান হইলেই মুক্তি লাভ হয়। (২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯) আমি আপনার ভক্ত মহাপুরুষদিগের দাসত্ব স্বীকার করিতেছি, অতএব আমার প্রতি সদয় হউন, বারম্বার মুগ্ধ করিবেন না। হে প্রভো! আমি আপনার নাভিকমলোৎপন্ন কমলযোনির শরীর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, অতএব আমি আপনার পৌত্র; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। (৩০ । ৩১)

নারদ ভক্তিসহকারে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, শ্রীরাম! পিতা কমলযোনি আপনার নিকট আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আপনার উদ্দেশে কতিপয় প্রয়োজনীয় বাক্য কহিয়া দিয়াছেন শ্রবণ করুন্। ভগবন্! আপনি রাবণবধার্থ ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সম্প্রতি রাজা দশরথ আপনাকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিবেন; আপনি রাজ্যভোগাসক্ত হইয়া যদি রাক্ষসা-ধমের সমূলোচ্ছেদ না করেন তাহা হইলে আপনার ভূভার হরণ প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে (৩২ । ৩৩ । ৩৪)। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে কহিলেন, নারদ! শ্রবণ কর। আমার অবিদিত কিছুই নাই; পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে সফল করিব; ভোগ দ্বারা অসুরগণের প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই আমার প্রতিজ্ঞা ফলোন্মুখী হইবে; এজন্য সময় অপেক্ষা করিতেছি। হে দেবর্ষে! তুমি কমলযোনিকে আমার আদেশ বিজ্ঞাপন কর, যে আগামি দিবসে আমি রাবণবধার্থ দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়া সেই স্থানে জটাবল্কল ধারী হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বাস

অন্ন ত্বং হি বহিঃপ্রাণো নাত্রকার্য্যা বিচারণা।
ততো বশিষ্ঠেন যথা ভাষিতং তত্তথাকরোৎ ॥৩৮॥
বশিষ্ঠোঽপি নৃপং গত্বা কৃতং সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ।
বশিষ্ঠস্য পুরো রাজা হ্যুক্তং রামাভিষেচনম্ ॥৩৯॥
যদা তদৈব নগরে শ্রুত্বা কশ্চিৎ পুমান্ জগৌ।
কৌশল্যায়ৈ রামমাত্রে সুমিত্রায়ৈ তথৈব চ ॥৪০॥
শ্রুত্বা তে হর্ষসম্পূর্ণে দদতুর্হারমুত্তমম্।
তস্মৈ ততঃ প্রীতমনাঃ কৌশল্যা পুত্রবৎসলা ॥৪১॥
লক্ষ্মীং পর্য্যচরদ্দেবীং রামস্যার্থপ্রসিদ্ধয়ে।
সত্যবাদী দশরথঃ করোত্যেব প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৪২ ॥
কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি।
ইতি ব্যাকুলচিত্তা সা দুর্গাং দেবীমপূজয়ৎ ॥৪৩॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দেবীং বাণীমচোদয়ন্।
গচ্ছ দেবি! ভুবো লোকমযোধ্যায়াং প্রযত্নতঃ ॥৪৪॥
রামাভিষেকবিঘ্নার্থং যতস্ব ব্রহ্মবাক্যতঃ।
মন্থরাং প্রবিশস্বাদৌ কৈকেয়ীঞ্চ ততঃ পরম্ ॥৪৫॥
ততো বিঘ্নে সমুৎপন্নে পুনরেহি দিবং শুভে।
তথেত্যুক্ত্বা তথা চক্রে প্রবিবেশাথ মন্থরাম্ ॥৪৬॥
সাঽপি কুব্জা ত্রিবক্রা তু প্রাসাদাগ্রমথারুহৎ।
নগরং পরিতো দৃষ্ট্বা সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৪৭॥

পরিতৃপ্তি লাভ করিতেছি। অতএব পিতৃদত্তরাজ্যের ভোক্তা ও কর্ত্তা তুমিই জানিবা এবিষয়ে কোন বিবেচ্য নাই, অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র গুরুবাক্যানুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৭। ৩৮। বশিষ্ঠদেবও রাজার নিকটে শ্রীরামের গুরুভক্তি ও সদ্বিবেচকতাদি নানাগুণের পরিচয়প্রদান করিলেন, এমত সময়ে কোন পৌরজন রাজীবলোচন রামের রাজ্যাভিষেক সম্বাদ অন্তঃপুরমধ্যে কৌশল্যা ও সুমিত্রার নিকটে নিবেদন করিল। ৩৯। ৪০। কৌশল্যা ও সুমিত্রা এই সকল অমৃততুল্য সম্বাদ শ্রবণ করিয়া মহামোদ মহার্ণব নীরপূরে নিমগ্না হইলেন এবং সম্বাদদাতাকে মহামূল্য সুবর্ণাভরণাদিপ্রদান করিলেন, পুত্রবৎসলা কৌশল্যা শুভসম্বাদ শ্রবণাবধি শ্রীরামের অর্থসিদ্ধিকামনা করিয়া কমলাদেবীর পূজারম্ভ করিলেন। যদিও দেবী কৌশল্যা রাজা দশরথকে সত্য প্রতিজ্ঞ জানিতেন তথাপি তাঁহার মন কার্য্যসিদ্ধিপক্ষে নিতান্ত সংশয়াপন্ন ছিল, যে হেতু রাজাকে কৈকেয়ীবশতাপন্ন এবং কামপরতন্ত্র বলিয়া বিশেষ জানিতেন, সুতরাং ব্যাকুলচিত্তে বিঘ্নবিনাশার্থ সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশিনী ভগবতীদুর্গাদেবীর পূজারম্ভ করিলেন। ৪১। ৪২। ৪৩। ইত্যবসরে দেবগণ এই ব্যাপার দর্শনে শত্রুনাশে হতাশ হইয়া বাগ্‌দেবীকে কহিলেন দেবি! ব্রহ্মার আদেশানুসারে অযোধ্যানগরীতে গমন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন যাহাতে হয় এই প্রকার যত্ন করুন প্রথমতঃ মন্থরাতে প্রবেশ করুন, অনন্তর কৈকেয়ীকে আশ্রয় করিয়া উক্তকার্য্যের বিঘ্নসম্পাদন করুন। তাহা হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, আপনিও স্বর্লোকে আগমন করিবেন। বাগ্‌দেবী দেবগণের বাক্যে সম্মতা হইয়া প্রথমতঃ মন্থরাকে আশ্রয় করিলেন। ৪৪। ৪৫। ৪৬। অতিকুব্জাকৃতি মন্থরা ঐ দিবসে প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন অযোধ্যানগরী বিচিত্রধ্বজপতাকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া যেন নৃত্য করিতেছে। এইরূপ ব্যাপারাবলোকনে অতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রাসাদাগ্র হইতে অবতরণানন্তর মন্থরাদাসী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ, অদ্য প্রাসাদ হইতে দেখিলাম অযোধ্যানগরী বিচিত্র ধ্বজপতকাদিদ্বারা বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে এবং কৌশল্যা দেবী আনন্দপূর্ণহৃদয়ে সমুপস্থিত বেদজ্ঞব্রাহ্মণগণকে মহামূল্য বিবিধ বিচিত্রবস্ত্রাদি দান করিতেছেন, ইহার কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না। শুদ্ধান্তচারিণী ধাত্রী কহিল মন্থরে, তুমি শ্রবণ কর নাই—আগামি দিবসে রাজা দশরথ গুণাভিরাম শ্রীরামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, এই কারণে নিযুক্ত রাজপুরুষেরা নগরীকে অলঙ্কৃত করিতেছে, মন্থরা সহসা এইরূপ মর্ম্মভেদী সম্বাদশ্রবণে সাতিশয় হৃদয়বেদনাদ্বারা বিদ্ধ হইয়া দ্রুতপাদক্ষেপে কৈকেয়ী ভবনে গমনান্তর নির্জ্জন সেবিনী পর্য্যঙ্কশায়িনী বিশাললোচনা কৈকেয়ীকে

নানাতোরণসম্বাধং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
সর্ব্বোৎসবসমাযুক্তং বিস্মিতা পুনরাগতম্ ॥৪৮॥
ধাত্রীং পপ্রচ্ছমাতঃ কিং ? নগরং সমলঙ্কৃতম্।
নানোৎসবসমাযুক্তা কৌশল্যা চাতি হর্ষিতা ॥৪৯॥
দদাতি বিপ্রমুখ্যেভ্যো বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
তামুবাচ তদা ধাত্রী রামচন্দ্রাভিষেচনম্ ॥৫০॥
শ্বোভবিষ্যতি তেনাদ্য সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং পুরম্।
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং গত্বা কৈকেয়ীং বাক্যমব্রবীৎ ॥৫১॥
পর্য্যঙ্কস্থাং বিশালাক্ষীমেকাং তে পর্য্যবস্থিতাং।
কিং শেষে দুর্ভগে! মূঢ়ে মহদ্ভয়মুপস্থিতং ॥৫২॥
ন জানীষেঽতিসৌন্দর্য্যমানিনী মত্তগামিনী ॥৫৩॥
রামস্যানুগ্রহাদ্রাজ্ঞঃ শ্বোঽভিষেকো ভবিষ্যতি।
তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় কৈকেয়ী প্রিয়বাদিনী ॥৫৪॥
তস্যৈ দিব্যং দদৌ স্বর্ণনূপুরং রত্নভূষিতং।
হর্ষস্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ? ভয়মাগতং ॥৫৫॥

ভরতাদধিকো রামঃ প্রিয়কৃন্মে প্রিয়ম্বদঃ।
কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ সদা শুশ্রূষতে হি মাং॥৫৬
রামাত্তয়ং কিমাপন্নং তব মূঢ়ে বদস্ব মে।
তচ্ছ্রুত্বা বিষসাদাথ কুব্জা কারণবৈরিণী ॥৫৭॥
শৃণু মদ্বচনং দেবি ! যথার্থং তে মহদ্ভয়ম্।
ত্বাং তোষয়ন্ সদা রাজা প্রিয়বাক্যানি ভাষতে ॥৫৮
কামুকোঽতথ্যবাদী চ ত্বাং বাচা পরিতোষয়ন্।
কার্য্যং করোতি তস্যা বৈ রামমাতুঃ সুপুষ্কলং ॥৫৯॥
মনস্তেতন্নিধায়ৈব প্রেষয়ামাস তে সুতং।
ভরতং মাতুলকুলে প্রেষয়ামাস সানুজং ॥৬০॥
সুমিত্রায়াঃ সমীচীনং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
লক্ষ্মণো রামমন্বেতি রাজ্যং সোঽনুভবিষ্যতি ॥৬১॥

কহিলেন। হে দুর্ভগে, হে মন্দবুদ্ধে, তুমি এখন কি শয়ন করিয়া রহিয়াছ তোমার অতি ভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। ।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২। হে মত্ত গজেন্দ্রগামিনি, সৌন্দর্য্য মদে মত্ত হইয়া নিজ শুভাশুভ কিছুই জানিতে পার না, আমি ধাত্রীর নিকট শুনিলাম যে, মহারাজের অনুগ্রহে শুভদ্র তনয় শ্রীরামচন্দ্র আগামি দিবসে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন।৫৩। সরলান্তঃকরণা প্রিয়ভাষিণী কৈকেয়ী শুভ-সম্বাদ শ্রবণে সহসা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্থরাকে আনন্দোপহারস্বরূপ দিব্য রত্ননূপুর ও রত্ন ভূষণপ্রদান করিলেন।৫৪। এবং হর্ষগদ্গদ বচনে কহিলেন, মন্থরে! আমি তোমার বাক্যের সকল মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিলাম না, কারণ প্রাণাধিক শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকরূপ আনন্দজনক ব্যাপারকে তুমি ভয়ের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে, দেখ রাম আমার ভরত অপেক্ষা প্রিয়কারীও প্রিয়ম্বদ নিজগর্ভধারিণী কৌশল্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহারে

কদাচ ত্রুটি করেন না। অতএব হে মূঢ়ে, রাম হইতে তোমার কি ভয়ের আশঙ্কা হইল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।৫৫।৫৬। মন্থরা কৈকেয়ীবাক্য শ্রবণ করিয়া বিষণ্ণান্তঃকরণে কহিলেন। দেবি! আমার বাক্য শ্রবণ করুন, তাহা হইলে ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিবেন।৫৭। দেখুন রাজা দশরথ আপনাকে মিথ্যা প্রিয়বাক্য দ্বারা সতত সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু কৌশল্যা-দেবীকে হিতসাধন কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট করেন বিবেচনা করুন রাজাদিগের কি দূরদর্শিত ভরত এস্থানে থাকিলে শ্রীরামের রাজ্যপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যদি কোন আপত্তি উত্থাপন হয়, এই কারণেই শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে পূর্ব্বে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, সুমিত্রাদেবীর পক্ষেত কোন অনিষ্টাশঙ্কা নাই, বরং তাহার ইষ্ট হইতেছে।৫৮।৫৯।৬০। কারণ লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিতান্ত অনুগামী অবশ্যই রাজ্যাংশভাগী হইবে। অতএব শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক পক্ষে সুমিত্রাদেবীর কোনপ্রতিবাদের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং তোমার পক্ষেই ভয়াবহ হইতেছে, যে হেতু শ্রীরামের অগ্রে ভরতের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইবে, অথবা নগর হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে। দৈবঘটনা বলাও যায় না, চিরাভিমানী ভরত অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেও করিতে পারেন, আর তোমাকেও কৌশল্যার পরিচর্য্যা

ভরতো রাঘবস্তাগ্রে কিঙ্করো বা ভবিষ্যতি।
বিবাস্যতে বা নগরাৎ প্রাণৈর্বা হাপ্যতেঽচিরাৎ ॥৬২
ত্বং তু দাসীব কৌশল্যাং নিত্যং পরিচরিষ্যসি।
ততোঽপি মরণং শ্রেয়ো যৎসপত্ন্যাঃ পরাভবঃ ॥৬৩॥
অতঃ শীঘ্রং যতস্বাদ্য ভরতস্যাভিষেচনে।
রামস্য বনবাসার্থং বর্ষাণি নবপঞ্চ চ ॥৬৪॥
ততো রূঢোঽভয়ে পুত্রস্তব রাজ্ঞি! ভবিষ্যতি।
উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বমেব সুনিশ্চিতং ॥৬৫॥
পুরা দেবাসুরে যুদ্ধে রাজা দশরথঃ স্বয়ং।
ইন্দ্রেণ যাচিতো ধন্বী সহায়ার্থং মহারথঃ ॥৬৬॥
জগাম সেনয়া সার্দ্ধং ত্বয়া সহ শুভাননে।
যুদ্ধং প্রকুর্ব্বতস্তস্য রাক্ষসৈঃ সহ ধন্বিনঃ ।৬৭॥
তদাক্ষকীলো ন্যপতচ্ছিন্নস্তস্য ন বেদ সঃ।
ত্বং তু হস্তং সমাবেশ্য কীলরন্ধ্রে হতিধৈর্য্যতঃ ॥৬৮॥

স্থিতবত্যসিতাপাঙ্গী পতিপ্রাণপরীপ্সয়া।
ততো হত্বাঽসুরান্ সর্ব্বান্ দদর্শ ত্বামরিন্দমঃ ।৬৯॥
আশ্চর্য্যং পরমং লেভে ত্বামালিঙ্গ্য মুদান্বিতঃ।
বৃণীষ্ব যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং বরদোঽস্ম্যহং। ৭০॥
বরদ্বয়ং বৃণীষ্ব ত্বমেবং রাজাঽবদৎ স্বয়ম্।
ত্বয়োক্তো বরদো রাজন্ যদি দত্তং বরদ্বয়ং ॥৭১॥
ত্বয্যেব তিষ্ঠতু চিরং ন্যাসভূতং মমানঘ।
যদা মেঽবসরো ভূয়াত্তদা দেহি বরদ্বয়ং ॥ ৭২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা স্বয়ং রাজা মন্দিরং ব্রজ সুব্রতে।
ত্বত্তঃ শ্রুতং ময়া পূর্ব্বমিদানীং স্মৃতিমাগতং ॥৭৩॥
অতঃ শীঘ্রং প্রবিশ্যাদ্য ক্রোধাগারং রুষান্বিতা।
বিমুচ্য সর্ব্বাভরণং সর্ব্বতো বিনিকীর্য্য চ।
ভূমাবেবশয়ানা ত্বং তূষ্ণীমাতিষ্ঠ ভামিনী ॥ ৭৪ ॥

কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। ৬১। ৬২। অধিক কি বলিব দেখি, আমি বিবেচনা করি, সপত্নীরদাসীত্ব অপেক্ষা তোমার মরণই শ্রেয়স্কর। যদি তোমার জীবন রাখিতে ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে শীঘ্র ভরতের রাজ্যাভিষেক ও শ্রীরামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বন-বাস যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে যত্ন কর, তাহা হইলে তোমার সাম্রাজ্য হইবেক। ৬৩। ৬৪। এসম্বন্ধে তোমাকে সুযুক্তি প্রদান করিতেছি, স্মরণ করিয়া দেখ—দেবাসুর সংগ্রামে সাহায্য প্রার্থি দেবরাজ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সসৈন্য রাজা দশরথ তোমার সহিত দেবভবনে গমন করিয়াছিলেন। ৬৫। ৬৬। তৎকালে রাক্ষসগণের সহিত রণোন্মত্ত মহাবীর মহারাজের রথকীল ছিন্ন হইয়া পতিত হয়, রাজা কিছুই জানিতে পারেন নাই। ৬৭। তুমি পতিপ্রাণরক্ষার্থ ঐ কীলস্থানে তৎপরিবর্ত্তে নিজহস্তরক্ষা করিয়া তৎকালে মহারাজের প্রাণরক্ষা করিয়াছ। অনন্তর মহারাজ সমর বিজয়লাভ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করি-লেন ও অতিসন্তোষ সহকারে কহিলেন। ৬৮। ৬৯। প্রিয়ে, তুমি এই ঘোরতর ভয়াবহ সময়ে কীলপরিবর্ত্তে হস্তপ্রদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, অতএব তুমি অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর॥ আমি তোমাকে বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত আছি এই প্রকার অতিসন্তোষকর মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া তুমি তৎকালে কহিয়াছিলে যে, মহারাজ দাসীর প্রতি সানুকম্প হইয়া যদি বরপ্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, সে প্রতিজ্ঞা কখনই বিচলিত হইবে না। ঐ বরদ্বয় আমার গ্রহণ করা হইল, এক্ষণে আপনার নিকট ন্যস্ত রাখিলাম্। যে সময় আমার কার্য্য উপস্থিত হইবে, তৎকালে অভিলষিত প্রকাশ করিয়া পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব। আমি এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বে শুনিয়াছি ইদানী স্মৃতিপথারূঢ় হইল। অতএব সত্বর ক্রোধা-গারে প্রবেশ কর, এবং রত্নাভরণাদি সকল পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক ভূমিশয্যাবলম্বন কর। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। রাজা তোমাকে মলিনা ও অভিমানিনী দেখিয়া যখন

যাবৎ সত্যং প্রতিজ্ঞায় রাজাঽভীষ্টং করোতি তে।
শ্রুত্বা ত্রিবক্রয়োক্তং তত্তদা কৈকয়নন্দিনী ॥৭৫॥
তথ্যমেবাখিলং মেনে দুঃসঙ্গাহিত বিভ্রমা।
তামাহ কৈকয়ী দুষ্টা কুতস্তে বুদ্ধিরীদৃশী ॥৭৬॥
এবং ত্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্রসুন্দরি।
ভরতো যদি রাজা মে ভবিষ্যতি সুতঃ প্রিয়ঃ ॥৭৭॥
গ্রামান্ শতং প্রদাস্যামি মম ত্বং প্রাণবল্লভা।
ইত্যুক্ত্বা কোপভবনং প্রবিশ্য সহসারুষা ॥৭৮॥
বিমুচ্য সর্ব্বাভরণং পরিকীর্য্য সমন্ততঃ।
ভূমৌ শয়ানা মলিনা মলিনাম্বরধারিণী ॥৭৯॥
প্রোবাচ শৃণু মে কুব্জে যাবদ্রামো বনং ব্রজেৎ।
প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যেঽথবা বক্রে শয়িষ্যে তাবদেব হি ॥৮০

নিশ্চয়ং কুরু কল্যাণি। কল্যাণং তে ভবিষ্যতি।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ কুব্জা গৃহং সাপি তথাকরোৎ ॥৮১
ধীরোঽত্যন্তদয়ান্বিতোঽপিসুগুণাচারান্বিতোবাঽথবা
নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিদ্যাবিবেকোঽথবা
দুষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদাচেদ্ভজেৎ।
তদ্বুদ্ধ্যা পরিভাবিতো ব্রজতি তৎসাম্যংক্রমেণ স্ফুটং
অতঃ সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যো দুষ্টানাং সর্ব্বদৈব হি।
দুঃসঙ্গীচ্যবতে স্বার্থাদ্যথেয়ং রাজকন্যকা ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তোমার সন্তোষার্থ অভীষ্টদানে সত্যপ্রতিজ্ঞা করিবেন, তৎকালে ঐ বরদয়দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও চতুর্দ্দশবর্ষ শ্রীরামের বনবাস প্রার্থনা করিবে। কেকয়নন্দিনী মন্থরার এই সকল নৃশংসতাপূর্ণ বচনাবলীকে হিতকর, এবং প্রিয়তরজ্ঞান করিলেন, কহিলেন মন্থরে, তোমার এইরূপ বুদ্ধির প্রতিভা কিরূপে হইল। যদি আমার ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধির অনুরূপ পারিতোষিক প্রদান করিব। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা তোমাকে শত গ্রামপ্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করিব। অনন্তর সর্ব্বাভরণ-পরিচ্যুতা মলিনবসনা কৈকেয়ী ক্রোধাগার মধ্যে ভূমিশয্যা-গ্রহণ করিলেন। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। কহিলেন মন্থরে, এই শয়ন করিলাম্। শ্রীরামের বনগমন করাইব নতুবা, প্রাণ-ত্যাগ করিব, এই শয্যা হইতে উঠিব না। ৮০। অনন্তর মহিষি, তোমার অবশ্যই কল্যাণ হইবে, এই কথা বলিয়া মন্থরা প্রস্থান করিলেন। ৮১। সুধীর অতিদয়ালু এবং বহুগুণ বিশিষ্ট ও আচারযুক্ত নীতিবেত্তা এবং গুরুসেবাপর বিদ্যা বিবেকীব্যক্তি ও পাপমতিদুষ্টের সহবাসে পাপবুদ্ধির অনুসারী হইয়া ক্রমশঃ দুষ্টপদবীতে পদার্পণ করিয়া থাকে। ৮২। অতএব দুষ্টজন-সংসর্গ সর্ব্বদা পরিহার্য্য দুষ্টসংসর্গীব্যক্তিরা স্বার্থ হইতে পরিচ্যুত হয়, কৈকেয়ী তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হইয়াছেন। ৮৩।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত অধ্যাত্মরামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো দশরথো রাজা রামাভ্যুদয়কারণাৎ।
আদিশ্য মন্ত্রিপ্রকৃতীঃ সানন্দো গৃহমাবিশৎ ॥১॥
তত্রাদৃষ্ট্বা প্রিয়াং রাজা কিমেতদিতি বিহ্বলঃ।
যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ প্রবিষ্টে ময়ি শোভনা ॥২॥
হসন্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাদ্য দৃশ্যতে।
ইত্যাত্মন্যেব সংচিন্ত্য মনসাতি বিদূয়তা ॥৩॥
পপ্রচ্ছ দাসীনিকরং কুতো বঃ স্বামিনী শুভা।
নায়াতি মাং যথা পূর্ব্বং মৎপ্রিয়া প্রিয়দর্শনা ॥৪॥

তামূচুঃ ক্রোধভবনং প্রবিষ্টা নৈব বিদ্মহে।
কারণং তত্রদেব! ত্বং গত্বা নিশ্চেতুমর্হসি ॥৫॥
ইত্যুক্তো ভয়সন্ত্রস্তো রাজা তস্যাঃ সমীপগঃ।
উপবিশ্য শনৈর্দেহং স্পৃশন্বৈ পাণিনাঽব্রবীৎ ॥৬॥

রাজা দশরথ শ্রীরামের অভ্যুদয়ার্থ অমাত্যবর্গকে আদেশ করিয়া বিশ্রামবাসনায় কৈকেয়ীমন্দিরে আগমন করিলেন এবং সে স্থানে প্রেয়সীকে পূর্ব্ববৎ অবলোকন করিয়া বিকলান্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন। একি সেই সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা জীবিতেশ্বরী মহিষী অসময় নিজভবনশূন্য করিয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, পূর্ব্বে যিনি আমাকে অন্তঃপুর সমাগত দেখিবামাত্র সমাগতা হইয়া সহাস্যবদনে সাদর সম্ভাষণ করিতেন, এইক্ষণে সেই প্রিয়তমা কোথায় তদভাবে অন্তঃপুরশূন্যময় দেখিতেছি, রাজা মনে মনে এরূপ নানা তর্ক করিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পরিচারিকে তোমাদিগের রাজমহিষী কোথায়! দাসী কহিলো, মহারাজ! দেবী ক্রোধভবনে প্রবেশ করিয়াছেন, আমরা ইহার কারণ কিছুই জানিনা আপনি সেই স্থানে গমন করিলে সকল বিবরণ জানিতে পারিবেন, রাজা দশরথ ভীতান্তঃকরণে ক্রোধ ভবনে প্রবেশানন্তর নিজহস্তদ্বারা কৈকেয়ীর গাত্রস্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিলে। ১।

।২।৩।৪।।৫।৬। প্রিয়ে! অদ্য কি কারণে তুমি রত্নপর্য্যঙ্ক পরিহার করিয়া ভূপৃষ্ঠে শয়ান রহিয়াছ। হে ভীরু! তুমি আমার সহিত আলাপ করিতেছ না এজন্য হৃদয় বেদনা পাইতেছি। হে চারুভাষিণি! তুমি কি নিমিত্ত মহামূল্য রত্নাভরণাদি পরিত্যাগ করিয়া মলিনাম্বরধারণ করিয়াছ আমার নিকট সকল প্রকাশ কর, এক্ষণেই আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব। হে চার্ব্বাঙ্গি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যে পুরুষেরা স্ত্রীজাতি তোমার অনভিমত কার্য্য করিয়া ক্রোধোদ্দীপন করাইয়াছে, সে ব্যক্তি এই দণ্ডে দণ্ডনীয় অথবা বধ্য হইবে। হে দেবি? তোমার যাহাতে প্রীতি হয়, তাহা দুর্ল্লভ হইলেও সিদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। প্রিয়ে! তুমি আমার অন্তঃকরণ বিশেষ অবগত আছ আমাকেও আজ্ঞাকারি বলিয়া জানিতেছ তবে কি হেতু আমাকে খিন্ন করিতেছ ও আপনি বৃথা পরিশ্রম স্বীকার করিতেছ। দেবি! তুমি অনুমতি কর তোমার কোন প্রিয়কারী দরিদ্রকে ধনবান করিব, এবং তোমার অহিতকারী কোন ধনবানকে নির্ধন করিব, এবং তোমার কোন অহিতকর অবধ্য ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করি অথবা তোমার প্রিয়কারী কোন বধার্হব্যক্তিকে রাজদণ্ড হইতে মুক্ত করিব। প্রিয়ে! অধিক কি বলিব তোমার নিমিত্ত আমি প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি এবং প্রাণাধিক প্রিয়তম শ্রীরামের উপর শপথ করিয়া বলিতেছি, যে তোমার যাহাতে প্রীতি হয়, তাহাই করিব। কৈকেয়ী রাজা দশরথের এইরূপ সপথবাক্য শ্রবণানন্তর নেত্র জলমার্জ্জন করিয়া কহিলেন—মহারাজ!

কিং শেষে বসুধাপৃষ্ঠে পর্য্যঙ্কাদীন্ বিহায়চ ।
মাং ত্বং খেদয়সে ভীরু যতো মাং নাবভাষসে ॥৭।
অলঙ্কারং পরিত্যজ্য ভূমৌ মলিনবাসসা ।
কিমর্থং ব্রূহি সকলং বিধাস্যে তব বাঞ্ছিতং ॥৮॥
কো বা তবাহিতং কর্ত্তা নারী বা পুরুষোঽপি বা ।
স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ । ৯॥
ব্রূহি দেবি ? যথা প্রীতিস্তদবশ্যং মমাগ্রতঃ ।
তদিদানীং সাধয়িষ্যে সুদুর্ল্লভ মপিক্ষণাৎ ॥১০॥
জানাসি ত্বং মমস্বান্তং প্রিয়ং মাং স্ববশে স্থিতং ।
তথাপি মাং খেদয়সে বৃথা তব পরিশ্রমঃ ॥১১॥
ব্রূহি ! কং ধনিনং কুর্য্যাং দরিদ্রং তে প্রিয়ঙ্করং ।
ধনিনং ক্ষণমাত্রেণ নির্ধনঞ্চ তবাহিতং ॥১২॥
ব্রূহি ! কং বা বধিষ্যামি বধার্হো বা বিমোক্ষ্যতে।
কিমত্র বহুনোক্তেন প্রাণান্ দাস্যামি তে প্রিয়ে। ১৩
মমপ্রাণাৎ প্রিয়তরো রামো রাজীবলোচনঃ ।
তস্যোপরি শপে ব্রূহি ত্বদ্বাঞ্ছিতং তৎকরোম্যহং ॥১৪॥
ইতি ব্রুবাণং রাজানং শপন্তং রাঘবোপরি ।
শনৈর্ব্বিমৃজ্য নেত্রে সা রাজানং প্রত্যভাষত ॥১৫॥
যদি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽসি শপথং কুরুষে যদি ।
যাচ্ঞাং মে সফলাং কর্ত্তুং শীঘ্রমেব ত্বমর্হসি ।১৬।

পূর্ব্বং দেবাসুরে যুদ্ধে ময়া ত্বং পরিরক্ষিতঃ ।
তদা বরদ্বয়ং দত্তং ত্বয়া মে তুষ্টচেতসা ॥ ১৭॥
তদ্দ্বয়ং ন্যাস ভূতং মে স্থাপিতং ত্বয়ি সুব্রত ।
তত্রৈকেন বরেণাশু ভরতং মে প্রিয়ং সুতং । ১৮॥
এভিঃ সম্ভৃত সম্ভারৈর্যৌবরাজ্যেঽভিষেচয় ।
অপরেণ বরেণাশু রামো গচ্ছতু দণ্ডকান্ ॥ ১৯ ॥
মুনিবেশধর শ্রীমান্ জটাবল্কল ভূষণং ।
চতুর্দ্দশসমাস্তত্র কন্দমূলফলাশনঃ । ২০ ॥
পুনরায়াতু তস্যান্তে বনে বা তিষ্ঠতু স্বয়ং ।
প্রভাতে গচ্ছতু বনং রামোরাজীবলোচনঃ । ২১॥
যদি কিঞ্চিৎ বিলম্বেত প্রাণাং স্ত্যক্ষ্যে তবাগ্রতঃ ।
ভব সত্য প্রতিজ্ঞস্ত্ব মেতদেব মমপ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

আপনি যদি সত্য প্রতিজ্ঞ হন, তবে আমার একটী প্রার্থনা সফল করুন্ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । ১৪ । ১৫ । । ১৬ । পুরাকালে দেবাসুর সংগ্রামে বিক্ষত শরীর হইয়া মদনুষ্ঠিত সেবাদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অযাচিত হইয়াও সদভিলষিত বরদ্বয়প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আমি তৎকালে ঐ বরদ্বয় আপনার নিকট ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার কার্য্যোপস্থিত হইয়াছে, অতএব মহারাজ প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদানদ্বারা আমাকে চরিতার্থ করুন্ ॥ প্রার্থনীয় বিষয় প্রকাশ করিতেছি এক বরদ্বারা শ্রীরামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস অপর বরদ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক হয়, এই কার্য্যদ্বয় মহারাজেরই ইচ্ছাধীন শ্রীরাম চতুর্দ্দশ বর্ষান্তে পুনঃ প্রত্যাগমন করুন, অথবা মুনিবেশ ও জটাবল্কলধারী হইয়া কন্দমূল ফলাদি ভক্ষণদ্বারা দণ্ডকারণ্যে কালাতিপাত করুন তদ্বিষয় আমার কোন আপত্তি নাই। হে সত্য প্রতিজ্ঞ, রজনীপ্রভাত হইলেই রাজীবলোচন রাম দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করুন, বিলম্ব হইলে আমি আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ আমি স্বার্থপরায়ণা হইয়া আপনার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেছি ইহা বিবেচনা করিবেন না আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গজনা পাপে কলঙ্কিত না হন, ইহা আমার অভিপ্রেত জানিবেন । ১৭ । ১৮ । । ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । রাজা কৈকেয়ীর অতিদারুণ ও রোম-

শ্রুত্বৈতদ্দারুণং বাক্যং কৈকেষ্যা রোমহর্ষণং।
নিপপাত মহীপালো বজ্রাহত ইবাচল ॥২৩॥
শনৈরুন্মীল্য নয়নে বিমৃজ্য পরয়া ভিয়া।
দুঃস্বপ্নোবা ময়া দৃষ্টোহথবা চিত্তবিভ্রমঃ ।২৪॥
ইত্যালোক্য পুরঃ পত্নীং ব্যাঘ্রীমিব পুরঃ স্থিতাং।
কিমিদং ভাষসে? ভদ্রে মমপ্রাণহরং বচঃ ॥২৫॥
রামঃ কমপরাধং তে কৃতবান্ কমলেক্ষণঃ।
মমাগ্রেরাঘব গুণান্ বর্ণয়স্য নিশং শুভান্ ॥২৬॥
কৌশল্যাং মাং সমং পশ্যন্ শুশ্রূষাং কুরুতে সদা।
ইতি ব্রুবন্তীত্বং পূর্ব্বমিদানীং ভাষসেঽন্যথা ॥২৭।
রাজ্যং গৃহাণ পুত্রায় রামস্তিষ্ঠতু মন্দিরে।
অনুগৃহ্নীষ্ট মাং বামে রামান্নাস্তিভয়ং তব ॥২৮॥

ইত্যুক্তা শ্রুপরীতাক্ষঃ পাদয়োর্নিপপাতহ।
কৈকেয়ী প্রত্যুবাচেদং সাপি রক্তান্তলোচনা ॥২৯।
রাজেন্দ্র কিং ত্বং ভ্রান্তোঽসিউক্তং তদ্ভাষসেঽন্যথা
মিথ্যাকরোষিচেৎস্বীয়ংভাষিতং নরকোভবেৎ ॥৩০
বনং নগচ্ছেৎ যদি রামচন্দ্রঃ
প্রভাতকালেঽজিনচীরযুক্তঃ।
উদ্বন্ধনংবাবিষভক্ষণং বাকৃত্বামরিষ্যেপুরতস্তবাহং ৩১
সত্য প্রতিজ্ঞোঽহমিতীহলোকে
বিড়ম্বসে সর্ব্বস ভাস্তরেষু।
রামোপরি ত্বং শপথং চ কৃত্বা মিথ্যাপ্রতিজ্ঞো
নরকং প্রয়াহি ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্তঃ প্রিয়য়াদীনো মগ্নো দুঃখার্ণবে নৃপঃ।
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ বিসংজ্ঞোমৃতকো যথা ॥

হর্ষণ বচন শ্রবণ করিয়া বজ্রাহত ভূধরের ন্যায় মেদীনীপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। ২৩। কিয়ৎক্ষণ পরে সভয়ে নয়নদ্বয়ের উন্মীলন ও হস্তদ্বারামার্জ্জন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি আমি অদ্য দুঃস্বপ্ন দর্শ করিলাম। অথবা বার্দ্ধক্যবশতঃ ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে। পুনর্ব্বার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মানা কৈকেয়ীকে অবলোকন করত পূর্ব্ববদ্বিষাদ পূর্ণান্তঃকরণে কহিলেন। হে ভদ্রে। একি তুমি বাক্যদ্বারা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছ! রাজীবলোচন রাম তোমার নিকট কি অপরাধী হইয়াছে, পূর্ব্বে তুমি আমার নিকট শ্রীরামের কতই প্রশংসা করিতে এবং কৌশল্যা নির্ব্বিশেষে তোমার শুশ্রূষা করায় শ্রীরামের প্রতি কতই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছ, এক্ষণে কি হেতু তাহার বিপরিতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে চারুভাষিণি, ভরতের নিমিত্ত রাজ্য গ্রহণ কর, আমি এই দণ্ডেই প্রদান করিতেছি। শ্রীরামের বনগমন প্রার্থনায় পরাঙ্মুখ হও। হে বামলোচনে, তুমি আমার ও শ্রীরামের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ কর, গুরুজনবল্লভরাম হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে এইরূপ বলিতে বলিতে কৈকেয়ীর পাদদ্বয়ে পতিত হইলেন, কৈকেয়ী আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ আপনি ভ্রান্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে উদ্যত হইয়াছেন, জ্ঞানী হইয়া মিথ্যাবাদীদিগের পদবীতে পদার্পণ করিতেছেন। যাহাহউক আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আগামী প্রভাতে শ্রীরামচন্দ্র জটাবল্ক ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্য গমন না করেন, তাহা হইলে আমি উদ্বন্ধন অথবা বিষ ভক্ষণ দ্বারা প্রাণপরিত্যাগ করিব। তুমি স্বয়ং আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া জনসমাজে প্রকাশ করিয়া থাক; কিন্তু এক্ষণে রামের উপর শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞালঙ্ঘন দোষে নিরয়গামী হইতেছে। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। রাজা কৈকেয়ীর এইরূপ বচনানলে দগ্ধ হইয়া ঘোরদুঃখার্ণবে মগ্ন ও ভূমিশয্যায় মূর্চ্ছিত হইলেন এবং একরাত্রিকে সংবৎসর তুল্যজ্ঞান করিয়া

এবং রাত্রির্গতা তস্য দুঃখাৎ সম্বৎসরোপমা।
অরুণোদয়কালেতু বন্দিনো গায়কা জগুঃ ।৩৪॥
নিবারয়িত্বা তান্ সর্ব্বান্ কৈকেয়ীরোষমাস্থিতা।
ততঃ প্রভাত সময়ে মধ্যকক্ষমুপস্থিতা ॥ ৩৫ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ঋষয়ঃ কন্যকাস্তথা।
ছত্রঞ্চ চামরং দিব্যং গজোবাজী তথৈব চ ॥৩৬॥
অন্যাশ্চ বারমুখ্যা যাঃ পৌরজানপদাস্তথা।
বশিষ্ঠেন যথাজ্ঞপ্তং তৎসর্ব্বং তত্রসংস্থিতং ॥ ৩৭ ॥
স্ত্রিয়ো বালাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ রাত্রৌ নিদ্রাং ন লেভিরে।
কদা দ্রক্ষ্যামহে রামং পীতকৌশেয়বাসসং ॥৩৮॥

কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিলেন অরুণোদয়কালে বন্দিগণ স্তুতি পাঠ আরম্ভ করিল । ৩৩। ৩৪। কৈকেয়ী রোষসহকারে তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। এদিকে কুলগুরুবশিষ্ঠ দেবের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ঋষিগণ ও ষোড়শ সৌর-কন্যা শ্বেতচ্ছত্র দিব্য চামর গজবাজি প্রভৃতি রাজভোগ্য বস্তু সকল ও অন্যান্য বারাঙ্গনাগণ ও জানপদবৃন্দ সকলে সমবেত হইয়া রাজবাটীর মধ্য কক্ষে উপস্থিত হইলেন। ৩৫। ৩৬। ।৩৭। গত রজনীতে নিদ্রা দেবী বালবৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতি প্রভৃতি কাহারও নয়নস্পর্শ করিতে পারে নাই, কারণ তাহারা শয্যা-শয়ান হইয়া সতত চিন্তা করিয়াছিলেন যে শতকন্দর্পকমনীয় নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রাম পীতাম্বর ও কৌস্তুভ প্রভৃতি নানাবিধ বস্ত্রাভরণে বিভূষিত হইয়া সহাস্য বদনে গজরাজপৃষ্ঠে কখন্ আরোহণ করিবেন তাঁহার শিরস্থিত রাজমুকুটের সমুজ্জ্বল প্রভায় দশদিক আলোকময় হইবে। শুভ-লক্ষণ সম্পন্ন সুকুমার লক্ষ্মণ তাঁহার অভিষিক্ত মস্তকোপরি শ্বেতছত্র ধারণ করিবেন কখনইবা প্রভাত হইবে আমরা সেই নয়নানন্দবর্দ্ধন অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিব সুতরাং এই সকল চিন্তায় সকলেই রজনীজাগরণ করিয়া ঔৎসুক্য নশত প্রভাত হইতে না

সর্ব্বাভরণসম্পন্নং কিরীটকটকোজ্জ্বলং।
কৌস্তুভাভরণং শ্যামং কন্দর্পশতসুন্দরং ॥৩৯॥
অভিষিক্তং সমায়াতং গজারূঢ়ং স্মিতাননং।
শ্বেতচ্ছত্রধরং তত্র লক্ষ্মণং লক্ষণান্বিতং ॥৪০॥
রামং কদা বা দ্রক্ষ্যামঃ প্রভাতং বা কদা ভবেৎ।
ইত্যুৎসুকধিয়ঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পুরবাসিনঃ ॥৪১॥
নেদানীমুত্থিতো রাজা কিমর্থঞ্চেতি চিন্তয়ন্।
সুমন্ত্রঃ শনকৈঃ প্রায়াদ্যত্র রাজাবতিষ্ঠতে ॥৪২॥
বর্দ্ধয়ন্ জয়শব্দেন প্রণমন্ শিরসা নৃপং।
অতিখিন্নং নৃপং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ীং সমপৃচ্ছত ॥৪৩॥
দেবি কৈকেয়ি! বর্দ্ধস্ব কিং? রাজা দৃশ্যতেহন্যথা।
তমাহ কৈকয়ী রাজা রাত্রৌ নিদ্রাং ন লব্ধবান্ ॥৪৪
রাম রামেতি রামেতি রামমেবানুচিন্তয়ন্।
প্রজাগরেণ বৈ রাজা হ্যস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে।
রামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা দ্রষ্টুমিহেচ্ছতি ॥৪৫॥

হইতেই শ্রীরামদর্শনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মন্ত্রী প্রধান সুমন্ত্র মহারাজের সমাগমন না দেখিয়া চিন্তিতান্তঃকরণে অন্তঃপুরমধ্যে রাজসন্নিধানে গমন করিলেন, এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া প্রণাম করিলেন। রাজা কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। সুমন্ত্র অবস্থাদর্শনে রাজাকে অতি খিন্ন বিবেচনা করিয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। দেবি! অদ্য উৎসব সময়ে মহারাজকে মলিন দেখিতেছি। কৈকেয়ী কহিলেন—সুমন্ত্র, গতরাত্রিতে মহারাজ শ্রীরামেরই শুভাশুভ-চিন্তা করত জাগরণ করিয়াছেন, অতএব অসুস্থের ন্যায় বোধ হইতেছে, তুমি শীঘ্র শ্রীরামকে এস্থানে আনয়ন কর। মহারাজ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ৪৪। ৪৫।

সুমন্ত্র উবাচ।

অশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি।
তচ্ছ্রুত্বা মন্ত্রিণো বাক্যং রাজামন্ত্রিণমব্রবীৎ ॥৪৬॥
সুমন্ত্র! রামং দ্রক্ষ্যামি শীঘ্রমানয় সুন্দরং।
ইত্যুক্তস্ত্বরিতং গত্বা সুমন্ত্রো রামমন্দিরং ॥৪৭॥
অবারিতঃ প্রবিষ্টোঽয়ং ত্বরিতং রামমব্রবীৎ।
শীঘ্রমাগচ্ছ ভদ্রং তে রাম! রাজীবলোচন! ॥৪৮॥
পিতুর্গেহং ময়াসার্দ্ধং রাজা ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি!
ইত্যুক্তো রথমারুহ্য সম্ভ্রমাৎ ত্বরিতো যযৌ ॥৪৯॥
রামঃ সারথিনা সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
মধ্যকক্ষে বশিষ্ঠাদীন্ পশ্যন্নেব ত্বরান্বিতঃ ॥৫০॥
পিতুঃ সমীপং সঙ্গম্য ননাম চরণৌ পিতুঃ।
রামমালিঙ্গিতুং রাজা সমুত্থায় সসম্ভ্রমঃ ॥৫১॥
বাহূ প্রসার্য্য রামেতি দুঃখাদধো পপাত হ।
হাহেতি রামস্তং শীঘ্রমালিঙ্গ্যাঙ্কে ন্যবেশয়ৎ ॥৫২॥
রাজানং মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা চুক্রুশুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
কিমর্থং রোদনমিতি বশিষ্ঠোঽপি সমাবিশৎ ॥৫৩॥
রামঃ পপ্রচ্ছ কিমিদং রাজ্ঞো দুঃখস্য কারণং।
এবং পৃচ্ছতি রামে সা কৈকেয়ী রামমব্রবীৎ ॥৫৪॥
ত্বমেব কারণং হ্যত্র রাজ্ঞো দুঃখোপশান্তয়ে।
কিঞ্চিৎ কার্য্যং ত্বয়া রাম! কর্ত্তব্যং নৃপতের্হিতং ॥৫৫

সুচতুর সুমন্ত্র কহিলেন ভামিনি প্রভুর বাক্য শ্রবণ না করিয়া কি হেতু শ্রীরামকে আনয়ন করিব, রাজা মন্ত্রীবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র প্রাণাধিক শ্রীরামকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, শীঘ্র আনয়ন কর, সুমন্ত্র রাজকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবারিতদ্বার শ্রীরামভবনে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীরামচন্দ্রকে কহিলেন হে রাম! মহারাজ তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, শীঘ্র আগমন কর। শ্রীরামচন্দ্র পিতার আজ্ঞা শ্রবণমাত্র ব্যাগ্র হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সুমন্ত্র চালিত-রথে আরোহনপূর্ব্বক গমন করিলেন, মধ্যকক্ষে সমুপস্থিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণকে কার্য্যানুরোধবশত অতিক্রম করিয়া সত্বর পিতৃভবনে গমন করিলেন। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। এবং পিতৃদেবের চরণ বন্দন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা দশরথ শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিয়া বাহুদ্বয় বিস্তার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই আশা বিফল হইল, যেহেতু অশ্রুধারা নয়নদ্বয়কে সহসা রুদ্ধ করিয়া মহারাজের দর্শনশক্তির প্রতিবন্ধক হইল। রাজা সেই ক্ষণে সমস্ত শূন্যময় অবলোকন করিয়া ভূমিতে পতনোন্মুখ হইলেন। শ্রীরামচন্দ্র হা মহারাজ বলিয়া পিতাকে মূর্চ্ছাবস্থায় নিজক্রোড়ে ধারণ করিলেন, পুরনারীগণ রাজাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব মধ্যকক্ষ হইতে পুরনারীগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সত্বর আগমন করিলেন। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। শ্রীরামচন্দ্র মহারাজের আকস্মিক দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈকেয়ী কহিলেন শ্রীরাম তুমিই এক্ষণে মহারাজের দুঃখশান্তির উপায় হইয়াছ, অতএব মহারাজের কিঞ্চিৎ হিতকার্য্য কর, তুমি সত্য প্রতিজ্ঞ বলিয়া বাল্যকালে খ্যাতিলাভ করিয়াছ, এক্ষনে পিতাকে সত্যবাদী কর, পূর্ব্বে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অভিলষিত বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, মহারাজের ঐ সত্য রক্ষা তোমারই অধীন, রাজা স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। হে ক্ষত্রিয়বর সত্যপাশবদ্ধ বৃদ্ধ পিতাকে নরক হইতে পরিত্রাণ কর যে সন্তান পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করে সেই ব্যক্তি পুত্র শব্দের বাচ্য হইয়া থাকে। শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শূলাহতের ন্যায় ব্যথিতান্তঃকরণে কহিলেন মাতঃ! আমাকে আপনি কি উপদেশ দিতেছেন আমি পিতার নিমিত্ত জীবনপর্য্যন্ত দান করিতে পারি এবং উদ্বন্ধন ও বিষপানেও প্রস্তুত আছি। জানকী ও গর্ভধারিণী কৌশল্যা, এবং সাম্রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারি। যে পুত্র পিতার অভিপ্রায় বুঝিয়া

কুরু সত্যপ্রতিজ্ঞত্বং রাজানং সত্যবাদিনং।
রাজ্ঞা বরদ্বয়ং দত্তং মহ্যং সন্তুষ্টচেতসা ॥৫৬॥
ত্বদধীনং তু তৎসর্ব্বং বক্তুং ত্বাং লজ্জতে নৃপঃ।
সত্যপাশেন সম্বদ্ধং পিতরং ত্রাতুমর্হসি ॥৫৭॥
পুত্রশব্দেন চৈতদ্ধি নরকাত্রায়তে পিতা।
রামস্তয়োদিতং শ্রুত্বা শূলেনাভিহতো যথা ॥৫৮॥
ব্যথিতঃ কৈকয়ীং প্রাহ কিং মামেবং প্রভাষসে।
পিত্রর্থে জীবিতং দাস্যে পিবেয়ং বিষমুল্বণং ॥৫৯॥
সীতাং ত্যক্ষ্যেথ কৌশল্যাং রাজ্যং চাপি ত্যজাম্যহং
অনাজ্ঞপ্তোঽপি কুরুতে পিতুঃ কার্য্যং স উত্তমঃ ॥৬০
উক্তঃ করোতি যঃ পুত্রঃ স মধ্যম উদাহৃতঃ।
উক্তোঽপি কুরুতে নৈব স পুত্রো মল উচ্যতে ॥৬১॥
অতঃ করোমি তৎ সর্ব্বং যন্মামাহ পিতা মম।
সত্যং সত্যং করোম্যেব রামো দ্বির্নাভিভাষতে ॥৬২॥
ইতি রাম প্রতিজ্ঞাং সা শ্রুত্বা বক্তুং প্রচক্রমে।
রাম! ত্বদভিষেকার্থং সম্ভারাঃ সম্ভৃতাশ্চ যে ॥৬৩॥
তৈরেব ভরতোঽবশ্যমভিষেচ্যঃ প্রিয়ো মম।
অপরেণ বরেণাশু চীরবাসা জটাধরঃ ॥ ৬৪ ॥

আজ্ঞাপ্রতীক্ষা করে না সে উত্তম সন্তান, যে ব্যক্তি আজ্ঞানুসারে পিতৃবাক্য রক্ষাকরে সে মধ্যম, যে ব্যক্তি আদিষ্ট হইয়া পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করে সেই সন্তান বিষ্ঠাদির ন্যায় পিতার মলমাত্র অতএব আমি সত্যপ্রতিজ্ঞা করিতেছি পিতা আমাকে যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা কৃতার্থ হইয়া মস্তকে গ্রহণ করিব রামচন্দ্র স্বীকৃতবিষয়ে কখনই অন্যথা বাক্য বলিবেন না। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। রামচন্দ্রের এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাক্য শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ী

বনং প্রয়াহি শীঘ্রং ত্বমদ্যৈব হি পিতুরাজ্ঞয়া।
চতুর্দ্দশ সমাস্তত্র বস মুন্যন্নভোজনঃ ॥ ৬৫ ॥
এতদেব পিতুস্তেঽদ্য কার্য্যং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
রাজাতু লজ্জতে বক্তুং ত্বামেবং রঘুনন্দন ॥৬৬॥

শ্রীরাম উবাচ।

ভরতস্যৈব রাজ্যং স্যাদহং গচ্ছামি দণ্ডকান্।
কিন্তু রাজা ন বক্তীহ মাং ন জানেঽত্রকারণং ॥৬৭॥

কহিলেন, হে রাম তোমার অভিষেকার্থ যে সকল বস্তু আহৃত হইয়াছে ঐ সমুদায় বস্তু আমার প্রিয় সন্তান ভরতের রাজ্যাভিষেক সাধন হউক এবং তুমি মুনিবেশ ও জটাবল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস কর, তোমার পিতার এইরূপ অভিপ্রায় তুমি এক্ষণে সুসিদ্ধকর, মহারাজ তোমাকে স্বয়ং বলিতে লজ্জিত হইতেছেন। শ্রীরাম কহিলেন ভরতের রাজ্য হউক আমি বনগমন করিতে প্রস্তুত আছি, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু পিতা যে আমাকে কোন আজ্ঞা করিতেছেন না, ইহার কারণ কি।৬৩।৬৪।৬৫। ৬৬। শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশরথ দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন। বৎস রাম! কুপথগামি স্ত্রৈণ এবং ভ্রান্তচিত্ত পিতার নিগ্রহ করিয়া এই সাম্রাজ্য গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার পাপস্পর্শ হইবে না, আমাকেও মিথ্যা প্রতিজ্ঞাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না। হা রাম! হা প্রাণবল্লভ! হা জগন্নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কিরূপে ঘোর অরণ্য গমনে সম্মত হইতেছ, রাজা এইপ্রকার বিলাপ সহকারে শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, নীতিজ্ঞ রাম হস্তদ্বারা পিতার সজলনয়ন মার্জ্জনা করিয়া আশ্বাস বাক্যে কহিলেন তাত! রোদন করিতেছেন কেন? আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আগমন করিব, আপনার আশীর্ব্বাদে রাজ্যাপেক্ষা অরণ্যে অধিক সুখ ও পিতৃ সত্যপালনস্বরূপ মহৎকার্য্য সাধন হইবে; কৈকেয়ী দেবীরও প্রিয়তম কার্য্যসাধন ও হৃদয়জ্বর অপনীত

পিতা গুরুর্যথা রাম তবাহমধিকা ততঃ।
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্তুং বারয়েয়মহং সুতং ॥১২॥
যদি গচ্ছসি মদ্বাক্যমুল্লঙ্ঘ্য নৃপবাক্যতঃ।
তদা প্রাণান্ পরিত্যজ্য গচ্ছামি যমসাদনং ॥১৩॥
লক্ষ্মণোঽপি ততঃ শ্রুত্বা কৌশল্যা বচনং রুষা।
উবাচ রাঘবং বীক্ষ্য দহন্নিব জগত্রয়ং ॥১৪॥
উন্মত্তং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্ত্তিনং।
বদ্ধা নিহন্মি ভরতং তদ্বন্ধূন্ মাতুলানপি ॥১৫॥
অদ্য পশ্যন্তু মে শৌর্য্যং লোকান্ প্রদহতঃ পুরা।
রাম ত্বমভিষেকায় কুরু যত্নমরিন্দমঃ ॥১৬॥
ধনুষ্পাণিরহং তত্র নিহন্যাং বিঘ্নকারিণঃ।
ইতি ব্রুবন্তং সৌমিত্রিমালিঙ্গ্য রঘুনন্দনঃ ॥১৭॥

শূরোঽসি রঘুশার্দ্দূল! মমাত্যন্তং হিতেরতঃ।
জানামি সর্ব্বং তে সত্যং কিন্তু তে সময়োন হি ॥১৮
যদিদং দৃশ্যতে সর্ব্বং রাজ্যং দেহাদিকং চ যৎ।
যদি সত্যং ভবেত্তত্র আয়াসঃ সফলশ্চ তে ॥১৯॥
ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্লেখেব চঞ্চলাঃ।
আয়ুরপ্যগ্নি সন্তপ্তলোহস্থ জলবিন্দুবৎ।২০॥
যথা ব্যালগলস্থোঽপি ভেকো দংশানপেক্ষতে।
তথা কালাহিনা গ্রস্তো লোকো ভোগানশাশ্বতান্।
করোতি দুঃখেন হি কর্ম্মতন্ত্রং
শরীর ভোগার্থ মহর্নিশং নরঃ।
দেহস্তু ভিন্নঃ পুরুষাৎ সমীক্ষ্যতে
কো বাত্র ভোগঃ পুরুষেণ ভুজ্যতে।২২॥

তোমাকে বনগমনে অনুমতি করিয়াছেন আমিও তাহার প্রতিরোধ করিতেছি এক্ষণে বিবেচনা কর পিতৃআজ্ঞা অপেক্ষা মাতৃআজ্ঞার গৌরব আছে কি না—শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া যদি তুমি মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন কর তাহাহইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। অনন্তর লক্ষ্মণ কৌশল্যা দেবীর এইরূপ করুণ গর্ভবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধোদ্দীপ্তনয়নে যেন ত্রিজগৎ দগ্ধ করিবার নিমিত্ত শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং গম্ভীর স্বরে কহিলেন হে দেব! আপনি অনুমতি করুন আমি এই দণ্ডেই ভ্রান্তচিত্ত স্ত্রীজিত ও উন্মত্ত রাজা দশরথ এবং ভরত তাহার বন্ধুগণ ও মাতুলগণ এই সমস্ত ব্যক্তির প্রাণসংহার করিব। অদ্য চরাচরবাসি জীবগণ আমার ত্রিলোক সংহারক বিক্রম অবলোকন করুন, আমি এই কোদণ্ড গ্রহণ করিলাম। আপনার অভিষেক কার্য্যের বিঘ্নকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই নিষ্কৃতি পাইবে না, আপনি অভিষেকার্থ যত্ন করুন। অনন্তর রঘুবীর রাম লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ভ্রাতঃ ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আমি বিশেষ অবগত আছি যে, তুমি প্রচণ্ড-কোদণ্ডে শর সন্ধান করিলে ত্রিজগৎ দগ্ধ করিতে পার এবং আমার হিতসাধনার্থ সকল কার্য্যে প্রস্তুৎ আছ। ভ্রাতঃ, তোমাকে আমি সদুপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর, দেখ এই শ[illegible]সাম্রাজ্য প্রভৃতি বাহ্য প্রত্যক্ষ বিষয় পদার্থ সকল যদি [illegible]) হয়, তাহা হইলে তোমার আয়াস সফল হইতে পারে, বিবেচনা করিয়া দেখ সকলই অলীক ভোগাদিসুখ মেঘমালাস্থিত বিদ্যুল্লেখার ন্যায় চঞ্চল, মনুষ্যের পরমায়ুও অগ্নি সন্তপ্ত লৌহস্থিত জলবিন্দুপ্রায় অচিরস্থায়ী, যে রূপ ভুজঙ্গগলস্থিত ভেকও ভুজঙ্গদষ্ট না হইলে কালকবলে পতিত হয় না, তদ্রূপ দেহীমাত্রেই কালরূপ ভুজঙ্গগ্রস্ত হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসান না হইলে দেহত্যাগ করে না। অতএব অলীক বিষয়বাসনায় মুগ্ধ হইয়া গুরুজনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা অতি অনুচিত কার্য্য, মনুষ্যেরা আত্মশরীরের সুখভোগবাসনায় দিবারাত্র অতি কষ্টকর ধনোপার্জ্জনব্যাপার দ্বারা আত্মাকে কলুষিত করিতেছে, কি মোহ! শরীর জড়পদার্থ—সে কখন কি সুখাদির ভোক্তা হইতে পারে? সুখাদির ভোক্তা পুরুষ—ঐ পুরুষ হইতে

পিতৃ মাতৃ সুত ভ্রাতৃ দার বন্ধাদি সঙ্গমঃ।
প্রপায়ামিব জন্তূনাং নদ্যাং কাষ্ঠৌঘবচ্চলঃ ॥২৩॥
ছায়েব,লক্ষ্মীশ্চপলা প্রতীতা তারুণ্যমম্বূর্ম্মিবদধ্রুবঞ্চ
স্বপ্নোপমং স্ত্রীসুখমায়ুরল্পং
তথাপি জন্তোরভিমান এষঃ ॥২৪॥
সংসৃতিঃ স্বপ্নসদৃশী সদা রোগাদিসঙ্কুলা।
গন্ধর্ব্বনগরংপ্রখ্যা মূঢ়স্তামনুবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥
আয়ুষ্যং ক্ষীয়তে যস্মাদাদিত্যস্য গতাগতৈঃ।
দৃষ্ট্বান্যেষাং জরামৃত্যু কথঞ্চিন্নৈব বুধ্যতে ॥ ২৬ ॥

স এব দিবসঃ সৈব রাত্রিরিত্যেব মূঢ়ধীঃ।
ভোগাননুপতত্যেব কালবেগং ন পশ্যতি ॥২৭॥
প্রতিক্ষণং ক্ষরত্যেতদায়ুরাম ঘটাম্বুবৎ।
সপত্না ইব রোগৌঘাঃ শরীরং প্রহরন্ত্যহো ॥২৮॥
জরা ব্যাঘ্রীব পুরতস্তর্জ্জয়ন্ত্যবতিষ্ঠতে।
মৃত্যুঃ সহৈব যাত্যেষ সময়ং সম্প্রতীক্ষতে ॥২৯॥
দেহেঽহং ভাবমাপন্নো রাজাহং লোকবিশ্রুতঃ।
ইত্যস্মিন্মনুতে জন্তুঃ কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতে ॥৩০॥
ত্বগস্থি মাংস বিণ্মূত্ররেতো রক্তাদি সংযুতঃ।
বিকারী পরিণামী চ দেহ আত্মা কথং বদ ॥৩১॥
যমাস্থায় ভবাল্লোকং দগ্ধুমিচ্ছতি লক্ষ্মণ।
দেহাভিমানিনঃ সর্ব্বে দোষাঃ প্রাদুর্ভবন্তি হি ॥ ৩২।
দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্ব্বিদ্যেতি ভন্যতে॥ ৩৩

দেহের বিভিন্নতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, শরীরস্থিত পুরুষেরও সুখাদি ভোগ নিতান্ত অসম্ভব, যেহেতু পুরুষ বিশুদ্ধস্বভাব— সুতরাং সকলই অলীক বাসনা, যে রূপ পাণীয় নালায় পিপাসাতুর জন্তু সকলের এবং মহানদীতে স্রোতঃ সমানীত কাষ্ঠসমূহের একত্র সমাগম হয় তদ্রূপ মনুষ্যদিগের পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতা কলত্র ও বন্ধুগণের সহিত সমাগম হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য! মনুষ্যেরা প্রতিক্ষণেই ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মীর অস্থিরত্ব ও জলোর্ম্মির ন্যায় যৌবনের অস্থায়িত্ব আয়ুর অল্পতা ও স্ত্রীসম্ভোগ সুখের স্বপ্নোপমত্ব অনুভব করিয়াও অভিমান পরতন্ত্র হইয়া অকিঞ্চিৎকর সুখের জন্য আত্মাকে কতই কষ্টদিতেছে, মূর্খেরাই গন্ধর্ব্ব নগরবৎ ক্ষণবিধ্বংসী স্বপ্নসদৃশও রোগাদি-সঙ্কুল সংসারে অনুরক্ত হইয়া থাকে। ২৫। সূর্য্যের গমনাগমন সময় দ্বারা যাবৎ প্রাণির আয়ুক্ষয় হইতেছে ইহা অপর ব্যক্তির জরামরণ দর্শনে কি অনুভব হয় না? নিশাবসানে দিবস সমাগম হইলে দিবস ভোগ্য সুখানুভব করিয়া দিবাবসানে রজনী সুখসমাগমে মনুষ্যেরা কতই অনুরক্ত হইতেছে কি আশ্চর্য্য! কালের স্রোত দেখিয়া তাহাদের কি ক্ষণকালের জন্য পরমায়ুক্ষয়ের আশঙ্কা হয় না? এবঞ্চ অপক্ক কলসস্থিত জলের ন্যায় প্রতিক্ষণেই পরমায়ুক্ষরণ হইতেছে, রোগ সমূহ প্রবল রিপুর ন্যায় শরীরে সতত প্রহার করিতেছে। জরাও ব্যাঘ্রীর ন্যায় সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া তর্জ্জন করিতেছে এবং মৃত্যু সময় প্রতীক্ষা করিতেছে তথাপি মনুষ্যেরা কৃমিবিশিষ্ঠাদিময় দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি জগদ্বিখ্যাত রাজা ও অতিরূপবান এই সকল মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকেন, কি ভ্রম! ত্বক্ অস্থি মাংস বিষ্ঠা মূত্র রেত ও রক্ত এই সকল বস্তু পরিপূরিত রসাদিধাতু বিকার যুক্ত ও বিনশ্বর দেহ কি আত্মা হইতে পারে? যেহেতু আত্মা অবিকারী ও অবিনশ্বর, তুমি যে দেহাভিমান আশ্রয় করিয়া সকল লোকদগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ, ঐ দেহাভিমান অতি অকিঞ্চিৎকর ও সর্ব্বদোষের আকর জানিবে। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। হে লক্ষ্মণ! দেহাত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, আমিই দেহ এই প্রকার বুদ্ধির নাম অবিদ্যা, আমি দেহাতিরিক্ত চিন্ময় আত্মা, এই প্রকার বুদ্ধির নাম বিদ্যা, পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যা সংসারের কারণ, বিদ্যা কেবল সংসার নিবর্ত্তিকা, সেই হেতু মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের বিদ্যাভ্যাসে যত্ন করা উচিত। সেই বিদ্যাভ্যাসে কাম ক্রোধ প্রভৃতি প্রবল রিপু—ঐ রিপুগণের মধ্যে ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষায় মুক্তির বিঘ্নকারী, যে ক্রোধপ্র

অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ।
কামক্রোধাদয়স্তত্র শত্রবঃ শত্রুসূদন। ৩৫।
/তত্রাপি ক্রোধ এবালং মোক্ষবিঘ্নায় সর্ব্বদা।
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হন্তি পিতৃভ্রাতৃসুহৃৎ সখীন্।
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনং।
ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥৩৬॥

অভিভূত হইয়া মনুষ্যেরা পিতা মাতা ভ্রাতা সুহৃৎ ও সখা এই সকলের বধোপায়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। হে ভ্রাতঃ! ক্রোধ হইতে মনস্তাপ, সংসার বন্ধন ও ধর্ম্মনাশ হয়। সেই হেতু ক্রোধ পরিত্যাগ কর। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। হে লক্ষ্মণ! ক্রোধ পরম শত্রু তৃষ্ণা বৈতরণী নদীর ন্যায় দুস্তরা—সন্তোষ নন্দন বনের ন্যায় ফলপ্রদান করিয়া থাকে, এবং শান্তি কাম-ধেনুর স্বরূপ সেই হেতু শান্তি ভজনা কর, তাহা হইলে কেহ শত্রুতাচরণ করিবে না বস্তুগত্যা আত্মা বিশুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিকার নিরাকার—দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রাণ ও বুদ্ধি হইতে বিল-ক্ষণ, মনুষ্যেরা যাবৎ কালপর্য্যন্ত দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বারম্বার সংসার-দুঃখার্ণবে ও মৃত্যু মুখে পতিত হইবে। সেই হেতু তুমি আমাকে সর্ব্বদা বুদ্ধ্যাদি হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিবে। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচার করিবে কখনও খেদযুক্ত হইবে না, লৌকিক ব্যবহারে সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় আচার করিলে খেদ হওয়া সম্ভব, কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে আত্মাকে সর্ব্বদা দেহাদি হইতে বিভিন্ন চিন্তা করে এবং লৌকিক ব্যবহারে সাধারণের অনুকরণ করে সেই ব্যক্তি সংসার নিবন্ধন সুখদুঃখাদি প্রারব্ধ ভোগী হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না। বিশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি সংসার প্রবাহে পতিত হইয়া লৌকিক ব্যবহারানুযায়ী সকল কার্য্য করিলেও পাপ বা পুণ্যে লিপ্ত হয় না। হে লক্ষ্মণ, তুমি বিশেষ যত্নসহকারে মদুক্ত এই সমস্ত উপদেশ হৃদয়ে চিন্তা কর তাহা হইলে কখনই সংসার দুঃখে বাধিত হইবে না। হে মাতঃ, আপনিও মদুক্ত বচন পরম্পরা

ক্রোধ এব মহান্ শত্রুস্তৃষ্ণা বৈতরণী নদী।
সন্তোষো নন্দনবনং শান্তিরেব হি কামধুক্ ॥ ৩৭ ॥
তস্মাচ্ছান্তিং ভজস্বাদ্য শত্রুরেবং ভবেন্ন তে।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদিভ্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৩৮ ॥
আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ংজ্যোতিরবিকারী নিরাকৃতিঃ।
যাবদ্দেহেন্দ্রিয়প্রাণৈর্ভিন্নত্বং নাত্মনো বিদুঃ ॥৩৯॥
তাবৎ সংসারদুঃখৌঘৈঃ পীড্যন্তে মৃত্যুসংযুতাঃ।
তস্মাত্ত্বং সর্ব্বদা ভিন্নমাত্মানং হৃদি ভাবয় ॥ ৪০ ॥
বুদ্ধ্যাদিভ্যো বহিঃসর্ব্বমনুবর্ত্তস্ব মা খিদ।
ভুঞ্জন্ প্রারব্ধমখিলং সুখং বা দুঃখমেব বা ॥ ৪১ ॥
প্রবাহপতিতঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে।
বাহ্যে সর্ব্বত্র কর্ত্তৃত্বমাবহন্নপি রাঘব ॥ ৪২ ॥
অন্তঃশুদ্ধস্বভাবস্ত্বং লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ।
এতন্ময়োদিতং কৃৎস্নং হৃদি ভাবয় সর্ব্বদা ॥৪৩॥
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্ব্বাধ্যসে ন কদাচন।
ত্বমপ্যম্ব ময়াদিষ্টং হৃদি ভাবয় নিত্যদা ॥ ৪৪ ॥
সমাগমং প্রতীক্ষস্ব ন দুঃখৈঃ পীড্যসেঽচিরং।
ন সদৈকত্র সম্বাসঃ কর্ম্মমার্গানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৪৫ ॥
যথা প্রবাহপতিতপ্লবানাং সরিতাং তথা।
চতুর্দ্দশসমাসংখ্যা ক্ষণার্দ্ধমিব জায়তে ॥ ৪৬ ॥ √

হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করুন, তাহা হইলে দুঃখ পাইবেন না। নদীপ্রবাহ পতিত প্লবের ন্যায় কর্ম্মমার্গানুসারিদিগের চিরদিন সহাবস্থান কখন সম্ভবেনা, চতু-র্দ্দশ বৎসর ক্ষণার্দ্ধ কালের ন্যায় অতীত হইবে। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। আপনি হৃদয়

অনুমন্যস্ব মামম্ ! দুঃখং সন্ত্যজ্য দূরতঃ।
এবং চেৎ সুখসম্বাসো ভবিষ্যতি বনে মম ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা দণ্ডবন্মাতুঃ পাদয়োরপতচ্চিরম্ ।
উত্থাপ্যাঙ্কে সমাবেশ্য আশীর্ভিরভিনন্দয়ৎ ॥৪৮॥
সর্ব্বে দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ।
রক্ষন্তু ত্বাং সদা যান্তং তিষ্ঠন্তং নিদ্রয়া যুতং ॥৪৯॥
ইতি প্রস্থাপয়ামাস সমালিঙ্গ্য পুনঃপুনঃ ।
লক্ষ্মণোঽপি তদা রামং নত্বা হর্ষাশ্রুগদ্গদঃ ॥৫০॥
আহ রাম ! মমান্তস্থঃ সংশয়োঽয়ং ত্বয়া হৃতঃ ।
যাস্যামি পৃষ্ঠতো রাম ! সেবাং কর্ত্তুং তদাদিশ ॥৫১
অনুগৃহ্লীষ মাং রাম! নোচেৎ প্রাণাং স্ত্যজাম্যহং ।
তথেতি রাঘবোঽপ্যাহ লক্ষণং যাহি মা চিরং ॥৫২
প্রভস্থে তাং সমাধাতুং গতঃ সীতাপতির্ব্বিভুঃ ।
আগতং পতিমালোক্য সীতা সুস্মিতভাষিণী । ৫৩।
স্বর্ণপাত্রস্থসলিলৈঃ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ ।
পপ্রচ্ছ পতিমালোক্য দেবঃ কিং সেনয়া বিনা ॥৫৪
আগতোঽসি গতঃ কুত্র শ্বেতচ্ছত্রঞ্চ তে কুতঃ ।
বাদিত্রাণি ন বাদ্যন্তে কিরীটাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৫॥
সামন্তরাজসহিতঃ সম্ভ্রমাদাগতোঽসি কিং ।
ইতি স্ম সীতয়া পৃষ্টো রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥৫৬॥
রাজ্ঞা মে দণ্ডকারণ্যে রাজ্যং দত্তং শুভেঽখিলং ।
অতস্তৎপালনার্থায় শীঘ্রং যাস্যামি ভামিনি ! ॥৫৭॥
অদ্যৈব যাস্যামি বনং ত্বন্তু শ্বশ্রূসমীপগা ।
শুশ্রূষাং কুরু মে মাতুর্ন মিথ্যাবাদিনো বয়ং ॥৫৮॥
ইতি ব্রুবন্তং শ্রীরামং সীতা ভীতাঽব্রবীদ্বচঃ ।
কিমর্থং বনরাজ্যন্তে পিত্রা দত্তং মহাত্মনা ॥৫৯॥

হইতে দুঃখাপনয়ন করিয়া আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন আপনার অনুমতি হইলে আমি বনবাসে অনুমাত্র কষ্ট পাইব না । ৪৭ । শ্রীরাম এইরূপ সদর্থগর্ভ উপদেশ করিয়া মাতার চরণযুগলে পতিত হইলেন, কৌশল্যাদেবীও শ্রীরামকে ক্রোড়ে করিয়া আশীর্ব্বচন করিলেন। রাম ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ ও গন্ধর্ব্বগণ জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তোমাকে রক্ষা করুন, অনন্তর শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন করিয়া বনগমনে অনুমতি করিলেন, লক্ষ্মণও প্রণাম করিয়া হর্ষগদ্গদবচনে কহিলেন হে দেব ! আপনি সদুপদেশের দ্বারা চিরসংশয়াপনোদন করিয়াছেন, এইক্ষণে আপনার সেবার্থ দণ্ডকারণ্যে অনুগমন করিব আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এই অভিলাষ পূর্ণ করুন, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব । শ্রীরাম তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মণের প্রার্থিত বিষয় অনুমোদন পূর্ব্বক কহিলেন হে লক্ষ্মণ, শীঘ্র বনগমনের উদ্যোগ কর বিলম্ব না হয় ।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২। অনন্তর শ্রীরাম জানকীকে আশ্বাসিত করিবার জন্য স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন ; সীতাদেবীও শ্রীরামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া স্বর্ণপাত্রস্থ সলিল দ্বারা ভক্তি-পূর্ব্বক পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন আর্য্য ! আপনি পরিজন রহিত হইয়া একাকী কোথায় আসিয়াছিলেন; আপনার শ্বেতছত্র ও রাজমুকুটাদি কোথায় ? অযোধ্যা নগরে নানাবিধ বাদ্যধ্বনি ও অন্যান্য উৎসব কি হেতু হইতেছে না, আপনি কি ত্বরান্বিত হইয়া সামন্ত রাজগণকে পশ্চা-দ্ভাগে রাখিয়া আসিয়াছেন ? সীতাদেবী কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সহাস্য বদনে শ্রীরাম কহিলেন ।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬। হে শুভে ! মহারাজ আমাকে দণ্ডকারণ্যে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, অতএব সেই রাজ্য পালনার্থ অদ্যই গমন করিব তুমি গুরুজন সন্নিহিতা হইয়া আমার জননীর শুশ্রূষা কর ; মাদৃশ ব্যক্তি গুরুজন সন্নিধানে প্রতিশ্রুত হইয়া কখনও মিথ্যাবাদি হইতে পারিবেনা ।৫৭।৫৮। সীতাদেবী শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন দেব ! মহারাজ কি কারণ আপনাকে বনরাজ্য প্রদান করিলেন । শ্রীরাম কহিলেন ভদ্রে ! মহারাজ কৈকেয়ীকে বরদ্বয় প্রদান করিয়াছেন—এক বর দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক অপর বরদ্বারা আমার চতুর্দ্দশবর্ষ

তামাহ রামঃ কৈকেষ্যৈ রাজা প্রীতো বরং দদৌ।
ভরতায় দদৌ রাজ্যং বনবাসং মমানঘে ॥৬০॥
চতুর্দ্দশসমাস্তত্র বাসো মে কিল যাচিতঃ।
তস্যৈ দেব্যৈ দদৌ রাজা সত্যবাদী দয়াপরঃ ॥৬১॥
অতঃ শীঘ্রং গমিষ্যামি মা বিঘ্নং কুরু ভামিনি!।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনং জানকী প্রীতিসংযুতা ॥৬২॥
অহমগ্রে গমিষ্যামি বনং পশ্চাত্ত্বমেষ্যসি।
ইত্যাহ মাং বিনা গন্তুং তব রাঘব! নোচিতং ॥৬৩॥
তামাহ রাঘবঃ প্রীতঃ স্বপ্রিয়াং প্রিয়বাদিনীং।
কথং বনং ত্বাং নেষ্যেঽহং বহুব্যাঘ্রমৃগাকুলং ॥৬৪॥

রাক্ষসা ঘোররূপাশ্চ সন্তি মানুষভোজিনঃ।
সিংহ ব্যাঘ্রবরাহাশ্চ সঞ্চরন্তি সমন্ততঃ ॥৬৫॥
কট্বম্লফলমূলানি ভোজনার্থং সুমধ্যমে।
অপূপানি ব্যঞ্জনানি বিদ্যন্তে ন কদাচন ॥৬৬॥
কালে কালে ফলং বাপি বিদ্যতে কুত্র সুন্দরি।
মার্গো ন দৃশ্যতে ক্বাপি শর্করাকণ্টকান্বিতঃ ॥৬৭॥
গুহাগহ্বরসম্বাধং ঝিল্লীদংশাদিভির্যুতং।
এবং বহুবিধং দোষং বনং দণ্ডকসংজ্ঞিতং ॥৬৮॥
পাদচারেণ গন্তব্যং শীতবাতাতপাদিমৎ।
রাক্ষসাদীন্বনে দৃষ্ট্বা জীবিতং হাস্যসে চিরাৎ ॥
তস্মাদ্ভদ্রে! গৃহে তিষ্ঠ শীঘ্রং দ্রক্ষসি মাং পুনঃ।
রামস্য বচনং শ্রুত্বা সীতা দুঃখসমন্বিতা ॥ ৭০ ॥

বনবাস হইল। সত্যবাদী মহারাজ সুতরাং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, অতএব আমি শীঘ্র বনগমন করিব, তুমি বিঘ্নাচরণ করিও না। সীতা রাম বাক্য শ্রবণানন্তর প্রীতিসহকারে কহিলেন দেব! আমি অগ্রেই বনগমন করিব। অনন্তর তুমি বনগমন করিবে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার গমন করা উচিত হয় না। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। শ্রীরামচন্দ্র প্রিয়বাদিনী প্রিয়ার প্রণয় গর্ভবচনে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যে বনে বহুতর ব্যাঘ্র মৃগ ও মানুষভোজী ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসগণ সিংহগণ ও বন্যবরাহ সকল সমন্তাৎ সঞ্চরণ করিতেছে সেই বনে তোমাকে কিরূপে সহচারিণী করিব, সে স্থানে কটু, তিক্ত ও অম্ল ফল মাত্র ভক্ষণদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পিষ্টক ও ব্যঞ্জনাদি সে স্থানে অতি অপ্রাপ্য, অতএব অতি যৎকিঞ্চিৎ কটু তিক্ত প্রভৃতি ফলদ্বারা কিপ্রকারে তোমার তৃপ্তিলাভ হইবে, কোন কোন দিন বা কটু তিক্তফলও নয়নগোচর হইবে না, উপবাস দ্বারা দিনাতিপাত করিতে হইবে—কোন কোন স্থানে শর্করা ও কণ্টক এই সকল বস্তুদ্বারা দুর্গম মার্গ সকল সুচারু লক্ষিত হইবে না। ঝিল্লী ও দংশাদি পরিবৃত দুর্গম গিরিগহ্বর আমাদিগের বাস ভবন হইবে, এবংবিধ নানাপ্রকার দোষে অতিদূষিত দণ্ডকারণ্য পাদচারণ দ্বারা গমন করিতে হইবে, শীত বাত ও আতপ জন্য অসহনীয় কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। পতিপরায়ণার স্বামি সন্নিধানে সকল কষ্ট নাশ করে; কিন্তু সেই ঘোরতর ভয়ঙ্কর বনে তুমি স্ত্রী জাতি সুলভ ভীরু স্বভাববশত ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসাদি দর্শন করিয়া নিশ্চয় প্রাণপরিত্যাগ করিবে। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। হে ভদ্রে! এই সকল কারণে তোমাকে বনগমনে নিবারণ করি, গৃহে অবস্থিতি করিয়া গুরুজনের শুশ্রূষা কর শীঘ্র আমাকে পুনর্দ্দর্শন করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের এইপ্রকার উদাসীন বাক্য শ্রবণানন্তর সীতাদেবী অতি দুঃখিতা হইয়া কুলবালা সুলভ নৈসর্গিক মার্দ্দব পরিত্যাগপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কোপসহকারে কহিতে লাগিলেন হে ধার্ম্মিক প্রবর! আপনি পতিপরায়ণা নিজ ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে দয়াময়! আপনি সম্মুখবর্ত্তি থাকিলে কেহ কি আমাকে পরাভব করিতে পারে? আপনার ভুক্তাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ ফলমূলাদি আমি অমৃত তুল্য জ্ঞান করিয়া ভক্ষণ করিব, তাহা-

প্রত্যুবাচ স্ফুরদ্বক্ত্রা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতা।
কথং মামিচ্ছসে ত্যক্তুং ধর্ম্মপত্নীং পতিব্রতাং ॥৭১॥
ত্বদনন্যামদোষাং মাং ধর্ম্মজ্ঞোঽসি দয়াপরঃ।
ত্বৎসমীপে স্থিতাং রাম! কো বা মাং ধর্ষয়েদ্বনে ২৭
ফলমূলাদিকং যদ্যত্তব ভুক্তাবশেষিতং।
তদেবামৃততুল্যং মে তেন তুষ্টা রমাম্যহং ॥৭৩॥
ত্বয়া সহ চরন্ত্যা মে কুশাঃ কাশাশ্চ কণ্টকাঃ।
পুষ্পাস্তরণতুল্যা মে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥
অহং ত্বাং ক্লেশয়ে নৈব ভবেয়ং কার্য্যসাধিনী।
বাল্যে মাং বীক্ষ্য কশ্চিদ্বৈ জ্যোতিঃশাস্ত্র বিশারদঃ ॥
প্রাহ তে বিপিনে বাসঃ পত্যা সহ ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী দ্বিজো ভূয়াদ্গমিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৭৬॥
অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রবক্ষ্যামি শ্রুত্বা মাং নয় কাননং।
রামায়ণানি বহুশঃ শ্রুতানি বহুভির্দ্বিজৈঃ ॥ ৭৭ ॥
সীতাং বিনা বনং রামো গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ ?।
অতস্ত্বয়া গমিষ্যামি সর্ব্বথা ত্বৎ সহায়িনী ॥৭৮॥

যদি গচ্ছসি মাং ত্যক্ত্বা প্রাণাং ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ।
ইতি তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা সীতায়া রঘুনন্দনঃ ॥৭৯॥
অব্রবীদ্দেবি! গচ্ছ ত্বং বনং শীঘ্রং ময়া সহ।
অরুন্ধত্যৈ প্রযচ্ছাশু হারানাভরণানি চ ॥৮০॥
ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং সর্ব্বং দত্বা গচ্ছামহে বনং।
ইত্যুক্ত্বা লক্ষ্মণেনাশু দ্বিজানাহূয় ভক্তিতঃ ॥৮১॥
দদৌ গবাং বৃন্দশতং ধনানি
বস্ত্রাণি দিব্যানি বিভূষণানি।
কুটুম্ববদ্ভ্যঃ শ্রুতশীলবদ্ভ্যো
মুদা দ্বিজেভ্যো রঘুবংশকেতুঃ ॥৮২॥
অরুন্ধত্যৈ দদৌ সীতা মুখ্যান্যাভরণানি চ।
রামো মাতুঃ সেবকেভ্যো দদৌ ধনমনেকধা ॥৮৩॥

তেই আমার পরম পরিতৃপ্তি হইবে, আপনি সম্মুখীন থাকিলে অতিকষ্টকর পদার্থও আমার পরম সুখসাধন হইবে, কুশ-কাশ ও কণ্টক প্রভৃতি কঠিন পদার্থকে কুসুমশয্যাসম জ্ঞান করিব। আমার জন্য আপনার কোন কষ্ট হইবে না। কেবল আপনার সেবাতে নিযুক্তা হইয়া দিন যামিনী যাপন করিব। হে প্রভো! আপনার সহিত আমি বনবাসিনী হইব, ইহা পূর্ব্বেই বিদিত আছি।—একজন জ্যোতিষ শাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণ বাল্যকালে পিতৃভবনে আমাকে দর্শন করিয়া সহসা কহিলেন এই কন্যাটীর স্বামিসহ বনে বাস করিতে হইবে, ইহা সামুদ্রিক লক্ষণদ্বারা বোধ হইতেছে, অত-এব হে দ্বিজ ভক্ত! সেই ব্রাহ্মণকে সত্যবাদী করুন অন্য সম্বাদ কিঞ্চিৎ বলিব শ্রবণ করিয়া আমাকে সহচারিণী করুন, ব্রাহ্মণ মুখে বহুধা রামায়ণ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, কখন কি সীতা বিরহিত শ্রীরামের বনগমন শুনিয়াছেন? অত-এব, হে দয়াময়! সর্ব্বথা আপনার সহধর্ম্মিণী হইব যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, তাহা হইলে আপনার সমক্ষে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। সীতার এইরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া শ্রীরাম কহিলেন, দেবি! শীঘ্র উদ্‌-যোগ কর বনগমনে বিলম্ব না হয়। গুরুপত্নী অরুন্ধতী-দেবীকে হার ও অন্যান্য আভরণাদি প্রদান কর। ৭০ ।৭১। ।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯।৮০। ব্রাহ্মণ-গণকে ধনদান করিয়া আমরা সকলে বনগমন করিব। শ্রীরাম এই কথা বলিয়া অনুমত লক্ষ্মণদ্বারা আনীত বেদজ্ঞ এবং বহুপরিবার যুক্ত ব্রাহ্মণগণকে গোবৃন্দ শত নানাবিধ বস্ত্র ও দিব্য অলঙ্কারাদি প্রদান করিলেন, সীতাদেবীও অরুন্ধতী-দেবীকে মহার্হ রত্নাভরণাদি প্রদান করিলেন। শ্রীরাম কৌশ-

স্বকান্তঃ পুরবাসিভ্যঃ সেবকেভ্যস্তথৈবচ।
পৌরজানপদেভ্যশ্চ ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥৮৪॥
লক্ষ্মণোঽপি সুমিত্রাং তু কৌশল্যায়ৈ সমর্পয়ৎ।
ধনুঃ পাণিঃ সমাগত্য রামস্যাগ্রে ব্যবস্থিতঃ ॥৮৫॥
রামঃ সীতা লক্ষ্মণশ্চ জগ্মুঃ সর্ব্বে নৃপালয়ং ॥৮৬॥

শ্রীরামঃ সহসীতয়া নৃপপথে গচ্ছন্ শনৈঃ সানুজঃ
পৌরান্ জানপদান্ কুতূহলদৃশঃ সানন্দমুদ্বীক্ষয়ন্।
শ্যামঃ কামসহস্রসুন্দর বপুঃ কান্ত্যা দিশো ভাসয়ন্
পাদন্যাস পবিত্রিতাখিলজগৎ প্রাপালয়ন্তৎপিতুঃ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ল্যায় ও নিজের দাস দাসীগণ পুরবাসী ও জানপদ বৃন্দকে প্রচুর পরিমাণে ধন বিতরণ করিলেন, লক্ষ্মণ সুমিত্রাদেবীকে কৌশল্যাহস্তে সমর্পণ করিয়া প্রচণ্ড কোদণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীরামের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন. শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে সমবেত হইয়া রাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীরাম চন্দ্র সহস্র কন্দর্প সদৃশ সুন্দর ও দুর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ নিজ ~~শরীরের~~ কমনীয় কান্তিদ্বারা দশদিক উজ্জ্বল করত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজপথে পদার্পণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব রমণীয় রূপ সন্দর্শনার্থ সমাগত পৌর ও জনপদবৃন্দের উপরি আনন্দপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে মহারাজভবনাভিমুখে গমন করিলেন ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামেহশ্বরসম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আয়ান্তং নাগরা দৃষ্ট্বা মার্গে রামং সজানকিং।
লক্ষ্মণেন সমং বীক্ষ্য ঊচুঃ সর্ব্বে পরস্পরং ॥১॥
কৈকেয্যা বরদানাদি শ্রুত্বা দুঃখসমাবৃতাঃ।
যত রাজা দশরথঃ সত্যসন্ধং প্রিয়ং সুতং ॥২॥
স্ত্রী হেতোরত্যজৎকামী তস্য সত্যবতা কুতঃ।
কৈকেয়ী বা কথং দৃষ্ট্বা রামং সত্যং প্রিয়ঙ্করং ॥৩॥
বিবাসয়ামাস কথং ক্রূরকর্ম্মাতিমূঢ়ধীঃ।
হে জনা নাত্র বস্তব্যং গচ্ছামোঽদ্যৈব কাননং ॥৪॥
যত্র রামঃ সভার্য্যশ্চ সানুজো গন্তুমিচ্ছতি।
পশ্যান্তু জানকীং সর্ব্বে পাদচারেণ গচ্ছতীং ॥৫॥
পুংভিঃ কদাচিদ্দৃষ্টা বা জানকী লোকসুন্দরী।
সাপি পাদেন গচ্ছন্তী জনসংঘৈস্বনাবৃতা ॥৬॥
রামোঽপি পাদচারেণ গজাশ্বাদি বিবর্জ্জিতঃ।
গচ্ছতি ব্রহ্মাথ বিভুং সর্ব্বলোকৈকসুন্দরং ॥৭॥
রাক্ষসী কৈকেয়ী নাম্নী জাতা সর্ব্ববিনাশিনী।
রামস্যাপি ভবেদ্দুঃখং সীতায়াঃ পাদয়ানতঃ ॥৮॥
বলবান্ বিধিরেবাত্র পুং প্রযত্নোহি দুর্ব্বলঃ।
ইতি দুঃখাকুলে বৃন্দে সাধূনাং মুনিপুঙ্গবঃ ॥৯॥
অব্রবীদ্বামদেবোঽথ সাধূনাং সঙ্গমধ্যগঃ।
মানুশোচথ রামং বা সীতাং বা বচ্মি তত্ত্বতঃ ॥১০॥

নগরবাসিগণ সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রাজপথে সমাগত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজনাভিরাম শ্রীরামকে কৈকেয়ীর অভিলাষমাত্র পূরণার্থ পরিত্যাগ করিলেন, তিনি জনসমাজে নিজ সত্যচ্যুতি ভীকতা অনর্থের কারণ বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন; স্ত্রীজিত পুরুষের সত্যবাদীতা কোথায়? সে যাহা হউক স্ত্রীজাতি সুলভ নৈসর্গিক কোমল স্বভাবসম্পন্না ও বিশুদ্ধবংশসম্ভূতা কৈকেয়ী প্রিয়কারী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরামকে অবলোকন করিয়া কিরূপে মূঢ়া ও খলস্বভাবা নারীর ন্যায় ইহাঁকে বিবাসিত করিলেন। হে ভ্রাত! এবিষয়ে আমাদের বিবেচ্য কিছুই নাই, একণে যে অরণ্য মধ্যে সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে শ্রীরাম বাস করিতে ইচ্ছা করেন, আমরা সকলে সমবেত হইয়া সেই স্থানে বাস করিব। দেখ দেখ কি দুঃখের বিষয়—অসূর্য্যম্পশ্যরূপা কোমলাঙ্গী জনক নন্দিনী রাজ পথে পদসঞ্চরণ করিতেছেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। যাঁহাকে শ্রীরাম ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষেরা কখনই দেখেন নাই, সেই ত্রিলোকসুন্দরী সীতা জনসমূহ সঙ্কুল নগরমার্গে অনাবৃতা হইয়া গমন করিতেছেন সর্ব্বলোকৈক সুন্দর শ্রীরামও গজাশ্বাদি রহিত হইয়া রাজ পথে পদসঞ্চরণ করিতেছেন। হা! কৈকেয়ী রাক্ষসী এই সকল সর্ব্বনাশের আদিকারণ, শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীকে পৃথিবীতে পদসঞ্চরণ করিতে হইল। বিধাতার ইচ্ছাই বলবতী,—পুরুষের যত্ন কোন কার্য্যকর হয় না রাজপথমধ্যে সাধুসমূহের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে মহাতপা বামদেব মুনি তাঁহাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে সাধুবৃন্দ! তোমরা শ্রীরামের ও সীতার এতা-

এষ রামঃ পরো বিষ্ণুরাদিনারায়ণঃ স্মৃতঃ ।
এষা সা জানকী লক্ষ্মীর্যোগমায়েতি বিশ্রুতা ॥১১
অসৌ শেষস্তমন্বেতি লক্ষ্মণাখ্যশ্চ সাম্প্রতং ।
এষ মায়াগুণৈর্যুক্তস্তদাকারবানিব ॥ ১২ ॥
এষ এব রজোযুক্তো ব্রহ্মাঽভূদ্বিশ্বভাবনঃ ।
সত্ত্বাবিষ্টস্তথা বিষ্ণুস্ত্রিজগৎ প্রতিপালকঃ ॥ ১৩ ॥
অথ রুদ্রস্তামসোঽন্তে জগৎপ্রলয়কারণং ।
এষ মৎস্যঃ পুরা ভূত্বা ভক্তং বৈবস্বতং মনুং ॥১৪॥
নাব্যারোপ্য লয়স্যান্তে পালয়ামাস রাঘবঃ ।
সমুদ্রমথনে পূর্ব্বং মন্দরে সুতলঙ্গতে ॥ ১৫ ॥
অধারয়ৎ স্বপৃষ্ঠেঽদ্রিং কুর্ম্মরূপী রঘূত্তমঃ ।
মহী রসাতলং যাতা প্রলয়ে শূকরোঽভবৎ ॥১৬॥
তোলয়ামাস দংষ্ট্রাগ্রে তাং ক্ষোণীং রঘুনন্দনঃ ।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা প্রহ্লাদ বরদঃ পুরা ॥ ১৭ ॥
ত্রিলোক কণ্টকং রক্ষঃ পাটয়ামাস ভন্নখৈঃ ।
পুত্ররাজ্যং হৃতং দৃষ্ট্বা হ্যদিত্যা যাচিতঃপুরা ॥১৮
বামনত্বমুপাগম্য যাচ্ঞয়া চাহরৎপুনঃ ।
দুষ্টক্ষত্রিয় ভূভার নিবৃত্ত্যৈ ভার্গবোঽভবৎ ॥১৯॥
স এব জগতাং নাথ ইদানীং রামতাং গতঃ ।
রাবণাদীনি রক্ষাংসি কোটিশো নিহনিষ্যতি ॥২০॥
মানুষেণৈব মরণং তস্য দৃষ্টং দুরাত্মনঃ ।
রাজ্ঞা দশরথেনাপি তপসারাধিতো হরিঃ ॥ ২১ ॥
পুত্রত্বাকাঙ্ক্ষয়া বিষ্ণোস্তদা পুত্রোঽভবদ্ধরিঃ ।
স এব বিষ্ণুঃ শ্রীরামো রাবণাদি বধায় হি ॥ ২২ ॥

দৃশ অবস্থা দেখিয়া শোক করিও না, ইহাঁরা সাধারণ ব্যক্তি নহেন আমি যথার্থ বলিতেছি শ্রীরামচন্দ্র সেই সনাতনবিষ্ণু, —জনক নন্দিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ইনিই যোগমায়া বলিয়া জগতে বিখ্যাত আছেন। এই লক্ষ্মণ সাক্ষাৎ অনন্ত দেব শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন; শ্রীরাম পরমাত্মা যৎকালে মায়াগুণ-যুক্ত হন, তখনই সাকার হইয়া থাকেন। ইনিই রজোগুণ সম্পর্কে ব্রহ্মা হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সত্ত্বগুণ যোগে বিষ্ণুরূপী হইয়া ত্রিজগৎ পালন করিতেছেন, এবং তমোগুণ যোগে রুদ্ররূপী হইয়া সংহার করিবেন, ইনিই মহাপ্রলয় সময়ে মৎস্যরূপী হইয়া পরমভক্ত বৈবস্বত মনুকে নৌকায় আরোহন করাইয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, ইনিই সমুদ্রমন্থন সময়ে কুর্ম্মরূপী হইয়া রসাতল-প্রবিষ্ট মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠ-দেশে ধারণ করিয়াছিলেন এবং ইনিই প্রলয় সময়ে শূকর-রূপী হইয়া দন্তাগ্রদ্বারা রসাতল-প্রবিষ্টা পৃথিবীকে উত্তোলন করিয়াছিলেন, ইনিই নরসিংহ শরীর ধারণ করিয় প্রহ্লাদকে বর প্রদান ও মহাবল প্রদীপ্ত ত্রিলোক কণ্টক হিরণ্য কশিপুর বক্ষঃস্থল নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। যৎকালে অদিতি বলি কর্ত্তৃক অপহৃত নিজপুত্র রাজ্য ইহাঁর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন তৎকালে ইনিই বামনরূপী হইয়া যাচ্ঞাছলে ঐ রাজ্য পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনিই দুষ্টক্ষত্রিয়গণ কৃত ভূভার হরণের নিমিত্ত পরশুরাম হইয়াছেন ।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭। ১৮।১৯। এক্ষণে সেই জগন্নাথ শ্রীরামরূপী হইয়াছেন, রাবণাদি কোটী কোটী রাক্ষসগণের উন্মূলন করা শ্রীরামের প্রধান উদ্দেশ্য জানিবে। দুরাত্মা রাবণ মনুষ্য হইতে মরণ কামনা করিয়া দেবগণের নিকট বরগ্রহণ করিয়াছে। রাজা দশরথ বিষ্ণুতে পুত্রত্ব কামনা করিয়া বহু তপস্যা দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভক্ত-বৎসল হরিও তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, শ্রীরাম সেই বিষ্ণু রাবণ বধোদ্দেশে লক্ষ্মণ সহায় হইয়া অদ্য বনগমন করিতেছেন। এই সীতা সৃষ্টিস্থিতি

গন্তাহদ্যৈব বনং রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্।
এষা সীতা হরের্মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥২৩॥
রাজা বা কৈকেয়ী বাপি নাত্র কারণমণ্বপি।
পূর্ব্বেদ্যুর্নারদঃ প্রাহ ভূভারহরণায় চ ॥ ২৪ ॥
রামোঽপ্যাহ স্বয়ং সাক্ষাৎ শ্বো গমিষ্যাম্যহং বনং
অতো রামং সমুদ্দিশ্য চিন্তাং ত্যজত বালিশাঃ ॥
রামরামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন ॥ ২৬ ॥
কা পুনস্তস্য রামস্য দুঃখশঙ্কা মহাত্মনঃ।
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ ॥
মায়া মানুষরূপেণ বিড়ম্বয়তি লোককৃৎ।
ভক্তানাং ভজনার্থায় রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৮ ॥

রাজ্ঞশ্চাভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং মানুষং বপুরাশ্রিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিররামাথ বামদেবো মহামুনিঃ ॥২৯॥
শ্রুত্বা তেঽপি দ্বিজাঃ সর্ব্বে রামং জ্ঞাত্বা হরিং বিভুং
জহুর্হৃৎসংশয়গ্রন্থিং রামমেবান্বচিন্তয়ন্ ॥৩০॥
য ইদং চিন্তয়েন্নিত্যং রহস্যং রামসীতয়োঃ।
তস্য রামে দৃঢ়া ভক্তির্ভবেদ্বিজ্ঞানপূর্ব্বিকা ॥৩১॥
রহস্যং গোপনীয়ং বো যুষ্মং বৈ রাঘবপ্রিয়াঃ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রস্তেঽপি রামং পরং বিদুঃ ॥
ততো রামঃ সমাবিশ্য পিতৃগেহমবারিতঃ।
সাম্নুজঃ সীতয়া গত্বা কৈকেয়ীমিদমব্রবীৎ ॥৩৩॥

প্রলয়কারিণী বিষ্ণুমায়া সুতরাং বিষ্ণুর অনুগমন করিবেন।২০।২১।২২।২৩। রাজা বা কৈকেয়ী এ বিষয়ে অনুমাত্র দোষী নহে; গত দিবসে মহর্ষি নারদ আগমন করিয়া ভূভার হরণ প্রতিজ্ঞা শ্রীরামকে স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার সমক্ষে শ্রীরামও স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি আগামি দিবসে ভূভারহরণের নিমিত্ত বনগমন করিব, অতএব তোমরা মূঢ়ের ন্যায় শ্রীরামের জন্য শোক করিও না।২৪।২৫। মনুষ্যেরা যে রামের নাম জপ করিয়া মৃত্যু ভয় হইতেও পরিত্রাণ পায় সেই রামচন্দ্রের দুঃখবিষয়ে আশঙ্কা কি অধিক? কি বলিব কলিতে শ্রীরামের নাম ব্যতীরেকে অন্য নামোচ্চারণে মুক্তি হইবে না। সেই শ্রীরাম লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মায়াদ্বারা মনুষ্যরূপ গ্রহণ করিয়া লোক ব্যবহার রক্ষা করিতেছেন এবং বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট লোকদিগের উপাসনার নিমিত্ত উপাস্য মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন; ইহাদ্বারা রাজা দশরথের ইষ্টসিদ্ধি ও দেবগণের চিরবিদ্বেষী রাবণের নিধনও সম্পাদিত হইবে।২৬।২৭।২৮। মহামুনি বামদেব এই সমস্ত গুহ্যবৃত্তান্ত কহিয়া বিরত হইলেন, সমবেত ব্রাহ্মণগণ তদ্বাক্যানুসারে শ্রীরামকে সনাতন বিষ্ণু জানিয়া হৃদয়স্থিত সংশয় গ্রন্থি অপনোদন করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে শ্রীরামকে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৯।৩০। যে সকল ব্যক্তি রাম ও সীতাদেবীর এই সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত সর্ব্বদা চিন্তা করে তাহাদিগের বিজ্ঞান ও শ্রীরামচন্দ্রে দৃঢ়াভক্তি হইয়া থাকে।

অবারিতদ্বার শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পিতৃ গৃহে প্রবেশ করিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী কৈকেয়ীকে কহিলেন, মাতঃ! আমরা আপনার অভিমত বনগমনে কৃতসংকল্প হইয়া আসিয়াছি, কিন্তু পিতার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছি। কৈকেয়ী শ্রীরাম কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র খণ্ডত্রয় প্রদান করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া চীরখণ্ডপরিধান করিলেন, রাজকুমারী জানকী হস্তে চীরখণ্ড ধারণপূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখী হইয়া শ্রীরামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র জানকী হস্ত হইতে চীরখণ্ড গ্রহণ করিয়া তদীয় পরিধেয় বসনোপরি বেষ্টন করিয়া দিলেন।৩১।৩২।৩৩।৩৪।

রথনেমিগতং মার্গং পশ্যন্তস্তে পুরংযযুঃ।
হৃদি রামং সসীতং তে ধ্যায়ন্তস্তস্থু রন্বহম্ ॥৫৮॥
সুমন্ত্রোঽপি রথং শীঘ্রং নোদয়ামাস সাদরং।
স্ফীতান্ জনপদান্ পশ্যন্ রামঃ সীতাসমন্বিতঃ॥৫৯॥
গঙ্গাতীরং সমাগচ্ছৎ শৃঙ্গিবেরাবিদূরতঃ।
গঙ্গাং দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য স্নাত্বা সানন্দমানসঃ ॥ ৬০ ॥
শিংশপা বৃক্ষমূলে স নিষসাদরঘূত্তমঃ।
ততো গুহো জনৈঃ শ্রুত্বা রামাগমমহোৎসবং॥৬১
সখায়ং স্বামিনং দ্রষ্টুং হর্ষাৎ তূর্ণং সমাপতৎ।
ফলানি মধুপুষ্পাদি গৃহীত্বা ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৬২ ॥

রামস্যাগ্রে বিনিক্ষিপ্য দণ্ডবৎপ্রাপতদ্ভুবি।
গুহমুত্থাপ্য তং তূর্ণং রাঘবঃ পরিষস্বজে ॥৬৩॥
সংপৃষ্টকুশলো রামং গুহঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
ধন্যোঽহমদ্য মে জন্ম নৈষাদং লোকপাবন! ॥৬৪॥
বভূব পরমানন্দঃ স্পৃষ্ট্বা তেঽঙ্গং রঘূত্তম।
নৈষাদরাজ্যমেতত্তে কিঙ্করস্য রঘূত্তম! ॥ ৬৫ ॥
ত্বদধীনং বসন্নত্র পালয়াস্মান্ রঘূদ্বহ!।
আগচ্ছ যামো নগরং পাবনং কুরু মে গৃহং ॥৬৬॥
গৃহাণ ফলমূলানি ত্বদর্থং সঞ্চিতানি মে।
অনুগৃহ্ণীষ্ব ভগবন্! দাসস্তেঽহং সুরোত্তম! ॥৬৭॥
রামস্তমাহ সুপ্রীতো বচনং শৃণু মে সখে।
ন বেক্ষ্যামি গৃহং গ্রামং নববর্ষাণি পঞ্চ চ॥ ৬৮ ॥
দত্তমন্যেন নো ভুঞ্জে ফলমূলাদিকিঞ্চন।
রাজ্যং মমৈতত্তে সর্ব্বং ত্বং সখা মেঽতিবল্লভঃ ॥৬৯
বটক্ষীরং সমানায্য জটামুকুটমাদরাৎ।
ববন্ধ লক্ষ্মণেনাথ সহিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৭০ ॥

জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন।৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। শ্রীরামচন্দ্র নানা জনপদ উত্তীর্ণ হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে শৃঙ্গবের পুর সন্নিহিত গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। ভাগীরথী দর্শনানন্তর প্রণাম ও স্নান করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সানন্দচিত্তে শিংশপা বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। অনন্তর শৃঙ্গবের পুরাধিপতি গুহক লোক মুখে পরমসখা শ্রীরামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তর দর্শনার্থ পুলকিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চণ্ডালাধিপতি গুহক পরমভক্তি সহকারে শ্রীরামচরণে নানাবিধ সুস্বাদু ফল ও মধুপুষ্পাদি উপহার প্রদান করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন; ভক্তবৎসল শ্রীরাম নিজভক্ত গুহককে ভূমি হইতে সত্বর উত্থাপিত করিয়া পরমসাদরে আলিঙ্গনানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। গুহক শ্রীরাম কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ভগবন্! অদ্য আমি ও আমার নৈষাদজন্ম ধন্য হইল, যেহেতু ত্রিলোকবাসিদিগের অতিদুর্লভ আপনার আলিঙ্গন লাভ করিলাম, এই সকল রাজ্য সম্পত্তি আপনার নিমিত্ত রক্ষা করিয়াছি, আপনি অধীশ্বর হইয়া এই কিঙ্করকে কৃতার্থ করুন। দয়াময়! নিষাদ নগরে আগমন করিয়া আমার গৃহাদি পবিত্র করুন, আপনার নিমিত্ত চিরসঞ্চিত ফলমূলাদি আনয়ন করিয়াছি গ্রহণ করিয়া এই দাসের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। শ্রীরাম গুহের এইরূপ ভক্তি ও প্রণয়সহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সখে! শ্রবণ কর আমি চতুর্দ্দশ বর্ষ মধ্যে গ্রাম বা গৃহে প্রবেশ করিব না, অন্যদত্ত ফলমূলাদি ও ভক্ষণ করিব না, তুমি পরমসুখে রাজ্যাদি ভোগ কর, তাহাতে আমার পরম সন্তোষ হইবে। যেহেতু তুমি আমার অতি প্রিয়তমসখা। ৬৮। ৬৯। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ চণ্ডালাধিপতি গুহ দ্বারা বটক্ষীর আনয়ন করিয়া জটামুকুট বন্ধন করিলেন এবং ঐ স্থানে জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া রজনীতে লক্ষ্মণ নির্ম্মিত কুশ শয্যায় অযোধ্যা-প্রাসাদস্থিত রত্ন পর্য্যঙ্ক জ্ঞান করিয়া সীতার সহিত শয়ন-

জলমাত্রন্তু সংপ্রাশ্য সীতয়া সহ রাঘবঃ।
আস্তৃতং কুশপর্ণাদ্যৈঃ শয়নং লক্ষ্মণেন হি ॥৭১॥
উবাস তত্র নগরপ্রাসাদাগ্রে যথা পুরা।
সুষ্বাপ তত্র বৈদেহ্যা পর্যঙ্ক ইব সংস্কৃতে॥ ৭২॥
ততো বিদূরে পরিগৃহ্য চাপং
সবাণতূণীরধনুঃ সলক্ষ্মণঃ।
ররক্ষ রামং পরিতো বিপশ্যন্
গুহেন সার্দ্ধং সশরাসনেন॥ ৭৩॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

করিলেন, লক্ষ্মণ ও গুহ ধনুর্ব্বাণ ও তূণীর গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭০। ।৭১।৭২।৭৩।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সুপ্তং রামং সমালোক্য গুহঃ সোঽশ্রুপরিপ্লুতঃ।
লক্ষ্মণং প্রাহ বিনয়াদ্ভ্রাতঃ! পশ্যসি রাঘবম্ ॥১॥
শয়ানং কুশপত্রৌঘসংস্তরে সীতয়া সহ।
যঃ শেতে স্বর্ণপর্যঙ্কে স্বাস্তীর্ণে ভবনোত্তমে ॥ ২ ॥
কৈকেয়ী রামদুঃখস্য কারণং বিধিনা কৃতা।
মন্থরাবুদ্ধিমাস্থায় কৈকেয়ী পাপমাচরৎ ॥ ৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রাহ সখে! শৃণু বচো মম।
কঃ কস্য হেতুর্দুঃখস্য কশ্চ হেতুঃ সুখস্য বা ॥ ৪ ॥
স্বপূর্ব্বার্জ্জিতকর্ম্মৈব কারণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ৫ ॥
সুখস্য দুঃখস্য ন কোঽপি দাতা
পরো দদাতীতি কুবুদ্ধিরেষা।
অহং করোমীতি বৃথাঽভিমানঃ
স্বকর্ম্মসূত্রগ্রথিতো হি লোকঃ ॥ ৬ ॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনদ্বেষ্যমধ্যস্থবান্ধবাঃ।
স্বয়মেবাচরন্ কর্ম্ম তথা তত্র বিভাব্যতে ॥ ৭ ॥
সুখং বা যদি বা দুঃখং স্বকর্ম্মবশগো নরঃ।
যদ্যযদ্যথাগতং তত্তদ্ভুক্ত্বা স্বস্থমনা ভবেৎ ॥ ৮ ॥
ন মে ভোগাগমে বাঞ্ছা ন মে ভোগবিবর্জ্জনে।
আগচ্ছত্বথ মাগচ্ছত্বভোগবশগো ভবে ॥ ৯ ॥

অনন্তর চণ্ডালাধিপতি গুহ শ্রীরামকে কুশ-শয্যায় শয়ন দেখিয়া সজলনয়নে ও বিনীতভাবে লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! অবলোকন করিতেছ যিনি ইতিপূর্ব্বে অযোধ্যাভুবন-স্থিত মহামূল্য স্বর্ণপর্য্যঙ্কে শয়ন করিতেন, অদ্য সেই নবদূর্ব্বা-দলশ্যাম রাম কঠিন কুশপত্র সমূহ বিরচিত শয্যায় সীতাদেবীর সহিত শয়ন করিতেছেন। হা বিধাতা! কৈকেয়ীকে এই সকল অনর্থের কারণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু এবিষয়ে একা কৈকেয়ী নিদান নহে, যেহেতু মন্থরা তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিকে অন্যথা করিয়া দিয়াছে। লক্ষ্মণ গুহকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন সখে! শ্রবণ কর, এই জগতে এক ব্যক্তি অপরের সুখের বা দুঃখের কারণ হইতে পারে না; যেহেতু পূর্ব্বজন্ম-কৃত নিজ কর্ম্মদ্বারা লোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তিদ্বারা আমার সুখ বা দুঃখ হইতেছে এই প্রকার মনুষ্যদিগের বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিতে হইবে এবং আমি স্বয়ং দুঃখজনক বা সুখজনক কার্য্য করিতেছি, এই প্রকার বুদ্ধিকে অভিমান বলা যায়। যেহেতুক লোক মাত্রেই কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে, অর্থাৎ কাহারও কোন কার্য্যে স্বতঃ প্রভুতা নাই। যেমন সূত্রধারী পুরুষ সূত্রসংযুক্ত কাষ্ঠ পুত্তলীকে সূত্র চালন দ্বারা নানাপ্রকারে নৃত্য করাইয়া থাকে, সেইরূপ পরমেশ্বর কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ লোকদিগকে নানা কার্য্যে ভ্রমণ করাইতেছেন; যেমন লোকেরা নিজকর্ম্মবশতঃ শত্রুতা বা মিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, সুখ দুঃখাদি বিষয়ে সেইরূপ দেখিতে হইবে অর্থাৎ সুখজনক কার্য্য করিলে সুখ, দুঃখজনক করিলে অবশ্যই দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব স্বকর্ম্মবশগ লোকেরা যে সময় যাহা উপস্থিত হইবে সুখ বা দুঃখ হউক তাহা অবশ্যই সহনীয় বিবেচনা করিয়া সুস্থচিত্তে বহন করিবে ।১।২।৩।৪। ৫ । ৬ । ৭ । ৮। হে ভ্রাতঃ! আমার সুখ ভোগে বা সুখ বিরামে বাঞ্ছা নাই; সুখ বা দুঃখ হউক অবশ্য সহন করিব কদাচ ভোগের বশবর্ত্তী হইব না, ইহা নিশ্চয় জানি যে, যে দেশে যে কালে যাহা হইতে যে ব্যক্তি

যস্মিন্ দেশে চ কালে চ যস্মাত্মা যেন কেন বা।
কৃতং শুভাশুভং কর্ম্ম ভোজ্যং তত্তত্র নান্যথা ॥১০॥
অলং হর্ষবিষাদাভ্যাং শুভাশুভফলোদয়ে।
বিধাত্রা বিহিতং যদ্যত্তদলঙ্ঘ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বদা সুখদুঃখাভ্যাং নরঃ প্রত্যবরুদ্ধ্যতে।
শরীরং পুণ্যপাপাভ্যামুৎপন্নং সুখদুঃখবৎ ॥ ১২ ॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
দ্বয়মেতদ্ধি জন্তূনামলঙ্ঘ্যং দিনরাত্রিবৎ ॥ ১৩ ॥
সুখমধ্যে স্থিতং দুঃখং দুঃখমধ্যে স্থিতং সুখম্।
দ্বয়মন্যোঽন্য সংযুক্তং প্রোচ্যতে জলপঙ্কবৎ ॥১৪
তস্মাদ্ধৈর্য্যেণ বিদ্বাংস ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।
ন হৃষ্যন্তি ন মুহ্যন্তি সর্ব্বং মায়েতি ভাবনাৎ ॥১৫॥
গুহলক্ষ্মণয়োরেবং ভাষতোর্বিমলং নভঃ।
বভূব রামঃ সলিলং স্পৃষ্ট্বা প্রাতঃসমাহিতঃ ॥১৬॥
উবাচ শীঘ্রং সুদৃঢ়াং নাবমানয় মে সখে।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং নিষাদাধিপতির্গুহঃ ॥১৭॥
স্বয়মেব দৃঢ়াং নাবমানিনায় সুলক্ষণাং।
স্বামিন্নারুহ্যতাং নৌকা সীতয়া লক্ষণেন চ ॥১৮॥
বাহয়ে জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধমহমেব সমাহিতঃ।
তথেতি রাঘবঃ সীতামারোপ্য শুভলক্ষণাং ॥১৯॥
গুহস্য হস্তাবালম্ব্য স্বয়ং চারুহদচ্যুতঃ।
আয়ুধাদীন্ সমারোপ্য লক্ষ্মণোঽপ্যারুরোহ চ ॥২০
গুহস্তাম্বাহয়ামাস জ্ঞাতিভিঃ সহিতঃ স্বয়ং।
গঙ্গামধ্যে গতা গঙ্গাং প্রার্থয়ামাস জানকী ॥২১॥

যে যে শুভাশুভ কার্য্য করিবে, সেই দেশে সেই কালে তাহা হইতে সেই ব্যক্তি সেই সকল শুভাশুভ কর্ম্মের অবশ্যই ফল ভোগ করিবে। অতএব শুভাশুভ ফল হইলে হর্ষ বা বিষাদ করা অনুচিত; বিধাতা যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেবতা বা অসুর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। দেহিমাত্রেরই সুখ দুঃখ ভোগ অবশ্যই হইবে, যেহেতু এই শরীর পাপ ও পুণ্যদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই শরীরাবচ্ছেদে পাপের পরিণাম দুঃখ ও পুণ্যের পরিণাম সুখ হইবে তাহার সন্দেহ কি? সুখভোগানন্তর দুঃখ ভোগ—দুঃখভোগানন্তর সুখ ভোগ দেহিমাত্রের অবশ্যই হইয়া থাকে; দিবসান্তে যে রজনী সমাগম—রজনী প্রভাতে পুনর্ব্বার দিবসোদয় ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ, যে প্রকার জলস্থিত পঙ্কের মধ্যে জল—ঐ জলমধ্যে পঙ্ক এইরূপে পরস্পরের নিয়ত সম্বন্ধ দেখা যায়, সেইরূপ সুখ দুঃখেরও নিয়ত সম্বন্ধ অর্থাৎ সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যেও সুখ থাকে, দুঃখ রহিত সুখ মনুষ্য দেহে সম্ভব হয় না—যেমন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাদ্বারা ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্ত হইলে কাহারও হর্ষ বা বিষাদ হয় না, তদ্রূপ পণ্ডিতেরা স্বকার্য্যবশতঃ ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তি হইলে হৃষ্ট বা মুগ্ধ হন না ।১০।৯।১০ ॥১১।১২।১৩।১৪।১৫। গুহক ও লক্ষ্মণের এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতেই নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইয়া উঠিল। শ্রীরামচন্দ্র প্রভাত দর্শনে আনন্দিত হইয়া সলিলস্পর্শ করিলেন এবং কহিলেন।—হে সখে! শীঘ্র সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন কর, নিষাদাধিপতি গুহ শ্রীরামের আদেশানুসারে স্বয়ং সুদৃঢ় নৌকা আনয়ন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি এই নৌকায় সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ করুন, আমি স্বয়ং জ্ঞাতিবর্গের সহিত সমবেত হইয়া নৌকা চালন করিব। শ্রীরাম তথাস্তু বলিয়া অগ্রে সীতাদেবীকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং গুহকের হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক নৌকারোহণ করিলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ঐ নৌকায় অস্ত্রাদি রক্ষা করিয়া আরোহণ করিলেন। গুহক জ্ঞাতিবর্গের সহিত ঐ নৌকা বাহন আরম্ভ করিলেন, জানকী ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, দেবি, ভগবতি, ভাগীরথি গঙ্গে! তোমাকে নমস্কার করি, আমরা বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া নানাবিধ ফল পুষ্পোপহার দ্বারা তোমার পূজা করিব। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে নৌকা ভাগীরথীর পরকূলে উপস্থিত হইল। রাম সীতা ও লক্ষ্মণ নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান

দেবি গঙ্গে! সমস্তভাং নিবৃত্তা বনবাসতঃ।
রামেণ সহিতাঽহং ত্বাং লক্ষ্মণেন চ পূজয়ে ॥২২॥
ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ নানা বলিভিরাদৃতা।
ইত্যুক্ত্বা পরকূলং তৌ শনৈরুত্তীর্য্য জগ্মতুঃ ॥২৩॥
গুহোঽপি রাঘবং প্রাহ গমিষ্যামি ত্বয়া সহ।
অনুজ্ঞাং দেহি রাজেন্দ্র নোচেৎপ্রাণাংস্ত্যজাম্যহং ।।
শ্রুত্বা নৈষাদবচনং শ্রীরামস্তমথাব্রবীৎ।
চতুর্দ্দশসমাঃ স্থিত্বা দণ্ডকে পুনরপ্যহম্ ॥ ২৫ ॥
আয়াস্যাম্যুদিতং সত্যং নাসত্যং রামভাষিতম্।
ইত্যালিঙ্গ্য তং ভক্তং সমাশ্বাস্য পুনঃপুনঃ ॥ ২৬
নিবর্ত্তয়ামাস গুহং সোঽপি কৃচ্ছ্রাদ্যযৌ গৃহম্।
তত্র মেধ্যং মৃগং হত্বা পক্ত্বা হুত্বা চ তে ত্রয়ঃ ॥২৭
ভুক্ত্বা বৃক্ষদলে সুপ্ত্বা সুখমাসত তাং নিশাম্।
ততো রামস্তু বৈদেহ্যা লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥২৮॥
ভরদ্বাজাশ্রমপদং গত্বা বহিরুপস্থিতঃ।
তত্রৈকং বটুকং দৃষ্ট্বা রামঃ প্রাহ চ হে বটো ॥ ২৯
রামো দাশরথিঃ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সমন্বিতঃ।
আস্তে বহির্বনস্যেতি হ্যচ্যতাং মুনিসন্নিধৌ ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা সহসা গত্বা পাদয়োঃ পতিতো মুনেঃ।
স্বামিন্ রামঃ সমাগত্য বনাদ্বহিরবস্থিতঃ ॥ ৩১॥
সভার্যঃ সানুজঃ শ্রীমানাহ মাং দেবসন্নিভঃ।
ভরদ্বাজায় মুনয়ে জ্ঞাপয়স্ব যথোচিতম্।
তচ্ছ্রুত্বা সহসোত্থায় ভরদ্বাজো মুনীশ্বরঃ।
গৃহীত্বাঽর্ঘ্যং চ পাদ্যঞ্চ রামসামীপ্যমাযযৌ ॥ ৩৩॥

কহিলেন। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। গুহক কিঞ্চিৎ অনুগমন করিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি আপনার অনুগমন করিব, হে রাজেন্দ্র! অনুমতি করুন, নচেৎ প্রাণত্যাগ করিব। শ্রীরাম কহিলেন, হে সখে! তুমি দুঃখিত হইও না; চতুর্দ্দশ বর্ষ বন বাসান্তে পুনর্ব্বার তোমার এই স্থানেই প্রত্যাগমন করিব, ইহা সত্য কহিলাম শ্রীরামের বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না। অনন্তর গুহককে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় করিলেন চণ্ডালরাজ অতি কষ্টে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন গুহক গমন করিলে, শ্রীরাম সেই স্থানে মৃগয়াহৃত মৃগমাংস পাক করিয়া দেব ও পিতৃ লোকের উদ্দেশে প্রদানানন্তর নিবেদিতাবশিষ্ট মাংস পত্নী ও অনুজের সহিত ভোজন করিলেন, এবং বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমীপবর্ত্তী এক জন বটুকে কহিলেন। হে বটো! তুমি গমন করিয়া মহর্ষিকে বিজ্ঞাপন কর, যে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন ।২৪।২৫।২৬।২৭ ২৮।২৯। ৩০। অনন্তর বটু মহর্ষি সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন হে মহর্ষে! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বহির্দ্দেশে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন। মহর্ষি রাম নাম শ্রবণমাত্র পুলকিত হইয়া পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণপূর্ব্বক রাম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর শ্রীরামকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন। হে রাজীবলোচন রাম! আপনারা সকলে আগমন করিয়া চরণ ধূলি-দ্বারা আমার পর্ণশালা পবিত্র করুন. অনন্তর শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভরদ্বাজের পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ পুনর্ব্বার সেই স্থানে তাঁহাদিগের পূজাকরণানন্তর আতিথ্য করিয়া কহিলেন. হে রাম! অদ্য আমি আপনার দর্শনে তপঃসিদ্ধি লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আমি আপনার অনুগ্রহে ভূত ভবিষ্যৎ সকলই জানিতে পারি সুতরাং, আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদবস্থা আমার অবিদিত নহে। আপনি পরমাত্মা ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মায়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং

দৃষ্ট্বা রামং যথান্যায়ং পূজয়িত্বা সলক্ষ্মণম্ ।
আহ মে পর্ণশালাং ভো রাম ! রাজীবলোচন ! ।
আগচ্ছ পাদরজসা পুনীহি রঘুনন্দন ! ।
ইত্যুক্ত্বোটজমানীয় সীতয়া সহ রাঘবৌ ॥ ৩৫ ॥
ভক্ত্যা পুনঃ পূজয়িত্বা চকারাতিথ্যমুত্তমম্ ।
অদ্যাহং তপসঃ পারং গতোঽস্মি তব সঙ্গমাৎ ॥
জ্ঞাতং রাম ! তবোদন্তং ভূতং চাগামিকং চ যৎ ।
জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়য়া কার্য্যমানুষম্ ॥৩৭
যদর্থমবতীর্ণোঽসি প্রার্থিতো ব্রহ্মণা পুরা ।
যদর্থং বনবাসস্তে যৎকরিষ্যসি বৈ পুরঃ ॥ ৩৮ ॥
জানামি জ্ঞানদৃষ্ট্যাঽহং জাতয়া ত্বদুপাসনাৎ ।
ইতঃ পরং ত্বাং কিং বক্ষে কৃতার্থোঽহং রঘূত্তম॥৩৯
যস্ত্বাং পশ্যামি কাকুৎস্থং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ।
রামস্তমভিবাদ্যাহ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ॥ ৪০ ॥
অনুগ্রাহ্যাস্ত্বয়া ব্রহ্মন্ ! বয়ং ক্ষত্রিয়বান্ধবাঃ ।
ইতি সম্ভাষ্যতেঽন্যোঽন্যমুষিত্বা মুনিসন্নিধৌ ॥ ৪১॥
প্রাতরুত্থায় যমুনামুত্তীর্য্য মুনিদারকৈঃ ।
কৃতাপ্লবেন মুনিনা দৃষ্টমার্গেণ রাঘবঃ ॥ ৪২ ॥
প্রযযৌ চিত্রকূটাদ্রিং বাল্মীকের্যত্র চাশ্রমঃ ।
গত্বা রামোঽথ বাল্মীকেরাশ্রমং ঋষিসংকুলম্ ।
নানামৃগদ্বিজাকীর্ণং নিত্যপুষ্পফলাকুলম্ ।
তত্র দৃষ্ট্বা সমাসীনং বাল্মীকিং মুনিসত্তমম্ ॥ ৪৪
ননাম শিরসা রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।
দৃষ্ট্বা রামং রমানাথং বাল্মীকির্লোকসুন্দরম্ ॥৪৫
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্ ।
কন্দর্পসদৃশাকারং কমনীয়াম্বুজেক্ষণম্ । ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বৈবসহসোত্তস্থৌ বিস্ময়ানিমিষেক্ষণঃ ।
আলিঙ্গ্য পরমানন্দং রামং হর্ষাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৭ ।
পূজয়িত্বা জগৎপূজ্যং ভক্ত্যাঽর্ঘ্যাদিভিরাদৃতঃ ।
ফলমূলৈঃ সুমধুরৈর্ভোজয়িত্বা চ লালিতঃ ॥ ৪৮ ॥

যে কারণে বনবাসী হইয়াছেন ও বনবাসাবস্থায় যাহা করিবেন, তাহা ভবদুপাসনা লব্ধ জ্ঞান দৃষ্টিদ্বারা আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি, অধিক কি বলিব, হে রঘুনন্দন ! অদ্য আমি পরম পুরুষদর্শনে কৃতার্থ হইলাম। শ্রীরাম মহর্ষির জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মণ ! আমরা ক্ষত্রিয় সন্তান, আপনাদিগের অনুগ্রহের পাত্র অলৌকিক বাক্য দ্বারা আমাদিগকে স্তব করিবেন না। পরস্পরের এইরূপ কথোপকথন সমাপ্ত হইলে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ সেই দিবা ও রজনী ভরদ্বাজাশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। । ৩১ । ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ।

। ৪১ । পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর মুনি বালকগণের সহিত যমুনা পার হইয়া প্রাতঃস্নাত ভরদ্বাজ মুনিকর্ত্তৃক দর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মহর্ষি বাল্মীকির তপোবন শোভিত চিত্রকূটে গমন করিলেন। অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণ মহর্ষি সংকুল—সততঃ পুষ্পফলাদি সমাকীর্ণ এবং নানাবিধ মৃগ ও দ্বিজাতিবর্গ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত তপোবনে উপস্থিত হইয়া বাল্মীকিকে প্রণাম করিলেন। মহাতপা বাল্মীকি কন্দর্প সদৃশ সুন্দর ও জটামুকুট মণ্ডিত রাজীবলোচন রামকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সমাগত দেখিয়া বিস্ময় সহকারে সহসা গাত্রোত্থানানন্তর সহর্ষালিঙ্গন করিয়া পরম ভক্তি ও আদর পূর্ব্বক পাদার্ঘ্যদ্বারা পূজা করিলেন, এবং সুমধুর ফলমূলাদি আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । অনন্তর

রাঘবঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ বাল্মীকিং বিনয়ান্বিতঃ।
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানাগতা বয়ম্ ॥ ৪৯ ॥
ভবন্তো যদি জানন্তি কিং বক্ষ্যামোঽত্রকারণম্।
যত্র মে সুখবাসায় ভবেৎ স্থানং বদস্ব তৎ ॥ ৫০ ॥
সীতয়া সহিতঃ কালং কিঞ্চিত্তত্র নয়াম্যহম্।
ইত্যুক্তো রাঘবেণাসৌ মুনিঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥ ৫১
ত্বমেব সর্ব্বলোকানাং নিবাসস্থানমুত্তমম্।
তবাপি সর্ব্বভূতানি নিবাসসদনানি হি ॥ ৫২ ॥
এবং সাধারণং স্থানমুক্তং তে রঘুনন্দন!।
সীতয়া সহিতস্যেতি বিশেষং পৃচ্ছতস্তব ॥ ৫৩ ॥
তদ্বক্ষ্যামি রঘুশ্রেষ্ঠ! যত্তে নিয়তমন্দিরম্।
শান্তানাং সমদৃষ্টীনামদ্বেষ্টৄণাং চ জন্তুষু ॥
ত্বামেব ভজতাং নিত্যং হৃদয়ং তেঽধিমন্দিরম্ ॥৫৪
ধর্ম্মাধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ত্বামেব ভজতোঽনিশম্।
সীতয়া সহ তে রাম! তস্য হৃৎ সুখমন্দিরম্ ॥ ৫৫
ত্বন্মন্ত্রজাপকো যস্তু ত্বামেব শরণং গতঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহস্তস্য হৃদয়ং তে সুমন্দিরম্ ॥ ৫৬
নিরহঙ্কারিণঃ শান্তা যে রাগদ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
সমলোষ্টাশ্মকনকাস্তেষাং তে হৃদয়ং গৃহম্ ॥ ৫৭॥
ত্বয়ি দত্তমনোবুদ্ধির্যঃ সন্তুষ্টঃ সদা ভবেৎ।
ত্বয়ি সন্ন্যস্তকর্ম্মা যস্তন্মনস্তে শুভং গৃহম্ ॥ ৫৮ ॥
যো ন দ্বেষ্ট্যপ্রিয়ং প্রাপ্য প্রিয়ং প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
সর্ব্বং মায়েতি নিশ্চিত্য ত্বাং ভজেত্তন্মনো গৃহম্।
ষড়্ভাবাদিবিকারান্ যো দেহে পশ্যতি নাত্মনি।
ক্ষুত্তৃট্ সুখং ভয়ং দুঃখং প্রাণবুদ্ধ্যোর্নিরীক্ষতে ॥
সংসারধর্ম্মৈর্নির্মুক্তস্তস্য তে মানসং গৃহম্ ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাম কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি তপ প্রভাবে সকলই বিদিত হইয়া থাকিবেন যে, আমরা পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছি ও অধিক আপনাকে কি জানাইব। এক্ষণে আমাদিগের সুখবাস যোগ্য স্থান আদেশ করুন, যে স্থানে জানকী সমভিব্যাহারে কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে পারি। বাল্মীকি শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর সহাস্য বদনে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বলোকের আবাস স্থান এবং সর্ব্বভূতগণ তোমার আবাসস্থান, এইরূপ তোমার সাধারণ বাসস্থান কহিলাম। কিন্তু সীতা সহ বসতি স্থান বিশেষ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুন। ৪৯। ।৫০।৫১।৫২।৫৩। হে রাম! যে ব্যক্তি লোভ শূন্য এবং শরণাগত হইয়া তোমার মন্ত্র জপ করে, তাহার মন তোমাদিগের নিয়ত বাসস্থান এবং শান্তি-গুণাবলম্বী, নিরহঙ্কার ও রাগদ্বেষ রহিত হইয়া যে, ব্যক্তি লোষ্ট্র কাঞ্চন ও প্রস্তরে সমজ্ঞান করে, তাহার মন তোমাদিগের বাসস্থান। হে রঘুনন্দন! যে ব্যক্তি তোমাতে মন, বুদ্ধি ও কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকে তাহার মনও তোমাদিগের বাসস্থান, যে ব্যক্তি অপ্রিয় বস্তুতে দ্বেষ করে না—প্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও হর্ষিত হয় না এবং জগতকে মায়া কল্পিত অলীক বিবেচনা করিয়া তোমাকে ভজনা করে—তাঁহার হৃদয় তোমাদিগের বাসস্থান এবং যে ব্যক্তি জন্ম, সত্তা, বিনাশ, হ্রাস, বৃদ্ধি, ও বৈপরিত্য এই ষড়বিধ বিকার আত্মাতে কল্পনা না করিয়া নিজ দেহ-ধর্ম্ম বলিয়া স্থির করিয়াছে এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখ, ভয় ও দুঃখ প্রভৃতি গুণকে প্রাণ ও বুদ্ধি এই উভয়ের ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া পাপ পুণ্যাদিরূপ-সংসার-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার মানস তোমাদিগের বাসস্থান। হে জগদীশ্বর! যাহারা সর্ব্বব্যাপী এবং অনন্ত-সত্য-চৈতন্য-স্বরূপ ও নির্লেপ এবং অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, আনন্দময় স্বরূপ নিত্য স্থানে অবস্থিত পরমাত্মাকে তোমা-

পশ্যন্তি যে সর্ব্বগুহাশয়স্থং
ত্বাং চিদ্‌ঘনং সত্যমনন্তমেকং।
অলেপকং সর্ব্বগতং বরেণ্যং
তেষাং হৃদব্জে সহ সীতয়া বস ॥৬২॥
নিরন্তরাভ্যাসদৃঢ়ীকৃতাত্মনাং
ত্বৎপাদসেবাপরিনিষ্ঠিতানাং।
ত্বন্নামকীর্ত্ত্যা হতকল্মষাণাং
সীতাসমে তস্য গৃহং হৃদব্জে ॥৬৩॥
রাম! ত্বন্নামমহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথং।
যৎপ্রভাবাদহং রাম! ব্রহ্মর্ষিত্বমবাপ্তবান্ ॥ ৬৪॥
অহং পুরা কিরাতেষু কিরাতৈঃ সহ বর্দ্ধিতঃ।
জন্মমাত্রদ্বিজত্বং মে শূদ্রাচাররতঃ সদা ॥৬৫॥
শূদ্রায়াং বহবঃ পুত্রা উৎপন্না মেঽজিতাত্মনঃ।
ততশ্চোরৈশ্চ সঙ্গম্য চোরোঽহমভবং পুরা ॥৬৬॥
ধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং জীবানামন্তকোপমঃ।
একদা মুনয়ঃ সপ্ত দৃষ্টা মহতি কাননে ॥৬৭॥
সাক্ষান্ময়া প্রকাশন্তো জ্বলনার্কসমপ্রভাঃ।
তানন্বধাবং লোভেন তেষাং সর্ব্বপরিচ্ছদান্ ॥৬৮॥
গ্রহীতুকামস্তত্রাহং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবম্।
দৃষ্ট্বা মাং মুনয়োঽপৃচ্ছন্ কিমায়াসি দ্বিজাধম! ॥৬৯
অহং তানব্রুবং কিঞ্চিদাদাতুং মুনিসত্তমাঃ।
পুত্রদারাদয়ঃ সন্তি বহবো মে বুভুক্ষিতাঃ ॥৭০॥

হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকে তাহাদিগের হৃদয় পদ্মে তুমি সীতার সহিত পরম সুখে বাস কর, যাহারা ধ্যানাভ্যাস করিয়া তোমাতে মনঃ দৃঢ়তর নিয়োজিত করিয়া তোমারই পদসেবানুষ্ঠানে সতত রত আছে এবং তোমার নাম কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি হইয়াছে তাহাদিগের হৃদয়ে সীতার সহিত বাস কর। ৬৩। হে রাম! তোমার নামের অপার মহিমা—কেহ বর্ণন করিতে পারে না। তোমার নাম প্রভাবে আমি মহর্ষি হইয়াছি। পূর্ব্বকালে কিরাতাধিষ্ঠিত দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরাত বালকগণের সহিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলাম, কালক্রমে শূদ্রাগর্ভে আমার ঔরসে কতিপয় সন্তান উৎপন্ন হইল। অনন্তর তাহাদিগের উদর পোষণার্থ চৌরগণের সহিত মিলিত হইয়া চৌর্য্য বৃত্তি আরম্ভ করিলাম। ৬৬। সর্ব্বদা ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক নানা পশুপক্ষীদিগের হিংসা করা আমার এক মাত্র ব্যবসায় হইল। একদা মহারণ্য মধ্যে সূর্য্যাগ্নি সদৃশ দেদীপ্যমান ও তেজঃপুঞ্জ শরীর বিশিষ্ট সপ্তর্ষি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের যৎকিঞ্চিৎ স্বল্পমূল্য পরিচ্ছদ গ্রহণাভিলাষে অনুগমন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' এই বলিয়া বারম্বার শব্দ করিলাম, মুনিগণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে দ্বিজাধম! কি হেতু তুমি অনুগমন করিতেছ? তৎকালে উত্তর করিলাম—আমি বহুকুটুম্বী ও দরিদ্র, আমার স্ত্রী পুত্রাদি অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে তাহাদিগের উদর পোষণার্থ আমি এই গিরিকাননমধ্যে দস্যুবৃত্তি করিয়া ধন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে পরিচ্ছদাপহরণাশয়ে তোমাদিগের অনুগমন করিতেছি। অনন্তর মুনিগণ আমাকে কহিলেন, রে নরাধম। তুমি গৃহে গমন করিয়া স্ত্রী পুত্রাদিকে জিজ্ঞাসা কর যে, "আমি তোমাদিগের উদর পোষণার্থ পাপ করিতেছি—তোমরা তাহার অংশভাগী হইবে—কি আমি একাকী অনন্তকালের জন্য নিরয়গামী হইব? রে মূর্খ! তুমি যাবৎকালপর্য্যন্ত এই বাক্যের উত্তর গ্রহণ করিয়া না আসিবে তাবৎকাল আমরা এস্থানে তোমার অপেক্ষা করিব। অনন্তর মুনিবাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক পরিবারগণকে মুনিবাক্যানুসারে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উত্তর করিল যে 'তুমি গৃহস্বামী—আমরা ত্বৎকৃতপাপ পুণ্যের অংশভাগী কখনই নহে, যেহেতু আমরা প্রতিপাল্য—তোমার উপার্জ্জিত ধনদ্বারা আমরা অবশ্য সুখভোগ করিব'। ৬৭। ৬৮। ৬৯।

তেষাং সংরক্ষণার্থায় চরামি গিরিকাননে।
ততো মামুচুরব্যগ্রাঃ পৃচ্ছ গত্বা কুটুম্বকম্ ॥৭১॥
যো যো ময়া প্রতিদিনং ক্রিয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
যূয়ং তদ্ভাগিনঃ কিম্বা নেতি বেতি পৃথক্ পৃথক্ ॥৭২
বয়ং স্থাস্যামহে তাবদাগমিষ্যসি নিশ্চয়ঃ।
তথেত্যুক্ত্বা গৃহং গত্বা মুনিভির্যদুদীরিতম্ ॥৭৩॥
আপৃচ্ছং পুত্রদারাদীন্ তৈরুক্তোঽহং রঘূত্তম।
পাপং তবৈব তৎসর্ব্বং বয়ং তু ফলভাগিনঃ ॥৭৪॥
তচ্ছ্রুত্বা জাতনির্ব্বেদো বিচার্য্য পুনরাগমং।
মুনয়ো যত্র তিষ্ঠন্তি করুণাপূর্ণমানসাঃ ॥৭৫॥
মুনীনাং দর্শনাদেব শুদ্ধান্তঃকরণোঽভবং।
ধনুরাদীন্ পরিত্যজ্য দণ্ডবৎপতিতোঽস্ম্যহং॥৭৬॥
রক্ষধ্বং মাং মুনিশ্রেষ্ঠা গচ্ছন্তং নিরয়ার্ণবং।
ইত্যগ্রে পতিতং দৃষ্ট্বা মামূচুর্ম্মুনিসত্তমাঃ ॥৭৭॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে সফলঃ সৎসমাগমঃ।
উপদেক্ষ্যামহে তুভ্যং কিঞ্চিত্তেনৈব মোক্ষ্যসে।
পরস্পরং সমালোচ্য দুর্ব্বৃত্তোঽয়ং দ্বিজাধমঃ ॥৭৮॥
উপেক্ষ্য এব সদ্বৃত্তৈস্তথাঽপি শরণং গতঃ।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মোক্ষমার্গোপদেশতঃ ॥৭৯॥
ইত্যুক্ত্বা রাম তে নাম ব্যত্যস্তাক্ষরপূর্ব্বকং।
একাগ্রমনসাত্রৈব মরেতি জপ সর্ব্বদা ॥৮০॥
আগচ্ছামঃ পুনর্যাবত্তাবদুক্তং সদা জপ।
ইত্যুক্ত্বা প্রযযুঃ সর্ব্বে মুনয়ো দিব্যদর্শনাঃ ॥৮১॥
অহং যথোপদিষ্টং তৈস্তথাঽকরবমঞ্জসা।
জপন্নেকাগ্রমনসা বাহ্যং বিস্মৃতবানহম্ ॥৮২॥
এবং বহুতিথে কালে গতে নিশ্চলরূপিণঃ।
সর্ব্বসঙ্গবিহীনস্য বল্মীকোঽভূন্মমোপরি ॥৮৩॥

। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। অনন্তর আমি পরিবারগণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে মুনিগণ সন্নিধানে পুনঃপ্রত্যাগমন করিবা মাত্র তাঁহাদিগের দিব্যরূপ-দর্শনে শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই মহাপুরুষদিগের চরণে পতিত হইলাম এবং বিনয়সহকারে কহিলাম, হে মহর্ষিগণ! আপনারা আমাকে অপার নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন। মহর্ষিগণ আমাকে শরণাগত দেখিয়া কহিলেন, গাত্রোত্থান কর—তোমার মঙ্গল হইবে—সজ্জনসংসর্গ অবশ্যই সফল হইয়া থাকে। হে বৎস! আমরা তোমাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিব, তদ্দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অনন্তর মহর্ষিগণ পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন, যে এই ব্রাহ্মণাধম অতিদুর্ব্বৃত্ত—সদ্বৃত্তব্যক্তি-দিগের নিতান্ত ঘৃণার পাত্র—কিন্তু শরণাপন্ন হইয়াছে, সুতরাং মোক্ষমার্গোপদেশ দ্বারা ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। হে রাম! অনন্তর মহর্ষিগণ আমাকে তোমার নামাক্ষর বিপর্য্যয় করিয়া জপ করিতে অনুমতি করিয়া কহিলেন—যে কালপর্য্যন্ত আমরা এস্থানে পুনঃপ্রত্যাগমন না করিব, তাবৎকাল তুমি এই মন্ত্রাশক সতত জপ করিবে. দিব্য দর্শন ঋষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া গমন করিলেন। আমিও বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া মহর্ষিগণের উপ-দেশানুরূপ জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ৮০। ৮১। ৮২। এই প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে আমার নিঃসঙ্গ ও নিশ্চল দেহের উপরিভাগে বৃহৎ বল্মীক উৎপন্ন হইল, ক্রমশঃ যুগ-সহস্র অতীত হইলে ঋষিগণ সেই স্থানে পুনরুপস্থিত হইয়া, বৎস! গাত্রোত্থান কর, এই শব্দোচ্চারণ করিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব নীহার হইতে নির্গত হইয়া যেরূপ সুপ্রকাশিত হন আমিও তদ্রূপ ঋষিগণের প্রশান্ত স্বর শ্রবণ করিয়া বল্মীক হইতে গাত্রোত্থান করিলাম। ঋষিগণ

ততো যুগসহস্রান্তে ঋষয়ঃ পুনরাগমন্।
মামূচুর্নিষ্ক্রমস্বেতি তচ্ছ্রুত্বা তূর্ণমুত্থিতঃ ॥৮৪॥
বল্মীকান্নির্গতশ্চাহং নীহারাদিব ভাস্করঃ।
মমাপ্যাহুর্মুনিগণা বাল্মীকিস্ত্বং মুনীশ্বর ॥৮৫॥
বল্মীকাৎ সম্ভবো যস্মাৎ দ্বিতীয়ং জন্মতেহভবৎ।
ইত্যুক্ত্বা তে যযুর্দিব্যগতিং রঘুকুলোত্তম ॥৮৬॥
অহং তে রামনাম্নশ্চ প্রভাবাদীদৃশোহভবম্।
অদ্য সাক্ষাৎপ্রপশ্যামি সসীতং লক্ষ্মণেন চ ॥৮৭
রামং রাজীবপত্রাক্ষং ত্বামুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।
আগচ্ছ রাম! ভদ্রং তে স্থলং বৈ দর্শয়াম্যহং ॥৮৮

আমাকে দেখিয়া কহিলেন, মহর্ষে! যেহেতু বল্মীক হইতে তোমার পুনর্জন্ম হইল, অতএব অদ্যপ্রভৃতি তোমার বাল্মীকি এই সার্থক নাম হইল, মহর্ষিগণ আমাকে এইরূপ আদেশ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন। হে রাম! আমি তোমারই রাম নাম প্রভাবে ঈদৃশাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, সে যাহা হউক অদ্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিলাম। হে দাশরথে! এস্থানে আগমন কর, তোমার মঙ্গল হইবে। আমি তোমার মনাভীষ্ট বাসস্থান প্রদান করিতেছি। বাল্মীকি এই সকল বিনম্র বাক্যদ্বারা শ্রীরামের সন্তোষোৎপাদন করিয়া শিষ্যগণ ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ভাগীরথী ও পর্ব্বত উভয়ের মধ্যভূমিতে গমন করিলেন এবং লক্ষ্মণের অভিপ্রায়ানুসারে মহর্ষি বাল্মীকি সেই স্থানে পর্ব্বত নিবাসী ভিন্ন জাতিদ্বারা একটী পর্ণশালা ও পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তীর্ণ একটী বাস ভবন এবং উত্তর দক্ষিণ বিস্তীর্ণ অপর বাস ভবন একটী প্রস্তুত করাইলেন, দেবোপম শ্রীরাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই

এবমুক্ত্বা মুনিঃ শ্রীমাল্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতো গত্বা মধ্যে পর্ব্বতগঙ্গয়োঃ ॥৮৯॥
তত্র শালাং সুবিস্তীর্ণাং কারয়ামাস বাসভূঃ।
প্রাক্পশ্চিমং দক্ষিণোদক্ শোভনং মন্দিরদ্বয়ং ॥
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
তত্র তে দেবসদৃশা হ্যবসন্ ভবনোত্তমে ॥৯১॥
বাল্মীকিনা তত্র সুপূজিতোঽয়ং
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন।
দেবৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সহিতো মুদাস্তে
স্বর্গে যথা দেবপতিঃ সশচ্যা ॥৯২॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভবনে বাস করিতে লাগিলেন।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০।৯১। দেবরাজ যেরূপ স্বর্গধামে শচী ও দেবগণের সহিত বাস করেন শ্রীরামচন্দ্র বাল্মীকি কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া সীতা লক্ষ্মণ ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে সেই রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।৯২।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সুমন্ত্রোঽপি তদাঽযোধ্যাং দিনান্তে প্রবিবেশ হ।
বস্ত্রেণ মুখমাচ্ছাদ্য বাষ্পাকুলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥
বহিরেব রথং স্থাপ্য রাজানং দ্রষ্টুমাযযৌ।
জয়শব্দেন রাজানং স্তুত্বা তং প্রণনাম হ ॥ ২ ॥
ততো রাজা নমন্তং তং সুমন্ত্রং বিহ্বলোঽব্রবীৎ।
সুমন্ত্র! রামঃ কুত্রাস্তে সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥ ৩ ॥
কুত্র ত্যক্তস্ত্বয়া রামঃ কিং মাং পাপিনমব্রবীৎ।
সীতা বা লক্ষ্মণো বাপি নির্দ্দয়ং মাং কিমব্রবীৎ॥
হা রাম! হা গুণনিধে! হা সীতে! প্রিয়বাদিনি।
দুঃখার্ণবে নিমগ্নং মাং ম্রিয়মাণং ন পশ্যসি ॥৫॥
বিলপ্যৈবং চিরং রাজা নিমগ্নো দুঃখসাগরে।
এবং মন্ত্রী রুদন্তং তং প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥৬
রামঃ সীতা চ সৌমিত্রির্ম্ময়া নীতা রথেন তে।
শৃঙ্গিবেরপুরাভ্যাসে গঙ্গাকূলে ব্যবস্থিতাঃ ॥৭॥
গুহেন কিঞ্চিদানীতং ফলমূলাদিকং চ যৎ।
স্পৃষ্ট্বা হস্তেন সম্প্রীত্যা নাগ্রহীদ্বিসসর্জ্জ তৎ ॥৮॥
বটক্ষীরং সমানায্য গুহেন রঘুনন্দনঃ।
জটামুকুটমাবধ্য মামাহ নৃপতে! স্বয়ম্ ॥৯॥
সুমন্ত্র! ব্রূহি রাজানং শোকস্তেঽস্তু ন মৎকৃতে।
সাকেতাদধিকং সৌখ্যং বিপিনে নোভবিষ্যতি ॥১০

এদিকে সন্ধ্যাসময়ে রোরুদ্যমান সুমন্ত্র বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা মুখাচ্ছাদন করিয়া বাষ্পাকুলিত লোচনে অযোধ্যানগরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর বহির্দ্দেশে রথ রক্ষা করিয়া রাজদর্শনার্থ অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিলেন। রাজ ভবন প্রবেশানন্তর জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা দশরথ প্রণত সুমন্ত্রকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলান্তঃকরণে কহিলেন, হে সুমন্ত্র! শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ কোথায় আছেন, কোন বনে বা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে? শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি এই মহাপাতকী পিতাকে কি বলিয়াছেন? রাজা এই কথা বলিতে বলিতে হা রাম! হা গুণনিধে! হা প্রিয়বাদিনি সীতে! আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া ম্রিয়মাণ হইয়াছি তোমরা একবার অবলোকন কর, এই প্রকার বহু বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, মহারাজ! অযোধ্যা হইতে রথ চালন করিয়া শৃঙ্গবের নগর সমীপবর্ত্তী গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিলাম, সেই স্থানে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ রথ হইতে অবতরণ করিয়া বিশ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ সময় চণ্ডালাধিপতি গুহক ফলমূলাদি আনয়ন করিয়া পরম ভক্তি-সহকারে ভোজনার্থ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিলেন, শ্রীরাম পরম প্রীতি লাভ করিয়া ঐ ফলমূলাদি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু ভোজন করিলেন না। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। অনন্তর গুহকের দ্বারা বটক্ষীর আনয়ন করাইয়া শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ জটামুকুট বন্ধন করিলেন এবং আমাকে অনুমতি করিলেন—হে সুমন্ত্র! তুমি অযোধ্যায় গমন করিয়া মহারাজকে কহিবে, যে তিনি আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন। বন মধ্যে আমার অযোধ্যায় বাস অপেক্ষা অধিকতর সুখ হইবে এবং মাতা কৌশল্যাকে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, তিনি আমার নিমিত্ত শোকার্ত্তা না হন। তুমিও শোক-সন্তপ্ত-বৃদ্ধ পিতাকে

মাতুর্মে বন্দনং ব্রূহি শোকং ত্যজতু মৎকৃতে।
আশ্বাসয়তু রাজানং বৃদ্ধং শোকপরিপ্লুতম্ ॥১১॥
সীতা চাশ্রুপরীতাক্ষী মামাহ নৃপসত্তম।
দুঃখগদ্‌গদয়া বাচা রামং কিঞ্চিদবেক্ষতী ॥১২॥
সাষ্টাঙ্গং প্রণিপাতং মে ব্রূহি শ্বশ্রোঃ পদাম্বুজে।
ইতি প্ররুদতী সীতা গতা কিঞ্চিদবাঙ্মুখী ॥১৩॥
ততস্তেঽশ্রুপরীতাক্ষা নাবমারুরুহুস্তদা।
যাবদ্‌গঙ্গাং সমুত্তীর্য্য গতাস্তাবদহং স্থিতঃ ॥১৪॥
ততো দুঃখেন মহতা পুনরেবাহমাগতঃ।
ততো রুদন্তী কৌশল্যা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫॥
কৈকেয্যৈ প্রিয়ভার্য্যায়ৈ প্রসন্নো দত্তবান্ বরম্।
ত্বং রাজ্যং দেহি তস্যৈব মৎপুত্রঃ কিং বিবাসিতঃ॥
কৃত্বা ত্বমেব তৎসর্ব্বমিদানীং কিং নু রোদিষি?
কৌশল্যা বচনং শ্রুত্বা ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্নিনা ॥১৭॥
পুনঃ শোকাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ কৌশল্যামিদমব্রবীৎ।
দুঃখেন ম্রিয়মাণং মাং কিং পুনর্দুঃখয়স্যলম্ ॥১৮॥
ইদানীমেব মে প্রাণা উৎক্রমিষ্যন্তি নিশ্চয়ঃ।
শপ্তোঽহং বাল্যভাবেন কেনচিন্মুনিনা পুরা ॥১৯॥
পুরাঽহং যৌবনে দৃপ্তশ্চাপবাণধরো নিশি।
অচরং মৃগয়াসক্তো নদ্যাস্তীরে মহাবনে ॥২০॥
তত্রার্দ্ধরাত্রসময়ে মুনিঃ কশ্চিত্তৃষার্দ্দিতঃ।
পিপাসাঽর্দ্দিতয়োঃ পিত্রোর্জলমানেতুমুদ্যতঃ।
অপূরয়জ্জলে কুম্ভং তদা শব্দোঽভবন্মহান্ ॥২১॥

স্বয়ং আশ্বাস বাক্যদ্বারা আশ্বাসিত করিবে।৯।১০।১১। অনন্তর সজল নয়না জানকী শ্রীরামের প্রতি কিঞ্চিদ্‌দৃষ্টিপাত করিয়া দুঃখ মিশ্রিত গদগদবচনে আমাকে কহিলেন, আর্য্য! আপনি শ্বশুর ও শ্বশ্রূর চরণযুগলে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইবেন—সম্পূর্ণরূপে বাক্য সমাপ্তি না হইতেই রোদন করিয়া জানকী অধোমুখী হইলেন। অনন্তর সকলে রোদন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করিলেন, যাবৎকালপর্য্যন্ত তাঁহারা ভাগীরথী পরকূলে উত্তীর্ণ না হইলেন তাবৎকাল আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অনিমেষলোচনে তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, তাঁহারা দর্শন পথ অতীত হইলে হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি। কৌশল্যা সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া রাজাকে কহিলেন—মহারাজ! আপনি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীকে বর প্রদান করিয়াছেন। ভাল, তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যই প্রদান করুন—আমার রামকে কি কারণে বনবাসী করিলেন? হে প্রভো! আপনি এই সকল অনর্থের নিদান হইয়া কি হেতু রোদন করিতেছেন? শস্ত্রাঘাত জনিত ব্রণ-বিবরে অগ্নিস্পর্শ হইলে যে রূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, রাজা দশরথ কৌশল্যাবাক্যে তাদৃশ যন্ত্রণাগ্রস্থ হইয়া শোকাশ্রুপূর্ণলোচনে দৃষ্টিপাত করত কৌশল্যাকে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি স্বতই দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়াছি, পুনর্ব্বার বাক্‌শল্য দ্বারা আমাকে বৃথা দুঃখিত করিতেছ—আমার জীবন এইক্ষণে নির্গত হইবে নিশ্চয় জানিয়াছি। পূর্ব্বকালে এক জন ঋষিকুমার আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, বোধ করি সেই শাপ এতদিনে ফলোন্মুখী হইল—অভিশাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর।—

একদা রাত্রিকালে আমি যৌবনমদোন্মত্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়োদ্দেশে মহাবন সংকুল নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অর্দ্ধরাত্র সময়ে কোন ঋষিকুমার পিপাসাতুর বৃদ্ধ পিতা ও মাতার নিমিত্ত জলানয়নার্থী হইয়া জলমধ্যে কুম্ভপূরণ করিতেছিলেন, তৎকালে কুম্ভপূরণ-জনিত গম্ভীর শব্দ

গজঃ পিবতি পানীয়মিতি মত্বা মহানিশি।
বাণং ধনুষি সংধায় শব্দবেধিনমক্ষিপম্ ॥২২।
হা হতোঽস্মীতি তত্রাভূচ্ছব্দো মানুষসূচকঃ।
কস্যাপি ন কৃতো দোষো ময়া কেন হতো বিধে !॥
প্রতীক্ষতে মাং মাতা চ পিতা চ জলকাঙ্ক্ষয়া।
তচ্ছ্রুত্বা ভয়সন্ত্রস্তস্ততোঽহং পৌরুষং বচঃ ॥২৪॥
শনৈর্গত্বাঽথ তৎপার্শ্বং স্বামিন্! দশরথোঽস্ম্যহং।
অজানতা ময়া বিদ্ধস্ত্রাতুমর্হসি মাং মুনে! ॥২৫॥
ইত্যুক্ত্বা পাদয়োস্তস্য পতিতো গদ্‌গদাক্ষরঃ।
তদা মামাহ স মুনির্মাভৈষীর্নৃপসত্তম! ॥২৬॥
ব্রহ্মহত্যা স্পৃশেন্ন ত্বাং বৈশ্যোঽহং তপসি স্থিতঃ।
পিতরৌ মাংপ্রতীক্ষেতে ক্ষুত্তৃড্ভ্যাংপরিপীড়িতৌ॥
তয়োস্ত্বমুদকং দেহি শীঘ্রমেবাবিচারয়ন্।
ন চেত্ত্বাং ভস্মসাৎকুর্য্যাৎপিতা মে যদি কুপ্যতি॥
জলং দত্ত্বা তু তৌ নত্বা কৃতং সর্ব্বং নিবেদয়।
শল্যমুদ্ধর মে দেহাৎপ্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পীড়িতঃ॥
ইত্যুক্তো মুনিনা শীঘ্রং বাণমুৎপাদ্য দেহতঃ।
সজলং কলশং ধৃত্বা গতোঽহং যত্র দম্পতী ॥৩০॥
অতিবৃদ্ধাবন্ধদৃশৌ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতৌ নিশি।
নায়াতি সলিলং গৃহ্য পুত্রঃ কিম্বাঽত্র কারণম্। ৩১
অনন্যগতিকৌ বৃদ্ধৌ শোচ্যৌ তৃট্‌পরিপীড়িতৌ।
আবামুপেক্ষতে কিম্বা ভক্তিমানাবয়োঃ সুতঃ ॥৩২॥
ইতি চিন্তাব্যাকুলৌ তৌ মৎপাদন্যাসজং ধ্বনিং।
শ্রুত্বা প্রাহ পিতা পুত্র! কিং বিলম্বঃ কৃতস্ত্বয়া ॥৩৩

উৎপন্ন হওয়াতে হস্তিকৃত জলপানের শব্দ-ভ্রম জন্মিল, আমি ধনুকে শব্দ-ভেদী বাণ নিয়োজিত করিয়া ঐ শব্দানুসারে পরিত্যাগ করিলাম। অনন্তর, 'হা হতোস্মি' ইত্যাকার শব্দ শ্রবণ করিয়া মনুষ্য জ্ঞান করিলাম। ঋষিকুমার আহত হইয়া কাতর স্বরে কহিলেন, হা বিধাতঃ! আমি কাহারও নিকট কোন অপরাধ করি নাই, আমাকে বিনাদোষে কোন ব্যক্তি নষ্ট করিল; বৃদ্ধ পিতা ও মাতা পিপাসাতুর হইয়া আমার পথনিরীক্ষণ করিয়া আছেন।১৭।১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ।২৩। ২৪। ২৫। ২৬। আমি তাদৃশ কাতর বচন শ্রবণানন্তর সভয় হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ ঋষিকুমারের পার্শ্বদেশে উপস্থিত হইয়া কহিলাম, হে প্রভো! আমি রাজা দশরথ—অজ্ঞানবশতঃ এই অকার্য্য করিয়াছি—আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। অনন্তর ঋষিকুমার আমাকে নিজচরণ যুগলে পতিত ও রোরুদ্যমান দেখিয়া কহিলেন, হে নৃপতি শ্রেষ্ঠ! তুমি ভীত হইও না—আমি বৈশ্য-সন্তান, অতএব ব্রহ্ম হত্যা জনিত পাপে তুমি কলুষিত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা ও মাতা পিপাসাতুর হইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন—তুমি জল প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণদান কর, নচেৎ তাঁহারা কুপিত হইয়া তোমাকে ভস্মসাৎ করিবেন। হে মহারাজ! তুমি জলপ্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া আত্ম কৃত-কার্য্য নিবেদন কর, তাহা হইলে অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। হে মহারাজ! আমার হৃদয় হইতে শল্য উদ্ধার কর, আমি প্রাণত্যাগ করি—বহুকাল যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না।২৭।২৮।২৯। অনন্তর আমি মুনিকুমারের দেহ হইতে বাণ উত্তোলন করিয়া জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক সেই বৃদ্ধ ও পিপাসাতুর অন্ধদম্পতীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিলাম যে, 'কি হেতু বৎস জল লইয়া এখন পর্য্যন্ত আগমন করিল না।' অনন্যগতিক শোচনীয় দশাগ্রস্ত পিপাসাতুর ও বৃদ্ধতম পিতা মাতাকে কি উপেক্ষা করিল? না—কখনই এরূপ হইবে না—যেহেতু বৎস আমাদের অতিভক্ত ও ধার্ম্মিক। অনন্তর আমার পাদবিক্ষেপ জনিত শব্দ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে।

দেহ্যাবয়োঃ সুপানীয়ং পিব ত্বমপি পুত্রক।।
ইত্যেবং লপতোর্স্তোত্যা সকাশগমনং শনৈঃ ।।৩৪।।
পাদয়োঃ প্রণিপত্যাহমব্রুবং বিনয়ান্বিতঃ।
নাহং পুত্রস্ত্বয়োধ্যায়া রাজা দশরথোহস্ম্যহং ।।৩৫
পাপোহহং মৃগয়াসক্তো রাত্রৌ মৃগবিহিংসকঃ।
জলাবতারাদ্দূরেহহং স্থিত্বা জলগতং ধ্বনিম্ ।।৩৬
শ্রুত্বাহহং শব্দবেধিত্বাদেকং বাণমথাত্যজম্।
হতোহস্মীতি ধ্বনিং শ্রুত্বা ভয়াত্তত্রাহমাগতঃ ।।৩৭।।
জটাবিকীর্য্য পতিতং দৃষ্ট্বাহহং মুনিদারকং।
ভীতো গৃহীত্বা তৎপাদৌ রক্ষ রক্ষেতি চাব্রুবং ।।৩৮
মা ভৈষীরিতি মাং প্রাহ ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন তে।
মৎপিত্রোঃ সলিলং দত্ত্বা নত্বা প্রার্থয় জীবিতম্ ।।
ইত্যুক্তো মুনিনা তেন হ্যাগতো মুনিহিংসকঃ।
রক্ষেতাং মাং দয়াযুক্তৌ যুবাং হি শরণাগতম্ ।।
ইতি শ্রুত্বা তু দুঃখার্ত্তৌ বিলপ্য বহুশোচ্য তং।
পতিতৌ নৌ সুতো যত্র নয় তত্রাবিলম্বয়ন্ ।। ৪১ ।।
ততো নীতৌ সুতো যত্র ময়া তৌ বৃদ্ধদম্পতী।
স্পৃষ্ট্বা সুতং তৌ হস্তাভ্যাং বহুশোহথ বিলেপতুঃ ।।
হা হেতি ক্রন্দমানৌ তৌ পুত্র পুত্রেত্যবোচতাম্।
জলং দেহীতি পুত্রেতি কিমর্থং ন দদাস্যলম্ ।।৪৩

বৃদ্ধদম্পতী কহিলেন, হে পুত্র! তুমি কি হেতু জল আনয়নে বিলম্ব করিলে, যাহা হউক এক্ষণে আমাদিগকে জলপ্রদান করিয়া অবশিষ্ট জল স্বয়ং পান কর। আমি তাঁহাদিগের সকরুণ কাতরোক্তি শ্রবণানন্তর ভীত ও দুঃখিত হইয়া পাদদ্বয়ে নিপতিত হইলাম এবং বিনীত সহকারে কহিলাম, হে মহাত্মন! আমি আপনাদিগের পুত্র নহি, অযোধ্যাধিপতি দশরথ আমার নাম, আমি অতি পাপকার্য্য করিয়াছি—ক্ষমা করিতে হইবে—অদ্য রজনীতে মৃগয়াশক্ত হইয়া মৃগবধাভিপ্রায়ে জলাবতারের কিয়দ্দূরে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে জলমধ্যে শব্দ শ্রবণ করিলাম। জল পানার্থ সমাগত মৃগের শব্দ ভ্রম হওয়ায় আমি ঐ শব্দানুসারে শব্দবেধি বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র 'হা হতোস্মি' এই প্রকার মর্ম্মভেদী শব্দ কর্ণগোচর করিলাম, পরম ভীতি সহকারে জলাবতারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটী ঋষিবালক আলুলায়িতকেশে ভূমি-শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। অনন্তর আমি পরম ভীতি সহকারে তাঁহার পাদগ্রহণপূর্ব্বক নিজ নিরপরাধিতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। পরম দয়াময় মুনিবালক কহিলেন—তোমার ভয় নাই—ব্রহ্মহত্যা-জনিত-পাপে কলুষিত হইবে না। কিন্তু আমার পিতা ও মাতাকে জলপ্রদানানন্তর নমস্কার করিয়া নিজ জীবন প্রার্থনা করিবেন। ৩০ ।৩১। ।৩২ ।৩৩ ।৩৪ ।৩৫ ।৩৬ ।৩৭ ।৩৮ ।৩৯। হে মুনে! আমি সেই মুনিঘাতি নরাধম—ঋষিকুমারের বাক্যানুসারে আগমন করিয়াছি—দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক শরণাগত বিবেচনা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন। অন্ধমুনি-দম্পতী আমার বাক্য শ্রবণানন্তর শোকসহকারে বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, দশরথ! সেই আমাদিগের প্রিয়তম সন্তান যে স্থানে পতিত আছে এইক্ষণে আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল—আমিও তাঁহাদিগের আদেশে তদণ্ডেই অন্ধদম্পতীকে জলাবতারে আনয়ন করিলাম। অনন্তর তাঁহারা ভূমিপতিত মৃত সন্তানকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া—হা পুত্র, হা পুত্র! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে—জল প্রদান করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর, হা বৎস! কি হেতু বিলম্ব

ততো মামূচতুঃ শীঘ্রং চিতিং রচয় ভূপতে।
ময়া তদৈব রচিতা চিতিস্তত্র নিবেশিতাঃ।
ত্রয়স্তত্রাগ্নিরুৎসৃষ্টো দগ্ধান্তে ত্রিদিবং যযুঃ ॥৪৪॥
তত্র বৃদ্ধঃ পিতা আহ ত্বমপ্যেবং ভবিষ্যসি।
পুত্রশোকেন মরণং প্রাপ্স্যসে বচনান্মম। ৪৫ ॥
স ইদানীং মম প্রাপ্তা শাপকালোঽনিবারিতঃ।
ইত্যুক্ত্বা বিললাপাথ রাজা শোক সমাকুলঃ ॥৪৬॥
হা রাম! পুত্র! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! গুণাকর।
ত্বদ্বিয়োগাদহং প্রাপ্তো মৃত্যুং কৈকেয়িসম্ভবং ॥৪৭
বদন্নেবং দশরথঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা দিবং গতঃ।
কৌশল্যা চ সুমিত্রা চ তথান্যা রাজযোষিতঃ ॥৪৮॥
চুক্রুশুশ্চ বিলেপুশ্চ উরস্তাড়ন পূর্ব্বকং।
বশিষ্ঠঃ প্রযযৌ তত্র প্রাতর্মন্ত্রিভিরাবৃতঃ ॥৪৯॥
তৈলদ্রোণ্যাং দশরথং ক্ষিপ্ত্বা দূতানথাব্রবীৎ।
গচ্ছত ত্বরিতং সাশ্বা যুধাজিন্নগরং প্রতি ॥৫০॥
তত্রাস্তে ভরতঃ শ্রীমান্ শত্রুঘ্ন সহিতঃ প্রভুঃ।
উচ্যতাং ভরতঃ শীঘ্রমাগচ্ছেতি মমাজ্ঞয়া ॥৫১॥
অযোধ্যাং প্রতি রাজানং কৈকেয়ীং চাপি পশ্যতু।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং দূতা গত্বা ভরতমাতুলং ॥৫২॥
যুধাজিতং প্রণম্যোচুর্ভরতং সানুজং প্রতি।
বশিষ্ঠস্ত্বাব্রবীদ্রাজন্! ভরতঃ সানুজঃ প্রভুঃ ॥৫৩॥

করিতেছ? এইরূপ বহুতর বিলাপ করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ! অতি সত্বর আপনি চিতা প্রস্তুত করুন। তাঁহাদিগের কথানুসারে আমি তৎক্ষণাৎ চিতা প্রস্তুত করিলাম, বৃদ্ধদম্পতী মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া চিতা-শয়নান্তে আমাকে কহিলেন, হে মহারাজ! 'তোমারও আমাদিগের ন্যায় পুত্রশোকে মরণ হইবে,' যাহা হউক, এক্ষণে চিতাতে অগ্নি প্রদান কর, আমিও সেইক্ষণে চিতানল প্রজ্বলিত করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলে চিতানলদগ্ধ হইয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। এক্ষণে আমার সেই শাপ সময় উপস্থিত—নিশ্চয়ই পুত্র শোকে মরণ হইবে। শোকাকুল রাজা দশরথ এই প্রকার বহু বিলাপানন্তর, হা রাম, হা পুত্র, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ গুণাকর, তোমাদিগের বিরহে আমার প্রাণ বিয়োগ হইল! রাক্ষসী কৈকেয়ী এই সকল অনর্থের কারণ হইয়াছে, এই কথা বলিয়া প্রানত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ গমন করিলেন।

কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ মহারাজের মৃত্যু দর্শনে বক্ষঃস্থল তাড়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরদিম প্রাতঃকালে বশিষ্ঠদেব কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিয়া মৃতরাজদেহ তৈল দ্রোণীতে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন এবং দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে দূতগণ! তোমরা অতি সত্বর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যুধাজিন্নগরে গমন করিয়া ভরতকে আমার আজ্ঞানুসারে কহিবে যে, তুমি সত্বর অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা ও কৈকেয়ীকে দর্শন কর। অনন্তর বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে দূতগণ দ্রুতবেগে যুধাজিন্নগরে গমন করিয়া ভরতমাতুল যুধাজিৎ ভরত ও শত্রুঘ্নকে প্রণামানন্তর কহিলেন, দেব! বশিষ্ঠদেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে, শত্রুঘ্ন সহিত রাজকুমার ভরতের অতি সত্বর অযোধ্যায় আগমন করিতে হইবে। ভরত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞা শ্রবণে অতি ভীত হইয়া মাতুলাদি-গুরুজনের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন সমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে গমন করত পথিমধ্যে মহারাজের ও শ্রীরামের সম্বন্ধে বহুতর অনিষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শীঘ্রমাগসত্তু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্।
ইত্যাজ্ঞপ্তোঽথ ভরতস্ত্বরিতং ভয়বিহ্বলঃ। ৫৪ ॥
আযযৌ গুরুণাদিষ্টঃ সহ দূতৈস্তু সানুজঃ।
রাজ্ঞো বা রাঘবস্যাপি দুঃখং কিঞ্চিদুপস্থিতং ।।৫৫।
ইতিচিন্তাপরো মার্গে চিন্তয়ন্নগরং যযৌ।
নগরং ভ্রষ্টলক্ষ্মীকং জনসম্বাধবর্জিতং ।।৫৬।।
উৎসবৈশ্চ পরিত্যক্তং দৃষ্ট্বা চিন্তাপরোঽভবৎ।
প্রবিশ্য রাজভবনং রাজলক্ষ্মীবিবর্জ্জিতং ।৫৭।।
অপশ্যৎকৈকয়ী তত্র একামেবাসনেস্থিতাম্।
ননাম শিরসা পাদৌ মাতুর্ভক্তিসমন্বিতঃ। ৫৮॥
আগতং ভরতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী প্রেমসম্ভ্রমাৎ।
উত্থায়ালিঙ্গ্য রভসা স্বাঙ্কমারোপ্য সংস্থিতা ॥৫৯॥

মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় পপ্রচ্ছ কুশলং স্বকুলস্য সা।
পিতা মে কুশলী ভ্রাতা মাতা চ শুভলক্ষণা ॥ ৬০ ॥
দিষ্ট্যা ত্বমদ্য কুশলী ময়া দৃষ্টোঽসি পুত্রক।।
ইতি পৃষ্টঃ স ভরতো মাত্রা চিন্তাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥৬১॥
দূয়মানেন মনসা মাতরং সমপৃচ্ছত।
মাতঃ! পিতামে কুত্রাস্তে একা ত্বমিহসংস্থিতা ॥৬২
ত্বয়া বিনা ন মে তাতঃ কদাচিদ্রহসি স্থিতঃ।
ইদানীং দৃশ্যতে নৈব কুত্র তিষ্ঠতি মে বদ ॥৬৩॥
অদৃষ্ট্বা পিতরং মেঽদ্য ভয়ং দুঃখং চ জায়তে।
অথাহ কৈকয়ী পুত্রং কিং দুঃখেন তবানঘ! ॥৬৪॥
যা গতির্ধর্ম্মশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাং।
তাং গতিং গতবানদ্য পিতা তে পিতৃবৎসল! ॥৬৫॥
তচ্ছ্রুত্বা নিপপাতোর্ব্যাং ভরতঃ শোকবিহ্বলঃ।
হা তাত! ক গতোঽসি ত্বং ত্যক্ত্বা মাং বৃজিনার্ণবে ॥
অসমর্প্যৈব রামায় রাজ্ঞে মাং ক গতোঽসি ভো।

কিয়ৎক্ষণ পরে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া নগর প্রবেশ সময়ে নানাবিধ উৎসব রহিত নগরের পূর্ব্বশোভা অবলোকন না করিয়া পুনর্ব্বার অতি চিন্তিত হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বশোভাবিরহিত রাজ ভবনে প্রবেশ করিবামাত্র একাকিনী আসনোপবিষ্টা কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক জননীর চরণে প্রণাম করিলেন। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ।৪৯।৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬। ৫৭। ৫৮। কৈকেয়ী সমাগত ভরতকে দর্শনানন্তর সস্নেহ সমালিঙ্গন করিয়া নিজক্রোড়ে সংস্থাপন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মস্তকাঘ্রাণ করিয়া নিজ পিতৃকুলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৎস! আমার পিতা মাতা ও ভ্রাতা সকলে কুশলে আছেন ত? হে পুত্র! অদ্য বহুভাগ্যে তোমাকে কুশলী দেখিলাম। অনন্তর ভরত কৈকেয়ী বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া চিন্তাকুলান্তঃকরণে জননীকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতঃ! আমাদিগের পিতা কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমিই বা সামান্যা রমণীর ন্যায় কি কারণে একাকিনী নির্জন সেবা করিতেছ? মহারাজ তোমা ব্যতিরেকে কখনই একাকী নির্জন সেবা করিতেন না, এক্ষণে তাঁহাকে তোমার ভবনে দর্শন না করিয়া অতি ব্যাকুল হইয়াছি। মাতঃ! বিলম্ব করিবেন না পিতা কোন্ স্থানে আছেন বলিয়া আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করুন—তাঁহার অদর্শনে আমার ভয় ও দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে। কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার দুঃখের কারণ কিছুই নাই, হে পিতৃবৎসল! মহারাজ অশ্বমেধ যাজক ধার্ম্মিকদিগের সমুচিত সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। ।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫। অনন্তর ভরত পিতার শোচনীয় দশা শ্রবণে শোকবিহ্বল হইয়া সকরুণ রোদন করত বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হা তাত, আমাকে

ইতি বিহ্বলিতং পুত্রং পতিতং মুক্তমূর্দ্ধজং ॥৬৭॥
উত্থাপ্যামৃজ্য নয়নে কৈকেয়ী পুত্রমব্রবীৎ।
সমাশ্বসিহি ভদ্রং তে সর্ব্বং সম্পাদিতং ময়া ॥৬৮
তামাহ ভরতস্তাতো ম্রিয়মাণঃ কিমব্রবীৎ।
তমাহ কৈকয়ী দেবী ভরতং ভয়বর্জ্জিতা ॥৬৯॥
হা রাম! রামসীতেতি লক্ষ্মণেতি পুনঃ পুনঃ।
বিলপন্নেব সুচিরং দেহং ত্যক্ত্বা দিবং যযৌ ॥৭০॥
তামাহ ভরতো হেঽম্ব! রামঃ সন্নিহিতো ন কিং।
তদানীং লক্ষ্মণো বাপি সীতা বা কুত্র তে গতাঃ ॥৭১

কৈকেয়ুবাচ।

রামস্য যৌবরাজ্যার্থং পিত্রা তে সম্ভ্রমঃ কৃতঃ।
তব রাজ্যপ্রদানায় তদাঽহং বিঘ্নমাচরং ॥৭২॥
রাজ্ঞা দত্তং হি মে পূর্ব্বং বরদেন বরদ্বয়ং।
যাচিতং তদিদানীং মে তয়োরেকেন তেঽখিলং ॥
রাজ্যং রামস্য চৈকেন বনবাসো মুনিব্রতং।
ততঃ সত্যপরো রাজা রাজ্যং দত্ত্বা তবৈব হি ॥৭৪॥
রামং সম্প্রেষয়ামাস বনমেব পিতা তব।
সীতাঽপ্যনুগতা রামং পাতিব্রত্যমুপাশ্রিতা ॥৭৫॥
সৌভ্রাত্রং দর্শয়ন্ রামমনুযাতোঽপি লক্ষ্মণঃ।
বনং গতেষু সর্ব্বেষু রাজা তানেব চিন্তয়ন্ ॥৭৬॥
প্রলপন্ রাম রামেতি মমার নৃপসত্তমঃ।
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রাহত ইব দ্রুমঃ ॥৭৭॥
পপাত ভুমৌ নিঃসংজ্ঞস্তং দৃষ্ট্বা দুঃখিতা তদা।
কৈকেয়ী পুনরপ্যাহ বৎস! শোকেন কিং? তব ॥

ঃখসাগরে বিসর্জ্জন করিলেন! হা পুত্র বৎসল, আমাকে শ্রীরামের হস্তে সমর্পণ না করিয়া কোথায় গমন করিলেন? অনন্তর কৈকেয়ী ভূমিশয়িত আলুলায়িত কেশ ও বিহ্বলান্তঃ-করণ ভরতকে ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় মার্জ্জনানন্তর কহিলেন, হে বৎস! আশ্বাসিত হও; আমা কর্ত্তৃক তোমার সমস্ত মঙ্গল সম্পাদিত হইয়াছে। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ভরত কহিলেন, মাতঃ! পিতা মরণ সময়ে কি বলিয়াছিলেন? কৈকেয়ী ভরতবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ অবগত না হইয়া নির্ভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, মহারাজ মরণ সময়ে, হা রাম, হা সীতে, হা লক্ষ্মণ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। ভরত কহিলেন, মাতঃ! তৎকালে শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ কোন্ স্থানে ছিলেন, তাঁহারা কি মহা-রাজের সন্নিহিত ছিলেন না? কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর,—মহারাজ শ্রীরামের যৌবরাজ্যে অভিষেকার্থ উদ্‌যোগ করিয়াছিলেন, আমি তোমার নিমিত্ত রাজ্য প্রার্থনা করিয়া মহারাজের অভিপ্রেত কার্য্যের বিঘ্নাচরণ করিয়াছি। পূর্ব্বে মহা-রাজ আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া বরদ্বয় প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহার একটী বরদ্বারা তোমার নিমিত্ত সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি, অপর বরদ্বারা শ্রীরামের জটাবল্কল ধারণপূর্ব্বক চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস হইয়াছে। ধর্ম্মপরায়ণ রাম পিতৃ আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিয়া বনগমন করিয়াছেন, পতি-পরায়ণা জানকী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বনগমনানন্তর মহারাজ হা রাম, হা লক্ষ্মণ ইত্যাদি বহু বিলাপ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

ভরত কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণানন্তর অচেতন হইয়া বজ্রাহত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী ভরতের তাদৃশাবস্থা দর্শন করিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান কর, তোমার দুঃখের কারণ কি? বিপুল সম্রাজ্য ভোগের সময় কি দুঃখ হইতে পারে? ভরত এইপ্রকারে ঘৃণিত বাক্য শ্রবণানন্তর মাতাকে যেন ক্রোধানলে দগ্ধ করিবার আশয়ে আরক্ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন। ৬৯। ৭০।

রাজ্যে মহতি সম্প্রাপ্তে দুঃখস্যাবসরঃ কুতঃ ।
ইতি ব্রুবন্তীমালোক্য মাতরং প্রদহন্নিব ॥৭৯॥
অসম্ভাষ্যাঽসি পাপে মে ঘোরে ত্বং ভর্তৃঘাতিনী।
পাপে ত্বদ্‌গর্ভজাতোঽহং পাপবানস্মি সাম্প্রতং ।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি বিষং বা ভক্ষয়াম্যহং ॥৮০॥
খড়্গেন বাথ চাত্মানং হত্বা যামি যমক্ষয়ং ।
ভর্তৃঘাতিনি ! দুষ্টে ত্বং কুম্ভীপাকং গমিষ্যসি ॥৮১॥
ইতি নির্ভৎস্য কৈকেয়ীং কৌশল্যাভবনং যযৌ ।
সাপি তং ভরতং দৃষ্ট্বা মুক্তকণ্ঠা রুরোদ হ ॥৮২॥

।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭।৭৮।৭৯। রে পাপীয়সি ভর্তৃঘাতিনি! তোমার সহিত সম্ভাষণ করিলে পাপস্পর্শ হয়—আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আত্মাকে পাপিষ্ট বোধ করিতেছি। অতএব অদ্য অগ্নি প্রবেশ, বিষভক্ষণ বা খড়্গাঘাত দ্বারা এই দেহ নষ্ট করিয়া যম সদনে গমন করিব। রে দুষ্টে! তোমার ভর্তৃবিনাশন জনিত পাপে নিশ্চয়ই কুম্ভীপাক নরক ভোগ হইবে।

ভরত কৈকেয়ীকে এই প্রকার ভৎসনা করিয়া কৌশল্যা ভবনে গমন করিলেন। কৌশল্যা দেবীও ভরতকে অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।৮০।৮১।৮২। ভরতও কৌশল্যা চরণে পতিত হইয়া তুল্য রোদন করিতে লাগিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে পতিপরায়ণা রাম-মাতা ভরতকে আলিঙ্গন করিয়া শোকাশ্রু মিশ্রিত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন—পুত্র! তুমি বিদেশস্থ থাকায় এই সকল অনর্থ ঘটনা হইয়াছে। হে বৎস! তোমার মাতার কার্য্য সকল শ্রবণ করিয়াছ—আমার রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনগমন করিয়াছেন—হা রাম, হা রঘুবংশনাথ! তুমি যে পরমাত্মা আমার উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি জানি, তথাপি আমার মন কোন প্রকারে দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হয় না। হে রাম! নিশ্চয় জানিলাম—বিধিলিপি কখনই খণ্ডন হয় না। ভরত ঐরূপ বিলাপ-কারিণী ও শোক-সন্তপ্তা কৌশল্যার চরণদ্বয়

পাদয়োঃ পতিতস্তস্যা ভরতোঽপি তদারুদন্।
আলিঙ্গ্য ভরতং সাধ্বী রামমাতা যশস্বিনী ॥৮৩॥
কৃশাতিদীনবদনা সাশ্রুনেত্রেদমব্রবীৎ ।
পুত্র ! ত্বয়ি গতে দূরমেবং সর্ব্বমভূদিদং ।
উক্তং মাত্রা শ্রুতং সর্ব্বং ত্বয়া তে মাতৃচেষ্টিতং ॥৮৪

পুত্রঃ সভার্য্যো বনমেব যাতঃ
সলক্ষ্মণো মে রঘুরামচন্দ্রঃ ।
চীরাম্বরো বদ্ধজটাকলাপঃ
সন্ত্যজ্য মাং দুঃখ সমুদ্রমগ্নাং ॥৮৫॥
হা রাম ! হা মে রঘুবংশনাথ!
জাতোঽসি মে ত্বং পরতঃ পরাত্মা ।
তথাপি দুঃখং ন জহাতি মাং বৈ
বিধির্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥৮৬॥

স এবং ভরতো বীক্ষ্য বিলপন্তীং ভৃশং শুচা ।
পাদৌ গৃহীত্বা প্রাহেদং শৃণু মাতর্বচো মম ॥৮৭॥
কৈকেয্যা যৎকৃতং কর্ম্ম রামরাজ্যাভিষেচনে ।
অন্যদ্বা যদি জানামি সা ময়া নোদিতা যদি ॥৮৮॥

ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মাতঃ! শ্রবণ করুণ—শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক সময়ে কৈকেয়ী যে সকল ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যদি আমার বিদিতপূর্ব্ব হয়, তাহা হইলে আমি ব্রহ্মহত্যাশত জনিত পাপে অবশ্য কলুষিত হইব, অধিক কি বলিব, ভূতকার্য্য সকল যদি আমার বিদিত বা অভিমত হয়, তাহা হইলে অরুন্ধতী সহিত কুলগুরু বশিষ্ঠ দেবের হত্যাজনিত পাপে আমি লিপ্ত হইব। ভরত এইপ্রকার শপথ করিয়া অতিশয়

পাপং মেঽস্তু তদা মাতঃ! ব্রহ্মহত্যাশতোদ্ভবং।
হত্বা বশিষ্ঠং খড়্গেন অরুন্ধত্যা সমন্বিতং ॥৮৯॥
ভূয়াত্তৎপাপমখিলং মম জানামি যদ্যহং।
ইত্যেবং শপথং কৃত্বা রুরোদ ভরতস্তদা ॥৯০॥
কৌশল্যা তমথালিঙ্গ্য পুত্র! জানামি মা শুচঃ।
এতস্মিন্নন্তরে শ্রুত্বা ভরতস্য সমাগমং ॥৯১॥
বশিষ্ঠো মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং প্রযযৌ রাজমন্দিরং।
রুদন্তং ভরতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠঃ প্রাহ সাদরং ॥৯২॥
বৃদ্ধো রাজা দশরথো জ্ঞানী সত্যপরাক্রমঃ।
ভুক্ত্বা মর্ত্ত্যসুখং সর্ব্বমিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥৯৩॥
অশ্বমেধাদিভির্যজ্ঞৈর্লব্ধ্বা রামং সুতং হরিং।
অন্তে জগাম ত্রিদিবং দেবেন্দ্রার্দ্ধাসনং প্রভুঃ ॥৯৪॥
তং শোচসি বৃথৈব ত্বমশোচ্যং মোক্ষভাজনং।
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধো জন্মনাশাদিবর্জিতঃ ॥৯৫
শরীরং জড়মত্যর্থমপবিত্রং বিনশ্বরং।
বিচার্য্যমাণে শোকস্য নাবকাশঃ কথঞ্চন ॥৯৬॥
পিতা বা তনয়ো বাপি যদিমৃত্যুবশং গতঃ।
মূঢ়াস্তমনুশোচন্তি স্বাত্মতাড়ন পূর্ব্বকং ॥৯৭॥
নিঃসারে খলু সংসারে বিয়োগো জ্ঞানিনাং যদা।
ভবেদ্বৈরাগ্যহেতুঃ স শান্তিসৌখ্যং তনোতি চ ॥৯৮
জন্মবান্ যদি লোকেঽস্মিন্ তর্হি তং মৃত্যুরন্বগাৎ।
তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং মৃত্যুর্জন্মবতাং সদা ॥৯৯॥

রোদন করিতে লাগিলেন ৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮।৮৯।৯০। কৌশল্যা দেবী তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! শপথ করিতে হইবে না বাল্যাবধি তোমার চরিত্র কাহারও অবিদিত নাই।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব ভরত সমাগম শ্রবণানন্তর সুমন্ত্র প্রভৃতি কতিপয় মন্ত্রীগণের সহিত রাজভবনে উপস্থিত হইয়া রোরুদ্যমান ভরতকে দর্শন করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! অতি বৃদ্ধতম পরম জ্ঞানী ও সত্য পরাক্রম রাজা দশরথ অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা বিষ্ণুরূপী সন্তান লাভ করিয়া সর্ব্বসুখ ভোগান্তে যথাসময়ে স্বর্গগমন করিয়াছেন, সে স্থানেও অমরেন্দ্রের সহিত অর্দ্ধাসনোপবিষ্ট হইয়া দেবগণের সদসৎকার্য্য বিচারে সুরপতির সাহায্য করিবেন, অতএব অশোচ্যবস্থ ও মোক্ষভাজন পিতার জন্য বৃথা শোক করিতেছ, যাঁহারা আত্মাকে শুদ্ধ ও নিত্য সুতরাং জন্ম মৃত্যুরহিত এবং শরীরকে জড়, অতি অপবিত্র ও বিনাশী বোধ করে, তাহাদিগের কোন কালে শোক হয় না। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। পিতা বা পুত্র কালকবলে পতিত হইলে মূঢ়েরাই নিজ বক্ষঃস্থল তাড়ন পূর্ব্বক শোক করিয়া থাকে। দেখ এই অসার সংসারে জ্ঞানি ব্যক্তিরা বন্ধুজন বিয়োগ কামনা করিয়া থাকে, যেহেতু বন্ধুজন বিয়োগ বৈরাগ্য ও শান্তি সুখের কারণ হইয়া থাকে। হে ভরত! জাত ব্যক্তিদিগের অবশ্যই মৃত্যু হইবে, সুতরাং জন্মমাত্রেরই মৃত্যু স্বাভাবিক ধর্ম্ম, স্বকীয় কর্ম্মানুসারে নিয়মিত সময়ে তাহাদিগের মৃত্যু হইবে—ইহা কেহ অন্যথা করিতে পারে না। হে বৎস! তুমি এই সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় বন্ধুজন বিয়োগ জনিত শোকে কাতর হইতেছ—দেখ, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বহুবা বিনষ্ট হইয়াছে—এই সৃষ্টিও বারম্বার পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সাগর সকল সময়ে শুষ্ক হইয়াথাকে, অতএব প্রাণিগণের ক্ষণ বিধ্বংসী জীবনে কি আস্থা হইতে পারে? চঞ্চল পত্রান্ত সংলগ্ন জলবিন্দুর ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর পরমায়ু অসময়ে নষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থায়িত্ববিষয়ে কাহারও কি বিশ্বাস আছে?

স্বকর্ম্মবশতঃ সর্ব্বজন্তুনাং প্রভবাপ্যয়ৌ।
বিজ্ঞানমপ্যবিদ্বান্যঃ কথং শোচতি বান্ধবান্ ॥১০০।
ব্রহ্মাণ্ডকোটয়োঃ নষ্টাঃ সৃষ্টয়ো বহুশো গতাঃ।
শুষ্যন্তি সাগরাঃ সর্ব্বে কৈবাস্থা ক্ষণজীবিতে ॥১০১॥
চলপত্রান্তলগ্নাম্বুবিন্দবৎ ক্ষণভঙ্গুরং।
আয়ুস্ত্যজত্যবেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব ॥১০২॥
দেহী প্রাক্তনদেহোত্থকর্ম্মণা দেহবান্ পুনঃ।
তদ্দেহোত্থেন চ পুনরেবং দেহঃ সদাত্মনঃ ॥১০৩॥
যথা ত্যজতি বৈ জীর্ণং বাসো গৃহ্লাতি নূতনং।
তথা জীর্ণং পরিত্যজ্য দেহী দেহং পুনর্নবং ॥১০৪॥
ভজত্যেব সদা তত্র শোকস্যাবসরঃ কুতঃ।
আত্মা ন ম্রিয়তে জাতু জায়তে ন চ বৰ্দ্ধতে ॥১০৫॥
ষড়্ভাবরহিতোঽনন্তঃ সত্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপো বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী লয়বিবর্জ্জিতঃ ॥১০৬।

এক এব পরো হ্যাত্মা হ্যদ্বিতীয়ঃ সমস্থিতঃ।
ইত্যাত্মানং দৃঢ়ং জ্ঞাত্বা ত্যক্ত্বা শোকং কুরু ক্রিয়াং ॥
তৈলদ্রোণ্যাঃ পিতুর্দেহমুৎধৃত্য সচিবৈঃ সহ।
কৃত্যং কুরু যথা ন্যায়মস্মাভিঃ কুলনন্দন! ॥১০৮॥
ইতি সম্বোধিতঃ সাক্ষাদ্গুরুণা ভরতস্তদা।
বিসৃজ্যাজ্ঞানজং শোকং চক্রে স বিধিবৎক্রিয়াং ॥
গুরুণোক্তপ্রকারেণ আহিতাগ্নের্যথা বিধি।
সংস্কৃত্য স পিতুর্দেহং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১১০॥
একাদশেঽহনি প্রাপ্তে ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
ভোজয়ামাস বিধিবচ্ছতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১১১।
উদ্দিশ্য পিতরং তত্র ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং বহু।
দদৌ গবাং সহস্রাণি গ্রামান্ রত্নাম্বরাণি চ ॥১১২॥
অবসৎ স্বগৃহে তত্র রামমেবানুচিন্তয়ন্।
বশিষ্ঠেন সহ ভ্রাতা মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥১১৩॥

প্রাক্তন দেহ কৃত কর্ম্ম বশতঃ আত্মার দেহান্তর সম্বন্ধ হয়—ঐ দেহান্তর কৃত কর্ম্ম-প্রবাহ দ্বারা পুনঃ পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সুতরাং আত্মা দেহ-সংসর্গ পরিত্যাগ করেন না। ।৯৬।৯৭।৯৮।৯৯।১০০।১০১।১০২।১০৩। যেরূপ মনুষ্যেরা জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মাও জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহান্তর গ্রহণ করেন। আত্মার মৃত্যু বা জন্ম, বৃদ্ধি বা হ্রাস কিছুই হয় না, যেহেতু তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকার রহিত এবং অপরিচ্ছিন্ন মহিমা—সত্তা—জ্ঞানময় ও আনন্দ স্বরূপ এবং যাবৎ প্রাণিদিগের অন্তঃকরণস্থিত সদসদ্বুদ্ধির সাক্ষী, অবিনাশী ও অদ্বিতীয়। হে বৎস! সর্ব্বদেহস্থিত এক আত্মাকে দৃঢ়তররূপে বিদিত হইয়া শোক পরিত্যাগ কর এবং সময়োচিত কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর হও। হে ধর্ম্ম পরায়ণ! অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে তৈল-দ্রোণী হইতে রাজ-দেহ উদ্ধার করিয়া দাহাদি কার্য্যের উদ্যোগ কর। ভরত নিজগুরু বশিষ্ঠ দেবের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞান জনিত শোক পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সাগ্নিক ক্ষত্রিয়দিগের বিধানানুসারে পিতৃদেহ সংস্কার করিয়া একাদশ দিবসে শত সহস্র বেদপারগ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইলেন এবং পিতার পারত্রিক সুখোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে বহুপরিমাণে ধন, গোসহস্র, নানা জনপদ ও রত্নাভরণাদি প্রদান করিয়া বশিষ্ঠ শত্রুঘ্ন ও কতিপয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া ভরত স্বগৃহে বাস করিতে লাগিলেন ।১০।

রামেঽরণ্যং প্রয়াতে সহ জনকসুতা
লক্ষ্মণাভ্যাং সুঘোরং মাতা মে রাক্ষসীব
প্রদহতি হৃদয়ং দর্শনাদেব সদ্যঃ।
গচ্ছাম্যারণ্যমদ্য স্থিরমতিরখিলং
দূরতোঽপাস্য রাজ্যং রামং সীতাসমেতং
স্মিতরুচিরমুখং নিত্যমেবানুসেবে ॥১১৪॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

১০৫। ১০৬। ১০৭। ১০৮। ১০৯। ১১০। ১১১। ১১২। ১১৩। ভ্রাতৃ বৎসল ভরত অযোধ্যা ভবনে বাস করিয়া রাজ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন, প্রত্যুত অনবরত চিন্তা করিতেন যে, রাক্ষসীর ন্যায় কৈকেয়ীকে দর্শন করিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, অতএব এস্থানে বাস করিব না—অদ্যই রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাম সীতা ও লক্ষ্মণ যে বনে গমন করিয়াছেন সেই বনে গমন করিয়া স্থির চিত্তে ও সহাস্য বদনে সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ১১৪।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

বশিষ্ঠো মুনিভিঃ সার্দ্ধং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
রাজ্ঞঃ সভাং দেবসভাসন্নিভামবিশদ্দ্বিভুঃ ॥১॥
তত্রাসনে সমাসীনশ্চতুর্মুখ ইবাপরঃ।
আনীয় ভরতং তত্র উপবেশ্য সহানুজং ॥২॥
অব্রবীদ্বচনং দেশকালোচিতমরিন্দমং।
বৎস! রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যামস্ত্বমদ্য পিতৃশাসনাৎ ॥৩
কৈকেয্যা যাচিতং রাজ্যং ত্বদর্থে পুরুষর্ষভ!।
সত্যসন্ধো দশরথঃ প্রতিজ্ঞায় দদৌ কিল ॥৪॥

অভিষেকো ভবত্বদ্য মুনিভির্মন্ত্রপূর্ব্বকং।
তচ্ছ্রুত্বা ভরতোঽপ্যাহ মম রাজ্যেন কিং মুনে।।৫॥
রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তস্যৈব কিঙ্করাঃ।
শ্বঃ প্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥৬॥
অহং স্বয়ং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।
হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীং ॥৭।
কিন্তু মাং নো রঘুশ্রেষ্ঠঃ স্ত্রীহন্তারং সহিষ্যতে।
তচ্ছোভূতে গমিষ্যামি পাদচারেণ দণ্ডকান্ ॥৮॥

অনন্তর কুলগুরু বশিষ্ঠদেব মুনিগণ এবং কতিপয় রাজমন্ত্রী সমভিব্যাহারে দেবসভা সদৃশ সুদৃশ্য রাজসভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় কমলযোনির ন্যায় আসনে উপবেশন করিলেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নকে আনয়নানন্তর সেই স্থানে উপবেশন করাইয়া দেশকালোচিত বচনাবলী বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন—হে বৎস ভরত! অদ্য তোমাকে স্বর্গীয় মহারাজের আজ্ঞানুসারে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব; হে পুরুষর্ষভ! কৈকেয়ী তোমার নিমিত্ত মহারাজের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সত্য প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত রাজ্য তোমাকে প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে সমুপস্থিত মুনিগণ যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করুন। ভরত মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গুরো! রাজ্যে প্রয়োজন নাই—আমরা রাজাধিরাজ শ্রীরামের দাস, অতএব তাঁহার দাসত্ব কার্য্য দ্বারা এই অসার দেহকে পবিত্র করিব, হে মহর্ষে! আগামি প্রভাতে আমি মাতৃগণ এবং সমুপস্থিত ঋষিগণ সমভিব্যাহারে আপনাকে অগ্রসর করিয়া শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ বনগমন করিব, কৈকেয়ীকে সমভিব্যাহারে লইবার কথা দূরে থাকুক প্রত্যুত এই দণ্ডেই সেই রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিব—মাতৃসম্বন্ধের গৌরব রক্ষা করিব না।১।২।৩।৪।৫।৬।৭। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতেছি যে, স্ত্রীহত্যা করিলে শ্রীরাম আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিবেন না, যাহাহউক আপনারা আগমন করুন বা না করুন, আমি শত্রুঘ্নকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগামি দিবসেই পদসঞ্চারণ দ্বারা দণ্ডকারণ্যে গমন করিব।৮। রঘুকুল প্রদীপ শ্রীরামচন্দ্র যতদিন প্রত্যাগমন না

শত্রুঘ্নসহিতস্তূর্ণং যূয়মায়াস্ত বা নবা।
রামো যথা বনে যাতস্তথাহহং বল্কলাম্বরঃ ॥৯॥
ফলমূলকৃতাহারঃ শত্রুঘ্নসহিতো মুনে!।
ভূমিশায়ী জটাধারী যাবদ্রামো নিবর্ত্ততে ॥১০॥
ইতি নিশ্চিত্য ভরতস্তূষ্ণীমেবাবতস্থিবান্।
সাধু সাধ্বিতি তং সর্ব্বে প্রশশংসুর্ম্মুদাম্বিতাঃ ॥১১
ততঃ প্রভাতে ভরতং গচ্ছন্তং সর্ব্বসৈনিকাঃ।
অনুজগ্মুঃ সুমন্ত্রেণ নোদিতাঃ সাশ্বকুঞ্জরাঃ ॥১২॥
কৌশল্যাদ্যা রাজদারা বশিষ্ঠপ্রমুখা দ্বিজাঃ।
ছাদয়ন্তো ভুবং সর্ব্বে পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ॥১৩
শৃঙ্গিবেরপুরং গত্বা গঙ্গাকূলে সমন্ততঃ।
উবাস মহতী সেনা শত্রুঘ্নপরিচোদিতা ॥১৪॥

আগতং ভরতং শ্রুত্বা গুহঃ শঙ্কিতমানসঃ।
মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধমাগতো ভরতঃ কিলঃ ॥১৫॥
পাপং কর্ত্তুং ন বা যাতি রামস্যাবিদিতাত্মনঃ।
গত্বা তদ্ধৃদয়ং জ্ঞেয়ং যদি শুদ্ধস্তরিষ্যতি ॥১৬॥
গঙ্গাং নো চেৎ সমাক্রুষ্য নাবস্তিষ্ঠন্তু সায়ুধাঃ।
জ্ঞাতয়ো মে সমায়ত্তাঃ পশ্যন্তঃ সর্ব্বতো দিশং ॥১৭
ইতি সর্ব্বান্ সমাদিশ্য গুহো ভরতমাগতঃ।
উপায়নানি সংগৃহ্য বিবিধানি বহূন্যপি ॥১৮॥
প্রযযৌ জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং বহুভির্বিবিধায়ুধৈঃ।
নিবেদ্যোপায়নান্যগ্রে ভরতস্য সমন্ততঃ ॥ ১৯ ॥

করিবেন, তাবৎ কাল আমি শত্রুঘ্নের সহিত জটা বল্কল ধারণ—ফল মুলাদি ভক্ষণ ও ভূমি শয্যায় শয়ন করিয়া সেই অরণ্য মধ্যেই দিনপাত করিব। ৯। ১০। ভরত এইরূপ কথনানন্তর মৌনাবলম্বন করিলে সমুপস্থিত সভ্যবর্গেরা তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। ১১। পরদিন প্রত্যূষ সময়ে ভরতকে বনাভিমুখ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সুমন্ত্র কর্ত্তৃক আদেশিত হস্ত্যশ্ব সুশোভিত সেনা সমুদয়, কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজগণ মহোৎসব কোলাহল দ্বারা দশদিক প্রতিধ্বনিত করনানন্তর ভরতের অগ্র পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব দেশ সমাচ্ছাদিত করিয়া অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন ১২। ১৩। শত্রুঘ্ন পরিরক্ষিত সেনা সকল শৃঙ্গবের পুর সমীপবর্ত্তী ভাগিরথী কূলে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবস সেই স্থানে বাস করিলেন। ১৪।

চণ্ডালাধিরাজ গুহক লোক মুখে—সসৈন্য ভরতের সমাগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সংশয়িত চিত্তে জ্ঞাতিবর্গকে আদেশ করিলেন—হে বন্ধুগণ! বোধকরি ভরত শ্রীরামের অনিষ্টাচরণ নিমিত্তই সসৈন্যে বনগমন করিতেছেন। যাহা হউক এক্ষণে নিকটবর্ত্তী হইলেই ভরতের হৃদয়ভাব অবগত হইব, যদি তাঁহার পবিত্র হৃদয় বুঝিতে পারি তাহা হইলে গঙ্গাপারগমনে কোন বিঘ্নাচরণ করিব না, নচেৎ তোমরা শস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক সাংগ্রামিক নৌকারোহণ করিয়া সাবধানে চতুর্দ্দিক অবলোকন করতঃ তদীয় সৈন্যগণের গঙ্গাপারগমনে বিঘ্ন করিবে। ১৫। ১৬। ১৭। অনন্তর গুহক বিবিধাস্ত্রধারী বহু সংখ্যক জ্ঞাতিবর্গের সহিত উপস্থিত হইয়া বহুবিধ উপহার প্রদানানন্তর ভরত ও শত্রুঘ্নকে অবনত মস্তক দ্বারা প্রণাম করিলেন। চীরাম্বর জটামুকুটধারী নবজলধর শ্যাম ভরত কতিপয় মন্ত্রিগণের সহিত আসনে উপবেশন করিয়া সাতিশয় শোকসহকারে সতত 'রাম' 'রাম' এই শব্দ উচ্চারণ করিতেছিলেন, সুতরাং বাহ্য-জ্ঞান-শক্তির অভাব বশতঃ সমাগত গুহককে জানিতে পারিলেন না, গুহক ভরতকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি গুহক

দৃষ্ট্বা ভরতমাসীনং সানুজং সহ মন্ত্রিভিঃ।
চীরাম্বরং ঘনশ্যামং জটামুকুটধারিণং ॥২০।
রামমেবানুশোচন্তং রামরামেতি বাদিনং।
ননাম শিরসা ভূমৌ গুহোঽহমিতি চাব্রবীৎ। ২১।
শীঘ্রমুত্থাপ্য ভরতো গাঢ়মালিঙ্গ্য সাদরং।
পৃষ্ট্বাঽনাময়মব্যগ্রঃ সখায়মিদমব্রবীৎ ।২২॥
ভ্রাতস্ত্বং রাঘবেণ ত্র সমেতঃ সমবস্থিতঃ।
রামেণালিঙ্গিতঃ সাদ্রনয়নেনামলাত্মনা ।২৩॥
ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি যত্ত্বয়া পরিভাষিতঃ।
রামো রাজীবপত্রাক্ষো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া ।২৪॥
যত্র রামস্ত্বয়া দৃষ্টস্তত্র মাং নয় সুব্রত!।
সীতয়া সহিতো যত্র সুপ্তস্তদ্দর্শয়স্ব মে ।২৫॥
ত্বং রামস্য প্রিয়তমো ভক্তিমানসি ভাগ্যবান্।
ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রামং সাশ্রুবিলোচনঃ ॥২৬
গুহেন সহিতস্তত্র যত্র রামঃ স্থিতো নিশি।
যযৌ দদর্শ শয়নস্থলং কুশসমাস্তৃতং ॥ ২৭ ॥
সীতাভরণসংলগ্নস্বর্ণবিন্দুভিরঞ্জিতং।
দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ো ভরতঃ পর্য্যদেবয়ৎ ।২৮॥
অহোঽতিসুকুমারী যা সাতা জনকনন্দিনী।
প্রাসাদে রত্নপর্য্যঙ্কে কোমলাস্তরণে শুভে ॥২৯॥
রামেণ সহিতা শেতে সা কথং কুশবিষ্টরে।
সীতা রামেণ সহিতা দুঃখেন মম দোষতঃ ॥৩০॥
ধিঙ্মাং জাতোঽস্মি কৈকেয্যাং পাপরাশিসমানতঃ।
মন্নিমিত্তমিদং ক্লেশং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥৩১॥

উপস্থিত হইয়াছি। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ভরত শ্রবণমাত্র প্রণত গুহকের মস্তক ভূমি হইতে স্বয়ং উত্তোলন করিয়া গাঢ়ালিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরম সাদরে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এ জগতে তোমাকেই কেবল ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিতেছি, যেহেতু বিমলান্তঃকরণ শ্রীরাম কর্ত্তৃক সজল নয়নে অবলোকিত ও আজানুলম্বিত বাহু-যুগল দ্বারা সাদরে আলিঙ্গিত হইয়াছ এবং সীতা ও লক্ষ্মণ সহিত শ্রীরামকে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিয়াছ। ২২। ২৩। ২৪। যাহা হউক, হে সখে! তুমি তাঁহাকে যে স্থানে দর্শন করিয়াছিলে সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল, এবং রাজীবলোচন রাম সীতাদেবীর সহিত যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন সেই স্থান আমাকে দর্শন করাও, হে ভ্রাতঃ! তুমি অতি ভাগ্যবান্, যে ভাগ্যবলে শ্রীরামের প্রতি একান্ত ভক্তি ও তাঁহার প্রিয়-বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছ। ভরত এইরূপ কাতরোক্তি করিতে করিতে সজল নয়নে শ্রীরামকে স্মরণ করতঃ গুহকের সহিত সীতা রামের নিশাশয়ন প্রদেশে গমন করিয়া কুশসমাস্তৃত এবং জানকীর রত্নাভরণাঙ্কিত শ্রীরামের শয়নস্থান অবলোকন করিয়া অতি সন্তপ্ত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৫। ২৬।২৭।২৮। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? যিনি পূর্ব্বে অযোধ্যা ভুবনস্থ প্রাসাদোপরি বিরাজিত এবং সুকোমল আস্তরণ শোভিত সুচারু রত্নপর্য্যঙ্কে শ্রীরামের সহিত শয়ন করিতেন, সেই কোমলাঙ্গী জনক রাজকুমারী এক্ষণে কুশনির্ম্মিত শয্যায় শয়ন করিতেছেন, বিধাতাকেই বা কি বলিব—আমি এইক্ষণে পরমাত্মা রামের ক্লেশের কারণ হইয়াছি। হা বিধে! আমাকে ধিক—যেহেতু পাপিয়সী কৈকেয়ীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অহো! মহাত্মা লক্ষ্মণের জন্ম অদ্য সফল হইল, যেহেতু তিনি অরণ্য মধ্যেও সহর্ষচিত্তে শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন; আমি যদি শ্রীরামচন্দ্রের দাসগণের দাসের দাসত্ব স্বীকার করিতে পারি

অহোঽতি সফলং জন্ম লক্ষ্মণস্য মহাত্মনঃ।
রামমেব সদান্বেতি বনস্থমপি হৃষ্টধীঃ ॥৩২॥
অহং রামস্য দাসা যে তেষাং দাসস্য কিঙ্করঃ।
যদি স্যাং সফলং জন্ম মম ভূয়ান্ন সংশয়ঃ ॥৩৩॥
ভ্রাতর্জানাসি যদি তৎকথয়স্ব মমাখিলং।
যত্র তিষ্ঠতি তত্রাহং গচ্ছাম্যানেতুমঞ্জসা ॥৩৪॥
গুহস্তং শুদ্ধহৃদয়ং জ্ঞাত্বা সস্নেহমব্রবীৎ।
দেব! ত্বমেব ধন্যোঽসি যস্য তে ভক্তিরীদৃশী ॥৩৫॥
রামে রাজীবপত্রাক্ষে সীতায়াং লক্ষ্মণে তথা।
চিত্রকূটাদ্রিনিকটে মন্দাকিন্যাবিদূরতঃ ॥৩৬॥
মুনীনামাশ্রমপদে রামস্তিষ্ঠতি সানুজঃ।
জানক্যা সহিতো নন্দাৎ সুখমাস্তে কিল প্রভুঃ ॥৩৭
তত্র গচ্ছামহে শীঘ্রং গঙ্গাং তর্ত্তুমিহার্হসি।
ইত্যুক্ত্বা ত্বরিতং গত্বা নাবঃ পঞ্চশতানি হ ॥৩৮॥
সমানয়ৎ সসৈন্যস্য তর্ত্তুং গঙ্গাং মহানদং।
স্বয়মেবানিনায়ৈকাং রাজনাবং গুহস্তদা ॥৩৯॥
আরোপ্য ভরতং তত্র শত্রুঘ্নং রামমাতরং।
বশিষ্ঠং চ তথাঽন্যত্র কৈকেয়ীং চান্যযোষিতঃ ॥৪০॥
তীর্ত্বা গঙ্গাং যযৌ শীঘ্রং ভরদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
দূরে স্থাপ্য মহাসৈন্যং ভরতঃ সানুজো যযৌ ॥৪১॥
আশ্রমে মুনিমাসীনং জ্বলন্তমিব পাবকং।
দৃষ্ট্বা ননাম ভরতঃ সাষ্টাঙ্গমতিভক্তিতঃ ॥৪২॥
জ্ঞাত্বা দাশরথিং প্রীত্যা পূজয়ামাস মৌনিরাট্।
পপ্রচ্ছ কুশলং দৃষ্ট্বা জটাবল্কলধারিণং ॥৪৩॥
রাজ্যং প্রশাসতস্তেঽদ্য কিমতদ্বল্কলাদিকং।
আগতোঽসি কিমর্থং ত্বং বিপিনং মুনিসেবিতং ॥

তাহা হইলে আমার জন্ম সফল হইবে। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২।৩৩। ভরত এইরূপ বহু বিলাপানন্তর গুহককে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! শ্রীরামচন্দ্র এক্ষণে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন তুমি যদি বিদিত থাক তাহা হইলে ব্যক্ত কর, আমি এই দণ্ডেই তাঁহাকে আনয়নের নিমিত্ত গমন করিব। ৩৪। চণ্ডালাধিপতি গুহক ভরতকে পবিত্র হৃদয় জানিয়া সস্নেহ বচনে কহিলেন, হে দেব! রাজীবলোচন রাম সীতা ও লক্ষ্মণের প্রতি তোমার যেরূপ ভক্তি অনুভব করিতেছি তদ্দ্বারা বোধ হয় তুমিই এ জগতে একমাত্র ধন্য। যাহা হউক এক্ষণে শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বত সমীপবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ তপোবনে পরমানন্দে বাস করিতেছেন।৩৫।৩৬।৩৭। হে সখে! অদ্য আমরা সকলেই সে স্থানে গমন করিয়া আত্মাকে পবিত্র করিব, আপনি গঙ্গাতরণার্থ নৌকারোহণ করুন। গুহক ভরতের সহিত এইরূপ কথোপকথনানন্তর সৈন্য গণের গঙ্গাতরণার্থ জ্ঞাতিবর্গ দ্বারা পঞ্চশত নৌকা আনয়ন করাইয়া ভরতের নিমিত্ত স্বয়ং এক রাজযোগ্য নৌকা আনয়ন করিলেন ৩৮। ৩৯।

অনন্তর ভরত, শত্রুঘ্ন, কৌশল্যা ও বশিষ্ঠদেব গুহকানীত নৌকায়—কৈকেয়ী ও অন্যান্য রাজমহিষীগণ অপর নৌকায় আরোহণ করিয়া ভাগিরথী তরণানন্তর সত্বর মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তপোবনের অনতিদূরে মহাসৈন্য স্থাপন করিয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে মুনি সন্নিধানে গমন করিলেন।৪০। ৪১। অনন্তর ভরত প্রজ্জ্বলিত পাবক সদৃশ তেজস্বী ভরদ্বাজকে আশ্রমোপবিষ্ট অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। ৪২। মৌনব্রতধারী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাগত জটাবল্কলধারী দাশরথি ভরতকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনানন্তর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে যুবরাজ! তুমি পিতৃদত্ত রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া জটা

ভরদ্বাজবচঃ শ্রুত্বা ভরতঃ সাশ্রুলোচনঃ।
সর্ব্বং জানাসি ভগবন্! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ ॥৪৫॥
তথাপি পৃচ্ছসে কিঞ্চিত্তদনুগ্রহ এব মে।
কৈকেয্যা যৎকৃতং কর্ম্ম রামরাজ্যাবিঘাতনং ॥৪৬॥
বনবাসাদিকং বাপি ন হি জানামি কিঞ্চন।
ভবৎপাদযুগং মেঽদ্য প্রমাণং মুনিসত্তম! ॥৪৭॥
ইত্যুক্ত্বা পাদযুগলং মুনেঃ স্পৃষ্ট্বার্ত্তমানসঃ।
জ্ঞাতুমর্হসি মাং দেব! শুদ্ধো বাশুদ্ধ এব বা ॥৪৮॥
মম রাজ্যেন কিং স্বামিন্! রামে তিষ্ঠতি রাজনি
কিঙ্করোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! রামচন্দ্রস্য শাশ্বতঃ ॥৪৯॥
অতো গত্বা মুনিশ্রেষ্ঠ রামস্য চরণান্তিকে।
পতিত্বা রাজ্যসম্ভারান্ সমর্প্যাত্রৈব রাঘবং ॥৫০॥
অভিষেক্ষ্যে বশিষ্ঠাদ্যৈঃ পৌরজানপদৈঃ সহ।
নেষ্যেঽহমযোধ্যাং রমানাথং দাসঃ সেবেঽতিনীচবৎ ॥
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য ভরতস্য বচো মুনিঃ।
আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধ্ন্যবঘ্রায় প্রশশংস সবিস্ম[illegible] ॥৫২॥
বৎস! জ্ঞাতং পুরৈবৈতদ্ভবিষ্যং জ্ঞানচক্ষুষা।
মা শুচস্ত্বং পরো ভক্তঃ শ্রীরামে লক্ষ্মণাদপি ॥৫৩॥
আতিথ্যং কর্ত্তুমিচ্ছামি সসৈন্যস্য তবানঘ!।
অদ্য ভুক্ত্বা সসৈন্যস্ত্বং শ্বো গন্তারামসন্নিধিং ॥৫৪॥
যথা জ্ঞাপয়তি ভবাংস্তথেতি ভরতোঽব্রবীৎ।
ভরদ্বাজস্তপঃ স্পৃষ্ট্বা মৌনী হোমগৃহে স্থিতঃ ॥৫৫॥
দধ্যৌ কামদুঘাং কামবর্ষিণীং কামদো মুনিঃ।
অসৃজৎকামধুক্ সর্ব্বং যথাকামমলৌকিকং ॥৫৬॥

বল্কল ধারণ পূর্ব্বক তপস্বি জন সেবিত গহন কানন মধ্যে অদ্য কি হেতু আগমন করিয়াছ? ভরত ভরদ্বাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া সজল নয়নে কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, তপঃপ্রভাবে আপনার অবিদিত কিছুই নাই, এই ক্ষণে আপনি আমাকে যে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতেছেন তদ্দ্বারা কেবল অনুগ্রহ প্রকাশ হইতেছে। যাহাহউক আপনার প্রষ্ঠব্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি। হে মহর্ষে! আপনার পাদস্পর্শ করিয়া কহিতেছি যে, রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কার্য্যে কৈকেয়ী যেরূপ বিঘ্নাচরণ করিয়াছেন এবং শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ কালের জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এই সকল বিষয়ে আমি অনুমাত্র বিদিত ছিলাম না, হে মহাত্মন্! এ সম্বন্ধে আমি দোষী—কি নির্দ্দোষী আপনি সকলই জানিতেছেন, হে প্রভো! শ্রীরামচন্দ্র সত্ত্বে আমি কি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি? যেহেতু আমি শ্রীরামচন্দ্রের নিত্য দাস, হে মুনিসত্তম! এইক্ষণে মনোমধ্যে এইরূপ স্থির করিয়াছি যে, বনমধ্যে আমি শ্রীরামচরণে পতিত হইয়া রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক বশিষ্ঠদেব, পুরবাসিগণ ও জনপদবৃন্দের সহিত মহাসমারোহে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব এবং অতি নীচ দাসের ন্যায় আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ সেবা করিব। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ সস্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক ভরতের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া বিস্ময় সহকারে বহুতর প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে বৎস! পূর্ব্বেই আমি জ্ঞানচক্ষু দ্বারা এই সকল ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছি, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, তুমি লক্ষ্মণ অপেক্ষা শ্রীরামের ভক্ত। ৫২। ৫৩। হে দাশরথে! আমার আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া আতিথ্য গ্রহণ কর—সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে অদ্য এস্থানে ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া আগামি দিবসে রাম সন্নিধানে গমন করিবে, অনন্তর ভরত তথাস্তু বলিয়া মুনিবাক্যে সম্মত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজও তৎক্ষণাৎ হোমগৃহে প্রবেশানন্তর মৌনব্রতাবলম্বন পূর্ব্বক জলস্পর্শ করিয়া কাম-প্রসবিনী

ভরতস্য সসৈন্যস্য যথেষ্টং চ মনোরথং।
তথা ববর্ষ সকলং তৃপ্তাস্তে সর্ব্বসৈনিকাঃ ॥৫৭॥
বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাগ্রে শাস্ত্রদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
পশ্চাৎ সসৈন্যং ভরতং তর্পয়ামাস যোগিরাট্ ॥৫৮
উষিত্বা দিনমেকন্তু আশ্রমে স্বর্গসন্নিভে।
অভিবাদ্য পুনঃ প্রাতর্ভরদ্বাজং সহানুজঃ।
ভরতস্তু কৃতানুজ্ঞঃ প্রযযৌ রামসন্নিধিং ॥৫৯॥
চিত্রকূটমনুপ্রাপ্য দূরে সংস্থাপ্য সৈনিকান্।
রামসন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রযযৌ ভরতঃ স্বয়ং ॥৬০॥
শত্রুঘ্নেন সুমন্ত্রেণ গুহেন চ পরন্তপঃ।
তপস্বিমণ্ডলং সর্ব্বং বিচিন্বানো ন্যবর্ত্তত ॥৬১॥
অদৃষ্ট্বা রামভবনমপৃচ্ছদৃষিমণ্ডলং।
কুত্রাস্তে সীতয়া সার্দ্ধং লক্ষ্মণেন রঘূত্তমঃ ॥৬২॥

উচুরগ্রে গিরেঃ পশ্চাদ্গঙ্গায়াং উত্তরে তটে।
বিবিক্তং রামসদনং রম্যং কাননমণ্ডিতং ॥৬৩।
সফলৈরাম্রপনসৈঃ কদলীখণ্ডসম্বৃতং।
(কদলীষণ্ডমণ্ডিতং ইত্যপি পাঠঃ)
চম্পকৈঃ কোবিদারৈশ্চ পুন্নাগৈর্ব্বিপুলৈস্তথা ॥৬৪॥
এবং দর্শিতমালোক্য মুনিভির্ভরতোঽগ্রজঃ।
হর্ষাদ্যযৌ রঘুশ্রেষ্ঠভবনং মন্ত্রিণা সহ। ৬৫ ॥
দদর্শ দূরাদতিভাস্বরং শুভং
রামস্য গেহং মুনিবৃন্দসেবিতং।
বৃক্ষাগ্রসংলগ্নসুবল্কলাজিনং
রামাভিরামং ভরতঃ সহানুজঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

কামধেনুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মুনিবরের তপঃপ্রভাবে কামধেনু আগমন করিয়া সসৈন্য ভরতের উপভোগ যোগ্য অতি মনোহর অলৌকিক বস্তু সকল প্রদান করিলেন। ৫৪। ৫৫। ৫৬। যোগিরাজ ভরদ্বাজ প্রথমতঃ বশিষ্ঠ দেবের যথা শাস্ত্র পূজা করিলেন, অনন্তর সসৈন্যে ভরতকে নানাবিধ উপভোগার্হ দিব্য বস্তু প্রদান করিয়া পরম সন্তুষ্ট করিলেন। ৫৭।৫৮। ভরত পরিজন সমভিব্যাহারে স্বর্গসদৃশ মনোহর তপোবনে একদিন বাস করিয়া পরদিন মহর্ষির অভিবাদনানন্তর তদীয় অনুজ্ঞানুসারে রামসন্নিধানে গমন করিলেন। অনন্তর চিত্রকুটপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক শত্রুঘ্ন সুমন্ত্র ও গুহক সমভিব্যাহারে রামদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন। ভরত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত গমন করিয়া কেবল সাধিমণ্ডল দেখিতে লাগিলেন শ্রীরামের বাসভবন কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না, সুতরাং হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ভরত কিয়দ্দূর প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ঋষিগণকে পুনর্ব্বিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধনগণ! সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র কোন্ স্থানে বাস করিতেছেন ৫৯। ৬০।৬১ ৬২। ঋষিগণ কহিলেন—চিত্রকুট পর্ব্বতের পশ্চাৎ ভাগিরথীর উত্তর তীরে শ্রীরামচন্দ্র বিচিত্র কাননমণ্ডিত রমণীয় অতি নির্জন বাস ভবন প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার চতুর্দ্দিকে আম্র পনস এবং কদলী প্রভৃতি তরুগণ ফলভরে অবনত হইয়া বিচিত্র শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং চম্পক কোবিদারক পুন্নাগ প্রভৃতি পাদপগণ পুষ্পিত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। ৬৩। ৬৪। অনন্তর ভরত পরমানন্দিত হইয়া পরিজন সমভিব্যাহারে মুনিগণ সন্দর্শিত শ্রীরামভবনাভিমুখে গমন করিলেন, ভরত শত্রুঘ্নের সহিত কিয়দ্দূর গমনানন্তর মুনিজন সমাকীর্ণ অতি সমুজ্জ্বল শ্রীরামভবন অবলোকন করিয়া সমীপস্থ বৃক্ষশাখা সংলগ্ন শ্রীরামের বল্কল ও মৃগচর্ম্মাদি সকল সজল নয়নে বারম্বার অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৬৫। ৬৬।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

—০—

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ গত্বাঽশ্রমপদসমীপং ভরতোমুদা।
সীতারামপদৈর্যুক্তং পবিত্রমতিশোভনং ॥১॥
স তত্র বজ্রাঙ্কুশবারিজাঞ্চিত-
ধ্বজাদিচিহ্নানি পদানি সর্ব্বতঃ।
দদর্শ রামস্য ভুবোঽতিমঙ্গলা-
ন্যচেষ্টয়ৎপাদরজঃ স সানুজঃ ॥২॥
অহো সুধন্যোঽহমমূনি রাম-
পাদারবিন্দাঙ্কিতভূতলানি।
পশ্যামি যৎপাদরজোবিমৃগ্যং
ব্রহ্মাদিদেবৈঃ শ্রুতিভিশ্চ নিত্যং ॥৩॥
ইত্যদ্ভুতপ্রেমরসাপ্লুতাশয়ো
বিগাঢ়চেতা রঘুনাথভাবনে।
আনন্দজাশ্রুস্নপিতস্তনান্তরঃ
শনৈরবাপাশ্রমসন্নিধিং হরেঃ ॥৪॥
স তত্র দৃষ্ট্বা রঘুনাথমাস্থিতং
দূর্ব্বাদলশ্যামলমায়তেক্ষণং।
জটাকিরীটং নববল্কলাম্বরং
প্রসন্নবক্ত্রং তরুণারুণদ্যুতিং ॥৫॥
বিলোকয়ন্তং জনকাত্মজাং শুভাং
সৌমিত্রিণা সেবিতপাদপঙ্কজং।
তদাভিদুদ্রাব রঘূত্তমং শুচা
হর্ষাচ্চ তৎপাদযুগং ত্বরাগ্রহীৎ ॥৬॥
রামস্তমাকৃষ্য সুদীর্ঘবাহু-
র্দোর্ভ্যাং পরিষ্বজ্য সিষিঞ্চ নেত্রজৈঃ।
জলৈরথাঙ্কোপরি সন্ন্যবেশয়ৎ
পুনঃপুনঃ সম্পরিষস্বজে বিভুঃ ॥৭॥

অনন্তর ভরত পরমাহ্লাদে সীতা-রামের চরণচিহ্ন শোভিত সুচারু পবিত্র আশ্রম পদে গমন করিয়া ভবন সমীপে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ পদ্মাদিরূপ শ্রীরামের পাদচিহ্ন দর্শন করিলেন। অনন্তর শ্রীরামের পাদচিহ্নিত ধূলি সমূহোপরি পতিত হইয়া গাত্র লুণ্ঠণ করিতে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অহো! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও শ্রুতিগণ যাঁহার চরণধূলিকণা সতত অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরামের চরণারবিন্দ চিহ্নিত ভূমিতল দর্শন করিয়া আমরা অতি ধন্য হইলাম। ভরত প্রেমরস পরিপূরিতান্তঃকরণে এই সকল নানা প্রকার চিন্তা করিতে২ শ্রীরামের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে শ্রীরামকে দর্শন করিলেন। বালারুণ সমুজ্জ্বল নবদূর্ব্বাদলশ্যাম জটাবল্কলধারী শ্রীরামচন্দ্র আসনোপবেশন করিয়া সহাস্যবদনে সীতাদেবীর প্রতি আয়ত দৃষ্টিপাত করিতেছেন, শুভ লক্ষণ-সম্পন্ন লক্ষ্মণ দাসের ন্যায় তাঁহার চরণ সেবা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভরত শোকাবেগ বশতঃ দ্রুতবেগে গমন করিয়া পরমানন্দে শ্রীরামের চরণদ্বয় ধারণ করিলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। অনন্তর শ্রীরাম সুদীর্ঘ বাহু-যুগল দ্বারা ভরতকে আলিঙ্গনানন্তর নয়নজল বর্ষণদ্বারা অভিষিক্ত

অথ তা মাতরঃ সর্ব্বাঃ সমাজগ্মু স্ত্বরান্বিতাঃ।
রাঘবং দ্রষ্টু কামাস্তাস্তৃষার্ত্তা গৌর্যথা জলং ॥৮॥
রামঃ স্বমাতরং বীক্ষ্য দ্রুতমুত্থায় পাদয়োঃ।
ববন্দে সাশ্রু সা পুত্রমালিঙ্গ্যাতীব দুঃখিতা ॥৯॥
ইতরাশ্চ তথা নত্বা জননী রঘুনন্দনঃ।
ততঃ সমাগতং দৃষ্ট্বা বশিষ্ঠং মুনিপুঙ্গবং ॥১০॥
সাষ্টাঙ্গপ্রণিপত্যাহ ধন্যোঽস্মীতি পুনঃপুনঃ।
যথার্হমুপবেশ্যাহ সর্ব্বানেব রঘূদ্বহঃ ॥১১॥
পিতা মে কুশলী কিম্বা মাং কিমাহাতিদুঃখিতঃ।
বশিষ্ঠস্তমুবাচেদং পিতা তে রঘুনন্দন!। ১২ ॥

ত্বদ্বিয়োগাভিতপ্তাত্মা ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্।
রাম! রামেতি সীতেতি লক্ষ্মণেতি মমার হ ॥১৩॥
শ্রুত্বা তৎকর্ণশূলাভং গুরোর্ব্বচনমঞ্জসা।
হা হতোঽস্মীতি পতিতো রুদন্ রামঃ সলক্ষ্মণঃ ॥
ততোঽনু রুরুদুঃ সর্ব্বা মাতরশ্চ তথাপরে।
হা তাত! মাং পরিত্যজ্য ক্ব গতোঽসি ঘৃণাকর ॥১৫
অনাথোঽস্মি মহাবাহো মাং কো বা লালয়েদিতঃ।
সীতা চ লক্ষ্মণশ্চৈব বিলেপতুরতো ভৃশং ।১৬॥
বশিষ্ঠঃ শান্তবচনৈঃ শময়ামাস তাং শুচং।
ততো মন্দাকিনীং গত্বা স্নাত্বা তে বীতকল্মষাঃ ॥১৭॥
রাজ্ঞে দদুর্জ্জলং তত্র সর্ব্বে তে জলকাঙ্ক্ষিণে।
পিণ্ডান্নির্ব্বাপয়ামাস রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ॥১৮॥

করিয়া স্বকীয় ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন, এবং স্নেহ সহকারে বারম্বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।৭। অনন্তর তৃষিত গাভীগণ জল দর্শন করিয়া যেরূপ দ্রুতবেগে গমন করে, কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণও শ্রীরামকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদ্রূপ ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।৮। শ্রীরাম নিজ জননী কৌশল্যাকে দর্শন করিবামাত্র সহসা গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার পদ-যুগল বন্দনা করিলেন। অতি দুঃখার্ত্তা কৌশল্যাদেবীও শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।৯। অনন্তর রঘুনন্দন অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া সমাগত বশিষ্ঠদেবকে দর্শনানন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন এবং বারম্বার কহিলেন, হে গুরো! আমি ধন্য হইলাম যেহেতু এই বিজন বনে আপনার দর্শন লাভ করিলাম। অনন্তর রঘূত্তম রামচন্দ্র গুরুজন ও অন্যান্য পরিজনদিগকে যথাযোগ্য উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১০।১১। আমাদিগের পিতৃদেব কুশলে আছেন? দুঃখার্ত্ত হইয়া আমাকে কি কোন আদেশ করিয়াছেন? বশিষ্ঠদেব কহিলেন, হে রঘুনন্দন! রাজা দশরথ তোমার বিরহে অতি দুঃখিত হইয়া গদগদচিত্তে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে! এই প্রকারে বহু বিলাপ করত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।১২।১৩। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কর্ণশূল সদৃশ গুরু বাক্য সহসা শ্রবণ করিয়া হা হতোস্মি! এইরূপ বহু বিলাপ ও রোদন করত ভূতলে পতিত হইলেন।১৪। শ্রীরামের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাজমহিষীগণ ও অন্যান্য সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সীতা ও লক্ষ্মণ বহুতর বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা তাত দয়ানিধে! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন? হা মহাবাহো! আমরা এইক্ষণে অনাথ হইলাম, আমাদিগকে অন্য কোন্ ব্যক্তি রক্ষা করিবেন? ।১৫।১৬। অনন্তর বশিষ্ঠদেব শান্ত বাক্যদ্বারা সকলের শোকশান্তি করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে সমবেত হইয়া মন্দাকিনী গমনানন্তর স্নাত ও কৃতাহ্নিক হইয়া মৃতমহারাজের তৃপ্তি সাধনার্থ জলাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

ইঙ্গুদীফলপিণ্যাকরচিতান্মধুসংপ্লুতান্।
বয়ং যদন্নাঃ পিতরস্তদন্নাঃ স্মৃতিনোদিতাঃ ॥১৯॥
ইতি দুঃখাশ্রুপূর্ণাক্ষঃ পুনঃ স্নাত্বা গৃহং যযৌ।
সর্ব্বে রুদিত্বা সুচিরং স্নাত্বা জগ্মুস্তথাশ্রমম্ ॥২০॥
তস্মিংস্তু দিবসে সর্ব্বে উপবাসং প্রচক্রিরে।
ততঃ পরেদ্যুর্ব্বিমলে স্নাত্বা মন্দাকিনীজলে ॥২১॥
উপবিষ্টং সমাগম্য ভরতো রামমব্রবীৎ।
রাম রাম মহাভাগ! স্বাত্মানমভিষেচয় ॥২২॥
রাজ্যং পালয় পিত্র্যন্তে জ্যেষ্ঠ স্ত্বং মে পিতা তথা।
ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মো যৎপ্রজাপরিপালনং ।২৩॥
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্ব্বহুবিধৈঃ পুত্রানুৎপাদ্য তন্তবে।
রাজ্যে পুত্রং সমারোপ্য গমিষ্যসি ততো বনং ।২৪
ইদানীং বনবাসস্য কালো নৈব প্রসীদ মে।
মাতুর্মে দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ স্মর্ত্তুং নার্হসি পাহি নঃ ॥
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ ভ্রাতুঃ শিরস্যাধায় ভক্তিতঃ।
রামস্য পুরতঃ সাক্ষাদ্দণ্ডবৎপতিতো ভুবি ।২৬।
উত্থাপ্য রাঘবঃ শীঘ্রমারোপ্যাঙ্কেঽতিভক্তিতঃ।
উবাচ ভরতং রামঃ স্নেহার্দ্রনয়নঃ শনৈঃ ॥২৭॥
শৃণু বৎস! প্রবক্ষ্যামি ত্বয়োক্তং যত্তথৈব তৎ।
কিন্তু মামব্রবীত্তাতো নব বর্ষাণি পঞ্চ চ ॥ ২৮ ॥
উষিত্বা দণ্ডকারণ্যে পুরং পশ্চাৎ সমাবিশ।
ইদানীং ভরতায়েদং রাজ্যং দত্তং ময়াখিলং ।২৯।
ততঃ পিত্রৈব সুব্যক্তং রাজ্যং দত্তং তবৈব হি।
দণ্ডকারণ্যরাজ্যং মে দত্তং পিত্রা তথৈব চ ॥৩০॥

শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ সেই স্থানে ইঙ্গুদী ফল ও পিণ্যাক দ্বারা পিণ্ড নির্ম্মাণ করিলেন এবং আমরা এক্ষণে যেরূপ অন্ন ভক্ষণ করিতেছি পিতৃলোক সেইরূপ অন্ন ভোজন করুন এই কথা বলিয়া মধুমিশ্রিত ঐ পিণ্ড মৃতমহারাজকে প্রদান করিলেন।১৭।১৮।১৯ অনন্তর পুনর্ব্বার স্নান করিয়া দুঃখাশ্রুপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, অন্য পরিজনগণও কিঞ্চিৎ কাল রোদন করিয়া পুনঃ স্নানান্তর গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ দিবস ঐ স্থানে সকলে উপবাস ও বিশ্রাম করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বিমল গঙ্গাজলে স্নানাদি কৃত্য সমাপন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র উপবেশন করিয়াছেন এমন সময়ে ভরত সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিতে আরম্ভ করিলেন—হে মহাভাগ! আপনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন, আপনি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ অতএব পিতার ন্যায় পিতৃরাজ্য প্রতিপালন করা আপনারই সমুচিত কার্য্য, হে ধর্ম্মাত্মন্! প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম—আপনি ধার্ম্মিক কখনই স্বধর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইবেন না।২০।২১।২২।২৩। আপনার যদি বনগমন নিতান্ত অভিমত হইয়া থাকে তাহাও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, কিন্তু তাহার সময় বিশেষ নির্ণীত আছে—হে মহাবাহো! কিঞ্চিৎ কাল প্রজাপালন, বহুবিধ যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠান, এবং বংশধারা রক্ষার্থ সন্তানোৎপাদনাদিকার্য্য সমাধা করিয়া অনুরূপ সন্তানে রাজ্য ভার প্রদান পূর্ব্বক বনগমন করিবেন।২৪। এক্ষণে আপনার বনগমন করিবার সময় নহে, হে দয়াময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কৈকেয়ীর অকার্য্য স্মরণ করিবেন না, হে প্রভো! আমাদিগকে রক্ষা করুন, ভরত এইরূপ কহিতে কহিতে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামের চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডবৎপতিত হইলেন।২৫।২৬। শ্রীরাম স্নেহসহকারে ভরতের মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বৎস! শ্রবণ কর তুমি যাহা কহিলে সকলই সত্য, কিন্তু পিতা আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে, তুমি চতুর্দ্দশবর্ষ দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া অযোধ্যায় পুনরাগমন করিবে, আমি ভরতকে সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলাম। অতএব পিতার স্পষ্ট অভিপ্রায় যে, তোমাকর্ত্তৃক রাজ্য পালন ও আমা কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্য রক্ষা হয়, পিতার বাক্য আমাদিগের শিরোধার্য্য

অতঃ পিতুর্ব্বচঃ কার্য্যমাবাভ্যামতিযত্নতঃ।
পিতুর্ব্বচনমুল্লঙ্ঘ্য স্বতন্ত্রো যস্তু বর্ত্ততে ॥৩২॥
স জীবন্নেব মৃতকো দেহান্তে নিরয়ং ব্রজেৎ।
তস্মাদ্রাজ্যং প্রশাধি ত্বং বয়ং দণ্ডকপালকাঃ ॥৩২
ভরতস্ত্বব্রবীদ্রামং কামুকো মূঢ়ধীঃ পিতা।
স্ত্রীজিতো ভ্রান্তহৃদয় উন্মত্তো যদি বক্ষ্যতি।
তৎ সত্যমিতি ন গ্রাহ্যং ভ্রান্তবাক্যং যথা সুধীঃ।

রাম উবাচ।

ন স্ত্রীজিতঃ পিতা ব্রয়াম্নকামী নৈব মূঢ়ধীঃ।
পূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং তস্যৈ সত্যবাদী দদৌ ভয়াৎ ॥
অসত্যাদ্ভীতিরধিকা মহতাং নরকাদপি।
করোমীত্যহমপ্যেতৎ সত্যং তস্যৈ প্রতিশ্রুতং ॥
কথং বাচ্যমহং কুর্য্যামসত্যং রাঘবো হি সন্?।
ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য রামস্য ভরতো (পুরতো ইত্যপি পাঠঃ) হব্রবীৎ। ৩৬।
তথৈব চীরবসনো বনে বৎস্যামি সুব্রত!।
চতুর্দ্দশসমাস্ত্বং তু রাজ্যং কুরু যথা সুখং ॥৩৭॥

রাম উবাচ।

পিত্রাদত্তং তবৈবৈতদ্রাজ্যং মহ্যং বনং দদৌ।
ব্যত্যয়ং যদ্যহং কুর্য্যা সত্যং পূর্ব্ববৎ স্থিতং।

ভরত উবাচ।

অহমপ্যাগমিষ্যামি সেবে ত্বাং লক্ষ্মণো যথা।
নো চেৎ প্রায়োপবেশেন ত্যজাম্যেতৎকলেবরং ॥
ইত্যেবং নিশ্চয়ং কৃত্বা দর্ভানাস্তীর্য্য চাতপে।
মনসাপি বিনিশ্চিত্য প্রাঙ্মুখোপবিবেশ সঃ ॥৪০॥

করিতে হইবে, যে ব্যক্তি পিতৃবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বাধিনতা অবলম্বন করে সেই ব্যক্তির জীবন নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং মরণ হইলে অবশ্য তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হয়। অতএব আমি সদুপদেশ প্রদান করিতেছি—তুমি রাজ্য শাসন কর। আমরা দণ্ডকারণ্য রক্ষা করিব ।২৭ ২৮ ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২। ভরত কহিলেন হে প্রভো! আমাদিগের পিতা কামান্ধ ও স্ত্রৈণ সুতরাং ভ্রান্তহৃদয়, যদি উন্মত্ত হইয়া মহারাজ কোন কথা কহিয়া থাকেন আপনি তাহা পরমার্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। পণ্ডিতেরা ভ্রান্ত জনের বাক্য কখন কি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন? ।৩৩। শ্রীরাম কহিলেন হে ভরত! পিতা আমাকে স্ত্রৈণতা বা কামুকতা কিম্বা মহান্ধতার অধীন হইয়া বনগমনে অনুমতি করেন নাই। সত্যচ্যুতি ভয় বশতই কৈকেয়ীকে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, যেহেতু মহদ্ব্যক্তিরা নরক অপেক্ষা অসত্য হইতে ভীত হইয়া থাকেন—আমিও পিতার নিকট তদাজ্ঞা প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, হে বৎস! রঘুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত অন্যথা করিব। ভরত শ্রীরামের এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ।৩৪।৩৫।৩৬। হে রঘুবংশাবতংস! আমি আপনার প্রতিনিধি হইয়া চতুর্দ্দশবর্ষ জটা-বল্কল ধারণ ও বনবাস করিব। আপনি পরম সুখে রাজ্য ভোগ করুন। ৩৭। রাম কহিলেন পিতা তোমাকে রাজ্য ও আমাকে অরণ্য প্রদান করিয়াছেন। যদি আমরা ইহার বৈপরীত্য করি তাহা হইলেও পিতা মিথ্যা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না ।৩৮। অনন্তর ভরত কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আপনি যদি বনবাসে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমিও লক্ষ্মণের ন্যায় আপনার অনুগামী হইয়া চরণ সেবা করিব. ইহাতে আপনার অসম্মতি হইলে আমি প্রায়োপবেশনদ্বারা এই শরীর পরিত্যাগ করিব ।৩৯। অনন্তর ভরত প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আতপ-সন্তপ্ত ভূতলে বিন্যস্ত কুশোপরি পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশন করি-

ভরতস্যাপি নির্ব্বন্ধং দৃষ্ট্বা রামোঽতিবিস্মিতঃ।
নেত্রান্তসংজ্ঞাং গুরবে চকার রঘুনন্দনঃ॥ ৪১॥
একান্তে ভরতং প্রাহ বশিষ্ঠো জ্ঞানিনাং বরঃ।
বৎস! গুহ্যং শৃণুম্বেদং মম বাক্যাৎ সুনিশ্চিতং॥৪২
রামো নারায়ণঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মণা যাচিতঃ পুরা।
রাবণস্য বধার্থায় জাতো দশরথাত্মজঃ॥৪৩॥
যোগমায়াপি সীতেতি জাতা জনকনন্দিনী।
শেষোঽপি লক্ষ্মণো জাতো রামমন্বেতি সর্ব্বদা॥৪৪
রাবণং হন্তুকামাস্তে গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
কৈকেয্যা বরদানাদি যদ্যন্নিষ্ঠুরভাষণং॥৪৫॥
সর্ব্বং দেবকৃতং নো চেদেবং সা ভাষয়েৎকথং!
তস্মাত্ত্যজাগ্রহং তাত! রামস্য বিনিবর্ত্তনে॥৪৬॥

লেন। ৪০। শ্রীরামচন্দ্র ভরতের আগ্রহাতিশয় দর্শনে অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া বশিষ্ঠদেবকে নেত্র ভঙ্গি দ্বারা সঙ্কেত করিলেন। ৪১। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব ভরতকে নির্জ্জন প্রদেশে আহ্বান করিয়া কহিলেন—হে বৎস! অতিগুহ্য বৃত্তান্ত আমার নিকট শ্রবণ কর।

শ্রীরাম সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ নাথ নারায়ণ, রাবণ বধার্থ কমলযোনি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দশরথ গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যোগমায়াও সীতারূপে জনক গৃহে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, অনন্তদেব লক্ষ্মণ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা শ্রীরামের অনুগমন করিতেছেন। ৪২। ৪৩। ৪৪। এক্ষণে ইহাঁরা সকলেই রাবণ বধার্থ নিশ্চয় লঙ্কায় গমন করিবেন, কৈকেয়ী এ সম্বন্ধে যে সকল নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছেন সেসকল দেবতাদিগের অভিমত কার্য্য নচেৎ ধর্ম্মপরায়ণা কৈকেয়ী কিহেতু এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবেন? অতএব হে ভরত! শ্রীরামের প্রত্যানয়নার্থ আগ্রহাতিশয় ত্যাগ করিয়া পরিজন সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হও। শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন

নিবর্ত্তস্ব মহাসৈন্যৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ পুরং।
রাবণং সকুলং হত্বা শীঘ্রমেবাগমিষ্যতি॥ ৪৭॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং ভরতো বিস্ময়ান্বিতঃ।
গত্বা সমীপং রামস্য বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ॥৪৮॥
পাদুকে দেহি রাজেন্দ্র! রাজ্যায় তব পূজিতে।
তয়োঃ সেবাং করোম্যেব যাবদাগমনং তব॥৪৯॥
ইত্যুক্ত্বা পাদুকে দিব্যে যোজয়ামাস পাদয়োঃ।
রামস্য তে দদৌ রামো ভরতায়াতিভক্তিতঃ॥৫০॥
গৃহীত্বা পাদুকে দিব্যে ভরতো রত্নভূষিতে।
রামং পুনঃ পরিক্রম্য প্রণনাম পুনঃ পুনঃ॥৫১॥
ভরতঃ পুনরাহেদং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা।
নবপঞ্চসমান্তে তু প্রথমে দিবসে যদি?॥ ৫২॥
নাগমিষ্যসি চেদ্রাম! প্রবিশামি মহানলং।
বাঢ়মিত্যেব তং রামো ভরতং সন্ন্যবর্ত্তয়ৎ॥৫৩॥

করিবেন। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ভরত গুরুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর অতি বিস্ময় সহকারে শ্রীরামের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি পরমার্চ্চনীয় পাদুকাদ্বয় আমাকে প্রদান করুন, আপনি যাবৎকাল প্রত্যাগমন না করিবেন তাবৎকাল ঐ পাদুকাদ্বয় সেবা করিয়া রাজ্যপালন করিব। ৪৮। ৪৯। অনন্তর ভরত শ্রীরামের চরণদ্বয়ে পাদুকা যোজনা করিলেন, শ্রীরাম ভরতের অতিভক্তি দর্শনে অতিশয় প্রীত হইয়া পাদুকাদ্বয় প্রদান করিলেন। ৫০। ভরত রত্নাদি ভূষিত দিব্য পাদুকা যুগল গ্রহণ করিয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পুনঃ পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন, এবং ভক্তিগদ্গদ বাক্যে কহিলেন, হে প্রভো! চতুর্দ্দশবর্ষ সমাপ্তির অব্যবহিত পর দিবসে আপনি যদি অযোধ্যায় আগমন না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় অনলে প্রবেশ করিব। শ্রীরাম তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া ভরতকে নিবৃত্ত করিলেন। ৫১। ৫২। ৫৩।

সসৈন্যঃ স বশিষ্ঠশ্চ শত্রুঘ্নসহিতঃ সুধীঃ।
মাতৃভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং গমনায়োপচক্রমে ॥৫৪॥
কৈকেয়ী রামমেকান্তে স্রবন্নেত্রজলাকুলা।
প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তবরাজ্যবিঘাতনং ॥৫৫॥
কৃতং ময়া দুষ্টধিয়া মায়ামোহিতচেতসা।
ক্ষমস্ব মম দৌরাত্ম্যং ক্ষমাসারা হি সাধবঃ ॥৫৬॥
ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরব্যক্তঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
মায়ামানুষরূপেণ মোহয়স্যখিলং জগৎ।
ত্বয়ৈব প্রেরিতো লোকঃ কুরুতে সাধ্বসাধু বা ॥৫৭॥
ত্বদধীনমিদং বিশ্বমস্বতন্ত্রং করোতি কিং? ।
যথা কৃত্রিমনর্ত্তক্যো নৃত্যন্তি কুহকেচ্ছয়া ॥৫৮॥
ত্বদধীনা তথা মায়া নর্ত্তকী বহুরূপিণী।
ত্বয়ৈব প্রেরিতাহং চ দেবকার্য্যং করিষ্যতা ॥৫৯॥
পাপিষ্ঠং পাপমনসা কর্ম্মাচরমরিন্দম!।
অদ্য প্রতীতোঽসি মম দেবানামপ্যগোচরঃ ॥৬০॥
পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত! জগন্নাথ! নমোঽস্তু তে।
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুত্রবিত্তাদিগোচরং ॥৬১॥
ত্বত্তজ্ঞানামলখড্গেন ত্বামহং শরণং গতা।
কৈকেয্যা বচনং শ্রুত্বা রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ ॥৬২॥
যদাহ মাং মহাভাগে ন নৃতং সত্যমেব তৎ।
ময়ৈব প্রেরিতা বাণী তব বক্ত্রাদ্বিনির্গতা ॥৬৩॥
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমত্র দোষঃ কুতস্তব ?।
গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশং ॥

অনন্তর ভরত, বশিষ্ঠ, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রিবর্গ, মাতৃগণ ও সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন। ৫৪। কৈকেয়ী নির্জন স্থানে শ্রীরামকে আহ্বান করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, হে রাম! আমি তোমারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমার অহিতাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে আমার পূর্ব্বকৃত দৌরাত্ম্য ক্ষমা করিতে হইবে, ক্ষমাশীল সাধু পুরুষেরা শত্রুর প্রতিও ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হয়েন না। ।৫৫।৫৬। হে গুণাকর! তুমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা—সনাতন বিষ্ণু—সত্ত্ব গুণময়, নিজমূর্ত্তি গোপণ করিয়া মায়ামনুষ্য রূপে সমস্ত জগৎকে মুগ্ধ করিতেছ। লোক সকল তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সৎ ও অসৎ কার্য্য সমস্তই করিতেছে, এই বিশ্ব তোমারই অধীন সুতরাং অস্বতন্ত্র বশত স্বয়ং কি কেহ কোন কার্য্য করিতে পারে? যেমন সূত্র সম্বদ্ধ কৃত্রিম পুত্তলিকা কুহক ব্যক্তির সূত্র চালনদ্বারা নৃত্য করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুরূপিণী মায়া তোমারই ইচ্ছার অধীন হইয়া এই সংসার মধ্যে নৃত্য করিতেছে—হে প্রভো! দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধার্থ তোমাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি অতি পাপ কার্য্য করিয়াছি; এক্ষণে বিশেষ রূপে অবগত হইলাম যে তুমি দেবতা-দিগেরও বাক্যনাতীত পদার্থ, হে বিশ্বেশ্বর! হে অনন্ত! হে জগন্নাথ! আমি তোমাকে নমস্কার করি, আমাকে পূর্ব্বকৃত পাপ হইতে পরিত্রাণ কর, হে ভগবন্! আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম—তত্ত্বজ্ঞান রূপ অসি দ্বারা আমার ধন পুত্রাদি স্নেহ রূপ রজ্জুকে ছিন্ন কর। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। শ্রীরামচন্দ্র কৈকেয়ীর এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন—হে মহাভাগে! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন তাহা মিথ্যা নহে, সকলই সত্য—আমিই দেব কার্য্য সিদ্ধার্থ দুষ্ট সরস্বতীকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তিনিই আপনার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া এই সকল অনর্থ ঘটনা করিয়াছেন, এ বিষয়ে আপনার দোষ কি? হে মাতঃ! আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে না এক্ষণে গমন করুন, কিন্তু নির্ম্মম হইয়া আমাকে ঐকান্তিক ভক্তি-যোগে সতত ভাবনা করিবেন তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে। আমি সকল পদার্থে সমজ্ঞান করিয়া থাকি, এই জগতে আমার দ্বেষ্য বা প্রিয়পদার্থ কিছুই নাই, যেরূপ

সর্ব্বত্র বিগতস্নেহা মদ্ভক্ত্যা মোক্ষসেঽচিরাৎ
অহং সর্ব্বত্র সমদৃক দ্বেষ্যো বা প্রিয় এব বা ॥৬৫
নাস্তি মে কল্পকস্যেব ভজতোঽনুভজাম্যহং।
মন্মায়ামোহিতধিয়ো মামম্ব! মনুজাকৃতিং ॥৬৬॥
সুখদুঃখাদ্যনুগতং জানন্তি ন তু তত্ত্বতঃ!
দিষ্ট্যা মদ্গোচরং জ্ঞানমুৎপন্নং তে ভবাপহং ॥৬৭॥
স্মরন্তী তিষ্ঠ ভবনে লিপ্যসে ন চ কর্ম্মভিঃ।
ইত্যুক্তা সা পরিক্রম্য রামং সানন্দবিস্ময়া ॥৬৮॥
প্রণম্য শতশো ভূমৌ যযৌ গেহং মুদান্বিতা।
ভরতস্তু সহামাত্যৈর্মাতৃভির্গুরুণা সহ ॥৬৯॥
অযোধ্যামগমচ্ছীঘ্রং রামমেবানুচিন্তয়ন্।
পৌরজানপদান্ সর্ব্বানযোধ্যায়ামুদারধীঃ ॥৭০॥

পূজয়িত্বা যথা রামং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
রাজোপচারৈরখিলৈঃ প্রত্যহং নিয়তব্রতঃ ॥৭২॥
ফলমূলাশনো দান্তো জটাবল্কলধারকঃ।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী শত্রুঘ্নসহিতস্তদা ॥৭৩॥
স্থাপয়িত্বা যথান্যায়ং নন্দিগ্রামং যযৌ স্বয়ং।
তত্রসিংহাসনে নিত্যং পাদুকে স্থাপ্য ভক্তিতঃ ॥৭১
রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি যাবন্তি পৃথিবীতলে।
তানি পাদুকয়োঃ সম্যক্ নিবেদয়তি রাঘবঃ ॥৭৪॥
গণয়ন্ দিবসান্যেব রামাগমনকাঙ্ক্ষয়া।
স্থিতো রামার্পিতমনাঃ সাক্ষাদ্ব্রহ্মমুনির্যথা ॥৭৫॥
রামস্তু চিত্রকূটাদ্রৌ বসন্মুনিভিরাবৃতঃ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি কিঞ্চিৎকালমুপাবসৎ ॥৭৬॥

মায়াবি পুরুষের মায়া কল্পিত পদার্থে দ্বেষ্যত্ব বুদ্ধি বা প্রিয়ত্ব জ্ঞান হয় না, আমার ও মনোবৃত্তি তদ্রূপ জানিবেন; কিন্তু যে ব্যক্তি আমাকে অনন্য চিত্তে সতত ভজনা করে আমিও তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকি, হে মাতঃ যাহারা আমারই মায়া-বিমোহিত হইয়া আমাকে প্রাকৃত মনুষ্য বিবেচনা করে তাঁহারা আমাকে যথার্থ রূপে জানিতে পারে না। যাহাহউক অদৃষ্ট বশতঃ আপনার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে পুনর্জ্জন্ম হইবে না। এক্ষণে অযোধ্যায় গমন করিয়া আমাকে সতত স্মরণ পূর্ব্বক গৃহে অবস্থিতি করুন,তাহা হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন। কৈকেয়ী শ্রীরামের সদুপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দ ও বিস্ময় সহকারে প্রদক্ষিণ করতঃ শ্রীরামকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অযোধ্যা গমনে কৃতসংকল্প হইলেন।

মহামতি ভরত শ্রীরামকে চিন্তা করতঃ অমাত্য মাতৃগণ ও বশিষ্ঠদেব সমভিব্যাহারে সত্বর অযোধ্যায় গমনানন্তর পুরবাসিগণ ও জনপদ বর্গকে তথায় রক্ষা করিয়া স্বয়ং নন্দিগ্রামে গমন করিলেন, এবং কেকয়ী নন্দন সেই স্থানে রাজসিংহাসনোপরি রামপাদুকা-যুগল ভক্তি পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া গন্ধ পুষ্প অক্ষত ও অন্যান্য রাজভোগ্য উপচারদ্বারা শ্রীরামপূজার ন্যায় প্রতিদিন পাদুকা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ভরত শত্রুঘ্নের সহিত জটা বল্কল ধারণ, ফল মূল ভক্ষণ, ভূমিশয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। এবং সমস্ত পৃথিবী রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য প্রতিদিন রামপাদুকা সন্নিধানে নিবেদন করিয়া রাজপ্রতিনিধির ন্যায় স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতেন। দিবসের অধিকাংশ সময় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষির ন্যায় শ্রীরামচন্দ্রে মনোনিবেশ করিয়া শ্রীরামের প্রত্যাগমন দিন গণনা করিতেন।

এ দিকে শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণ সমাবৃত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিতে লাগি-

নাগরাশ্চ সদা যান্তি রামদর্শনলালসাঃ।
চিত্রকূটস্থিতং জ্ঞাত্বা সীতয়া লক্ষ্মণেন চ ॥৭৭॥
দৃষ্ট্বা তজ্জনসম্বাধং রামস্তত্যাজ তং গিরিং।
দণ্ডকারণ্যগমনে কার্য্যমপ্যনুচিন্তয়ন্ ॥৭৮॥
অন্বগাৎ সীতয়া ভ্রাত্রা হ্যত্রেরাশ্রমমুত্তমং।
সর্ব্বত্র সুখসম্বাসং জনসম্বাধবর্জিতং ॥৭৯॥
গত্বা মুনিমুপাসীনং ভাসয়ন্তং তপোবনং।
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ রামোঽহমভিবাদয়ে ॥৮০॥
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকানহমাগতঃ।
বনবাসমিষেণাপি ধন্যোঽহং দর্শনাত্তব ॥৮১॥
শ্রুত্বা রামস্য বচনং রামং জ্ঞাত্বা হরিং পরং।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ভক্ত্যা পরময়া মুনিঃ ॥৮২॥

লেন, নগরবাসীগণ চিত্রকূটস্থ শ্রীরামচন্দ্রকে অবগত হইয়া প্রতিদিন তদ্দর্শনাভিলাষে সেইস্থানে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিল। শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতে নগর বাসীগণের সমাগম দর্শনে মহর্ষিগণের আশ্রমোপরোধ সম্ভাবনা এবং নিশাচর পূর্ণ দণ্ডকারণ্য গমন নিতান্ত প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া চিত্রকূট পরিত্যাগ পুর্ব্বক সীতা লক্ষ্মণের সহিত অতি নির্জ্জন এবং সুখবাসতেয় অত্রি মুনির আশ্রমে গমন করিলেন । ৭৪ । ৭৫। ।৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। অনন্তর ব্রহ্মোপসনা নিরত তপোধন জ্যোতি স্বরূপ পরম তেজস্বি মহর্ষিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! অভিবাদন করি. আমি রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞানুসারে বনবাস ছলে দণ্ডকারণ্য আগমন করিয়াছি, যাহাহউক অদ্য আপনার দর্শনে ধন্য হইলাম। মহর্ষি শ্রীরাম বাক্য শ্রবণ মাত্র শ্রীরামকে পরম বিষ্ণু জানিয়া পরমা ভক্তি সহকারে যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বন্য ফল মূলাদি দ্বারা আতিথ্য করিয়া আসনোপবিষ্ট শ্রীরামকে পরম সন্তোষ সহকারে কহিলেন, হে রাম! আমার অনসূয়া নাম্নী ধর্ম্ম-পরায়ণা বর্ষীয়সী ভার্য্যা সুদীর্ঘ তপ দ্বারা অন্তঃপুর মধ্যে

বন্যৈঃ ফলৈঃ কৃতাতিথ্যমুপবিষ্টং রঘূত্তমং।
সীতাং চ লক্ষ্মণঞ্চৈব সন্তুষ্টো বাক্যমব্রবীৎ ॥৮৩॥
ভার্য্যা মেহস্তীব সম্বৃদ্ধা হ্যনুসূয়েতি বিশ্রুতা।
তপশ্চরন্তী সুচিরং ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মবৎসলা ॥৮৪॥
অন্তর্গৃহেঽস্তি তাং সীতা পশ্যত্বরিনিসূদন!।
তথেতি জানকীং প্রাহ রামো রাজীবলোচনঃ ॥৮৫
গচ্ছ দেবীং নমস্কৃত্য শীঘ্রমেহি পুনঃ শুভে।
তথেতি রামবচনং সীতা চাপি তথাঽকরোৎ ॥৮৬।
দণ্ডবৎপতিতামগ্রে সীতাং দৃষ্ট্বাঽতি হৃষ্টধীঃ।
অনুসূয়া সমালিঙ্গ্য বৎসে! সীতেতি সাদরং ॥৮৭।
দিব্যে দদৌ কুণ্ডলে দ্বে নির্ম্মিতে বিশ্বকর্ম্মণা।
দুকূলে দ্বে দদৌ তস্যৈ নির্ম্মলে ভক্তিসংযুতা ॥৮৮
অঙ্গরাগঞ্চ সীতায়ৈ দদৌ দিব্যং শুভাননা।
নত্যক্ষ্যস্তেঽঙ্গরাগেণ শোভা ত্বাং কমলাননে ॥৮৯

কালাতিপাত করিতেছেন জানকী সেই স্থানে গমন করিয়া তাঁহাকে অবলোকন করুন। শ্রীরামচন্দ্র মুনিবাক্যে সম্মত হইয়া জানকীকে কহিলেন, হে শুভে! তুমি অন্তঃপুর বাসিনী দেবী অনসূয়াকে প্রণাম করিয়া শীঘ্র এইস্থানে প্রত্যাগমন কর। সীতা শ্রীরামের বচনানুসারে অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিয়া অনসূয়াদেবীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, অনসূয়া সীতাকে দণ্ডবৎ পতিত দেখিয়া সহর্ষালিঙ্গনানন্তর সাদরে কহিলেন, বৎসে সীতে! গাত্রোত্থান কর।৮০।৮১। ৮২। ৮৩ । ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। অনন্তর অনসূয়া বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত কনক কুণ্ডলদ্বয় নির্ম্মল দুকূল যুগল এবং দিব্য অঙ্গরাগ দ্রব্য সকল ভক্তি সহকারে জানকীকে প্রদান করিয়া কহিলেন, হে জানকি! এই অঙ্গরাগ লেপন করিলে কস্মিন কালে তোমার সৌন্দর্য্য হানি হইবে না, হে কমলাননে! পাতিব্রত্য অবলম্বন

পাতিব্রত্যং পুরস্কৃত্য রামমন্বেহি জানকি!।
কুশলী রাঘবো যাতু ত্বয়া সহ পুনর্গৃহং ॥৯০
ভোজয়িত্বা যথা ন্যায্যং রামং সীতাসমন্বিতং
লক্ষ্মণঞ্চ তদা রামং পুনঃ প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৯১
রাম! ত্বমেব ভুবনানি বিধায় তেষাং
সংরক্ষণায় সুরমানুষতির্য্যগাদীন্।
দেহান্ বিভর্ষি ন চ দেহগুণৈর্বিলিপ্ত-
স্ত্বত্তো বিভেত্যখিলমোহকরী চ মায়া ॥৯২

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অযোধ্যাকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া স্বামির অনুগমন কর, শ্রীরামচন্দ্র নিরাপদে বনবাস হইতে নিবৃত্ত হইয়া তোমার সহিত পুনর্ব্বার গৃহে গমন করুন। অনন্তর মহর্ষি শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া শ্রীরামকে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, হে রাম! তুমি অখিল ভুবন নির্ম্মাণ করিয়া তাহার রক্ষার নিমিত্ত বারম্বার দেব দেহ, মনুষ্য দেহ, ও তির্য্যগাদি দেহ ধারণ করিতেছ, কিন্তু কাম ক্রোধাদি রূপ দেহ গুণ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারেনা এবং অখিল মোহকারিণী মায়াও তোমা হইতে ভীত হইয়া দূরে পলায়ন করে। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে
উমামহেশ্বর সম্বাদে নবমোঽধ্যায়ঃ।

অরণ্যকাণ্ডম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অথ তত্র দিনং স্থিত্বা প্রভাতে রঘুনন্দনঃ।
স্নাত্বা মুনিং সমামন্ত্র্য প্রয়াণায়োপচক্রমে ॥১॥
মুনে! গচ্ছামহে সর্ব্বে মুনিমণ্ডলমণ্ডিতং।
বিপিনং দণ্ডকং যত্র ত্বমাজ্ঞাতুমিহার্হসি ॥২॥
মার্গপ্রদর্শনার্থায় শিষ্যানাজ্ঞপ্তুমর্হসি।
শ্রুত্বা রামস্য বচনং প্রহস্যাত্রির্মহাযশাঃ ॥৩॥
সর্ব্বস্য মার্গদ্রষ্টা ত্বং তব কো মার্গদর্শকঃ।
তথাপি দর্শয়িষ্যন্তি তব লোকানুসারিণঃ ॥৪॥
ইতি শিষ্যান্ সমাদিশ্য স্বয়ং কিঞ্চিত্তমন্বগাৎ।
রামেণ বারিতঃ প্রীত্যা অত্রিঃ স্বভবনং যযৌ ॥ ॥

ক্রোশমাত্রং ততো গত্বা দদর্শ মহতীং নদীং।
অত্রেঃ শিষ্যানুবাচেদং রামো রাজীবলোচনঃ ॥৬॥
নদ্যাঃ সন্তরণে কশ্চিদুপায়ো বিদ্যতে ন বা।
উচুস্তে বিদ্যতে নৌকা সুদৃঢ়া রঘুনন্দন! ॥৭॥
তারয়িষ্যামহে যুষ্মান্ বয়মেব ক্ষণাদিহ।
ততো নাবি সমারোপ্য সীতাং রাঘবলক্ষ্মণৌ ॥৮॥
ক্ষণাৎ সন্তারয়ামাসুর্নদীং মুনিকুমারকাঃ।
রামাভিনন্দিতাঃ সর্ব্বে জগ্মুরত্রেরথাশ্রমং ॥৯॥
তাবেত্য বিপিনং ঘোরং ঝিল্লীঝঙ্কারনাদিতং।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিংহব্যাঘ্রাদিভীষণম্ ॥১০॥

শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অত্রিমুনির আশ্রমে ঐ দিবস বাস করিয়া প্রভাতকালে স্নানানন্তর মহর্ষিকে প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যোগ করিলেন এবং বিনীত বচনে কহিলেন, মহর্ষে! আমরা মুনিগণসমাকীর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছি আপনি অনুমতি করুন, এবং আমাদিগের অপরিচিত পথ প্রদর্শনার্থ শিষ্যগণকে আদেশ করুন, তাঁহারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করাইবেন। মহাযশা অত্রিমুনি শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি সকলের পথ-প্রদর্শক অপর কোন্ ব্যক্তি তোমার পথ-প্রদর্শক হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে তুমি লোক ব্যবহারের অনুসারী হইয়াছ—সুতরাং আমার শিষ্যেরা তোমাকে পথ প্রদর্শন করাইবেন। ১। ২। ৩। ৪। অনন্তর মহর্ষি শিষ্যগণকে শ্রীরামের পথ প্রদর্শনার্থ আজ্ঞা করিয়া স্বয়ংও শ্রীরামের অনুগমন করিতে লাগিলেন শ্রীরাম কিয়দ্দূর গমনানন্তর মহর্ষিকে নিবারণ করিলেন—তপোধন অত্রি শ্রীরাম কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজীবলোচন রাম ক্রোশ পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া সম্মুখস্থিত অতি প্রবলতর নদী দর্শনে শিষ্যদিগকে কহিলেন, হে মহাত্মগণ! এই নদী তরণের উপায় আছে কি না? মুনি-শিষ্যগণ কহিলেন, এস্থানে নৌকা আছে, আমরা নৌকা বাহন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে তোমাদিগকে পরপারে উত্তীর্ণ করিব। অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে নৌকারোহণ করিলেন, মুনিকুমারেরা ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহাদিগকে নদীপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন, শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির শিষ্যগণকে বিনয় বচনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন, তাঁহারাও সেই স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া মহর্ষির আশ্রমে গমন করিলেন। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ঝিল্লীঝঙ্কারপূর্ণ ও নানা-

রাক্ষসৈর্ঘোরকর্পৈশ্চ সেবিতং রোমহর্ষণম্।
প্রবিশ্য বিপিনং ঘোরং রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১১
ইতঃ পরং প্রযত্নেন গন্তব্যং সহিতেন মে।
ধনুর্গুণেন সংযোজ্য শরানপি করে দধৎ ॥১২॥
অগ্রেযাস্যাম্যহং পশ্চাত্ত্বমন্বেহি ধনুর্দ্ধরঃ।
আবয়োর্মধ্যগা সীতা মায়েবাত্মপরাত্মনোঃ ॥১৩॥
চক্ষুশ্চারয় সর্ব্বত্র দৃষ্টং রক্ষোভয়ং মহৎ।
বিদ্যতে দণ্ডকারণ্যে শ্রুতপূর্ব্বমরিন্দম!॥১৪॥
ইত্যেবং ভাষমাণৌ তৌ জগ্মতুঃ সার্দ্ধযোজনম্।
তত্রৈকা পুষ্করিণ্যাস্তে কহ্লারকুমুদোৎপলৈঃ ॥১৫
অম্বুজৈঃ শীতলোদেন শোভমানা ব্যদৃশ্যত।
তৎসমীপমথো গত্বা পীত্বা তৎসলিলং শুভম্ ।১৬
উষুস্তে সলিলাভ্যাসে ক্ষণং ছায়ামুপাশ্রিতাঃ।
ততো দদৃশুরায়ান্তং মহাসত্বং ভয়ানকং ॥১৭॥

করালদংষ্ট্রবদনং ভীষয়ন্তং স্বগর্জ্জিতৈঃ।
বামাংশে ন্যস্তশূলাগ্রগ্রথিতানেকমানুষম্ ॥১৮॥
ভক্ষয়ন্তং গজব্যাঘ্রমহিষং বনগোচরং।
জ্যারোপিতং ধনুর্ধৃত্বা রামো লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥১৯॥
পশ্য ভ্রাতর্মহাকায়ো রাক্ষসোঽয়মুপাগতঃ।
আয়াত্যভিমুখং নোঽগ্রে ভীরূণাং ভয়মাবহন্ ॥২০
সজ্জীকৃতধনুস্তিষ্ঠ মা ভৈর্জনকনন্দিনি!।
ইত্যুক্ত্বা বাণমাদায় স্থিতো রাম ইবাচলঃ।২১॥
স তু দৃষ্ট্বা রমানাথং লক্ষ্মণং জানকীং তদা।
অট্টহাসং ততঃ কৃত্বা ভীষয়ন্নিদমব্রবীৎ।২২॥
কৌ যুবাং বাণতূণীরজটাবল্কলধারিণৌ।
মুনিবেশধরৌ বালৌ স্ত্রীসহায়ৌ সুদুর্ম্মদৌ।২৩॥

বিধ মৃগ সমাকীর্ণ সিংহ ব্যাঘ্র এবং ভীষণ মূর্ত্তি রাক্ষসগণ দ্বারা অতিভীষণ—সুতরাং সাধারণের রোমহর্ষণ দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! এই স্থানে ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক অতি সাবধানে আমার অনুগমন কর—মায়া যেরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তিনী, তদ্রূপ এক্ষণে সীতা আমাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া গমন করুন, এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, হে অরিন্দম! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি দণ্ডকারণ্যে অতিশয় রাক্ষস-ভয় আছে। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে সার্দ্ধেক যোজন-পথ অতিক্রম করিয়া কহ্লার কুমুদ কমল প্রভৃতি জল-পুষ্প শোভিত সুশীতল জলপূর্ণ জলাশয় দর্শন করিলেন, অনন্তর তাঁহারা সরোবর সমীপে গমন করিয়া সুশীতল জলপান এবং সমীপস্থ ছায়াবলম্বন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভয়ানক দন্তযুক্ত ভীষণগর্জ্জন নিশাচর শূলাগ্র-গ্রথিত বহুসংখ্যক মানুষদেহ বামস্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া হস্তী, মহিষ প্রভৃতি আরণ্যক জন্তু সকল ভক্ষণ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র ভীষণমূর্ত্তি রাক্ষসকে দর্শন করিবামাত্র ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন।১০।১১।১২। ১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯। হে ভ্রাতঃ! অবলোকন কর এই মহাদীর্ঘকায় রাক্ষস ভীরু জনের ভয়বর্দ্ধন করতঃ আমাদিগের সম্মুখীন হইতেছে, অতএব সুসজ্জিত ধনুর্ধারণ করিয়া এই স্থানে দণ্ডায়মান হও, হে জানকি! তোমার কোন ভয় নাই। শ্রীরাম লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক অচলগিরির ন্যায় সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। অনন্তর রাক্ষসাধম শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া অট্টাট্টহাস্য পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে বালকদ্বয়! তোমাদিগের নাম কি? তোমাদিগকে পরম সুন্দর এবং আমার মুখগ্রাসের উপযুক্ত দেখিতেছি—কি কারণে জটা বল্কল ধনুর্ব্বাণ এবং তূণীর ধারণ করিয়া পত্নী

সুন্দরৌ বত মে বক্তুপ্রবিষ্টকবলোপমৌ।
কিমর্থমাগতৌ ঘোরং বনং ব্যালনিষেবিতং ॥২৪॥
শ্রুত্বা রক্ষোবচো রামঃ স্ময়মান উবাচ তম্।
অহং রামস্ত্বয়ং ভ্রাতা লক্ষ্মণো মম সম্মতঃ ॥২৫॥
এষা সীতা মম প্রাণবল্লভা বয়মাগতাঃ।
পিতৃবাক্যং পুরস্কৃত্য শিক্ষণার্থং ভবাদৃশাং। ২৬।
শ্রুত্বা তদ্রামবচনমট্টহাসমথাকরোৎ।
ব্যাদায় বক্ত্রং বাহুভ্যাং শূলমাদায় সত্বরঃ ॥২৭॥
মাং ন জানাসি রাম! ত্বং বিরাধং লোকবিশ্রুতং।
মদ্ভয়ান্মুনয়ঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা বনমিতো গতাঃ ॥২৮॥
যদি জীবিতুমিচ্ছাস্তি? ত্যক্ত্বা সীতাং নিরায়ুধৌ।
পলায়তং ন চেৎ শীঘ্রং ভক্ষয়ামি যুবামহং।।২৯।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসঃ সীতামাদাতুমভিদুদ্রুবে।
রামশ্চিচ্ছেদ তদ্বাহূ শরেণ প্রহসন্নিব।।৩০॥
ততঃ ক্রোধপরীতাত্মা ব্যাদায় বিকটং মুখং।
রামমভ্যদ্রবদ্রামশ্চিচ্ছেদ পরিধাবতঃ।
পদদ্বয়ং বিরাধস্য তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥৩১॥
ততঃ সর্প ইবাস্যেন গ্রসিতুং রামমাপতৎ।
ততোঽর্দ্ধচন্দ্রাকারেণ বাণেনাস্য মহচ্ছিরঃ।৩২।
চিচ্ছেদ রুধিরৌঘেণ পপাত ধরণীতলে।
ততঃ সীতা সমালিঙ্গ্য প্রশশংস রঘূত্তমং ॥৩৩॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবগণেরিতাঃ।
ননৃতুশ্চাপ্সরো হৃষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ ॥৩৪।

সমভিব্যাহারে মুনিবেশে এই হিংস্র জন্তু পরিপূরিত ভয়ঙ্কর দণ্ডকারণ্যে আগমন করিয়াছ? শ্রীরাম রাক্ষসের বাক্য শ্রবণানন্তর বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, হে নিশাচর! আমার নাম রাম, ইনি আমার ভ্রাতা লক্ষ্মণ, এই আমার প্রাণবল্লভা সীতা; এক্ষণে আমরা পিতার আজ্ঞানুসারে তোমাদিগের দমনার্থ এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। রাক্ষস শ্রীরামের বাক্য শ্রবণানন্তর অতি সত্বর শূল গ্রহণ করিয়া মুখবিস্তার পূর্ব্বক অট্টাট্টহাস্য করিল এবং গম্ভীর স্বরে কহিল, হে রাম! তুমি আমার লোক প্রসিদ্ধ নাম শ্রবণ কর নাই? আমার নাম বিরাধ, যাহার ভয়ে ঋষিগণ দণ্ডকারণ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছে; এক্ষণে তোমাদিগের যদি জীবনাশা থাকে তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র ও সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর, নতুবা শীঘ্র তোমাদিগকে ভক্ষণ করিব। রাক্ষস এই কথা কহিয়া জানকীকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে আগমন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র হাস্য করিতে করিতে বাণ দ্বারা তাহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলেন। অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে মুখ বিস্তার করিয়া শ্রীরামের প্রতি দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ শরদ্বারা তাহার পদদ্বয় ছেদন করিলেন, সেই সময় বিরাধের শরীর অতি অদ্ভুত দর্শন হইল—সর্পের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া শ্রীরামকে গ্রাস করিবার আশয়ে সর্পের ন্যায় বক্ষঃস্থল দ্বারা আগমন করিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বাণদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ঐ মস্তক রক্তাক্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর সীতাদেবী শ্রীরামকে আলিঙ্গন করিয়া বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে দেবগণ হৃষ্ট হইয়া আকাশ মার্গে দুন্দুভি ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মহোৎসব সহকারে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। ৩৩। ৩৪।

বিরাধকায়াদতিসুন্দরাকৃতি-
র্বিভ্রাজমানো বিমলাম্বরাবৃতঃ।
প্রতপ্তচামীকরচারুভূষণো
ব্যদৃশ্যতাগ্রে গগনে রবির্যথা ॥৩৫॥
প্রণম্য রামং প্রণতার্ত্তিহারিণং
ভবপ্রবাহোপরমং ঘৃণাকরং।
প্রণম্য ভূয়ঃ প্রণনাম দণ্ডবৎ
প্রপন্নসর্ব্বার্ত্তিহরং প্রসন্নধীঃ ॥৩৬॥

বিরাধ উবাচ।

শ্রীরাম! রাজীবদলায়তাক্ষ!
বিদ্যাধরোঽহং বিমলপ্রকাশঃ।
দুর্ব্বাসসা কারণকোপমূর্ত্তিনা
শপ্তঃ পুরা সোঽদ্য বিমোচিতস্ত্বয়া ॥৩৭॥
ইতঃপরং ত্বচ্চরণারবিন্দয়োঃ
স্মৃতিঃ সদা মেঽস্তু ভবোপশান্তয়ে।
ত্বন্নামসংকীর্ত্তনমেব বাণী
করোতু মে কর্ণপুটং ত্বদীয়ম্ ॥৩৮॥
কথামৃতং পাতু করদ্বয়ং তে
পাদারবিন্দার্চ্চনমেব কুর্য্যাৎ।
শিরশ্চ তে পাদযুগপ্রণামং
করোতু নিত্যং ভবদীয়মেবং ॥৩৯॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥৪০॥
প্রপন্নং পাহি মাং রাম! যাস্যামি ত্বদনুজ্ঞয়া।
দেবলোকং রঘুশ্রেষ্ঠ! মায়া মাং মা বৃণোতু তে ॥৪১॥
ইতি বিজ্ঞাপিতস্তেন প্রসন্নো রঘুনন্দনঃ।
দদৌ বরং তদা প্রীতো বিরাধায় মহামতিঃ ॥৪২॥

অনন্তর বিরাধের শরীর হইতে সুবর্ণালঙ্কার ভূষিত কান্তিময় একটী পরম সুন্দর শরীর নির্গত হইয়া গগনমণ্ডলে দ্বিতীয় রবির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনিমেষ লোচনে সেই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিলেন। নিশাচর শরীরান্তর পরিগ্রহ করিয়া শরণাগত-প্রতিপালক দয়াময় রামকে ভববন্ধন মোচনার্থ প্রসন্নান্তঃকরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কহিলেন। ৩৫ ৩৬।

হে রাজীবলোচন রাম! আমি বিদ্যাধর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পূর্ব্বকালে দুর্ব্বাসা মুনি অকারণে আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিয়া অভিশম্পাৎ করিয়াছিলেন, তদবধি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়া এতাবৎকাল রাক্ষস রূপে এই দণ্ডকারণ্যে সঞ্চরণ করিয়াছি, অদ্য আপনি ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিলেন, হে দয়াময়! আমি এক্ষণে আপনার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, অদ্যাবধি আমার মন আপনার পাদপদ্মযুগলে সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে কদাচ বিস্মৃত না হয়, এবং আমার বাণী আপনার নাম সঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া বৃথালাপে কালাতিপাত না করে, হে রাম! আমার কর্ণ যুগল আপনার কথামৃতপানে সর্ব্বদা রত থাকে, এই কর যুগল আপনার পাদপদ্ম পূজায় বিরত না হয় এবং আমার মস্তক নিত্যই আপনার পাদযুগলে প্রণাম করে—হে ভক্তাভীষ্টদ! আমার এই সকল অভিলাষ দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক সুসিদ্ধ করিবেন—হে ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করি—যেহেতু আপনি আত্মারাম বিশুদ্ধ জ্ঞানময় ব্রহ্মপদার্থ, এক্ষণে রামরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সীতারূপিণী প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়াছেন—হে রাম! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে দেবলোকে গমনার্থ আপনার অনুমতি অপেক্ষা করিতেছি—হে প্রভো! আপনার নিকট কাতর হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করি যে, আপনার বিশ্বমোহিনী মায়া পুনর্ব্বার আমার জ্ঞানপথ রোধ না করে। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১ শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার বিবিধ স্তববাক্যে সন্তুষ্ট

গচ্ছ বিদ্যাধরাশেষমায়াদোষগুণা জিতাঃ।
ত্বয়া মদ্দর্শনাৎ সদ্যো মুক্তো জ্ঞানবতাম্বরঃ ॥৪৩॥
মদ্ভক্তির্দুর্লভা লোকে জাতা চেন্মুক্তিদায়তঃ।
অতস্ত্বং ভক্তিসম্পন্নঃ পরং যাহি মমাজ্ঞয়া ॥৪৪॥
রামেণ রক্ষোনিধনং সুঘোরং
শাপাদ্বিমুক্তির্বরদানমেবং।
বিদ্যাধরত্বং পুনরেব লব্ধং
রামং গৃহস্থেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥৪৫॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

হইয়া বিরাধকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, হে বিরাধ! তুমি গমন কর, পুনর্ব্বার আমার মায়া গুণে আবদ্ধ হইবে না— হে জ্ঞানিবর! তুমি আমাকে দর্শন করিয়া অবশ্যই মোক্ষলাভ করিবে, যেহেতু এই জগতে মুক্তিদায়িনী মদ্ভক্তি অতি দুর্ল্লভ হইলেও তোমাতে বিলক্ষণরূপে লক্ষিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্র বিরাধকে রাক্ষসদেহ বিনাশানন্তর ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন, বিরাধও পুনর্ব্বার বিদ্যাধর দেহ লাভ করিল—ইহা বিচিত্র নহে। পরমব্রহ্ম শ্রীরামকে স্তববাক্যে সন্তুষ্ট করিলে জীবগণ ইহা অপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য অভীষ্ট বস্তুও অনায়াসে লাভ করিতে পারে। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বিরাধে স্বর্গতে রামো লক্ষ্মণেন চ সীতয়া।
জগাম শরভঙ্গস্য বনং সর্ব্বসুখাবহং ॥১॥
শরভঙ্গস্ততো দৃষ্ট্বা রামং সৌমিত্রিণা সহ।
আযান্তং সীতয়া সার্দ্ধং সম্ভ্রমাদুত্থিতঃ সুধীঃ ॥২॥
অভিগম্য সুসম্পূজ্য বিষ্টরেষুপবেশয়ৎ।
আতিথ্যমকরোত্তেষাং কন্দমূলফলাদিভিঃ ॥৩॥
প্রীত্যাহ শরভঙ্গোঽপি রামং ভক্তপরায়ণং।
বহুকালমিহৈবাসং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৪॥
তব সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাম! ত্বং পরমেশ্বরঃ।
অদ্য মত্তপসা সিদ্ধং যৎ পুণ্যং বহুবিদ্যতে।
তৎ সর্ব্বং তব দাস্যামি ততো মুক্তিং ব্রজাম্যহং ॥

সমর্প্য রামস্য মহৎসুপুণ্য-
ফলং বিরক্তঃ শরভঙ্গযোগী।
চিতিং সমারোহয়দপ্রমেয়ং
রামং সসীতং সহসা প্রণম্য ॥৬॥
ধ্যায়ংশ্চিরং রামমশেষহৃৎস্থং
দূর্ব্বাদলশ্যামলমম্বুজাক্ষং।
চীরাম্বরং স্নিগ্ধজটাকলাপং
সীতাসহায়ং সহলক্ষ্মণং তম্ ॥৭॥
কো বা দয়ালুঃ স্মৃতকামধেনু-
রন্যো জগত্যাং রঘুনায়কাদহো।
স্মৃতো ময়া নিত্যমনন্যভাজা
জ্ঞাত্বা স্মৃতিং মে স্বয়মেব যাতঃ ॥৮॥

বিরাধের স্বর্গগমনানন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষি শরভঙ্গের পরম রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন—তপোধন শরভঙ্গ শ্রীরাম সীতা ও লক্ষ্মণকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানানন্তর প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আসনোপবেশন করিয়া মহর্ষিকৃত আতিথ্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর মহর্ষি শরভঙ্গ ভক্তবৎসল রামকে পরম প্রীতি সহকারে কহিলেন—হে রাম! আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে তপস্যানিরত হইয়া বহুকাল এই বনে কালাতিপাত করিতেছি, এক্ষণে চিরাভিলাষ সিদ্ধ হইল—হে পরমেশ্বর! আমি সুদীর্ঘ তপস্যা দ্বারা যে সকল পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি—তাহা তোমাতে অর্পণ করিলাম্—তদ্দ্বারা অবশ্যই মুক্তিলাভ করিব।১।২। ৩।৪।৫। পরম বিরাগী যোগৈক সাধন শরভঙ্গ চির-সঞ্চিত সুদীর্ঘ পুণ্যফল শ্রীরামে সমর্পণানন্তর তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া চিতারোহণ করিলেন, এবং ভক্তি সম্রতচিত্তে সর্ব্বান্তর্যামী নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাজীবলোচন রামের চীরাম্বরা-বৃত সুস্নিগ্ধ জটাকলাপ মণ্ডিত পরম রমণীয় মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে কহিলেন, এই ত্রিলোক মধ্যে দয়াময় শ্রীরাম ভিন্ন ভক্তজনের অভিলাষ পূরণে কেহ সমর্থ নহে—ভক্তবৎসল রাম ভক্তের মনোবৃত্তি অবগত হইয়া আমার অন্তঃকরণে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন; যাহা হউক এক্ষণে আমি সর্ব্বেশ

পশ্যস্ত্বিদানীং দেবেশো রামো দাশরথিঃ প্রভুঃ।
দগ্ধ্বা স্বদেহং গচ্ছামি ব্রহ্মলোকমকল্মষঃ ॥৯॥
অযোধ্যাধিপতির্মেঽস্তু হৃদয়ে রাঘবঃ সদা।
যদ্বামাঙ্কে স্থিতা সীতা মেঘস্যেব তড়িল্লতা ॥১০॥
ইতি রামং চিরং ধ্যাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরতঃ স্থিতম্।
প্রজ্বাল্য সহসা বহ্নিং দগ্ধ্বা পঞ্চাত্মকং বপুঃ ॥১১॥
দিব্যদেহধরঃ সাক্ষাৎযযৌ লোকপতেঃ পদম্।
ততো মুনিগণাঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
আজগ্মু রাঘবং দ্রষ্টুং শরভঙ্গনিবেশনম্ ॥১২॥
দৃষ্ট্বা মুনিসমূহং তং জানকীরামলক্ষ্মণাঃ।
প্রণেমুঃ সহসা ভূমৌ মায়ামানুষরূপিণঃ ॥১৩॥
আশীর্ভিরভিনন্দ্যাথ রামং সর্ব্বহৃদিস্থিতম্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে ধনুর্ব্বাণধরং হরিম্ ॥১৪॥

ভূমের্ভারাবতারায় জাতোঽসি ব্রহ্মণার্থিতঃ।
জানীমস্ত্বাং হরিং লক্ষ্মীং জানকীং লক্ষ্মণং তথা ॥
শেষাংশং শঙ্খচক্রে দ্বে ভরতং সানুজং তথা।
অতশ্চাদৌ ঋষীণাং ত্বং দুঃখং মোক্তুমিহার্হসি ॥

আগচ্ছ যামো মুনিসেবিতানি
বনানি সর্ব্বাণি রঘূত্তম! ক্রমাৎ।
দ্রষ্টুং সুমিত্রাসুতজানকীভ্যাং
তদা দয়াস্মৎ সুদৃঢ়া ভবিষ্যতি ॥১৭॥

ইতি বিজ্ঞাপিতো রামঃ কৃতাঞ্জলিপুটৈর্বিভুঃ।
জগাম মুনিভিঃ সার্দ্ধং দ্রষ্টুং মুনিবনানি সঃ ॥১৮॥
দদর্শ তত্র পতিতান্যনেকানি শিরাংসি সঃ।
অস্থিভূতানি সর্ব্বত্র রামো বচনমব্রবীৎ ॥১৯॥

দেহ দগ্ধ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিব—দেবদেব দাশরথি স্বয়ং অবলোকন করুন।৬।৭।৮।৯। আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই, সেই অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিহিত হউন—যাহার বামভাগে মেঘসন্নিহিত বিদ্যুল্লতার ন্যায় জনকনন্দিনী সীতা বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর মহর্ষি শরভঙ্গ সম্মুখস্থিত শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিতে করিতে প্রজ্বলিত চিতানলে দেহ দগ্ধ করিয়া দিব্য দেহ ধারণানন্তর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; এই অবসরে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীরাম দর্শনাভিলাষে শরভঙ্গাশ্রমে আগমন করিলেন। মায়ামনুষ্যরূপী রাম সীতা ও লক্ষ্মণ সকলে সমাগত মহর্ষিমণ্ডল সহসা অবলোকন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ১০।১১।১২।১৩। মহর্ষিগণ সর্ব্বান্তর্যামী ধনুর্ব্বাণধারী হরিকে আশীর্ব্বচন দ্বারা অভিনন্দন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে বৈকুণ্ঠনাথ! ভূভারহরণের নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে আপনি মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং লক্ষ্মী জানকীরূপে—অনন্তদেব লক্ষ্মণরূপে এবং আপনার করকমলস্থিত শঙ্খ ও চক্র ভরত শত্রুঘ্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমরা এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি, অতএব হে ভগবন্! আপনি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের দুঃখমোচন করুন, হে রাম! আপনি সীতা ও সৌমিত্রি সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া মুনি-সেবিত অরণ্য সকল ক্রমশঃ অবলোকন করুন, তাহা হইলে আমাদিগের অবস্থা জানিতে পারিবেন এবং আপনার নৈসর্গিক দয়ার্দ্রহৃদয়ে আমাদিগের প্রতি অবশ্যই দয়ার সঞ্চার হইবে। শ্রীরামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঋষিগণ কর্তৃক এই প্রকার বিজ্ঞাপিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত তপোবন দর্শনার্থ গমন করিলেন।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮। কিয়দ্দূর গমনানন্তর ভূমিপতিত অস্থিময় নরমস্তক অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ, এই সকল অস্থিময় মস্তক কাহাদের—কিজন্যই বা ভূতলে লুণ্ঠিত হইতেছে?

অস্থীনি কেশমেতানি কিমর্থং পতিতানি বৈ।
ভুমুচুর্ম্মুনয়ো রাম! ঋষীণাং মস্তকানি হি ॥২০॥
রাক্ষসৈর্ভক্ষিতানীশ! প্রমত্তানাং সমাধিতঃ।
অন্তরায়ং মুনীনাং তে পশ্যন্তোঽমু চরন্তি হি ॥২১॥
শ্রুত্বা বাক্যং মুনীনাং স ভয়দৈন্যসমন্বিতং।
প্রতিজ্ঞামকরোদ্রামো বধায়াশেষরক্ষসাং ॥২২॥
পূজ্যমানঃ সদা তত্র মুনিভির্বনবাসিভিঃ।
জানক্যা সহিতো রামো লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ ॥২৩॥
উবাস কতিচিত্তত্র বর্ষাণি রঘুনন্দনঃ।
এবং ক্রমেণ সম্পশ্যন্ ঋষীণামাশ্রমান্ বিভুঃ ॥২৪
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমং প্রাগাৎ প্রখ্যাতমৃষিসংকুলম্।
সর্ব্বর্ত্তু গুণসম্পন্নং সর্ব্বকালসুখাবহম্ ॥২৫॥
রামমাগতমাকর্ণ্য সুতীক্ষ্ণ স্বয়মাগতঃ।
অগস্তিশিষ্যো রামস্য মন্ত্রোপাসনতৎপরঃ।
বিধিবৎ পূজয়ামাস ভক্ত্যুৎকণ্ঠিতলোচনঃ ॥২৬॥

সুতীক্ষ্ণ উবাচ।

ত্বন্মন্ত্রজাপ্যহমনন্তগুণাপ্রমেয়!
সীতাপতে! শিববিরিঞ্চিসমাশ্রিতাঙ্ঘ্রে!।
সংসারসিন্ধুতরণামলপোতপাদ!
রামাভিরাম! সততং তব দাসদাসঃ ॥২৭॥
মামদ্য সর্ব্বজগতামবিগোচরস্ত্বং
ত্বন্মায়য়া সুতকলত্রগৃহান্ধকূপে
মগ্নং নিরীক্ষ্য মলমূত্রমলপিণ্ডমোহ-
পাশানুবদ্ধহৃদয়ং স্বয়মাগতোঽসি ॥২৮॥
ত্বং সর্ব্বভূতহৃদয়েষু কৃতালয়োঽপি
ত্বন্মন্ত্রজাপ্যবিমুখেষু তনোসি মায়াং।
ত্বন্মন্ত্রসাধনপরেষ্বপয়াতি মায়া
সেবানুরূপফলদোঽসি যথা মহীপঃ।২৯॥
বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়সংস্থিতিহেতুরেক-
স্ত্বং মায়য়াত্রিগুণয়া বিধিরীশবিষ্ণূ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে রাম! রাক্ষস ভক্ষিত ঋষিগণের মস্তক সকল ভূতলে লক্ষিত হইতেছে, হে দয়াময়! নৃশংস রাক্ষসগণ তপঃ প্রমত্ত ঋষিগণের তপোবিঘ্ন করত এই ঘোরতর অরণ্য মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে, এক্ষণে আপনি এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন। শ্রীরামচন্দ্র ঋষিগণের ভয়দুঃখমিশ্রিত বাক্য শ্রবণানন্তর রাক্ষসকুলের সমূলোচ্ছেদনে প্রতিজ্ঞা করিয়া অরণ্যবাসী তপোধনগণের আগ্রহানুসারে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কতিপয় বর্ষ সেই প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সেইস্থানে কিঞ্চিৎ কাল অতিবাহিত করিয়া সর্ব্বঋতুসুখপ্রদ সুবিখ্যাত মহর্ষিকুলমণ্ডিত সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে গমন করিলেন। রামমন্ত্রোপাসক অগস্ত্যশিষ্য সুতীক্ষ্ণমুনি শ্রীরামের সমাগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং প্রত্যুদ্গমনানন্তর নির্নিমেষচক্ষে শ্রীরামকে পুনঃপুনঃ দর্শন করত ভক্তিযোগে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন।২৫।২৬। হে অনন্ত গুণাশ্রয়! হে অপ্রমেয়! হে সীতাপতে! তোমার পাদপদ্ম যুগল সংসারসাগর তরণে পোত স্বরূপ এবং শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণের আশ্রয়। হে রাম! আমি চিরদিন তোমার মন্ত্র জপ করিতেছি। হে অভিরাম! আমি তোমার দাসের চিরদাস। হে রাম! আমি তোমারই মায়াপ্রভাবে স্ত্রী পুত্রগৃহাদিস্বরূপ অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি এবং মলমূত্রাদি পরিপূর্ণ অকিঞ্চিৎকর শরীরে সর্ব্বদা আত্মাভি-

বাগীশ ! যো হি ত্বমিথাং বিবিধাকৃতিস্তং
যদ্বদ্রবিঃ সলিলপাত্রগতো হ্যনেকঃ ॥৩০॥
প্রত্যক্ষতোঽদ্য ভবতশ্চরণারবিন্দং
পশ্যামি রাম ! তমসঃ পরতঃ স্থিতস্য
দৃগ্গোচরস্ত্বমসতামবিগোচরোঽপি।
ত্বন্মন্ত্রপূতহৃদয়েষু সদা প্রসন্নঃ ॥৩১॥
পশ্যামি রাম ! তব রূপমরূপিণোঽপি
মায়াবিড়ম্বনকৃতং সুমনুষ্যবেশম্।
কন্দর্পকোটিসুভগং কমনীয়চাপ-
বাণং দয়ার্দ্রহৃদয়ং স্মিতচারুবক্ত্রং ॥৩২।
সীতাসমেতমজিনাম্বরমপ্রধৃষ্যং
সৌমিত্রিণা নিয়তসেবিতপাদপদ্মম্
নীলোৎপলদ্যুতিমনন্তগুণং প্রশান্তং
ভাগ্যোদয়েন নিশং প্রণমামি রামং ॥ ৩৩ ।

জানন্তু রাম ! তব রূপমশেষদেশকালা-
দ্যুপাধিরহিতং ঘনচিৎপ্রকাশং
প্রত্যক্ষতোঽদ্য মম গোচরমেতদেব
রূপং বিভাতু হৃদয়ে ন পরং বিকাঙ্ক্ষে ॥ ৩৪।
ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য রামঃ সস্মিতমব্রবীৎ।
মুনে ! জানামি তে চিত্তং নির্ম্মলং মদুপাসনাৎ ॥
অতোঽহমাগতো দ্রষ্টুং মদৃতে নান্যসাধনম্।
মন্মন্ত্রোপাসকা লোকে মামেব শরণং গতাঃ ॥৩৫॥

মান করিয়া থাকি। হে দয়াময় ! তুমি সর্ব্বজনের অতীন্দ্রিয় পদার্থ, কেবল আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই মায়া মনুষ্যরূপ-ধারণ করিয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছ। হে ভগবন্ ! তুমি সমস্ত ভূতের অন্তঃকরণে জাগরণ করিতেছ, কিন্তু সমগ্র জপ-রহিত ব্যক্তিতে মায়াপ্রকাশ এবং ভক্তপরায়ণ ব্যক্তিতে মায়া সংহার করিয়া থাক, অতএব প্রজারা রাজা হইতে যেরূপ সেবা-সদৃশ ফললাভ করে মনুষ্যেরাও তোমা হইতে তাদৃশ সেবানুরূপ ফললাভ করিয়া থাকে; তুমি একাকীই সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি সংহারের কারণ, কেবল সত্ত্ব রজ তমোগুণময়ী মায়ারূপ উপাধি ভেদে বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব এই ত্রিতয় মূর্ত্তিধারণ করিয়া এই জগতে ভিন্নবৎ প্রকাশ পাইতেছ। হে ঈশ্বর ! মূঢ় চিত্তেরা তোমার বিভিন্ন আকৃতি দেখিয়া ঈশ্বরকে সলিলপাত্রস্থিত রবির ন্যায় অনেকবিধ জ্ঞান করে। হে জগদীশ্বর ! অদ্য তোমার চরণারবিন্দ প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলাম যে, তুমি অসদ্ব্যক্তির দৃষ্টি পথের অগোচর হইলেও তন্মন্ত্র জপদ্বারা যে সকল অসদ্ব্যক্তির হৃদয় পবিত্র হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন আছ। হে পরমাত্মন্ ! আমি বিশেষরূপ অবগত আছি যে, তুমি রূপাদি বিষয় রহিত, কিন্তু অদ্য তোমার ধনুর্ব্বাণধারী অজিনাম্বরশোভিত সহাস্য বদন এবং কোটি-কন্দর্প কমনীয় রূপসম্পন্ন নীলোৎপলদলপ্রভ এবং অনন্ত গুণ-দয়ার্দ্রমূর্ত্তি ও লক্ষ্মণ সেবিত পাদপদ্মযুগল এবং ত্বদীয় বাম-ভাগস্থিত সীতাদেবীকে অবলোকন করিতেছি, অতএব পুরাকৃত নিজ ভাগ্যকেই প্রণাম করি। হে পরমাত্মন্ ! অন্য যোগিরা তোমাকে বাঙ্মনোতীত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ এবং দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বোধ করিয়া তাহাতেই প্রীতি-লাভ করুন, কিন্তু আমার তাহাতে প্রীতি নাই—কেবল দৃশ্য-মান তোমার এই রামরূপ আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজিত হউক। হে প্রভো ! আমি এতদ্ভিন্ন আপনার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।
শ্রীরামচন্দ্র মহর্ষির এই প্রকার স্তববাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন, হে মুনে ! মদুপাসনা দ্বারা তোমার চিত্ত শুদ্ধি হইয়াছে জানিয়া আমি তোমার দর্শনার্থ এস্থানে আসি-য়াছি, রাম ভক্তি ব্যতিরেকে জগতে অন্য সাধন নাই, যাহারা নিরপেক্ষ হইয়া আমার মন্ত্রোপাসনা করে এবং আমারই শরণা-

নিরপেক্ষা নান্যগতাস্তেষাং দৃশ্যোঽহমন্বহম্ ।
স্তোত্রমেতৎপঠেদ্যস্তু ত্বৎকৃতং মৎপ্রিয়ং সদা ॥৩৭
সদ্ভক্তির্মে ভবেত্তস্য জ্ঞানং চ বিমলং ভবেৎ ।
ত্বং মদোপাসনাদেব বিমুক্তোঽসীহ সর্ব্বতঃ । ৩৮ ॥
দেহান্তে মম সাযুজ্যং লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ।
গুরুং তে দ্রষ্টুমিচ্ছামি হ্যগস্ত্যং মুনিনায়কং ।
কিঞ্চিৎ কালং তত্র বস্তুং মনো মে ত্বরয়ত্যলম্ ॥ ৩৯

[illegible]

গত হইয়া অন্য মূর্ত্তির উপাসনা করে না—আমি সতত তাহাদিগের নয়নগোচর থাকি, যে ব্যক্তি আমার প্রীতিজনক ত্বৎকৃতস্তব সর্ব্বদা পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তির আমাতে স্থায়িভক্তি এবং নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হইবে। হে মুনে! তুমি আমার উপাসনা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়াছ, দেহান্তে নিশ্চয় আমার সাযুজ্য লাভ করিবে, যাহা হউক তোমার গুরু মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শন করিতে ইচ্ছা করি এবং তাঁহার নিকটে কিঞ্চিৎ কাল বাস করিব এইরূপ আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

সুতীক্ষ্ণোঽপি তথেত্যাহ শ্বোগমিষ্যসি রাঘব! ।
অহমপ্যাগমিষ্যামি চিরাদৃষ্টো মহামুনিঃ ॥৪০॥
অথ প্রভাতে মুনিনা সমেতো
রামঃ সসীতঃ সহ লক্ষ্মণেন চ ।
আগস্ত্যসম্ভাষণলোলমানসঃ ।
শনৈরগস্ত্যানুজমন্দিরং যযৌ ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে
অরণ্যকাণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সুতীক্ষ্ণ শ্রীরামবাক্যে সম্মত হইয়া কহিলেন—আগামি দিবসে আপনি সেই স্থানে গমন করিবেন আমি বহুদিন গুরু দর্শন করি নাই, অতএব আপনার অনুগমন করিব, অনন্তর পরদিন প্রভাতকালে অগস্ত্য দর্শনোৎসুক শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ ও সুতীক্ষ্ণ সমভিব্যাহারে অগস্ত্যাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । । ৪০ । ৪১ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ রামঃ সুতীক্ষ্ণেন জানক্যা লক্ষ্মণেন চ।
অগস্ত্যস্যানুজস্থানং মধ্যাহ্নে সমপদ্যত ॥১॥
তেন সম্পূজিতঃ সম্যক্ ভুক্ত্বা মূলফলাদিকং।
পরেদ্যুঃ প্রাতরুত্থায় জগ্মুস্তেঽগস্ত্যমণ্ডলম্ ॥২॥
সর্ব্বর্ত্তুফলপুষ্পাঢ্যং নানামৃগগণৈর্যুতং।
পক্ষিসংঘৈশ্চ বিবিধৈর্নাদিতং নন্দনোপমম্ ॥৩॥
ব্রহ্মর্ষিভির্দেবর্ষিভিঃ সেবিতং মুনিমন্দিরৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকমিবাপরম্ ॥৪॥
বহিরেবাশ্রমস্যাথ স্থিত্বা রামোঽব্রবীন্মুনিং।
সুতীক্ষ্ণ গচ্ছ ত্বং শীঘ্রমাগতং মাং নিবেদয় ॥৫॥
অগস্ত্যমুনিবর্য্যায় সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা সুতীক্ষ্ণঃ প্রযযৌ গুরোঃ ॥৬॥
আশ্রমং ত্বরয়া তত্র ঋষিসঙ্ঘসমাবৃতম্।
উপবিষ্টং রামভক্তৈর্ব্বিশেষেণ সমাযুতম্ ॥৭॥
ব্যাখ্যাতরামমন্ত্রার্থং শিষ্যেভ্যশ্চাতিভক্তিতঃ।
দৃষ্ট্বাগস্ত্যং মুনিশ্রেষ্ঠং সুতীক্ষ্ণঃ প্রযযৌ মুনেঃ ॥৮॥
দণ্ডবৎপ্রণিপত্যাহ বিনয়াবনতঃ সুধীঃ।
রামো দাশরথির্ব্রহ্মন্! সীতয়া লক্ষ্মণেন চ।
আগতো দর্শনার্থং তে বহিস্তিষ্ঠতি সাঞ্জলিঃ ॥৯॥

অগস্ত্য উবাচ।

শীঘ্রমানয় ভদ্রন্তে রামং মম হৃদিস্থিতং।
তমেব ধ্যায়মানোঽহং কাঙ্ক্ষমাণোঽত্র সংস্থিতঃ ॥

অনন্তর শ্রীরাম, সীতা লক্ষ্মণ ও সুতীক্ষ্ণের সহিত গমন করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে পথিমধ্যে অগস্ত্যানুজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, অগস্ত্যানুজ মহর্ষি তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা আতিথ্য করিলেন, তাঁহারাও ঐ স্থানে ঐ দিবস বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থানানন্তর প্রস্থান করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমনানন্তর সর্ব্ব প্রকার ফলপুষ্পশোভিত, নানাবিধ মৃগগণ সঙ্কুল, বিবিধ বিহঙ্গম কলনাদপূর্ণ দ্বিতীয় নন্দনকাননোপম এবং দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ সেবিত ব্রহ্মলোক সদৃশ ও চতুর্দ্দিকে মুনি মন্দির দ্বারা সমলঙ্কৃত অগস্ত্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ১। ২। ৩। ৪। শ্রীরামচন্দ্র আশ্রমের বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া সুতীক্ষ্ণ মুনিকে কহিলেন, হে মহর্ষে! তুমি শীঘ্র গমন করিয়া অগস্ত্যের নিকট সীতা লক্ষ্মণের সহিত আমার সমাগম সম্বাদ নিবেদন কর, সুতীক্ষ্ণমুনি শ্রীরামের আজ্ঞা অতিসাদরে শিরোধারণ করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরে অবলোকন করিলেন যে, আসনোপবিষ্ট মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামভক্ত মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শিষ্যগণকে শ্রীরাম মন্ত্রব্যাখ্যা উপদেশ করিতেছেন। অনন্তর সুতীক্ষ্ণমুনি গুরুসন্নিধানে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাতানন্তর বিনয় বচনে কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র, সীতা লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া আপনার দর্শনার্থ বহির্দ্দেশে দণ্ডায়মান আছেন। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। অগস্ত্য রামনাম শ্রবণমাত্র ব্যগ্র হইয়া কহিলেন। হে সুতীক্ষ্ণ, তোমার মঙ্গল হউক—এক্ষণে আমার হৃদয়াধিষ্ঠিত শ্রীরামচন্দ্রকে এই স্থানে আনয়ন কর, যাঁহার দর্শনাভিলাষে ধ্যানাবলম্বন করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিতেছি। অগস্ত্যমুনি সুতীক্ষ্ণকে

ইত্যুক্ত্বা স্বয়মুত্থায় মুনিভিঃ সহিতো দ্রুতং।
অত্যাদরপরয়া ভক্ত্যা গত্বা রামমথাব্রবীৎ ॥১১॥
আগচ্ছ রাম! ভদ্রন্তে দিষ্ট্যা তেঽদ্য সমাগমঃ।
প্রিয়াতিথির্মম প্রাপ্তোঽস্যাদ্য মে সফলং দিনম্ ॥১২
রামোঽপি মুনিমায়ান্তং দৃষ্ট্বা হর্ষসমাকুলঃ।
সীতয়া লক্ষ্মণেনাপি দণ্ডবৎপতিতো ভুবি ॥১৩॥
দ্রুতমুত্থাপ্য মুনিরাট্ রামমালিঙ্গ্য ভক্তিতঃ।
তদ্গাত্রস্পর্শজাহ্লাদস্রবন্নেত্রজলাকুলঃ ॥ ১৪ ॥
গৃহীত্বা করমেকেন করেণ রঘুনন্দনম্।
জগাম স্বাশ্রমং হৃষ্টো মনসা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১৫ ॥
সুখোপবিষ্টং সম্পূজ্য পূজয়া বহুবিস্তরম্।
ভোজয়িত্বা যথান্যায়ং ভোজ্যৈর্বন্যৈরনেকধা ॥১৬।
সুখোপবিষ্টমেকান্তে রামং শশিনিভাননং।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমগস্ত্যো ভগবানৃষিঃ ॥১৭॥
ত্বদাগমনমেবাহং প্রতীক্ষন্ সমবস্থিতঃ।
যদা ক্ষীরসমুদ্রান্তে ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ পুরা ॥ ১৮ ॥
ভূমের্ভারাপনুত্ত্যর্থং রাবণস্য বধায় চ।
তদাদিদর্শনাকাঙ্ক্ষী তব রাম! তপশ্চরন্।
বসামি মুনিভিঃ সার্দ্ধং ত্বামেব পরিচিন্তয়ন্ ॥ ১৯॥
সৃষ্টেঃ প্রাগেক এবাসীর্নির্বিকল্পোঽনুপাধিকঃ।
ত্বদাশ্রয়া ত্বদ্বিষয়া মায়া তে শক্তিরুচ্যতে ॥ ২০ ॥
ত্বামেব নির্গুণং শক্তিরাবৃণোতি যদা তদা।
অব্যাকৃতমিতি প্রাহুর্বেদান্তপরিনিষ্ঠিতাঃ ॥ ২১ ॥
মূলপ্রকৃতিরিত্যেকে প্রাহুর্মায়েতি কেচন।
অবিদ্যা সংসৃতির্বন্ধ ইত্যাদি বহুধোচ্যতে ॥ ২২ ॥

এইরূপ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋষিগণের সহিত শ্রীরাম সমীপে উপস্থিত হইলেন, অনন্তর পরম ভক্তিসহকারে কুশল জিজ্ঞাসানন্তর শ্রীরামকে কহিলেন, হে রাম। আগমন কর, অদ্য আমি বহুভাগ্যে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি, এক্ষণে চিরাভিলষিত অতিথি সৎকার করিয়া দিন সফল করিব। শ্রীরামচন্দ্র সমাগত অগস্ত্য ঋষিকে দর্শন করিয়া সীতা লক্ষ্মণের সহিত ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন, মুনিরাজ অগস্ত্য শ্রীরামকে সত্বর ভূমি হইতে উত্থাপিত করিয়া ভক্তিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং তদঙ্গস্পর্শজনিত আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বারম্বার দৃষ্টিপাত করত নিজহস্তদ্বারা শ্রীরামের কর গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে তাঁহাদিগকে আনয়ন করিলেন।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।

অনন্তর মহর্ষি শ্রীরামকে আসনোপবেশন করাইয়া বহুবিস্তর পূজানন্তর বহুবিধ বন্য ফলমূলাদি দ্বারা যথাযোগ্যভোজন করাইলেন, এবং সীতা লক্ষ্মণকেও সেইরূপ যথাযোগ্য ভোজন করাইয়া শ্রীরামকে নির্জনস্থানে আনয়নপূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। পূর্ণচন্দ্র সদৃশ শ্রীরামচন্দ্র আসনোপবেশন করিলে অগস্ত্যমুনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন।১৬।।১৭। হে ভগবন্! যৎকালে কমলযোনি ভূভারাপনোদনের নিমিত্ত ক্ষীর সমুদ্র তীরে আপনাকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন— তৎকালাবধি আমি তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া অনন্য চিত্তে তপোনুষ্ঠান করত এই অরণ্যমধ্যে মুনিগণের সহিত বাস করিতেছি। হে পরমাত্মন্। সৃষ্টির পূর্ব্বকালে তোমাতে মায়ারূপ উপাধির সম্বন্ধ না থাকায় এই জগৎ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয় নাই, তৎকালে তুমিই গুণাতীত এক মাত্র পদার্থ ছিলে, অন্য পদার্থ কিছুই ছিলনা। সৃষ্টিকালে ত্বদীয় শক্তিরূপ মায়া তোমাকে আবরণ করে, বেদান্তিকেরা ঐ শক্তিকে তদবস্থায় অব্যাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করে,। ১৮।১৯। ২০। ২১। সাংখ্যেরা তাঁহাকে মূল প্রকৃতি বলে, কোন কোন পণ্ডিতেরা অবিদ্যা সংসার ও বন্ধন এইরূপ নানাবিধ সংজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন,

অহঙ্কারো মহত্তত্ত্বসংবৃতস্ত্রিবিধোঽভবৎ ।
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চেতি ভণ্যতে । ২৩।
তামসাৎ সূক্ষ্মতন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতান্যতঃ পরম্ ।
স্থূলানি ক্রমশো রাম ! ক্রমোত্তরগুণানি হ ॥ ২৪ ॥
রাজসানীন্দ্রিয়াণ্যেব সাত্ত্বিকা দেবতা মনঃ ।
তেভ্যোঽভবৎ সূত্ররূপং লিঙ্গং সর্ব্বগতং মহৎ ॥২৫
ততো বিরাট্ সমুৎপন্নঃ স্থূলাদ্ভূতকদম্বকাৎ ।
বিরাজঃ পুরুষাৎ সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ॥২৬॥

মূলপ্রকৃতি হইতে বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের নামান্তর মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়—ঐ অহঙ্কার ত্রিবিধ ; সাত্ত্বিক, রাজস, তামস (অর্থাৎ) মূলপ্রকৃতির সত্ত্ব রজ তমো-গুণ থাকায় তদুৎপন্ন মহত্তত্ত্বেরও ঐ ত্রিবিধ গুণ সংক্রমিত হয় । ক্রমশ মহত্তত্ত্বজন্য অহঙ্কারেও কারণ গুণানুসারে ঐ ত্রিবিধ গুণ উৎপন্ন হয়, তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পাঁচটী সূক্ষ্মতন্মাত্র উৎপন্ন হয়, সূক্ষ্মতন্মাত্র হইতে স্থূল পঞ্চ-ভূত উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ শব্দ হইতে আকাশ ; শব্দ ও স্পর্শ হইতে বায়ু ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপ হইতে তেজ ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস হইতে জল ; শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয় । ২২ । ২৩ । ২৪ । রাজস অহ-ঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—তন্মধ্যে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়—চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়—সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চক্ষুর অধিষ্ঠাতা রবি, শ্রোত্রের দিক্, ত্বগেন্দ্রিয়ের বায়ু, রসনার বরুণ, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অশ্বিনী কুমার, বাক্যেন্দ্রিয়ের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় । সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদিরূপ অহঙ্কারের কার্য্য হইতে সূক্ষ্ম সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ নামক লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হয়, তাহার নামান্তর সূত্র, সেই সূত্র হইতে স্থূল সমষ্টি রূপ বিরাট পুরুষ উৎপন্ন হয়—বিরাট্ পুরুষ হইতে স্থাবর জঙ্গম সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে ;

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাশ্চ কালকর্ম্মক্রমেণ তু ।
ত্বং রজোগুণতো ব্রহ্মা জগতঃ সর্ব্বকারণম্ ॥ ২৭
সত্ত্বাদ্বিষ্ণুস্ত্বমেবাস্য পালকঃ সদ্ভিরুচ্যতে ।
লয়ে রুদ্রস্ত্বমেবাস্য ত্বন্মায়াগুণভেদতঃ ॥ ২৮ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যা বৃত্তয়ো বুদ্ধিজৈর্গুণৈঃ ।
তাসাং বিলক্ষণো রাম ! ত্বং সাক্ষী চিন্ময়োঽব্যয়ঃ ॥
সৃষ্টিলীলাং যদা কর্ত্তুমীহসে রঘুনন্দন ! ।
অঙ্গীকরোষি মায়াং ত্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥৩০ ॥
রাম ! মায়া দ্বিধা ভাতি বিদ্যাবিদ্যেতি তে সদা ।
প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিদ্যাবশবর্ত্তিনঃ ।
নিবৃত্তিমার্গনিরতা বেদান্তার্থবিচারকাঃ ॥ ৩১ ॥

তন্মধ্যে দেবতা তির্য্যগযোনি ও মনুষ্যরূপ জঙ্গম পদার্থ কাল-সহকৃত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে । হে জগ-দীশ্বর ! এই জগতে তুমি ভিন্ন কিছুই নাই, তুমি কখন রজোগুণ রূপ উপাধিযোগে ব্রহ্মা হইয়া জগতের নির্ম্মাণ করিতেছ, কখন সত্ত্ব গুণ যোগে বিষ্ণু হইয়া পালন করিতেছ, প্রলয় কালে তমোগুণময় রুদ্ররূপী হইয়া সমস্ত জগতের সংহার করিতেছ । ২৫ । ২৬ । ২৭ । ২৮ । যৎকালে প্রাণিগণের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাব-লম্বিনী হয় তৎকালে তাহাদিগের জাগ্রদবস্থা, রজোগুণাব-লম্বিনী হইলে স্বপ্নাবস্থা, তমোগুণাবলম্বিনী হইলে তাহাদের সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়া থাকে । হে রাম ! তুমি সাক্ষিস্বরূপ হইয়া তাহাদিগের ঐ সকল অবস্থা অবলোকন করিতেছ, অর্থাৎ তোমার কোন কালে অবস্থান্তর হয়না, যেহেতু তুমি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ । হে রঘুনন্দন ! যৎকালে তোমার জগৎ সৃষ্টিরূপ লীলা করিতে ইচ্ছা হয় তৎকালে মায়া তোমাকে অবলম্বন করে ; হে পরমাত্মন্ ! তুমি নির্গুণ কিন্তু মায়া সম্বন্ধ হইলে সগুণের ন্যায় তোমার প্রকাশ হয় । হে জগদীশ্বর ! তোমার মায়াই সংসার বন্ধন ও মুক্তি

ত্বদ্ভক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিদ্যাময়াঃ স্মৃতাঃ।
অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চ তে।
বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি ॥৩২॥
লোকে ত্বদ্ভক্তিনিরতাস্ত্বন্মন্ত্রোপাসকাশ্চ যে।
বিদ্যা প্রাদুর্ভবেত্তেষাং নেতরেষাং কদাচন ॥ ৩৩
অতস্ত্বদ্ভক্তিসম্পন্না মুক্তা এব ন সংশয়ঃ।
ত্বদ্ভক্ত্যমৃতহীনানাং মোক্ষঃ স্বপ্নেঽপি নো ভবেৎ।
কিং রাম! বহুনোক্তেন সারং কিঞ্চিদ্‌ব্রবীমি তে।
সাধুসঙ্গতিরেবাত্র মোক্ষহেতুরুদাহৃতা ॥ ৩৫ ॥
সাধবঃ সমচিত্তা যে নিস্পৃহা বিগতৈষিণঃ।
দান্তাঃ প্রশান্তাস্ত্বদ্ভক্তা নিবৃত্তাখিলকামনাঃ ॥ ৩৬।
ইষ্টপ্রাপ্তিবিপত্ত্যোশ্চ সমাঃ সঙ্গবিবর্জিতাঃ।
সংন্যস্তাখিলকর্ম্মাণঃ সর্ব্বদা ব্রহ্মতৎপরাঃ ॥ ৩৭ ॥
যমাদিগুণসম্পন্নাঃ সন্তুষ্টা যেন কেনচিৎ।
সৎসঙ্গমো ভবেদ্যর্হি ত্বৎকথা শ্রবণে রতিঃ ॥ ৩৮ ॥
সমুদেতি ততো ভক্তিস্ত্বয়ি রাম। সনাতনে।
ত্বদ্ভক্তাবুপপন্নায়াং বিজ্ঞানং বিপুলং স্ফুটম্ ॥৩৯।
উদেতি মুক্তিমার্গোঽয়মাদ্যশ্চতুরসেবিতঃ।
তস্মাদ্রাঘব! সদ্ভক্তিস্ত্বয়ি মে প্রেমলক্ষণা! ॥ ৪০ ॥
সদা ভূয়াদ্ধরে! সঙ্গস্ত্বদ্ভক্তেষু বিশেষতঃ।
অদ্য মে সফলং জন্ম তব সন্দর্শনাদভূৎ ॥ ৪১ ॥
অদ্য মে ক্রতবঃ সর্ব্বে বভূবুঃ সফলাঃ প্রভো।।
দীর্ঘকালং ময়া তপ্তমনন্যমতিনা তপঃ।
তস্যেহ তপসো রাম! ফলং তব যদর্চ্চনম্ ॥ ৪২ ॥
সদা মে সীতয়া সার্দ্ধং হৃদয়ে বস রাঘব।
গচ্ছতস্তিষ্ঠতো বাঽপি স্মৃতিঃ স্যান্মে সদা ত্বয়ি ॥৪৩
ইতি স্তুত্বা রামনাথমগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ।
দদৌ চাপং মহেন্দ্রেণ রামার্থে স্থাপিতং পুরা॥৪৪

উভয়ের সাধন, যেহেতু মায়া দ্বিবিধ, একের নাম অবিদ্যা—অপরের নাম বিদ্যা। অবিদ্যা বশবর্ত্তী লোকেরা প্রবৃত্তিমার্গে রত হয়, সুতরাং তাহাদের মুক্তি হয়না—ক্রমশঃ সংসার বন্ধন হয়, বিদ্যাবশবর্ত্তী লোকেরা নিবৃত্তি মার্গে রত হইয়া তোমাতে দৃঢ় ভক্তি লাভ করে সুতরাং তাহাদের মোক্ষ হয়, যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক তোমার মন্ত্রোপোসনা করে তাহারাই বিদ্যাবশবর্ত্তী হইয়া থাকে। অতএব ত্বন্মন্ত্রোপাসক ভক্ত দিগের নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে—ত্বদ্ভক্তি শূন্য ব্যক্তি দিগের স্বপ্নেও মুক্তিলাভ হইবে না। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩।৩৪ হে রাম! যাহারা বিপদে সম্পদে সমচিত্ত নিস্পৃহ, তপঃক্লেশ সহিষ্ণু, শান্তিগুণাবলম্বী, এবং তোমার ভক্ত হর্ষ বা বিষাদ সময়ে হৃষ্ট বা বিষণ্ণ নহে এবং সর্ব্বদা নির্জ্জন স্থানে কামনারহিত হইয়া ব্রহ্মচিন্তা করে, যম, নিয়মাসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি রূপ নানা গুণ যুক্তহয়, তাহারাই এই জগতে সাধু, সাধু সঙ্গই মোক্ষের কারণ যেহেতু সৎসঙ্গ হইলে তত্ত্ব কথা শ্রবণে অনুরাগ হয়, অনুরাগ হইলে তোমাতে দৃঢ় ভক্তি, ভক্তি হইলেই বিপুল বিজ্ঞান—বিজ্ঞান হইলে অবশ্যই মুক্তি লাভ হয়, পণ্ডিতেরা এই প্রধান মুক্তিমার্গ সেবা করিয়া থাকেন। হে রাম! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, তোমাতে আমার প্রেম রূপ ভক্তি ও সাধুসঙ্গ হউক। হে দাশরথে! অদ্য তোমার দর্শনে আমার জন্ম ও যাগ যজ্ঞাদি সফল হইয়াছে, দীর্ঘকাল অনন্যচিত্তে যে সকল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি অদ্য ত্বদীয় পূজাকরণ সেই সকল তপস্যার ফল বিবেচনা করিতেছি।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২। যাহা হউক রাম! তোমার নিকট আমি প্রার্থনা করি যে, তুমি সীতাদেবীর সহিত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বাস কর, এবং আমি গমন ও উপবেশন কালে তোমাকে হৃদয়ে স্মরণ করিতে পারি। অগস্ত্যমুনি এই রূপ স্তব করিয়া শ্রীরাম চন্দ্রকে একটী অতুল্য কোদণ্ড অক্ষয়

অক্ষয়ৌ বাণতূণীরৌ খড়্গো রত্নবিভূষিতঃ ॥ ৪৫॥
জহি রাঘব ! ভূভারভূতং রাক্ষসমণ্ডলং ॥ ৪৫ ॥
যদর্থমবতীর্ণোঽসি মায়য়া মনুজাকৃতিঃ।
ইতো যোজনযুগ্মে তু পুণ্যকাননমণ্ডিতঃ ॥ ৪৬ ॥
অস্তি পঞ্চবটীনাম্না আশ্রমো গৌতমীতটে।
নেতব্যস্তত্র তে কালঃ শেষো রঘুকুলোদ্বহ ! ॥৪৭॥
তত্রৈব বহুকার্য্যাণি দেবানাং কুরু সৎপতে ! ॥৪৮॥
শ্রুত্বা তদাগস্ত্যসুভাষিতং বচঃ
স্তোত্রঞ্চ তত্ত্বার্থসমন্বিতং বিভুঃ
মুনিং সমাভাষ্য মুদান্বিতো যযৌ।
প্রদর্শিতং মার্গমশেষবিদ্ধরিঃ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডে উমা-
মহেশ্বর সম্বাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তূণীর বাণ ও রত্নভূষিত খড়্গ প্রদান করিলেন, যাহা শ্রীরামকে দিবার নিমিত্ত সুরপতি পূর্ব্বকালে অগস্ত্যের নিকট স্থাপিত করিয়াছিলেন। অনন্তর অগস্ত্যমুনি কহিলেন হে রাম! আপনি ভূভারহরণের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, এক্ষণে ভূভার-স্বরূপ রাক্ষস বংশ সমূলে উচ্ছিন্ন করুন, এ স্থান হইতে যোজন দ্বয় পরিমিত পথ অতিক্রম করিয়া গৌতমী নদীতটে পঞ্চবটী নামক আশ্রম দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানেই চতুর্দ্দশবর্ষের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করতঃ দেবতাদিগের বহুতর কার্য্য সাধন করুন। শ্রীরাম চন্দ্র অগস্ত্যের বাক্য ও তৎকৃতনদর্থ পূর্ণ-স্তব শ্রবণানন্তর আনন্দ সহকারে মুনিকে সম্ভাষণ করিয়া তৎপ্রদর্শিত পথাবলম্বন পূর্ব্বক পঞ্চবটীমুখে গমন করিলেন। ৪৩। ।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়।

—০—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

মার্গে ব্রজন্দদর্শাথ শৈলশৃঙ্গমিব স্থিতম্।
বৃদ্ধং জটায়ুষং রামঃ কিমেতদিতি বিস্মিতঃ॥ ১॥
ধনুরানয় সৌমিত্রে! রাক্ষসোঽয়ং পুরঃ স্থিতঃ।
ইত্যাহ লক্ষ্মণং রামো হনিষ্যাম্যৃষিভক্ষকম্॥ ২॥
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং গৃধ্ররাট্ ভয়পীড়িতঃ।
বধার্হো২হং ন তে রাম! পিতুস্তেঽহং প্রিয়ঃ সখা॥
জটায়ুর্নাম ভদ্রন্তে গৃধ্রোঽহং প্রিয়কৃত্তব॥ ৪॥
পঞ্চবট্যামহং বৎস্যে তবৈব প্রিয়কাম্যয়া।
মৃগয়ায়াং কদাচিত্তু প্রয়াতে লক্ষ্মণেঽপি চ॥ ৫॥
সীতাজনককন্যা মে রক্ষিতব্যা প্রযত্নতঃ।
শ্রুত্বা তদ্গৃধ্রবচনং রামঃ সস্নেহমব্রবীৎ॥ ৬॥
সাধু গৃধ্র মহারাজ! তথৈব কুরু মে প্রিয়ম্।
অত্রৈব মে সমীপস্থো নাতিদূরে বনে বসন্॥ ৭॥
ইত্যামন্ত্রিতমালিঙ্গ্য যযৌ পঞ্চবটীং প্রভুঃ।
লক্ষ্মণেন সহ ভ্রাত্রা সীতয়া রঘুনন্দনঃ॥ ৮॥
গত্বা তে গৌতমীতীরং পঞ্চবট্যাং সুবিস্তরম্।
মন্দিরং কারয়ামাস লক্ষ্মণেন সুবুদ্ধিনা॥ ৯॥

সূত কহিলেন—তদনন্তর রাম গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে পর্ব্বত শৃঙ্গ সদৃশ বৃদ্ধ জটায়ুকে সন্দর্শন করিয়া অতি বিস্ময় সহকারে লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে সৌমিত্রে! দেখ দেখ আমাদিগের পুরোভাগে একটা রাক্ষস রহিয়াছে, অতএব শীঘ্র ধনুরানয়ন কর আমি ঐ ঋষিভক্ষককে বিনাশ করিব। শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া গৃধ্ররাজ ভয়ব্যাকুলিত হইয়া কহিলেন, হে শ্রীরাম! আমি তোমার পিতার পরম বন্ধু জটায়ু নামক পক্ষী—তোমার হিতকারী, অতএব তোমার অবধ্য। তোমারই হিত কামনোদ্দেশে পঞ্চবটী বনে বাস করিতেছি, দেখ কোন দিন লক্ষ্মণদেব মৃগয়ায় গমন করিলে আমি জনক নন্দিনী জানকীকে পরম যত্নের সহিত রক্ষা করিব। রামচন্দ্র গৃধ্রের এই বাক্য শুনিয়া সস্নেহে কহিলেন হে গৃধ্ররাজ! তুমি সাধু, তবে এই বনের অনতি দূরে থাকিয়া আমার প্রিয় কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন কর। এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া রঘুনন্দন রাম তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে পঞ্চবটী গমন করিলেন। তাঁহারা গোদাবরী তীরে আগমন করিলে রাম ধীশক্তি সম্পন্ন লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক পঞ্চবটী বনে প্রশস্ত বাস গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। তাঁহারা সেই কদম্ব পনস চূত প্রভৃতি পাদপ সমাযুক্ত, লোকোপদ্রব ও রোগ বিরহিত গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। শ্রীরাম জনকাত্মজা জানকীর আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ লক্ষ্মণের সহিত দেব লোক ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের সেবার জন্য প্রতিদিন কন্দ-মূল ও ফলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করতঃ নিত্য নিত্য রাত্রি জাগরণ করিতেন। তাঁহারা তিন জনে গোদাবরীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন

তত্র তে ন্যবসন্ সর্ব্বে গঙ্গায়া উত্তরে তটে।
কদম্বপনসাম্রাদিকলবৃক্ষসমাকুলে ॥ ১০ ॥
বিবিক্তে জনসম্বাধবর্জ্জিতে নীরুজস্থলে।
বিনোদয়ন্ জনকজাং লক্ষ্মণেন বিপশ্চিতা ॥ ১১ ॥
অধ্যুবাস সুখং রামো দেবলোক ইবামরঃ।
কন্দমূলফলাদীনি লক্ষ্মণোঽহমুদিনং তয়োঃ ॥ ১২ ॥
আনীয় প্রদদৌ রামসেবাতৎপরমানসঃ।
ধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং রাত্রৌ জাগর্ত্তি সর্ব্বতঃ ॥ ১৩ ॥
স্নানং কুর্ব্বন্ত্যনুদিনং ত্রয়স্তে গৌতমীজলে।
উভয়োর্ম্মধ্যগা সীতা কুরুতে চ গমাগমৌ ॥ ১৪ ॥
আনীয় সলিলং নিত্যং লক্ষ্মণঃ প্রীতমানসঃ।
সেবতেঽহরহঃ প্রীত্যা এবমাসন্ সুখং ত্রয়ঃ ॥ ১৫
একদা লক্ষ্মণো রামমেকান্তে সমুপস্থিতম্।
বিনয়াবনতো ভূত্বা পপ্রচ্ছ পরমেশ্বরম্ ॥ ১৬ ॥
ভগবন্! শ্রোতুমিচ্ছামি মোক্ষস্যৈকান্তিকীং গতিম্
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ! সংক্ষেপাদ্বক্তু মর্হসি? ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং ভক্তিবৈরাগ্যবৃংহিতম্।
আচক্ষ্ব মে রঘুশ্রেষ্ঠ! বক্তা নান্যোঽস্তি ভূতলে ॥ ১৮

শ্রীরাম উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি তে বৎস! গুহ্যাদ্গুহ্যতরং পরম্।
যদ্বিজ্ঞায় নরো জহ্যাৎ সদ্যো বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥
আদৌ মায়াস্বরূপং তে বক্ষ্যামি তদনন্তরম্।
জ্ঞানস্য সাধনং পশ্চাৎ জ্ঞানং বিজ্ঞানসংযুতম্ ॥ ২০
জ্ঞেয়ং চ পরমাত্মানং যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভয়াৎ।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু যা ভবেৎ ॥ ২১ ॥
সৈব মায়া তয়ৈবাসৌ সংসারঃ পরিকল্প্যতে ॥ ২২ ॥
রূপে দ্বে নিশ্চিতে পূর্ব্বং মায়ায়াঃ কুলনন্দন! ॥ ২৩

পূর্ব্বক স্নান করিতেন, এবং রাম ও লক্ষ্মণের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সীতা গমনাগমন করিতেন। লক্ষ্মণ প্রীতান্তঃকরণে গোতমী নদী হইতে জলানয়ন করিয়া শ্রীরাম ও সীতার সর্ব্বদা সেবা করিতেন। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫।

একদিন বিশ্বপতি রাম একাকী উপবেশন করিয়া আছেন ইত্যবসরে লক্ষ্মণ সবিনয় প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভগবন্! আপনি ভিন্ন ভূমণ্ডলে আর কেহই বক্তা নাই, অতএব আমি আপনার নিকট মোক্ষের ঐকান্তিক কারণ শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি—হে কমল লোচন! তাহা কি সংক্ষেপে কহিবেন? হে রঘু কুল শ্রেষ্ঠ! ভক্তি ও বৈরাগ্য দ্বারা পরিবর্দ্ধিত মননাদিরূপ জ্ঞান ও নিদিধ্যাসন জনিত আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ বিজ্ঞান এই দুইটী বিশেষ করিয়া আমাকে বলুন। ১৬। ১৭। ১৮।

শ্রীরাম কহিলেন—হে বৎস! যাহা অবগত হইলে লোক মাত্রই বৈকল্পিক ভ্রম (অর্থাৎ অলীক জগতের সত্য স্বরূপে প্রতীতি) হইতে সদ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহার নিগূঢ় বিষয় বর্ণনা করিব শ্রবণ কর। হে লক্ষ্মণ! অগ্রে মায়া স্বরূপ কহিব—তাহার পর জ্ঞানের সাধন—তদনন্তর বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞানের বিষয় বর্ণনা করিব—পরিশেষে জ্ঞাতব্য পরমাত্মার কথা বলিব—হে লক্ষ্মণ! ঐ সমস্ত অবগত হইলে সংসার ভয়ের লেশমাত্র থাকে না। শরীর প্রভৃতি সমুদয় পদার্থ আমার নহে, কিন্তু ঐ সকল আমার বলিয়া প্রতীতি হওয়ার নাম মায়া এবং উহা দ্বারাই সংসার পরিকল্পিত হইয়া থাকে; হে কুলনন্দন! ঐ মায়ার আদি দুই রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—বিক্ষেপ শক্তি ও আবরণ শক্তি, ইহার মধ্যে প্রথমটী মহত্ত্বাদি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে বিশ্বকে প্রকাশ করে, এবং অপরটী অখিল জ্ঞান আবরণ করিয়া অবস্থিতি করে। হে লক্ষ্মণ! চৈতন্য অপ্রকাশিত থাকিলে মনুষ্যেরা বিক্ষেপ শক্তি কল্পিত জগতকে সত্য বলিয়া প্রত্যয় করে। ভ্রান্তি বশতঃ রজ্জুতে

বিক্ষেপাবরণে তত্র প্রথমং কল্পয়েজ্জগৎ।
লিঙ্গাদ্যা ব্রহ্মপর্য্যন্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ ॥ ২৪ ॥
অপরং ত্বখিলং জ্ঞানং রূপমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
মায়য়া কল্পিতং বিশ্বং পরমাত্মনি কেবলে ॥ ২৫ ॥
রজ্জৌ ভুজঙ্গবদ্ভ্রান্ত্যা বিচারে নাস্তি কিঞ্চন।
শ্রূয়তে দৃশ্যতে যদ্যৎ স্মর্য্যতে বা নরৈঃ সদা॥ ২৬
অসদেব হি তৎসর্ব্বং যথা স্বপ্নমনোরথৌ।
দেহ এব হি সংসারবৃক্ষমূলং দৃঢ়ং স্মৃতম্ ॥ ২৬ ॥
তন্মূলঃ পুত্রদারাদিবন্ধঃ কিস্ত্যেহন্যথাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥
দেহস্তু স্থূলভূতানাং পঞ্চতন্মাত্রপঞ্চকম্।
অহঙ্কারশ্চ বুদ্ধিশ্চ ইন্দ্রিয়াণি তথা দশ ॥ ২৮ ॥
চিদাভাসো মনশ্চৈব মূলপ্রকৃতিরেব চ।
এতৎক্ষেত্রমিতি জ্ঞেয়ং দেহ ইত্যভিধীয়তে ॥ ২৯ ॥

এতৈর্বিলক্ষণো জীবঃ পরমাত্মা নিরাময়ঃ।
তস্য জীবস্য বিজ্ঞানে সাধনান্যপি মে শৃণু ॥ ৩০ ॥
জীবশ্চ পরমাত্মা চ পর্য্যায়ো নাত্র ভেদধীঃ।
মানাভাবস্তথাদম্ভহিংসাদিপরিবর্জ্জনম্ ॥ ৩১ ॥
পরাক্ষেপাদিসহনং সর্ব্বত্রাবক্রতা তথা।
মনোবাক্কায়সদ্ভক্ত্যা সদ্গুরোঃ পরিসেবনম্ ॥ ৩২ ॥
বাহ্যাভ্যন্তরসংশুদ্ধিঃ স্থিরতা সৎক্রিয়াদিষু।
মনোবাক্কায়দণ্ডশ্চ বিষয়েষু নিরীহতা ॥ ৩৩ ॥
নিরহঙ্কারতা জন্মজরাদ্যালোচনং তথা।
অসক্তিঃ স্নেহশূন্যত্বং পুত্রদারধনাদিষু। ৩৪॥
ইষ্টানিষ্টাগমে নিত্যং চিত্তস্য সমতা তথা।
ময়ি সর্ব্বাত্মকে রামে হ্যনন্যবিষয়া মতিঃ ॥ ৩৫ ॥

যেমন ভুজঙ্গ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অধিষ্ঠান তত্ত্বজ্ঞান বিচার করিলে কিছুই নাই; মনুষ্যেরা যাহা কিছু শ্রবণ করে—দর্শন করে, অথবা স্মরণ করে, সে সমস্তই স্বপ্ন-দৃষ্টবস্তুর ন্যায় মিথ্যা। এই দেহ সংসাররূপ বৃক্ষের দৃঢ় মূল স্বরূপ, এবং তাহাই পুত্র দারাদির উৎপত্তির মূল—অতএব ঐ দেহ না থাকিলে আত্মার কিছুই নাই। অর্থাৎ পুত্রাদির উৎপত্তি হয় না। দেহ দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূল দেহ স্থূলপঞ্চভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আকাশ এই সমস্ত পদার্থময়) সূক্ষ্ম শরীরের নাম লিঙ্গদেহ—ঐ লিঙ্গদেহ সূক্ষ্মভূত (অর্থাৎ রূপরস গন্ধ স্পর্শ শব্দ) এবং অহঙ্কার বুদ্ধি ও পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনোরূপ অন্তরেন্দ্রিয় এই অষ্টাদশ পদার্থের স্বরূপ, ঐ দেহেতে মনুষ্যেরা অহং বুদ্ধি করিয়া থাকে। হে ভ্রাতঃ! মনুষ্যাদি শরীর বিকৃতি (অর্থাৎ জন্য), ঈশ্বর শরীর মূলপ্রকৃতি (অর্থাৎ নিত্য), এই শরীর জড়পদার্থ, এই কারণে পণ্ডিতেরা ইহাকে ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, জীব দেহ হইতে বিভিন্ন, জীব হইতে নিরাময় পরমাত্মার বৈলক্ষণ্য নাই। হে কুলনন্দন! আমি সেই জীবের বিজ্ঞান সাধন কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। মুমুক্ষুব্যক্তিরা জীব হইতে পরমাত্মাকে কখনই ভিন্ন জ্ঞান করিবে না এবং অভিমান দম্ভ হিংসা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। পরকৃত নিন্দা সহন কায়মনোবাক্য দ্বারা ভক্তি দ্বারা সদ্গুরু সেবন ও সর্ব্বপ্রাণির সহিত সরল ব্যবহার করিবে এবং বাহ্য ও আন্তরিক শৌচ অবলম্বন করিবে। পরের অনিষ্ট চিন্তা, পরনিন্দা ও পরকে হস্তাদিদ্বারা প্রহার করিবে না, এবং নিরহঙ্কার হইয়া দেহের জন্ম জরা মরণ আলোচনা করিবে স্নেহশূন্য হইয়া পুত্র দারা ধনাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিবে এবং ইষ্টানিষ্ট সমাগমে চিত্তকে সমভাবে রাখিয়া আমাতে অন্যান্য বিষয়ামক্তি অর্পণ করিবে। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। এবং জনসম্বাধ রহিত বিশুদ্ধস্থানে বাস করিয়া প্রাকৃত জনসমূহের

জনসম্বাধরহিতশুদ্ধদেশনিষেবণম্ ।
প্রাকৃতৈর্জনসঙ্ঘৈশ্চ হ্যরতিঃ সর্ব্বদা ভবেৎ ॥৩৬॥
আত্মজ্ঞানে সদোদ্যোগো বেদান্তার্থাবলোকনম্।
উক্তৈরেতৈর্ভবেজ্জ্ঞানং বিপরীতৈর্বিপর্য্যয়ঃ ॥৩৭॥
বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ ।
চিদাত্মাহং নিত্যশুদ্ধো বুদ্ধ এবেতি নিশ্চয়ম্ ॥৩৮॥
যেন জ্ঞানেন সংবিত্তে তজ্জ্ঞানং নিশ্চিতং চ মে ।
বিজ্ঞানঞ্চ তদৈবৈতৎ সাক্ষাদনুভবেদ্যদা ॥ ৩৯ ॥
আত্মা সর্ব্বত্র পূর্ণঃ স্যাচ্চিদানন্দাত্মকোঽব্যয়ঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতঃ পরিণামাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বপ্রকাশেন দেহাদীন্ ভাসয়ন্ননপাবৃতঃ ।
এক এবাদ্বিতীয়শ্চ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণঃ ॥ ৪১ ॥
অসঙ্গঃ স্বপ্রভো দ্রষ্টা বিজ্ঞানেনাবগম্যতে ।
আচার্য্যশাস্ত্রোপদেশাদৈক্যজ্ঞানং যদা ভবেৎ ॥৪২
আত্মনোর্জীবপরয়োর্মূলাবিদ্যা তদৈব হি ।
লীয়তে কার্য্যকরণৈঃ সহৈব পরমাত্মনি ॥ ৪৩ ॥
সাবস্থা মুক্তিরিত্যুক্তা হ্যুপচারোঽয়মাত্মনি ।
ইদং মোক্ষস্বরূপং তে কথিতং রঘুনন্দন ! ॥ ৪৪ ।
জ্ঞানবিজ্ঞানবৈরাগ্যসহিতং মে পরাত্মনঃ ।
কিং ত্বেতদ্দুর্ল্লভং মন্যে মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাম্ ॥৪৫
চক্ষুষ্মতামপি যথা রাত্রৌ সম্যক্ ন দৃশ্যতে ।
পদং দীপসমেতানাংদৃশ্যতে সম্যগেব হি ॥ ৪৬ ॥
এবং মদ্ভক্তিযুক্তানামাত্মা সম্যক্ প্রকাশতে ।
মদ্ভক্তেঃ কারণং কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি শৃণু তত্ত্বতঃ ॥৪৭॥

সহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনবরত আত্ম তত্ত্বজ্ঞানে উদ্যোগ ও সময়ে সময়ে বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থালোচনা করিবে। হে বৎস ! জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা এইরূপ কার্য্য করিলে অনায়াসে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, ইহার বৈপরীত্যাচরণে বিপরীত ফল লাভ হয় । হে ভ্রাতঃ ! আত্মা, বুদ্ধি, প্রাণ, মন, দেহ, ও অহঙ্কার হইতে অতিরিক্ত চিদাত্মস্বরূপ এবং নিত্য ও শুদ্ধ এই প্রকার নিশ্চয় যে জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ জ্ঞানের নাম জ্ঞান—পরমাত্মা সাক্ষাৎকারের নাম বিজ্ঞান, ঐ বিজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অব্যয় নিরুপাধি এবং সর্ব্বদা সমানাবস্থাপন্ন স্বপ্রকাশ দ্বারা দেহাদি প্রকাশক, সুতরাং স্বয়ং প্রকাশ বিশিষ্ট সঙ্গরহিত অদ্বিতীয় সত্যজ্ঞানস্বরূপ এবং স্বকীয় প্রভা দ্বারা সমস্ত জগতের দ্রষ্টা সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায় ! হে লক্ষ্মণ ! যৎকালে মনুষ্যেরা আচার্য্যশাস্ত্রোপদেশানুসারে জীবাত্মা পরমাত্মা দ্বয়ের অভেদ জ্ঞান করে, তৎকালে তাহাদিগের মূল অবিদ্যা স্থূল ও ইন্দ্রিয়াদিরূপ সূক্ষ্মপদার্থের সহিত পরমাত্মাতে লীন হয়, ঐ অবিদ্যালয়াবস্থাকে মোক্ষাবস্থা বলিয়া পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হে রঘুনন্দন ! তোমাকে এইরূপ জ্ঞান বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য মিশ্রিত মোক্ষপদার্থ কহিলাম। কিন্তু মদ্ভক্তি রহিত ভক্তদিগের এই মোক্ষ অতি দুর্ল্লভ। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। যেরূপ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি রাত্রিকালে সম্যক্ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু দীপসংযোগ হইলে অনায়াসে দেখিতে পায়, তদ্রূপ মদ্ভক্তি যোগ থাকিলে আত্মাকে মনুষ্যেরা অনায়াসে দেখিতে পায়, এইক্ষণে মনুষ্যেরা যে প্রকারে আমাতে ভক্তিলাভ করিতে পারে তাহার কিছু উপায় ব্যক্ত করি শ্রবণ কর ।

যাহারা নিরন্তর মদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ ও আমার ভক্তের সেবা, একাদশীতে উপবাস এবং আমার পর্ব্বদিনে উৎসব করে এবং আমার কথা রামায়ণের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে অনুরক্ত এবং আমার নামকীর্ত্তন ও পূজাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সকল সতত যোগীপুরুষদিগের আমাতে অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিয়া থাকে, ভক্তি জন্মিলে কোন বস্তুর অভাব থাকে না, যেহেতু ভক্তিহইতে জ্ঞান, বিজ্ঞান

মদ্ভক্তসঙ্গো মৎসেবা মদ্ভক্তানাং নিরন্তরম্।
একাদশ্যুপবাসাদি মম পর্ব্বানুমোদনম্ ॥ ৪৮ ॥
মৎকথাশ্রবণে পাঠে ব্যাখ্যানে সর্ব্বদা রতিঃ।
মৎপূজাপরিনিষ্ঠা চ মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ৪৯ ॥
এবং সততযুক্তানাং ভক্তিরব্যভিচারিণী।
ময়ি সঞ্জায়তে নিত্যং ততঃ কিমবশিষ্যতে ॥ ৫০ ॥
অতো মদ্ভক্তিযুক্তস্য জ্ঞানং বিজ্ঞানমেব চ।
বৈরাগ্যং চ ভবেচ্ছীঘ্রং ততো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ।
কথিতং সর্ব্বমেতত্তে তব প্রশ্নানুসারতঃ।
অস্মিন্মনঃ সমাধায় যস্তিষ্ঠেৎ স তু মুক্তিভাক্ ॥ ৫২ ॥
ন বক্তব্যমিদং যত্নাৎ মদ্ভক্তিবিমুখায় হি।
মদ্ভক্তায় প্রদাতব্যমাহূয়াপি প্রযত্নতঃ ॥ ৫৩ ॥
য ইদন্তু পঠেন্নিত্যং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
অজ্ঞানপটলধ্বান্তং বিধূয় পরিমুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥
ভক্তানাং মম যোগিনাং
সুবিমলস্বান্তাতিশান্তাত্মনাং
মৎসেবাভিরতাত্মনাং চ
বিমলজ্ঞানাত্মনাং সর্ব্বদা।
সঙ্গং যঃ কুরুতে সদোদ্যত-
মতিঃ মৎসেবনানন্যধী-
র্মোক্ষস্তস্য করে স্থিতোঽহমনিশং
দৃশ্যো ভবে নান্যথা ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে চতুর্থঃ সর্গঃ।

ও বৈরাগ্য অতিসত্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিজ্ঞানাদি হইলে মুক্তিলাভ হয়। ৪৬। ৪৭। । ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। হে বৎস! তোমার প্রশ্নানুসারে এই সকল গুহ্য বিষয় ব্যক্ত করিলাম। যে ব্যক্তি আমার এই সকল উপদেশবাক্যে মনোনিবেশ করিবে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করিবে। অতএব হে লক্ষ্মণ! তুমি মদ্ভক্তি বিরহিত ব্যক্তিদিগের নিকট আমার এই উপদেশ যত্নপূর্ব্বক ব্যক্ত করিবে এবং আমার ভক্তপুরুষদিগকে আহ্বান করিয়া এই সমস্ত কহিবে। হে ভ্রাতঃ! যে ব্যক্তি মৎকৃত উপদেশ শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে প্রতিদিন পাঠ করে সেই ব্যক্তি অজ্ঞান রূপ অন্ধকার হইতে মুক্ত হয়। ৫২। ৫৩। ৫৪।

যে সকল ব্যক্তি মৎসেবনে অনন্য বুদ্ধি হইয়া মদ্ভক্ত নির্ম্মলান্তঃকরণ শান্তপ্রকৃতি এবং মৎসেবাপরায়ণ পরমজ্ঞানী যোগীগণের সঙ্গ করে, আমি সর্ব্বদা তাহাদিগের দর্শন পথে অবস্থিতি করি; এবং দুর্ল্লভ মুক্তিপদার্থ তাহাদিগের করস্থিত জানিবে। ৫৫।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

—০—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

তস্মিন্ কালে মহারণ্যে রাক্ষসী কামরূপিণী।
বিচচার মহাসত্ত্বা জনস্থাননিবাসিনী॥ ১ ॥
একদা গৌতমীতীরে পঞ্চবট্যাঃ সমীপতঃ।
পদ্মবজ্রাঙ্কুশাঙ্কানি পদানি জগতীপতেঃ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা কামপরীতাত্মা পাদসৌন্দর্য্যমোহিতা।
পশ্যন্তী সা শনৈরায়াদ্রাঘবস্য নিবেশনম্॥৩ ॥
তত্র সা তং রমানাথং সীতয়া সহ সংস্থিতম্।
কন্দর্পসদৃশং রামং দৃষ্ট্বা কামবিমোহিতা॥৪ ॥
রাক্ষসী রাঘবং প্রাহ কস্য? ত্বং কঃ? কিমাশ্রমে?।
যুক্তো জটাবল্কলাদ্যৈঃ সাধ্যং কিন্ত্বেত্র? মে বদ॥৫
অহং শূর্পণখা নাম রাক্ষসী কামরূপিণী।
ভগিনী রাক্ষসেন্দ্রস্য রাবণস্য মহাত্মনঃ॥ ৬ ॥
খরেণ সহিতা ভ্রাত্রা বসাম্যত্রৈব কাননে।
রাজ্ঞা দত্তঞ্চ মে সর্ব্বং মুনিভক্ষা বসাম্যহম্॥ ৭ ॥
ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছামি বদ মে বদতাম্বর!।
তামাহ রামনামাহমযোধ্যাধিপতেঃ সুতঃ॥ ৮ ॥
এষা মে সুন্দরী ভার্য্যা সীতা জনকনন্দিনী।
স তু ভ্রাতা কনীয়ান্ মে লক্ষ্মণোঽতীব সুন্দরঃ॥৯
কিং? কৃত্যন্তে ময়া ব্রূহি কার্য্যং ভুবনসুন্দরি!।
ইতি রামবচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা সাব্রবীদিদম্॥ ১০ ॥

সেই কালে দণ্ডকারণ্যবাসিনী মহাবলপরাক্রান্তা কামরূপিণী এক রাক্ষসী মহারণ্যমধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। একদা ঐ রাক্ষসী পঞ্চবটী সমীপবর্ত্তী গৌতমী নদী তীরে শ্রীরামচন্দ্রের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্নিত চরণচিহ্নসৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কাম মোহিত হইয়া চরণ চিহ্নের অনুসরণ করতঃ শ্রীরাম ভবনে উপস্থিত হইল। অনন্তর রাক্ষসী সীতাদেবীর সহিত একাসনোপবিষ্ট কন্দর্প সদৃশ শ্রীরামকে দর্শন করিয়া কামভাবে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কোন্ ব্যক্তির সন্তান এবং তোমার নাম কি—কি কারণেইবা জটাবল্কল ধারণ করিয়া আশ্রমে বাস করিতেছ? এস্থানে বাস করিবার উদ্দেশ্যই বা কি? এই সকল বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমিসূর্পণখানাম্নীকামরূপিণী রাক্ষসাধিপতি মহাত্মা রাবণের ভগিনী খরনামক অপর ভ্রাতার সহিত এই অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকি। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। এক্ষণে তোমাকে জানিতে ইচ্ছা করি। হে বদতাম্বর! নিজ নাম ও ধাম ব্যক্ত কর। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন হে সুন্দরি! আমি অযোধ্যাপতি রাজা দশরথের পুত্র আমার নাম রাম—এই পরমাসুন্দরী জনকনন্দিনী সীতা আমার ভার্য্যা এবং আমা অপেক্ষা অতি সুন্দর লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনি ও এস্থানে আছেন—হে ত্রিভুবন মোহিনি! আমা দ্বারা তোমার কি কার্য্য সাধনে ইচ্ছা আছে তাহা ব্যক্ত কর। কামার্ত্তা রাক্ষসী শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—হে রাম! আগমন করিয়া আমার সহিত গিরিকানন মধ্যে রমণ কর—হে কমললোচন! আমি এক্ষণে অতি কামার্ত্তা হইয়াছি

এহি রাম ! ময়া সার্দ্ধং রমস্ব গিরিকাননে।
কামার্ত্তাহং ন শক্নোমি ত্যক্তুং ত্বাং কমলেক্ষণম্।১১
রামঃ সীতাং কটাক্ষেণ পশ্যন্ সস্মিতমব্রবীৎ।
ভার্য্যা মমৈষা কল্যাণী বিদ্যতে হ্যনপায়িনী॥ ১২
ত্বং তু সাপত্ন্যদুঃখেন কথং স্থাস্যসি সুন্দরি !।
বহিরাস্তে মম ভ্রাতা লক্ষ্মণোহতীব সুন্দরঃ॥ ১৩॥
তবানুরূপো ভবিতা পতিস্তেনৈব সঞ্চর।
ইত্যুক্তা লক্ষ্মণং প্রাহ পতির্ম্মে ভব সুন্দর !॥১৪॥
ভ্রাতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য সঙ্গচ্ছাবোহদ্য মা চিরম্।
ইত্যাহ রাক্ষসী ঘোরা লক্ষ্মণং কামমোহিতা॥১৫॥
তামাহ লক্ষ্মণঃ সাধ্বি ! দাসোহহং তস্য ধীমতঃ !।
দাসী ভবিষ্যসি ত্বন্তু ততো দুঃখতরং নু কিম ?॥১৬॥
তমেব গচ্ছ ভদ্রং তে স তু রাজাধিলেশ্বরঃ।
তচ্ছ্রুত্বা পুনরপ্যাগাদ্রাঘবং দুষ্টমানসা॥ ১৭॥
ক্রোধাদ্রাম ! কিমর্থং মাং ভ্রাময়স্যনবস্থিতঃ।
ইদানীমেব তাং সীতাং ভক্ষয়ামি তবাগ্রতঃ॥ ১৮॥
ইত্যুক্ত্বা বিকটাকারা জানকীমনুধাবতী।
ততো রামাজ্ঞয়া খড়্গমাদায় পরিগৃহ্যতাম্॥ ১৯।
চিচ্ছেদ নাসাং কর্ণৌ চ লক্ষ্মণো লঘুবিক্রমঃ।
ততো ঘোরধ্বনিং কৃত্বা রুধিরাক্তবপুর্দ্রুতম্॥ ২০॥
ক্রন্দমানা পপাতাগ্রে খরস্য পরুষাক্ষরা।
কিমেতদিতি তামাহ খরঃ খরতরাক্ষরঃ॥ ২১॥

অতএব তোমাকে কোন রূপে ত্যাগ করিতে পারিনা। ৮। ৯। ১০। ১১। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সীতার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্য বদনে রাক্ষসীকে কহিলেন—হে সুন্দরি ! আমার এই কল্যানি ভার্য্যা বিদ্যমান আছে ইহাকে কোন ক্রমে ত্যাগ করা উচিত নহে, তুমি আমাকে পতিভাবে স্বীকার করিয়া যাবজ্জীবন সাপত্ন্য দুঃখেকি জন্য পীড়িতা হইবে ? এক্ষণে তোমাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর—আমার ভ্রাতা পরম সুন্দর লক্ষ্মণ বহির্দ্দেশে আছেন তিনিই তোমার অনুরূপ পতি হইবেন তাহার সহিত এই কানন মধ্যে সঞ্চরন কর। রাক্ষসী শ্রীরামের বাক্যশ্রবণানন্তর বহির্দ্দেশে গমন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে সুন্দর ! তুমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুমত্যানুসারে আমার পতি হও, এক্ষণে আমরা উভয়ে মিলিত হই বিলম্ব করিওনা। লক্ষ্মণ রাক্ষসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—হে সাধ্বি ! আমি শ্রীরামচন্দ্রের দাস তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিলে তাঁহার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা অপেক্ষা দুঃখতর আর কি আছে ?—হে ভদ্রে ! তুমি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন কর, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অতএব তদ্দ্বারা তোমার মঙ্গল হইবে। রাক্ষসী লক্ষ্মণের বাক্যশ্রবণানন্তর শ্রীরামের নিকট আগমন করিয়া ক্রোধ সহকারে কহিল—হে রাম ! তুমি অব্যবস্থিত চিত্তের ন্যায় কি জন্য মিথ্যাবাক্যদ্বারা আমাকে ভ্রমণ করাইতেছ এক্ষণে তোমার অগ্রেই সীতাকে ভক্ষণ করিব। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। অনন্তর রাক্ষসী বিকটাকৃতি ধারণ করিয়া জানকীর প্রতি ধাবিত হইল। অমিত পরাক্রম লক্ষ্মণ শ্রীরামের আজ্ঞানুসারে রাক্ষসীকে গ্রহণ করিয়া শাণিত খড়্গদ্বারা তাহার নাসিকা ও কর্ণযুগল ছেদন করিলেন। অনন্তর রুধিরার্দ্র দেহা রাক্ষসী ঘোরতর ধ্বনিসহকারে ক্রন্দন ও খরের প্রতি কঠোরবাক্যোচ্চারণ করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিল। অনন্তর খরতর বাদী খর কহিল, একি কোন ব্যক্তি মৃত্যু মুখে প্রবেশ কামনা করিয়া তোমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে তুমি তাহার নাম ব্যক্ত কর ? যদ্যপি সে ব্যক্তি কালসদৃশ পরাক্রমশালী হয়, তাহা হইলেও ক্ষণকালমধ্যে তাহাকে বধ করিব। ১৯। ২০।

কেনৈবং কারিতাসি ত্বং মৃত্যোর্বক্ত্রানুবর্ত্তিনা ।
বদ মে তং বধিষ্যামি কালকল্পমপি ক্ষণাৎ ॥ ২২ ॥
তমাহ রাক্ষসী রামঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ ।
দণ্ডকং নির্ভয়ং কুর্ব্বন্নাস্তে গোদাবরীতটে ॥ ২৩ ॥
মামেবং কৃতবাংস্তস্য ভ্রাতা তেনৈব চোদিতঃ ।
যদি ত্বং কুলজাতোঽসি বীরোঽসি ? জহি তৌ রিপূ
তয়োস্তু রুধিরং পাস্যে ভক্ষয়ে তৌ সুদুর্মদৌ ।
নোচেৎপ্রাণান্ পরিত্যজ্য যাস্যামি যমসাদনম্ ॥২৫
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতং প্রাগাৎ খরঃ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতঃ ।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রক্ষসাং ভীমকর্ম্মণাম্ ॥ ২৬ ॥
চোদয়ামাস রামস্য সমীপং বধকাঙ্ক্ষয়া ।
খরশ্চ ত্রিশিরাশ্চৈব দূষণশ্চৈব রাক্ষসঃ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বে রামং যযুঃ শীঘ্রং নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ ।
শ্রুত্বা কোলাহলং তেষাং রামঃ সৌমিত্রিমব্রবীৎ ।২৮

শ্রূয়তে বিপুলঃ শব্দো নূনমায়ান্তি রাক্ষসাঃ ।
ভবিষ্যতি মহদ্যুদ্ধং নূনমদ্য ময়া সহ ॥ ২৯ ॥
সীতাং নীত্বা গুহাং গত্বা তত্র তিষ্ঠ মহাবল ! ।
হন্তুমিচ্ছাম্যহং সর্ব্বান্ রাক্ষসান্ ঘোররূপিণঃ ॥ ৩০
অত্র কিঞ্চিন্ন বক্তব্যং শাপিতোঽসি মমোপরি ।
তথেতি সীতামাদায় লক্ষ্মণো গহ্বরং যযৌ ॥ ৩১
রামঃ পরিকরং বদ্ধা ধনুরাদায় নিষ্ঠুরম্ ।
তূণীরাবক্ষয়শরৌ বদ্ধা যত্তোঽভবৎপ্রভুঃ ॥ ৩২॥
তত আগত্য রক্ষাংসি রামস্যোপরি চিক্ষিপুঃ ।
আয়ুধানি বিচিত্রাণি পাষাণান্ পাদপানপি ॥৩৩॥
তানি চিচ্ছেদ রামোঽপি লীলয়া তিলশঃ ক্ষণাৎ ।
ততো বাণসহস্রেণ হত্বা তান্ সর্ব্বরাক্ষসান্ ॥৩৪ ॥
খরং ত্রিশিরসং চৈব দূষণং চৈব রাক্ষসম্ ।
জঘান প্রহরার্দ্ধেন সর্ব্বানেব রঘূত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

। ২১ । ২২ । সূর্পণখা কহিল—রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে নির্ভয় করিয়া গোদাবরী তটে অবস্থান করিতেছে। রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় আমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে। যদি তুমি রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাক ও যথার্থ বীর হও তবে সেই শত্রুদ্বয়কে বিনাশ কর, আমি তাহাদিগের রুধির পানও মাংস ভক্ষণ করিব। আর যদি তাহাদিগকে উপেক্ষা কর, তবে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া যমালয়ের অতিথি হইব । ২৩ । ২৪ । ২৫ । খর শ্রবণানন্তর ক্রোধে অধীর হইয়া বহির্গত হইল ।৹ অনন্তর রামের বিনাশ বাসনায় চতুর্দ্দশসহস্ররাক্ষস সৈন্য প্রেরণ করিয়া দূষণ ও ত্রিশিরার সহিত নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বয়ং রামের নিকট গমন করিল। সৈন্যগণের কোলাহল শ্রবণ করিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে লক্ষ্মণ ! ঐ শুন ভীষণ কোলাহল হইতেছে,নিশ্চয় রাক্ষসগণ আগমন করিতেছে। অদ্য আমার সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিবে। হে মহাবল ! তুমি সীতাকে লইয়া পর্ব্বত গুহার মধ্যে অবস্থান কর। আমি ঘোর দর্শন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিব তুমি এ বিষয় কোন আপত্তি করিও না আমার দিব্য। লক্ষ্মণ রামবাক্য স্বীকার করিয়া সীতার সহিত পর্ব্বত গুহায় গমন করিলেন। রামচন্দ্র কঠোর কোদণ্ড ও অক্ষয় শর তূণীর দ্বয় ধারণ করিলেন, ও বদ্ধপরিকর হইয়া যুদ্ধ করিব আশয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসগণ আগমন পূর্ব্বক রামের উপর অস্ত্রশস্ত্র শিলাখণ্ড ও বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র অবলীলাক্রমে ক্ষণ মধ্যে সেই সকল অস্ত্রাদি তিলপ্রমাণে ছেদন করিলেন। এবং প্রহরার্দ্ধমধ্যে খর দূষণ ত্রিশিরা ও সমস্ত রাক্ষস গণকে বিনাশ করিলেন। ২৬ । ২৭ । ২৮ । ২৯ । ৩০ । ৩১ । ৩২ ।

লক্ষ্মণোঽপি গুহামধ্যাৎ সীতামাদায় রাঘবে ।
সমর্প্য রাক্ষসান্ দৃষ্ট্বা হতান্ বিস্ময়মাযযৌ ॥ ৩৬ ॥
সীতা রামং সমালিঙ্গ্য প্রসন্নমুখপঙ্কজা ।
শস্ত্রব্রণানি চাঙ্গেষু মমার্জ্জ জনকাত্মজা ॥ ৩৭ ॥
সাপি দুদ্রাব দৃষ্ট্বা তান্ হতান্ রাক্ষসপুঙ্গবান্ ।
লঙ্কাং গত্বা সভামধ্যে ক্রোশন্তী পাদসন্নিধৌ ॥ ৩৮
রাবণস্য পপাতোর্ব্ব্যাং ভগিনী তস্য রক্ষসঃ ।
দৃষ্ট্বা তাং রাবণঃ প্রাহ ভগিনীং ভয়বিহ্বলাম্ ॥ ৩৯
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ বৎসে ! ত্বং বিরূপকরণং তব ।
কৃতং শক্রেণ বা ভদ্রে ! যমেন বরুণেন বা ॥ ৪০ ॥
কুবেরেণাথ বা ব্রূহি ভস্মীকুর্য্যাং ক্ষণেন তম্ ।
রাক্ষসী তমুবাচেদং ত্বং প্রমত্তো বিমূঢ়ধীঃ ॥ ৪১ ॥

পানাসক্তঃ স্ত্রীবিজিতঃ ষণ্ডঃ সর্ব্বত্র লক্ষ্যসে
চারচক্ষুর্বিহীনস্ত্বং কথং রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৪২ ॥
খরশ্চ নিহতঃ সংখ্যে দূষণস্ত্রিশিরাস্তথা ।
চতুর্দ্দশসহস্রাণি রাক্ষসানাং মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
নিহতানি ক্ষণেনৈব রামেণাসুরশত্রুণা ।
জনস্থানমশেষেণ মুনীনাং নির্ভয়ং কৃতম্ ।
ন জানাসি বিমূঢ়স্ত্বমতএব ময়োচ্যতে ॥ ৪৪ ॥

রাবণ উবাচ ।

কো বা রামঃ কিমর্থং বা কথং তেনাসুরা হতাঃ ।
সম্যক্কথয় মে তেষাং মূলঘাতং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥

শূর্পণখোবাচ ।

জনস্থানাদহং যাতা কদাচিদ্গৌতমীতটে ।
তত্র পঞ্চবটী নাম পুরা মুনিজনাশ্রয়া ॥ ৪৬ ॥

।৩৩।৩৪।৩৫। অনন্তর লক্ষ্মণ গুহামধ্য হইতে সীতাকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট সমর্পণ করিলেন ও নিহত রাক্ষসগণকে অবলোকন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। সীতা প্রসন্ন মুখে রামকে আলিঙ্গন করিয়া রামের শরীরের অস্ত্র ক্ষত দেশে হস্ত মার্জ্জন করিতে লাগিলেন। ৩৬। ৩৭। রাক্ষসগণকে নিহত দেখিয়া রাবণস্বসা শূর্পণখা ভয়ে পলায়ন করিল এবং লঙ্কায়াগমন পূর্ব্বক সভামধ্যে রাবণচরণ সমীপে ভূমিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রাবণ তাহাকে ভয়বিহ্বলা দেখিয়া কহিল হে বৎসে। উঠ, উঠ, তোমার বিরূপতার কারণ কি বল। ইন্দ্র, যম, বরুণ, বা কুবের, কে এ কার্য্য করিয়াছে বল ? আমি তাহাকে ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মাবশেষ করিব।

শূর্পণখা কহিল—তুমি এক্ষণে প্রমত্ত হইয়াছ—তোমার বুদ্ধি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে—কি রূপে রাজ্য রক্ষা করিবে ? হায়, রাক্ষসশত্রু রাম খর, দূষণ, ত্রিশিরা ও চতুর্দ্দশসহস্র সৈন্যগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়াছে। জনস্থানে মুনিগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে, তুমি ইহার কিছুই বিদিত নহ—এইজন্য তোমাকে বিমূঢ় বলিতেছি। ৩৮। ৩৯। ।৪০।৪১। ।৪২।৪৩।৪৪। রাবণ কহিল—রাম কে, কি প্রয়োজনে—কেন রাক্ষসগণকে বিনাশ করিল ? তুমি তাহা সবিস্তরে বল—আমি তাহাকে সমূলে বিনষ্ট করিব ।৪৫।

শূর্পণখা কহিল—আমি একদা জনস্থান হইতে গোদাবরী তীরে গমন করিতেছিলাম। মুনিগণের আবাসস্থান পঞ্চবটী কাননে দেখিলাম প্রফুল্ল রাজীবলোচন ধনুর্ব্বাণধর, জটাবল্কল বিভূষিত, পরম রূপবান্ রাম সেই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ লক্ষ্মণও তাঁহার ন্যায় সুন্দর, তাঁহার ভার্য্যা আয়ত লোচনা—দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী। দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, ভুজঙ্গ লোক, বা মনুষ্যলোকে তাদৃশী সুন্দরী রমণী আমি কখন দেখি নাই, শ্রবণও করি নাই। সে সেই কানন আলোকিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। আমি

তত্রাশ্রমে ময়া দৃষ্টো রামো রাজীবলোচনঃ।
ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমান্ জটাবল্কলমণ্ডিতঃ ॥ ৪৭ ॥
কনীয়াননুজস্তস্য লক্ষ্মণোঽপি তথাবিধঃ।
তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী রূপিণী শ্রীরিবাপরা ॥৪৮॥
দেবগন্ধর্ব্বনাগানাং মনুষ্যাণাং তথাবিধা।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা রাজন্ ! দ্যোতয়ন্তী বনং শুভা॥৪৯
আনেতুমহমুদ্যুক্তা তাং ভার্য্যার্থং তবানঘ !
লক্ষ্মণো নাম তদ্ভ্রাতা চিচ্ছেদ মম নাসিকাম্ ॥৫০
কর্ণৌ চ নোদিতস্তেন রামেন স মহাবলঃ ॥
ততোঽহমতিদুঃখেন রুদন্তী খরমন্বগাম্ ॥ ৫১ ॥
সোঽপি রামং সমাসাদ্য যুদ্ধং রাক্ষসযূথপৈঃ !
ততঃ ক্ষণেন রামেণ তেনৈব বলশালিনা ॥ ৫২ ॥
সর্ব্বে তেন বিনষ্টা বৈ রাক্ষসা ভীমবিক্রমাঃ।
যদি রামো মনঃ কুর্য্যাত্ত্রৈলোক্যং নিমিষার্দ্ধতঃ ॥৫৩
ভস্মীকুর্য্যান্ন সন্দেহ ইতি ভাতি মম প্রভো।।
যদি সা তব ভার্য্যা স্যাৎ সফলং তব জীবিতম্ ॥৫৪॥
অতো যতস্ব রাজেন্দ্র ! যথা তে বল্লভা ভবেৎ।.
সীতা রাজীবপত্রাক্ষী সর্ব্বলোকৈকসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
সাক্ষাদ্রামস্য পুরতঃ স্থাতুং ত্বং ন ক্ষমঃ প্রভো !
মায়য়া মোহয়িত্বা তু প্রাপ্স্যসে তাং রঘূত্তমম্ ॥৫৬॥
শ্রুত্বা তৎ সূক্তবাক্যৈশ্চ দানমানাদিভিস্তথা।
আশ্বাস্য ভগিনীং রাজা প্রবিবেশ স্বকং গৃহম্।
তত্র চিন্তাপরো ভূত্বা নিদ্রাং রাত্রৌ ন লব্ধবান্ ॥৫৭

একেন রামেণ কথং ? মনুষ্য-
মাত্রেণ নষ্টঃ সবলঃ খরো মে।
ভ্রাতা কথং ? মে বলবীর্য্যদর্প-
যুতো বিনষ্টো বত রাঘবেণ ॥ ৫৮ ॥
যদ্বা ন রামো মনুজঃ পরেশো
মাং হন্তুকামঃ সবলং বলৌঘৈঃ।
সম্প্রার্থিতোঽয়ং দ্রুহিণেন পূর্ব্বং
মনুষ্যরূপোঽস্য রঘোঃ কুলেঽভূৎ ? ॥৫৯

সেই কামিনীকে তোমার ভার্য্যা করিব বলিয়া আনিতে উদ্যোগ করিলে রামের কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞায় আমার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়াছে। অনন্তর আমি রোদন করিতে করিতে খরের নিকট গমন করিলাম। খরও রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাম কর্ত্তৃক ক্ষণমধ্যে সেনা ও সেনাপতির সহিত বিনষ্ট হইয়াছে। আমার বোধ হয় রাম ইচ্ছা করিলে নিমিষার্দ্ধে ত্রৈলোক্য ভস্মাবশেষ করিতে পারে সন্দেহ নাই। যদি রামের ভার্য্যা তোমার প্রণয়িণী হয় তবেই তোমার জীবন সফল অতএব হে রাজেন্দ্র ! পদ্মপত্র বিলোচনা, সর্ব্বলোক সুন্দরী সীতা যাহাতে তোমার প্রেয়সী হয় তাহার চেষ্টাকর। তুমি রামের সাক্ষাতে অবস্থান করিতে পারিবে না। মায়াজালে রামকে মোহিত করিয়া জানকী লাভ করিতে পারিবে। রাবণ শ্রবণ করিয়া মধুর বাক্য, সম্মান ও দানদ্বারা শূর্পণখাকে সমাশ্বস্ত করিয়া শয়নাগারে গমন করিল। তথায় কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে করিতে রাত্রিকালে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলনা। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। রাম একাকী সামান্য মনুষ্য হইয়াও আমার ভ্রাতা খরকে কি রূপে সসৈন্যে বিনাশ করিল অথবা রাম মনুষ্য নহেন, আমাকে বিনাশ করিবার জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে রঘুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যদি পরমাত্মা রাম আমাকে বিনাশ

বধ্যো যদি স্যাং? পরমাত্মনাহং
বৈকুণ্ঠরাজ্যং পরিপালয়েঽহম্।
নোচেদিদং রাক্ষসরাজ্যমেব
ভোক্ষ্যে চিরং রামমতো ব্রজামি ॥৭০
ইত্যং বিচিন্ত্যাখিলরাক্ষসেন্দ্রো
রামং বিদিত্বা পরমেশ্বরং হরিম্।
বিরোধবুদ্ধ্যৈব হরিং প্রয়ামি
দ্রুতং ন ভক্ত্যা ভগবান্ প্রসীদেৎ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

করেন তবে চিরকালের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ রাজ্য পরিপালন করিব অর্থাৎ সাযুজ্য রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইব। আর যদি রাম মনুষ্য হয় তবে এই রাক্ষস রাজ্য ভোগ করিব। অতএব বিরোধ বুদ্ধিতেই রামের নিকট গমন করি। রাক্ষসেন্দ্র রাবণ এই রূপ চিন্তাকরিয়া রামকে জগদীশ্বর বলিয়া স্থির করিল। আরও ভাবিল তাঁহার নিকট বিরোধ বুদ্ধিতেই গমন করা উচিত। যেহেতু জগদীশ্বর ভক্তিতে শীঘ্র প্রসন্ন হন না। ৫৮। ৫৯। ৭০। ৭১।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বিচিন্ত্যৈবং নিশায়াং সঃ প্রভাতে রথমাস্থিতঃ।
রাবণো মনসা কার্য্যমেকং নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্ ॥১॥
যযৌ মারীচসদনং পরং পারমুদন্বতঃ।
মারীচস্তত্র মুনিবজ্জটাবল্কলধারকঃ ॥ ২ ॥
ধ্যায়ন্ হৃদি পরাত্মানং নির্গুণং গুণভাবকম্।
সমাধিবিরমেঽপশ্যদ্রাবণং গৃহমাগতম্ ॥ ৩ ॥
তৎসমুত্থায় চালিঙ্গ্য পূজয়িত্বা যথাবিধি।
কৃতাতিথ্যং সুখাসীনং মারীচো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
সমাগমনমেতত্তে রথেনৈকেন রাবণ!।
চিন্তাপর ইবাভাসি হৃদি কার্য্যং বিচিন্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

ব্রূহি মে ন হি গোপ্যঞ্চেৎ করবাণি তব প্রিয়ম্।
ন্যায্যং চেৎ ব্রূহি রাজেন্দ্র! বৃজিনং মাং স্পৃশেন্ন হি

রাবণ উবাচ।

অস্তি রাজা দশরথঃ সাকেতাধিপতিঃ কিল।
রামনামা সুতস্তস্য জ্যেষ্ঠঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ৭ ॥
বিবাসয়ামাস সুতং বনং বনজনপ্রিয়ম্ ॥ ৮ ॥
ভার্য্যয়া সহিতং ভ্রাত্রা লক্ষ্মণেন সমন্বিতং।
স আস্তে বিপিনে ঘোরে পঞ্চবট্যাশ্রমে শুভে।
তস্য ভার্য্যা বিশালাক্ষী সীতা লোকবিমোহিনী ॥৯
রামো নিরপরাধান্মে রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমান্।
খরং চ হত্বা বিপিনে সুখমাস্তেঽতিনির্ভয়ঃ ॥ ১০ ॥

বুদ্ধিমান রাবণ রাত্রি কালে উক্ত রূপ চিন্তা করতঃ "রাম হইতে মৃত্যুই উত্তম" ইহা স্থির করিয়া প্রভাতে রথারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্রের পর পার বর্ত্তী মারীচ নিকেতনে গমন করিল। মারীচ সেই স্থানে মুনির ন্যায় জটা বল্কল ধারণ করিয়া হৃদয়ে নির্গুণ পরমাত্মার ধ্যান করিতে ছিল। ধ্যানানন্তর রাবণকে সমাগত দেখিয়া শীঘ্র গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলিঙ্গন, যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য সৎকার করিল। অনন্তর রাবণ সুখে উপবেশন করিলে মারীচ কহিল "হে রাবণ! আপনি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া আগমন করিয়াছেন ও হৃদয়ে যেন কোন মহৎ কার্য্যের চিন্তা করিতেছেন। গোপনীয় না হইলে তাহা প্রকাশ করুন। যদি ঐ কার্য্য করিলে আমাকে পাপস্পর্শ না করে ও ন্যায় সঙ্গত হয় তবে আমি আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬।

রাবণ কহিল, "অযোধ্যাধিপতি দশরথ নামে রাজা ছিলেন। অমিত পরাক্রম রাম তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাজা রামকে ভার্য্যা ও ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত বনবাসী প্রিয়ধনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, সেই রাম ঘোর পঞ্চবটী বনে আশ্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ভুবন মোহিনী আয়তলোচনা সীতা তাঁহার ভার্য্যা; রাম নিরপরাধে প্রভুত পরাক্রম রাক্ষসগণ ও খরকে বিনাশ পূর্ব্বক নির্ভয় হইয়া সুখে বাস করিতেছেন, আমার ভগিনী শূর্পণখা তাঁহার কোন অপকার করে নাই, তথাপি দুরাত্মা রাম তাহার নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ করিয়া নির্ভয়ে

ভগিন্যা মে শূর্পণখ্যা নির্দোষায়াশ্চ নাসিকাম্।
কর্ণৌ চিচ্ছেদ দুষ্টাত্মা বনে তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ॥ ১১।
অতস্ত্বয়া সহায়েন গত্বা তৎপ্রাণবল্লভাম্।
আনয়িষ্যামি বিপিনে রহিতে রাঘবেণ তাম্॥ ১২
ত্বং তু মায়ামৃগো ভূত্বা হ্যাশ্রমাদপনেষ্যসি।
রামং চ লক্ষ্মণং চৈব তদা সীতাং হরাম্যহম্॥ ১৩
ত্বং তু তাবৎ সহায়ং মে কৃত্বা স্থাস্যসি পূর্ব্ববৎ।
ইত্যেবং ভাষমাণস্তং রাবণং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ॥ ১৪
কেনেদমুপদিষ্টন্তে মূলঘাতকরং বচঃ।
স এব শত্রুর্বধ্যশ্চ যস্ত্বন্নাশং প্রতীক্ষতে॥ ১৫॥
রামস্য পৌরুষং স্মৃত্বা চিত্তমদ্যাপি রাবণ!।
বালোঽপি মাং কৌশিকস্য যজ্ঞসংরক্ষণায় সঃ॥১৬
আগতস্ত্বিষুণৈকেন পাতয়ামাস সাগরে।
যোজনানাং শতং রামস্তদাদিভয়বিহ্বলঃ॥ ১৭॥
স্মৃত্বা স্মৃত্বা তদৈবাহং রামং পশ্যামি সর্ব্বতঃ॥ ১৮
দণ্ডকেঽপি পুনরপ্যহং বনে
পূর্ব্ববৈরমনুচিন্তয়ন্ হৃদি।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গমৃগরূপমেকদা মাদৃশৈ-
র্ব্বহুভিরাবৃতোঽভ্যয়াম্॥ ১৯॥
রাঘবং জনকজাসমন্বিতং
লক্ষ্মণেন সহিতং ত্বরান্বিতঃ।
আগতোঽহমথ হন্তুমুদ্যতো মাং
বিলোক্য শরমেকমক্ষিপৎ॥ ২০॥
তেন বিদ্ধহৃদয়োঽহমুদ্ভ্রমন্
রাক্ষসেন্দ্র! পতিতোঽস্মি সাগরে।
তৎপ্রভৃত্যহমিদং সমাশ্রিতঃ
স্থানমূর্জ্জিতমিদং ভয়ার্দ্দিতঃ॥ ২১॥

অবস্থান করিতেছে।৭। ৮।৯।১০।১১। অতএব তুমি আমার সহায় হইলে আমি গমন করিয়া, যে সময় রাম বনে না থাকিবে সেই সময় তাহার প্রাণবল্লভা সীতাকে হরণ করিয়া আনয়ন করিব। তুমি মায়াময় মৃগ হইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাইলে আমি সীতাকে হরণ করিব। তুমি আমার সাহায্য করিয়া পুর্ব্ববৎ অবস্থান করিবে"। মারীচ রাবণের এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল—"সীতা সুরবর্ণিনী তাঁহাকে হরণ করা উচিত—এই সর্ব্বনাশকর বাক্য কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে? যে ব্যক্তি এইরূপে তোমার বিনাশ কামনা করিতেছে সে তোমার শত্রু, সুতরাং বধার্হ। ।১২।১৩।১৪।১৫। হে রাবণ! আমার চিত্ত অদ্যাপি রামের পুরুষকার স্মরণ করিয়া অতিমাত্র বিকল হইতেছে। রাম বাল্যাবস্থায় বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত তপোবনে গমন করিয়া এক বাণে আমাকে শতযোজন দূর সাগরে পাতিত করিয়াছেন, আমি তদবধি ভয় বিহ্বল হইয়া রামের সেই কার্য্য অনবরত স্মরণ করতঃ চতুর্দ্দিক রাম-ময় দেখিতেছি। ।১৬। ১৭। ১৮। একদা আমি পুর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া পুণর্ব্বার মাদৃশ রাক্ষস গণে বেষ্টিত হইয়া তীক্ষ্ণশৃঙ্গ মৃগ রূপ ধারণ পুর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়াছিলাম। আমি ত্বরান্বিত হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, রাম আমার প্রতি একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি সেই বাণে বিদ্ধ-হৃদয় হইয়া শোণিত বমন করিতে করিতে সাগরে পতিত হইলাম। সেই অবধি আমি ভয়পীড়িতান্তঃকরণে রামের অনাগমন হেতু নির্ভয়ে এই স্থান আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করিতেছি। ভোগসাধন রাজ্য, রত্ন, রমণী, রথ, প্রভৃতির শব্দ শ্রবণ করিলে নিতান্ত ভীত হইয়া রামকেই চিন্তা করি, যে হেতু এই সকল

রামমেব সততং বিভাবয়ে
ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্নরমণীরথাদিকং
শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া
বাহ্যকার্য্যমপি সর্ব্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপে
রামমেব মনসানুচিন্তয়ন্ ॥ ২৩ ॥
স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা
বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ।
তদ্ভবানপি বিমুচ্য চাগ্রহং
রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভো! ॥ ২৪ ॥
রক্ষ রাক্ষসকুলং চিরাগতং
তৎস্মৃতৌ সকলমেব নশ্যতি।
তব হিতং বদতো মম ভাষিতং
পরিগৃহাণ পরাত্মনি রাঘবে ॥ ২৫ ॥
ত্যজ বিরোধমতিং ভজ ভক্তিতঃ
পরমকারুণিকো রঘুনন্দনঃ।
অহমশেষমিদং মুনিবাক্যতো
শ্রুতবমাদিযুগে পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মণার্থিত উবাচ তং হরিঃ।
কিং তবেপ্সিতমহং করবাণি তৎ।
ব্রহ্মণোক্তমরবিন্দলোচন!
ত্বং প্রয়াহি ভুবি মানুষং বপুঃ।
দশরথাত্মজভাবমঞ্জসা
জহি রিপুং দশকন্ধরং হরে! ॥ ২৭ ॥
অতো ন মানুষো রামঃ সাক্ষান্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
মায়ামানুষবেশেন বনং যাতোঽতিনির্ভয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ভূভারহরণার্থায় গচ্ছ তাত! গৃহং সুখম্।
শ্রুত্বা মারীচবচনং রাবণঃ প্রত্যভাষত ॥ ২৯ ॥
পরমাত্মা যদা রামঃ প্রার্থিতো ব্রহ্মণা কিল।
মাং হন্তুং মানুষো ভূত্বা যত্নাদিহ সমাগতঃ ॥৩০ ॥

শব্দ "রাম," শব্দের ন্যায় রকার যুক্ত। "রাম এই স্থানে আসিয়াছেন" এই শঙ্কাতে আমি বাহ্য কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি নিদ্রিত হইলেও রাম আমার নয়ন পথের পথিক হন অমনি বীতনিদ্র হইয়া উপবেশন করি। অতএব আপনিও রাম চন্দ্রের প্রতি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন করুন।১৯।২০।২১।২২।২৩।২৪। আবহমান রাক্ষস কুল-রক্ষা করুন রামের প্রতি আক্রোশ করিবেন না তাহা হইলে সকলই বিনষ্ট হইবে। আমার হিত বাক্য গ্রহণ করুন। রামচন্দ্র পরমাত্মা তাঁহাতে বিরোধ বুদ্ধি করিবেন না, প্রত্যুত ভক্তিভাবে তাঁহাকে ভজনা করুন, তিনি পরম কারুণিক।

আমি মহামুনি নারদ মুখে শুনিয়াছি যে, সত্য যুগে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিলে ভগবান্ হরি কহিলেন "তোমার অভীষ্ট কি বল? আমি তাহা সম্পাদন করিব" ব্রহ্মা কহিলেন "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি মনুষ্য শরীর ধারণ পূর্ব্বক দশরথের পুত্ররূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া শীঘ্র আমাদিগের শত্রু রাবণকে বিনাশ করুন। ২৫। ২৬। ২৭।" অতএব রাম মনুষ্য নহেন সাক্ষাৎ অবিনাশী নারায়ণ—ভূভার হরণ জন্য মায়াদ্বারা মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া নির্ভয় চিত্তে বনে আগমন করিয়াছেন। হে তাত! রামের সহিত বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর"।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল "রাম যদি

করিষ্যত্যচিরাদেব সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরঃ।
অতোঽহং যত্নতঃ সীতামানেষ্যাম্যেব রাঘবাৎ॥৩১
বধে প্রাপ্তে রণে বীর! প্রাপ্স্যামি পরমং পদম্।
যদ্বা রামং রণে হত্বা সীতাং প্রাপ্স্যামি নির্ভয়ঃ॥৩২
অতোত্তিষ্ঠ মহাভাগ! বিচিত্রমৃগরূপধৃক্।
রামং সলক্ষ্মণং শীঘ্রমাশ্রমাদতিদূরতঃ॥৩৩॥
আকৃষ্য গচ্ছ ত্বং শীঘ্রং সুখং তিষ্ঠ যথা পুরা।
অতঃ পরং চেদ্যৎকিঞ্চিদ্ভাষসে মদ্বিভীষণম্॥৩৪॥
হনিষ্যাম্যসিনাঽনেন ত্বামত্রৈব ন সংশয়ঃ।
মারীচস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা স্বাত্মন্যেবানুচিন্তয়ৎ॥৩৫॥
যদি মাং রাঘবো হন্যাত্তদা মুক্তো ভবার্ণবাৎ।
মাং হন্যাদ্যদি চেদ্দুষ্টস্তদা মে নিরয়ো ধ্রুবম্॥৩৬
ইতি নিশ্চিত্য মরণং রামাদুত্থায় বেগতঃ।
অব্রবীদ্রাবণং রাজন্! করোম্যাজ্ঞান্তব প্রভো!॥৩৭
ইত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় গতো রামাশ্রমং প্রতি।
শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যো মৃগোঽভূদ্রৌপ্যবিন্দুকঃ॥৩৮॥
রত্নশৃঙ্গো মণিখুরো নীলরত্নবিলোচনঃ।
বিদ্যুৎপ্রভো বিম্বুধাস্যো বিচচার বনান্তরে॥৩৯॥
রামাশ্রমপদস্যান্তে সীতাদৃষ্টিপথে চরন্॥৪০॥
ক্ষণং চ ধাবত্যবতিষ্ঠতে ক্ষণং
সমীপমাগত্য পুনর্ভয়াবৃতঃ
এবং স মায়ামৃগবেশরূপধৃক্।
চচার সীতাং পরিমোহয়ন্ খলঃ॥৪১॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

পরমাত্মা ঈশ্বর হন ও আমাকে বিনাশ করিতে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুষ্য রূপে সমাগত হইয়া থাকেন, তবে অচিরেই আপনার সঙ্কল্প সত্য করিবেন। অতএব আমি সযত্নে সীতাকে হরণ করিব, পরে রাম সংগ্রামে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইব—অর্থাৎ মুক্ত হইব। অথবা রামকে রণে নিহত করিয়া নির্ভয়ে জানকী লাভ করিব। ।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।অতএব হে মহাভাগ! উঠ, বিচিত্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে আশ্রম হইতে দূরে লইয়া যাও; অনন্তর পূর্ব্ব কালের ন্যায় সুখে অবস্থান কর। ইহার পর যদি আবার ভয়োৎপাদক কোন কথা বল তবে এই অসি দ্বারা এই স্থানেই নিঃসন্দেহ তোমাকে বিনাশ করিব”।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল—“যদি রামচন্দ্র আমাকে বিনাশ করেন তবে এই ভবার্ণব হইতে মুক্ত হইব। আর যদি রাবণ আমাকে বিনাশ করে তাহা হইলে নিশ্চয় আমার নরক হইবে” ৩৩।৩৪।

৩৫।৩৬। এই রূপে রাম হইতে মৃত্যুই উৎকৃষ্ট স্থির করিয়া সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিল “হে রাজন্! আমি আপনার আজ্ঞা সম্পাদন করিব” ইহা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক রামাশ্রমে গমন করিল। পরে মারীচ এক আশ্চর্য্য মৃগরূপ ধারণ করিল। ঐ মৃগের বর্ণ সুবর্ণ সদৃশ, গাত্র রৌপ্য ময়—বিন্দুরাজিতে বিরাজিত. শৃঙ্গ রত্নময়, খুর মণিময়, নেত্র নীল রত্নরচিত, তাহার প্রভা বিদ্যুৎ সদৃশ, বদন অতীব সুন্দর। রামের আশ্রমের নিকট সীতার দৃষ্টিপথে মৃগ রূপ ধারী মারীচ কখন ধাবিত হয়, কখন অবস্থান করে, কখন বা নিকটে আসিয়া ভীত হয়, এই রূপে সীতাকে বিমোহিত করিতে লাগিল। ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অথ রামোঽপি তৎসর্ব্বং জ্ঞাত্বা রাবণ চেষ্টিতম্।
উবাচ সীতামেকান্তে শৃণু জানকি! মে বচঃ।
রাবণো ভিক্ষুরূপেণ আগমিষ্যতি তেঽন্তিকম্।
ত্বন্তু ছায়াং ত্বদাকারাং স্থাপয়িত্বোটজে বিশ ॥ ২ ॥
অগ্নাবদৃশ্যরূপেণ বর্ষন্তিষ্ঠ মমাজ্ঞয়া।
রাবণস্য বধান্তে মাং পূর্ব্ববৎপ্রাপ্স্যসে শুভে! ॥ ৩॥
শ্রুত্বা রামোদিতং বাক্যং সাঽপি তত্র তথাঽকরোৎ
মায়াসীতাং বহিঃ স্থাপ্য স্বয়মন্তর্দধেঽনলে ॥ ৪ ॥
মায়াসীতা তদাপশ্যন্মৃগং মায়াবিনির্ম্মিতম্।
হসন্তী রামমভ্যেত্য প্রোবাচ বিনয়ান্বিতা ॥ ৫ ॥

পশ্য রামমৃগং চিত্রং কনকং রত্নভূষিতম্।
বিচিত্রবিন্দুভির্যুক্তং চরন্তমকুতোভয়ম্। ৬ ॥
বদ্ধা দেহি মম ক্রীড়ামৃগো ভবতু সুন্দরঃ!
তথেতি ধনুরাদায় গচ্ছন্ লক্ষ্মণমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
রক্ষ ত্বমতিযত্নেন সীতাং মৎপ্রাণবল্লভাম্।
মায়িনঃ সন্তি বিপিনে রাক্ষসা ঘোরদর্শনাঃ ॥ ৮ ॥
অতোঽত্রাবহিতঃ সাধ্বীং রক্ষ সীতামনিন্দিতাম্।
লক্ষ্মণো রামমাহেদন্দেবায়ং মৃগরূপধৃক্।
মারীচোঽত্র ন সন্দেহ এবংভূতো মৃগঃ কুতঃ ॥ ৯

শ্রীরাম উবাচ।

যদি মারীচ এবায়ং তদা হন্মি ন সংশয়ঃ।
মৃগশ্চেদানয়িষ্যামি সীতাবিশ্রামহেতবে ॥ ১০ ॥

অনন্তর রামও সেই সকল রাবণের চেষ্টা জানিতে পারিয়া সীতাকে নির্জ্জনে কহিলেন, হে জানকি! শ্রবণ কর—রাবণ ভিক্ষুক রূপে তোমার নিকট আগমন করিবে। তুমি নিজ আকার সদৃশীচ্ছায় কুটীর মধ্যে রক্ষা করিয়া অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক আমার আজ্ঞানুসারে এক বর্ষ অদৃশ্য হইয়া বাস কর। আমাকর্ত্তৃক রাবণ নিহত হইলে, পুনর্ব্বার তুমি পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্ত হইবে। ।১।২।৩। জানকী রাম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই করিলেন, মায়া সীতা বাহিরে রক্ষা করিয়া আপনি অনলে অন্তর্হিতা হইলেন, সেই সময় মায়া সীতা একটী মায়া কল্পিত মৃগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রামের নিকট আসিয়া সবিনয়ে কহিলেন। হে রাম! দেখুন কেমন আশ্চর্য্য রত্নবিভূষিত কনকময় মৃগ অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। উহার গাত্রে চিত্র বিচিত্র বিন্দু সকল বিরাজ করিতেছে। আপনি ঐ মৃগটী বদ্ধ করিয়া আমাকে দিন, ঐ সুন্দর মৃগের সহিত আমি ক্রীড়া করিব। রামচন্দ্র তাহাই স্বীকার করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন কালে লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি যত্ন সহকারে আমার প্রাণপ্রিয়া সীতাকে রক্ষা-কর, এই কাননে ঘোর দর্শন মায়াবি রাক্ষস সকল আছে, এজন্য এস্থানে সাবধান হইয়া সাধ্বী অনিন্দিতা সীতাকে রক্ষা কর। লক্ষ্মণ কহিলেন, দেব! যাহা দেখিতেছেন ইহা মৃগ নহে, মৃগরূপ ধারী মারীচ ইহাতে সন্দেহ নাই; রত্নবিভূষিত কনকময় মৃগের সম্ভাবনা কোথা? ।৪।৫।৬।৭।৮।৯।
শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন—এই মৃগ যদি মারীচ হয়, তবে নিঃসংশই ইহাকে বিনাশ করিব, আর যদি প্রকৃত মৃগ হয়, তবে সীতার

গমিষ্যামি মৃগং বদ্ধা হ্যানয়িষ্যামি সত্বরঃ।
ত্বং প্রযত্নেন সন্তিষ্ঠ সীতাসংরক্ষণোদ্যতঃ॥ ১১॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ রামো মায়ামৃগমনুদ্রুতঃ।
মায়া যদাশ্রয়া লোকমোহিনী জগদাকৃতিঃ॥ ১২॥
নির্ব্বিকারশ্চিদাত্মাপি পূর্ণোঽপি মৃগমন্বগাৎ।
ভক্তানুকম্পী ভগবানিতি সত্যং বচো হরিঃ॥ ১৩
কর্ত্তুং সীতাপ্রিয়ার্থায় জানন্নপি মৃগং যযৌ।
অন্যথা পূর্ণকামস্য রামস্য বিদিতাত্মনঃ॥ ১৪॥
মৃগেণ বা স্ত্রিয়া বাপি কিং কার্য্যং পরমাত্মনঃ।
কদাচিদ্দৃশ্যতেঽভ্যাশে ক্ষণং ধাবতি লীয়তে॥১৫॥
দৃশ্যতে চ ততো দূরাদেবং রামমপাহরৎ।
ততো রামোঽপি বিজ্ঞায় রাক্ষসোঽয়মিতি স্ফুটম্
বিব্যাধ শরমাদায় রাক্ষসং মৃগরূপিণম্।
পপাত রুধিরাক্তাস্যো মারীচঃ পূর্ব্বরূপধৃক্॥ ১৭॥
হা হতোঽস্মি মহাবাহো! ত্রাহি লক্ষ্মণ! মাং দ্রুতম্
ইত্যুক্ত্বা রামবদ্বাচা পপাত রুধিরাশনঃ॥ ১৮॥
যন্নামাজ্ঞোঽপি মরণে স্মৃত্বা তৎসাম্যমাপ্নুয়াৎ।
কিমুতাগ্রে হরিং পশ্যন্ তেনৈব নিহতোঽসুরঃ॥১৯
তদ্দেহাদুত্থিতং তেজঃ সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ।
রামমেবাবিশদ্দেবা বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ২০॥
কিং কর্ম্ম কৃত্বা কিং প্রাপ্তঃ পাতকী মুনিহিংসকঃ?।
অথবা রাঘবস্যায়ং মহিমা নাত্র সংশয়ঃ॥ ২১॥
রামবাণেন সংবিদ্ধঃ পূর্ব্বং রামমনুস্মরন্।
ভয়াৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য গৃহবিত্তাদিকং চ যৎ॥ ২২॥

ক্রীড়ার নিমিত্ত আনয়ন করিব। আমি সত্বর গমন পূর্ব্বক মৃগকে বদ্ধ করিয়া আনয়ন করিব, তুমি সযত্নে সীতারক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া অবস্থান কর। রামচন্দ্র ইহা বলিয়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। লোক বিমোহিনী জগৎ রূপে পরিণতা মায়া যাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, সেই নির্ব্বিকার, জ্ঞানময়, পূর্ণব্রহ্ম হরিণের পশ্চাৎ গমন করিলেন, ইহাতে "ভগবান্ হরি যে ভক্তবৎসল" এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে, যেহেতু "ইহা মৃগ নহে মারীচ" জানিয়াও যেন সীতার প্রিয়সাধন জন্যই মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। তাহা না হইলে পূর্ণমনোরথ আত্মতত্ত্ব বিশারদ পরমাত্মা রামচন্দ্রের মৃগে বা স্ত্রীতে কি প্রয়োজন? অনন্তর মায়ামৃগ কখন রামের নিকটে বিচরণ করে, কখন ধাবিত হয়, কখন দৃষ্টিপথের অতীত হয়, কখন বা দূর হইতে লক্ষিত হয়, এই রূপে রাম চন্দ্রকে বহু দূর আকর্ষণ করিল। অনন্তর রামও "এ নিশ্চয় রাক্ষস" জানিয়া শরগ্রহণ পূর্ব্বক মৃগরূপী রাক্ষসকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মারীচ মৃগরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ করিয়া পতিত হইল। ১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫ ১৬।১৭। তাহার মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল; অনন্তর মারীচ শ্রীরামের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে "হা হতোস্মি। হে মহাবাহো লক্ষ্মণ! আমাকে শীঘ্র রক্ষা কর" এই কথা বলিয়া মৃত হইল ১৮। অপণ্ডিত ব্যক্তিও মরণ সময় রামনাম স্মরণ করিলে রামের সাম্য প্রাপ্ত হয়। মারীচ রামচন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার বাণে নিহত হইয়া যে সাজুয্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনন্তর মারীচের দেহ হইতে একটী তেজঃ উত্থিত হইয়া রাম শরীরে প্রবেশ করিল। দেবগণ এইরূপ ব্যাপার দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, মুনিহিংসক পাপী কি কার্য্য করিয়া কি পদ প্রাপ্ত হইল, অথবা রামচন্দ্রের মহিমাই এইরূপ ইহাতে সংশয় নাই। মারীচ পূর্ব্বে রামবাণে বিদ্ধ হইয়া ভয়ে গৃহ বিত্তাদি সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বদা হৃদয়ে রামকে ধ্যান করিতে করিতে বিধূতপাপা হইয়াছিল,

হৃদি রামং সদা ধ্যাত্বা নির্ধূতাশেষকল্মষঃ।
অন্তে রামেণ নিহতঃ পশ্যন্ রামমবাপ সঃ ॥২৩॥
দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকোঽপি বা
ত্যজন্ কলেবরং রামং স্মৃত্বা যাতি পরং পদম্ ॥২৪
ইতি তেঽন্যোন্যমাভাষ্য ততো দেবা দিবং যযুঃ
রামস্তচ্চিন্তয়ামাস ম্রিয়মাণোঽসুরাধমঃ ॥ ২৫ ॥
হা লক্ষ্মণেতি মদ্বাক্যমনুকুর্ব্বন্মমার কিম্ ?।
শ্রুত্বা মদ্বাক্যসদৃশং বাক্যং সীতাঽপি কিং ভবেৎ ?
ইতি চিন্তাপরীতাত্মা রামো দূরান্ন্যবর্ত্তত।
সীতা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা মারীচস্য দুরাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

সুতরাং অন্তিমকালে রাম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া রামরূপ দেখিতে দেখিতে রামের সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউক, রাক্ষস হউক, পাপী হউক, বা ধার্ম্মিক হউক, রাম নাম স্মরণ পূর্ব্বক শরীর ত্যাগ করিলে অবশ্যই মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

দেবগণ এইরূপ পরস্পর কথোপকথন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। রাক্ষসাধম মারীচ মৃত্যুকালে "হা লক্ষ্মণ" এই প্রকার আমার বাক্যের অনুকরণ কেন করিল, জানকী আমার স্বর সদৃশ এইরূপ স্বকরুণ স্বর শ্রবণ করিয়া কতই উদ্বিগ্না হইবেন, রাম এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে সীতা দুরাত্মা মারীচের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীতা ও দুঃখিতা হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র গমন কর? তোমার ভ্রাতা রাক্ষস কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াছেন, তাঁহার "হা লক্ষ্মণ" এই বাক্য শ্রবণ করিতেছ না? লক্ষ্মণ কহিলেন, দেবি! উহা কখনই রামের বাক্য নহে, কোন রাক্ষস ম্রিয়মাণ হইয়া ঐ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে সক্ষম, সেই দেব পূজিত রামচন্দ্র দীন বাক্য কেন বলিবেন? সীতা লক্ষ্মণের

ভীতাতিদুঃখসংবিগ্না লক্ষ্মণং ত্বিদমব্রবীৎ।
গচ্ছ লক্ষ্মণ! বেগেন ভ্রাতা তেঽসুরপীড়িতঃ ॥ ২৮
হা লক্ষ্মণেতি বচনং ভ্রাতুস্তে ন শৃণোষি কিম্?।
তামাহ লক্ষ্মণো দেবি! রামবাক্যং ন তদ্ভবেৎ ॥২৯
যঃ কশ্চিদ্রাক্ষসো দেবি! ম্রিয়মাণোঽব্রবীদ্বচঃ।
রামস্ত্রৈলোক্যমপি যঃ ক্রুদ্ধো নাশয়তি ক্ষণাৎ ॥৩০
স কথং দীনবচনং ভাষতেঽমরপূজিতঃ।
ক্রুদ্ধা লক্ষ্মণমালোক্য সীতা বাষ্পবিলোচনা ॥ ৩১
প্রাহ লক্ষ্মণ! দুর্ব্বুদ্ধে ভ্রাতুর্ব্যসনমিচ্ছসি।
প্রেষিতো ভরতেনৈব রামনাশাভিকাঙ্ক্ষিণা ॥ ৩২ ॥
মাম্নেতুমাগতোঽসি ত্বং রামনাশ উপস্থিতে।
ন প্রাপ্স্যসে ত্বং মামদ্য পশ্য প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্।৩৩
ন জানাতীদৃশং রামো ত্বাং ভার্য্যাহরণোদ্যতম্।
রামাদন্যং নস্পৃশামি ত্বাং বা ভরতমেব বা ৩৪ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহার নয়ন যুগল বাষ্প জলে সমাকীর্ণ হইল—কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে লক্ষ্মণ! তুমি ভ্রাতার বিপৎ কামনা করিতেছ, ভরত রাজ্য লোভে রামের বিনাশ কামনা করিয়া রামকে বনে পাঠাইয়াছে, তুমি কি শ্রীরামের বিনাশানন্তর আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য বনে আসিয়াছ? কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, রাম বিপন্ন হইলে কখনই তুমি আমাকে গ্রহণ করিতে পারিবে না—এই দেখ, এখনি আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩। তুমি যে তাঁহার ভার্য্যাপহারী রাম, ইহা অবগত নহেন। তুমি ইহাও জানিবে যে আমি রাম ভিন্ন তোমাকে বা ভরতকে স্পর্শও করিব না; ইহা কহিয়া স্বীয় বাহুদ্বয় দ্বারা বক্ষস্তাড়ন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ ইহা

ইত্যুক্ত্বা বধ্যমানা সা স্ববাহুভ্যাং রুরোদ হ।
তচ্ছ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ কর্ণৌ পিধায়াতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩৫
মামেবং ভাষসে চণ্ডি! ধিক্ ত্বাং নাশমুপৈষ্যসি।
ইত্যুক্ত্বা বনদেবীভ্যঃ সমর্প্য জনকাত্মজাম্ ॥ ৩৬ ॥
যযৌ দুঃখাতিসংবিগ্নো রামমেব শনৈঃ শনৈঃ।
ততোঽন্তরং সমালোক্য রাবণো ভিক্ষুবেশধৃক্ ॥ ৩৭
সীতা সমীপমগমৎ স্ফুরদ্দণ্ডকমণ্ডলুঃ।
সীতা তমবলোক্যাশু নত্বা সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥ ৩৮॥
কন্দমূলফলাদীনি দত্ত্বা স্বাগতমব্রবীৎ।
মুনে! ভুংক্ষ্ব ফলাদীনি বিশ্রমস্ব যথা সুখম্ ॥ ৩৯ ॥
ইদানীমেব ভর্ত্তা মে হ্যাগমিষ্যতি তে প্রিয়ম্।
করিষ্যতি বিশেষেণ তিষ্ঠ ত্বং যদি রোচতে ॥ ৪০ ॥

ভিক্ষুরুবাচ।

কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি! কো বা ভর্ত্তা তবানঘে!।
কিমর্থমত্র তে বাসো বনে রাক্ষসসেবিতে? ॥ ৪১ ॥
ব্রূহি ভদ্রে ততঃ সর্ব্বং স্ববৃত্তান্তং নিবেদয়।

সীতোবাচ।

অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্।
তস্য জ্যেষ্ঠঃ সুতো রামঃ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতঃ ॥ ৪২ ॥
তস্যাহং ধর্ম্মতঃ পত্নী সীতা জনকনন্দিনী।
তস্য ভ্রাতা কনীয়াংশ্চ লক্ষ্মণো ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥ ৪৩ ॥
পিতুরাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য দণ্ডকে বস্তুমাগতঃ।
চতুর্দ্দশসমাস্ত্বাং তু জ্ঞাতুমিচ্ছামি মে বদ ॥ ৪৪ ॥

ভিক্ষুরুবাচ।

পৌলস্ত্যতনয়োঽহং তু রাবণো রাক্ষসাধিপঃ।
ত্বৎকামপরিতপ্তোঽহং ত্বাং নেতুং পুরমাগতঃ ॥৪৫

শ্রবণ করিয়া হস্ত দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দুঃখিত চিত্তে কহিলেন—হে কোপনে! তুমি আমাকে এইরূপ দুর্ব্বাক্য বলিতেছ তোমাকে ধিক, বোধকরি তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিভ্রংশ কোন অনিষ্ট পাতের হেতু হইবে। এই কথা বলিয়া বন দেবতাগণের নিকট সীতাকে সমর্পণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অল্পে অল্পে রাম সন্নিধানে গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাবণ দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ভিক্ষুবেশে সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতা ভিক্ষুককে সমাগত দেখিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম ও পূজা করিয়া কন্দমূল ফলাদি প্রদানানন্তর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কহিলেন—হে মুনে! আপনি এই ফলাদি ভোজন করিলেন ও যদি ইচ্ছা হয় তবে এই স্থানে সুখে বিশ্রাম করুন, শীঘ্রই আমার স্বামী আগমন পূর্ব্বক আপনার বিশেষ প্রিয় সম্পাদন করিবেন এক্ষণে যদ্যপি আপনার অভিরুচি হয় তবে এই স্থানে অবস্থান করুন।৩৪।।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০। ভিক্ষুক কহিলেন। হে কমল পত্রাক্ষি! তুমি কে? তোমার ভর্ত্তাই বা কে? হে অনঘে! কি জন্য তোমরা এই রাক্ষস সঙ্কুল কাননে বাস করিতেছ। হে ভদ্রে! এই সকল আত্ম বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন কর। সীতা কহিলেন। আমি অযোধ্যাধিপতি শ্রীমান্ মহারাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী—জনক রাজ দুহিতা—নাম সীতা, আমার সহিত রামচন্দ্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ পিতার আজ্ঞায় দণ্ডকারণ্যে চতুর্দশ বৎসর বাস করিতে আসিয়াছেন। আপনি কে? জানিতে আমার অতিমাত্র ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনার পরিচয় প্রদান করুন।৪১।৪২।৪৩।৪৪।

ভিক্ষুক কহিলেন। আমি পৌলস্ত্য তনয় রাক্ষসেশ্বর রাবণ—তোমার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে স্বনগরে

মুনিবেশেন রামেণ কিং করিষ্যসি মাং ভজ।
ভুংক্ষ্ব ভোগাময়া সার্দ্ধং ত্যজ দুঃখং বনোদ্ভবম্ ৪৬
শ্রুত্বা তদ্বচনং সীতা ভীতা কিঞ্চিদুবাচ তম্।
যদ্যেবং ভাষসে মাং ত্বং নাশমেষ্যসি রাঘবাৎ ॥৪৭
আগমিষ্যতি রামোঽপি ক্ষণং তিষ্ঠ সহানুজঃ।
মাং কো ধর্ষয়িতুং শক্তো হরের্ভার্য্যাং শশো যথা।
রামবাণৈর্বিভিন্নস্ত্বং পতিষ্যসি মহীতলে।
ইতি সীতাবচঃ শ্রুত্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥৪৯॥
স্বরূপং দর্শয়ামাস মহাপর্ব্বতসন্নিভম্।
দশাস্যং বিংশতিভুজং কালমেঘসমদ্যুতি ॥ ৫০ ॥
তদ্দৃষ্ট্বা বনদেব্যশ্চ ভূতানি চ বিতত্রসুঃ।
ততো বিদার্য্যধরণীং নখৈরুদ্ধৃত্য বাহুভিঃ ॥ ৫১ ॥

তোলয়িত্বা রথে ক্ষিপ্ত্বা যযৌ ক্ষিপ্রং বিহায়সা।
হা রাম! হা লক্ষ্মণেতি রুদন্তী জনকাত্মজা ॥ ৫২।
ভয়োদ্বিগ্নমনা দীনা পশ্যন্তী ভুবমেব সা।
শ্রুত্বা তৎক্রন্দিতং দীনং সীতায়াঃ পক্ষিসত্তমঃ ॥৫৩
জটায়ুরুত্থিতঃ শীঘ্রং নগাগ্রাত্তীক্ষ্ণতুণ্ডকঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তং প্রাহ কো গচ্ছতি মমাগ্রতঃ ॥৫৪
মুষিত্বা লোকনাথস্য ভার্য্যাং শূন্যাদ্বনালয়াৎ।
শুনকো মন্ত্রপূতং ত্বং পুরোডাশমিবাধ্বরে ॥ ৫৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা তীক্ষ্ণতুণ্ডেন চূর্ণয়ামাস তদ্রথম্!।
বাহান্ বিভেদ পাদাভ্যাং চূর্ণয়ামাস তদ্ধনুঃ ॥ ৫৬ ॥
ততঃ সীতাং পরিত্যজ্য রাবণঃ খড়্গমাদদে।
চিচ্ছেদ পক্ষৌ সামর্ষঃ পক্ষিরাজস্য ধীমতঃ ॥ ৫৭।

লইবার জন্য আসিয়াছি। মুনিবেশধারী রাম তোমার কি করিবে? তুমি আমাকে ভজনা করিয়া আমার সহিত সুখ ভোগ কর। বনবাস নিতান্ত ক্লেশকর অতএব তাহা পরিত্যাগ কর। সীতা ভিক্ষুর বাক্য শুনিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন এবং কহিলেন তুমি যখন আমাকে এইরূপ কুবাক্য কহিতেছ তখন রাম তোমাকে অবশ্যই বিনাশ করিবেন। তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, রাম লক্ষ্মণের সহিত সত্বর আগমন করিবেন। তুমি মনে করিও না যে আমার প্রতি বল প্রকাশ করিবে। সিংহের ভার্য্যার প্রতি সামান্য পশু কখনই অত্যাচার করিতে সক্ষম হয় না। তুমি রাম বাণে বিভিন্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইবে। রাবণ সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইল, এবং শৈলসদৃশ সমুন্নত দশ বদন ও বিংশতি বাহু শোভিত কালমেঘ সদৃশ কান্তিযুক্ত স্বীয় দেহ সীতাকে দেখাইল ।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮। ৪৯। ৫০। রাবণের সেই করাল মূর্ত্তি দেখিয়া বন দেবতা ও বনস্থ প্রাণি সকল সন্ত্রস্ত হইল। ভয়ানক মূর্ত্তি রাবণ নখ দ্বারা ধরণী বিদীর্ণ করিয়া (সীতা ভূমিতে থাকিলে কাহার সাধ্য যে তাঁহাকে উত্তোলন করে।) সীতাকে বাহু দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক রথে নিক্ষেপ করিয়া শীঘ্র গগনমার্গে গমন করিতে আরম্ভ করিল। জনক কুমারী সীতা ভয়ে একান্ত অধীরা ও দীনা হইয়া পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে হা রাম! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সীতার হৃদয় বিদারক ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত হইতে তীক্ষ্ণতুণ্ড পক্ষীন্দ্র জটায়ু শীঘ্র উপস্থিত হইলেন—অরে পামর! থাক্, থাক্, আমার সম্মুখে শূন্য বন হইতে রামচন্দ্রের ভার্য্যা অপহরণ করিয়া কে গমন করিতে পারে? কুক্কুর কি কখন মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় পুরোডাশ ভোজন করিতে সক্ষম হয়—এই বলিয়া তীক্ষ্ণ চঞ্চু দ্বারা রাবণের রথ চূর্ণ করিল এবং চরণ প্রহারে অশ্ব ও ধনু বিভিন্ন করিয়া দিল। তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক খড়্গ দ্বারা জটায়ুর পক্ষদ্বয় ছেদন

পপাত কিঞ্চিচ্ছেষেণ প্রাণেন ভুবি পক্ষিরাট্।
পুনরন্যরথেনাশু সীতামাদায় রাবণঃ ॥ ৫৮ ॥
ক্রোশন্তী রামরামেতি ত্রাতারং নাধিগচ্ছতী।
হা রাম! হা জগন্নাথ! মাং ন পশ্যসি দুঃখিতাম্?
রক্ষসা নীয়মানাং স্বাং ভার্য্যাং মোচয় রাঘব!।
হা লক্ষ্মণ মহাভাগ! ত্রাহি মামপরাধিনীম্॥ ৬০
বাক্‌শরেণ হতস্ত্বং মে হন্তুমর্হসি দেবর!।
ইত্যেবং ক্রোশমানাং তাং রামাগমনশঙ্কয়া ॥ ৬১ ॥
জগাম বায়ুবেগেন সীতামাদায় সত্বরঃ।
বিহায়সা নীয়মানা সীতা পশ্যদধোমুখী ॥ ৬২ ॥

পর্ব্বতাগ্রস্থিতান্ পঞ্চ বানরান্ বারিজাননা।
উত্তরীয়ার্দ্ধখণ্ডেন বিমুচ্যাভরণাদিকম্ ॥ ৬৩ ॥
বদ্ধা চিক্ষেপ রামায় কথয়ন্ত্বিতি পর্ব্বতে।
ততঃ সমুদ্রমুল্লঙ্ঘ্য লঙ্কাং গত্বা স রাবণঃ ॥ ৬৪ ॥
স্বান্তঃপুরে রহস্যে তামশোকবিপিনেঽক্ষিপৎ।
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতাং মাতৃবুদ্ধ্যানুপালয়ৎ ॥ ৬৫ ॥
কৃশাতিদীনা পরিকর্ম্মবর্জ্জিতা
দুঃখেন শুষ্যদ্বদনাতিবিহ্বলা।
হা রাম! রামেতি বিলপ্যমানা
সীতা স্থিতা রাক্ষসবৃন্দমধ্যে ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

করিয়া দিল। পক্ষীন্দ্র আহত হইয়া পতিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল না। রাবণ সীতাকে লইয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।

সীতা "রাম রাম" বলিয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি কাহাকে রক্ষক দেখিলেন না। হা রাম! হা জগন্নাথ! আমি নিতান্ত দুঃখকর অবস্থায় পতিত হইয়াছি, আপনি কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না; আপনার ভার্য্যাকে রাক্ষস হরণ করিতেছে, শীঘ্র মোচন করুন, হা লক্ষ্মণ মহাভাগ! আমাকে মোচন কর, আমি তোমাকে বাক্-শরে বিদ্ধ করিয়াছি, হে দেবর! তুমি তাহা ক্ষমা কর। সীতা এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। রাবণ শ্রীরামের আগমনাশঙ্কায় সীতাকে গ্রহণ করিয়া অতি সত্বর বায়ুবেগে আকাশ মার্গে গমন করিতে লাগিল। পদ্মমুখী জানকী অধোমুখী হইয়া দেখিলেন একটী পর্ব্বতের অগ্রদেশে পাঁচটী বানর অবস্থান করিতেছে। সীতা অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মোচন করিয়া স্বীয় উত্তরীয়ার্দ্ধে বদ্ধ করিয়া "রামকে আমার বৃত্তান্ত বলিও" এই অভিপ্রায়ে পর্ব্বতোপরি তাহা নিক্ষেপ করিলেন।

অনন্তর রাবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক লঙ্কায় গমন করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরবর্ত্তী নির্জ্জন অশোক কাননে সীতাকে রক্ষা করিল। এবং রাক্ষসীগণকে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়া মাতৃভাবে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিল। সীতা রাক্ষস সমূহ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নিতান্ত কৃশা ও দীন ভাবাপন্না হইলেন। শরীর সংস্কারাদিতে তাঁহার আস্থা ছিলনা। দুঃখে বদন মণ্ডল বিশুষ্ক হইতে লাগিল, ভয়ে বিহ্বলা হইলেন, সর্ব্বদা "হা রাম! হা রাম! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫ ৬৬।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রামো মায়াবিনং হত্বা রাক্ষসং কামরূপিণম্।
প্রতস্থে স্বাশ্রমং গন্তুং ততো দূরাদ্দদর্শ তম্ ॥ ১ ॥
আয়াতং লক্ষ্মণং দীনং মুখেন পরিশুষ্যতা।
রাঘবশ্চিন্তয়ামাস স্বাত্মন্যেব মহামতিঃ ॥ ২ ॥
লক্ষ্মণস্তন্ন জানাতি মায়াসীতাং ময়া কৃতাম্।
জ্ঞাত্বাপ্যেনং বঞ্চয়িত্বা শোচামি প্রাকৃতো যথা ॥ ৩॥
যদ্যহং বিরতো ভূত্বা তূষ্ণীং স্থাস্যামি মন্দিরে।
তদা রাক্ষসকোটীনাং বধোপায়ঃ কথং ভবেৎ ? ॥
যদি শোচামি তাং দুঃখসন্তপ্তঃ কামুকো যথা ?।
তদা ক্রমেণান্বিচন্বন্ সীতাং যাস্যেঽসুরালয়ম্।
রাবণং সকুলং হত্বা সীতামগ্নৌ স্থিতাং পুনঃ ॥ ৫ ॥
ময়ৈব স্থাপিতাং নীত্বা যাতাঽযোধ্যামতন্দ্রিতঃ।
অহং মনুষ্যভাবেন জাতোঽস্মি ব্রহ্মণার্থিতঃ ॥ ৬।
মনুষ্যভাবমাপন্নঃ কিঞ্চিৎকালং বসামি কৌ।
ততো মায়ামনুষ্যস্য চরিতং মেঽনুশৃণ্বতাম্ ॥ ৭ ॥
মুক্তিঃ স্যাদপ্রয়াসেন ভক্তিমার্গানুবর্ত্তিনাম্।
নিশ্চিত্যৈবং তদা দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণং বাক্যমব্রবীৎ ॥৮॥
কিমর্থমাগতোঽসি ত্বং সীতাং ত্যক্ত্বা মম প্রিয়াম্।
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্জনকাত্মজা ॥ ৯ ॥
লক্ষ্মণঃ প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ সীতায়া দুর্ব্বচো রুদন্।
হা ! লক্ষ্মণেতি বচনং রাক্ষসোক্তং শ্রুতং তয়া ॥ ১০ ॥

মহামতি শ্রীরামচন্দ্র কামরূপী মায়াবী রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে মলিন বদন ও দুঃখিতান্তঃকরণ লক্ষ্মণকে দূর হইতে পথিমধ্যে অবলোকন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১।২। আমি মায়া সীতাকে পর্ণশালায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছি তাহাতে রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক প্রকৃত সীতার কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু লক্ষ্মণ এই সকল ঘটনা কিছুই জানেন না। আমি ভূত, ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সকল ঘটনা জানিয়াও লক্ষ্মণের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় প্রবঞ্চনা করিয়া শোক প্রকাশ করি। যদি উপস্থিত সময় সীতার নিমিত্ত শোক প্রকাশ না করিয়া (মৌনী হইয়া) আশ্রমে বাস করি তাহা হইলে আর অন্য কোন্ ছলে কোটি রাক্ষস কুল বিনাশ করিব। ৩।৪। যদি এ সময় হইতে কামুক পুরুষের ন্যায় দুঃখ সন্তপ্ত হইয়া শোক করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে ক্রমশঃ সীতার অনুসন্ধান ছলে রাক্ষসালয়ে গমন করিতে পারিব। লঙ্কায় গমন করিবা মাত্র রাবণকে সবংশে নষ্ট করিয়া আমারই আজ্ঞানুসারে অগ্নি প্রবিষ্টা প্রকৃত সীতাকে পুনর্ব্বার অগ্নি হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রতিগমন করিব। আমি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে মনুষ্য ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব পৃথিবীতে মনুষ্য ভাব প্রকাশ করিয়া কিছু কাল বাস করিব। এই জগতে আমার মনুষ্য চরিত প্রকাশিত হইলে যাহারা ভক্তিমার্গানুসারী হইয়া উহা শ্রবণ করিবে, তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তি লাভ হইবে। শ্রীরামচন্দ্র মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমীপাগত লক্ষ্মণকে কহিলেন। ৫। ৬। ৭। ৮।

হে লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রিয়তমা জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া কি হেতু আগমন করিলে ? হে ভ্রাতঃ ! এতক্ষণে রাক্ষসেরা জনকনন্দিনীকে হরণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ৯। অনন্তর লক্ষ্মণ

ত্বদ্বাক্যসদৃশং শ্রুত্বা মাং গচ্ছেতি ত্বরাব্রবীৎ।
রুদন্তী সা ময়া প্রোক্তা দেবি! রাক্ষসভাষিতম্।
নেদং রামস্য বচনং স্বস্থা ভব শুচিস্মিতে! ॥ ১১ ॥
ইত্যেবং সান্ত্বিতা সাধ্বী ময়া প্রোবাচ মাং পুনঃ।
যদুক্তং দুর্ব্বচো রাম! ন বাচ্যং পুরতস্তব ॥ ১২ ॥
কর্ণৌ পিধায় নির্গত্য যাতোঽহং ত্বাং সমীক্ষিতুম্।
রামস্তু লক্ষ্মণং প্রাহ তথাপ্যনুচিতং কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
ত্বয়া স্ত্রীভাষিতং সত্যং কৃত্বা ত্যক্ত্বা শুভাননাম্।
নীতা বা ভক্ষিতা বাপি রাক্ষসৈর্নাত্র সংশয়ঃ ॥১৪

ইতি চিন্তাপরো রামঃ স্বাশ্রমং ত্বরিতো যযৌ।
তত্রাদৃষ্ট্বা জনকজাং বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ১৫ ॥
হা প্রিয়ে! ক্ব গতাসি ত্বং? নাসি পূর্ব্ববদাশ্রমে।
অথ বা মদ্বিমোহার্থং লীলয়া ক্ব বিলীয়সে? ॥ ১৬ ॥
ইত্যাচিন্বন্ বনং সর্ব্বং নাপশ্যৎ জানকীং তদা।
বনদেব্যঃ কুতঃ সীতাং ব্রুবন্তু মম বল্লভাম্ ॥ ১৭ ॥
মৃগাশ্চ পক্ষিণো বৃক্ষা! দর্শয়ন্তু মম প্রিয়াম্।
ইত্যেবং বিলপন্নেব রামঃ সীতাং ন কুত্রচিৎ। ১৮

কৃতাঞ্জলি হইয়া রোদন করিতে করিতে জানকীর দুর্ব্বাক্য সকল শ্রীরামের নিকট কহিতে লাগিলেন। হে রাম! জনকনন্দিনী সীতা "হা লক্ষ্মণ!" এ প্রকার আপনার বাক্য সদৃশ রাক্ষসের কপট বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে আমাকে কহিলেন "লক্ষ্মণ তুমি শীঘ্র আর্য্যপুত্রের নিকট গমন করিয়া উপস্থিত বিপদের প্রতিকার কর।" অনন্তর আমি আর্য্যা জানকীকে কহিলাম,—"দেবি! আপনি যাহা শ্রবণ করিলেন উহা কখনই শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য নহে, সেই মায়ামৃগরূপধারী কপটী রাক্ষসাধমের বাক্য, হে শুচিস্মিতে! ধৈর্য্যাবলম্বন করুন কোন চিন্তা করিবেন না" ।১০।১১। আমি এই রূপে দেবীকে বহুতর শান্ত্বনা করিলাম, সাধ্বী জনকনন্দিনী আমার বাক্যে বিশ্বাস না করিয়া আমাকে যে সকল দুর্ব্বাক্য বলিয়াছেন তাহা আপনার অগ্রে বলিতে পারি না। ১২। হে দেব! আমি সেই সময় হস্ত যুগল দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক পর্ণশালা হইতে নির্গত হইয়া আপনাকে দেখিতে আসিয়াছি শ্রীরাম কহিলেন, ভ্রাতঃ! অতিশয় অনুচিত কার্য্য করিয়াছ। ১৩। যেহেতু স্ত্রী জনের বাক্য সত্য জ্ঞান করিয়া সেই শুভাননা জানকীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থানে আসিয়াছ, নিশ্চয়ই সীতাকে রাক্ষসেরা গ্রহণ বা ভক্ষণ করিয়াছে। ১৪।

শ্রীরামচন্দ্র এই প্রকার চিন্তাকুল হইয়া অতি সত্বর আশ্রমে গমনানন্তর সীতাকে সেস্থানে অবলোকন না করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন।১৫। হা প্রিয়ে, তুমি কোথায় গমন করিয়াছ। পূর্ব্ববৎ তোমাকে আশ্রমে দেখিতে পাইতেছি না। হে প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে মুগ্ধ করিবার জন্য লীলাচ্ছলে কোন স্থানে লুক্কায়িতা হইয়াছ? ।১৬। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র সমস্ত বন মধ্যে জানকীকে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া—বনদেবতা ও বনবাসি প্রাণি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে বনদেবিগণ! হে মৃগগণ! হে পক্ষিগণ! হে তরু সকল! আমার প্রাণ বল্লভা জানকী কোন্ স্থানে আছেন তোমরা আমাকে অবলোকন করাও। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরাম এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিতে করিতে নানা স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সীতা কোন্ স্থানে আছেন ইহা সর্ব্ব প্রকারে জানিয়াও জানিলেন না। শ্রীরামচন্দ্র আনন্দময় হইয়াও শোক করিতে লাগিলেন। এবং অচল (অর্থাৎ ধৈর্য্যশালী) প্রেম অর্থ, চলৎশক্তি রহিত হইয়াও নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এবং নির্ম্মম নিরহঙ্কার পূর্ণানন্দ স্বরূপ হইয়াও আমার সীতা কোথায়? ইহা বলিয়া অতি দুঃখ সহকারে বিলাপ করিতে

সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বথা ক্বাপি নাপশ্যদ্রঘুনন্দনঃ।
আনন্দোঽপ্যন্বশোচত্তাং অচলোঽপ্যনুধাবতি ॥১৯
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারোঽপ্যখণ্ডানন্দরূপবান্।
মম জায়েতি সীতেতি বিললাপাতিদুঃখিতঃ॥ ২০
এবং মায়ামনুচরন্নসক্তোঽপি রঘূত্তমঃ।
আসক্ত ইব মূঢ়ানাং ভাতি তত্ত্ববিদাং নহি॥ ২১
এবং বিচিন্বন্ সকলং বনং রামঃ সলক্ষ্মণঃ।
ভগ্নং রথং ছত্রচাপং কূবরং পতিতং ভুবি॥ ২২॥
দৃষ্ট্বা লক্ষ্মণমাহেদং পশ্য লক্ষ্মণ! কেনচিৎ।
নীয়মানাং জনকজাং তং জিত্বান্যো জহার তাম্ ॥২৩
ততঃ কঞ্চিদ্ভুবো ভাগং গত্বা পর্ব্বতসন্নিভম্।
রুধিরাক্তবপুর্দ্দৃষ্ট্বা রামো বাক্যমথাব্রবীৎ॥ ২৪॥

এষ বৈ ভক্ষয়িত্বা তাং জানকীং শুভদর্শনাম্।
শেতে বিবিক্তেঽতিতৃপ্তঃ পশ্য হন্মি নিশাচরম্॥ ২৫
চাপমানয় শীঘ্রং মে বাণঞ্চ রঘুনন্দন!।
তচ্ছ্রুত্বা রামবচনং জটায়ুঃ প্রাহ ভীতবৎ॥ ২৬॥
মাং ন মারয় ভদ্রং তে ম্রিয়মাণং স্বকর্ম্মণা।
অহং জটায়ুস্তে ভার্য্যাহারিণং সমনুদ্রুতঃ॥ ২৭॥
রাবণং তত্র যুদ্ধং মে বভূবারিবিমর্দ্দন!।
তস্য বাহান্ রথং চাপং ছিত্ত্বাহং তেন ঘাতিতঃ॥২৮
পতিতোঽস্মি জগন্নাথ! প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি পশ্য মাম্
তচ্ছ্রুত্বা রাঘবো দীনং কণ্ঠপ্রাণং দদর্শ হ॥ ২৯॥
হস্তাভ্যাং সংস্পৃশন্ রামো দুঃখাশ্রুবৃতলোচনঃ॥ ৩০

লাগিলেন। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। মূঢ়েরা এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া রঘুনন্দনকে বিষয়াসক্ত পুরুষের ন্যায় বিবেচনা করিল। কিন্তু তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মায়া মনুষ্য লীলাকারী অনাসক্ত পরমাত্মা বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন। ।২১। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সমস্ত বন অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, এক খানি ভগ্ন রথ, ও একটী ভগ্ন ছত্র, ও ভগ্ন ধনু পৃথিবী তলে পতিত রহিয়াছে। ।২২। শ্রীরাম এইরূপ বিস্ময়কর রণ চিহ্ন দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন—ভ্রাতঃ! অবলোকন কর—এই সকল রণ চিহ্ন দ্বারা নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কোন দুরাত্মা জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, অপর কোন বীর পুরুষ তাহাকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে জয় করিয়া সীতাকে গ্রহণ করিয়াছে। ২৩। অনন্তর শ্রীরাম অপর কোন পথে গমন করিয়া এবং পক্ষীন্দ্র জটায়ু রুধিরাক্ত, পর্ব্বত সদৃশ সমুন্নত, শরীর দর্শনানন্তর লক্ষ্মণকে কহিলেন ।২৪। হে ভ্রাতঃ! দেখ এই দুরাত্মা শুভদর্শনা জানকীকে ভক্ষণ করিয়া অতি তৃপ্তি সহকারে নির্জ্জনে শয়ন করিতেছে। অতএব এই নিশাচরকে এই দণ্ডেই বিনাশ করিব। হে লক্ষ্মণ! শীঘ্র ধনুর্ব্বাণ আনয়ন কর; জটায়ু শ্রীরাম বাক্য শ্রবণানন্তর ভীত হইয়া কহিল, হে মহাবাহো! আমাকে বিনাশ করিও না, আমি নিজ কর্ম্ম দ্বারাই বিনষ্ট হইয়াছি, হে রাম! তোমার মঙ্গল হউক, আমি ক্রোধ সহকারে তোমার ভার্য্যাপহারী রাবণের অনুগমন করিয়াছিলাম— হে অরিমর্দ্দন! পথিমধ্যে তাহার সহিত আমার যুদ্ধ হইয়াছিল—আমি রণক্ষেত্রে তাহার অশ্ব, রথ, ও ধনুঃ তুণ্ড প্রহার দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলাম, অনন্তর দুরাত্মা মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস আমাকে নিদারুণ প্রহার করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়াছে॥ হে জগন্নাথ! এক্ষণে আমি প্রাণত্যাগ করি তুমি সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে দর্শন কর। শ্রীরামচন্দ্র শ্রবণ করিয়া কণ্ঠাগত প্রাণ জটায়ুকে অবলোকন করিলেন। এবং দুঃখাশ্রু মোচনানন্তর হস্তযুগল দ্বারা জটায়ুর গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। হে জটায়ো! তুমি বল আমার সুবদনা

জটায়ো! ব্রূহি মে ভার্য্যা কেন নীতা শুভাননা।
মৎকার্য্যার্থং হতোঽসি ত্বমতো মে প্রিয়বান্ধবঃ॥৩১
জটায়ুঃ সন্নয়া বাচা বক্ত্রাদ্রক্তং সমুদ্বমন্।
উবাচ রাবণো রাম! রাক্ষসো ভীমবিক্রমঃ॥ ৩২॥
আদায় মৈথিলীং সীতাং দক্ষিণাভিমুখো যযৌ।
ইতো বক্তুং ন মে শক্তিঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি তেঽগ্রতঃ
দিষ্ট্যা দৃষ্টোঽসি রাম! ত্বং ম্রিয়মাণেন মেঽনঘ!।
পরমাত্মাসি বিষ্ণুস্ত্বং মায়ামনুজরূপধৃক্॥ ৩৪॥
অন্তকালেঽপি দৃষ্ট্বা ত্বাং মুক্তোঽহং রঘুসত্তম!।
হস্তাভ্যাং স্পৃশ মাং রাম! পুনর্যাস্যামি তে পদম্
তথেতি রামঃ পস্পর্শ তদঙ্গং পাণিনা স্ময়ন্।
ততঃ প্রাণান্ পরিত্যজ্য জটায়ুঃ পতিতো ভুবি॥
রামস্তমনুশোচিত্বা বন্ধুবৎ সাশ্রুলোচনঃ।
লক্ষ্মণেন সমানায্য কাষ্ঠানি প্রদদাহ তম্॥ ৩৭॥

ভার্য্যাকে কোন্ ব্যক্তি হরণ করিয়াছে—হে সখে! আমারই কার্য্যার্থ বিনষ্ট হইয়াছ—এই হেতু তুমি আমার প্রিয়তম সখা। ৩১। জটায়ু মুখ হইতে রক্তবমন করিতে করিতে মৃদুবচনে কহিল—হে রাম! ভীম বিক্রম রাক্ষসাধিপতি রাবণ জানকীকে হরণ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে, আর অধিক বলিতে আমার শক্তি নাই, এক্ষণে তোমার অগ্রে প্রাণ পরিত্যাগ করি। ৩২। ৩৩। হে অনঘ! তুমি মায়ামনুষ্যরূপধারী সাক্ষাৎ পরমাত্মা বিষ্ণু, বহুভাগ্য বলে মরণকালে তোমাকে দর্শন করিয়া মুক্ত হইলাম। ৩৪। হে রঘুনন্দন! নিজ করকমল দ্বারা আমাকে স্পর্শ কর, তাহা হইলে তোমার পরম পদ প্রাপ্ত হইব। ৩৫। শ্রীরামচন্দ্র জটায়ু বাক্যে স্বীকৃত হইয়া বিস্ময় সহকারে হস্তদ্বারা তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। জটায়ুও তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন পাঞ্চভৌতিক দেহমাত্র ভূতলে পতিত রহিল। ৩৬। শ্রীরামচন্দ্র পরমবন্ধুর ন্যায় জটায়ুর প্রতি শোকাশ্রু পরিত্যাগ

স্নাত্বা দুঃখেন রামোঽপি লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।
হত্বা বনে মৃগং তত্র মাংসখণ্ডান্ সমন্ততঃ॥ ৩৮॥
শাদ্বলে প্রাক্ষিপদ্রামঃ পৃথক্ পৃথগনেকধা।
ভক্ষন্তু পক্ষিণঃ সর্ব্বে তৃপ্তো ভবতু পক্ষিরাট্॥৩৯॥
ইত্যুক্ত্বা রাঘবঃ প্রাহ জটায়ো! গচ্ছ মৎপদম্।
মৎসারূপ্যং ভজস্বাদ্য সর্ব্বলোকস্য পশ্যতঃ॥ ৪০॥
ততোঽনন্তরমেবাসৌ দিব্যরূপধরঃ শুভঃ।
বিমানবরমারুহ্য ভাস্বরং ভানুসন্নিভম্॥ ৪১॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মকিরীটবরভূষণৈঃ।
দ্যোতয়ন্ স্বপ্রকাশেন পীতাম্বরধরোঽমলঃ॥ ৪২॥
চতুর্ভিঃ পার্শ্বদৈর্ব্বিষ্ণোস্তাদৃশৈরভিপূজিতঃ।
স্তূয়মানো যোগিগণৈ রামমাভাষ্য সত্বরঃ।
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা তুষ্টাব রঘুনন্দনম্॥ ৪৩॥

করিয়া লক্ষ্মণদ্বারা কাষ্ঠানয়ন করাইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন। ৩৭। অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত দুঃখিতান্তঃকরণে স্নান করিয়া বন মধ্যে বহুতর মৃগ বধ করিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ঐ মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দূর্ব্বা সমাকীর্ণ ভূমিতলে পৃথক্ পৃথক্ নিক্ষেপানন্তর কহিলেন—পক্ষিগণ এই সকল মাংসখণ্ড ভক্ষণ করুক তাহা হইলে পক্ষিরাজ জটায়ু পরিতৃপ্ত হইবেন। ৩৮। ৩৯। অনন্তর জটায়ুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে জটায়ো! সকল লোকে অবলোকন করুন, তুমি অদ্য আমার সারূপ্য ভজনা কর। ৪০। দিব্য রূপধারী জটায়ু পীতাম্বর পরিধানপূর্ব্বক সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিলেন। তৎকালে তাঁহার শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও কিরীট প্রভৃতি ভূষণের অসামান্য প্রভায় দশদিক্ আলোকময় হইল। ৪১। ৪২। এবং ঐরূপ সর্ব্বাভরণভূষিত চারিটী বিষ্ণুদূত উপস্থিত হইয়া জটায়ুকে সেবা করিতে লাগিলেন। যোগিগণও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বহুবিধ স্তব বাক্যে দিব্যরূপধারী জটায়ুকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর

জটায়ুরুবাচ।

অগণিতগুণমপ্রমেয়মাদ্যং
সকলজগৎস্থিতিসংযমাদিহেতুম্।
উপরমপরমং পরাত্মভূতং
সততমহং প্রণতোঽস্মি রামচন্দ্রম্॥ ৪৪॥
নিরবধিসুখমিন্দিরাকটাক্ষং
ক্ষপিতসুরেন্দ্রচতুর্মুখাদিদুঃখম্।
নরবরমনিশং নতোঽস্মি রামং
বরদমহং বরচাপবাণহস্তম্॥ ৪৫॥
ত্রিভুবনকমনীয়রূপমীড্যং
রবিশতভাসুরমীহিতপ্রদানম্।
শরণমনিশং সুরাগমূলে
কৃতনিলয়ং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে॥ ৪৬॥

ভববিপিনদবাগ্নিনামধেয়ং
ভবমুখদৈবতদৈবতং দয়ালুম্।
দনুজপতিসহস্রকোটিনাশং
রবিতনয়াসদৃশং হরিং প্রপদ্যে॥ ৪৭॥
অবিরতভবভাবনাতিদূরং
ভববিমুখৈর্মুনিভিঃ সদৈব দৃশ্যম্।
ভবজলধিসুতারণাঙ্ঘ্রিপোতং
শরণমহং রঘুনন্দনং প্রপদ্যে॥ ৪৮॥
গিরিশগিরিসুতামনোনিবাসং
গিরিবরধারিণমীহিতাভিরামম্।
সুরবরদনুজেন্দ্রসেবিতাঙ্ঘ্রিং
সুরবরদং রঘুনায়কং প্রপদ্যে॥ ৪৯॥
পরধনপরদারবর্জ্জিতানাং
পরগুণভূতিষু তুষ্টমানসানাম্।

পক্ষীন্দ্র জটায়ু রঘুনন্দন রামকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ৪৩। যাহার অনন্ত শক্তি এবং দেশকালাদি দ্বারা যাহাকে পরিচ্ছেদ করা যায় না—যিনি সকলের আদি ও সমস্ত জগতের সৃষ্টিস্থিতি সংহার কর্ত্তা সেই শান্তিগুণময় পরমাত্মাস্বরূপ রামচন্দ্রকে আমি সতত প্রণাম করি। ৪৪। এবং মনুষ্যেরা যাহা হইতে নিত্য সুখলাভ করিতে পারে এবং যিনি কমলাদেবীর এক মাত্র কটাক্ষ স্থান, ব্রহ্মা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিপৎকালে যাহার শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, সেই বরপ্রদ ধনুর্ব্বাণ ধারী মায়া মনুষ্যরূপী রামকে সতত প্রণাম করি। ৪৫।

যিনি ত্রিভুবনৈক সুন্দররূপের শতসূর্য্যসম সমুজ্জ্বল শোভায় জগৎ আলোকময় করিতেছেন, এবং ভক্ত জনের চিত্তে বাস করিয়া তাহাদিগের সকল অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, আমি সেই স্তুতিভাজন রঘুনন্দনের শরনাপন্ন হইলাম। ৪৬। যাহার নাম রূপ পাবক দ্বারা সংসাররূপ ভীষণ কানন দগ্ধ হয়, যিনি মহাদেব প্রভৃতি দেবগণেরও দেবতা স্বরূপ এবং যিনি সহস্রকোটি দৈত্য নাশ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছেন, আমি সেই যমুনাজল সদৃশ নীলকান্তি শোভিত পরম দয়াময় হরির শরণাপন্ন হইলাম। ৪৭। যিনি সংসার বাসনা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের অতি দুর্ল্লভ এবং সংসার বিমুখ মুনিগণের সর্ব্বদা নয়নগোচর হইয়া থাকেন, যাঁহার চরণরূপ অসামান্য তরণী ভব সাগর তরণের এক মাত্র উপায়, আমি সেই রঘুনন্দন রামের শরণাপন্ন হইলাম। ৪৮। যিনি হরপার্ব্বতীর মানসমন্দিরে সতত বাস করিতেছেন এবং সুরপতি ও অসুরপতি গণ সতত যাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত আছেন, আমি সেই গোবর্দ্ধনধারী সুরগণের ও বরদাতা রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম। ৪৯। যাহারা

পরহিতনিরতাত্মনাং সুসেব্যং
রঘুবরমম্বুজলোচনং প্রপদ্যে ॥ ৫০ ॥
স্মিতরুচিরবিকাসিতাননাব্জ-
মতিসুলভং সুররাজনীলনীলম্।
সিতজলরুহচারুনেত্রশোভং
রঘুপতিমীশগুরোর্গুরুং প্রপদ্যে ॥ ৫১ ॥
হরিকমলজশম্ভুরূপভেদাৎ
ত্বমিহ বিভাসি গুণত্রয়ানুবৃত্তঃ।
রবিরিব জলপূরিতোদপাত্রে-
ষ্বমরপতিস্তুতিপাত্রমীশমীড়ে ॥ ৫২ ॥
রতিপতিশতকোটিসুন্দরাঙ্গং
শতপথগোচরভাবনাবিদূরম্।
যতিপতিহৃদয়ে সদা বিভাতং
রঘুপতিমার্ত্তিহরং প্রভুং প্রপদ্যে ॥ ৫৩ ॥
ইত্যেবং স্তুবতস্তস্য প্রসন্নোঽভূদ্রঘূত্তমঃ।
উবাচ গচ্ছ ভদ্রং তে মম বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥৫৪
শৃণোতি য ইদং স্তোত্রং লিখেদ্বা নিয়তঃ পঠেৎ।
স যাতি মম সারূপ্যং মরণে মৎস্মৃতিং লভেৎ॥৫৫
ইতি রাঘবভাষিতং তদা শ্রুতবান্ হর্ষসমাকুলো দ্বিজঃ
রঘুনন্দনসাম্যমাস্থিতঃ প্রযযৌ ব্রহ্মসুপূজিতং পদম্ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পরধন ও পরদারে লোভ করে না, এবং পরের গুণ কীর্ত্তন ও পরের সম্পদে যাহাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয়, সেই পরহিত-রত ব্যক্তিরাই যাঁহাকে সেবা করিতে পারে, আমি সেই অম্বুজলোচন রঘুনাথের শরণাপন্ন হইলাম। ৫০। যে রাম-চন্দ্রের বদন কমল সর্ব্বদা হাস্যদ্বারা বিকসিত, যাঁহার নেত্র-যুগল শ্বেতপদ্মের শোভা ধারণ করিতেছে, আমি সেই ইন্দ্র-নীলমণি সদৃশ কান্তি সম্পন্ন, ভক্তজনের অতিসুলভ এবং ব্রহ্মার গুরু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম। ৫১। হে রাম! যেমন জলপূরিত পাত্রে এক রবি প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তুমি সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ ভেদে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব এই তিন প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইতেছ—বস্তুগত্যা তুমি একক। হে ভগবন্! তুমি দেবরাজেরও স্তব পাত্র তোমাকে আমি স্তব করি। ৫২। যিনি শতকোটি কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর মূর্ত্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ মুগ্ধ করিতেছেন, যিনি নানা পথগামী চিত্ত বিশিষ্ট মনুষ্যদিগের অতি দুর্ল্লভ বস্তু, কিন্তু যতিগণের চিত্তে সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন, আমি সেই সর্ব্বদুঃখ-হারী মহাপ্রভু রঘুপতির শরণাপন্ন হইলাম। ৫৩।

শ্রীরাম জটায়ু কৃত স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, জটায়ো! তোমার মঙ্গল হইবে। এক্ষণে বিষ্ণুর পরম ধামে গমন কর। ৫৪। যে ব্যক্তি এই জটায়ু কৃত স্তব শ্রবণ বা লিপিবদ্ধ করিবে, কিম্বা সংযত হইয়া প্রতিদিন পাঠ করিবে, সেই ব্যক্তি মরণ সময়ে আমার স্মরণ লাভ করিয়া অন্তে সারূপ্য লাভ করিবে। ৫৫। পরমানন্দিত পক্ষীন্দ্র জটায়ু শ্রীরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণানন্তর শ্রীরামের সমতা প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। ৫৬।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ততো রামো লক্ষ্মণেন জগাম বিপিনান্তরম্।
পুনর্দুঃখং সমাশ্রিত্য সীতান্বেষণতৎপরঃ ॥ ১ ॥
তত্রাদ্ভুতসমাকারো রাক্ষসঃ প্রত্যদৃশ্যত।
বক্ষস্যেব মহাবক্ত্রশ্চক্ষুরাদিবিবর্জিতঃ ॥ ২ ॥
বাহূ যোজনমাত্রেণ ব্যাপৃতৌ তস্য রক্ষসঃ।
কবন্ধো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বসত্ত্ববিহিংসকঃ ॥ ৩ ॥
তদ্বাহ্বোর্মধ্যদেশে তৌ চরন্তৌ রামলক্ষ্মণৌ।
দদর্শতুর্মহাসত্ত্বং তদ্বাহুপরিবেষ্টিতৌ ॥ ৪ ॥
রামঃ প্রোবাচ বিহসন্ পশ্য লক্ষ্মণ! রাক্ষসম্।
শিরঃপাদবিহীনোঽয়ং যস্য বক্ষসি চাননম্ ॥ ৫ ॥

বাহুভ্যাং লভ্যতে যদ্যত্তত্তদ্ভক্ষন্ স্থিতো ধ্রুবম্।
আবামপ্যেতয়োর্বাহ্বোর্মধ্যে সঙ্কলিতৌ ধ্রুবম্ ।৬।
গন্তুমন্যত্র মার্গো ন দৃশ্যতে রঘুনন্দন!।
কিং কর্ত্তব্যমিতোঽস্মাভিরিদানীং? ভক্ষয়েৎ স নৌ
লক্ষ্মণস্তমুবাচেদং কিং বিচারেণ? রাঘব!।
আবামেকৈকমব্যগ্রৌ ছিন্দ্যাং রক্ষোভুজৌ ধ্রুবম্।
তথেতি রামঃ খড্গেন ভুজং দক্ষিণমচ্ছিনৎ।
তথৈব লক্ষ্মণো বামং চিচ্ছেদ ভুজমঞ্জসা ॥ ৯ ॥
ততোঽতিবিস্মিতো দৈত্যঃ কৌ যুবাং সুরপুঙ্গবৌ?
মদ্বাহুচ্ছেদকৌ লোকে দিবি দেবেষু বা কুতঃ ॥ ১০

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র দুঃখিতান্তঃকরণে সীতান্বেষণ করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত বনান্তরে গমন করিলেন। ১। সেই স্থানে একটী বিচিত্ররূপ রাক্ষস তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ঐ রাক্ষসের বক্ষঃস্থলে একটী বৃহৎ মুখ, উহার চক্ষু কর্ণ কিছুই নাই, তাহার বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত, ঐ সর্ব্ব প্রাণি হিংসক দৈত্যেন্দ্র কবন্ধ নামে বিখ্যাত ছিল। উহার বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ উভয়ে বিচরণ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই জানিতে পারেন নাই। যখন শ্রীরাম জানিলেন যে, তাঁহারা রাক্ষস-বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন; তখন লক্ষ্মণকে হাস্য করিতে করিতে কহিলেন। লক্ষ্মণ! এই রাক্ষসের বিচিত্ররূপ অবলোকন কর—ইহার মস্তক ও চরণ নাই, বক্ষঃস্থলে একটী বৃহৎ মুখ, যোজন বিস্তৃত বাহুযুগল দ্বারা যাহা সংগ্রহ করে তাহাই ভক্ষণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছে। আমরাও ইহার বাহুদ্বয়ের মধ্যস্থলে পতিত হইয়াছি। হে রঘুনন্দন! রাক্ষসের বাহুদ্বয় মধ্য হইতে নির্গমনের অন্যপথ নাই, এক্ষণে আমরা কি করি, দুরাত্মা এই দণ্ডেই আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে। ২। ৩। ৪। ৫। ৬। । ৭। লক্ষ্মণ কহিলেন। হে রাঘব! আপনি এ বিষয়ে কি বিচার করিয়া বিলম্ব করিতেছেন? আমরা দুই জনে এক একটী করিয়া রাক্ষসের বাহুযুগল ছেদ করি বিলম্ব করিবেন না। ৮। রাম লক্ষ্মণের বাক্যে সম্মত হইয়া শাণিত খড়্গ দ্বারা রাক্ষসের দক্ষিণ হস্ত ছেদ করিলেন। লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ তাহার বাম হস্ত ছেদ করিলেন। ৯। অনন্তর দৈত্যেন্দ্র রাক্ষস অতি বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—তোমাদিগের দুই জনের নাম কি? কোথা হইতে বা আসিয়া আমার বাহুদ্বয়

ততোঽব্রবীদ্ধসন্নেব রামো রাজীবলোচনঃ।
অযোধ্যাধিপতিঃ শ্রীমান্ রাজা দশরথো মহান্ ॥১১
রামোঽহং তস্য পুত্ত্রোঽসৌ ভ্রাতা মে লক্ষ্মণঃ সুধীঃ
মম ভার্য্যা জনকজা সীতা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥১২॥
আবাং মৃগয়য়া যাতৌ তদা কেনাপি রক্ষসা।
নীতাং সীতাং বিচিন্বন্তৌ চাগতৌ ঘোরকাননে।১৩
বাহুভ্যাং বেষ্টিতাবত্র তব প্রাণরিরক্ষয়া।
ছিন্নৌ তব ভুজৌ ত্বং চ কো বা বিকটরূপধৃক্? ॥

কবন্ধ উবাচ।

ধন্যোঽহং যদি রামস্ত্বমাগতোঽসি মমান্তিকম্।
পুরা গন্ধর্ব্বরাজোঽহং রূপযৌবনদর্পিতঃ ॥ ১৫ ॥
বিচরন্ লোকমখিলং বরনারীমনোহরঃ।
তপসা ব্রহ্মণো লব্ধমবধ্যত্বং রঘূত্তম ! ॥ ১৬ ॥
অষ্টাবক্রং মুনিং দৃষ্ট্বা কদাচিদহসং পুরা।
ক্রুদ্ধোঽসাবাহ দুষ্ট! ত্বং রাক্ষসো ভব দুর্ম্মতে !। ১৭
অষ্টাবক্রঃ পুনঃ প্রাহ বন্দিতো মে দয়াপরঃ।
সাপস্যান্তঞ্চ মে প্রাহ তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ ॥ ১৮॥
ত্রেতাযুগে দাশরথির্ভূত্বা নারায়ণঃ স্বয়ম্।
আগমিষ্যতি তে বাহূ ছিদ্যেতে যোজনায়তৌ ॥১৯॥
তেন শাপাদ্বিনির্মুক্তো ভবিষ্যসি যথা পুরা।
ইতি শপ্তোঽহমদ্রাক্ষং রাক্ষসীং তনুমাত্মনঃ ॥ ২০
কদাচিদ্দেবরাজানমভ্যদ্রবমহং রুষা।
সোঽপি বজ্রেণ মাং রাম ! শিরোদেশেঽভ্যতাড়য়ৎ

ছেদন করিলে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দেবলোকে দেবতারা আমার বাহুছেদনে সমর্থ হন নাই, মর্ত্তলোকে আমার বাহুছেদনকারি ব্যক্তির সমাগম কি রূপে হইল ! । ১০ । অনন্তর রাজীবলোচন রাম সহাস্য বদনে কহিলেন—আমরা অযোধ্যাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র, আমার নাম রাম, এই সুবুদ্ধি লক্ষ্মণ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ত্রৈলোক্য সুন্দরী জনকনন্দিনী আমার ভার্য্যা আমাদিগের সহিত বনে আসিয়াছিলেন। এক দিন আমরা দুইজনে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছিলাম, ঐ অবসরে কোন দুরাত্মা রাক্ষস তাঁহাকে হরণ করিয়াছে, আমরা তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে এই ঘোর বনে আসিয়াছি । ১১ । ১২ ।১৩। হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা তোমার বাহুমধ্য পতিত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ ত্বদীয় বাহুযুগল ছেদ করিয়াছি। হে মহাবল ! তোমার বিকট রূপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি এক্ষণে নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগের অভিলাষ পূরণ কর । ১৪ ।

কবন্ধ কহিল, হে রাম! অদ্য তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া দর্শন দিয়াছ ইহাতে ধন্য হইলাম। আমার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর, আমি গন্ধর্ব্বদিগের রাজা, পূর্ব্বকালে বরাঙ্গনা মনোহর রূপ ও যৌবন দর্পে মত্ত হইয়া সমস্ত লোক বিচরণ করিতাম। এবং তৎকালে কমল যোনি আমার ঘোরতর কঠিন তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অবধ্যত্ব বর দিয়াছিলেন । ১৫ । ১৬ । হে রঘুনন্দন ! এক দিন মহাপ্রভাব অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলাম, মহাতপা অষ্টাবক্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলেন—“রে দুর্মতে, দুষ্ট-স্বভাব! তুই রাক্ষস হইয়া কালাতিপাত কর ” । ১৭ । আমি শাপ বাক্য শ্রবণ মাত্র ব্যাকুল হইয়া তপোধনকে বহুবিধ বিনয় ও বন্দনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিলাম। অনন্তর দয়া স্বভাব সম্পন্ন, তপঃ প্রদীপ্ত ঋষিবর আমাকে শাপান্ত সময় কহিলেন যে, “ত্রেতাযুগে ভগবান্ নারায়ণ দাশরথি রূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়া তোমার যোজন পরিমিত বাহু দ্বয় ছেদন করিবেন ; তুমি সেই কালে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি আমাকে এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইবামাত্র আমি আপনাকে রাক্ষসাকৃতি দেখিতে লাগিলাম।

হে রঘুনন্দন! এক দিন আমি ক্রোধ পূর্ব্বক রাক্ষসরূপে দেবরাজের অনুসরণ করিয়াছিলাম। অনন্তর দেবরাজ ক্রুদ্ধ

তদা শিরো গতং কুক্ষিং পাদৌ চ রঘুনন্দন!।
ব্রহ্মদত্তবরান্মৃত্যুর্নাভূন্মে বজ্রতাড়নাৎ ॥ ২২ ॥
মুখাভাবে কথং জীবেৎ ? অয়মিত্যমরাধিপম্।
ঊচুঃসর্ব্বে দয়াবিষ্টা মাং বিলোক্যাস্যবর্জ্জিতম্ ॥২৩
ততো মাং প্রাহ মঘবা জঠরে তে মুখং ভবেৎ।
বাহূ তে যোজনায়ামৌ ভবিষ্যত ইতো ব্রজ ॥ ২৪
ইত্যুক্তোঽত্র বসন্নিত্যং বাহুভ্যাং বনগোচরান্।
ভক্ষয়াম্যধুনা বাহূ খণ্ডিতৌ মে ত্বয়ানঘ! ॥ ২৫ ॥
ইতঃপরং মাং শ্বভ্রান্তে নিক্ষিপাগ্নীন্ধনাবৃতে।
অগ্নিনা দহ্যমানোঽহং ত্বয়া রঘুকুলোত্তম!। ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বরূপমনুপ্রাপ্য ভার্য্যামার্গং বদামি তে।
ইত্যুক্তে লক্ষ্মণেনাশু শ্বভ্রং নির্ম্মায় তত্র তম্ ॥ ২৭॥
নিক্ষিপ্য প্রাদহৎকাষ্ঠৈস্ততো দেহাৎ সমুত্থিতঃ।
কন্দর্পসদৃশাকারঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥
রামং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদং ভক্তিগদ্গদয়া গিরা ॥ ২৯ ॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

স্তোতুমুৎসহতে মেঽদ্য মনো রামাতিসম্ভ্রমাৎ।
ত্বামনন্তমনাদ্যন্তং মনোবাচামগোচরম্ ॥ ৩০ ॥
সূক্ষ্মং তে রূপমব্যক্তং দেহদ্বয়বিলক্ষণম্।
দৃগ্রূপমিতরৎ সর্ব্বং দৃশ্যং জড়মনাত্মকম্।
তৎকথং ত্বাং বিজানীয়াদ্ব্যতিরিক্তং মনঃ ? প্রভো!
বুদ্ধ্যাত্মাভাসয়োরৈক্যং জীব ইত্যভিধীয়তে।
বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী ব্রহ্মৈব তস্মিন্নির্ব্বিষয়েঽখিলম্ ॥৩২॥

হইয়া আমার মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন, ঐ বজ্রাঘাত দ্বারা আমার মস্তক ও পাদদ্বয় কুক্ষিদেশে প্রবিষ্ট হইল, কেবল ব্রহ্ম-দত্ত বর প্রভাবে বজ্রাঘাতেও মৃত্যু হইল না। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। আমাকে মুখরহিত দেখিয়া সকল লোকেই দয়া-পরতন্ত্র হইয়া দেবরাজকে কহিল, হে দেবরাজ! এই রাক্ষস মুখবর্জ্জিত হইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবে ?। ২৩। অনন্তর দেবরাজ কহিলেন, হে রাক্ষস! তোমার বক্ষঃস্থলে মুখ ও বাহুদ্বয় যোজন পরিমিত হইবে এক্ষণে গমন কর। ২৪। হে রাম! আমি দেবরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎ-কালাবধি এই স্থানে বাস করিতেছি এবং বিস্তৃত বাহুযুগল দ্বারা বন্য জন্তু সকল গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করি। এক্ষণে তোমা কর্ত্তৃক আমার জীবন সাধন সেই বাহু যুগল খণ্ডিত হইল। হে করুণাময়! বিলম্ব করিও না অতি সত্বর আমাকে বহুতর কাষ্ঠসম্পর্কে দেদীপ্যমান পাবকের প্রবল শিখা সমূহ সমাবৃত গর্ত্তমুখে নিক্ষেপ কর। হে রঘূত্তম! তোমা কর্ত্তৃক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আমি পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সীতার সকল বৃত্তান্ত কহিব। রাক্ষস এইরূপ কহিয়া নিবৃত্ত হইলে লক্ষ্মণ অতি শীঘ্র একটী বৃহৎ গর্ত্ত নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসের দেহ হইতে কন্দর্প সদৃশ পরম সুন্দর সর্ব্বাভরণ ভূষিত একটী পুরুষ নির্গত হইয়া শ্রীরামকে প্রদক্ষিণ করণা নন্তর সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ভক্তিগদ্গদ বাক্যে কহিল। ২৯। হে রাম! তোমাকে সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্ত এবং বাক্য ও মনের অগোচর জানিয়াও আমার মন অতিশয় প্রীতি হেতু স্তব করিতে উৎসাহ করিতেছে। ৩০। হে ভগবন্! সে সকল স্তব বাক্য বিফল মাত্র, তোমার হিরণ্য গর্ভ মূর্ত্তি ও বিরাট মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন যে জ্ঞান স্বরূপ সূক্ষ্ম মূর্ত্তি তাহা যোগিদিগেরও দুর্জ্ঞেয় এতদ্ভিন্ন দৃশ্য বস্তু মাত্রেই জড়পদার্থ, সুতরাং তোমা হইতে বিভিন্ন মন তোমাকে কিরূপে জানিবে। ৩১।

চিত্ত এবং চিত্তে আত্ম প্রতিবিম্ব এই উভয়ের অভেদ জ্ঞান বিষয় পদার্থ, জীব, ঐ জীব এই সমস্ত জড় পদার্থের সাক্ষী নহে।

আরোপ্যতেঽজ্ঞানবশান্নির্ব্বিকারেঽখিলাত্মনি।
হিরণ্যগর্ভস্তে সূক্ষ্মং দেহং স্থূলং বিরাট্ স্মৃতম্॥
ভাবনাবিষয়ো রাম! সূক্ষ্মস্তে ধ্যাতৃমঙ্গলম্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যচ্চ যত্রেদং দৃশ্যতে জগৎ॥ ৩৪॥
স্থূলেঽণ্ডকোশে দেহে তে মহদাদিভিরাবৃতে।
সপ্তভিরুত্তরগুণৈঃ বৈরাজো ধারণাশ্রয়ঃ॥ ৩৫॥
ত্বমেব সর্ব্বকৈবল্যং লোকাস্তেঽবয়বাঃ স্মৃতাঃ।
পাতালং তে পাদমূলং পার্ষ্ণিস্তব মহাতলম্॥৩৬॥

রসাতলন্তে গুল্ফৌ তু তলাতলমিতীর্য্যতে।
জানুনী সুতলং রাম! উরূ তে বিতলং তথা॥ ৩৭॥
অতলঞ্চ মহী রাম! জঘনং নাভিগং নভঃ।
উরস্থলন্তে জ্যোতীংষি গ্রীবা তে মহ উচ্যতে॥৩৮॥
বদনং জনলোকস্তে তপস্তে শঙ্খদেশগম্।
সত্যলোকো রঘুশ্রেষ্ঠ! শীর্ষণ্যাস্তে সদা প্রভো!॥
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালা বাহবস্তে দিশঃ শ্রুতী।
অশ্বিনৌ নাসিকে রাম! বক্ত্রন্তেঽগ্নিরুদাহৃতঃ॥৪০
চক্ষুস্তে সবিতা রাম! মনশ্চন্দ্র উদাহৃতঃ।
ভ্রূভঙ্গ এব কালস্তে বুদ্ধিস্তে বাক্পতির্ভবেৎ॥ ৪১
রুদ্রোঽহঙ্কাররূপস্তে বাচশ্ছন্দাংসি তেঽব্যয়!।
যমস্তে দংষ্ট্রদেশস্থো নক্ষত্রাণি দ্বিজালয়ঃ॥ ৪২॥
হাসো মোহকরী মায়া সৃষ্টিস্তেঽপাঙ্গমোক্ষণম্।
ধর্ম্মঃ পুরস্তেঽধর্ম্মশ্চ পৃষ্ঠভাগ উদীরিতঃ॥ ৪৩॥
নিমিষোন্মেষণে রাত্রির্দিবা চৈব রঘূত্তম!।
সমুদ্রাঃ সপ্ত তে কুক্ষি নাড্যো নদ্যস্তব প্রভো!।৪৪

শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মপদার্থই সমস্ত জড় জগতের সাক্ষী ও ও অন্তর্য্যামী, যেহেতু বাঙ্মনের অগোচর সেই ব্রহ্ম পদার্থে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থান করিতেছে, হে রঘুনন্দন! মনুষ্যেরা আপনাকে সেই নির্ব্বিকার সর্ব্বস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ জানিয়া আপনাতে অজ্ঞানবশতঃ সমস্ত লিঙ্গদেহ সমষ্টিরূপ হিরণ্য গর্ভ মূর্ত্তির ও স্থূল দেহ সমষ্টিরূপ বিরাটমূর্ত্তির আরোপ করিয়া থাকে। ৩২। ৩৩। হে রাম! আপনি নিশ্চিন্ত নহেন যে হেতু আপনার স্মরণকারি ব্যক্তিদিগের স্বপদ প্রদানরূপ মঙ্গল চিন্তা আপনার হৃদয় পুণ্ডরীকে সর্ব্বদা জাগরণ করিতেছে, ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্ত পদার্থও ঐ চিন্তার বিষয়। ৩৪। হে ভগবন্! আপনার মহত্তত্বাদি পরিবৃত স্থূলতম বিরাড় দেহে বিশ্বধারণা শক্তি আছে, হে জগদীশ্বর! আপনিই সকলের মুক্তি দাতা এই সমস্ত লোক আপনার বিরাড মূর্ত্তিরই অবয়বে বাস করিতেছে, যে হেতু পাতাল ঐ দেহের পাদমূলে, মহাতল পার্ষ্ণি দেশে, গুল্ফদ্বয়ে রসাতল, এবং গুল্ফোর্দ্ধ জানুর অধোভাগে তলাতল, জানুদ্বয়ে সুতল, উরু যুগলে বিতল, উরু দেশের ঊর্দ্ধজঘনের অধোভাগে অতল। হে রাম! এই পৃথিবী ঐ দেহের জন ঘন দেশে আছে, ভুবর্লোক নাভিদেশে, উরঃস্থলে স্বর্গলোক, এবং গ্রীবাদেশে মহর্লোক। হে রঘুনন্দন! ঐ দেহের মুখমণ্ডলে জনলোক, তপোলোক ললাট-দেশে। হে প্রভো! ঐ দেহের মস্তকে সত্যলোক আছে। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! ইন্দ্রাদি লোকপালগণ আপনার বাহুদেশে বাস করিতেছেন এবং কর্ণযুগলে দশদিক্, অশ্বিনীকুমার নাসিকাদ্বয়ে, অগ্নি বক্ত্র মধ্যে, চক্ষুদ্বয়ে সূর্য্য, মনে চন্দ্র এবং ভ্রূভঙ্গ মধ্যে নিমিষাদি কাল, বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, এবং অহঙ্কারে রুদ্র বাস করিতেছেন। বাক্যে ছন্দগণ অর্থাৎ বেদসকল। হে রাম! ঐ দেহের দশনের মূলদেশে কৃতান্ত আছেন, এবং দন্তমধ্যে নক্ষত্রগণ বাস করিতেছেন। হে ভগবন্! ঐ দেহের হাস্যে সর্ব্বমোহকরী মায়া আছে, এবং নয়নাপাঙ্গে সৃষ্টি, সম্মুখে ধর্ম্ম, পশ্চাদ্ভাগে অধর্ম্ম, এবং নয়নের নিমিষে রাত্রি, উন্মীলনে দিবা।৽ হে রঘুনন্দন! সপ্তসমুদ্র ঐ দেহের কুক্ষিদেশে, নদী সকল নাড়ীমধ্যে; এবং ঐ দেহের রোম সকল বৃক্ষ ও ওষধি,

রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ো রেতো বৃষ্টিস্তব প্রভো ! ।
মহিমা জ্ঞানশক্তিস্তে এবং স্থূলং বপুস্তব ॥ ৪৫ ॥
যদস্মিং স্থূলরূপে তে মনঃ সংধার্য্যতে নরৈঃ ।
অনায়াসেন মুক্তিঃ স্যাদতোঽন্যন্নহি কিঞ্চন ॥ ৪৬ ॥
অতোঽহং রাম ! রূপন্তে স্থূলমেবানুভাবয়ে ।
যস্মিন্ধ্যাতে প্রেমরসঃ সরোমপুলকো ভবেৎ ॥৪৭॥
তদৈব মুক্তিঃ স্যাদ্রাম ! যদা তে স্থূলভাবকঃ ।
তদপ্যত্রাং তবৈবাহমেতদ্রূপং বিচিন্তয়ে ॥ ৪৮ ॥
ধনুর্ব্বাণধরং শ্যামং জটাবল্কলভূষিতম্ ।
অপীব্যবয়সং সীতাং বিচিন্বন্তং সলক্ষ্মণম্ ॥ ৪৯ ॥
ইদমেব সদা মে স্যান্মানসে রঘুনন্দন ! ।
সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎপার্ব্বত্যা সহিতঃ সদা ॥৫০॥
ত্বদ্রূপমেবং সততং ধ্যায়ন্নাস্তে রঘূত্তম ! ।
মুমূর্ষূণাং সদা কাশ্যাং তারকং ব্রহ্মবাচকম্ ॥ ৫১ ॥
রাম রামেত্যুপদিশন্ সদা সন্তুষ্টমানসঃ ।
অতস্ত্বং জানকীনাথ ! পরমাত্মা সুনিশ্চিতঃ ॥ ৫২॥
সর্ব্বে তে মায়য়া মূঢ়াস্ত্বাং ন জানন্তি তত্ত্বতঃ ।
নমস্তে রামভদ্রায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ৫৩ ॥
অযোধ্যাধিপতে ! তুভ্যং নমঃ সৌমিত্রিসেবিত !
ত্রাহি ত্রাহি জগন্নাথ ! মাং মায়া নাবৃণোতু তে ॥৫৪

রাম উবাচ ।

তুষ্টোঽহং দেবগন্ধর্ব্ব ! ভক্ত্যা স্তুত্যা চ তেঽনঘ ! ।
যাহি মে পরমং স্থানং যোগিগম্যং সনাতনম্ ॥৫৫

রেত সকল বৃষ্টি, এবং ঐ দেহের মহিমা জ্ঞানশক্তি। হে রামচন্দ্র এই প্রকার আপনার স্থূলশরীরে যাহারা মন অর্পণ করে তাহাদিগের অনায়াসে মুক্তিলাভ হয়। হে রাম! আপনার বিরাড়্মূর্ত্তি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ জগতে কিছুই নাই, অতএব এই রামরূপকেই বিরাড়্রূপ বলিয়া ভাবনা করিতেছি। যে রাম রূপ ধ্যান করিলে প্রেমরস ও প্রেমরস হইতে সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ উৎপন্ন হয় । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ । । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । । ৪৭ । হে ভগবন্! যদি রামরূপকে বিরাড্রূপ ভাবনা করিয়া মনুষ্যেরা মুক্তি লাভ করিতে না পারে এবং কেবল সেই বিরাড মূর্ত্তি ভাবনাই মুক্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আমি মুক্তির জন্য রামরূপ ত্যাগ করিয়া কেবল বিরাড়্রূপ ভাবনা করিতে ইচ্ছা করিনা। কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে, আপনার ধনুর্ব্বাণধারী জটাবল্কল ভূষিত নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ সীতান্বেষণ সময়ে যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় লক্ষ্মণের সহিত আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরিত হউক। হে রঘুনন্দন! সর্ব্বজ্ঞানী ভূত ভাবন ভবানীপতি ভবানীর সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদা আপনার এই রামরূপ ভাবনা করিতেছেন এবং কাশীক্ষেত্রে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণবিবরে ব্রহ্মবাচক রাম নাম স্বরূপ তারক মন্ত্র উপদেশ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। হে জানকীনাথ! এই সকল কারণে আপনাকে পরমাত্মা বলিয়া আমি নিশ্চয় করিয়াছি, মূঢ় ব্যক্তিরা আপনার বিশ্বমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে জানিতে পারে না। হে অযোধ্যাপতে! আপনি সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর, আপনার সৌমিত্রি সেবিত রামরূপকে নমস্কার করি। হে জগন্নাথ! আমাকে রক্ষা করুন, আপনার সর্ব্বলোকমোহিনী মায়া আমাকে আবরণ না করে। ৪৮। ৪৯। । ৫০ । ৫১ । ৫২ । ৫৩ । ৫৪ । রামচন্দ্র কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! আমি তোমার এইরূপ ভক্তি এবং স্তব বাক্যদ্বারা সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তুমি আমার সেই নিত্য পরম ধামে গমন কর, যাহা যোগিগণ বহুতর তপস্যা দ্বারা লাভ করিয়া

জপন্তি যে নিত্যমনন্যবুদ্ধ্যা
ভক্ত্যা ত্বদুক্তং স্তবমাগমোক্তম্।
তেঽজ্ঞানসম্ভূতভবং বিহায়
মাং যান্তি নিত্যানুভবানুমেয়ম্॥ ৫৬॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

থাকে। ৫৫। হে জ্ঞানিবর! যে সকল ব্যক্তি অনন্যমনে ভক্তিপূর্ব্বক ত্বৎকৃত স্তব পাঠ করে, তাহারা ইহলোকে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া অজ্ঞানজনিত সংসার বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তকালে আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৫৬।

ইতিশ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
অরণ্যকাণ্ডে নবমোঽধ্যায়ঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

লব্ধ্বা বরং স গন্ধর্ব্বঃ প্রয়াস্যন্ রামমব্রবীৎ।
শবর্য্যাস্তে পুরোভাগে আশ্রমে রঘুনন্দন! ॥১॥
ভক্ত্যা ত্বৎপাদকমলে ভক্তিমার্গবিশারদা।
তাং প্রয়াহি মহাভাগ! সর্ব্বং তে কথয়িষ্যতি ॥ ২॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ সোঽপি বিমানেনার্কবর্চসা।
বিষ্ণোঃ পদং রামনামস্মরণে ফলমীদৃশম্ ॥ ৩॥
ত্যক্ত্বা তদ্বিপিনং ঘোরং সিংহব্যাঘ্রাদিদূষিতম্।
শনৈরথাশ্রমপদং শবর্য্যা রঘুনন্দনঃ ॥ ৪॥
শবরী রামমালোক্য লক্ষ্মণেন সমন্বিতম্।
আয়ান্তমারাদ্ধর্ষেণ প্রত্যুত্থায়াচিরেণ সা ॥ ৫॥

গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীরামের নিকট বরলাভ করিয়া গমন করিতেং শ্রীরামকে কহিলেন হে রঘুনন্দন! ভক্তিমার্গানুসারিণী শবরী নাম্নী তাপসী আপনার পাদপদ্মে ভক্তি সহকারে মনোনিবেশ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী আশ্রমে বাস করিতেছেন। ১। আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন, তিনি সীতা বৃত্তান্ত সমস্তই আপনার নিকট সবিস্তরে ব্যক্ত করিবেন। ২। গন্ধর্ব্বরাজ শ্রীরামকে এইসকল বৃত্তান্ত কহিয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। মনুষ্যেরা রাম নাম স্মরণ করিলে অনায়াসে এইরূপ ফল লাভ করিতে পারে। ৩। অনন্তর রঘুনন্দন লক্ষ্মণের সহিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি দূষিত সেই ভয়ঙ্কর বন পরিত্যাগ করিয়া মৃদু মন্দ গমনে শবরীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ৪। ভক্তিপরায়ণা শবরী লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামকে সমাগত দেখিয়া সহসা সাদরে গাত্রোত্থানানন্তর শ্রীরামের পাদযুগলে পতিত হইলেন।

পতিত্বা পাদয়োরগ্রে হর্ষপূর্ণাশ্রুলোচনা।
স্বাগতেনাভিনন্দ্যাথ স্বাসনে সংন্যবেশয়ৎ ॥ ৬ ॥
রামলক্ষ্মণয়োঃ সম্যক্ পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ।
তজ্জলেনাভিষিচ্যাঙ্গমথার্ঘ্যাদিভিরাদৃতা ॥ ৭ ॥
সম্পূজ্য বিধিবদ্রামং সসৌমিত্রিং সপর্য্যয়া।
সংগৃহীতানি দিব্যানি রামার্থং শবরী মুদা ॥ ৮ ॥
ফলান্যমৃতকল্পানি দদৌ রামায় ভক্তিতঃ।
পাদৌ সংপূজ্য কুসুমৈঃ সুগন্ধৈঃ সানুলেপনৈঃ ॥৯
কৃতাতিথ্যং রঘুশ্রেষ্ঠমুপবিষ্টং সহানুজম্।
শবরী ভক্তিসম্পন্না প্রাঞ্জলির্ব্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০ ॥
অত্রাশ্রমে রঘুশ্রেষ্ঠ! গুরবো মে মহর্ষয়ঃ।
স্থিতাঃ শুশ্রূষণং তেষাং কুর্ব্বন্তী সমুপস্থিতা ॥ ১১ ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি গতাস্তে ব্রহ্মণঃ পদম্।
গমিষ্যন্তোঽব্রুবন্মাং ত্বং বসাত্রৈব সমাহিতা ॥ ১২ ॥
রামো দাশরথির্জ্জাতঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
রাক্ষসানাং বধার্থায় ঋষীণাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥
আগমিষ্যতি চৈকাগ্রধ্যাননিষ্ঠা স্থিরা ভব।
ইদানীং চিত্রকূটাদ্রাবাশ্রমে বসতি প্রভুঃ ॥ ১৪ ॥
যাবদাগমনং তস্য তাবদ্রক্ষ কলেবরম্।
দৃষ্ট্বৈব রাঘবং দগ্ধ্বা দেহং যাস্যসি তৎপদম্ ॥১৫॥
তথৈবাকরবং রাম! ত্বদ্ধ্যানৈকপরায়ণা।
প্রতীক্ষ্যাগমনং তেঽদ্য সফলং গুরুভাষিতম্ ॥১৬॥
তব সন্দর্শনং রাম! গুরূণামপি মে নহি।
যোষিন্মূঢ়াঽপ্রমেয়াত্মন্! হীনজাতিসমুদ্ভবা ॥ ১৭ ॥

৫। এবং আনন্দাশ্রু পূর্ণ লোচনে স্বাগত সম্ভাষণানন্তর রাম ও লক্ষ্মণকে উত্তমাসনে উপবেশন করাইয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। অনন্তর শবরী রাম লক্ষ্মণের পাদ প্রক্ষালন জল দ্বারা নিজ সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি উভয়ের পূজা করিলেন, এবং তপঃ প্রভাবে শ্রীরামের ভবিষ্যদাগমন জানিতে পারিয়া যে সকল অমৃত তুল্য ফল সঞ্চয় করিয়া ছিলেন তাহাও শ্রীরামকে ভক্তি পূর্ব্বক প্রদান করিয়া সুগন্ধ ও চন্দন মিশ্রিত নানাবিধ কুসুম দ্বারা শ্রীরামের পাদ পূজন পূর্ব্বক আতিথ্য করিলেন. শ্রীরামও আতিথ্য স্বীকার করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর ভক্তিমতী শবরী কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীরামকে কহিলেন।৬।৭।৮।৯।১০। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বকালে এই আশ্রমে আমার পরম গুরু মহর্ষিগণ বাস করিতেন, আমি তাঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত এইস্থানে উপস্থিত ছিলাম।১১। মহর্ষিগণ এই স্থানে বহু সহস্র বর্ষ বাস করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিয়াছেন, গমন কালে তাঁহারা আমাকে এই আদেশ করিয়াছিলেন যে, "বৎসে! তুমি সমাধি অবলম্বন করিয়া এই স্থানেই বাস কর।১২। সনাতন পরমাত্মা রাক্ষস কুলের বিনাশ ও ঋষিগণের রক্ষার নিমিত্ত দশরথের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তিনি সত্বর এস্থানে আগমন করিবেন, তুমি স্থির চিত্তে ধ্যানাবলম্বন করিয়া সেই বিষ্ণুর সমাগমন প্রতীক্ষা কর। এক্ষণে সেই প্রভু চিত্রকূট পর্ব্বতের আশ্রমে বাস করিতেছেন।১৩। ১৪। যে কাল পর্য্যন্ত ভগবান্ এস্থানে না আসিবেন তাবৎ কাল শরীর ধারণ কর, ভগবানকে সমাগত দেখিবা মাত্র অনল মধ্যে নিজ দেহ দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিবে"।১৫। হে রাম! আমি তোমার স্মরণ মাত্র অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশানুসারে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি, এক্ষণে গুরুবাক্য সফল হইল।১৬। হে ভগবন্! আমার গুরুগণও আপনার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, হে অপ্রমেয়াত্মন্! আমি অতি মূঢ়া স্ত্রীজাতি এবং হীন কুলসম্ভবা, আপনার দাসের শত সংখ্যোত্তর দাসের দাসীর

তব দাসস্য দাসানাং শতসংখ্যোত্তরস্য বা।
দাসীত্বেনাধিকারোঽস্তি কুতঃ সাক্ষাত্তবৈব হি ॥১৮
কথং রামাস্য মে দৃষ্টস্ত্বং মনোবাগগোচরঃ।
স্তোতুং ন জানে দেবেশ! কিং করোমি? প্রসীদ মে
শ্রীরাম উবাচ।
পুংস্ত্বে স্ত্রীত্বে বিশেষো বা জাতিনামাশ্রমাদয়ঃ।
ন কারণং মদ্ভজনে শক্তিরেব হি কারণম্ ॥ ২০ ॥
যদজ্ঞানতপোভির্বা বেদাধ্যয়নকর্ম্মভিঃ।
নৈব দ্রষ্টুমহং শক্যো মদ্ভক্তিবিমুখৈঃ সদা ॥ ২১ ॥
তস্মাদ্ভামিনি! সংক্ষেপাদ্বক্ষ্যেঽহং ভক্তিসাধনম্।
সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্ ॥ ২২ ॥

দ্বিতীয়ং মৎকথালাপস্তৃতীয়ং মদ্গুণেরণম্।
ব্যাখ্যাতৃত্বং মদ্বচসাং চতুর্থং সাধনং ভবেৎ ॥ ২৩॥
আচার্য্যোপাসনং ভদ্রে! মদ্বুধ্যামায়য়া সদা।
পঞ্চমং পুণ্যশীলত্বং যমাদিনিয়মাদি চ ॥ ২৪ ॥
নিষ্ঠা মৎপূজনে নিত্যং ষষ্ঠং সাধনমীরিতম্।
মম মন্ত্রোপাসকত্বং সাঙ্গং সপ্তমমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
মদ্ভক্তেষধিকা পূজা সর্ব্বভূতেষু মম্মতিঃ।
বাহ্যার্থেষু বিরাগিত্বং শমাদিসহিতং তথা ॥ ২৬।
অষ্টমং নবমং তত্ত্ববিচারো মম ভামিনি!।
এবং নববিধা ভক্তিসাধনং যস্য কস্য বা ॥ ২৭ ॥
স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্যাপি তির্য্যগ্যোনিগতস্য বা।
ভক্তিঃ সঞ্জায়তে প্রেমলক্ষণা শুভলক্ষণে!।২৮॥
ভক্তৌ সঞ্জাতমাত্রায়াং মত্তত্ত্বানুভবস্তথা।
মমানুভবসিদ্ধস্য মুক্তিস্তত্রৈব জন্মনি ॥ ২৯ ॥

কার্য্যেও অধিকারী নহি, অতএব আপনার দর্শন আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ১৭। ১৮। হে দাশরথে! আপনি বাক্মনের অগোচর পদার্থ—তবে কিরূপে আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম। হে দেবদেব! আমি কিছুই জানিনা কি স্তব করিব, আপনি নিজগুণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ১৯।

শ্রীরাম কহিলেন, হে বৎসে। স্ত্রী জাতি বা পুরুষ, সজ্জাতি বা অসজ্জাতি, প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ নামা, উত্তমাশ্রমাবলম্বী বা অধমাশ্রমাবলম্বী হউক, ভক্তি থাকিলেই আমার ভজনে অধিকারী হইতে পারে, আমার ঐ সকল ব্যক্তিতেই সমজ্ঞান আছে। ২০। হে তাপসি! মদ্ভক্তি বিমুখ ব্যক্তিরা যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ও বেদ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও কখন আমার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ২১। হে ভামিনি! সেই হেতু মদ্ভক্তির উপায় তোমার নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করি শ্রবণ কর।—

সৎসঙ্গ মদ্ভক্তির প্রথম উপায়—মচ্চরিত নিবন্ধ রামায়ণাদি চর্চ্চা দ্বিতীয় উপায়—মদ্গুণ কীর্ত্তন তৃতীয় উপায়—মচ্চরিত প্রকাশক উপনিষদ্ব্যাখ্যা চতুর্থ উপায়—এবং অকপটে গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি পূর্ব্বক আচার্য্যোপাসনা পঞ্চম উপায়—পবিত্র স্বভাব ও যম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার নিয়ম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি এবং প্রতিদিন মৎ পূজনে তৎপরতা এই কয়েকটী মদ্ভক্তির ষষ্ঠ উপায়—আমার মন্ত্রোপাসনা সপ্তম উপায় এবং মদ্ভক্ত জনের পূজা, সর্ব্বভূতে ঈশ্বর বুদ্ধি, বাহ্য বস্তুতে বৈরাগ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ, বহিরেন্দ্রিয় নিগ্রহ এই কএকটী অষ্টম উপায়—তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো এই সকল বাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ মদ্ভক্তির নবম উপায়—হে শুভলক্ষণে! স্ত্রী পুরুষ বা তির্য্যগ্যোনিগত যে কোন ব্যক্তির এই নববিধ ভক্তি সাধন সম্পন্ন হইলে আমাতে প্রেম লক্ষণা ভক্তি উৎপন্ন হয়। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ভক্তি উৎপন্ন হইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ হয়, তত্ত্ব নিরূপণ হইলে তাহারা এই

স্যাত্তস্মাৎকারণং ভক্তির্মোক্ষস্যেতি সুনিশ্চিতম্।
প্রথমং সাধনং যস্য ভবেত্তস্য ক্রমেণ তু ॥ ৩০ ॥
ভবেৎ সর্ব্বং ততো ভক্তিমুক্তিরেব সুনিশ্চিতম্।
যস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তা ত্বং ততোঽহং ত্বামুপস্থিতঃ॥ ৩১
ইতো মদ্দর্শনামুক্তিস্তব নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যদি জানাসি মে ব্রূহি সীতা কমললোচনা॥ ৩২।
কুত্রাস্তে কেন বা নীতা প্রিয়া মে প্রিয়দর্শনা?।৩৩

শবর্য্যুবাচ।

দেব! জানাসি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বং ত্বং বিশ্বভাবন।।
তথাপি পৃচ্ছসে যস্মাৎ লোকাননুসৃতঃ প্রভো।।৩৪
ততোঽহমভিধাস্যামি সীতা যত্রাধুনা স্থিতা।
রাবণেন হৃতা সীতা লঙ্কায়াং বর্ত্ততেঽধুনা॥ ৩৫॥
ইতঃ সমীপে রামাস্তে পম্পানাম সরোবরম্।
ঋষ্যমূকগিরির্নাম তৎসমীপে মহানগঃ॥ ৩৬॥
চতুর্ভির্মন্ত্রিভিঃ সার্দ্ধং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ভীতভীতঃ সদা তত্র তিষ্ঠত্যতুলবিক্রমঃ॥ ৩৭॥
বালিনশ্চ ভয়াদ্ভ্রাতুস্তদগম্যমৃষের্ভয়াৎ।
বালিনস্তত্র গচ্ছ ত্বং তেন সখ্যং কুরু প্রভো!॥৩৮
সুগ্রীবেণ স সর্ব্বং তে কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যতি।
অহমগ্নিং প্রবেক্ষ্যামি তবাগ্রে রঘুনন্দন!॥৩৯॥
মুহূর্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র! যাবদ্দগ্ধ্বা কলেবরম্।
যাস্যামি ভগবন্নাম তব বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥৪০॥
ইতি রামং সমামন্ত্র্য প্রবিবেশ হুতাশনম্।
ক্ষণান্নির্ধূয় সকলমবিদ্যাকৃতবন্ধনম্॥ ৪১॥

জন্মে মুক্তি লাভ করিতে পারে, জন্ম জন্মান্তর প্রতীক্ষা করিতে হয় না। ২৯।

হে ভামিনি! সেই হেতু ভক্তিই মুক্তির একমাত্র কারণ নিশ্চয় জানিবে, যে সকল ব্যক্তি দিগের প্রথম ভক্তি সাধন ঘটনা হয়, ক্রমশঃ তাহাদিগের অবশিষ্ট উপায় সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা ভক্তি ও তদনন্তর মুক্তি নিশ্চয় লাভ করিতে পারে। হে ভদ্রে! যেহেতু তোমার আমাতে ঐকান্তিক ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই হেতু আমি স্বয়ং এ স্থানে উপস্থিত হইয়া তোমার নয়ন গোচর হইলাম। ৩০। ৩১। আমার এই দর্শনেই তোমার নিশ্চয় মুক্তি লাভ হইবে, সম্প্রতি আমার কমললোচনা সীতা কোন স্থানে আছেন—প্রিয়দর্শনা প্রিয়াকে কোন্ দুরাত্মাই বা হরণ করিল, যদি তুমি এ বিষয় কিছু অবগত থাক তবে আমার নিকট ব্যক্ত কর। ৩২। ৩৩। শবরী কহিলেন—হে প্রভো! হে দেব! হে বিশ্বভাবন! আপনি সর্ব্বজ্ঞ—সকলই জানেন—তথাপি লোক ব্যবহারানুসারী হইয়া আমাকে এ বিষয় যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সুতরাং বলিতে হইল, হে ভগবন্! রাক্ষসেশ্বর রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে এক্ষণে তিনি লঙ্কায় অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৪। ৩৫। হে রাম! এই স্থানের অনতিদূরে পম্পা নামক সরোবর আছে ঐ পম্পা সমীপে ঋষ্যমূক নামক মহাপর্ব্বত—ঐ পর্ব্বতে মহাবল পরাক্রম বানর রাজ অতি ভীত হইয়া চারিজন মন্ত্রির সহিত বাস করিতেছেন। বানর রাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া তাঁহার ভয়ে যে ঋষ্যমূক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছেন ঐ ঋষ্যমূক পর্ব্বত বালির অগম্য স্থান, যেহেতু বালি ওস্থানে আগমন করিলে ভূতপূর্ব্ব মহর্ষি শাপ নবীভূত হইয়া ফলবান হইবে। এক্ষণে আপনি সেই স্থানে গমন করিয়া বানর রাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য করুন, তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন। হে রঘুনন্দন! যাবৎ কাল আমি আপনার সম্মুখে অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক শরীর দগ্ধ করিয়া বৈকুণ্ঠ ধামে গমন না করি, সেই মুহূর্ত্ত কাল এ স্থানে আপনি অবস্থিতি করুন। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। শবরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত এইরূপ সম্ভাষণান্তর অগ্নি প্রবেশ করিয়া ক্ষণ কালের মধ্যে অবিদ্যা জনিত সংসার বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীরামের প্রসাদে

রামপ্রসাদাচ্ছবরী মোক্ষং প্রাপাতি দুর্লভম্ ।
কিং দুর্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে ।
প্রসন্নেঽধমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাপ সা । ৪২ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণা মুখ্যাঃ পুণ্যাঃ শ্রীরামচিন্তকাঃ ।
মুক্তিং যান্তীতি তদ্ভক্তির্মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ ॥৪৩॥
ভক্তির্মুক্তিবিধায়িনী ভগবতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্য হে ।
লোকাঃ কামদুঘাংঘ্রিপদ্মযুগলং সেবধ্বমত্যুৎসুকাঃ
নানাজ্ঞানবিশেষমন্ত্রবিততিং ত্যক্ত্বা সুদূরে ভৃশম্ ।
রামং শ্যামতনুং স্মরারিহৃদয়ে ভান্তং ভজধ্বং বুধাঃ

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে
দশমোঽধ্যায়ঃ ।

অতি দুর্লভ মুক্তি লাভ করিলেন । ৪১ । ভক্ত বৎসল জগন্নাথ শ্রীরামচন্দ্র প্রসন্ন হইলে জগতে কি কোন বস্তু দুর্লভ হইতে পারে ? দেখ নীচকুল সম্ভবা শবরীও শ্রীরাম প্রসাদে অতি দুর্লভ মুক্তিপদ লাভ করিল । শ্রীরামোপাসক পুণ্যশীল প্রধান বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণেরা যে মুক্তিলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ কি ? যেহেতু শ্রীরাম ভক্তিই মুক্তির সাধন । ৪২ । ৪৩ । হে সাধুগণ ! এই জগতে রাম ভক্তিই মোক্ষের একমাত্র উপায় । অতএব তোমরা সকলে যত্নের সহিত অভীষ্টপ্রদ শ্রীরামচন্দ্র-চরণারবিন্দযুগল সেবা কর । [হে পণ্ডিতগণ ! যাগ যজ্ঞাদি মন্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল মহাদেবের হৃদয়রত্ন স্বরূপ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামরূপ অনবরত ভাবনা কর, তাহা হইলে অবশ্য মুক্তি লাভ হইবে । ৪৪ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বর সম্বাদে অরণ্যকাণ্ডে
দশমোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে অরণ্যকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ ।